











# বান্ধব ।

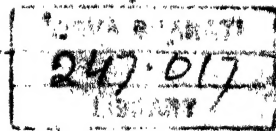
মাসিক প্রবন্ধ ও সমালোচন ।

৫৪৭

চতুর্থ খণ্ড ।

শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ কর্তৃক

সম্পাদিত ।



ঢাকা-গিরিশমিত্র ।

মুদ্রিত মণ্ডলারঙ্গ-প্রিটার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত ।

১২৮৬ ।

মূল্য ৪০ টাকার টাকার ।



**SECRET**

۶۵۹

বিশিষ্ট	৪৯
বিশিষ্ট	১
বিশিষ্ট	৪৫৮
বিবিধ	৪৭৪
বিষকন্যা ও বিধবা রমণী	২৭২
ভারতবর্ষীয় ভাষা	১৭
ভারতে আর্থিক জাতি	৩২৮
ভারতের প্রত্নতাত্ত্বিক	৭০
ভারবি	২১১
ভালমানুষ	২৪১, ৪২৫
মহানদের উত্তরাধিকারীগণ	৪১৯
মহামারীর চিত্রপট	৩১৪
মৌক্তিক	১২৯
মরন	২৩৬
ময়না তটে (পদ্য)	৩৭
রসিকতা ও রমের কথা	৫৬৩
লুক্সিসিয়া (পদ্য)	৫৫৬
শিক্ষা ও মানসিক পরিবর্তন	১১৬
শিশুশিক্ষা	৫২৯
শুকর	৫৪৯
সংক্ষিপ্ত সমালোচন	৯৩, ১৯২, ২৮৫, ৩৮১
সমালোচন	৪৬৪, ৫৭১
সামান্যবাদ	১২
সাহিত্য ও জাতীয় বিশাশ	২
স্যানিট সত্যতা	৪৪৮
সৌন্দর্য ও তাহার সেবক বিধি	৩১১
স্রীকবি ও মদনুসারী উপদেশ	৫৫৭
হস্তী	৫০৯
হিন্দুভূগোল	২৭৮

# বান্ধব।

## মাসিক প্রবন্ধ ও আলোচন।

৪র্থ খণ্ড।

১২৮৫।

[ ১ম সংখ্যা।

### বান্ধব।

আজি চারি বৎসর হইল বঙ্গীয় পাঠক-  
বর্গের সহিত বান্ধবের পরিচয় ও প্রণয়।  
পাঠকবর্গ বান্ধবের প্রণয়কাজুকী কি না,  
তাঁহা আমরা ঠিক জানিতে না পারিগেও,  
ইহা আমরা বিশিষ্টরূপে অবগত আছি যে,  
বান্ধব সর্বাঙ্গকরণে পাঠকবর্গের প্রণয়-  
কাজুকী। সুতরাং এই প্রতিমধুর প্রণয় শ-  
ব্দটি ব্যবহারে আমাদেরিগের ভয় কি লজ্জা  
নাই।

এই চারি বৎসরে বান্ধব কাছাকাছে কোন  
বিষয়ে শিক্ষাদান করিতে সমর্থ না হইয়া  
পাঠকিলেও অল্প অনেক বিষয়ে শিক্ষা দা  
করিয়াছে। এই চারি বৎসরে আমরা শি  
খিয়াছি যে, বাঙ্গালা ভাষা ইদানীং অতি-  
দুরদ্রা, অসিদ্ধীনহীনা দুর্বল হইলেন ই-

হার ভবিষ্যৎ নিতান্ত তিমিরায়িত নহে।  
যে ভাবায় যমুনা-সহরী পুত্ৰ করে, মোহন  
লালের স্বর্জন, মোহনলালের বিলাপ চ-  
রন-বহির মত উদ্বীর্ণিত হয়, স্বতন্ত্রের  
বিকট-সিংহনাদের মদোও অতুলম নিসা-  
দিনী মধুময়ী কথা ক্রতিক্রমে প্রবেশপ-  
পায়,—যে ভাবায় প্রতাপের দেবদুর্ভে-  
গবিত্ত চরিত অঙ্কিত হইতে পারে, এবং  
ভাবার প্রাণরূপী উদ্ভিপনা প্রাণরূপ  
প্রবাহিত হয়, সে ভাবায় ভরসা আছে।  
আমরা এই সঙ্গে ইহাও শিখিয়াছি যে,  
বাঙ্গালা ভাবার যেমন ভরসা আছে, বা-  
ঙ্গালিরও তেমন ভরসা আছে। যে দেশে  
প্রমেদ-নির-মগ্ন ধর্মীর নিকট আদর নাই,  
পদস্থের নিকট সম্মান নাই,—দক্ষিণে



নিগৃহীত ভাষা পরিপূষ্টি লাভ করিয়াছে,  
এবং সম্মান্য একটি মল্লিক-রেশমের ন্যায়  
প্রথমতঃ প্রাবাহিত হইয়া এইক্ষণ তরঙ্গসং-  
কুল মেঘনাদ-নারীর ন্যায় তরঙ্গবৎ বিনাদে-  
শকিন কথিতোচ্ছ, তখন বুঝিয়াছি যে  
ঐ শ্রমী অল্পভিন্ন জাতি স্মৃতমহী গার্ষ্ঠী  
বল্কিও অকপা নাহি। আমরা জানাদিগের  
এই শিক্ষালব্ধ উৎসাহকে উপযুক্ত নিষ্ঠার  
দ্বিসংক্রান্তের বিশেষের পর, পুনরাবৃত্তি গ্রী-  
তির ভিত্তিতে করিয়া পাঠ্যব্যয়নে নিবর্ত-  
নাপ্রাপ্ত হইলাম। আমিদিগের অনুবাদ  
অন্তিম, সে সুখের প্রতিষ্ঠিত যবে, এবং  
আমাদের আশঙ্কিত কখনও তাড়িতফলি  
এবং পরিচরিত এবং প্রাপ্ত, স্থূলিত হা-  
ইবে না, তাঁহারাই এইটুকু বিশ্বাস করিলেই  
আমরা কৃতার্থ হইবা। আর যে মানন  
সুশিক্ষিত ও মহান ব্যক্তি গত কোন  
বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রত্যক্ষ দিয়া রাখিয়াছেন,  
তাঁহারা পূর্ণের মত হইবার প্রতি সদয়  
চিন্তিলেই আমাদের অনুরোধে চলিতে

॥२॥३॥ ३॥३॥ ३॥३॥

৩৫। মনুস্যর মন যখন শৌকে থাকিল,  
 কোমে উল্লসি, অগাধ প্রাণে কি কুশিলায়  
 জ্বলার রহে, তাহার মগজনি তখন তম-  
 সাচল এন। কঠধ্বনি বিকৃত হয়,—এবং  
 যখন তাহার হৃদয় আনন্দ ভরে স্তম্ভ রহে,

চিত্ত হুতন মুখের সুধাময় স্পর্শে প্রসন্ন  
হইয়া উঠে, তাহার চক্ষু তখন সেই আনন্দ  
ও সেই মুখে হাসিতে থাকে, তাহার ক-  
ণ্ঠের বসন্ত-মদ-মত্ত কোকিল-কণ্ঠের মাদু-  
রীতে মিশিয়া যায়। মনুষ্যসম্বন্ধে প্রকৃতির  
এই নিয়ম অনুপ্রাণিত, এবং জাতীয় সা-  
হিত্যও সর্বত্রকারে এই নিয়মের অধীন।  
উচ্চাতে কখনও ক্রোধের ভয়ঙ্কর গর্জন, ক-  
খনও অবকাক্র ক্রোধের ততোধিক ভয়ঙ্কর  
সুস্থিত ভাব। কখনও প্রেমের উচ্চাঙ্গ,  
কখনও শোক ও পরিতাপের ক্ষুদ্রাদিগী  
ককণা-নিষ্পন্ন, কখনও বির-গার্স ও বাঁতবল-  
দর্পের সিংহনাদ, কখনও স্মার্যপূর্ণতা ও ব-  
নিপুত্রির সংকোচ ও সাবদানতা। কখনও  
বিশ্বাসের আলস্য ও আবেশ, কখনও ভ-  
য়ের বিরুদ্ধ ভক্তি এবং ভক্তির বীভৎস  
বিকার। ফলতঃ, সাহিত্যকে ইতিহাস  
না বসিয়া জাতীয় হৃদয়ের ত্রিধাট বলাই  
অসম্ভব। ইতিহাসে বাহ্য  
না থাকে, অথবা ইতিহাসে যাহা থাকে  
কোন প্রকারেই সম্ভব নহে, তাহার সহিত  
মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধমূলক নিয়মানুসারে,  
সাহিত্যে তাহা আলিখিত হয়,—এবং সা-  
হিত্য, পরিমার্জিত দর্পণের ন্যায়, জাতীয়  
পরিবর্তনের সুক্ষ্মাদপি সুক্ষ্ম বস্তুভেদও  
আমাদিগের সম্মুখে আনিয়া প্রদর্শন করে।  
ইতিহাস প্রায়শঃই বাহিরের কথা লইয়া  
ব্যাপ্ত রহে;—সাহিত্যে অন্তরের অন্তরভম  
কথাও পরিষ্কৃত না হইয়া যায় না, এবং  
জাতিবিশেষের হৃদয় ও বিলয় সম্পর্কিত

যে সকল প্রেমের উত্তর করা নিত্য কঠিন,  
সাহিত্যে তাহার সহজতর দেয়।

ভারতবাসী আশাদিগের শৈশব সম-  
য়ের সাহিত্য বেদ। বেদে শিশুর সারস্বত,  
বেদে শিশিরনিক্ত প্রভাতপদ্মের পবিত্র  
শোভা এবং পবিত্র মাদুর্য্য। বেদ বা-  
হাদিগের হৃদয়ের ভাষা ছিল, তাহার  
মনু কি যাজ্ঞবল্ক্যের ন্যায়, সমাজের অ-  
ভ্যন্তরীণ ভেদ এবং পরিণামচিন্তা লইয়া  
কি বিচার্য্য করতেন না,— বলায়  
কি কপিলের ন্যায় ওহন্যাজের বীজহত্র  
লইয়া পদার্থতত্ত্বের হস্তশুলে নিমজ্জিত  
রহিতেন না, এবং কাশ্মিরগমুখ কবি-  
সম্প্রদায়ের ন্যায় কাশ্মিরী বিভ্রম-বি-  
লাস ও লাভণালীলা লইয়াও প্রমত্ত থাকি-  
তেন না। তাহার, প্রাচ্যস্বর্গের উদ-  
য়োন্মুখী প্রতিভা দেখিয়া, সাহিত্যকে কেহ  
জানে না, সাহিত্যকে কেহ জানেন না, সেই  
অজ্ঞাত ও অজ্ঞে থাকার আনন্দময় অনু-  
ভব, আনন্দময় বিহঙ্গনিবহের মত, কল-  
কল নাদে প্রকৃত প্রভাতবন্দনা গান  
রিতেন;—জনতারপূর্ণ শ্যামল বেষণা-  
লাগ নবীন-মৌল্য-বর্ণনে পুলকে, পরি-  
পূর্ণ হইয়া রক্তজতা উপহার দিতেন;—  
বসন্ত বেগ প্রশমনের জন্য স্তোত্র পাঠ  
করিতে প্রবৃত্ত হইতেন,—এবং তাঁহাদি-  
গেব ক্ষেত্রে যেন শস্য হয়, গাভী যেন  
হৃদয়তী রহে, প্রকৃতি যেন ফলে ও ফুলে  
সুশোভিত হইয়া চক্ষু বিনোদন করে, এই  
জন্য তাহার দেবতার আরাধনা করিতেন।

তখন রাজা বিজয়কীর অত্যাচার ছিল না। সাহিত্যে বিরোধে রাজনীতির অবিস্তার থাকিবে? কখন-প্রাপ্ত 'সমাজ-সংস্থাপনে' সরকার প্রকার অপূর্ণতা থাকিলেও, কোন রূপ অস্বাস্থ্য ছিল না। সাহিত্যে বিরোধে সমাজতন্ত্রের উন্নতি এবং সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের বিকাশ থাকিবে? আর মনুষ্যের সাহিত্য মনুষ্যের রুচিমত্তা ভিত্তি এবং রুচিমত্তা অসম্পূর্ণ কোন সম্পর্ক ছিল না। তত্বে তত্বে সাহিত্যে ও বিরোধে রুচিমত্তা ভিত্তি কিংবা রুচিমত্তা অসম্পূর্ণ কপট পতি স্থান পাবে?

আজি সমগ্র ইউরোপ এবং আমেরিকাতেই চার দশক প্রতিক্রিয়া এবং জটিলতা বহন করিতেছে, এবং বহুদলীয় স্বতন্ত্র-নৈতিক নিয়ম নীতিসমূহ প্রায় সমস্ত পৃথিবীতেই প্রচলিত পড়িয়াছে, সেই নাজীবীণ যোগী মহাত্মা ব্রীফ, একটি স্বকুমারমতি সহস্রা শিশুকে ক্রোড়ে তুলিয়া নিয়া, সম্মুখস্থিত শিশুদর্শকে এই উপদেশ দিয়াছিলেন যে,— “যাহাদিগের চিত্তে মনঃমগ্ন নহে, কার্যক্রমে তাহাদিগের প্রকার নাই।” আশাও বলি, বাহ্যিক সেধ বস্তুতঃ আশাশীল নয়, যদি আশা বস্তুতঃ স্বতন্ত্রকে ও বিবেক প্রাপ্ত হয়, এবং প্রকৃতির রূপাংশিত প্রাপ্ত হইয়া প্রকৃতির প্রাণ-দেবতাকে ক্রোড়ে শিশুর মত রাখা দিয়া পড়িতে সক্ষম হয় না, তাহাদিগের জ্ঞানও ধর্মমতো, পথের-পথ নাই। ধর্মবিষয়ে

সেই পুরাতন বৈদিক সাহিত্য এবং এখনকার তুমাজ্জিত ধর্মশাস্ত্রীয় সাহিত্যে কি প্রভেদ? এখনকার ধর্মবিষয়ক সাহিত্যের একাধিক আশ্রয় এবং অপারাজিত হয়। অন্য এক প্রকারের আশ্রয়। ইহার কোথাও সাহিত্যের লক্ষণ, প্রকৃতির সমীর-মগ্নতা এবং প্রকৃত আনন্দের সংস্পর্শ নাই। চরিতে ধর্মের সাধনা, ক্রেশকের উত্থ-সেবন; এবং ধর্মোপদেশ যার যার নাই কটুকথার ও বদ-বিতর্ন। ইহার প্রার্থনায় প্রকৃত প্রেম, বিশ্বাস বা দাবিতত্ত্ব, এবং ইহার সম্প্রদায় প্রকৃতি অথবা অর্থনৈতিক, অর্থনৈতিক অর্থনৈতিক প্রকৃতি প্রকৃতি, পড়িলে শোভা হয় যে, ‘ধর্মিক’ মনুষ্য বৃদ্ধির প্রমাণ এক স্বকী-চরিত্র। সে কাহারও স্বতন্ত্র নহে, কাহারও চরিত্রে সে চরিত্র নহে; তাহার মনঃমগ্ন কাহারও কোন বিষয়ে সহ-মু-ক্ত নহে। তাহার মনঃমগ্নে চিরন্তনী অমাবস্যা; অব্যবহািক বা লিকিত করে সেদিকে দৃষ্টিপাত করিতে সাহস পায় না। সে সকল বিষয়েই সত্য সন্তুচিত। সে সন্তোষে প্রাণ খুলিয়া হাসিতে পারে না, এবং সন্তোষে কাহারও মনঃমগ্ন প্রাণ খুলিয়া আলাপ করিতেও ইচ্ছুক হয় না। তাহার হৃদয় এক অচিন্তনীয় ব্যাধির অধিবরণ। সেখানে আমোদ নাই, উৎসাহ নাই এবং হৃদয়ের তরঙ্গ তরঙ্গ নাই। তাতে সন্তোষ সেখানে পরাজিত হয়, এবং সৌন্দর্যের পবিত্র প্রতিমাও পাথর প্রতিকৃত বলিয়া সেখানে প্রত্যাখ্যাত হয়।

বৈদিক সাহিত্য সর্ব্বাংশেই ইহার বিপরীত। উহার সর্ব্বত্রই নবোন্মোদিত জন্মের আশ্রয়, অ'কাঙ্ক্ষা, উল্লাস ও উৎসব। উহার মানদারণা গম্ভীর ও মধুর; প্রাচীনতা স্বভাবসুন্দর, সরল ও অমায়িক; উপদেশ অভিসম্পাত-শূন্য এবং সাধনা স্বাস্থ্যস্বাভাবের মত স্বাভাবিক ও স্বতঃপ্রসঙ্গ। ধর্ম্মশাস্ত্রে এইক্ষণ যে বিব প্রদত্ত হইয়াছে, বৈদিক সাহিত্যের কুত্রাপি তাহা পরিলক্ষিত হয় না। তখন ধর্ম্মও লোকের গল-এই স্বরূপ ছিল না, এবং ইতিবাচ্য ধার্মিক, তাঁহারাও মর্ত্তিবান্ রোগ এবং ভুলসমাজের গলগ্রস্ত ছিলেন না।

বেদের পর রামায়ণ আর মহাভারতের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। আমরা কবিত্বের অর্থবিরতিতে প্রীতি আর রাজনীতিতে যে পার্থক্য দেখাইয়াছি, রামায়ণ ও মহাভারতেও সেই পার্থক্য। রামায়ণের সময়ে ভারতীয় সভ্যতার প্রেমোজ্জ্বল-পরিপ্রাণিত, তখন যৌবন, মহাভারতের সময়ে ভারতীয় সভ্যতার ক্ষতিলাভগণনা-তৎপর প্রৌঢ় বার্দ্ধক্য। রামায়ণে জন্মের আবেগ, জন্মের আবেগ, এবং রামায়ণের প্রধাব-পূর্ব্বক রাম। মহাভারতে বুদ্ধির খর-বার, বুদ্ধির গাম্ভীর্য এবং মহাভারতের প্রধান-পূর্ব্বকূট-যুদ্ধ-প্রাদিক্ বাহুদেব, অথবা বাহুদেবের কল্পিত পুত্র রাজা যুধিষ্ঠির। আর একটরই বা কি আশ্চর্য্য-সহানুভূতি! রামায়ণের কবি, ঋগ্বৈদিক; এবং মহাভারতের কবি, বাস।

১. হামের দুইটি বিভিন্ন সময়ের ছবি রামায়ণ ও মহাভারতে যেরূপ বিভেদময়-ভাবে চিত্রিত হইয়াছে, শুধু তাহা নয়, দুইটি সাহিত্য এবং জাতীয় জন্মের সাময়িক অবস্থাটি পরিষ্কার সম্বন্ধে স্পষ্ট প্রকাশমান হইতে পারে।

রামায়ণ এবং মহাভারত এই উভয় কাব্যে জাতীয় সাহিত্য জাতীয় রাজ্যলীলা চিত্রিত। রামায়ণের বিরোধ রাম ও ভরতে, মহাভারতের বিরোধ কোরব ও পাণ্ডবে। কিন্তু বিরোধের বিচিত্র পার্থক্য এবং চিত্রা কর। রামায়ণে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী জাত। এই বীরা বিবাদ করিতেছেন যে,—“এই রাজ্য, এই রাজ্য-পদ, এই অতুল্য আশ্রয়স্থান-আমার নহে, ইহা তোমার”। মহাভারতের জাতীয় বিরোধের কঠোর মন্তব্যেছেন যে,—“যত টুকু ভূমি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অগ্রভাগে দখল করিতে পারে, তাহাও বিনা যুদ্ধে প্রদান করিব না”। রামচন্দ্র জাতীয় বিরোধে পবিত্র করিয়া তাঁহার হস্তে সমস্ত সা-আজা ভুলিয়া দিলেন, এবং স্বয়ং জন্মের আনন্দভরে ভাষ্যাসহ বনবাসী হইলেন। মহাভারতের জাতীয় বিরোধে জরলাভ করিয়া, জাতীয় উচ্চত্রে গদাঘাত, মস্তকে পদাঘাত এবং অন্তরে ততোধিক ক্রোধের নিরীকণ থাকে আঘাত করিলেন, এবং জাতীয়সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া যুদ্ধ ও নাদি সংকার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সমস্ত বটে, বাস যুধিষ্ঠিরকে ধর্ম্মের পুত্র,

অবতার এবং সাক্ষাৎ ধর্ম-পুঙ্খ-ব-  
লিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সত্য বটে, তিনি  
যুক্তির এক নিয়ত বেদ পাঠ এবং বিপ্রসে-  
বার নিযুক্ত রাখিয়া, এবং তাঁহাকে অ-  
সিয়ারত্রে বিদ্যা দেখাইয়া সাধারণের  
মনে তাঁহার প্রতি এক অসাধারণ ভক্তি  
জন্মাইয়াছেন। ইহা সত্য যে যুক্তির  
অভাব পরজ্ঞা, অকারণ পরপীড়ন,  
এবং ইন্দ্রিয়গণারাগতা ও দম্যমাৎসর্গ্য প্র-  
ভুতি বহুবিদ দোষইহাতে নির্মূল্য রাখিয়া  
জগতে ধার্মিক নাম পাইবার জন্য বহুল  
পরিমাণে যোগ্য হইয়াছেন। কিন্তু ত-  
থাপি ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, রা-  
চন্দ্র ও যুক্তির এক প্রকৃতির ধার্মিক ন-  
হেন, এবং এই ভিন্ন সময়ের ধর্মগত  
আদর্শও এক ছিল না। ইহাদিগের এক  
জনের ধর্ম্য কৃষ্ণের মৌরভ, বসন্তের ক-  
মনীয় কান্তি, মতোর স্বচ্ছশোভা, এবং  
প্রথম বরষার প্রমত্ত প্রবাহ;—আর এক  
জনের ধর্ম্য শীতের সন্ধ্যা, আর্মের দু-  
শিচন্দ্র, কৌশল, কাপটা, কলির প্রারম্ভ-  
কালীন প্রদর্শন-প্রিয়তা, এবং বিবিধ কা-  
ককাগের বিচিত্রষটা। একজনের ধর্ম্য  
শক্তি এবং সভাবের অপ্রতিহত বিকাশ,  
—আর একজনের ধর্ম্য অকালবারিকার  
অকটি এবং অনিচ্ছাকৃত গতি।

ধন্য বাস্কর! ধন্য ভাবতবর্ষ! আর  
আজি হৃদভাগ্য হইলেও ধন্য অধমরা যে,  
যে দেশে বাস্করের পদে গুণ স্পর্শ করি-  
য়াছে, আমরা সেই দেশে জন্ম গ্রহণ করি-

য়াছি, এবং যে গঙ্গা ও গোদাবরী আর্ধ্য-  
বর্ষের সেই সময়ের সেই আদর্শ-পুঙ্খ,  
সেই জাতীয় প্রতিনিধির পাদপ্রান্তে প্রবা-  
হিত হইয়াছে, আমরা আজি সেই পুরা-  
তন গঙ্গা ও গোদাবরীর তরঙ্গমালা দর্শন  
করিয়া পুরাতন আর্ধ্য জাতির কীর্তি ও ম-  
হিমার তরঙ্গ ধান করিতে পারিতেছি।  
প্রকৃত মহত্বের ছায়া-পথে কিংবা অরণ-  
পথে অবস্থানও সামান্য সৌভাগ্যের বি-  
ষয় নহে।

পৃথিবীর অন্যান্য প্রদেশে বাস্কর  
সমান, কিংবা কোন কোন বিশেষ বাস্কর  
ইহাতেও শ্রেষ্ঠতর কবি জন্মগ্রহণ না করি-  
য়াছেন, এমন নহে। গ্রীকদিগের হোমার,  
রোমানদিগের বার্জিল, ফরাশিদিগের ক-  
র্নেল এবং রুটিশদিগের মিল্টন, ইহারা  
সকলেই মানব জাতির গৌরব-স্থল এবং  
কবি-সমাজের গুরু বলিয়া পরিচিত। যদি  
কল্পনার বৈচিত্র্য এবং স্বক্টি-নৈপুণ্য লইয়া  
বিচার কর, তাহা হইলে রক্ত বাস্করকে  
সেফপীরের সহিত তুলনা-স্থলে আনয়ন  
করা যায় কিনা, তাহাও সন্দেহের কথা।  
বাস্করির হৃদয়ের স্রোত নিরন্তর একথাতে  
প্রবাহিত হইয়াছে; সেফপীরের দিন্য-  
শক্তি স্বর্গও নরক, শৈল-শৃঙ্গ ও গভীর  
তমসাস্কর গিরিগুহা, কৈশর ও কেসিরস,  
ক্রিওপেট্রা ও দেশদিমোনা প্রভৃতি অসংখ্য  
পদার্থ সুগপং দর্শন এবং সুগপং চিত্র  
করিয়া জগতের বিস্ময় জন্মাইয়াছেন। কিন্তু  
যে রূপ ভাবতবর্ষের আর্ধ্যজাতি ভিন্ন আর

কোন জাতির প্রকৃতিতেই রাম কবির বি-  
কশিত হয় নাই, সেইরূপ কি. হোমার কি  
বর্জিস, কি কর্ণেল, কি মিল্টন অথবা কি  
শেফস্পীর, বাল্লীকি ভিন্ন কোন দেশের  
কোন কবিই রাম চরিত্র সৃষ্টি করিতে স-  
মর্থ হন নাই।

রামচন্দ্র প্রাচীন আৰ্য্যজাতির প্রাণ,—  
দয়ার অমৃত প্রস্রবণ, অথচ পৌকষ-পের  
সঙ্গীত প্রতিকৃতি। প্রণয়ে তিনি চণ্ডীকেও  
আলিঙ্গন করিতে পারেন, প্রতিশোধের  
লক্ষ্যেও তিনি তৃণ বলিয়া গণনা ক-  
রেন না। স্বর্ণমণ্ডিত সিংহাসনেও তাঁ-  
হার যে স্থখ, তপোবনের পর্ণকসীরেও তাঁ-  
হার সেই শান্তি। বিশাখিত লভ্যতা স-  
র্বদা সঙ্গীতের আধার ও তাঁহার সহিত  
আলাপ করিতে উৎসুক রহেন; এবং দা-  
ক্ষিণাত্যের অসহ্য, অার্য্য মনুষ্যেরাও তাঁ-  
হার কথার নাদুরীতে মুগ্ধ হইয়া আগুন  
হইতে তাঁহার দাসত্ব স্বীকার করে। তাঁ-  
হার আঘাতে বজ্রের কঠিন দেহ বিদীর্ণ,  
এবং ক্রোধে বক্ষি-শিখাও ভীত হয়; আ-  
বার রাবণের মত ভাৰ্য্যাপহারী ও সন্দ-  
নাশকারী শত্রুও যখন কাতরকণ্ঠে তাঁহার  
শরণ লয়, তিনি তখন ককণরসে জ্বীভূত  
হইয়া ধারায় অশ্রুপাত করেন। তাঁহার  
চিত্ত কৈকেয়ীর প্রতিও ক্ষুণ্ণ, তাবু পোষণ  
করিতে পারে না, অথচ কৌশল্যার ক্রন্দন  
এবং ভরতের অনুনয় বাক্যেও বিগলিত  
কিংবা সত্য হইতে পরিভ্রষ্ট হয় না। যখন  
রাজলক্ষ্মী তাঁহাকে ক্রোড়ে লইবার জন্য

বহুপ্রসারণে উন্নত, পুণ্ড্র-  
পুণ্ড্রীকৃত পুষ্পরাশির ন্যায় তাঁহার  
সমাকীর্ণ, পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্য  
হার পদতলে বিলুপ্ত, তাঁহার  
চিত্তে তখনও অদৈর্ঘ্য কি উদ্বেগভাষা  
এবং যখন জটীতির তাঁহার রাজত্বা-  
ভাষা তাঁহার জাতিসংহত এবং রামচন্দ্র  
মাত্র তাঁহার পরিচায়ক, তখনও  
দৃষ্টান্ত কি দুঃখ-বোধ নাই।  
কি মনুষ্য! কি অলৌকিক মীমাংসা!  
ভারতীয় কল্পনা মরমীর স্বর্ণ কমল,—কি  
সুন্দর,—কি কঠিন! মরোবৎসব স্বচ্ছ স-  
লিলে প্রতিভাত প্রদীপ্ত তাঁহার! কি উ-  
জ্জ্বল! কি মনোহর।

রামও অসামান্য কবি, এবং স-  
র্বাংশে আৰ্য্যমানের উপযুক্ত;—পা-  
ণ্ডিত্য অনুপম, মনস্বীতার অদ্বিতীয় এবং  
সৃষ্টি-উদ্ভিত্তে ও সৃষ্টি-কৌশলে শেফ-  
স্পীরের সমকক্ষ। তদীয় ভীষ্ম হিমালয়ের  
অভ্রভেদী শব্দের দ্বারা ভারত-সাহিত্য-  
কণা মহাশব্দব্রের এক প্রকার জড়ভিষ্ম  
দণ্ডায়মান রাখিয়াছেন। যতকাল তাঁহার  
স্রীক্ষণ করে, সেই পায়াময়ী মূর্তিতে কখন  
প্রতিজ্ঞা পালনে ভয় কিংবা পৌকষ-মর্মে  
অবহেলার লক্ষণ দেখিতে পাইবে না।  
তাঁহার স্রোণকর্ণাদি বীররস অদ্যাপি শ-  
রীরবদ্ধ বীররসের নায় সকলের মানস-  
নেত্রে সমুদ্বীর্ণ হইতেছেন। যতকাল  
ইচ্ছা দেখিতে থাক, সদয় কখনও অবসর  
হইবে না। তাঁহার অভিমুখ অদ্যাপি র-

রামায়ণে অপর্যাপ্ত বাৎসল্য দর্শন করি,  
 আশ্চর্য ও অপূর্ব। রামায়ণে বহু-  
 বিধ প্রভৃতি বহুদৈর্ঘ্যে লিখিত এবং প্রাচীন  
 বঙ্গ ভক্ত নন্দনীর ইয়াও পুত্রের প্রতি  
 ভক্তি এবং পুত্র-বৎসলতার জন্ম মনুষ্য-  
 জগতে চিরস্মরণীয় ও ভক্তিভাজন হইয়া-  
 ছেন। যেমন স্বর্গ-বিরহে সংসার অন্ধ-  
 কারে রহে, তিনিও রাম-বিরহে সেইরূপ  
 অন্ধকারে রহিতেন। রামকে তিনি শুধু  
 ভাষ্য বাসিতেন না, রামচন্দ্রেই তিনি প্র-  
 কৃত জীবিত থাকিতেন। যখন রাম বিখ্য-  
 মিত্রের সহিত মিথিলায় গেলেন, তিনি  
 সেই ক্ষমিক বিরহে জীবন্ত রহিলেন ;  
 এবং যখন রাম কৈকেয়ীর সভা-পাশে বস  
 হইয়া বনবাসী হইলেন, তখন তিনি যেন  
 কোন অলক্ষিত নিয়মের শাসন, জীর্ন-  
 লীলা সংবরণ করিলেন। এই চির দর্শ-  
 নীয়। যে জগতে শোকের পরই দুঃ-  
 স্পৃহা, এবং দুঃস্পৃহার সঙ্কেতসদেই বি-  
 শ্রুতি ও বিষয়-ত্যাগ, যে জগতে এক-  
 চক্ষু অশ্রুধারা বর্ষণ করে, আর এক চক্ষু  
 ভোগ্য বস্তুর প্রতি প্রদর্শিত হয়, এক  
 হস্ত কপালে আঘাত করে, আর এক  
 হস্ত লাভালাভের অক্ষপাতে ব্যাপ্ত হয়,  
 অধিক আর কি, যে জগতে জনক-জননী  
 কৃত অপতানিগ্রহ এবং অপত্যের প্রতি  
 বন্ধনরও সহজ সহজ দৃষ্টান্ত নিয়ত স-  
 মুখে পড়ে, সেই জগতে দশরথের এই কনি-  
 জনস্পৃহণীয় আলেখ্য খণ্ডি নরস ভগ্ন  
 পূর্ন করিলেও হৃদয়ের তৃপ্তি নিরন্তর হয়না।

রামায়ণে ঐহার নাম ভরত, 'মহাভা-  
 রতে' তাহার নাম দুয়োদন ; এবং রামা-  
 য়ণে ঐহার নাম লক্ষ্মণ, মহাভারতে, তা-  
 হার নাম অর্জুন। ভরত আর দুয়োদনের  
 ভ্রাতৃ-প্রেম-গত পার্থক্য সমান্যতঃ প্রদর্শিত  
 হইয়াছে। যে নিত্য অন্ধ সেও ইহা বু-  
 খিতে পারিবে যে, ভরত সর্ব্বাংশে রাম-  
 সদৃশ না হইলেও প্রায় দ্বিতীয় এক রাম ;  
 এবং রামচন্দ্রের স্বাভাবিক সাহিত্যের  
 আর এক বিশাল কাস্তিভস্ম ;—ঈশ্বর ও  
 সাহসে অপ্রমেয়, অথচ প্রীতিতে নবনীত-  
 সম, তাগে অকুণ্ঠিত। এই মহাপুরুষ পি-  
 তৃসত্যপ্রমাণে লক্ষ্মণদ্বারা ভারত ভূমির  
 সাত্ত্বাত্ম্য পক্ষ পালিত ভ্রাতৃস্নেহের নিকট  
 তাহা তখন হইতে হীনজ্ঞান করিয়াছেন, এবং  
 যৌবনে যোগী সূক্তিয়া, মাধার জটা বা-  
 দ্ধিয়া, ভ্রাতার অঘেবনে বনে বনে তিষ্ঠা-  
 রীর মত বেড়াইয়াছেন। মহাভারতে ইহার  
 সাদৃশ্য কোথায় ? যেখানে ভরত ভ্রাতাকে  
 সর্ব্বশ্রম সমর্পণ করিয়াও অতৃপ্ত, মহাভা-  
 রতে প্রতিরোধী বীর ভ্রাতার সর্ব্বশ্রম আত্ম-  
 সাৎ করিয়াও সেখানে অপরিতৃপ্ত। কিন্তু  
 ভরতের ভ্রাতৃত্ব যদি পূজনীয়, লক্ষ্মণের  
 ভ্রাতৃত্ব যদি যেমন পূজনীয়, তেমনই প্রীতি-  
 জনক। আমাদের বিবেচনার মনুষ্য-  
 লোকে ইহার তুলনাস্তল নাই। এশিয়া,  
 আফ্রিকা, ইউরোপ ও আমেরিকা পৃথিবীর  
 এই চারি প্রদেশে শুদ্ধ ভারত ক্ষেত্রে এবং  
 বায়োলজি সময়েই ইহা সংসারে প্রদর্শিত ও  
 সাহিত্যে অঙ্কিত হইয়াছে। অন্য কোথাও

ইহার ছায়াপাত ছাড়াই। শত্ৰুরাং হিন্দু  
ভিন্ন অন্য কোন জাতি যে, এইরূপ  
লোক-স্বাধীনতা প্রাপ্তি-বের মধ্যস্থ পাই  
এবং মাহাত্ম্য প্রাপ্তিরিতে সমর্থ হইবে,  
এমন আমরা প্রত্যাশা করিনা।

প্রীতির প্রাণ আশ্রয়-স্বরূপ। লক্ষ্মণ  
সেই আশ্রয়-স্বর্ণের সজীব প্রতিমূর্তি।  
লক্ষ্মণ জী জানিতেন না। নিজ জাতিতে  
না, বিশ্বর বৈভব, মান-প্রাপ্তি, এবং  
সংসারের স্বৰ্গ দুঃখ কিছুই জানিতেন না।  
তিনি জানিতেন একমাত্র জাতি, —জা-  
তাই তাঁহার জীবনের ক্রমবিকাশ ছিলেন।  
যখন সত্যের অনুরোধে রাম ও লক্ষ্মণ এই  
দুই জাতার বিচ্ছেদ হইল, তখনই উভয়েই  
তখন সরস্বতী জলে স্নান করিলেন।  
দুই ঘোড়া একপ্রাণ; সেই প্রাণ-রজ্জ্ব  
যখন প্রস্তুত হইল, দুইটি সেই তখন  
হিম্মত প্রাপ্তি-স্বর্ণের জালিয়া পড়িল।  
বীরত্ব লক্ষ্মণের প্রতিদ্বন্দ্বী কে? বুদ্ধির  
অধরতা, প্রকৃতির মহত্ত্ব এবং চরিত্র-গো-  
রবে লক্ষ্মণ কখন নিকট-বীন-প্রভ? কিন্তু  
জাত-প্রেম তাঁহার সমস্ত আত্মা-এমন  
আগ বরিয়া রাখিয়া ছিল যে, তাঁহার  
আর পৃথগুত্ত্ব ছিল না। তিনি পৃথগুত্ত্ব  
ভাল বাসিতেন না। তিনি ভক্তিতে আ-  
নত এবং প্রীতিতে তগদত হইয়া একবারে  
জাত-জীবনে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, এবং  
শৈশব হইতে বার্ককা পর্যন্ত যতকাল জা-

বিত করিলেন, ততকাল এ ভাবেই  
অটল রহিয়াছিলেন।

মহাভারতে এই জাত-ভাবের অনুকরণ  
চেষ্টা আছে, কিন্তু অনুকৃতি নাই। কালের  
পরিবর্তে তখন লোকের প্রকৃতিও পরিবর্তিত  
হইয়াছিল, এবং তখন সকলেই আপনাব  
মান, আপনাব যৌবন, আপনাব প্রভু ও  
পদমর্দ্যাদি অকর্তব্য-খিয়া ভালবাসিত এবং  
জাত-প্রেমও বহুল পরিমাণে রান্নীতির  
কোমর করিত। ইহার সত্ত্বে আমাদের  
মধ্যে প্রাচীন এক প্রমাণ জাত-ভাবের নিম্নায়  
যুগিতির নিগ্রহ। কণ-ভরতী যুগিতির  
কণকে যুদ্ধে অজিত জাতি। সেই গাভী-  
ধের নিন্দা করিলেন, গাভী-ধারী অজু-  
লমনি শেষে একবারে তাঁহাকে তিরস্কার  
করিয়া তাঁহার আপনাকে উল্লাস করিলেন।  
যুগিতির যে তাঁহাকে শিক্ষানবীস হইতে দ-  
স্তানের-মায় লালন পালন করিয়াছেন,  
ইহা তখন তাঁহার মান-বহন না। তখন  
তথ্য জাত-গৌরবও তাঁহার মনে বহন,  
এবং জাত-প্রেম তাঁহার চিত্তকে পরিপূর্ণ  
করিল। পরন্তু সমস্ত কথা জ্ঞান হইতে  
প্রক্ষয়িত হইয়া গেল। বাস লিখিয়া গিয়া  
ছেন যে, আশ্রয়-স্বর্ণকাল গবে এই পা-  
পের পায়িত্ত্ব বরিয়া ছিলেন। কিন্তু উ-  
ল্লিখিত আশ্রয়-স্বর্ণকাল সেই আশ্র-  
চিন্তার মূল কালের উপস্থিত। জাত-ভাব  
পাইবার প্রাথমিক কি? —না, আত্মপ্রশংসা



## সায়নবাদ।

প্রথম প্রস্তাব।

সায়নবাদ কি? বোধহয় তাহা অনেকেই অজ্ঞাত আছে; এজন্য বলিয়া দিতেছি, “সায়নবাদ” জ্যোতিষের একটি অঙ্গ। প্রাচীন জ্যোতিষের মধ্যে গ্রহবাজ্যের স্ববিধ সঞ্চারের কথা লিখিত আছে। সায়ন ও নিরয়ন। এই প্রস্তাবে আমরা পুরাতন জ্যোতিষের সঙ্গে ইয়ুরোপীয় ও দেশীয় নবীন জ্যোতিষিক সিদ্ধান্তের প্রভেদ দেখাইব বলিয়া প্রস্তাবটির মন্তকে “সায়নবাদ” মুকুট প্রদান করিলাম।

জ্যোতিষশাস্ত্র অতি গহন ও গুহ্য। সঙ্কল্প-বিচরণ অনেকের ভাগ্যে পড়ে নাই। পুরাতন জ্যোতিষের প্রচারাবদি পুরাতন জ্যোতিষের প্রতিন্যাস সম্প্রদায় হতশক্তি হইয়াছেন। তাহারা মনে করেন, বুদ্ধেরা অতি অজ্ঞ ছিল। কিন্তু প্রভেদের কারণ কি? ভ্রমরূপেও একবার চিন্তা করেন না; চিন্তা করা আবশ্যিকও মনে করেন না। পুরাতন দেশীয় জ্যোতিষের পুনরুত্থার নিমিত্ত যে চিন্তা করা আবশ্যিক, তাহা সকলেরই স্বীকার করা কর্তব্য। তাহা অব্যাহত জ্যোতিষের পুনরুত্থা ও প্রভেদ—মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের মূলতত্ত্ব—বিস্তারিত বর্ণনা

ও ইহার মূলতত্ত্ব;—চিন্তাশীল ব্যক্তিরা যদি আর কিছুকাল এই সকল বিষয়ের চিন্তা না করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই এদেশের মহা অনিষ্ট ঘটবে। তাহারা ভ্রম-বিলম্বিত গণনার কুহকে পড়িয়া গ্রীষ্ম বর্ষাদিস্থতুকালের বিপর্যয় করিয়া ফেলিবেন, আর বলিবেন “হায়! কলিকাতার কি প্রভাব! শীতের সময় শীত নাই, গ্রীষ্মের সময় গ্রীষ্ম নাই, বর্ষার, মধ্যবর্ষা নাই।” অকালে বর্ষা, অকালে গ্রীষ্ম! হবেইত! না হওয়াই দোষ। হইবে শাস্ত্র সত্য হয়, ইত্যাদি—” অতএব পুরাতন জ্যোতিষের সঙ্গে নূতন জ্যোতিষের যে প্রভেদ ঘটিয়াছে, তাহা এবং তাহার মূলতত্ত্ব বর্ণনা করা অতীব কর্তব্য।

প্রভেদ আছে, ইহা সকলেই জানেন। কিন্তু কোন কোন অংশে কি কি প্রকারের প্রভেদ ঘটিয়াছে, তাহা ছয়ত সকলে জ্ঞাত নহেন। স্বাধীনতার আশায় নিমিত্ত সর্বত্র একে একে তালিকা প্রদান করিতেছি। ইহা জানিতে পারিবেন যে, প্রাচীন সিদ্ধান্তের সঙ্গে নবীন সিদ্ধান্তের কত প্রভেদ

প্রাচীন সিদ্ধান্ত।

তালিকা।

নবীন সিদ্ধান্ত।

- ১। পৃথিবী স্থির, সূর্য্যাদি গ্রহমণ্ডল তা-  
হাকে বেষ্টিত করিতেছে।
- ২। পৃথিবীর ব্যাস ১৬০০ যোজন।
- ৩। চন্দ্র বিষ ব্যাস ৪৮০ যোজন।
- ৪। সূর্য্য বিষ ব্যাস ৬৮০০ যোজন।
- ৫। চন্দ্র, ভূকেন্দ্র হইতে ৪১৫৬৯ পরি-  
মিত যোজনান্তরে আছেন।
- ৬। সূর্য্য ভূকেন্দ্র হইতে ৬৮৯১৭৭ যো-  
জনান্তরে আছেন।

- ১। সূর্য্য স্থির; পৃথিবী, ভূকেন্দ্রক ভ্রমণ  
বরাবর তাহাকে পরিক্রমণ করিতেছে।
- ২। পৃথিবীর ব্যাস ৮৭০০ যোজন।
- ৩। চন্দ্র বিষ ব্যাস ৮৭০০ যোজন।
- ৪। সূর্য্য বিষ ব্যাস ৮৭০০০ যোজন।
- ৫। চন্দ্র ভূকেন্দ্র হইতে ২৬১৩৪ যোজ-  
নান্তরে আছেন।
- ৬। সূর্য্য ভূকেন্দ্র হইতে ১০৪৯২:৫৪  
যোজনান্তরে আছেন।

৭। মঙ্গলবাদি গ্রহগণের বিহমান।

গ্রহ	কল।	বিকল।
মঙ্গল	৪	৪৫
বুধ	৬	১৫
রুহ্মণ্ডিত	৭	২০
শুক্ৰ	৯	১০
শনি	৫	২০

গ্রহ	কল।	বিকল।
মঙ্গল	৬	২৫
বুধ	৬	১০
রুহ্মণ্ডিত	৭	৭৪
শুক্ৰ	১৬	১
শনি	১৬	২

- ৮। ভূকেন্দ্র হইতে সূর্য্য যত দূরে, নক্ষত্র  
সকল তাহার ৩০ গুণ দূরে; এবং  
তাহার সূর্য্যভেদে প্রকাশ পায়।
- ৯। সকল গ্রহেরই যোজনাত্মক গতি  
তুল্য এবং তাহাদের কলায়ত  
স্বরূপ।
- ১০। এক নিরয়ন সৌর বৎসরে ৩৬৫  
দিন, ১৫ ঘটিকা, ৩০ পল।
- ১১। চন্দ্রের চক্রভোগ কাল ২৭ দিন,  
৭ হোরা ৪৩। ১২। সূর্য্যের  
পরম ক্রান্তি ২৩° ৪৫' ৩০"

- ৮। ভূকেন্দ্র হইতে অসীম অন্তরে, এবং  
ইহাও নির্ণীত হইয়াছে যে, ভূকেন্দ্র  
ভূকেন্দ্র হইতে অসীম অন্তরে  
ও আশ্রিত তেজে প্রকাশ হয়।
- ৯। গ্রহদিগের যোজনাত্মক গতি বিষয়  
অর্থৎ সকলের সমান নহে এবং  
তাহাদের পথ বিকার।
- ১০। এক নিরয়ন সৌর বৎসরে ৩৬৫।১৫।২২ দিন  
১১। চন্দ্রের চক্রভোগ কাল ২৭ দিন, ৭  
হোরা ১৩ ১১। সূর্য্যের পরম  
ক্রান্তি ২৭° ৪৫', ২৭ কলা।

ইত্যাদি।

ইত্যাদি।

নবীন সিদ্ধান্তের সহিত প্রাচীন সিদ্ধান্তের এত প্রভেদ। নিদর্শনের জন্য অত্যন্ত সংখ্যক বিষয় প্রদর্শিত হইল। পুরুষ এইরূপ বিষয়ের ভারতমা বা প্রভেদ আছে। প্রভেদ ঘটনার কারণ নামাধি। কতক অজ্ঞতা নিবন্ধন ভ্রম, কতক বারপাক কল্পনা, কতক বা গাণিতিক পরিভাষার বিপর্যয় ঘটনা এবং কতক কালপরিবর্তনের ধর্ম। হাত পূর্বকালে কথিত প্রকারই ছিল, পরিবর্তিত বর্তমান কালে নব্য সিদ্ধান্তের অনুরূপ অবস্থার পরিণত হইয়াছে।

জ্যোতিষিদিগকে বোধ-মূলক। বেদই জ্যোতিষিদিগের জীবন। যদি এখনও চেষ্টা করা যায়, কোন নিপুণ ব্যক্তি যদি এক্ষণ হইতে নামাধি স্বাক্ষর যন্ত্রের সাহায্যে বেধ নির্ণয় করিয়া প্রাচীন জ্যোতিষের সংস্কার সাধনে প্রয়াস করেন, তাহা হইলেও অন্ততঃ অনেকাংশের বৈজ্ঞান্য সাধন হইতে পারে। “বেধ-করণ” ক্রিয়ার চর্চা বহুকাল যাবৎ ভারত হইতে উঠিয়া গিয়াছে। তাহাতেই এত ক্ষতি। কিন্তু সর্বপ্রথমে যখন এদেশে জ্যোতিষিদিগের সঞ্চার হয়, তখন যে বেধক্রিয়া অবলম্বিত হইয়াছিল, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তবে কিনা প্রথমকার বেধক্রিয়া কতকটা আনুমানিক, এখন্য সম্পূর্ণ স্বাক্ষর না হইতেও পারে।

প্রাপ্ত প্রভেদ সমূহের মধ্যে কতকগুলি কেবল কাল-পরিবর্তনের সাহায্যে

ঘটিয়াছে, বলা বাইতে পারে। বাক্ষর সিদ্ধান্ত নানক জ্যোতিষে লিখিত আছে, “ইহা সত্য। সংকেপাঙ্কং শাস্ত্রং ময়োদিতম্।

বিভিন্ন প্রকার আনৈর্ভবিয়াত যুগে যুগে।” হে ম... এবদুত জ্যোতিষিদিগাটি আর... সংকেপে বলিলাম। পরন্তু চন্দ্রসুখাদির দ্বারা যুগে যুগে ইহার ব্যতিক্রম ঘটনা হইয়া থাকে।

অতএব কত কাল-কালান্ত অতীত হইয়া গিয়াছে, অথচ তাহার বেধ সংস্কার হয় নাই এরূপ হইলে গণনার ব্যতিক্রম না হইবে কেন? স্বর্গের পরমক্রান্তি, তাহার চক্রভ্রমণ কাল, ইত্যাদি পদার্থগুলি কত না হইবারই কথা। মধ্যে মধ্যে যদি বেধক্রিয়া দ্বারা নির্ণয় করিয়া পুরাতন গ্রন্থের সংশোধন ও নব নব গ্রন্থের রচনা করা হইত, তাহা হইলে কখনই এত ভারতমা ঘটত না। ভারতবর্ষে যখন জ্যোতিষিদিগের সমুহ উন্নতি, তখন তাঁহারা যে উপদেশটি লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, পরভাবী গণক মহাশয়েরা যদি তাহা পালন করিতেন, তাহা হইলে কদাচ বিলুপিসংগেও ক্রটি হইত না। সেই উপদেশটি এই,—

“যস্মিন্ পক্ষে বত্র কালে যেন দৃগ্গণিতৈকাকম্।

দৃশ্যতে যেন পক্ষেণ দুর্গাণি তিথ্যা নিগম্য ॥”

( এটি... নামে... )

যে পক্ষে বে...

পাঠিতর একা সাধিত হয়, যে কালে সেই সময় অনুসারে তিথি আদির নির্ণয় করিষ্টবক।

পরভাবী আচার্যেরা যদি পুণ্য স্থান-দিগের এই উপদেশের প্রতি লক্ষ্য রাখিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের পুণ্য স্থান কালে তৎসাময়িক জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রকিয়া, অনুমান ও প্রত্যক্ষ পরীক্ষা এক বা একা করিয়া তত্তৎপ্রায় নির্মাণ করাই কর্তব্য ছিল। কিন্তু অনেকে তা করেন নাই, কেবল কতকগুলি বাক্য সংগ্রহ করিয়া বাগিচার দ্বারা এমু গুলিকে কলঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন।

যে সময়টিতে দিব্যমান ও রাত্রিমান তুল্য হয়, তাহাকে বিষুবপাত বলে। সূর্যের বিষুব রেখা স্পর্শই এই দিব্যমান-ত্রের তুল্যতা ঘটনার কারণ। বিষুব-সঞ্চার অনুসারেই “মহাবিষুব সংক্রান্তি” ও “জলবিষুব সংক্রান্তি” নাম হইয়াছে। অতি পুরাতন কালের কোন এক সময়ে বসন্ত ঋতুর প্রথমার্দ্ধ সমাপ্তি কালে সূর্যের বিষুব সঞ্চার হইয়াছিল। দিব্যমান ও রাত্রিমান তুল্য হইয়াছিল। তদনুসারে তাহার “মহাবিষুব সংক্রান্তি” নাম হয়। কিন্তু এখন তাঁহার অনেক পূর্বের অর্থাৎ চৈত্রমাসের ১০ই তারিখে দিব্যরাত্রি সমান হইতেছে, তথাপি আমরা সেই বৈশাখ মাসের মহাবিষুব সংক্রান্তিই ধরিয়া আছি। যদিও লম্বাদি নির্ণয় কালে তাহার শোধন হইয়া থাকে অর্থাৎ অয়-

নাংশ করিয়া তাহার সাম্য সম্পাদন করা হয়, তথাপি তাহাকে সম্পূর্ণ শুদ্ধ রাতি বলা যায়ই পারে না। এতদপেক্ষাও শোণনের কোন বিশেষ নিয়ম করা উচিত।

অনেকে বলিতে পারেন, যে এতদগতি ও ক্রান্তি প্রভৃতি যেন লড়িয়া গিয়াছে, শোণন করিয়া লইলেই হইল; কিন্তু এমন কতক গুলি বিষয় আছে, যাহা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতা বা ভ্রমের ফল ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না। যথা—“পৃথিবী স্থির, স্থায়ী তৎকেন্দ্রক পরিভ্রম করেন, নক্ষত্র সকল স্বয়ং তেজস্বী নহে, সূর্যের তেজেই প্রকাশ পান।” ইত্যাদি।

সত্য বটে, নবীন সিদ্ধান্তটি অনেক কাংশে যুক্তিসিদ্ধ। কিন্তু এই সত্য তৎকালীয় কাহারও হৃদয়ে উদ্ভিত হয় নাই, এরূপ নির্দ্বিগ্ন করা যায় না। গুপ্ত সহস্রাব্দিক বহু পূর্বের আর্খ্যভট্ট ইচ্ছা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। পরন্তু আমাদের বিবেচনা হয়, তৎপূর্ববর্তী ঋষিদিগের মনেও এই সত্যের আবির্ভাব হইয়াছিল। কারণ এসমস্ত কথা এরূপ গভীর ভাবে উল্লিখিত আছে যে, তাহা চলৎপূর্বীপক্ষে লইয়া গেলেও বাওয়া যায়। তবে যে তাঁহারা জানিয়া শুনিয়া পৃথিবী স্থির বলিয়াছিলেন, তাহার অভিপ্রায় বোধ হয় এই এবং ইহা সাধু অভিপ্রায় বলিয়াই বোধ হয়। যথা—

পৃথিবী স্থায়ী, ইহা বাক্য না করিলে কতি নাই। বরং পৃথিবীর চলবন্ধ বর্ণন করিতে কতি আছে। একটাকে ঘুরাইতে

হইবে, নচেৎ গণনাসিদ্ধি হয় না। স্বর্গ  
কি পৃথিবী একের ঘূর্ণন কল্পনা করিলেই  
যখন সূর্য্যগণনাসিদ্ধি হয়, তখন অনুমান-  
গণনা পৃথিবী ঘূর্ণন অপেক্ষা প্রত্যক্ষ দৃষ্ট  
স্বর্গ ঘূর্ণনের বর্ণনা করাই ভাল। ইহাতে  
গণনার কোন ইতি কর্তব্যতার ক্ষতি নাই,  
অথচ সাধারণ লোকের সহজ বোধ্য।  
ইত্যাদি।

ঋষিদিগের অভিপ্রায় যে এইরূপ ছিল,  
মহাভারতে তাহার অভ্যাস পাওয়া যায়।

“ইমাং মহীং শৈলবনোপপন্নাম্।

সমাগারগামবিহার্যুক্রাম্।

তৎ শেষ। \* \* \* চলিতঃ যথাবৎ,

সংগৃহ্য তিষ্ঠন্ত যথা ইত্যন্য সার্থক।”

আদিপর্বের আন্ত্যিক পর্ব্বায় এই  
ভাষ্যে ভূমি দেখিয়া অনুমান হয় যে,  
ব্যাসের সময়ের ঋষিরা এবং তৎপূর্ব্ববর্ত্তী  
ঋষিগণ, পৃথিবীর চলনব্যাপ্তি ব্যতীত পারি-  
নাও লিপিবদ্ধ করিতে সাহসী হন নাই।  
এই সময়েই পৃথিবীর “অতলা” নাম  
এবং পৃথিবী স্থির, স্বর্গাদি গ্রহগণ ভ্রমণ-  
শীল, এই প্রকার মতের প্রাবল্য হয়। বহু  
কালের পর আবার আন্ত্যিক পিলুপ্ত ম-  
তের পুনঃ প্রচার করেন।

অনেকে বলিতে পারেন, ব্রহ্মা যে  
শেষ নাগকে মূচল পৃথিবী নিশ্চল কর-  
বার জন্য আদেশ করেন, সে নিশ্চলতা  
অসামর্থ্য। পূর্বে বোধ হয় ব্রহ্মাই ভূ-  
কম্প হইত, পৃথিবী তাহাতে অস্থির হই-  
তেন। সেই চাক্ষুষ নিদর্শনের জন্যই

ব্রহ্মা শেষ নাগকে আদেশ করেন। অ-  
ন্যাপি এদেশে এরূপ জন প্রবাদ প্রচলিত  
আছে। এবং একগ পর্য্যন্তও একেবারে  
অজ্ঞানকে ভূকম্পের সময় বলিয়া থাকে  
যে, “বানরকী মাথা বদল করিতেছেন।”  
অতএব পৃথিবীর প্রকৃত চলনব্যাপ্তি জান ঋষি-  
দিগের ছিল কিনা সন্দেহ।

যদিও এই আপত্তির প্রকৃত উত্তর ক-  
রিতে না পারি, তথাপি ইহা নির্দেশ করা  
যাইতে পারে যে, এ সম্বন্ধে ঋষিদিগের এ-  
কেবারেই কিছু জ্ঞান ছিল না এমন নহে।  
অন্ততঃ চলনব্যাপ্তি সংশয়ের আকারে  
ছিল, ইহা নিঃসন্দেহ। কেন না প্রদর্শিত  
শ্লোকের উত্তরে এবং অন্যান্য স্থলে দেখা  
গিয়াছে, “চলিত” শব্দের পৃষ্ঠে “নিয়ত”  
“সদা” প্রভৃতি এক একটি বিশেষণ  
আছে। তথাও “আবর্ত্তন” শব্দ  
আছে। সুতরাং “নিয়ত-চলন” এইরূপ  
শব্দ দেখিয়া অনুমান করা যাইতে পারে  
যে, ঘূর্ণনরূপ চলন লক্ষ্য করিয়াই উহার।  
এ সকল কথা লিখিয়াছিলেন। যাহা হউক  
এ সকল বিষয়ের বহু আন্দোলন নিস্তারো-  
জন। পৃথিবীই ঘূর্ণন, আর গ্রহেরাই ঘূ-  
র্ণন, একটি ঘুরিলেই কার্য্য সিদ্ধি হইবে।  
কে ন্টমত্যা তাহা না দেখিলেও হানি  
নাই। কিন্তু অন্যান্য গণনার অংশগুলি  
অসত্য হইলেই এদেশে ভরানক “ক্ষতি”।

“গ্রহলংঘন” নামে একখানা জ্যো-  
তিষ্মত আছে, ইহা অনধিক ৪০০ খ্রিস্টাব্দ-  
সর পূর্বে, মঙ্গোল দৈবজ্ঞ কবির দ্বারা

গণেশ দৈবজ যখন এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তখন তিনি বেদকিরার সহিত প্রত্যেক দর্শন-নৈরুত্রীকা রাখিয়াই করিয়াছিলেন। সুতরাং উক্ত পুস্তকখানি জাদ্যপি নির্দোষ আছে। রাজা জয়সিংহ বারাগমীতে একটি বেদালয় নির্মাণ করিয়াছিলেন। দুঃখের

বিষয় তিনি পুরাতন জ্যোতিগ্রন্থ গুলির সংস্কার করিবার অভিপ্রায় করিয়াই পদ লোক প্রাপ্ত হইলেন। বারাগমীতে বেদালয় বা মন্দিরের বর্ণনা দ্বারা পাঠকবর্গের চিত্তব্রজের অভিলাষ রহিল।  
প্রাকালীষর বেদান্ত বাণীশ।

## ভারতবর্ষীয় ভাষা।

বৈজ্ঞানিকগণ ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়া ইচ্ছাকে একটি স্বতন্ত্র মহাদেশ শব্দে অভিহিত করিয়া থাকেন। ভারতে ভূমণ্ডলের প্রত্যেক প্রকৃতি অঙ্গ বা অঙ্গিক পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। তদ্বিবরণের সম্যক আলোচনা শাস্ত্রমন্দের বিষয় ও উদ্দেশ্যের বহির্ভূত। ভারতবর্ষে প্রায় বিংশতি কোটি মানব বাস করে। এই মানবসমূহ অসংখ্য সঙ্কট সংখ্যক স্বতন্ত্র জাতিতে বিভক্ত। উহাদের সামাজিক ব্যবহারাদি পরস্পর ভিন্ন। ভারতবর্ষের বিংশতি কোটি মানব বস্তুসংখ্যক স্বতন্ত্র ভাষায় কথোপকথন করে। সেই ভাষা সমস্তের উৎপত্তি নির্ণয় করাই উপস্থিত প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

ইহা নিঃসংশয়ে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, আর্যেরা ভারতের আদিম অধিবাসী ছিলেন। আর্যদিগের আগমনের পূর্বে প্রাক-আর্যেরা নিত্য অসভ্য জাতিসমূহ বাস

করিত। আর্যেরা ভারতভূমে প্রবেশ করিয়া ইহার অনভ্য অধিবাসিনীকে বিদূরিত করেন। তাঁহাদের উৎপত্তি উৎপীড়িত হইয়া প্রাচীন অধিবাসিগণ অধিকাংশ দাক্ষিণাত্য নামক জনহীন অরণ্য মধ্যে, অবশিষ্টেরা ভূগর্ভে হিমালয় আশ্রয়ে প্রস্থান করে। এই অসভ্যজাতিদিগের ভাষা তাহাদের স্বভাবানুগত ছিল। আর্যেরা পবিত্র-সজিলা গঙ্গা ও যমুনা নদী দ্বয়ের অন্তর্ভূমে আবাস সংস্থাপন করিয়াছিলেন। ভূবনবিখ্যাত সংস্কৃত ভাষা আর্যদিগের সহিত ভারতভূমে প্রবেশ করে। দেব-ভাষা সংস্কৃতভাষা যেন অতি প্রাচীন গ্রন্থ। ইহা প্রত্যয় প্রাচীন যে, ইহার প্রণেতা কে, তাহা অতীত নির্ণয় করা অসম্ভব। ইহার প্রাচীনত্ব হেতুই হউক, বা ইহার পবিত্রতা রক্ষা করিবার নিমিত্তই হউক, অথবা অন্য যে কোন কারণেই হউক, তিন্দুগণ বেদকে অপৌরুষেয় ব-

বাঁকেন। যথা :—

১। ১। ৩২ সূত্রের অর্থমাতিকরণ।

“পৌকষেয়ং নবা বেদ-

বাক্যে সাং পৌকষেয়তা।

কাঠকাদি সমাখ্যাতাং

বাক্যভাজন্যবাক্যবৎ ॥

সামাখ্যাত্যাপকত্বেন

বাক্যভুক্ত পরাহতম্।

তৎ কৰ্ম্মপুলভেন

সাত্ত্বতোহপৌকষেয়তা ॥”

বেদের ভাষা প্রচলিত সংস্কৃতের সং-  
হিত সমান নহে। এই জনা প্রচলিত সং-  
স্কৃত ব্যাকরণ অভ্যাস করিলে বেদশাস্ত্রে  
প্রবেশ করা যায় না। সংস্কৃতের পরেই  
বা সমকালে প্রাকৃত ভাষার উৎপত্তি  
হয়\*। সংস্কৃত যেরূপ স্বসম্পন্ন, সর্ববিধ

\* কোন কোন বিচক্ষণ পণ্ডিত বি-  
বেচনা করেন যে, প্রাকৃত ভাষাই আর্য  
দিগের অতি প্রাচীন ভাষা। আমরা এ-  
স্থলে তাঁহাদিগের যুক্তিনিচয় প্রকটন ক-  
রিতেছি।

তাঁহারা বলেন সংস্কৃতের ন্যায় কঠিন  
ভাষা, কদাচ কথোপকথনের উপযোগী  
নহে। ইহা কস্মিন্ কালে কথিত হইয়াছিল  
কিনা সম্ভেদ। কথিত ভাষা অত্যন্ত ছিল।  
সেই ভাষার নাম প্রাকৃত। সেই প্রাকৃত  
ভাষাকে ‘সংস্কৃত’ অর্থাৎ বিশুদ্ধ করিয়া  
কাব্য দর্শনাদি লিখিবার নিমিত্ত যে ভাষা  
হইল তাহা নাম সংস্কৃত। তাঁহারা  
প্রাকৃত ও সংস্কৃত ভাষাভেদের প্রকৃতি প-

ন্থকর ও কঠিন ভাষা, তাঁহাতে সন্তত ক-  
থোপকথনে সংস্কৃত ব্যবহার করা সহজ  
নহে। বোধ হয় এই জন্যই কথোপকথন  
কার্য্য অনির্বাহিত করিবার নিমিত্ত অল্প  
ভাষার প্রয়োজন হইয়া উঠে। প্রাকৃতের  
উদ্ভব হইয়া সেই প্রয়োজন সংকুলান  
করে।

সংস্কৃত ভাষা হইতে যে প্রাকৃতের  
উৎপত্তি, এ সম্বন্ধে বিস্তর অকাটা প্রমাণ  
আছে। বরঞ্চ সংস্কৃত ভাষার অতি প্রা-

চ্য লোচনা করিয়া তাহাদের প্রসূতি ও  
প্রসূতা সম্বন্ধ অনুমান করেন। আমরা পা-  
ঠকরন্দের গোচরার্থ কয়েকটি প্রাকৃত ও  
তাহার সংস্কৃত শব্দ নিম্নে লিখিতেছি।

প্রাকৃত	সংস্কৃত
গদ	গত
হত	হন্ত
পচ্চিম	পশ্চিম
লোন্ম	লবণম্
স্থান	স্থান
গাম	গ্রাম
হলদ্বা	হরিত্রা
মাদরম্	মাতরম্
অগ্নিম্	অগ্নিম্
বাক্সন	ব্রাহ্মণ
চয়মি	চতুর্থী
চয়ক্ষী	চতুর্দশী
ছটী	ষষ্ঠী
ছণ	কণ
একথ	একব্র-

চীন বৈয়াকরণ। তিনি প্রাকৃতকে সংস্কৃত-সম্ভূতা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। স্থান-ভেদে ও ব্যবহার-ভেদে প্রাকৃতের বিস্তর রূপান্তর হয়। “প্রাকৃত-প্রকাশে” প্রাকৃতের চারি ভাগ উক্ত হইয়াছে। যথা;—

(১) মহারাষ্ট্রীয়, (২) পৈশাচী, (৩) মাগধী, (৪) শৌরসেনী। এই ভাষানিচয় মধ্যে মহারাষ্ট্রীয় ভাষা প্রধান প্রাকৃত বলিয়া কীৰ্ত্তিত হইয়াছে। প্রাকৃতের ত্রিতীয় রূপান্তর পৈশাচী ভাষা, শৌরসেনী ভাষা হইতে লম্ভিত। বরকচি প্রণীত

মশ্বক	মস্তক
পবিত্র	প্রপিতা
অন্তি	অন্তি
	ইত্যাদি—

এই তালিকাভুক্ত আমাদের বিবেচনায় প্রাকৃত সংস্কৃত-মূলক বলাই যুক্তিযুক্ত। তাঁহারা আরও কহেন, “প্রকৃতিস্ত চাপরে জনাঃ” এরূপ বিবেচনা না করিয়া “প্রকৃতি” অর্থাৎ স্বভাব “প্রাকৃত” অর্থাৎ চিরাগত বিবেচনা করিলে, প্রাকৃতের প্রাচীনত্ব সমর্থিত হয়। ইত্যাদি রূপ কতকগুলি যুক্তি অবলম্বন করিয়া কোন কোন পণ্ডিত প্রাকৃতকে সংস্কৃত অপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া নির্দেশ করেন। কিন্তু আমরা এ কথার কোন সামঞ্জস্য করিতে পারি না। আমাদের মতে এ সকল যুক্তি অতি সামান্য বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং পণ্ডিত মণ্ডলীকে ইহার মীমাংসা করিবার ভার দিতেছি।

“প্রাকৃত-প্রকাশ” গ্রন্থের মনোরমাটীকাকার লিখিয়াছেন যে,—

“পিশাচানাম ভাষা পৈশাচী। অস্যা পৈশাচাঃ প্রকৃতিঃ শৌরসেনী।”

পিশাচদিগের ভাষা পৈশাচী। এই পৈশাচীর প্রকৃতি শৌরসেনী।

বরকচির কথা প্রমাণে যোগ্যী ভাষাও পৈশাচীর ন্যায় শৌরসেনীর প্রকারভেদ এবং শৌরসেনী ভাষা সংস্কৃত হইতে লম্ভিত। বরকচি এই সকল প্রাকৃত মধ্যে মহারাষ্ট্রীয়কে প্রধান প্রাকৃত এবং তাহাও সংস্কৃত-মূলক বলিয়াছেন। এতাবত প্রমাণ হইতেছে যে, মহারাষ্ট্রীয় বা প্রধান প্রাকৃত ও শৌরসেনী এই ভাষাঘর সাংক্ষেপ সংস্কৃত-মূলক। মাগধী ভাষাকে সংস্কৃত বৈয়াকরণেরা শৌরসেনী-মূলক বলিয়া নির্দেশ করেন। ভাষা-তত্ত্ব-বিৎ লাসেন বলেন, মাগধী ভাষা আলোচনা করিলে উপলব্ধ হয় যে, ইহাও মহারাষ্ট্রীয় এবং শৌরসেনীর ন্যায় সংস্কৃত-মূলক। লাসেন বলেন পৈশাচী ভাষাও সংস্কৃত সঞ্জাত। তিনি সংস্কৃত বৈয়াকরণগণকে এ সম্বন্ধে ভ্রান্ত বলিয়া মনে করিয়াছেন। ফলতঃ এ সম্বন্ধে পণ্ডিতবর লাসেনের যুক্তি সমধিক সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। সংস্কৃতের পতন সময়ে বা সমকালে উক্ত ভাষা চতুর্দশ জন্ম গ্রহণ করে। তাহাদের সকলই এক মূল-ভাষা সংস্কৃত হইতে লম্ভিত, ইহা মনে করা সঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত। এই চারি ভাষা কথোপকথনের সুবিধা



স্বার্থ নষ্ট হয়। ইহার কারণে এককালে বলকণ চলিত ভাষা হইয়াছিল, তাহাতে সংশয় নাই। মহারাষ্ট্র, মাগধী ও শৌরসেনী এই ভাষার নাম প্রমাণ করিতেছে যে, উহার উক্ত নামের প্রদেশ-ত্রেয় প্রচলিত ছিল। সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধ ধর্মের আবিষ্কর্তা শাক্যসিংহের মাতৃভাষা মাগধী। এ নিমিত্ত মাগধীভাষা বৌদ্ধধর্মের উন্নতিসহ বিশেষ উন্নত হইয়া উঠে। মাগধী ভাষার বৌদ্ধদিগের ধর্মগ্রন্থ বিরচিত হয়। যখন বৌদ্ধ ধর্ম ভারতময় প্রচলিত হইয়াছিল, মাগধী ভাষাও তৎকালে বহু-বিস্তৃত হইয়াছিল। সিংহলে গিয়া মাগধী ভাষা পালি নামে গ্রহণ করে। শৌরসেনী ভাষাও মাগধীর স্রাব্য জৈনদিগের ধর্ম-ভাষা।

“প্রাকৃত কাম্পত্যক” গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে যে, উক্ত চারি ভাষা এবং অর্দ্ধমাগধী ও দাক্ষিণাত্য ভাষা, এই ছয় ভাষার সাধারণ নাম ভাষা। এই ভাষা সমস্তের উপর শ্রেণীর নাম বি-ভাষা। যথা,—

সকারী বা চম্পালিকা

সাবরী

আভীরী

দ্রাবিড়ী

উৎকলী।

এই কয় ভাষাও নাটকাদিতে প্রযুক্ত হইয়াছে। এ নিমিত্ত ইহাদিগকে অপভ্রংশ নাম দেওয়া হয় নাই। বিভাষার পরাগত শ্রেণীর নাম অপভ্রংশ। বাঙ্গালা, গুজ-

রাটী প্রভৃতি যে সকল চলিত ভাষা নাটকাদিতে ব্যবহৃত হয় নাই তাহাদের নাম অপভ্রংশ।

পণ্ডিতবর বীম্‌ সাহেব নিম্নলিখিত চলিত ভাষাগুলির মূল উল্লিখিতবৎ স্থির করিয়াছেন। যথা,—

১। হিন্দি

২। বাঙ্গালা

৩। পঞ্জাবী

৪। সিন্ধি

৫। মহারাষ্ট্রী

৬। গুজরাটী

৭। নেপালী

৮। উড়িয়া

৯। আসামী।

১০। কাশ্মীরী

এই একাদশ ভাষার সকল গুলিই অধুনা ভারতবর্ষের স্থান বিশেষে চলিত আছে। উক্ত ভাষা সমস্তের ব্যবহারভেদে ও স্থানভেদে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ রূপান্তর হইয়াছে। প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধারী বীম্‌ সাহেব গুজরত প্ররিশ্রম সহকারে তৎসমস্ত নির্ণয় করিয়াছেন। তিনি হিন্দি ভাষার নিম্নলিখিত কয় শ্রেণী স্থির করিয়াছেন। যথা,—

মৈথিলী—(পূর্নিয়া ও ত্রিহতের ভাষা)

মগধ—(দক্ষিণ বিহারের ভাষা)

ভোজপুরি—(সাহাবাদ, সারণ, চাঁপ্পারণ, গোরক্ষপুর, প্রাচ্য অযোধ্যা এবং বারানসীর ভাষা)

কোশলী—(অযোধ্যা এবং রোহিল  
খণ্ডের ভাষা)

বজ্জভাষা—(উত্তর দোয়াব, অংগা  
এবং দিল্লীর ভাষা)

কনৌজী—(দক্ষিণ দোয়াবের ভাষা)

রাজপুত ভাষা—(রাজপুতানার ভাষা)

বুন্দেলখণ্ড-ভাষা—(চম্বল হইতে  
শোন নদী পর্য্যন্ত প্রদেশের ভাষা)

বীম্‌স-সাহেব বাঙ্গালী ভাষার কোন  
নতুন প্রকারভেদ লেখেন নাই। তিনি  
উড়িয়া ও আসামী ভাষাকে স্বতন্ত্র ভাষা  
বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু বিবেচনা  
করিয়া দেখিলে ঐ দুই ভাষাকে বাঙ্গা-  
লার রূপান্তর ভিন্ন আর কিছুই বলা যায়  
না। এ সম্বন্ধে যে সমস্ত যুক্তি আছে  
তাহা নিরত্ব করিতে হইলে স্বতন্ত্র প্রস্তাব  
নিশ্চিত হয় :

পঞ্জাবীর অনেক প্রাশাখা। পশ্চি-  
মের প্রত্যেক প্রদেশের ভাষায় অল্প বা  
অধিক পরিমাণে বিভিন্নতা পরিদৃষ্ট হয়।

সিন্ধীয় ভাষার নিম্নলিখিত প্রভেদ  
দাছে।

সিরাই—(উত্তর সিন্ধের ভাষা)।

বিচোলি—(দক্ষিণ সিন্ধের ভাষা)।

লারি—(নিম্ন সিন্ধের ভাষা)

উছ—(মুলতানের ভাষা)

কচ্ছি—(কচ্ছের ভাষা)

মহারাজীর ভাষার নিম্নলিখিত চার  
প্রকার বিভিন্নতা আছে।

কনকানি—(রত্নগিরি এবং সমুদ্র স

মহিত স্থানের ভাষা)

দাক্ষিণী—

গোমস্তকী বা কুদালি—(সামন্ত বা-

সিকটের ভাষা)

বান্দেন্দী—

গুজরাটের তিন স্বতন্ত্র প্রদেশে ত্রিবিধ  
ভাষা কথিত হয়। ঐ তিন ভাষাই মূল গু-  
জরাটীর প্রাশাখা মাত্র। যে তিন স্থানে  
ভাষার স্বতন্ত্রতা আছে, তাহাদের নাম ;—

সুরত এবং বরোচ

গবেন্দাবাদ

কাটিওয়ার

বিশুদ্ধ নেপালীকে পার্শ্বতা বা পা-  
হাড়ী বলে। তাহার যে কয় শাখা আছে,  
মুলের সহিত তাহাদের প্রভেদ সামান্য।  
নিম্নলিখিত স্থান সমূহের ভাষার সামান্য  
বিভিন্নতা আছে।

পাণ্ডুয়া

কমায়ুন

মাদ্যপুসান

খার

মহারাষ্ট্রা বীম্‌স পূর্বা-লিখিত ভাষা-  
গুলিকে সংস্কৃত মূলক বনিয়া স্বীকার ক-  
রিয়াছেন। ভারতবর্ষ প্রচলিত অপর যে  
সমস্ত ভাষা আছে, তৎসমুদয়কে তিনি  
জৈন্দ, অর্থাৎ প্রাচীন পারস্য-মূলক বলিয়া  
গ্রহণ করিয়াছেন। বীম্‌স সাহেব যে যে  
রূপান্তরে উক্ত জৈন্দ-মূলক ভাষা সমস্ত  
ভারতবর্ষে চলিত আছে বলিয়াছেন,  
তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল।

১। ভোটিয়া বা ভোটাঙ্গা (ভোট-  
রাজ্য)

২। লেপ্চা (সিকিম রাজ্য)

৩। চিছু } (সোম, কোশী

৪। কিরন্ত } ও অকল নদী-  
মধ্যস্থ স্থানে)

৫। মুখি (পূর্ব নেপাল)

৬। গরজ (ঐ)

৭। নেওয়ার (মধ্য নেপাল)

৮। মগর (ঐ)

৯। ব্রাহ্ম (ঐ)

১০। চিপ্জ } (অযোধ্যা।

১১। কুমুও } বায়ু—পূর্ব

১২। বায়ু } নেপালে ও চলিত)

১৩। সমওয়ার (পশ্চিম নেপাল)

১৪। সপ (ঐ)

১৫। কনওয়ারি বা মিলচান

১৬। তিারকদ } (কুমুও-

১৭। ভূমেশী } নের উত্তরে)

১৮। দারাহি বা দোহি

১৯। নেওয়ার

২০। পাহাড়ী }

২১। কাশওয়ার (মধ্য নেপাল)

২২। পাক }

২৩। তক }

২৪। দীমল (নেপাল ও ভোটের  
ক্রিয়দংশ)

২৫। মেচী (ঐ)

২৬। বেরো (কছাড়)

২৭। গারো (গারোপাহাড়)

২৮। অক }

২৯। আবর }

৩০। মিসমি } (আসামি সাহিধ্যে)

৩১। মিরি }

৩২। দফলা }

৩৩। খসিয়া (আসামের দক্ষিণ)

৩৪। মিকির (ঐ)

৩৫। নাগা }

ক। রেজমা } ঐ (নাগার

খ। অজামি } প্রশাখা)

গ। লোটা

৩৬। মিজকো (ঐ)

৩৭। কুকি (চট্টগ্রামের উত্তর)

৩৮। মনিপুরি ভাষা।

৩৯। মেরেজ ভাষা

৪০। কারেজ ভাষা

৪১। সাঁওতাল

৪২। কোল (চরবাসা)

৪৩। ভূমিজা (পুর্বাঙ্গিয়া)

৪৪। মণ্ডালি (ছোট নাগপুর)

৪৫। কোলেহান

৪৬। খন্দ (সম্ভলপুর)

৪৭। গন্দ

৪৮। উরায়ন (সরগুজা)

৪৯। তেলুগু

৫০। তামিল

৫১। কণাটক

৫২। মলয়ালম্

৫৩। তুলুচু

৫৪। কুণ

৫৫। তুহু

৫৬। বুদগড়

৫৭। ইকলার } নীলগিরিপাহার

৫৮। কোহতর }

৫৯। সিংহলী

বীমস সাহেব-প্রদত্ত জেন্দমূলক ভাষা

বামবর্ষে আলিকা উল্লিখিত হইল।  
 “শব্দভাষা চন্দিকা” প্রণেতা লক্ষ্মীধর,  
 পৈশাচী ভাষার যে সমস্ত জ্ঞান নিরূপণ  
 করিয়াছেন, তাহা যত্নসূচী বীম্ভ কৰ্ত্তক  
 নিরূপিত জৈম্বমূলক ভাষা সমূহের জ্ঞানের  
 সহিত প্রায় মিলিতেছে। লক্ষ্মীধর যে  
 সকল জ্ঞানের কথা বলিয়াছেন, অধুনা  
 সে সকল জ্ঞানের নাম ও সীমা পরিবৰ্দ্ধিত  
 করিয়াছেন। আমরা নিম্নে লক্ষ্মীধরকে পৈ-  
 শাচী ভাষার জ্ঞান সকলের নাম উল্লেখ  
 করিতেছি।

পাণ্ডা  
 কেকয়  
 বাহ্লীক  
 মহা  
 নেপাল  
 কুণ্ডল  
 নুদেশ  
 ভোট  
 গাঙ্গার  
 হৈব  
 কনোজানা

পাঠকগণ প্রাচীন ভূগোল অনুসন্ধান  
 করিয়া দেখিবেন যে, লক্ষ্মীধর কথিত  
 পৈশাচী ভাষার এই প্রাচীন স্থান সমূহ ও  
 বীম্ভ সাহেব কৰ্ত্তক নির্ণীত জৈম্বমূলক  
 ভাষা সমূহের জ্ঞান অধিকাংশই এক।  
 হুতরাং এই দুই তালিকা পর্যালোচনা ক-  
 রিয়া উপলব্ধ হইতেছে যে, বীম্ভ সাহেব  
 যে সকল ভাষাকে জৈম্বমূলক বলিয়া

উল্লেখ করিয়াছেন, সংস্কৃত থাকরণে তাহা  
 পৈশাচী নামে উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু  
 তাই বলিয়া আমরা পৈশাচিক ভাষাকে  
 জৈম্বমূলক বলিয়া স্বীকার করিতে পা-  
 রিতেছি না। কারণ সংস্কৃত বৈয়াকরণ-  
 গেরা স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন যে, পৈ-  
 শাচী ভাষা সংস্কৃতমূলক। তাঁহারা পৈ-  
 শাচীকে প্রাকৃতের অঙ্গ বিশেষ বলিয়া উ-  
 ল্লেখ করিয়াছেন এবং প্রাকৃত যে সংস্কৃত-  
 মূলক তাহার যথেষ্ট প্রমাণ দিয়াছেন।  
 যথা;—হেমচন্দ্র—

“প্রাকৃতঃ সংস্কৃতঃ, তত্র ভবন্ত তঃ  
 আগতম্ বা প্রাকৃতম্।”

“প্রাকৃত সংস্কৃতমূলক, প্রাকৃত সং-  
 স্কৃত হইতে উৎপন্ন বা আগত।”

এ সম্বন্ধে অন্য প্রমাণ সংকলনের  
 প্রয়োজন নাই।

ভাষা-তত্ত্ব-বিৎ সায়েন সাহেব বলি-  
 য়াছেন যে, পৈশাচী সংস্কৃত হইতে সা-  
 ক্ষাৎ সমুদ্ভূত। কিন্তু আমরা যতদূর দেখি-  
 তেছি তাহাতে বুঝা যাইতেছে যে, বীম্ভ  
 সাহেবের জৈম্বমূলক ভাষা ও সংস্কৃতমূ-  
 লক পৈশাচী ভাষা এক। হুতরাং বলা  
 যাইতে পারে যে, বীম্ভ সাহেবের পৈশাচী  
 ভাষাকেই জৈম্বমূলক বলিয়াছেন। কিন্তু  
 সংস্কৃত প্রাকরণ আলোড়ন করিয়া ইহা  
 নিঃশংসদে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, পৈশাচী  
 সংস্কৃতমূলক। তবে বীম্ভ সাহেব  
 কথা কেন বলিয়াছেন? স্থির চিন্তে বি-  
 বেচনা করিলে ইহার কারণ অনুমান করা

যাইতে পারে। পৈশাচী ভাষা যখন প্রথমে সংস্কৃত হইতে জন্ম গ্রহণ করে, তখন তাহার প্রকৃতি অবিকল সংস্কৃতের আদ্য ছিল, তখনই নিলে তাহা যে সংস্কৃতমূলক একথা নিশ্চয় বলিয়া যায়। কিন্তু কালচক্রে সকলেরই পরিবর্তন হয়। কালচক্রে পৈশাচী ভাষাও পরিবর্তিত হইতে আরম্ভ হইল। যে যে স্থানে পৈশাচী ভাষা প্রচলিত হয়, তাহার অধিকাংশ ভারতের সীমান্ত প্রদেশ। সেই সীমা অতিক্রম করিলেই যে যে স্থানে উপস্থিত হওয়া যায়, তথায় জৈনমূলক ভাষা প্রচলিত। অসম্ভব নয় যে, ভারতের সীমান্তবর্তী প্রদেশস্থ বাকিগণ উক্ত বৈদেশিক ব্যক্তিগণের সহিত বহুবিধ সংস্পর্শ বদ্ধ হয়। ক্রমে এই জৈনমূলক ভাষা পৈশাচী ভাষার সহিত বিমিশ্রিত হইতে থাকে। এবং কালক্রমে পৈশাচী ভাষা একরূপ আকার দারণ করিয়াছে যে, এক্ষণে তাহাকে দেখিলে সংস্কৃতমূলক বলিয়া বোধনা হইয়া জৈনমূলক বলিয়াই অনুমান হয়। দেখা যাইতেছে যে, মুসলমানদিগের সহিত যখন বঙ্গদেশের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল, তখন মুসলমানীয় ভাষা এত অধিক পরিমাণে বঙ্গভাষার সহিত বিমিশ্রিত হইয়াছিল যে, বঙ্গভাষাকে প্রায় এক স্বতন্ত্র ভাষার স্বরূপ করিয়াছিল। সেইরূপে সংস্কৃতমূলক পৈশাচী সহিত, জৈনমূলক অপর ভাষা মিশ্রিত হইয়া তাহাকে সম্পূর্ণ পরিষ্কৃত করিবে। ইহা চিত্রিত কি!

এ সম্বন্ধে আরও এক কারণ অনুমিত হইতে পারে। সামাজিক ব্যবহার বিষয়ে পৈশাচিকগণ, হিন্দুগণের নিকট হইতে কদাপি সহানুভূতি প্রাপ্ত হয় নাই। সুতরাং হিন্দু সম্প্রদায়ের সহিত তাহাদিগের আনুগত্যও জন্মে নাই। তাহাদের শাস্ত্রব্রত আচার ব্যবহার হিন্দুচক্রে নিতান্ত দূষণীয় হইলেও ভারতের সীমা বহির্ভূত প্রদেশস্থ যৈচ্ছগণ কর্তৃক প্রতিপোষিত হইয়াছিল। এমন কি, পৈশাচিদিগের কোন কোন ব্যবহার, তাহাদিগের নিকট বিশেষ সমাদরে পরিগৃহীত হয়। এই সকল কারণ বশতঃ তাহাদের সহিত পৈশাচিদিগের যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা জন্মে। ঐদৃশ স্থলে একের ভাষা অপরের সহিত বিশিষ্টরূপে বিমিশ্রিত হওয়া নিতান্তই সম্ভবপর।

এতাবতী স্পষ্ট উপসঙ্গ হইতেছে যে, দেব ভাষা সংস্কৃত হই ভারতবর্ষের যাবতীয়া মৃত বা দীর্ঘিত ভাষার মূল-প্রভাবণ। ভাষা ও ধর্মের একীকৃত মানবসমাজেব একতা সংস্থাপনের সর্বপ্রধান কারণ। অধুনা ভারতবর্ষীয় নানাবিধ ভাষা ও আর্ষা হিন্দুধর্মের বহুবিধ প্রকার ভেদ নিবন্ধন আমরা ভারতবাসিগণের এতাদৃশ মানসিক বিভিন্নতা লক্ষ্য করিয়া থাকি। অধিক কি, ভাষাগত অতি সামান্য প্রভেদ বশতঃ পূর্ববঙ্গ ও দক্ষিণ বঙ্গবাসিগণের মধ্যে ঋণা ঋণদক সম্বন্ধ দৃষ্ট হইয়া থাকে। কথাটি বড় ভাল নয়। প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা দাক্ষণ লজ্জা ও ঘৃণার কথা। বঙ্গদেশ মধ্যে ভাষার ত প্র-

ভেদ নাই বলিলেই হয়, কটুই পৈষ্য ও উদারতা সহকারে বিবেচনা করিলে বোধ হইবে, বর্ধন ভারতের সমস্ত ভাষাই এক সাধারণ মূল হইতে সমুৎপন্ন, তখন ভারতবর্ষীয় কোন জাতিই অপর জাতি হইতে ভাষার বিভিন্নতা হেতু জাতান্তররূপে পরিচিত হইতে পারেন না। প্রত্যুত কি আগরওয়াল (সেতুগাবাদী) কি মহাজীর (বাগী) কেহই স্বতন্ত্র জাতি নহেন। যদি আমরা তাহা মনে করি, তাহা হইলে আমাদিগের লবুচিন্তারই পরিচয় প্রদান

করা হয়। আর তাদৃশ সংস্কারের প্রাবল্য হেতু অন্য অপর সমস্ত জাতির সহিত আমাদিগের এত পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হইতেছে। ভবিষ্যতে উহা আরও বিস্তারিত হইয়া আমাদের দ্বাবতীয় আশা ভরসা প্রকটকারে বিলুপ্ত করিয়া ফেলিবে। অতীত কালে ভারতের এমন বিবম ব্যাপি উদ্ভূত হইবে যে, কোন মুচিকৎসকই তখন উহার প্রকৃত ঐশ্বর্য্য ব্যবস্থা করিয়া জীবনদানে সন্মত হইবেন না।

শ্রীদাঃ—

## জীবন প্রভাত ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

জীবন উদা ।

“দেও করতালি, জয় জয় বলি,  
পুরিয়া অঞ্জলি কুন্দল লহ ।

ঐ যে প্রাচীতে, হাসিতে হাসিতে  
উদয় অরুণ উষার সহ, ৷”

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ।

খ্রীষ্টের একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই গাজনীর অধিপতি মামুদ ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, ও সেই শতাব্দী শেষ না হইতেই আফগানিস্তানের অধিকাংশ মুসলমানদিগের হস্তগত হয়। সেই বিপুল ও সমৃদ্ধিশালী রাজ্য অধিকার করিয়া মুসলমানেরা কয়েক শতাব্দী অস্থির থাকিলেন,

বিস্ফোরিত ও নর্যদাসুরূপ বিশাল প্রাচীর ও পরিখা পার হইবার সহসা কোন উদ্যম করেন নাই। অবশেষে ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে দিল্লীর সুবরাজ আলাউদ্দীন খিলজী অষ্ট সহস্র অশ্বারোহী সৈন্যসহিত নর্যদানদী পার হইলেন ও স্বদেশ প্রদেশ জয়িত্র করিয়া সহসা হিন্দু-বাসিন্দাদেবতার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তখন রাজা সন্ধির প্রস্তাব করিতেছিলেন, এমন সময়ে রাজপুত্র বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া আলাউদ্দীনকে আক্রমণ করিলেন। বিপুল সংগ্রামে হিন্দুসৈন্য পরাজিত হইল এবং হিন্দু রাজা বহুসংখ্যক সৈন্যপুত্র প্রদেশ দাখল করিয়া পলায়ন করিলেন। পরে আলাউদ্দীন দিল্লীতে আসিলেন, তাঁহার সৈন্য-

পতি মালীক কাকুর তিন বার দাক্ষিণাত্য  
আক্রমণ করেন ও নগর তীর হইতে কুম্ভ  
হিকা অন্তরীপ পর্যন্ত বিপর্যস্ত ও ব্যতি-  
ব্যস্ত করেন। তথাপি আলাউদ্দিনের মৃত্যুর  
পর কেবল দেবগড় ভিন্ন আর সমুদায়  
পুনরায় হিন্দুদিগের হস্তগত

কিন্তু খ্রীঃ শতাব্দীতে যখন টোগ-  
লক দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন,  
তাহার পুত্র হুদাস পুনরায় দাক্ষিণাত্য  
আক্রমণ করিয়া সমুদায় তৈলঙ্গ প্রদেশ  
অধিকার করেন ( ১৩২৩ খ্রীঃ ), পরে  
মহম্মদ টোগলক নাম দারণ করিয়া স্বয়ং  
দিল্লীর সম্রাট হইয়া রাজধানী দিল্লী হইতে  
দেবগড়ে আনিবার প্রয়াস পান। দেব-  
গড়ের নাম পরিবর্তিত করিয়া দৌলতাবাদ  
রাখিলেন এবং সমস্ত দিল্লীবাসিদিগকে  
তথায় বাইবার আদেশ দিলেন। পীড়া ও  
নাশ স্থানে বিস্ত্রোহ নিবন্ধন যখন এই  
প্রয়াস নিষ্ফল হইল, তখনও সম্রাট দাক্ষি-  
ণাত্য বিজয়ের বাঞ্ছা পরিত্যাগ করিলেন  
না। সুতরাং দক্ষিণের হিন্দু ও মুসলমান  
সকলে বিরুদ্ধ হইয়া সম্রাটের বিকলচিত্ত  
করিতে লাগিল। তৈলঙ্গ প্রদেশ জয়ের  
পর সেই স্থানের কতকগুলি হিন্দুনিবাসী  
বিজয়নগরে নতন রাজধানী নির্মাণ করিয়া  
একটি বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করিলেন  
( খ্রীঃ ১৩৩৫ ); এবং জফর খাঁ মামক  
একজন মুসলমান তৈলঙ্গের রাজার সহ-  
স্রায় দিল্লীর সেনাপতি হইয়া উল্লখলকে

তুঘলক সম্রাটের পরাজিত করিয়া দৌলতা-  
বাদে একটি স্বতন্ত্র মুসলমানরাজ্য স্থাপন  
করিলেন ( খ্রীঃ ১৩৪৭ )। কালক্রমে বি-  
জয়নগর ও দৌলতাবাদ দাক্ষিণাত্যের মধ্যে  
দুইটি প্রধান রাজ্য হইয়া উঠিল এবং প্রায়  
তিন শত বৎসর পর্যন্ত দিল্লীর সম্রাটগণ  
দাক্ষিণাত্য হস্তগত করিবার আর কোনও  
চেষ্টা করেন নাই।

কিন্তু এই বিপদ হইতে নিস্তার পা-  
ইলেও দক্ষিণে হিন্দু-সাম্রাজ্য বিপৎশূন্য  
ছিল না। হিন্দুগণ যুদ্ধের মধ্যে দৌলতা-  
বাদস্বরূপ মুসলমান রাজাকে স্থান দিয়া  
ছিলেন। সে সময়ে হিন্দুদিগের জাতীয়  
জীবন ক্ষীণ ও অবনতিশীল, বিজয়ী মু-  
সলমানদিগের জাতীয়জীবন উন্নতিশীল  
ও প্রবল, সুতরাং একে অন্যের ধ্বংস  
সাধন করিল। কথিত আছে দৌলতাবা-  
দের প্রথম রাজা জফর খাঁ পূর্বে এক  
ব্রাহ্মণের ক্রীতদাস ছিলেন, ব্রাহ্মণ বাল-  
কের বুদ্ধিবল দেখিয়া তাহাকে স্বাধীন  
করিয়া দেন। পরে যখন জফর খাঁ  
রাজা হইলেন, তখন তিনি সেই ব্রাহ্মণকে  
আপন কোষাধ্যক্ষ করেন ও সেই কারণে  
জফরের বংশ বাহ্মিনী ( ব্রাহ্মণীয় ) বংশ  
বলিয়া খ্যাত। কালক্রমে দৌলতাবাদ  
রাজ্য বর্দ্ধিতায়তন হইয়া খণ্ডে খণ্ডে বি-  
ভক্ত হইল, এবং একটির স্থানে বিজয়পুত্র,  
গলখন্দ ও আহম্মদ নগর নামক তিনটি  
মুসলমান-রাজ্য হইয়া উঠিল। ১৫২৬  
খ্রীঃ অব্দে বাহ্মিনী বংশ ও দৌলতাবাদ

রাজ্য লোপপ্রাপ্ত হইল, এবং মুসলমান রাজগণ একত্র হইয়া ১৫৬৪ খ্রীঃ অব্দে টেলিকোট। বা রক্ষিত গভীর যুদ্ধে বিজয়নগরের সৈন্য পরাস্ত করিয়া সেই হিন্দু-রাজ্যের লোপ সাধন করিলেন। দাক্ষিণাত্যে হিন্দু-স্বাধীনতা এক প্রকার বিলুপ্ত হইল ও বিজয়পুর, গলখন্দ ও আহমদনগর নামক তিনটি মুসলমান-রাজ্য প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠিল। কর্ণাট ও ত্রাবিড়ের হিন্দুরাজগণও ক্রমে বিজয়পুর ও গলখন্দের অধীনতা স্বীকার করিলেন।

১৫৯০ খ্রীঃ অব্দে সম্রাট আকবর পুনরায় সমগ্র দাক্ষিণাত্য দিল্লীর অধীনে আনিবার চেষ্টা করেন, ও তাঁহার মৃত্যুর পূর্বেই। সমস্ত খন্দেশ ও আহমদনগর রাজ্যের অধিকাংশ দিল্লী সৈন্যের হস্তগত হয়। তাঁহার পৌত্র শাহজিহান ১৬০৬ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে সমগ্র আহমদনগর রাজ্য অধিকৃত করেন, সুতরাং আখায়িক। বিদ্রুতকালে দাক্ষিণাত্যে কেবল বিজয়পুর ও গলখন্দ এই দুইটি পরাক্রান্ত স্বাধীন মুসলমান রাজ্য ছিল।

এই সমস্ত রাজবিল্লবের মধ্যে দেশীয় লোকদিগের অর্থাৎ মহারাষ্ট্রীয়দিগের অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা আমাদের জ্ঞান। আবশ্যক। মুসলমান রাজ্যের অধীনে অর্থাৎ প্রথমে দৌলতাবাদের, পরে আহমদনগর, বিজয়পুর ও গলখন্দের অধীনে হিন্দুদিগের অবস্থা নিতান্ত মন্দ ছিল না। বস্তুতঃ মুসলমানদিগের দেশশাসন-কার্য অ-

নেকটা মহারাষ্ট্রীয় বুদ্ধিবলে পরিচালিত হইত। প্রত্যেক রাজ্য কতকগুলি সরকারে, ও প্রত্যেক সরকার কতকগুলি পরগণায় বিভক্ত ছিল, এবং সেই সমস্ত সরকার ও পরগণায় কখনকখন মুসলমান শাসনকর্তা নিযুক্ত হইতেন, কিন্তু অধিক সময়ে মহারাষ্ট্রীয় কার্যকরগণেরই কর। রিয়া রাজ্যে প্রেরণ করিতেন। রাষ্ট্র-দেশ পর্বত-সঙ্কুল, ও সেই সমস্ত পর্বতভাগ অসংখ্য দুর্গ নির্মিত ছিল। মুসলমান স্থলতানগণ সেই সকল পর্বত-দুর্গ ও মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্তে ন্যস্ত রাখিতে সক্ষম হইতেন না; কিন্তু দারগুন কখন কখন রাজ্যকোষ হইতে বেতন পাওকেন, কখন বা চতুর্পার্শ্বস্থ ভূমির জায়গীর প্রাপ্ত হইয়া তাহারই আয় হইতে দুর্গরক্ষার জন্য আবশ্যকীয় ব্যয় করিতেন। এই সমস্ত কিল্লাদার ও দেশমুখ ভিন্ন মুসলমান স্থলতানদিগের অধীনে অনেক হিন্দু মনসদার বদায় ছিলেন। তাঁহারা শত কি দ্বিশত কি পঞ্চশত কি সহস্র কি তদধিক অশ্বারোহী সেনাপতি, স্থলতানের আদেশমতে সেই সেই পরিমাণ সৈন্য লইয়া যুদ্ধ সময়ে উপস্থিত হইতে বাধ্য ছিলেন, এবং সৈন্যের বেতন ও আবশ্যকীয় ব্যয়ের জন্য এক একটা জায়গীর-ভোগ করিতেন। মহারাষ্ট্রীয় অশ্বারোহী সেনা শীঘ্রগতিতে ও দ্রুত যুদ্ধে অদ্বিতীয়, এবং নিজ নিজ স্থলতানদিগকে যুদ্ধসময়ে যথেষ্ট সাহায্য করিতেন; সময়ে সময়ে তাঁহারা আশ্রয়



ঘোরতর বিষাদে লিপ্ত হইতেন। বিজয়পুর জাতি বলা ও জাতীয় জীবন সেই-  
 রের সুলতানের অধীনে চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যে  
 হাদবরাও পদাতিবাহিনীসেনাপতি ছিলেন এবং সুলতানের আদেশে নীরা  
 গানদীর মধ্যবর্তী সমস্ত প্রদেশ জয়  
 ছিলেন। সমস্ত পরিভ্রমণ হইয়া  
 দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া পুনরায়  
 দিল্লীজায়গীর কর দান করেন।  
 পুরের সমুদ্রিণ সমস্ত পুরুষ পর্যন্ত রাজী  
 হোতাবে সেই প্রদেশ স্বতন্ত্রে স্বশাসিত  
 হইল। এইরূপ বাহিনীরক নিয়াজকর  
 পুরুষানুক্রমে কলকাতা দেশের দেশ  
 ইয়া সেই দেশ শাসন করেন।  
 হাদবরাও বংশসুলতান প্রদেশে জায়গীর  
 স্থাপন প্রদেশে, বরপুত্র বংশ কাশ্মীর  
 মুঘল দেশে, চতুর্থ বংশ ঝাড়পদেশে  
 দ্বিতীয় বংশ পূর্বাঙ্গপ্রদেশে অবস্থিতি ক-  
 রিয়া পুরুষানুক্রমে বিজয়পুরের সুলতানের  
 কার্য সাধন করিতে থাকেন ও সময়ে সময়ে  
 বা আপনাদিগের মধ্যে ভুল সংগ্রাম  
 করিতেন। অতি বিরোধের ন্যায় আর  
 বিরোধ নাই; পার্শ্বত-সঙ্কুল কলকাতা ও ম-  
 হারাষ্ট্র প্রদেশে সর্বদানে ও সর্বকালেই  
 স্থানীয় বড় বড় বংশে বিরোধ হইত  
 হইত, ও পার্শ্বতকন্দরে ও উর্কবা উপত্য-  
 কার, সর্বদাই মহাযুদ্ধ সংঘটিত হইত।  
 যত শোণিতপাত হইলেও যোগলি কুলকণ  
 নহে, সেগুলি সুলতান; হারিচালনা দ্বারা  
 আমাদের শরীর ঘেরণ এবং ও দীর্ঘকাল  
 সর্বদা কার্য ও উপায় ও বিপর্যয়

পা জাতি বলা ও জাতীয় জীবন সেই-  
 রপ রক্ষিত ও পরিপুষ্ট হয়। এইরূপে  
 মহারাষ্ট্র জীবন-উষার প্রথম রক্তিম  
 ছায়া শরীর আবির্ভাবের অনেক পূ-  
 র্বেই ভারত-আকাশ রঞ্জিত করিয়াছিল।

আহমদনগরের সুলতানের অধীনে হাদব-  
 রাও ও তনুল্লো নামক দুইটি পরাক্রান্ত বংশ  
 ছিল। সিদ্ধকীরের হাদবরাওয়ের তায়  
 পরাক্রান্ত মহারাষ্ট্রবংশ সমস্ত মহারাষ্ট্র  
 প্রদেশে আর কোথাও ছিল না, এবং অ-  
 নেকে বিবেচনা করেন দেবগড়ের প্রাচীন  
 হিন্দু রাজ বংশ হইতেই এই পরাক্রান্ত বংশ  
 উদ্ভূত। মোড়ল, হীরা শতাব্দীতে লক্ষ্মণী  
 হাদবরাও আহমদনগরের সুলতানের অ-  
 ধীনস্থ একজন প্রধান সেনাপতি ছিলেন;  
 তিনি দশ সহস্র অশ্বারোহীর সেনাপতি  
 ছিলেন ও প্রায় জায়গীর ভোগ করি-  
 তেন। তনুল্লোবংশ হাদবরাওয়ের ন্যায়  
 উন্নত না হইলেও একটি প্রধান ক্ষমতা-  
 শালী বংশ ছিল তাহার সন্দেহ নাই।  
 স্থানে এইমাত্র বলা আবশ্যক যে, হাদব-  
 রাওয়ের বংশ হইতে শাজীরা মাতা ও  
 তনুল্লো বংশ হইতে তাঁহার পিতা সমুদ্ভূত  
 হইয়াছিলেন।

উপন্যাসের প্রারম্ভে দেশের ইতিহাস  
 ও লোকের অবস্থা সংক্ষেপে বিবৃত হ-  
 ইল। বোধ হয় পাঠক ইহাতে বিরক্ত  
 হইবেন না।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

রঘুনাথজী হাবিলদার।

কাক্সন জিনিয়া তার অঙ্গের বরণ।

প্রবণ তাহার দিবা পঙ্কজ নয়ন ॥

অবশে কুণ্ডলযুগা দীপ্ত দিনকর।

অভেদ্য কবচে আবরিল কনকবর ॥

দুইমিকে দুই ভূণ বামে ধরে ধনু।

আজানুলম্বিত তুঙ্গ আনন্দিত তনু ॥

কাশীরাম দাস।

কঙ্ক প্রদেশে বঙ্গকালে প্রকৃতিতাপ-  
রূপে ভীষণ মৃত্তি ধারণ করে; ১৬৬০ খ্রীঃ  
আব্দে বসন্তকালেই এক দিন দায়ঃসময়ে  
সেই ঘোর ষটা ও ভীষণ সৌন্দর্য যেন  
দশ গুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। সূর্য্য ত-  
খনও অস্ত যায় নাই অথচ সমস্ত আকাশ  
দীর্ঘবিলম্বী অতি-রুদ্ধ মেঘরাশিতে আচ্ছন্ন  
ও চারিদিকে পর্কতশ্রেণী ও অনন্ত অরণ্য  
বর্ত্তিত অন্ধকারে আচ্ছন্ন রহিয়াছে। প-  
র্বতে, উপত্যকায়, অরণ্যমধ্যে, প্রান্তরে,  
আকাশ বা মেদিনীতে শব্দমাত্র নাই যেন  
জম্বুখণ্ডের প্রচণ্ড ব্যাঘ্রা আসিবে জা-  
নিয়া যের স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে। নিকটস্থ  
পর্বতের উপর দিয়া গমনাগমনের পথ-  
গুলি কিসে দেখা যাইতেছে, দূরস্থ বি-  
শাল পাদপাদ পর্বতগুলি কেবল গা-  
ঢ়তর রুদ্ধবর্ণ দেখা যাইতেছে, আর  
যেই উপত্যকা একেবারে পানিতে  
সম্মত রহিয়াছে। পর্বত-প্রবাহী জ-

প্রবাহিতগুলি কোথাও রোপাওজের ন্যায়  
দেখা যাইতেন। কোথাও অন্ধকারে  
হইয়া কেবল পান্যমাত্র আপন পানির  
স্বাদে

পর্বতগুলির উপর দিয়া একমাত্র  
পান্যমাত্র দেখা যাইতেন। কোথাও  
ইহা ছিলেন। অথবা পান্যমাত্র  
পান্যমাত্র, ও অথবা পান্যমাত্র  
পান্যমাত্র দেখিলেই পান্যমাত্র তিনি অ-  
মেক দূর হইতে আসিতেছেন। তাঁহার  
পান্যমাত্র কোমরে আসি; বামহস্তে বলা-  
পান্যমাত্র হাতে ঢাল, শরীর উজ্জ্বল লৌহ-  
বস্ত্রাশ্রিত। পরিচয় পান্যমাত্র মহারাজ-  
দেব। তাঁহারই বহুঃক্রম আটাদশ  
বহুঃক্রম, পান্যমাত্র মহারাজীর দিগের অ-  
পিকা তাঁহার অবয়ব উন্নত ও বর্ণ গোবৎস  
কিন্তু পরিচয় বা বৌদ্ধোত্তাপে এই বয়-  
পান্যমাত্র তাঁহার মুখমণ্ডলের উজ্জ্বলবর্ণ কিঞ্চিৎ  
রুদ্ধ হইয়াছে ও শরীর স্ববদ্ধ ও দৃঢ়ীকৃত  
হইয়াছে। সুবর্ণে ললাট উন্নত, চক্ষুদ্বয়  
জ্যোতিঃপরিপূর্ণ, মুখমণ্ডল উদারীভূক্ত  
ও অতিশয় তেজঃপূর্ণ। বহুঃক্রম অথবা  
বিশ্রাম দিবার জন্য লক্ষ্যদিগে ভূমিতে অ-  
বতীর্ণ হইলেন। পান্যমাত্র রুদ্ধে পান্যমাত্র  
করিলেন, বর্ষা বুদ্ধশাখায় তেলাপান্য রাখি-  
লেন, ও হস্তদ্বারা ললাটের স্বয়ং মোচন  
করিলেন। পান্যমাত্র রুদ্ধ কেশগুলি উন্নত প্র-  
শস্ত পান্যমাত্র হইতে পান্যমাত্র হইয়া  
কণেক আকাশের পান্যমাত্র  
পান্যমাত্র।

আকাশের আকৃতি অতি সুন্দর।  
 জড়িয়াং তুলসী পুষ্পের মতো  
 সংলগ্ন নাই। মন্দ মন্দ বায়ু বহিতেছে  
 ছইয়াছে এবং অনন্ত পর্বত ও পাহাড়  
 ছইতে গভীর শব্দ উদ্ভূত হইতেছে, আর  
 ছই একটি স্তিমিত মেঘাচ্ছন্ন স্তন্য ঘটি-  
 তেছে। যুবকের শুক ওষ্ঠে দুই এক বিম্ব  
 রক্তিমল ও পতিত হইল। এ সময়ে  
 নহে, আকাশ পরিষ্কার হইয়া যাবার কো-  
 থাও অপেক্ষা করা উচিত। যুবকের চিন্তা  
 করিবার সময় ছিল না; তিনি যে কার্যে  
 আসিয়াছিলেন তাহাতে বিলম্ব সবে না,  
 তিনি যে প্রভুর কার্য করিতেছেন তিনি  
 কোন আপত্তি অনুভব না, যুবকেরও বিম্ব  
 বা আপত্তি করার অভ্যাস নাই। পুনরায়  
 বর্ষা হস্তে লইয়া লক্ষদিয়া অশ্বপুর্থে উঠি-  
 লেন। তাঁহার অসি অশ্বপুর্থে যান যান  
 করিয়া উঠিল; আর এক মুহূর্ত আকাশের  
 দিকে নিরীক্ষণ করিলেন, পরে পুনরায়  
 তীরবেগে অশ্বচালন করিয়া সেই নিঃশব্দ  
 পর্বতপ্রদেশের স্রুগু প্রতিধ্বনি জাগরিত  
 করিয়া চলিলেন।

অশ্বচালনমধ্যেই ভয়ানক বাত্যা আ-  
 রম্ভ হইল। আকাশের এক প্রান্ত হইতে  
 অন্য প্রান্ত পর্যন্ত বিদ্যমতা চমকিত হইল,  
 যেন মেঘের গর্জনে সেই অনন্ত পর্বত-প্র-  
 দেশ যেন শত বার শব্দিত হইয়া উঠিয়াছে  
 কোটী কোটী গর্জপ, কহিলেন যখন  
 যখন পাহাড়ের উপর হইল, ও যেন যেন  
 অশ্বচালন করিতে আলেড়িত ক-

ত লাগিল। অশ্বচালন পর্বত  
 হইয়া পাদপাশে হইতে কর্ণভেদী শব্দ  
 উদ্ভূত হইতে লাগিল। জলপ্রপাত ও প-  
 র্বত উত্তরণীয়া জল উৎক্ষিপ্ত হইয়া চারি-  
 দিকে বিকীর্ণ হইতে লাগিল, ঘন ঘন বি-  
 দ্যমলোকে ক্ষুদ্র পর্বত প্রকৃতির এই  
 ঘোর বিপ্লব দৃষ্ট হইতে লাগিল। এবং  
 মধ্যে মধ্যে দূরপ্রতিঘাতী বজ্র  
 কল্পিত ও শুদ্ধ হইতে লাগিল। ত-  
 রায় মূলদারায় রক্তি পড়িয়া পর্বত আর  
 ও উপত্যকা প্রাবৃত করিল এবং জলপ্র-  
 পাত ও উত্তরণীয়া জল উৎক্ষিপ্ত করিয়া ও  
 ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিল।

অশ্বচালনী কিছুতেই প্রতিকল্প না হ-  
 য়া বেগ চলিতে লাগিলেন; সময়ে স-  
 ময়ে হইল যেন অশ্ব ও অশ্বচালনী  
 বহিবেগে গরত হইতে সজোরে নীচে  
 নিক্ষিপ্ত হইবেন; সময়ে সময়ে অশ্বচাল-  
 নী লক্ষদিয়া জলজোত পার হইবার সময়ে  
 উভয়েই সেই কঠিন প্রস্তরের উপর পতিত  
 হইলেন, এবং এক স্থানে বায়ু প্রবাহ  
 ফলস্বরূপ সজোর আঘাতে অশ্বচালনী  
 উল্লীষ ছিন্ন ভিন্ন হইল ও তাঁহার  
 হইতে ছই এক বিম্ব কদীর পাশে লা-  
 গিল। তথাপি যে কার্যে ত্রুটি হইয়াছেন  
 তাহাতে অপেক্ষা করা হইল। তরায়  
 যুবক মুহূর্ত অশ্বচালন করিয়া না করিয়া যত  
 দূর হইয়া পাহাড়ের উপর আসিয়া পড়িতে  
 পারেন তত দূর হইয়া চারি দিক মূল-  
 দারায় পড়ি হইতে আকাশ পরিষ্ক-



পারেন ও কোন্‌ বিষয়ে শিবজীর কি কি আদেশ, লিপি পাঠে সমস্ত অবগত হইলেন। অনেকক্ষণ সেই লিপি পড়িয়া রহিলেন। অবশেষে পত্রবাছকের দিকে চাহিয়া দেখিলেন : অষ্টাদশবর্ষীয় যুবকের বালকোচিত সরল ও উদার মুখ-মণ্ডল, ও আনন্দবিলম্বী গুচ্ছ গুচ্ছ নিবিড় কৃষ্ণ কেশ, অগ্ৰচ সূক্ষ্ম উন্নত অবয়ব প্রকাশিত ললাট দেখিয়া কিল্লাদার একবার চকিত হইলেন, লিপির দিকে দেখিলেন আবার বালক বা যুবীর দিকে মর্মভেদি ভ্রূক্ষ নয়নদ্বয় উঠাইলেন। অবশেষে বলিলেন “হাবিলদার! তোমার নাম রঘুনাথজী? তুমি জাতিতে ব্রাহ্মণ?”

রঘুনাথজী বিনীতভাবে শির নমাইয়া প্রশ্নে উত্তর করিলেন।

কিল্লাদার। “তুমি আকৃতি ও বয়সে বালকমাত্র।” (ঈবং ক্রোধে রঘুনাথজীর নয়ন ঈবং উজ্জ্বল হইল; দেখিয়া কিল্লাদার বলিলেন) “কিন্তু বিনেচন্দ্রা পালে পঁরাগুখ নহা’

রঘুনাথজী ঈবং ক্রোধকল্লিতস্থরে অগ্ৰচ মন্ত্রভাবে বলিলেন “যত্ন ও ক্ষেপণ মাত্র মনুবাশায়া, বোধ হয় তাহাতে প্রভু আমার ক্রটি দেখেন নাই; সিন্ধি ডবানীর ইচ্ছা দীনা।”

কিল্লাদার। “তুমি সিংহগড় হইতে তোষণ চুর্তে এত শীঘ্র আশ্রিলে কিরপো?”

স্থিরস্থরে যুবক উত্তর করিলেন “প্রভুর নিকট এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম।”

কিল্লাদার এই উত্তরে পথিত হইয়া সর্বস্বাস করিয়া বলিলেন “জিজ্ঞাসা করুন, তোমার জাতিতেই কাংসা সাধনে তোমার বেরূপ যত্ন তাহার পরিচয় দিতেছে।” রঘুনাথজীর সমস্ত বস্ত্র ও শরীর এখনও শ্লিষ্ট ও ললাটের ঈষৎ ক্ষত দেশা বাইতেছিল।

পরে কিল্লাদার সিংহগড়ের রঘুনার সমস্ত অবস্থা এবং মহারাষ্ট্রীয়, মোগল ও রাজপুতসেনার অবস্থা ও কাংসা তন্ন তন্ন করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। রঘুনাথজী যতদূর পারিলেন উত্তর দিলেন।

কিল্লাদার বলিলেন “তবে কল্যাণ প্রাপ্তি আশার নিকট আসিও, আমার পত্রাদি প্রস্তুত থাকিবে; আর শিবজীকে আমার পত্র দিয়া জানাইও যে তিনি যে তখন হাবিলদারকে এই বিষম কার্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, সে হাবিলদার কার্যের অনুপযুক্ত নহে।” এই প্রশংসা বাক্যে রঘুনাথ মস্তক নত করিয়া কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিলেন।

রঘুনাথজী বিনায় পাইয়া চলিয়া গেলেন। রঘুনাথকে এরূপ পরীক্ষা করার উদ্দেশ্য এই যে, কিল্লাদার শিবজীকে অতিশয় গুঢ় রাজকীয় সংবাদ ও ক্ষতকগুলি গুঢ় মন্তব্য পাঠাইবার মানস করিতেছিল। সে গুলি সমস্ত লিপিবদ্ধা ব্যক্ত করা যায় না, লিপি লেখিতে পড়িতে পারে। রঘুনাথজীকে সে গুলি বাচনিক বলা বাইতে পারে কিনা, অব্যবহাৎ

কোন উপায়ে শত্রুর বশবর্তী হইয়া গৃহ-  
মন্ত্রণা শত্রুর নিকট প্রকাশ করা রঘুনা-  
থের পক্ষে সম্ভব কি না, কিল্লাদার তাহাই  
পরীক্ষা করিতেছিলেন, পরীক্ষা শেষ হ-  
ইল। রঘুনাথ নয়নপাথের সহিত হইলে  
পর কিল্লাদার ঈর্ষা হ্রাস করিয়া বলি-  
লেন, “শিবজী এ বিষয়ে অসাধারণ প-  
ণ্ডিত, উপযুক্ত কার্যে যথার্থই উপযুক্ত  
লোক পাঠাইয়াছেন।”

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সরযুবালা।

“—সজনি! ভাল করি পোখন না তেল।

মেঘমালা ঝুমড়ে, তড়িতলতা জু,

হৃদয়ে শেল দেই গেল ॥

আধ আঁচল খসি, আধ বদনে ছাঁসি,

আপই নয়ন তরঙ্গ।

আধ উরজ ছেরি, আধ আঁচর তরি,

তব ঘরি দগধে অনঙ্গ ॥

একে তনু গোরা, কনয় কটোরা,

অতনু কাঁচল উপমা।

হরি হরি কহ মন, জু বুঝি এইন,

ফাস পসারল কাম ॥

দশন মুকুতা পাতি, অপর মিলায়ত,

মুহু মুহু কহ তাহি ভাষা।

বিদ্যাপতি কহ, অতবে সে দুঃখ রহ,

হেরি হেরি না পূরাল আশা ॥

বিদ্যাপতি।

রঘুনাথ কিল্লাদারের নিকট বিদায়  
পাইয়া ভয়ানীবেদীর মন্দিরাভিমুখে যা-  
ইত লাগিলেন। এই দুর্গজয়ের অঙ্গদিন  
পূর্ণ শিবজী ভবানীর একটি মূর্তি প্রতি-  
ষ্ঠিত করিয়াছিলেন, ও অস্বর দেশীয় অতি  
ঐক কলোদ্ভব এক ব্রাহ্মণকে আহ্বান  
করিয়া দেবদেবীর নিম্নোক্ত করিয়া-  
ছিলেন। যুদ্ধকালে এই দেবীর পূজা না  
দিয়া কোনও কার্যে লিপ্ত হইতেন না।  
দেবীকে পূজা দেওয়া ও পুরোহিতের নি-  
কট যুদ্ধের ফলাফল জানাই রঘুনাথকে  
পাঠাইবার অন্যতম উদ্দেশ্য।

রঘুনাথ যৌবনোচিত উচ্চাঙ্গের সহিত  
আপন রক্ষকেশগুলি নাচাইতে নাচাইতে  
একটি যুদ্ধগীত মৃদুস্বরে গাইতে গাইতে  
মন্দিরাভিমুখে আসিতেছিলেন, মন্দিরের  
নিকটে আসিলে, মন্দিরপার্শ্বস্থ ছাদে দ-  
হসা তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইল। তিনি দ-  
ণ্ডায়মান হইলেন, দহসা তাঁহার শরীর  
কণ্টকিত হইল। দেখিলেন সেই ছাদে  
একজন অনুপম লালমুখী বালিকা  
বালিকা একাকী অস্বস্তি রহিয়াছেন,  
হস্তে গণ্ডুল স্থাপন করিয়া অস্ত্রাচলের  
ক্রিয়া শোভা অনিমেবে দৃষ্টি করিতে-  
ছেন। কন্যার বেশমণিনির্মল সুমার্জিত  
অতিক্রম কেশপাশ গণ্ডুলে, হস্তোপরি,  
ও পৃষ্ঠদেশে সজ্জিত রহিয়াছে এবং উজ্জল  
মুখমণ্ডল ও জঘননির্মল চন্দ্রবর্ণ কিঞ্চিৎ  
অধিক সজ্জিত। জয়গল যেন তুলসীরা  
লিখিত, কি স্বপ্নের বক্রভাবে ললাটের

শোভা সাধন করিতেছে। ওঠয় স্বয়ং ও রক্তবর্ণ, উজ্জ্বল প্রায় হইয়া রঘুনাথ সেই ওঠয়ের দিকে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। হস্ত ও বাত্ম সুগোল ও অতিশয় গৌরবর্ণ, ও সুরবের বলয় ও কদম্বদ্বারী সুশোভিত। কনার ললাটে আকাশের রক্তিম স্ফটিক পতিত হইয়া সেই তপ্তকাক্ষণ বর্ণকে সমধিক উজ্জ্বলতর করিতেছে। কণ্ঠ ও দৈবতর বক্ষস্থলের উপর একটি কণ্ঠমালা দোহুয়মান রহিয়াছে। রঘুনাথ! রঘুনাথ! সানধান! তুমি রাজকার্যে আসিয়াছ, তুমি দরিদ্র, একজন সৈন্যমাত্র ও দিকে চাহিও না, ওপথে যাইও না। রঘুনাথ এ সকল বিবেচনা করিতেছিলেন না, তিনি মুগ্ধের ন্যায় অনিমেষ লোচনে সেই সায়ংকালের আকাশপটে অঙ্কিত অনুপম ছবির দিকে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয় ক্ষীত হইতেছিল, পূর্বে যে তাঁর কখনও জানেন নাই, অদা সহসা সেই নব ভাবের উন্মেষে হৃদয় মুহুমুহু সরলে আহত হইতেছিল; সময়ে সময়ে একটি দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইতেছিল। যৌবনপ্রাপ্তের প্রথম প্রেমের উর্দ্ধম বেগে। তাঁহার সমস্ত শরীর কম্পিত হইতেছিল, রঘুনাথ উন্মত্ত প্রায়!

যতক্ষণ দেখা গেল, রঘুনাথ প্রস্তুতবৎ অচল হইয়া সেই স্বন্দর প্রতিমূর্তি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সায়ংকালের আকাশের শোভা ক্রমে লীন হইয়া গেল। তাঁহার ছায়া ক্রমে গাঢ়তর হইয়া সেই প্রতিমূর্তির

উপর পড়িতে লাগিল, রঘুনাথ তখনও দণ্ডায়মান।

সন্ধ্যার সময় কনা গৃহে যাইবার জন্য উঠিলেন,—দেখিলেন অনতিদূরে একজন দীর্ঘকায় অতি সুগঠন যুবক দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার দিকে অনিমেষ লোচনে দেখিতেছেন। দৈবতর কনার মুখ রঞ্জিত হইয়া উঠিল। রঘুনাথ অবনত করিলেন। আবার চাহিয়া দেখিলেন, যুবক সেইরূপ বক্ষের উপর বামহস্ত স্থাপন করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, গুচ্ছ গুচ্ছ কৃষ্ণকেশ যুবকের উন্নত ললাট ও জ্যোতিঃপূর্ণ নয়নদ্বয় আরত করিয়াছে, কে'বে প্রজ্ঞা, দক্ষিণ হস্তে দীর্ঘকায়, ও অনিমেষ লোচনে তখনও তাঁহারই দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। যুবকের জ্ঞান রমণীর কণ্ঠ কাঁপিয়া উঠিল, তাঁহার মুখমণ্ডল লজ্জার রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ মস্তকে অবগুঠন দিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

তখন রঘুনাথ যেন চৈতন্য প্রাপ্ত হইলেন, ললাট হইতে দুই এক বিন্দু স্বেদ ঘোচন করিলেন, মন্দিরের পুরোহিতের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য দীর্ঘে দীর্ঘে চিন্তিতভাবে মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলেন, ও পুরোহিতের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এই অবসরে আমরা পুরোহিতের পরিচয় দিব।

পূর্বেই বলিয়াছি, পুরোহিত অশ্বরোদেশীয় উচ্চ কুলোদ্ভব রাজপুত্র ব্রাহ্মণ, তাঁহার নাম জনার্দন দেব। তিনি অশ্ব-



রৈর রাজা প্রসিদ্ধ জয়সিংহের একজন সভাসদ ছিলেন, ও শিবজীর বহু অনু-  
রোধে, জয়সিংহের অনুমতামুসাবে শিব-  
জীর সর্বপ্রথম বিজিত তোরণদুর্গে আগ-  
মন করেন। তাঁহার পুত্র কন্যা কেইই  
ছিল না, সুতরাং সন্ত্রীক এই দুর্গে আসিয়া  
বহু যত্নে ভবানীর উপাসনা করিতেন ও  
একটি অপত্য মান

করিয়াছিলেন। ভাগ্যক্রমে হু-  
সিবার দুই তিন বৎসর পরে তাঁহার স্ত্রী  
একটি কন্যা প্রসব করেন; কিন্তু কন্যা  
স্বা-  
স্ব করিয়াই তিনি কালপ্রাণে পতিতহন।

জনার্দন কন্যার নাম সরযুবালা রা-  
খিলেন। একদিন পুত্র হইল যেহেতু যত্নে  
লালন পালন করিয়া কালক্রমে সরযুবালা  
ও যৌবন-প্রাপ্ত হইল। তাঁহার অপূর্ণ লাভণ্য  
ও নব নব সৌন্দর্য্যবিকাশ দেখিয়া দুর্গের  
সকলেই বিস্মিত হইলেন। সকলেই বলি-  
তেন যে, ভবানী উপাসকের পুত্রায় পরি-  
তুষ্ট হইয়া, তাঁহার কন্যাকে এইরূপ দেবী  
তুল্য সৌন্দর্য্য ও লাভণ্যে বিভূষিত করিয়া-  
ছেন। জনার্দনও কন্যার সৌন্দর্য্য ও স্নেহে  
পারিতুষ্ট হইয়া রাজস্বান হইতে নিরাস-  
নের দ্রুত বিস্মৃত হইলেন।

দেবালয়ে রঘুনাথ কতকক্ষণ অপেক্ষা  
করিলে পর জনার্দন দেব মন্দিরে প্রবেশ  
করিলেন। তাঁহার বয়স প্রায় পঞ্চাশৎ  
বর্ষ হইয়াছে, অবয়ব দীর্ঘ ও একগুণে বলিষ্ঠ,  
চক্ষুর শাস্ত্রস-পূর্ণ এবং স্বেচ্ছাচার বি-

শাল বক্ষঃস্থল আবরণ করিয়াছে। কন্যা-  
র্দনের বর্ণ গৌর, কক্ক হইতে যজোপবীত  
লম্বিত রহিয়াছে। পূজকের পবিত্র শান্তি-  
পূর্ণ মন, ও বালকের ন্যায় সরল হৃদয়  
জনার্দনের মুখ দেখিলেই বোধগম্য হইত।  
জনার্দন ধীরে ধীরে মন্দিরে প্রবেশ করি-  
লেন, তাঁহাকে দেখিয়া রঘুনাথ সমস্তমে  
সামান্য আগ্রহ করিয়া গাঁজোখান করিলেন।

সংক্ষেপে ঘটলাপ করিয়া উভয়ে  
আসন গ্রহণ করিলেন ও জনার্দন শিবজীর  
কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। রঘু-  
নাথ যতদূর পারিলেন যুদ্ধের বিবরণ বলি-  
লেন, ও শিবজীর প্রশংসা জনাইয়া পূজকের  
হস্তে একটি সুবর্ণমুদ্রা দিয়া বলিলেন—

“প্রভুর অর্থনা যে তিনি একগুণে  
গৌরবগির সহিত যে তুমুল রণে নিযুক্ত  
হইয়াছেন, তাহাতে আপনি তাহার জয়ের  
জন্য ভবানীর নিকট পূজা করিবেন।  
দেবীর প্রসাদ ভিন্ন মনুষ্য-চেষ্টা রূপ।”

জনার্দন তাঁহার নৈসর্গিক স্থির গম্ভী-  
রস্বরে উত্তর করিলেন “সনাতন হিন্দু-  
ধর্ম্ম রক্ষার জন্য মাদৃশ লোকের চিরকা-  
লই যত্ন করা বিধেয়, সেই ধর্ম্মের প্রতীক  
শিবজীর বিজয়ের জন্য অবশ্যই  
পূজা দিব। মহারাজকে জানাইও সে বি-  
ষয়ে ক্রটি করিব না।”

রঘুনাথ। “প্রভুর দেবীপদে আর  
একটি জ্ঞাবেদন আছে। তিনি ঘোরতর  
যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন, তাহার ফলাফল ক-  
থঞ্চিৎ পূর্বে জানিবার আকাঙ্ক্ষা করেন।



ভাবানন্দ দরশনী দৈবজ্ঞ এ বিষয়ে অবশ্যই  
তাঁহার মনস্তাত্ত্বিক পূর্ণ করিতে পারেন।”

জনার্দন ক্ষণেক চক্ষু মুদিত করিয়া র-  
হিলেন, পরে পুনরায় আপনাত্মক অকম্পিত  
গম্ভীর স্বরে বলিলেন—

“রজনীষেপে দেবী পদে শিবজীর  
বাসনা জ নাইব, কল্য প্রাতে উত্তর জা-  
নিতে পারিবো।”

রঘুনাথ দত্তবাদ করিয়া বিদায় হই-  
বার উদ্যোগ করিতেছিলেন, এমন সময়ে  
জনার্দন বলিলেন।

“তোমাকে পূর্বে এই দ্রুপদ দেখি  
নাই, অদ্য কি প্রথমে এ স্থলে আসিয়াছ?”

রঘু। “অদ্যই আসিয়াছি।”

জন। “দ্রুপদ কাহারও সহিত পরি-  
চয় আছে? থাকিবার স্থল আছে?”

রঘু। “পরিচয় নাই, কিন্তু কোন এক  
স্থানে রজনী অতিবাহিত করিব, কল্য প্র-  
াতেই চলিয়া যাইব।”

জন। “কি জন্য অনর্থক ক্লেশ সহ

রঘু। “প্রভুর অনুগ্রহে কোন ক্লেশ  
হইবে না, অমাদের সর্বদাই একপে রাত্রি  
অতিবাহিত করিতে হয়।”

যুবকের এইরূপ কথা শুনিয়া ও সরল  
উদার স্বভাব দর্শনে জনার্দনের অন্তঃকরণে  
বাৎসল্যের উত্থেক হইল, বলিলেন—

“বৎস! যুদ্ধসময়ে ক্লেশ অনিবার্য,  
কিন্তু অন্য ক্লেশ-সহনের কোন আবশ্যকতা  
নাই। আমার এই দেবালয়ে অবস্থিতি কর,  
সুদূর ভোমার খাদ্যের আয়োজন করিয়া  
দিবে। পরে রাত্রি বিশ্রাম করিয়া কল্য দে-  
বীর আজ্ঞা শিবজীর নিকট লইয়া যাইবে।”

রঘুনাথজীর বক্ষঃস্থল সহসা ক্ষীত  
হইল, তাঁহার হৃদয়ে যেন কে-সজোরে  
আঘাত করিল। এটি ষাণ্ডনা না আনন্দের  
উদ্বেগ? সরযু! সরযু! সে কি সেই  
সায়ংকালীন আকাশপটে অঙ্কিত মনো-  
হর চিত্র? রজনীর আগমনে আকাশপট  
হইতে সে চিত্র লীন হইয়াছে, কিন্তু রঘু-  
নাথের হৃদয়-পট হইতে সে আনন্দময়ী স্মৃতি  
কখন—কখন—কখনই লীন হইবে না।

## কাল।

“নদী আর কাল-গতি একই সমান,”

একই রূপেতে দোহে করয়ে পয়ান।

তটিনীর গতি প্রায়, অমূল্য সময় হার

চালিছে অদৃশ্য ভাবে অনন্তে শরীর;

চলিতেছে চল চল, কে তারে ফিরাবে বল?—

ফিরিবেনা—ফিরাবারে পাঁচের কোন বীর?  
যেন তটিনীর গতি!—এত অজ্ঞানতা অতি!—

জলেতে ভাসিয়া গেলে অতুল রতন;

যতন করিলে পরে পুনঃ তারে পাই করৈ—

আবর্তে ঘুরিয়া উঠে আপনি কখন।

কালের তরঙ্গে হার, যদি কিছু ভেসে যায়,

পুনঃ কি কখন ভায় পাই করতলে ?

প্রফুল কমল দলে ভাসায়ে দিলাম জলে  
ধূর্তে ধূর্তে পদ্ম হাসি হাসি চলে,—  
তখন শামিয়া নীরে সাতারিয়া নলিনীরে  
ফিরায়ে আনিতে পারি প্রয়াস করিলে,—  
ফিরে কি ভাসিয়াগেলে কালের সলিলে ?

২

কত রত্ন অগণন—অমূল্য উজ্জ্বল  
কাল-প্রোতে গেছে ভেসে অর্ণবে অতল—  
অদূর অলঙ্কার ! ফিরিবে না তারা আর !  
এ মল্ল তটিনী-গতি !—বারেক তা হলে  
জীবন করিয়া পণ করিতাম দরশন  
সাহসে বাঁধিয়া বুক নামি সেই জলে,  
ফিরাইতে গতি তার প্রতিজ্ঞা বলে ।

৩

এক দিনে কত হয় এক দিনে কত লয়—  
সপ্ত দিনে এই তিন বক্ষাণ্ড সূচন।  
পলকে প্রলয়-জলে কত বিশ্ব যায় তলে  
পলকে প্রকাশে লক্ষ জগৎ নূতন !  
তুচ্ছ নহে একপল ক্ষুদ্র এক বিন্দু জল  
দণ্ড দিন যুগ যাম নিশি পলে পল,  
বারি বিন্দু বিন্দু সনে মিশি ছায় একক্ষণে  
জনমে ভীষণ সিক্ত অতন্ত অতল !  
ক্ষুদ্র দেখি তুচ্ছ ভাব যে ক্ষদ্রে জানাভাব  
অনন্ত জগৎ এই অণুকণাময় !  
নব শিশু ক্ষুদ্রাকার, কালে ভীষ অবতার,  
পদ্ম দর্শে কাঁপে বোম গরি সমুদয়।  
বিচিত্র কালের গতি জানিগণ কয়।

৪

উন্নতি কি অবনতি,—সাধনের কল ;

মভাতা ভবাতা কিবা কাণ্ডেতে সকল।  
কাল শিশু ভীষকায় কালে ভীষ শিশু প্রায়  
কালেতে মশক ঐরাবত-অবতার,  
কালে হয় কালে লয় কালেতে জলের রয়  
উজ্জ্বল্যামী !—অবিস্বাস ? বিচিত্রব্যাপার !  
শ্রম নগরী ছায় কালেতে শ্মশান প্রায়  
ক্ষেপাল ছা বিদ্যাত : কুকের গভীর !  
ভীষ গটবীচয় কালে রাজধানী হয়  
রাজধানী অরণ্যানী ! দরিদ্র ককির  
পৃথিবীর অধিপতি !—প্রবল প্রতাপ অতি,—  
অকুটি ভঙ্গিতে কাঁপে মেদিনী গগণ।  
ক'লে ইন্দ্র বনবাসী ইন্দ্র নী দনুজকাস !—  
অস্বাভাবে অস্বপূর্ণ্য কাতর জীবন !  
কালে ভীষ মকমল পুষ্পোদ্যানে আল মল  
করে কিবা প্রতিপল সাজি চাক সাজে  
গরম সরসী ছায়, পতদলে শে ভাশায়,  
মাধবী বকুল চাঁপা হেমন্ত রাগে ।  
চারিদিকে কুটে ফুল বিলাসী প্রেমাকুল  
মেঘর মলয় বর ছুটে মিলন  
কোকিল পঞ্চম গায় অলি মধুলোকে  
আনন্দ-উৎসব-মত্ত পরিদ্রী সকল।  
কালেতে প্রায়োদ বন মকমল বিভীষণ  
ধূস করে বালুময় প্রকাণ্ড প্রান্তর !  
দীপ্ত গভাকর করে প্রচণ্ড মুরতি ধরে  
মায়াবিনী মণীচক !—শিহরে অবর !  
প্রবল প্রতাপে ভাঙ্গ, মত্তানিল ছুটে যায়,  
উৎপাটিত নভাভিত করি সমুদায় !  
মরি কিবা ভীষ ভাব !—উজ্জ্বল্যাসি রাব  
পাবক-প্রাণনে করি প্রাণিত ধরায় !  
গভীর অর্ণবচয় কালে উচ্চ হিমালয়—

কালে হিমালয় বিশ্বগর্ভে নিমগ্ন ! .  
 প্রমত্ত পশু যার উত্তর তরঙ্গ তার  
 ভীম ভাবে ছুটে যায় ছাড়িয়া গর্জন ।  
 কাপারে মেদিনীবোম, শনি শুক্রস্বর্ষা সৌম,  
 আছাড়ে আছাড়ে পড়ি নিমগ্ন পাহাড়ে;  
 আবর্তে আবর্তে ঘুরি ভীমনাদ ছাড়ে !

৫

শতদল-দল-গত যেমন জীবন,  
 এই বিশ্বে সমুদায় জানিবে তেমন ।  
 সমীরণ সদা বয় কখন সে স্থির নয়  
 সদাগতি নাম তাই ; কলুষ স্বরে,  
 আপনার মনে হায় ! সতত তটিনী ধায়

মিশ্রিছে চলিয়া নিত্য গভীর সাগরে ।  
 অদৃশ্য কালের গতি ;--কিন্তু সে চঞ্চল জ্বতি,  
 জ্বলিছে তুলিতে নারে অজ্ঞানতারে,--  
 মিশ্রিছে চলিয়া নিত্য কালের সাগরে ।  
 উত্তাল তরঙ্গ রাশি, ধত ভাবে অট্ট হাসি,  
 উঠিছে ছুটিছে রঙ্গে পবন-হিমোলে,  
 অতল অনন্তব্যাপী অর্ণবের কোলে ;--  
 সে তরঙ্গ-রঙ্গে হায় ! জীব জলবিশ্ব প্রায়,  
 জীবলীলা লীলাচলে মিশাইয়া যায়,  
 যে জন যথার্থ জ্ঞানী, জ্ঞানে নেহে অভিমানী  
 জীবনের ব্রত সেই সাধে সাধনায় ।

( হরিমোহন )

## আগ্রা ।

এমনও এক সময় হইয়া গিয়াছে, যখন এই আগ্রা ইহার অদূরবর্তিনী যত্ন-রাজধানী মথুরা পুরীর প্রাঙ্গণস্থ কেলিকানন সমরপী শোভমানা ছিল। এমনও সময় আবার অতীত হইয়াছে যখন এস্থান বিশ্বব্যাপক মহাতেজস্বী শাক্যোপাসকদিগের বিহার ভূমি মথুরার দ্বার-বজ্রস্থ যাত্রিনিবাস মধ্যে পরিগণিত ছিল। ইহা কোন দিন হইবে হৃৎ যুদ্ধ ও কলিক প্রভৃতি ইণ্ডু সাইথীর রাজচক্রবর্তীদিগের তিদিন সেবনীয় যুগয়াভূমিতে পরিবর্তিত হইয়াছিল। আবার এমনও দিন উপস্থিত হইয়াছিল যে, ইহা ত সেই দিনে ইহার প্রাস্তবর্তী মহাবল পরাক্রান্ত পরমার

পরিহার এবং চৌহান বংশীয় রজঃপুত-জাতীয় রাজপুত্রেরা ইহা পুন আ-পন দিগ্বিজয় পথের বিশ্রামাবাস করিয়া ব্যবহারে আনিয়াছিলেন। আবার সর্কশেবে ইহার ভাগ্যে এমনও এক সময় আসিয়া যুটিয়াছিল, যখন এই আগ্রা সমস্ত ভারতবর্ষের কেন্দ্রভূমি হইয়া মোগল-কুল-তিলক সম্রাটবর আকবরের রাজধানীরূপে পৃথিবীবক্ষে অতুল ঐশ্বর্যের কর্তৃত্ব করিতেছিল।

ভারতের ঐতিহাসিক ইহার মুসলমানদিগের পূর্ববর্তী কালে এই কখন কোন সময়ে কি ভাবে যে কতকিছু হইয়া গিয়াছে, আমরা তাহা বর্তমান

যে কোনরূপেই অঙ্গুলি সঙ্কেত দ্বারা নি-  
 দেশ করিয়া দেখাইতে পারি না। কিন্তু  
 এইটুকু প্রকার নিশ্চয়তার সহিত ব-  
 লিতে পারি যে, মোগলদিগের সভ্যতা,  
 শিক্ষা, বিদ্যা, বুদ্ধি এবং বল প্রথমে এ-  
 খান হইতেই তরঙ্গের ন্যায় স্ফূর্তি হইয়া  
 কখন বা হিমালয়োৎসঙ্গে, কখন বা পূর্ব  
 ঘাটপার্শ্বে, কখন বা পশ্চিমঘাটতে  
 এবং কখন বা কন্যাকুমারীর অন্তরীপশ্রেণী  
 যাইয়া আঘাত করিতেছিল। এইখানেই  
 কোন সময়ে আবুলফজল, ফয়জী, বীরবল  
 ও মানসিংহ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তিরা রহ-  
 স্পতিকঙ্কর চন্দ্রচূড়ের ন্যায় আঁকবর  
 পাশ্বে থাকিয়া কখন বা ইহার দরবারে  
 আনু নামক গৃহে এবং কখন বা ইহার দ-  
 রবারে খাস্ নামধেয় ভবনে করে কর স-  
 ম্মিলন পূর্বক নৃত্য করিয়াছিল। ইহারই  
 ভগ্নাবশেষের অভ্যন্তরীণ কোন এক গৃহ-  
 প্রাঙ্গণে বসিয়া মন্ত্রবর আবুলফজল তাঁ-  
 হার চিরপ্রসিদ্ধ আইন আকবরির পাণ্ডু-  
 লিপি লিখিয়াছিলেন; এবং ইহারই ইত-  
 স্তুতোবিক্ষিপ্ত ভগ্নগৃহ মস্জিদাদির কঠ-  
 সমূহকে অলঙ্কৃত করিবার জন্য কোন দিন  
 সেই প্রসিদ্ধ যবনকবি ফয়জী, আপনার  
 ললিত কবিতাকুসুম মালা গ্রহণ করিয়া  
 আপন হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন। এই  
 কান্দুর্জ, সেই সমস্ত ঘটনা ও  
 ভূতরাজ্যের স্বপ্নভূমিতে নির্মাসিত  
 হইয়া, ইহাকে আপনার মুখাবলীদ্বারা  
 তরঙ্গের ন্যায় কেবল কতকগুলি স্মৃতি

সমাধিপুঞ্জাবশিষ্ট করিয়া রাখিয়াছে। যে  
 দিকে দেখ, সেই দিকেই ভাঙ্গা গোর ও  
 সমাধি মস্জিদ। কোন স্থানে কোন প্র-  
 সিদ্ধ গৃহশৈলীর খান কৃত ভগ্ন ইষ্টক প-  
 ডিয়া আছে;—কোথাও বা একটি প্রা-  
 চীরদ্বারা তৃণ গুল্মে রোমাণিত হইয়া কোন  
 এক নিভৃত স্থানের আশ্রয়ে দাঁড়াইয়া  
 আছে। কোন স্থানে কোন একটি গৃ-  
 হের বিভগ্ন শরীর ও বিকলাভ্যন্তর, অস্থি-  
 নাত্রাবশিষ্ট কুকপালের মুখাভ্যন্তরের তায়  
 পথপার্শ্বে পড়িয়া রহিয়া পান্থবর্গের দম্ব ও  
 অহঙ্কারের প্রতি জ্বলুটি করিতেছে। কো-  
 থাও বা সেই সকল প্রসিদ্ধ লোকদিগের  
 মধ্যে কাহার কাহার দেহাবশিষ্ট রজো-  
 মুষ্টি, শকটবহুর মধ্যপথে পড়িয়া এবং  
 চক্রবর্ণণে উৎক্ষিপ্ত হইয়া পৃথিবীর শব্দ  
 ও কপালসমূহকে বিরঞ্জিত করিতেছে। কো-  
 থাও আবার কালবিদলিত, সর্বোৎপাটিত  
 এবং শূন্যাবশিষ্ট অট্টালিকা-ভূমিতে স্ব-  
 ভাবজাত কটক সমাকুল বহুল তরুর স-  
 মাশ্রয়ে, বিঘ্ননতা যেন বিনাশ দর্শনে অতি  
 কঙ্কণশরে পারাবতকণ্ঠে রোদন করি-  
 তেছে। কল্পত: যে দিকে চক্ষু এবং কর্ণ  
 ফিরাইবে, সেই দিকেই বোধ হইলে, যেন  
 বিরাটকাল, এক পাশ্বে আপনার চিরস-  
 হস্রর স্বরূপ বন, বিঘ্ননতা, ও শূন্যতা প্র-  
 ভৃতি শ্রেতদলের সহিত বসিয়া অতি গ-  
 ভীরভাবে ভোজনব্যাপারে ব্যতিব্যস্ত র-  
 হিয়াছে;—আর অপর পাশ্বে জদিবাসী  
 পাচকেরা গৃহ, অট্টালিকা ও ঘটনাদিক্রপ

নূতন নূতন অন্নব্যঞ্জন শাক স্থপাতি রন্ধনের ধূম, অগ্নিজ্বালা, কোলাহল ও দণ্ড কটাহ প্রভৃতির খট খট শব্দে চক্ষুগণকে অন্ধ ও বধির করিয়া তুলিতেছে।

যদিও ইহার গাছ বোদনশ্রীর সহিত তুলনা করিলে অসঙ্গত এক্ষণে কিছুই নহে, তথাপি ইহার প্রাচীন মাহাত্ম্য এবং কাল-কবের অস্পষ্ট-ইচ্ছা-অনুগত কোন কোন পদার্থ দূর হইতে ভ্রমণকারীদিগকে এখনও আকর্ষণ করিয়া আনে। এখনও ইহা দর্শক বর্ণের তীর্থ স্থান বলিয়া গণ্যীয়। অতএব যদি আমি এখানে মোগল বংশীয়দিগের মহাপাঠ এত আশ্রয় নগরের কোন কোন রক্তান্ত লিপি বন্ধ করি, বোধ হয় তাহা পাঠক বর্ণের নিত্য অপ্রিয়কর অথবা পঠন-ক্লান্তিকর হইবে না। তাহার প্রাচীন আদ্যাবর্তের অথবা উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের বর্তমান অবস্থার বহুতর বিষয় সামান্য ভাবে সাংক্ষেপিক রূপে ইহা দ্বারা পরিজ্ঞাত হইতে পারিবেন। যেমন কোন একটি মনুষ্য শরীর ব্যবচ্ছেদ করিয়া তাহার অভ্যন্তরীণ নানা অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি ও তৎসহ তদনুগত ব্যাপারাদি অতি সামান্য ভাবে দর্শন করিলেও সামান্যরূপে সমুদয় মনুষ্য শরীরেরই পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে, সেইরূপ কোন একটি দেশ কি প্রদেশের কোন একটি কেন্দ্রীভূত নগরকে সামান্যরূপে মনোনিবেশের সহিত দর্শন করিলে, কিংবা তাহার রক্তান্ত পাঠ করিলেও সামান্যতঃ সেই সমস্ত ভূখণ্ডের বহুতর বিষয়

পরিজ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে। আমি অতি দীর্ঘকাল এই নগরে বাস করিয়া আসিতেছি। এই সময়ের মধ্যে, যদিও কোন দিন দেখিবার জন্য অধিক যত্ন করি নাই, তথাপি বিনোদ্যেই এত বিষয় চক্ষে পতিত হইয়াছে যে, তাহা এখন যত্নের সহিত কুড়াইয়া একত্রিত করিতে পারিলে, যাহারা এ পর্যন্ত এসকল স্থান দেখেন নাই, তাহাদিগকে তদ্বারা একটি ছোট খাট কোতুবাহ উপহার প্রদত্ত করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। আমি এখানে তাহাই করিতে প্রয়াস হইলাম। আমার স্বদেশীয় পাঠকেরা যদি ইহা পাঠ করিয়া কিঞ্চিৎ আনন্দিত হন, আমি তাহা হইলেই পরিগ্রহমার্থক মনে করিব।

প্রস্তাব আরম্ভ করিবার পূর্বে গুটিকত কথা। যদিও প্রকৃত বিষয়ের সহিত তাহার বিশেষ কোন সংশ্লিষ্ট নাই, তথাপি মনের দুঃখ প্রকাশ জন্য পাঠকবর্গকে গুটিকত কথা বলা আমার যেন আবশ্যিক বোধ হইতেছে। পাঠকবর্গ অল্প পরিমাণ অনুপাবনের সহিত ভাবিলেই অনায়াসে জানিতে পারিবেন যে, আমাদের অন্তঃকরণ পূর্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ পরিমাণে অধিকতর জিজ্ঞাসু এবং অনুদুদ্ধিৎসু হইয়া উঠিয়াছে। এক্ষণে আমাদের দ্বারা আমাদের পার্শ্ববর্তী ঘটনা কি ব্যাপারাদি পূর্বের ত্যায় তত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া পোন্ধিত হয় না। সকল বিষয়েরই একটু একটু তত্ত্ব জানিতে অনেকেরই ইচ্ছা করে।

যদিও এই জ্ঞান-ক্ষুধা সম্যক রূপে সর্ব সাধারণের অন্তরে এক্ষণ পর্যন্তও অধিকাংশ পায় নাই, যদিও সাধারণের দাক্ষণ মন্দায়ির একোণ এখন অত্যন্ত প্রবলই রহিয়াছে, তথাপি কোন কোন শ্রেণীর লোকের মধ্যে কোন কোন অংশে অতি সামান্য পরিমাণে একটুকু ক্ষুধার বেগ জন্মিয়া উঠিতেছে, দেখিতে পাওয়া যায়। এটি মৃত আশালতাতে প্রাণ সঞ্চারের কিঞ্চিৎ পরিচয় তাহার সন্দেহ নাই। ইহা যে ইংরেজি শিক্ষা এবং ইংরেজ জাতির প্রকৃতিগত দৃষ্টিভঙ্গির উদ্দীপনায় হইয়াছে তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু এ সকল হইয়াও মধ্যপথে কতকগুলি অন্তরায় আসিয়া উপস্থিত হওয়াতে, পূর্বোক্ত আশালতার অঙ্কুর যেন আর রন্ধি পাইতেছে না। একটু একটু হরিষ্রণ মুখ বাহির করিয়া যেখানকার বাহা, তাহা সেই খানেই আবার বিবর্ণতা পাইয়া বিলীন হইয়া যাইতেছে। এরূপ হইয়া যাওয়ার কএকটি কারণ আছে। তন্মধ্যে প্রধান এবং সর্ব প্রথম এই যে, যাহার ক্ষুধা জন্মিয়াছে তাহার অন্ন নাই, আর যাহার অন্ন আছে, তাহার ক্ষুধা কি কচি মাত্র নাই। অন্নবানেরা অন্নের শয্যা, অন্নের উপাধান, অন্নের পাচুকা এবং অবশেষে অন্নে পথ পর্যন্ত বাঁধাইয়া তাহার উপরে প্রত্যহ পদচারণা করিবেন ও তাহাতে পুরীষ পরিত্যাগ করিয়া অপ-  
 ন্নের অগ্ন্য করিয়া রাখিবেন; তথাপি

নিরন্নদিগের ক্ষুধামল নির্যাপণ জন্য প্রাণান্তেও একটি কণদক পরিত্যাগ করিবেন না। তাঁহাদের অন্নরাশি বস্তা বাঁধিয়া বাঁধিয়া আপন হস্তে প্রতিদিন মল-রূপে নিক্ষেপ করিয়া পাঁচাইবেন, তথাপি একটি পরমা অন্নের ক্ষুধা-নিরন্তর জন্ম বায়িত হইতে দেখিতে পারিবেন না। তাঁহাদের ক্ষুধাও জন্মে না, অন্নের এরূপ দুর্গতিও ঘটে না। সাধারণ অনেক উদ্দীপক ঔষধি খাওয়াইবার পরে কিঞ্চিৎ জন্মে তাহাও বিরূত ক্ষুধা;—কাগ এবং বোতল ভাঙ্গা খাইবার ক্ষুধা;—মাটি খাইবার ক্ষুধা। একটিরও অন্ন বাঞ্ছনের প্রতি অভিকর্ষিত হয় না। ভারতের ভাগ্য যদি অন্নবৃদ্ধি-  
 গের একবার প্রকৃত ক্ষুধা জন্মিত, তাহা হইলে অনেক নিরন্ন তত্ত্ব-ক্ষুধার্ত লোক তাঁহাদের ভোজ সমারোহে আপন আপন উদর পূর্তি করিয়া মহান আনন্দ লাভ করিতে পারিত; আর একপে মুগ্ধমান হইয়া যাইত না। দেশের সুখও অনেক উজ্জ্বল এবং প্রসন্ন দেখাইত। যে-সকল লোকের কথা এখানে উল্লিখিত হইল, ইহারা প্রায় সকলেই আপন আপন পিতৃ-পুরুষদিগের ছল বল বাহুপার্জিত অন্নে অন্নবস্ত; ইহাদিগের আপন বিক্রমোপার্জিত কিছুই নহে, ইহারা যক্ষ নাগের মূর্তি ধারণ করিয়া কেবল পিতামহের স্মরণ কলসকে বেটন করিয়া রহিয়াছেন। ইহাতে পুরুষকারের কোন চিহ্নই দেখিতে পাওয়া যায় না। যদি পক্ষান্তরে ইহারা এই

অন্নদ্বারা দেশের নানারূপ জ্ঞান-বৃত্তিক, নিবারণের চেষ্টা পান, তাহা হইলে ই-  
হাদিগের অনেক পুঙ্খকাণ্ডের কথা হইয়া  
উঠে সন্দেহ নাই। ষাট পানদের সঙ্গে  
ইহাদিগের অন্তিম চূর্ণ হইয়া যাইবার আর  
সম্ভাবনা থাকে না।

নিরক্ষরের মধ্যে অনেকে পাঠশালা  
রূপ চিকিৎসালয়ে থাকিয়া শিক্ষক বৈ-  
দ্যের উপদেশ রূপ উদ্দীপকে ঔষধ দ্বারা  
কিছু দিন হইল জ্ঞান-ক্ষুধাকে অত্যন্ত উ-  
ত্তেজিত করিয়াছিলেন। দেখা গেল যে,  
ঔষধীদের অনেকেই সেই চিকিৎসালয় ছা-  
ড়িয়া যখন কিঞ্চিৎ অন্নবস্ত হইয়া উঠিলেন,  
অমনি এককালে ক্ষুধা রহিত হইয়া শযায়  
পড়িলেন। ভাতের ক্ষুধা আর রহিল না।  
নানাপ্রকার বিকৃত ক্ষুধা জন্মিতে লাগিল।  
বোতল ভাঙ্গা, কাগ, ছাঁই, মাটি ও গো-  
বরের কচি জমিবা উঠিল। এইরূপ অন্তরায়  
উপস্থিত হওয়াতে কোন দলেই পুষ্টি বি-  
স্তৃত হইতে পারিতেছে না। অন্নবস্তুরা  
যে রূপে বিকৃত পদার্থ সকলের আহারে এ-  
কদিকে শুদ্ধ হইয়া যাইতেছেন, সেইরূপ নি-  
রক্ষেরা ক্ষুধাসত্ত্বেও অপরদিকে মুহ্যমান হ-  
ইয়া পড়িতেছেন। এরূপ কেন হইল? ক্ষুধা  
থাকে ত অন্ন থাকেনা, অন্ন থাকে ত ক্ষুধা  
থাকে না। একি অন্নেরই দোষ, না, লো-  
কের প্রকৃতির দোষ? যদি অন্নের দোষ  
হইবে, তবে ভিন্নদেশে কেন ভিন্নরূপ দৃষ্ট  
হয়? লার্ডরস্, লার্ডওরের প্রকৃতির ক্ষুধা  
কেন অন্নরূপ? এই ভারতবর্ষের কাল-

চর্চিত সন্ধে এত স্থানে এত কীষ্টি চিহ্ন  
রহিয়াছে। এবং সেই সকল চিহ্নের সহিত  
এত ঐতিহাসিক তত্ত্ব লোকের অবজ্ঞা  
এবং উপেক্ষা বশতঃ এতদিকে এতভাবে  
দৃষ্টিপথের অগোচরে ভূগর্ভে বিলীন হ-  
ইয়া যাইতেছে যে, যদি তাহা এ দেশীয়  
ধনিসম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ কেহ সমী-  
লিত হইয়া আপন পিতৃপুরুষদিগের প্রতি  
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ স্বরূপে সেই সকলের  
চিত্রপট ও তৎসহ ঔষধীদের ঐতিহাসিক  
রক্তান্ত একত্রে এক স্থানে সংগ্রহ করিয়া  
পুস্তকে নিবদ্ধ করেন, তাহা হইলে সেই  
পূর্ব পুরুষদিগের সমাধির উপরে একটি  
অপূর্ব স্বর্ণ স্তম্ভ প্রস্তুত হয়। এবং এই  
সকল চিহ্ন-চিত্র ও তাহার রক্তান্ত সর্বদা  
অভ্যুৎকরণে দেশের অনুরাগকে উদ্দীপন  
করে। সময়ে সেই উদ্দীপনা আবার প্রাণ-  
বলেও পরিণত হয়। ষাঁহারা এই স্তম্ভ  
প্রস্তুত করেন, ঔষধীরাও পৃথিবীতে সর-  
স্বতীর অধিষ্ঠান কাল পর্য্যন্ত ভারত বাসী-  
দিগের ভাবি হৃদয়ে জীবিত থাকিতে  
পারেন। যে দেশে প্রাণ আছে, খু-  
জিয়া দেখ, সেই দেশেরই প্রতি গৃহে  
এইরূপ স্বর্ণ-স্তম্ভ পুস্তকাকারে গ্রন্থাগারে  
বিগ্রহরূপে অর্চিত হইতেছে। আর যে  
দেশে ইহা পাদ-দলিত হইয়া অনুরাগীর  
হইতে অবজ্ঞা ও অবহেলার সমাজনী দ্বারা  
অপসারিত হইয়াছে, সেই দেশই প্রেত-  
লোকগত পিতৃ-দেবতাদিগের লজ্জাননা  
রূপ পাণে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া এবং পূর্ব

পুষ্কবিগের বলবীৰ্য্য কীৰ্ত্তি সাহসাদির উদ্ভীপনারূপ তেজে বঞ্চিত হইয়া ক্রমে জীর্ণ শীর্ণ ও অবশেষে ভস্মভূপে পরিণত হইয়াছে। কোন একটি সামান্য গ্রামের ইতিবৃত্তও যদি প্রকৃত রূপে লিখিত হয়, তাহাতেও অনেক পরিচয়, সহায়তা, সময়, অনুসন্ধান ও কখন কখন অর্থবিতরণ আবশ্যক করে। বিদেশীয়েরা এবং প্রকারের কোন কার্য্য আরম্ভ করিলে আমাদের নিকট হইতে যত সাহায্য এবং সুরক্ষা গ্রহণ করিতে পারেন, আমরা বিদেশীয়েরা আমাদের নিকট হইতে তাহার চতুর্থাংশের একাংশও সহজে পাইতে পারি না। সুতরাং আমরা কাব্য লিখি, কল্পনার আশ্রয় লই, এবং রক্তাশ্রু ভগ্নতের সম্মুখীন হইতে, অথবা ঐতিহাসিক গবেষণায় প্রবেশ করিতে যেরূপ সাহায্য, সপ্ল ও উপকরণ সামগ্রীর আবশ্যকতা তাহা না পাইয়া, এবং পাইতে চাহিলে কমল-মধু-মুক্ত স্বদেশীয় ধনিসন্তানদিগের নিকট হইতে, উপেক্ষিত ও সর্বপ্রকারে বিচ্যুত হইয়া কাল-কুফি-নিহিত পুরাতন তত্ত্বের অনুসন্ধানে বিরত হই। পুরাতন তত্ত্বের অনুসরণ আমার পক্ষে আরও কষ্টকর। অবস্থার নিপীড়নে আমি যার ধার নাই অসহায়। আর, পদমর্যাদা এবং প্রতিপত্তি-বিরহে এই আগ্রার অনেক স্থানই আমার অগম্য, অথবা দুরধিগম্য। আমি পাঠক-বর্গকে এই ছেতু পূর্বেই বলিয়া রাখি-  
যদি আমি তাঁহাদিগকে যাহা

উপহার দিব, তাহা অযত্নস্ক্র এবং ইতি-  
হাসের শৃঙ্খলা-শূন্য।

আগ্রা হিন্দুদের সময়ে কি ছিল, তাহা নির্ণয় করিবার কোন স্পষ্ট চিহ্নই ইহার শরীরের উপর এখন বিদ্যমান নাই। কনিংহাম প্রভৃতি স্থপতি কাকবিশারদ ব্যক্তিরা ইহার নামের ব্যুৎপত্তি হইতে এবং অন্যান্য লেখকদিগের মত হইতে ও অন্যবিধ কারণ সমস্ত হইতে ইহার নাম ও আটিনের বিষয়ে নানা প্রকার অনুমান করেন। পাঠকবর্গের কোনোহল নিবারণ জন্য তাহার কিছুটা এখানে উল্লেখ করা হইল।

উৎসাহের রাজস্থানের পুরাত্নে আগ্রা কোন কালে অগরওয়ালবংশীয় সরদারদিগের বাসভূমি ছিল বলিয়া, উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাদের বংশাবশেষ এখনও নাকি দিল্লীর পশ্চিমে অগরোহা নামক স্থানে, বুন্দেলখণ্ডে, রাজপুতনার কোন কোন অংশে এবং মালোয়াদেশের অগ্গর নামক স্থানে বাস করিতেছে।

কুইন্টস্‌কটরস্ তাঁহার পুরাত্নে “অ-  
গ্রামেশ” নামে যে এক প্রাচীন রাজ্যের উ-  
ল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, কেহ কেহ, আগ্রা, তাঁহার রাজধানী ছিল বলিয়া অনুমান ক-  
রেন। কেহ বলেন যে, রাজপুতবংশীয়  
রাজাদিগের মধ্যে “অগ্ররাজ” নামে কেহ  
ছিলেন। তিনি অগ্রি হইতে উদ্ভব হইয়া  
ছিলেন বলিয়াই তাঁহার নাম অগ্ররাজ হ-  
ইয়াছিল। আগ্রা এক সময় তাঁহারই রা-  
জধানী ছিল।



কেহ আবার বলেন, পুরাণে অগ্নিমিত্র নামে যে এক রাজার উল্লেখ আছে, সেই অগ্নিমিত্র শব্দই আবার অগ্নি ও অগ্নিমিত্র হইয়াছে। অগ্নিমিত্র এবং অগ্নিমিত্র এক ব্যক্তিরই অভিধান। সুতরাং এখানে অগ্নিমিত্র অর্থাৎ অগ্নিমিত্রের রাজধানী ছিল বালিয়ার, ইহার নাম আবার হইয়াছে।

কেহ অনুমান করেন, কাল-প্রসিদ্ধ মণ্ডার অগ্নিমিত্র নগর বালিয়ারই ইহার আগ্রা নাম দেওয়া হইয়াছে। অন্য এক সম্প্রদায় বলেন যে, হিন্দুস্থানীর ভাষাতে অগ্নি শব্দে লবণকণ্ডকে বুঝায়। আগ্রার মুক্তিতে অনেক স্থানে লবণ উৎপন্ন হয়, এবং ইহার কুপাড়ির জলও লবণাক্ত। সুতরাং ইহাকে অগ্নি অর্থাৎ লবণকণ্ড মনে করিয়াই ইহার নাম আগ্রা রাখা হইয়াছে।

আবার ১৮৬৯ সনে এই আগ্রানগরের কোন একটা স্থান খনন করিতে করিতে প্রায় হিম্মতস্বরূপ অদিক ধোপা মুদ্রা পাওয়া যায়। তাহার সমুদয় মুদ্রাতেই প্রাচীন পাশ্চাত্য সংস্কৃত অক্ষরে অতি স্পষ্টরূপে “ গুহিল শ্রী ” নাম অঙ্কিত ছিল। কেহ কেহ ভাবেন যে, এই “ গুহিল শ্রী ” হয় ত যেহেতু দেশীয় খ্রী-লোকে বংশের আদিপুরুষ জিগেনাদিত্য অথবা গুহিল হইবেন। ইনি বংশের জ্যেষ্ঠ ৭৫০ বর্ষে প্রাদুর্ভূত হন। কিন্তু মুদ্রার বর্ণের দ্বারা জাতীয় অক্ষর অঙ্কিত ছিল, তাহা অনু এই কাল হইতেও অনেক প্রা-

চীন কালের অক্ষর বালিয়া অনুমিত হয়। সুতরাং এই মুদ্রা যে খ্রীলোট বংশীয় খ্রীশ্রী-হিলের মুদ্রা, এ বিষয়ে সংশয় থাকে। এদিকে কনিংহাম সাহেব গৌরালিয়রের নিকটে নরওয়ার নামক স্থানে “ খ্রীশ্রী-হিল পতি ” নামাঙ্কিত গোটাকত টাকা পান। এই টাকাতে যে প্রণালীর অক্ষর সকল অঙ্কিত ছিল, তাহার সহিত আগ্রাতে প্রাপ্ত মুদ্রা সকলের কলেবরস্থ অক্ষর সমুদয়ের অনেক মৌসাদৃশ্য দেখা যায়। কিন্তু ইতি মধ্যে আবার সেই প্রদেশের তোরমনের পুত্র পশুপতির নামাঙ্কিত আরও চারিট মুদ্রা পাওয়া যায়। এই চারিট মুদ্রা পাওয়ার পরে, কনিংহাম সাহেব এই অনুমান করেন যে, পূর্বোক্ত গুহিলপতিও এই বংশেরই কেহ হইবেন। তোরমন খ্রীষ্টীয় অব্দ ২৬০ হইতে ২৮৫, এবং পশুপতি খ্রীষ্টীয় ২৮৫ হইতে ৩১০ অব্দের মধ্যবর্তী কোন সময়ে প্রাদুর্ভূত হন বালিয়া প্রবাদ আছে। এইক্ষণ মর্বেয়ের কার্লফিল সাহেব এই ঘটনা দেখিয়া নরওয়ারের খ্রীশ্রী-হিল পতি ও আগ্রার গুহিলশ্রীকে এক মনে করেন। এবং এই আগ্রা যে কোন সময়ে সেই খ্রীশ্রী-হিল পতির সিংহাসনভূমি ছিল, তাহা সিদ্ধান্ত করেন।

এদিকে আবার আগ্রার দুর্গ হইতে প্রায় ৩ মাইল উপরের দিকে যমুনার দক্ষিণ তটে একটি বাগান ও বাড়ীর কিঞ্চিৎ চিহ্ন পড়িয়া আছে, দেখিতে পাওয়া যায়। লোকেরা ইহাকে রাজা যমুনার বাড়ী

ও বাড়ী বলিয়া নির্দেশ করে। এই রাজা  
হোজা কে, তাঁহার কি রক্তাশ্রু, তাঁহা এই-  
ক্ষণ জানিবার কোন উপায় নাই। সর্বে-  
সর কার্লাইল সাহেব বলেন যে, তিনি  
নাথি প্রধানকার কোন বিচক্ষণ লোককে  
ইহার প্রকৃত তত্ত্ব জানিবার জন্য জিজ্ঞাসা  
করিয়াছিলেন, প্রত্যুত্তরে সে ব্যক্তি তাঁ-  
হাকে বলিয়াছেন যে, ইহা খ্রীষ্টীয় ৬ ফুট  
তাড়ীতে প্রাদুর্ভূত, মালোয়াদেশীয় রাজা  
ভোজের বাগান ও বাড়ীর ভগ্নাবশেষ।  
সাধারণেরা যদিও তাঁহাকে এত বিশেষ  
করিয়া এ বিষয় বলিতে পারিয়া ছিল না  
বটে, কিন্তু ইহা যে রাজা ভোজের বাড়ী  
এবং মুসলমানদের আক্রমণকালের পূর্ব  
হইতেই এখানে আছে, তাহা তিনি সন্-  
দের নিকট হইতেই এক প্রকার সর্ববাদি-  
সম্মত রূপে শুনিয়া ছিলেন। যদি এই জন-  
শ্রুতি সত্য হয়, তাহা হইলে আগ্রাতে মু-  
সলমানদের পূর্ববর্তী কালের এই এক-  
মাত্র হিন্দু চিহ্ন বর্তমান আছে, বলিতে  
পারা যায়।

অঞ্জনা-পুত্র যে প্রকার সাগরগর্ভ হইতে  
উত্তোলিত চারিটি প্রস্তরাক্ত অক্ষর দ্বারা  
কাল-বিলুপ্ত সমগ্র মহানটক পুস্তক উদ্ধার  
করিয়াছিলেন, সাহেবদিগের আশা  
এবং যত্নরূপ আঞ্জনেয়ও সেই প্রকার নি-  
শ্চয় সাগরস্থ অনিশ্চিততা রূপ অতলস্পর্শ  
সলিলে নিমজ্জিত ভারতের প্রাচীন ইতি-  
হাসকে কখন বা মৃত্যুকা প্রোথিত মুদ্রাশ-  
ল্লীভাষিত চতুর্দশ দ্বারা এবং কখন বা ই-

তন্তুতো বিলুপ্ত কাল নিম্পিষ্ট মন্থন ইষ্টক  
খণ্ড দ্বারা উদ্ধার করিতে কৃতসংকল্প।  
মনা ইহঁদের যত্ন! মন্য ইহঁদের পরিশ্রম!  
এবং মন্য ইহঁদিগের আশা! আমরা  
শ্রয়ন করিয়া থাকি, যে ইহঁদের সাপেক্ষে  
সময় অতিপাত্ত করি এবং বৈঠকখানায়  
বসিয়া বসিয়া হা, হা, হী, হী, রবে পূ-  
থিবীকে উত্তর উড়াইয়া দেই, তথাপি এ-  
কবার চক্ষু-কল্লোলন করিয়া দেখ না যে,  
আমাদের দ্বারের দুই পাশে কি ছড়ান  
রহিয়াছে এবং এই সকল ছড়ান পদার্থ-  
চূর্ণ দ্বারা কি কি বিষয় কতদূর আকৃতিতে  
আনা বাইতে পারে। আর ইহঁরা ভি-  
ন্নদেশীয় এবং ভিন্ন-শোণিত-শুরু-জাত  
ইয়াও কেবল শুদ্ধ কৌতূহল নিরত্তর জন-  
আমাদের পতিত গৃহের ভয় ইট, পাট-  
কেল এবং গুত শরীরের অস্থি পঞ্জর ঘা-  
টিয়া আমাদের পরিচয় নিতে এবং আমা-  
দের পরস্পরের সহিত পরস্পরের সম্বন্ধ  
স্থিরীকৃত করিতে প্রাণপণে যত্ন করিতে  
ছেন। আমরা পাশাপাশি থাকিয়াও  
আপন যত্নে কেহ কাহাকে চিনিতে চেষ্টা  
করিতেছি না।

পাঠকবর্গের সম্মুখে উপরোক্ত  
কতিপয় পংক্তিগুলি আগ্রা নামের উৎ-  
পত্তি এবং তাহার ইতিহাস হইতে যে যে  
অনুমান তত্ত্বও এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হই-  
রাছে ও ইহার বক্ষে হিন্দুদিগের যে যে  
চিহ্নরেখা, ইহার প্রাচীন পরিচয়ের জন্ত  
আজি পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে, তাহা এক

একর সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। ইহা  
পূর্ণাঙ্গ আর কিছু জানা হয় নাই।  
কিন্তু ইহার পাশ্চাত্তি স্থানাদিতে সংশ-  
য়েৎপাদন করিবার এত বিষয় আছে যে,  
তাহা অর্থ ব্যয় করিয়া খনন করিলে অ-  
নেক নূতন কথা আবিস্কৃত হইতে পারে।  
আজি একটি সামান্য লোক, ইহা খনন  
করিয়া তাহার গভীর মুৎসুন্ধি হইতে  
চূর্ণীকৃত ভাষনা দেবীর মন্দিরের সম্পূর্ণ  
অবয়ব চিত্রিত করিয়া তুলিয়াছে। ভা-  
রতে কি সেরূপ অর্থ নাই যে, ইহার বক্ষে  
কোন কোন বিলুপ্ত স্থানের বিলুপ্ত কীর্তি  
সকল সেই রূপে চিত্রিত হইতে পারে?  
আছে। অনেক ভূমিস্বামী গর্ত সকলের  
মধ্যে আজিও রজত কাঞ্চন স্তূপীকৃত  
হইয়া আছে।" কিন্তু তাহার ধাতু কাহে  
একটিও মনুয়া নাই।

হিন্দুদিগের পক্ষে মুসলমানদিগের  
কাল। মুসলমানদিগের কীর্তি ইহার ব-  
ক্ষের প্রায় সর্বত্রই পুঞ্জ পুঞ্জ বিক্ষিপ্ত  
আছে। ইহাতে ইহাকে মুসলমানদিগের  
স্থাপিত নগর ধরাই সম্ভব। লোকেরাও  
এক প্রকার তাহাই বলিয়া থাকে। সর্ব-  
প্রথমে লোদীবংশীয়ের। এখানে আসিয়া  
যথো যথো বাস করিতেন। সেকেন্দর বিন্  
বহল লোদী খৃস্টীয় ১৪১৫ সনে আগ্রাতে  
দেহত্যাগ করেন। ইহার সমাধি কোথায়  
দেওয়া হয়, তাহার কিছু নিশ্চিত নাই।  
ইনি এই সহরের অন্তরে বাদল গড় না-  
মক কোন একটি প্রাচীন হিন্দুদুর্গকে

করিয়া এখানে বাস করেন। এই  
বাদলগড় নামক হিন্দু দুর্গ কোন স্থানে  
ছিল, এখন মৃত্তিকার উপরিভাগ দেখিয়া  
তাহা জানিবার কোন সন্দেহ নাই। সহ-  
রের মধ্যে "লোদী খাঁকা টিলা" নামক  
যে একটা উচ্চ স্থান আছে, কোন কোন  
লোকে তাহাকেই বাদলগড়ের ভূমি ব-  
লিয়া বলে। কেহ বা আকবর নির্মিত ব-  
র্তমান দুর্গকে বাদলগড়ের প্রাচীন ভিত্তি  
ভূমির উপরে নির্মিত হইয়াছে বলিয়া  
বলে। গোয়ালির দুর্গের নিম্ন প্রা-  
চীরকে সেখানে বাদলগড় বলিয়া থাকে।  
তাহা ১৪৭৫ খৃঃ ব্দে রাঙ্গা কানহীরা  
জাতা বাদল সিংহ দ্বারা রচিত হয়। ক-  
নিংহাম সাহেব সেই যুগে আগ্রার কাল-  
বিলুপ্ত বাদল গড়কেও তাহারই রচিত ব-  
লিয়া অনুমান করেন। উপরোক্ত "লোদী  
খাঁকা টিলা" ব্যতীত সহরের পশ্চিমে পাঁচ  
মাইল অন্তরে সেকেন্দরা নামক স্থানে সেক-  
কেন্দর লোদীর প্রাসাদ বাটীর অল্প কি-  
ঞ্চিৎ ভগ্নাংশ পতিত আছে। ইহা ব্যতীত  
লোদী বংশীয়দের আর কোন চিহ্ন এখনে  
নাই। লোদী খাঁর টিলার বিষয়ে একটুকু  
সন্দেহ আছে। খাঁ খানন্ লোদী নামে  
বাবর এবং হুমায়ূনের একজন প্রসিদ্ধ সৈ-  
ন্যসামান্য ছিলেন। এবং খাঁ জাহান লোদী  
নামে জাহাঙ্গিরেরও এক জন সেনাপতি  
ছিলেন। এক্ষণ লোদী খাঁয়ের টিলা যে  
কোন লোদীর আবাস বাটী ছিল, তাহা  
বলা সহজ ব্যাপার নয়। সেকেন্দর লো-

দৌরম্বুহার পরে তাঁহার পুত্র ইব্রাহিম  
লোদীও এখানে বাস করেন।

খ্রীষ্টীয় ১৫২৬ সনের মে মাসে বাবর  
ইব্রাহিম লোদীকে পরাজয় করিয়া আগ্রা  
এবং দিল্লী কর্তৃত্ব করেন। তাঁহার প্রাসা-  
দবাটী ও উদ্যানাদির ভগ্নাবশেষ অন্য অন্য  
গৃহাদির ইটক চূর্ণ সংহতি সহ বর্তমান  
নগরের ঠিক বিপরীত দিকে যমুনার পূর্ব-  
তটে রেলওয়ে স্টেশন ও ইংল্যান্ডবন্দোবস্তার  
সমাপ্তি মসজিদ ইহাতে চুনিহাট নামক  
গ্রাম পর্যন্ত স্তূপে স্তূপে নানাদিকে বি-  
স্তৃত রাখিয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়।  
চুনিহাট গ্রামকে এখনও রেলের গাড়ীর  
উপর হস্তেত সেকালে দেখা যায়, যেন  
একখানি ছোট পাট নগর বলিয়া জন হয়।  
উহার মধ্যে এখনও অনেক সমৃদ্ধিশালী  
লোক বাস করে। বাবরের সময়ে যে,  
ঐ স্থানেই আগ্রাছিল, তাহার আর কোম  
সন্দেহ নাই। ১৩৭ হিজরী সনে বাবরের  
দেহ পতন হইলে পর, তাঁহার পুত্র হমা-  
য়ুন প্রথমে এখানে অধিবাস করেন। যে  
সনে বাবরের মৃত্যু হয়, হমায়ুন সেই সনেই  
একটি মসজিদ প্রস্তুত করেন। তাহার  
ভগ্নাংশ আজিও তাজমহলের বিপরীত  
দিকে যমুনার পর পারে কাচপুরা নামক  
গ্রামের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। মস-  
জিদের মধ্যেই হমায়ুনের নাম ও যে সনে  
তাহা নির্মিত হইয়াছে সমুদয় লেখা আছে।  
গ্রাম্য লোকেরা তাঁহার উৎসঙ্গে কুতীর  
নির্মাণ করিয়া বাস করিতেছে এবং ক-

পোত শুক প্রভৃতি পক্ষী সকল তাহার চ-  
র্চা মস্তকের কোটরে থাকিয়া পানপান  
শয়। কেবল অপহরণে জীবন বাপন করি-  
তেছে। এই মসজিদেরই কিঞ্চিৎ পূর্বদিকে  
যমুনা তট পর্যন্ত ব্যাপ্ত ভূমি খণ্ডকে “মাহ-  
তাব খাঁকা বাগ” বলে। এখানে এক্ষণ  
কিছুই নাই। কেবল একদিকে একটি ভগ্ন  
বুরুজ কিঞ্চিৎ ইটক চূর্ণ লইয়া পতিত  
রহিয়াছে। এই স্থান সম্বন্ধে একটি সুন্দর  
ছোট প্রবাদ আছে। মাহতাব খাঁ কোন  
এক আমিরের পুত্র ছিলেন। তিনি তাজ-  
মহলের জায় আর একটি বাড়ী এখানে  
প্রস্তুত করিবেন বলিয়া উদ্যোগ করেন,  
এবং ভূমিকে প্রাচীর-বন্ধ করিয়া লন। সা-  
জিহান তাঁহাকে ডাকাইয়া আনিয়া কহি-  
লেন যে, যদি তুমি এখানে কোন গৃহ  
প্রস্তুত কর আর সেই গৃহ দেখিতে তাজ-  
মহল অপেক্ষা কোন অংশে কুৎসিত হয়,  
তাহা হইলে এতসুন্দর এই তাজ গৃহের  
কাছে, ওরূপ একটি কদাকার পদার্থ স-  
ম্বন্দা থাকিলে তাজের শোভার অনেক  
ব্যাঘাত হইবে। আর যদি তোমার গৃহ  
তাজগৃহ হইতে সৌন্দর্য্যে উৎকৃষ্ট হয়,  
তাহা হইলে আমার তাজের শোভা সমস্ত  
প্রাণিত ও বিলুপ্ত হইবে। মাহতাব খাঁ ইহা  
শুনিয়া বাগান প্রস্তুত করিতে কাস্ত হন।  
সাজিহান তৎপর এইস্থানে আপনার সমা-  
ধির জন্য তাজ মহালের অবিকল অপর  
একটি উদ্যান ও বাটী প্রস্তুত করিয়া লন  
এবং তাহা যমুনার তট দিয়া অ-

খুর প্রান্তরেয় সেতু দ্বারা, তাৎক্ষণিক  
সংলগ্ন করিয়া দিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু  
তাহার দুই পুত্র অঙ্গদী ব দ্বারা তিনি  
অকালে কংকর হওয়াতে সে ইচ্ছা তাঁ-  
হার অন্তরে লীন হইয়া যায়। এই দা-  
ত বর্ষের বাগ এবং পূর্বে কৃত হমায়নের  
মসজিদের পাশ্চাত্যে যমুনাতট দিয়া বহুদূর  
ব্যাপিয়া বাবর হমায়নের প্রাসাদ বাটী  
ও উদ্যানাদি রচিত ছিল। এখন তাহার  
কিছুই নাই। কেবল এখানে সেখানে মূ-  
র্তিকা-স্তূপ ও ক্ষুদ্র খণ্ড সকল ছড়ান র-  
হিয়াছে। বাবর কি হমায়ন কাহারই স-  
মাধি এখানে নাই।

মুসলমান বংশের কবলয় স্বরূপ আক-  
বর ১৫৫৭ খৃঃ অব্দে আগ্রা এবং দিল্লী অ-  
ধিকার করেন। অধিকারের পরক্ষণেই  
তিনি আগ্রাতে আসিয়া বাস করেন নাহ।  
আগ্রা হইতে পশ্চিম দক্ষিণে প্রায় ২৪  
মাইল ব্যবধানে ফকরুলিম-চিস্তির দরগা  
ফতেহ পুর দিকরীতে কিছুদূর বাস ক-  
রেন। সেখানে সত্ৰাটের বাসোপযোগী  
প্রাসাদ বাটী, উদ্যান ও অন্যান্য বহুবিধ  
অট্টালিকা আজিও দর্শকদিগের নয়ন রি-  
নোদনের জন্য প্রস্তুত আছে। এইস্থানে  
কিছুকাল বাস করিয়া সেখানে তাঁহার  
পুত্র সলিমের ( জাহাঙ্গিরের ) জন্ম হইলে

পর প্রায় ১৫৬৮ খৃষ্টাব্দে আগ্রাতে আ-  
সিয়া অধিষ্ঠান করেন। প্রবাদ আছে যে,  
যখন তিনি আগ্রাতে আসেন তখন কিছু-  
কালের জন্য আগ্রার বর্তমান দুর্গ সম্পূর্ণ  
রূপে প্রস্তুত হওয়া পর্যন্ত সহরের দক্ষিণ  
পশ্চিমে ইদগাহ নামক রহৎ সমজিদ হ-  
ইতে সোয়া মাইল ব্যবধানে এবং বর্তমান  
মুজিষ্টেটি অফিস হইতে প্রায় দুই মাইল  
দূরে সুলতানপুর ও খোয়াসপুর নামক  
গ্রাম দ্বয়ে শিবির সন্নিবেশ করিয়া থাকেন,  
এবং দুর্গ তাঁহার অধিবাসের উপযুক্ত রূপে  
সজ্জিত হইলে তাহাতে আসিয়া অবস্থিতি  
করিতে আরম্ভ করেন। এই ঘটনা হইতেই  
পূর্বে কৃত গ্রাম দ্বয় সুলতানপুর ও খোয়াস-  
পুর নাম প্রাপ্ত হয়। সুলতানপুর অর্থে সুল-  
তান অর্থাৎ রাজার আপন নগরকে বুঝায়  
আর খোয়াসপুর অর্থে খোয়াস্ অর্থাৎ  
চাকরাদিগের অধিষ্ঠিত স্থানকে বুঝায়। খৃঃ  
১৫৭১ অব্দে আগ্রার বর্তমান দুর্গ নির্মিত  
হয়। এই সময় হইতেই আগ্রা আকবর-  
বাদ রূপে অপর এক হুতন নাম ধারণ করে।  
কিন্তু এই নামে বোধ হয় ইহাকে এক  
উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় লোক ভিন্ন অপরে তত  
চিনিতে পারে না। আগ্রাই ইহার সর্বত্র  
প্রসিদ্ধ নাম।

ক্রমঃ

( প্রবাসী। )

## বাণীস্তোত্র।

গীতি।

জয় বিদ্যে জগত জননি,  
জীবমুক্তি-প্রদায়িনি,  
কলুবনাশিনি রমে  
জয়দে বরদে বাণি ও।

সুখ মোক্ষ তব পদে  
ককণামরি হে শুভদে  
ভকতবৎসলা বালা,  
মুঢ়ে জ্ঞানদায়িনি ও ॥

২

বেদমাতা বিশ্বরমে,  
কবীশ-মনীষ-প্রিয়তমে,  
আগমে নিগমে ব্যক্ত,  
মহিমা তোমারি ;

অনন্ত উৎসব রঙ্গে  
ছত্রিশ রাগিণী সঙ্গে  
পূজিছে সদা চরণ কমলে  
কম্পনা-কামিনী ও ॥

৩

মধুর মলয়ানিলে,  
গায় ভ্রমর কোকিলে,  
বসন্তে তোমার গুণ,  
বসন্তবাসিনি

আহা কিবা সুখসদ,  
নাহি তাল স্বর ভঙ্গ,  
হাসিছে কুসুম, নাচিছে তারা,  
খেলিছে তরঙ্গিণী ও ॥

৫

সুরাসুর মায়ের বশ,  
অক্ষয় মায়ের বশঃ,  
ভুবনপূজিত নাম,  
পাপ-দুঃখ-হাদি ;

অপরূপ দেখরে চাহিয়ে,  
বসেছে আনন্দে মায়েরে লইয়ে  
সারস্বত সুর যত,  
মধ্যে বীণাপাণি ও ॥

৫

কত যত্ন কত শ্রমে,  
শুভ দিনে স্বর্ণভূমে  
পূজিত তোমার রমে,  
নগরে নগরে ;

অযোধ্যা অবন্তী পুরী,  
মধুরার সে মাধুরী,  
হার্যয়ে কপালদোষে,  
ভারত হৃদয়ী ও ॥

৬  
 'বাল্যকাল'ে বাস,  
 ভবভূতি কালিদাস,  
 ভাবের মূল্য  
 ভাবশীলনে;  
 দেহ বর হে বরদে  
 তোমার পদপ্রসাদে  
 ভারত পাবে প্রাণ  
 মৃতসঞ্জীবনি ও ॥

৭  
 ছিলে যুগ যুগ ভরি,  
 ভারতে পবিত্র করি,  
 ভারতে প্রসন্ন সদা,  
 ছাদে গৌ ভারতি ;  
 এ'গভীর অন্ধকারে,  
 রূপা কটাক্ষ বিত'রে,  
 পতিত ভারতে উদ্ধারহ,  
 পতিতপাবনি ও ॥

(পথিক)

## জীবন প্রভাত ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

মৃত্যুমালা ।

“মৃত্যু মায়ান কিয়া শরীর পতন ।”

ভারতচন্দ্র রায় ।

রজনী প্রায় এক প্রহর হইলে সরযু-  
 বালী পিতার আদেশে অতিথির খাদ্যের  
 আয়োজন করিয়া দিলেন, রঘুনাথ আসন্ন  
 গ্রহণ করিলেন, সরযু পশ্চাতে দণ্ডায়মান  
 রহিলেন । মহারাষ্ট্রদেশে অদাবদি আ-  
 হৃত ব্যক্তিকে পরিবারের মধ্যে কোন এক  
 জন রমণী আসিয়া ভোজন করাইবার  
 রীতি আছে ।

রঘুনাথ বসিলেন, কিন্তু ভোজন দূরে  
 থাক, চিত্ত সংযম করিতে পারিলেন না ।  
 শ্বেতপ্রস্তর-বিনির্মিত আধারে সরযু মিষ্ট

সরযু আনিয়া দিলেন, রঘুনাথ পাত্রপা-  
 ত্রিণীর দিকে সোহাগেচিতে চাহিলেন, যেন  
 তাহার জীবন, প্রাণ, দৃষ্টির সহিত মিলিত  
 হইয়া সেই কন্যার দিকে ধাবমান হইল ।  
 চারি চক্ষু মিলন হইল, অমনি সরযুর মুখ-  
 মণ্ডল লজ্জায় রক্তবর্ণ হইল, লজ্জাবতী  
 চক্ষু মুদিত করিয়া, মুখ অবনত করিয়া,  
 দীর্ঘে দীর্ঘে সরিয়া গেলেন । রঘুনাথও  
 যৎপরোনাস্তি লজ্জিত হইয়া অপোবদন হ-  
 ইলেন ।

পুনরায় সরযু আর একটি পাত্র আ-  
 নিলেন, রঘুনাথ বর্কর নহেন, এবার তিনি  
 মুখ অবনত করিয়া রাখিলেন, কেবল সর-  
 যুর সুন্দর সুবর্ণ বলয়বিজড়িত হস্ত ও ক-  
 ণ্ণবিজড়িত সুরগোল বাহুমাত্র দেখিতে  
 পাইলেন ; অগত্যা হৃদয় ক্ষীত হইল, এ-

কটি দীর্ঘনিশ্বাস বহির্গত হইল। সরযু তাহা শুনিতে পাইলেন, তাঁহার হস্ত ঈষৎ কাঁপিতে লাগিল, তিনি ধীরে ধীরে পার্শ্বে সরিয়া গেলেন ।

ভোজন সাঙ্গ হইল। রঘুনাথের শয্যা-রচনা হইল, রঘুনাথ দীপ নিৰ্ব্বাণ করিলেন, শয়ন করিলেন না, ঘরের দ্বার ধীরে ধীরে উদঘাটন করিয়া নক্ষত্রালোকে ছাদে পদচারণ করিতে লাগিলেন ।

সেই গভীর অন্ধকারে নক্ষত্র-বিভূষিত নৈশ আকাশের দিকে স্থিরদৃষ্টি করিয়া অল্পবয়স্ক যোদ্ধা কি চিন্তা করিতেছেন ? নিশার ছায়া ক্রমে গভীরতর হইতেছে, সেই স্তম্ভিত ছায়ায় মনুষ্য, জীব, জন্তু, সমগ্র জগৎ স্রুপ্ত হইয়াছে, দুর্গে শব্দমাত্র নাই, কেবল মধ্যে মধ্যে প্রহরিগণের শব্দ শুনা যাইতেছে ও প্রহরে প্রহরে ঘণ্টারব সেই নিস্তরু দুর্গে ও চতুর্দিকস্থ পর্বতে প্রতিহত হইতেছে । এ গভীর অন্ধকার রজনীতে রঘুনাথ অনিত্র হইয়া কি চিন্তা করিতেছেন ?

রঘুনাথের জীবনের এই প্রথম গভীর চিন্তা, এই হৃদয়ের প্রথম ভীষণ উষেগ, এ চিন্তা এ উষেগ রজনীর মধ্যে শেষ হইবার নহে, "চিরজীবনে কি শেষ হইবে ? এত দিন রঘুনাথ বালক ছিলেন, অল্প যেন সহসা তাঁহার শান্ত, নীল, জীবনাকাশের উপর দিয়া বিদ্রাবলিশী একটি প্রতিমূর্তি সরিয়া গেল, রঘুনাথের নয়ন, হৃদয় অলসিয়া গেল, তাঁহার স্রুপ্ত চিন্তা, উষেগ, ও

সহস্র বেগবতী মনোরতি সহসা জাগ্রিত হইল । শত সহস্র বার সেই আনন্দ-মূর্তি মনে আসিতে লাগিল, সেই আলেখ্য-লিখিত জুহুগল, সেই ত্রম্বর-কক উজ্জ্বল চক্ৰ, সেই পুষ্পানিধি ওষ্ঠ হুইটি, সেই নিবিড় কেশপাশ, সেই সুরগোল বাহুগুগল মনে জাগ্রিত হইতে লাগিল, আর রঘুনাথ উন্নত হইয়া সেই চিত্রের দিকে দেখিতে লাগিলেন । মস্তক ঘূর্ণিত হইল, শরীর অবসন্ন হইল, কিন্তু হৃদয়ের তৃষা নিবারণ হইল না ; পুনঃ পুনঃ নব নব সৌন্দর্য্য মানস-চক্রে উদয় হইতে লাগিল, পুনঃ পুনঃ অগ্নিদিকে পতঙ্গবৎ সেই সৌন্দর্য্যদিকে হৃদয় আকর্ষিত হইতে লাগিল । এই আনন্দময়ী কথা কি তিনি লাভ করিতে পারিবেন ? এই আয়ত স্নেহপূর্ণ নয়ন, এই জুবানিধি ওষ্ঠ, এই চিত্তহারি অতুল লাবণ্য, রঘুনাথ ! কি তোমার হইবে ? তুমি একজন সামান্ত হাবিলদার মাত্র, জনার্দন অতি উচ্চ কুলোদ্ভব রাজপুত্র, তাঁহার রূপবতী কথা রাজাদিগেরও প্রার্থনীয় ! কি জন্য একপাশ আশায় হৃদয় রূপা ব্যথিত করিতেছ ? রঘুনাথ ! এ রূপা তৃষ্ণায় কেন হৃদয় দগ্ধ করিতেছ ? এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে প্রাচীরের উপর হস্ত স্থাপন করিয়া তাহার উপর মস্তক স্থাপন করিলেন । ললাটের শিরা স্ফীত হইতে লাগিল । ভাবিলেন "হায় ! আমি অকিঞ্চিৎকর বদ্ধকূল সামান্য সৈনিক মাত্র । আমার কংশমর্যাদা বিলুপ্ত, আর্মীর নাম



নাই, গৌরব নাই, আমি সরসুর অযোগ্য।  
কোন রাজা বা ধনাঢ্য ব্যক্তি এই কুলা-  
টিকে হৃদয়ে ধারণ করিবে, আমি ইহার  
স্মৃতিমাত্র যাবজ্জীবন বহন করিব ; দেশে,  
বিদেশে, যুদ্ধে, শত্রুশিরিয়ে, জীবনে, ম-  
রণে, বহন করিব। হা বিধাতঃ ! কেন  
আমি সরসুর অযোগ্য হইলাম,—বা অ-  
যোগ্য হইয়া কেন এ কুলাট দর্শন করি-  
লাম ?” তবে কি এ আশা ত্যাগ করি-  
বেন ? সে যুক্তি হৃদয় হইতে তিরোহিত  
করিবেন ? সে যে জীবনের অংশ স্বরূপ  
হইয়াছে ; রঘুনাথ দেখিলেন স্বহস্তে হৃদয়  
উৎপাটন করা সম্ভব, সে যুক্তি অপনয়ন  
করা দুঃসাধ্য। রঘুনাথ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ  
করিল। আবার অন্ধকার আকাশের দিকে  
দৃষ্টি করিলেন।

আবার চিন্তা করিলেন “সেই স্বর্গীয়  
অঙ্গুরা কি মুহূর্ত্ত জন্যও আমার জন্য চিন্তা  
করিয়াছেন ? বাঁহার জন্ম আমার হৃদয়  
ফিণ্ড ও উদ্ভত হইয়াছে, তাঁহার হৃদয়ের  
এক কণাও কি আমি স্থান পাইয়াছি ?  
বাঁহার জন্য আমার মন ও জীবন ব্যাকুল  
হইয়াছে, তাঁহার মন মুহূর্ত্তের জন্যও কি  
এ অকিঞ্চিৎকর সৈনিকের জন্য ধাক্কা  
হয় ? বাঁহাকে এতদূর দেখিবার জন্য  
আমি জীবন দিতেছি, তিনি কি মুহূ-  
র্ত্তের জন্যও আমার হৃদয়কে দৃষ্টি ক-  
রিয়াছেন ? জানি না কিন্তু সরসু ! সরসু !  
আমার হৃদয় জানিবে তুমি আমার উপর  
বোধ হয় এক মুহূর্ত্তের জন্যও মন দি

প্রদান করিতে, অভাগা তাঁহার অধিক  
চাহেন।” আবার অন্ধকার আকাশের  
দিকে দৃষ্টি করিয়া রহিলেন।

দ্বিপ্রহরের ঘণ্টা বাজিল, কিন্তু রঘুনা-  
থের এ বিষম চিন্তা শেষ হইল না। হস্তে  
গণ্ডস্থাপন করিয়া একাকী নিঃশব্দে সেই  
দুর্ভেদ্য অন্ধকারের দিকে নিরীক্ষণ করিয়া  
রহিলেন। এই শাস্ত রজনীতে তাঁহার হৃ-  
দয়ে কি প্রলয়ের ঝটিকা বহিতেছে !

কিন্তু যৌবনকালে আশাই বলবতী  
হয়, শীঘ্র আমাদের নৈরাশ হয় না, অ-  
সাম্যও আমরা সাধ্য বিবেচনা করি, অস-  
ম্ভবও সম্ভব বোধ হয়। রঘুনাথ আকাশের  
দিকে চাহিয়া, চাহিয়া চাহিয়া অনেকক্ষণ  
কি চিন্তা করিতেছিলেন, অনেকক্ষণ পর  
সহসা দণ্ডায়মান হইলেন, আপন হৃদয়ের  
উপর উত্তর বাহু স্থাপন করিয়া সর্গকোণে  
কণেক দণ্ডায়মান রহিলেন, মনে মনে ব-  
লিলেন “ভগবন, সহায় হও, অবশ্য কৃ-  
তকার্য হইব, যশ, মান, খ্যাতি, মনুষ্যসাধ্য,  
কি জন্য আমার অসাধ্য হইবে ? আমার  
শরীর কি অন্য অপেক্ষা ক্ষীণ ? বাহু কি  
অন্য অপেক্ষা দুর্বল ? যুদ্ধে কি আমি  
অন্য অপেক্ষা ভীক ? \* \* “দেখিব  
এই পন রাখিতে পারি কি না।” \* \*  
“তাঁহার পর ? যদি কৃতকার্য হই তাহা  
হইলে সরসু ! আমি তোমার অযোগ্য হ-  
ইব না ; তখন সরসু ! তোমাকে গম্পাঙ্কলে  
অদ্যকার এই সমস্ত কথা বলিব, তখন  
তোমার মন্দির হৃদয় ধারণ করিয়া স্বর্গ-

স্বথ তুচ্ছ করিব, তখন অহস্তে ঐ সন্দের  
কেশ পাশে মুক্তামালা জড়াইয়া দিব, আর  
ঐ সন্দের বিশ্ববিনিমি ওষ্ঠদ্বয়—” র-  
ঘুনাথ! রঘুনাথ! উন্নত হইও না।

তখন রঘুনাথ কথঞ্চিৎ শান্ত-হৃদয়ে  
শয়ন করিতে আসিলেন। গৃহের ভিতর  
না যাইয়া সেই ছাদের যেখানে পূর্বদিন  
সরযু বসিয়াছিলেন সেইস্থানে শয়ন ক-  
রিতে আসিলেন। দেখিলেন—কি দে-  
খিলেন? দেখিলেন একটি কণ্ঠমালা প-  
ড়িয়া রহিয়াছে; দুইটি করিয়া মুক্তা, পরে  
একটি করিয়া পালা,—রঘুনাথ সে মালা  
চিনিলেন। সেই মালা পূর্বদিন সন্ধ্যা-  
কালে সরযু কণ্ঠে ও বক্ষঃস্থলে ধারণ ক-  
রিয়াছিলেন, বোধ হয় অসাবধানতা নশত  
ঐস্থানে পড়িয়া রহিয়াছে। রঘুনাথ আ-  
কাশের দিকে চাহিয়া বলিলেন “ভগবান  
একি আমার আশা পূর্ণ হইবার পূর্বলক্ষণ  
দান করিলেন?” শত সহস্রবার সেই মালা  
চুষন করিয়া পরে পুত্রিধেয় কুর্ভীর নীচে  
বক্ষঃস্থলে ধারণ করিলেন। পরে অচিরে  
সেই স্থানেই নিদ্রায় অভিভূত হইলেন।  
কিন্তু সে নিদ্রা স্বপ্নপূর্ণ, স্বপ্ন সরযু-পূর্ণ।

পরদিন প্রাতে রঘুনাথের নিদ্রাভঙ্গ  
হইল। জন্মার্দন দেবের নিকট ভবানীর  
আজ্ঞা জানিলেন; “স্নেহদিগের সহিত  
যুদ্ধে জয়, স্বধর্মদিগের সহিত যুদ্ধে পরা-  
জয়।” পরে কিসাদারের নিকট কতক-  
গুলি লিপিত যুদ্ধবিবরণ আদেশ লইয়া  
রঘুনাথ যাত্রা করিলেন।

• দূর্য্যভাগের পুত্র একবার সরযুর  
বহিত দেখা করিলেন; সরযু যখন মন্দির  
আসিয়াছেন, ধীরে ধীরে আপনিত তপস্বী  
বলিলেন। “হৃদয়ের তুমুল উত্তেজনা কপটিক  
দমন করিয়া ঈষৎ কম্পিতস্বরে বলিলেন—

“ভদ্রে! কল্যা নিশিযোগে ছাদে এই  
কণ্ঠমালাটি পাইয়াছি, সেইটি দিতে আসি-  
য়াছি; অশ্রুচিহ্নিতের ধূমুতা মার্জনা  
ককন।”

এই বিনীতবাক্য শুনিয়া সরযু কি-  
রিয়া চাহিলেন, দেখিলেন সেই কমলীর  
উদার মুখমণ্ডল, সেই কেশারত উন্নত ল-  
লাট ও উজ্জ্বল কৃষ্ণ নয়নদ্বয়, সেই ত-  
যোকার উন্নত অবয়ব। সহসা ২য়ণীর শ-  
রীর কম্পিত হইল, ঘোর মুখমণ্ডল পুন-  
রায় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল! সরযু উন্নত  
দিতে অশক্ত!

সরযুকে নির্বাকু দেখিয়া রঘুনাথ ধীরে  
ধীরে বলিলেন “যদি অনুমতি করেন তবে  
এই সন্দের মালাটি উহার অভ্যন্ত স্থানে  
স্থাপন করিয়া জীবন চরিতার্থ করি।”

সরযু সলজ্জনরনে একবার রঘুনাথের  
দিকে চাহিলেন, উ! সে বিশাল আয়ত  
নয়নের কণদৃষ্টিতে রঘুনাথের হৃদয় সহস্রধা  
বিদ্ধ হইল। তৎক্ষণাৎ রক্তিমুখী লজ্জায়  
গীষার চক্ষু বন্ধ করিলেন।

মৌন লক্ষণ জানিয়া রঘু-  
নাথ ধীরে ধীরে সেই কণ্ঠমালা পরাইয়া  
দিলেন, রক্তিমুখী শরীর স্পর্শ করি-  
লেন।

কমার শরীরের পুরোপুরি রোনাঙ্কিত  
হইল, ও বায়ুজড়িত পত্রের ন্যায় থর থর  
করিয়া পিঁপিতে লাগিল; ধন্যবাদ দি-  
বেন কি তাঁহার কম্পিত ওষ্ঠ হইতে বন্ধু-  
স্বপ্নি হইল না।

রঘুনাথ সরসুর এই উদ্যম দেখিয়াই  
আপনাকে যথেষ্ট অনুগ্রহ বিবেচনা ক-  
রিলেন। কণেক পরেই যুক্ত স্বরে  
বলিলেন—“তবে জতিথিকে বিদায় দিন।”

সরসু এবার লজ্জা ও উদ্বেগ সংযম  
করিয়া দীপের দীপের রঘুনাথের দিকে চা-  
হিলেন; আবার দীপের দীপের ভূমির দিকে  
নয়ন ফিরাইয়া অতি মৃদু অস্পষ্ট স্বরে  
কহিলেন—“আপনার নিকট অনুগ্রহীত  
রহিলাম, পুনরায় কি এ দুর্গে আগমন  
হইবে?”

উ। পিপাসার্ত চাতকের পক্ষে প্র-  
থম রক্তিবিন্দুর ন্যায়, পথজাত পথিকের  
পক্ষে উবার প্রথম রক্তিমচ্ছটার ন্যায়,  
সরসুর প্রথমোক্তারিত এই অমৃত কথাগুলি  
রঘুনাথের হৃদয় আনন্দলহরীতে প্রাবিত  
করিল। তিনি উত্তর করিলেন—

“রমণীরত্ন! আমি পূরের দাশ, যুদ্ধ  
আমার ব্যবসায়, পুনরায় কবে আসিতে  
পারিব, কখন আসিতে পারিব কি না  
তা জানি না; কিন্তু আমার জীবিত থা-  
কিব, যতদিন এই হৃদয় জীবিত হইবে,  
ততদিন আপনার সৌজন্য, আপনায় যত্ন,  
আপনার দেবনির্মিত মুক্তি প্রাপ্তি জন্যও  
বিষ্মত হইব না। আপনার পিতৃ-এ-প্রতি

আসিতেছেন, আমি বিব্রত লাগিলাম, কখন  
কখন নিরাক্ষয় দরিদ্র সৈনিককে স্মরণ  
করিবোম।”

সরসু উত্তর দিতে পারিলেন না, রঘু-  
নাথ দেখিলেন সেই আয়ত নয়ন দুইটি ছল  
ছল করিতেছে; তাঁহার আপনার নয়নও  
শুক ছিল না।

অচিরে দেবালয় হইতে বাহির হইলেন ও  
অশ্বে আরুঢ় হইয়া দুর্গদ্বার অতিক্রম করিলেন।

রঘুনাথের অধীনের অধীরোহিণী  
পূর্ব দিন রঘুনাথের অঙ্গ পরে আসিয়া  
ছিহ, শূভরাং প্রাচীরের বাহিরে তাহার  
রাত্রি অতিবাহিত করিয়াছিল। তাহার  
পুনরায় আপনাদিগের অসমসাহসী ও দু-  
র্দম তেজস্বী হাবিলদারকে পাঠিয়া তদ্বার  
শব্দ করিয়া উঠিল, কিন্তু সেই সরল বাল-  
কে আর পাইল না। তোরণ দুর্গাগম-  
নের দিন হইতে রঘুনাথজীর বালোচিত  
চপলতা দূর হইল, মনুষ্যের চিন্তা ও প্রতি-  
জ্ঞান জীবন আচ্ছন্ন হইল।

সেই দিবসেই রঘুনাথজী হাবিলদার  
সিংহগড় উপস্থিত হইয়া শিবজীকে সমস্ত  
সংবাদ জানাইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

শায়েশা খাঁ।

“কেন চিন্তাকুল আজিনবাবের মন?”

নবীনচন্দ্র সেন।

যদিও কএক বৎসর অবধি শিবজীর  
কমতা ও রাজ্যের দুর্গসংখ্যা দিন দিন

রুদ্ধি পাইতেছিল, তথাপি ১৬৬১ খ্রীঃ অব-  
দের পূর্বে দিল্লীর সম্রাট তাঁহাকে বশী-  
করণ অভিপ্রায়ে বিশেষ কোন যত্ন করেন  
নাই। সেই বৎসর শায়েস্তাখাঁ আর্মির উল  
ওমরা খেতাপ প্রাপ্ত হইয়া দক্ষিণের শা-  
মনকর্তা নিয়োজিত হইলেন, ও শিবজীকে  
একেবারে জয় করিবার আদেশ প্রাপ্ত হ-  
ইলেন। শায়েস্তাখাঁ সেই বৎসরেই পুনা ও  
চাকন দুর্গ ও অন্য কএক স্থান অধিকার  
করেন, ও পর বৎসর অর্থাৎ এই আখ্য-  
য়িকাবিরত সময়ে শিবজীকে একেবারে  
ধ্বংস করিবার সঙ্কল্প করেন। দিল্লীর-স-  
ম্রাটের আদেশানুসারে মাদ্রাসার রাজা  
অসিদ্দনামা বশোবন্ত সিংহও এই বৎসরে  
( ১৬৬৩ খ্রীঃ ) বহু সৈন্য লইয়া শায়েস্তা-  
খাঁর সহিত যোগ দিলেন, সুরতায় শিবজীর  
বিপদের সীমা ছিল না। মোগল ও রাজ-  
পুত সৈন্য পুনা নগরের নিকটে শিবির  
সন্নিবেশিত করিয়াছিল ও শায়েস্তাখাঁ স্বয়ং  
দাদাজী কানাইদেবের গৃহে অর্থাৎ যে  
গৃহে শিবজী বালাকালে মাতার সহিত  
বাস করিতেন, সেই গৃহেই অবস্থিত করি-  
তেছিলেন। শায়েস্তাখাঁ শিবজীর চতুরতা  
বিশেষরূপে জানিতেন সুরতায় তিনি আ-  
দেশ করিলেন যে অহুমতিপত্র বিনা কোন  
মহারাজ্যীয় পুনরাগরে প্রবেশ করিতে পা-  
রিবেন না। শিবজী নিকটবর্তী সিংহগড়  
নামক এক দুর্গে সসৈন্য অবস্থিতি করি-  
তেছিলেন। মহারাজ্যীয়েরা সে সময়ে যুদ্ধ-  
ব্যবসায়ে অধিক পরিপক্ব হইয়া নাই, দিল্লীর

প্রবর্তন সেনার সহিত সম্মুখ যুদ্ধ করা  
কোনমতেই সম্ভব নহে ; সুরতায় শিবজী  
চতুরতা ভিন্ন স্বাধীনতা রক্ষা ও হিন্দু রাজ্য  
বিস্তারের অন্য উপায় দেখিলেন না।

চৈত্র মাসের শেষযোগে একদিন সন্ধ্যা-  
কালে মোগলসেনাপতি শায়েস্তাখাঁ  
আগুন অগ্নি মন্ত্রিগণকে আহ্বান ক-  
রিয়া সভা করিয়াছেন, ও কিরূপে শিব-  
জীকে জয় করিবেন তাহাই পরামর্শ ক-  
রিতেছেন। দাদাজী কানাইদেবের বাটীর  
মধ্যে সভাগৃহেই এই সভা হইয়াছিল।  
চারিদিকে উজ্জ্বল দীপাবলী জ্বলিতেছে ;  
ও জানালার ভিতর দিয়া সন্ধ্যার  
শীতলবায়ু উদ্যানের পুষ্পগন্ধ বহিয়া আ-  
নিয়া সকলকে পুলকিত করিতেছে। আ-  
কাশ অন্ধকার, কেবল দুই একটি নক্ষত্র  
দেখা যাইতেছে, আর্মির উল ওমরা স্বয়ং  
ঈশঙ্কান্য করিয়া বলিলেন—

“তাহাকে পাইলে জয় করিতে কত  
ক্ষণ ?” আনওয়ারী নামে একজন চাটুকার  
বলিল “আর্মির সেনার সম্মুখে মহা-  
রাজ্যের সেনা যেন মহাবাতার সম্মুখে  
শুষ্ক পত্রের ন্যায় আকাশে উড়িয়া যাইবে  
যখনা ভীত হইয়া পৃথিবীর ভিতর প্রবেশ  
করিবে।”

সেনাপতি তুষ্ট হইয়া হাস্য করিলেন।

চাদখাঁ নামক একজন প্রাচীন সেনা  
কএক বৎসর অবধি মহারাজ্যীয়দিগের বল  
বিক্রম দেখিয়াছিলেন ; তিনি ধীরে ধীরে  
উত্তর করিলেন “আমি বোধ করি তাহা-  
দের উল ওমরা কমতাই আনিবে।”

শায়ের্তা খাঁ কহিলেন “কেন?”

শায়ের্তা খাঁ কহিলেন “গত বৎসর

সরকারী দ্বিতীয় মহারাজী

শায়ের্তা খাঁ ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল;

সমস্ত সৈন্য দুই মাস অবধি

শায়ের্তা খাঁ কহিলেন তাহাদিগকে বহি-

কৃত করিয়া জয় করিয়াছে তাহা জঁহা-

পাশের সৈন্য আক্রমণ করিয়া দুর্গ হস্তগত

করিতে সমস্ত সৈন্যের প্রাণনাশ হই-

য়াছে। আবার এ দুর্গে সৈন্যের আ-

মাদের সৈন্য থাকিতে নিতাইজী সৈন্য-

মান দিয়া আইসিয়াছে। সৈন্যবাদের প-

র্যন্ত উভয় দিক হইতে আক্রমণ করিয়া

আসিয়াছে।

মতাসন্দ সকলে নিশ্চয় হইয়া রহিল,

শায়ের্তা খাঁ কিঞ্চিৎ বিব্রত হইলেন, কিন্তু

ক্রোধ সম্বরণ করিয়া হাস্য করিয়া বলি-

লেন—

“চাঁদখাঁর বরস অধিক হইয়াছে,

তিনি এক্ষণে পূর্ব-ইন্দুরকে ভয় করেন।

পূর্বে তাঁহার এরূপ ভয় ছিল না।” চাঁ-

দখাঁর মুখমণ্ডল আরক্ত হইল, কিন্তু তিনি

নিবৃত্ত রহিলেন।

আনন্দের সময় বুঝিয়া বলিল “জ-

হাঁপনা ঠিক আজ্ঞা করিয়াছেন, মহারাজী-

য়েরা ইন্দুর বিশেষ, তাহারা যে পূর্ব-ই-

ন্দুরের ন্যায় গর্তে প্রবেশ করিয়া থাকিতে

পারে তাহা আমি অস্বীকার করি না।”

শায়ের্তা খাঁ একটি বড় সন্দেহ রহস্য

বিবেচনা করিয়া উচ্চ হাস্য করিয়া উঠি-

লেন, পুত্রের মতাসন্দ সকলেই হাস্য ক-

রিয়া উঠিল। চাটুকারেরই জয়!

চাঁদখাঁ আর সন্ধ্যা করিতে পারিলেন

না, অস্পষ্টভাবে বলিলেন—“ইন্দুরে পু-

নার ভিতর গর্ত করিয়া বাহির না হইলে

রক্ষা।” শায়ের্তা খাঁ এ বিষয়ে উদ্বেগশূন্য

ছিলেন না; কিন্তু ভয়চিহ্ন সম্বরণ করিয়া

উচ্চ হাস্য করিয়া বলিলেন—“এখান

দিল্লীর সহস্র সহস্র নথায়ুধ বিভাগ

ইন্দুরে সহস্র কিছু করিতে পারিবেন না।

মতাসন্দ সকলেই “কে-রাম্” “কে-

রাম্” করিয়া সেনাপতির এই বাক্যের

অনুমোদন করিলেন।

মহারাজীদিগের বিষয়ে এইরূপ অ-

নেক রহস্য হইলে পর কি প্রণালীতে

যুদ্ধ হইবে তাহাই স্থির হইতে লাগিল।

চাঁকন দুর্গ হস্তগত হওয়া অবধি শায়ের্তা

খাঁ দুর্গ হস্তগত করা একেবারে দুঃসাধ্য

বিবেচনা করিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন

“এই প্রদেশ দুর্গ পরিপূর্ণ, যদি একে একে

সমস্ত দুর্গ হস্তগত করিতে হয়, তবে কত

দিনে যে দিল্লীস্থরের কার্যসিদ্ধি হইবে,

কখনও সিদ্ধি হইবে কি না তাহার স্থিরতা

নাই।” চাঁদখাঁ কার্যাজ্ঞা ছিলেন এই ক্ষ-

ণেই অপ্রতিভ হইয়াছেন সে কথা বিস্মৃত

হইয়া সংপারামর্শ দিবার চেষ্টা করিলেন।

“জহাঁপনা! দুর্গই মহারাজীদিগের বল,

উহারা সমুদ্র রণ করিবে না, অথবা রণে

পরাস্ত হইলেও উহাদিগের ক্ষতি নাই,

কেননা দেশ পূর্বতম, উহাদের সৈন্য

এক স্থান হইতে পলায়ন করিয়া কোন দিক দিয়া অন্য স্থানে উপস্থিত হইবে, আমরা তাহার উদ্দেশ্য পাইব না। কিন্তু দুর্গগুলি একে একে হস্তগত করিতে পারিলে মহারাজীন্দ্রদিগের অবশ্যই দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করিতে হইবে।”

শায়েস্তাখাঁ চাকন দুর্গ অধিকার করিয়া অবধি আর দুর্গ জয় করিবার আশা রাখেন নাই। পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। বনিতা কেন? মহারাজীন্দ্রেরা যুদ্ধ পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিলে কি আমরা পশ্চাৎ-দ্রাবণ করিতে পারিব না? আমাদের কি অশ্বারোহী নাই, পশ্চাৎদ্রাবণ করিয়া সমস্ত মহারাজীন্দ্রসেনা ধ্বংস করিতে পারিবে না?

চাঁদখাঁ পুনরায় নিবেদন করিলেন—  
‘যুদ্ধ হইলে অবশ্যই মোগলের জয়, ধরিতে পারিলে আমরা মহারাজীন্দ্রসেনা বিনাশ করিব তাহার সংশয় নাই, কিন্তু এই পূর্বতপ্রদেশে মহারাজীন্দ্র অশ্বারোহীকে পশ্চাৎদ্রাবণ করিয়া ধরিতে পারে এমন অশ্বারোহী হিন্দুস্থানে নাই। আমাদের অশ্বগুলি বৃহৎ অশ্বারোহী বর্জিত ও বহু-অস্ত্র-সমন্তিত; সমভূমিতে, সম্মুখক্ষেত্রে তাহাদের তেজ, তাহাদের ভার দুর্দমনীয়, তাহাদের গতি অপ্রতিহত; কিন্তু এই পূর্বতপ্রদেশে তাহাদিগের বাতাঘাতের বাবাঘাত জন্মে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মহারাজীন্দ্র অশ্ব ও অশ্বারোহীগণ যেন ছাগের ন্যায় তুলস্বস্থে লক্ষ দিয়া উঠে, ও হরিণের ন্যায় উপত্যকা ও সুরা-

খের মধ্যে পলায়ন করিতে পারে। জঁহাপান! আমার পক্ষের প্রাণের পক্ষী! সিংহগড়ে শিকারী আরছেন সমস্তা! তাহাদের অশ্বারোহী কখন; এক মাস, কি দুই মাসের মধ্যে দুর্গ জয় করিব, শিবির দিল্লীখরের জয় হইবে। নতুন মহারাজীন্দ্রদিগের জয় অপেক্ষা করিলে কি হইবে? তাহাদের পলায়নের চেষ্টা করিয়া কি হইবে? সেখান নিতাই অন্য়ানে আমাদের পক্ষের পলায়ন আহমদনগর ও দিল্লীখান হারবার করিয়া আসিল, কতম জমান তাহার পশ্চাৎদ্রাবণ করিয়া দিল্লীখান।’

শায়েস্তাখাঁ ক্রোধে বলিলেন—‘কতম জমান তাহার চরণ করিয়াছে, ইচ্ছা করিয়া নাতাজীকে পলাইতে দিয়াছে; আমি তাহার সমুচিত দণ্ড দিব। চাঁদখাঁ, তুমিও সম্মুখ যুদ্ধের বিকল্পে পরামর্শ দিতেছ, দিল্লীখরের সেনাগণের মধ্যে সাহসী কি কেহই নাই?’

প্রাচীন যোদ্ধা চাঁদখাঁর মুখমণ্ডল আবার রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। পশ্চাতে ফিরিয়া এক বিন্দু অশ্রুজল মুছিয়া লিলেন; পরে সেনাপতির দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন—‘পরামর্শ দিতে পারি এরূপ সাধ্য নাই; সেনাপতি, যুদ্ধে প্রণালী স্থির করুন, যেরূপ তত্ত্ব হইবে, তাহা করিতে এ দাস পরামুখ হইবে না।’

চাঁদখাঁর উৎকর্ষ পরামর্শ অনুসারে

কার্য করেন, শায়েন্তাখাঁর এরূপ সাহস ছিল না।

এই সময়ে একজন ভৃত্য আসিয়া সমাচার দিল যে, সিংহগড়ের দূত মহাদেওজী ন্যায়শাক্তী নামক ব্রাহ্মণ আসিয়াছেন, নীচে অপেক্ষা করিতেছেন। শায়েন্তাখাঁ তাঁহাকে প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, তাঁহাকে সভাগৃহে আসিবার আন্তরিকতায় সন্তোষিত হইলেন।

কোনক পরিমাণেওজী ন্যায়শাক্তী সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন।

ন্যায়শাক্তীর বয়স প্রায় চল্লিশ বৎসর হয় নাই; অরুণমহাভাক্তীরদিগের ন্যায় ক্রমঃ ধর্ম ও রক্ষণ। ব্রাহ্মণের মুখমণ্ডল সুন্দর, বক্ষঃস্থল বিশাল, বাহুযুগল দীর্ঘ, নয়ন গভীরবুদ্ধিবাক্তক, ললাটে দীর্ঘ ত্রিলোক চন্দন, স্নেহ যজ্ঞোপবীত লম্বিত রহিয়াছে। শরীর পুরু কুলার কুর্জিতে আবৃত, দুতরাং গঠন স্পষ্ট দেখা যাইতেছে না। মস্তকে প্রকাণ্ড উকীষ, এরূপ প্রকাণ্ড যে বর্মমণ্ডল যেন তাহার ছায়াতে আবৃত রহিয়াছে। শায়েন্তাখাঁ সাদরে দূতকে আহ্বান করিয়া উপবেশন করিতে বলিলেন।

শায়েন্তাখাঁ জিজ্ঞাসা করিলেন ‘সিংহগড়ের সংবাদ কি?’

মহাদেওজী একটু সংকুচিত শ্লোক পড়িলেন—

‘সন্তি নন্দ্যদণ্ডকেষু তথা পঞ্চবটীকসে।

সরযুবিচ্ছেদশোকং রাঘবস্তু কথং লভেৎ ॥’

পরে তাহার অর্থ করিলেন ‘দণ্ডকারণ্যে ও পঞ্চবটী বনে শত শত নদী আছে কিন্তু তাহা দেখিয়া কি রাঘব সরযু নদীর বিচ্ছেদ দুঃখ ভুলিতে পারেন? সিংহগড় প্রভৃতি শত শত দুর্গ এক্ষণে শিবজীর হস্তে আছে, কিন্তু পুনা আপনার হস্তগত, সে সম্ভাব্য কি তিনি ভুলিতে পারেন?’

শায়েন্তাখাঁ পরিতুষ্ট হইয়া বলিলেন— ‘হাঁ, তোমার প্রভুকে বলিও প্রধান দুর্গ আমি হস্তগত করিয়াছি, এক্ষণে তাঁহার যুদ্ধ করা বিফল, দিল্লীশ্বরের অধীনতা স্বীকার করিলে বরং এক্ষণে আশা আছে।’

ব্রাহ্মণ সৈন্যসাম্য করিয়া পুনরায় সংকুত পাঠ করিলেন—

‘ন শক্তোহি স্মাভিলাষং জ্ঞাপয়িতুঞ্চাতকঃ।  
জ্ঞাতাত্তু তৎ বারিধরস্তোষয়তি যাচকং ॥’

অর্থাৎ চাতুক কথা কহিয়া আপন অভিলাষ মেঘকে জানাইতে পারে না, কিন্তু মেঘ আপনার দয়া বশতই সেই অভিলাষ বুঝিয়া পূর্ণ করে। মহাজনের বাচককে দিবার এই রীতি। প্রভু শিবজী এক্ষণে পুনা ও চাকম ছাড়াইয়া সন্ধি প্রার্থনা করিতেও লজ্জা বোধ করেন, কিন্তু ভবাদৃশ মহলোক তাঁহার মনের অভিলাষ জানিয়া অনুগ্রহ করিয়া যাহা দান করিবেন তাহাই শিরোধার্য।

শায়েন্তাখাঁ আনন্দ স্ফূরণ করিতে পারিলেন না। বলিলেন ‘পণ্ডিতজী তো তোমার পাণ্ডিত্যে আমি যে কতদূর পরি-

তুচ্ছ হইলাম বলিতে পারি না; তোমাদের সংস্কৃত ভাষা কি স্নমধুর ও ভাবপরিপূর্ণ। যথার্থই কি শিবজী সঙ্গির ইচ্ছা করিতেছেন ?

মহাদেও। 'খাঁ সাহেব! সমুখ-যুদ্ধে দিল্লীখরের সৈন্যের দোষদুঃপ্রতাপে বিপর্যাস্ত ও বাতিবাস্ত হইয়া আমরা কেবল সঙ্গি সঙ্গি এই শব্দ করিতেছি।'

শায়েস্তাখাঁ এবার আক্লাদ আর সন্ধান করিতে পারিলেন না। বলিলেন, 'চাঁদ খাঁ! সমুখ যুদ্ধ ভাল না দুর্গ অবরোধ ভাল, কিসে হারা শত্রু অধিকৃত হইয়াছে? 'পরে আনন্দ কণ্ঠে সন্ধান করিয়া শায়েস্তাখাঁ বলিলেন,—

'ব্রাহ্মণ! আপনার শাস্ত্রাঙ্কোচনায় সন্তুষ্ট হইলাম, এক্ষণে যদি সঙ্গির কথাই বলিতে আসিয়া থাকেন তবে শিবজী আপনাকে নিস্কৃত করিয়াছেন তাহার নিদর্শন কৈ?'

ব্রাহ্মণ তখন গম্ভীরভাবে বস্ত্রের ভিতর হইতে নিদর্শন পত্র বাহির করিলেন। অনেকক্ষণ পর্যন্ত শায়েস্তাখাঁ সেইটি দেখিলেন। পরে বলিলেন—'হাঁ আমি নিদর্শন পত্র দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে কি ঐকি প্রস্তাব করিবার আছে ককম।'

মহাদেওজী। 'প্রভুর এইরূপ আজ্ঞা যে বখন প্রথমেই আপনাদিগের জর হইয়াছে, তখন আর যুদ্ধ করা বৃথা। শায়েস্তাখাঁ। 'ভাল।'

মহা। 'সুতরাং সঙ্গির জন্য তিনি নিষেক হইয়াছেন।'

শায়ে। 'ভাল।'

মহা। 'এক্ষণে কি কি নিয়মে দিল্লীখর সঙ্গি করিতে সম্মত হইবেন তাহা জানিতে তিনি উৎসুক, জানিলে সেই গুলি পাশন করিতে যত্নবান হইবেন।'

শায়ে। 'প্রথম, দিল্লীখরের অধীনতা স্বীকার করণ। তাহাতে আগনার প্রভু স্বীকৃত আছেন।'

মহা। 'তাহার সম্মতি বা অসম্মতি জানাইবার আমার অধিকার নাই; মহাশয় যে যে কথাগুলি বলিবেন তাহাই আমি তাহার নিকট জানাইব, তিনি সেই গুলি বিবেচনা করিয়া সম্মতি অসম্মতি পরে প্রকাশ করিবেন।'

শায়ে। 'ভাল। প্রথম কথা জানি বলিয়াছি, দিল্লীখরের অধীনতা স্বীকার করণ। দ্বিতীয়, দিল্লীখরের সেনা যে যে দুর্গ হস্তগত করিয়াছে তাহা দিল্লীখরেরই থাকিবে। তৃতীয়, সিংহগড় প্রভৃতি আরও কএকটি দুর্গ তোমরা ছাড়িয়া দিবে।'

মহা। 'সে কোন্ কোন্টি।'

শায়ে। 'তাহা দুই এক দিনের মধ্যে পত্রদ্বারা জানাইব। চতুর্থ, অবশিষ্ট যে যে দুর্গ ও দেশ শিবজী আপন অধীনে রাখিবেন তাহাও দিল্লীখরের অধীনে জায়গীর স্বরূপ জোঁড় করিবেন, তাহার জন্য কর দিতে হইবে। এইগুলি তোমার প্রভুকে জানাইও, ইহাতে তিনি সম্মত কি



‘মসম্মত তাহা যেন আমি দুই এক দিনের মধ্যে জানিতে পারি।’

মহা। ‘যেরূপ আদেশ করিলেন সেইরূপ করিব। এক্ষণে যখন সন্ধির প্রস্তাব হইতেছে তখন যতদিন সন্ধিস্থাপন না হয়, ততদিন যুদ্ধ ক্ষান্ত থাকিতে পারে?’

শায়ে। ‘কদাচ নহে। ধূর্ত কপটচাতুরী, মহারাষ্ট্রীয়দিগকে আমি কদাচ বিশ্বাস করি না। এমনতু ধূর্ততা নাই যে তাহাদের অসাধ্য। যতদিন সন্ধি একেবারে স্থাপন না হয় ততদিন যুদ্ধ চলিবে, আমরা তোমাদের অনিষ্ট করিব, তোমরা পার আমাদের অনিষ্ট করিও।’

‘এবমন্ত’ বলিয়া ব্রাহ্মণ বিদায় গ্রহণ করিলেন; তাঁহার চক্ষু হইতে অশ্রু-কণা বহির্গত হইতেছিল।

তিনি ধীরে ধীরে প্রাসাদ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। প্রত্যেক দ্বার, প্রত্যেক দ্বার তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইলেন। একজন যোগল প্রহরী কিঞ্চিৎ বিম্বিত হইয়া ত্রিভাঙ্গা করিল ‘দূত মহাশয় কি দেখিতেছেন?’ দূত উত্তর করিলেন ‘এই গৃহে প্রভু শিবজী বাল্যকালে ক্রীড়া করিতেন তাহাই দেখিতেছি; এটিও তোমাদের হস্তগত হইয়াছে, বোধ হয় একে একে সমস্ত দ্রুগগুলিই তোমরা লইবে; হা! ভগবন!’ প্রহরী হাস্য করিয়া বলিল ‘সে জনা আর কথা খেদ করিলে কি হইবে, আপন কার্যে বাও।’ ‘সে

কথা সত্য’ বলিয়া ব্রাহ্মণ গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন।

ব্রাহ্মণ শীঘ্রই বহুজনাঙ্গীর্ণ পুণা নগরীর লোকের মধ্যে মিশিয়া গেলেন।

### বর্ষ পরিচ্ছেদ ।

শুভকার্য্যের দিনস্থির।

“—নিশি ত্রিপ্রহরে  
কুমন্ত্রণা করিতেছে রাজপ্রোহিণ।”

নবীনচন্দ্র সেন।

ব্রাহ্মণ একে একে পুত্রার বহু পপ অতিবাহন করিলেন; যে যে স্থান দিয়া যাইতে লাগিলেন, সেই সেই স্থান বিশেষ করিয়া দেখিতে লাগিলেন। দুই একটি দোকানে দ্রব্য ক্রয়ের ছলে প্রবেশ করিয়া কথায় কথায় নানা বিষয় জানিলেন, পরে বাজার পার হইয়া গেলেন, প্রশস্ত রাজপথ হইতে একটি গুলিতে প্রবেশ করিলেন, সেখানে রজনীতে দীপ সমস্ত নিৰ্ব্বাণ হইয়াছে, নাগরিক সকলে দ্বার বন্ধ করিয়া নিজ নিজ আলয়ে শ্রুণ্ড।

ব্রাহ্মণ একাকী অনেক দূর যাইলেন, আকাশ অন্ধকারময় কেবল দুই একটি তারা দেখা যাইতেছে, নাগরিক সকলে শ্রুণ্ড, জগৎ নিশুন্ধ। ব্রাহ্মণের মনে সন্দেহ হইল, তাঁহার বোধ হইল যেন তাঁহার পশ্চাতে পদশব্দ শুনিতে পাইলেন। দ্বির হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন,—কৈ সে পদশব্দ আর শুনা যায় না।

পুনরায় পথ অভিযান করিতে লাগিলেন, কণেক পর পুনরায় বোধ হইল যেন পিছাতে কে অনুসরণ করিতেছে । ব্রাহ্মণের হৃদয় অব্যবহৃত হইল । এই গভীর নিশীথে কে তাঁহার অনুসরণ করিতেছে ? সে শত্রু না मित्र ? শত্রু হইলে কি তাঁহাকে চিনিতে পারিরাছে ? উদ্বেগ পরিপূর্ণ হৃদয়ে কণেক চিন্তা করিলেন ; পরে নিঃশব্দে তুলা-নির্মিত কুস্তির আস্ত্র-নের ভিতর হইতে একটি তীক্ষ্ণ ছুরিকা বাহির করিলেন, একটি পথের পার্শ্বদেশে দণ্ডায়মান হইলেন ; গভীর অন্ধকারের মধ্যে কণেক নিরীক্ষণ করিয়া রহিলেন, ঠিক কেহই নাই, সকলে শূণ্য, নগর শব্দ শূন্য ও নিস্তব্ধ !

সন্দিগ্ধমনা ব্রাহ্মণ পুনরায় আলোক-পূর্ণ বাজারের ফিরিয়া গেলেন ; তথায় অনেক দোকান, নানাজাতীয় অনেক লোক এখনও ক্রয় বিক্রয় করিতেছে, তাহার ভিতর মিশিয়া যাইবার চেষ্টা করিলেন । আবার তথা হইতে সহসা এক গলির ভিতর প্রবেশ করিলেন, পরে ক্রতবেগে অত্যাশ্রয় গলির ভিতর দিয়া নগরপ্রান্তে উপস্থিত হইলেন । নিঃশব্দে অনেকক্ষণ শ্বাস কষ্ট করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন । শব্দমাত্র নাই, চারিদিকে পথ, বাট, কুঠার, অট্টালিকা সমস্ত নিস্তব্ধ, নৈশ গগন গভীর ভূতের অন্ধকার দ্বারা সমস্ত অগভকে আবৃত করিয়াছে । অনেকক্ষণ পর একটি চাঁদোরাশব্দ শ্রবণ হইল ; তাহার হৃদয়

কম্পিত হইয়া উঠিল, তিনি নিঃশব্দে দণ্ডায়মান রহিলেন ।

কণেক পর আবার সেই শব্দ হইল, মহাদেওজীর ভয় দূর হইল, সে নাগরিক প্রহরী পাহারা দিতেছে । হুত্যাগক্রমে মহাদেও যে গলিতে লুকায়িত ছিলেন সেই গলিতেই প্রহরী আসিল । গলি অতি লক্ষ্য, মহাদেও পুনরায় সেই ছুরিকা হস্তে লইয়া হুত্যা অন্ধকারে দণ্ডায়মান রহিলেন ।

প্রহরী ধীরে সেই স্থানে আসিল ; এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে সেই স্থানে আসিল ; মহাদেও যেখানে দণ্ডায়মান ছিলেন সেই দিকে চাহিল । উঃ মহাদেবের হৃদয় দুঃ দুঃ করিতে লাগিল, তিনি শ্বাস কষ্ট করিয়া হস্তে সেই ছুরিকা দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন ।

প্রহরী অন্ধকারে কিছু দেখিতে পাইল না ; ধীরে সে পথ হইতে চলিয়া গেল । মহাদেও ধীরে ধীরে তথা হইতে বাহির হইয়া ললাটের শ্বেদ মোচন করিলেন ।

পরে নিকটবর্তী একটি ঘরে আশ্রয় করিলেন ; শায়ন্তার্থীর এক জন মহারাজীর সৈনিক বাহির হইয়া আসিল, দুই জনে অতি সজোপনে নগরের মধ্যে অতি গোপনীয় ও মনুষ্যের অগম্য স্থানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন । তথায় দুই জনে উপবেশন করিলেন ।

ব্রাহ্মণ বলিলেন ‘সমস্ত প্রস্তুত ?’  
সৈনিক । ‘প্রস্তুত ।’

ব্রাহ্মণ। ‘অনুমতি পাওয়াছে?’

সৈনিক। ‘পাওয়াছি।’

আবার অস্পষ্ট পদশব্দ শ্রুত হইল।

মহাদেওজী এবার ক্রোধে আরক্তমনস্ক হইয়া ছুরিকা হস্তে সম্মুখে দাঁড়াইয়া দেখিলেন;

অন্ধকারে অনেককণ অপেক্ষা করিলেন কিছুমাত্র দেখিতে পাইলেন না। দীপ্ত দীপ্ত প্রভাববর্তন করিলেন। পরে সৈনিককে বলিলেন ‘রিক্তহস্তে আসিরাছ?’

সৈনিক বক্ষঃস্থল হইতে ছুরিকা বাহির করিয়া দেখাইল। ব্রাহ্মণ বলিল ‘ভাল। মতর্ক থাকিও। বিবাহ কবে?’

সৈনিক। ‘কলা।’

ব্রাহ্মণ। ‘অনুমতি পাওয়াছে?’

সৈনিক। ‘হাঁ’ একটি কাগজ দেখাইল।

ব্রাহ্মণ। ‘কত জন লোকের?’

সৈনিক। ‘বাদ্যকার দশ জন, ও অস্ত্রধারী ত্রিশ জন ইহার অধিক অনুমতি পাওয়াইল না।’

ব্রাহ্মণ। ‘এই বথেকে, কোন সময়ে?’

সৈনিক। ‘রজনী এক প্রহর।’

ব্রাহ্মণ। ‘ভাল। এই দিক হইতে বরণাত্রা আরম্ভ হইবে।’

সৈনিক। ‘স্বরণ আছে।’

ব্রাহ্মণ। ‘বাদ্যকরেরা সজোরে বাদ্য করিবে।’

সৈনিক। ‘স্বরণ আছে।’

ব্রাহ্মণ। ‘জাতি কুটুম্ব যত পারিবে জড় করিবে।’

সৈনিক। ‘স্বরণ আছে।’

ব্রাহ্মণ তখন অস্পষ্ট করিয়া বলিলেন ‘আজ শুভকায়ে যোগ দিবে। সে শুভকায়ে বটা সমস্ত ভারত-বর্ষে রাষ্ট্র হইবে।’

সহসা একটি সজোরে নিকিণ্ড তীর আসিয়া ব্রাহ্মণের বক্ষঃস্থল লাগিল; সে তীরে প্রাণনাশ নিশ্চয় সম্ভব, কিন্তু ব্রাহ্মণের কুস্তির নীচে দোহ-বর্ষে লাগিয়া তীর থণ্ড থণ্ড হইল।

তৎপরেই একটি বর্ষা। বর্ষার তীব্র আঘাতে ব্রাহ্মণ ভূমিতে পতিত হইলেন, কিন্তু সে দুর্ভেদ্য বর্ষা ভিন্ন হইল না, মহা দেহ পুনরায় উঠিলেন। সম্মুখে দেখিলেন নিক্ষেপিত অসিহস্তে একজন দীর্ঘ যোগল যোদ্ধা,—তিনি চাঁদখাঁ।

অদ্য সভাতে সেনাপতি শায়ন্তা চাঁদখাঁকে তীক্ষ্ণ বলিয়াছেন। যুদ্ধাবসায় চাঁদখাঁর কেশ শূন্য হইয়াছিল, সম্মুখ যুদ্ধ বিনা তিনি কখনও পলায়ন জানিতেন না, এ অপবাদ কখন কেহ তাঁহাকে দেয় নাই।

মনে মর্মান্তিক বেদনা পাওয়াছিল, অন্যকে তাহা কি জানাইবেন, মনে স্থির করিলেন কার্য দ্বারা এ অপবাদ দূর করিব, নচেৎ এই যুদ্ধেই এই অকিঞ্চকর প্রাণ দান করিব।

ব্রাহ্মণের আচরণ দেখিয়া তাঁহার সন্দেহ হইয়াছিল। তিনি শিবজীকে বিশেষ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া অসামান্য

মগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলাম। হঠাৎ, তাঁ-  
র দৃষ্টি আমার দিকে পড়িল। সেনা,  
কিন্তু আমি কিছুই বুঝিলাম না। হিন্দুরাজ্য হা-  
পাইয়াছিলাম, কিন্তু তাই তাই তাই তাই তাই  
তিজ্ঞা, এ সমস্ত চাঁদখাঁর নিকট আসিয়া  
ছিল না। যোগেশচন্দ্রের সহিত যুদ্ধ আর  
হইবে যে শিবজী পরাজয় হইয়াছেন। সন্ধি  
স্বাক্ষর করিবেন একপ সমস্ত বন্দীরাপি  
এ ব্রাহ্মণ শিবজীর নিদর্শন পত্র দেখাই-  
য়াছে। এ ব্রাহ্মণ কে? ইহার গুণ অ-  
তিসঙ্গী কি কি?

ব্রাহ্মণের কথাগুলিতেও চাঁদখাঁর স-  
ম্পন্ন জন্মিয়াছিল, মহারাষ্ট্রের নিন্দা শু-  
নিয়া যখন ব্রাহ্মণের নয়ন প্রজ্জ্বলিত হয়  
তাঁহাও তিনি দেখিয়াছিলেন। এ সমস্ত  
সম্প্রদেহের কথা শায়েস্তাখাঁর নিকট শুলেন  
নাই, সত্য বলিয়া কেন আবার তিরস্কার  
সহ্য করিবেন, কিন্তু মনে মনে স্থির করি-  
লেন এই ভণ্ড দূতকে ধরив। সেই অবধি  
দূতের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছিলেন,  
পথে পথে, গলিতে গলিতে অদৃশ্যভাবে  
অনুসরণ করিয়াছিলেন। মুহূর্তের জন্যও  
ব্রাহ্মণ চাঁদখাঁর নয়নবাহিত হইতে পা-  
রেন না।

সৈনিকের সহিত ব্রাহ্মণের যে কথা হয়  
তাঁহা শুনিলেন, তীক্ষ্ণবুদ্ধি যোদ্ধা তখনই  
সমস্ত বুঝিতে পারিলেন, এই দূতকে বি-  
নাশ করিয়া সৈনিক সেনাপতিসদনে  
সইয়া বাইয়া প্রতিপত্তি লাভের সঙ্কল্প ক-  
রিলেন। মনে মনে তাহা হইয়া শায়েস্তা

খাঁ! মুহূর্তব্যবসায় বুঝা এ কেশ শুরু করি  
নাই, আমি ভীকও নছি, দিল্লীধরের বি-  
করাচারীও নছি; অন্য যে বড়বক্তাট ধ-  
রিয়া প্রকাশ করিয়া দিব তাহার পর  
বোধ হয় এ প্রাচীন কালের কথা অবহেলা  
করিবে না। কিন্তু আশা যায়।

মহাদেওয়াজী ভূমি হইতে উঠিতে না উঠিতে  
চাঁদখাঁ তীর ও বর্ষা বার্থ দেখিয়া লক্ষ  
করা তাঁহার উপর আসিয়া পড়িলেন ও  
খজা দ্বারা সজোরে আঘাত করিলেন।  
আশ্চর্য্য বর্থে লাগিয়া সে খজা এতিহত  
হইল।

“কক্ষণে আমার অনুসরণ করিয়া-  
ছিলে” বলিয়া মহাদেওয়াজী আপন আ-  
স্ত্রীন গুটাইয়া তীক্ষ্ণ ছুরিকা আকাশের  
দিকে উত্তোলন করিলেন।

নিমেষমধ্যে বজ্রমুষ্টি চাঁদখাঁর বক্ষঃ-  
স্থলে অবতীর্ণ হইল,—চাঁদখাঁর মৃতদেহ  
ধরাতলশায়ী হইল।

ব্রাহ্মণ হুম্ম অপরোচের উপর দস্ত  
স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহার চক্ষু হইতে  
জ্বালা বহির্গত হইতেছিল। ধীরে ধীরে  
সেই ছুরিকা পুনরায় লুকাইয়া বলিলেন—

“শায়েস্তাখাঁ! মহারাষ্ট্রীয়দিগের  
নিন্দা করার এই প্রথম ফল, ভাবানীর ক-  
ল্যাণে দ্বিতীয় ফল কল্যাণ কলিবে।”

শায়েস্তাখাঁ! অনাগ্র তিরস্কারে অন্য  
যে অমূল্য বীর রক্তটিকে হারাইলে, বিপ-  
দের সময় তাহাকে স্মরণ করিবে কিন্তু  
আর পাইবে না।

যোদ্ধার কর্তব্যকার্যে সময় চাঁদ-  
 জীবন নষ্ট করিলেন, সেনাপতি শা-  
 মেস্তাখাঁ সে সময়ে বড় মুখে নিজা বাই-  
 তেছিলেন, শিবজীকে দেখেই মুখস্থ  
 মুখস্থ দেখিতেছিলেন।  
 মহারাজার সৈনিক এই সমস্ত ব্যাপারে  
 বিস্মিত হইয়া বলিল ‘প্রভু কি করিলেন ?  
 কল্যাণে বিষয়ে গোল হইবে, আমাদের স-  
 মুদায় সঙ্কল্প রাখা হইবে।’

ব্রাহ্মণ। ‘কিছুমাত্র রাখা হইবে না।  
 আমি জানিয়াছি চাঁদখাঁ সত্য সত্য অ-  
 পমানিত হইয়াছেন, এবং তিন দিন  
 সত্য না হইলেও কেহ সত্য করিবে  
 না। এই গভীর রূপে নি-  
 ক্ষেপণ করিয়া অপর রাত্রে কল্যাণ-  
 জনী এক প্রহরকালে’—

সৈনিক। “রজনী এক প্রহরকালে।”,

ব্রাহ্মণ নিঃশব্দে পুনর্বার ভাগ ক-  
 রিলেন। তিন চারি স্থানে অপরগণ তাঁ-  
 হাকে ধরিল, তিনি শামেস্তাখাঁর আকরিত  
 অনুমতি পত্র দেখাইলেন, ও নিরাপদে  
 পূনা হইতে বহির্গত হইলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

রাজা যশোবন্ত সিংহ।

“কোন ধর্মমতে, কহ দাসে, শুনি,  
 জাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি—এ সকলে দিল  
 জলাঞ্জলি ? শাস্ত্রে বলে গুণবান যদি

পরে...  
 নি...  
 মধুসূদন...

রজনী প্রহরের সময়...  
 যশোবন্ত সিংহ একাকী...  
 রহিয়াছেন...  
 এই গভীর...  
 সম্মুখে কেবল...  
 তেছে, শিবজীর অন্য লোক মাত্র...

সংবাদ আসিল মহারাজার দূত...  
 কাত করিতে আসিয়াছেন। যশোবন্ত  
 তাঁহাকে আশ্রয় করিতে কহিলেন,  
 হারই জন্য... করিতেছিলেন।

মহাদেওজী ন্যায়শাস্ত্রী শিবজীর আ-  
 সিলেন, যশোবন্ত তাঁহাকে...  
 করিয়া উপবেশন করিতে...  
 লেন। উভয়ে উপবেশন করিলেন।

কণেক যশোবন্ত নিমন্ত্রণ হইয়া রহি-  
 লেন, কি গভীর চিন্তা করিতেছিলেন।  
 মহাদেও নিঃশব্দে রাজপুত্রের দিকে মু-  
 তীকৃত দৃষ্টি করিতেছিলেন।

পরে যশোবন্ত বলিলেন ‘আমি আ-  
 পন... পত্র পাইয়াছি। তাহাতে  
 যাহা লিখিত আছে অবগত হইয়াছি,  
 তাহা ভিন্ন অন্য কোন...  
 মহা। ‘প্রভু আমাকে...  
 স্তাব করিতে পাইয়াছি, যে...  
 পাঠাইয়াছেন।’

যশো। ‘কেবল পূনা...  
 দেব হস্তে... হইয়াছে মাত্র, এইজন্য খেদ...

মহা। 'হুগলি' কুক্ক ন  
 'উহার লগ' আছে।'

মহা। 'মোগল-মুহুরূপ' বিপদে  
 পড়িলে খেদ করিতেছেন।'

মহা। 'বিপদে পড়িলে খেদ করা

কি জন্য খেদ ক-

মহা। 'বিনি হিন্দুগণ-রসক, বিনি

ব্রাহ্মণ-বংশ, বিনি সনাতন ধর্মের

প্রতীক, তাঁহাকে অন্য স্বেচ্ছের দাস

দেখিয়া প্রভু কুক্ক হইয়াছেন।'

মহা। 'মহাদেও তাহা দেখিয়াও দেখিলেন

না, গভীর স্বরে বলিতে লাগিলেন;—

'উদয়পুরের প্রতাপরায়ণ বংশে

বিনি বিবাহ করিয়াছেন, মাতৃগুরুর

রাজস্বয়ংক্রিয় মন্ত্রকের উপর দ্বন্দ্ব হই-

রাছে, রাজস্বয়ংক্রিয় মন্ত্রাতিতে পরি-

পূর্ণ হইয়াছে, সিন্ধুতীরে স্বাধার বাহ-

বিক্রম দেখিয়া আরংজীব ভীত ও বিস্মিত

অপরায়ণ মার্জনা করিবেন, কিন্তু এ

যুদ্ধসজ্জা কেন? এ সৈন্যসামান্য কেন?

এ সমস্ত বিজয়পতাকা কি জন্য উড়ান

হিন্দু-কর স্বত্ব করিবার জন্য?

করোচিত যশোলাভের জন্য? আপনি

কতকূলভ! আপনি বিবেচনা ককন;

সামি জানি না।'

মহা। 'বিনি হিন্দুগণ-রসক, বিনি

ব্রাহ্মণ-বংশ, বিনি সনাতন ধর্মের

প্রতীক, তাঁহাকে অন্য স্বেচ্ছের দাস

দেখিয়া প্রভু কুক্ক হইয়াছেন।'

মহা। 'মহাদেও তাহা দেখিয়াও দেখিলেন

না, গভীর স্বরে বলিতে লাগিলেন;—

'উদয়পুরের প্রতাপরায়ণ বংশে

বিনি বিবাহ করিয়াছেন, মাতৃগুরুর

রাজস্বয়ংক্রিয় মন্ত্রকের উপর দ্বন্দ্ব হই-

মহা। 'বিনি হিন্দুগণ-রসক, বিনি

ব্রাহ্মণ-বংশ, বিনি সনাতন ধর্মের

প্রতীক, তাঁহাকে অন্য স্বেচ্ছের দাস

দেখিয়া প্রভু কুক্ক হইয়াছেন।'

মহা। 'মহাদেও তাহা দেখিয়াও দেখিলেন

না, গভীর স্বরে বলিতে লাগিলেন;—

'উদয়পুরের প্রতাপরায়ণ বংশে

বিনি বিবাহ করিয়াছেন, মাতৃগুরুর

রাজস্বয়ংক্রিয় মন্ত্রকের উপর দ্বন্দ্ব হই-

রাছে, রাজস্বয়ংক্রিয় মন্ত্রাতিতে পরি-

পূর্ণ হইয়াছে, সিন্ধুতীরে স্বাধার বাহ-

বিক্রম দেখিয়া আরংজীব ভীত ও বিস্মিত

মহা। 'বিনি হিন্দুগণ-রসক, বিনি

ব্রাহ্মণ-বংশ, বিনি সনাতন ধর্মের

প্রতীক, তাঁহাকে অন্য স্বেচ্ছের দাস

দেখিয়া প্রভু কুক্ক হইয়াছেন।'

মহা। 'মহাদেও তাহা দেখিয়াও দেখিলেন

না, গভীর স্বরে বলিতে লাগিলেন;—

'উদয়পুরের প্রতাপরায়ণ বংশে

বিনি বিবাহ করিয়াছেন, মাতৃগুরুর

রাজস্বয়ংক্রিয় মন্ত্রকের উপর দ্বন্দ্ব হই-

রাছে, রাজস্বয়ংক্রিয় মন্ত্রাতিতে পরি-

পূর্ণ হইয়াছে, সিন্ধুতীরে স্বাধার বাহ-

বিক্রম দেখিয়া আরংজীব ভীত ও বিস্মিত

করিব, বলিয়া আসিরাছি, মহারাজের  
সহিত যুদ্ধ করিব—'

‘এক শত শত স্বধর্মীকে নাশ করি-  
বেন, হিন্দু হিন্দুর মতক ছেদন করিবেন,  
ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের বক্ষে ছুরিকা, বলাইবে,  
কত্রিরের শোণিতস্রোতে কত্রিরের শো-  
ণিতস্রোত মিশাইবে, শেষে রেঙ্গু সজা-  
টের সম্পূর্ণ জয় হইবে।’ ইত্যং বাজতাবে  
দূত এই কথা বলিলেন।

যশোবন্তের মুখ আরক্ত হইল, কিন্তু  
উৎসেগে সস্থগে করিয়া কিঞ্চিৎ কক্কশভাবে  
বলিলেন—

‘কেবল জগদীশ্বরের জয়ের জন্য যুদ্ধ  
নহে;—আমি তোমার প্রভুর সহিত কি-  
রূপে মিত্রতা করিব? শিবজী বিদ্রো-  
হাচারী, চতুর শিবজী আমাদের অঙ্গীকার  
অন্যাসে কল্য ভঙ্গ করে।’

এবার ব্রাহ্মণের নগন প্রস্থানিত হইল,  
তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন ‘মহারাজ!  
সাবধান, অলীক নিন্দা আপনার সাজে  
না। শিবজী কবে হিন্দুর নিকট যে বাক্য  
দান করিয়াছেন তাহার অমাখা করিয়া-  
ছেন? কবে ব্রাহ্মণের নিকট যে পণ ক-  
রিয়াছেন, কত্রিরের নিকট যে প্রতিজ্ঞা  
করিয়াছেন, তাহা বিস্মৃত হইয়াছেন?  
দেশে শত শত গ্রাম, শত শত দে-  
রাস্থি আছে; অমুসন্ধান ককন, শিবজী  
সমস্ত পালন করিতে, ব্রাহ্মণকে আশ্রয়  
দিতে, হিন্দুর উপহার করিতে, গোবৎ-  
সাদি রক্ষা করিতে, হিন্দুদের পূজা

দিতে কর্তৃ পদাধীন? তবে মুসলমানদি-  
গের সহিত যুদ্ধ। জেতা ও বিজিতদিগের  
মধ্যে কবে কোন্ দেশে সখ্যতা? বজ্রনখ  
যখন সর্পকে ধারণ করে সর্প সে সময়  
মৃতবৎ হইয়া থাকে, মৃত বলিয়া ভাষাকে  
পরিভাষ্য করিয়াছ। অজ্ঞান-শরীর না-  
গরাজ সময় পাইয়া নশ্বন করে, এটি বি-  
দ্রোহাচারন নয়, এটি স্বভাবের রীতি। ক-  
কুর যখন খরগোশকে ধরিবার চেষ্টা করে,  
খরগোশ প্রাণরক্ষার জন্য কত যত্ন করে,  
একদিকে পলাইবার উদ্যোগ করিয়া স-  
হসা-অনাদিকে যায়, এটি চাতুরী না স্ব-  
ভাবের রীতি? দেখুন, যাবতীয় জীব জন্তু  
দিগকে জগদীশ্বর যে প্রাণরক্ষার বন্ধ ও  
উপায় শিখাইয়াছেন, মনুষ্যকে কি সে উ-  
পায় শিখান নাই? আমাদের প্রাণের  
প্রাণ, জীবনের জীবন স্বরূপ স্বাধীনতা। যে  
মুসলমানেরা শত শত বৎসর অবধি শোষণ  
করিতেছে, কদয়ের শোণিত স্বরূপ বল,  
মান, দেশ-গৌরব, জাত্যভিমান শোষণ  
করিতেছে, ধর্ম বিনাশ করিতেছে, তাহা-  
দিগের সহিত আমাদের সখ্যতা ও স-  
তাসম্বন্ধ? তাহাদিগের নিকট হইতে যে  
উপায়ে সেই জীবনস্বরূপ স্বাধীনতা রক্ষা  
করিতে পারি, স্বধর্ম ও জাতি-গৌরব রক্ষা  
করিতে পারি, সে উপায় কি চতুরতা,  
সে উপায় কি নিষ্করী? জীবনরক্ষার্থ  
পলায়ন-পট্ট মৃগের ন্যায়গতি কি বি-  
দ্রোহ? শাবককে বাঁচাইবার জন্য পুত্ৰী  
যে অপহারককে অন্যদিকে লইয়া বাইতে



যত্ন করে, সেটি কি নিশ্চয়ী? কত্রিয়-রাজ! দিনে দিনে, দণ্ডে দণ্ডে, মুসলমান-দিগের নিকট মহারাষ্ট্রীয় চতুরতার নিন্দা শুনিতে পাই, কিন্তু হিন্দুপ্রবর! আপনি হিন্দুজীবন রক্ষার একমাত্র উপায়কে নিন্দা করিবেন না, শিবজীকে নিন্দা করিবেন না। মহাদেওয়ের জলন্ত নয়নদ্বয় জলে আরত হইল।

ব্রাহ্মণের চক্ষে জল দেখিয়া যশোবন্ত হৃদয়ে বেদনা পাইলেন। বলিলেন ‘দূত-প্রবর! আমি আপনাকে কষ্ট দিতে চাহি নাই, যদি অন্যায় বলিয়া থাকি মার্জনা করিবেন। আমি কেবল এই মাত্র বলি-তেছিলাম যে দেখুন রাজপুতগণও স্বাধীনতা রক্ষা করিতেছেন, কিন্তু তাহারা না-হস ও সমৃদ্ধ রণ ভিন্ন অন্য উপায় জানেন না। মহারাষ্ট্রীয়েরাও কি সেই উপায় অবলম্বন করিয়া সেইরূপ কলসাত করিতে পারে না?’

মহা। ‘মহারাজ! রাজপুতদিগের পুরাতন স্বাধীনতা আছে, বিপুল অর্থ আছে, দুর্গম পর্বত বা মকবেষ্টিত দেশ আছে, সুন্দর রাজধানী আছে, সহস্র বৎসরের অপরূপ রণশিক্ষা আছে, মহারাষ্ট্রীয়-দিগের ইহার কোনটি আছে? তাহারা দরিদ্র, তাহারা চিরপরাধীন, তাহাদের এই প্রথম রণ-শিক্ষা। আপনাদিগের দেশ আক্রমণ করিলে আপনাদের পুরাতন রী-তনীলারে যুদ্ধ দেন, পুরাতন দুর্গকে তেজ ও বিক্রম প্রকাশ করেন, অসংখ্য রাজ-

পুত সেনার সমুখে দিল্লীখরের সেনা স-রিয়া যায়। আমাদের দেশ আক্রমণ ক-রিলে আমরা কি করিব? পূর্বনীতি বা রণশিক্ষা নাই, অসংখ্য সৈন্য নাই, বাহারা আছে তাহারা প্রত্যুত রণ দেখে নাই! যখন দিল্লীখর কাবুল, পঞ্চাব, অযোধ্যা, বিহার, মালব, বীরপ্রসবিনী রাজস্থান ভূমি হইতে সহস্র সহস্র পুরাতন রণদর্শী যোদ্ধা প্রেরণ করেন, যখন অপরূপ রহৎ অনিবার্য রণ-অর্থ ও রণ-গজ প্রেরণ ক-রেন, যখন তাহার কামান, বন্দুক, বাকদ, গোলা, রৌপ্যযুগ্ম, স্বর্ণযুগ্ম, সহস্র সহস্র শকটে আনিয়া রাশীকৃত করেন, তখন দ-রিদ্র মহারাষ্ট্রীয়েরা কি করিব? তাহা-দিগের সেরূপ অসংখ্য যুদ্ধদর্শী সেনা নাই, সেরূপ অর্থ গজ নাই, সেরূপ বিপুল অর্থ নাই, চতুরতা ভিন্ন আর কি উপায় আছে? উরিত-গতি ও পর্বত-যুদ্ধ ভিন্ন তাহাদের আর কি উপায় আছে? কত্রিয়রাজ! জীবন-প্রারম্ভে দরিদ্রজাতির এইরূপ আ-চরণ ভিন্ন উপায় নাই। জগদীশ্বর করুন মহারাষ্ট্রীয় জাতি দীর্ঘজীবী হউক, তাহা-দিগের অর্থ ও যুদ্ধায়োজনের উপায় সং-স্থান হইলে, হই তিনশত বৎসরের রণ-শিক্ষা হইলে, তাহারাও রাজপুতের অ-সাধারণ গুণ অনুকরণ করিবে।’

এই সমস্ত কথা শুনিয়া যশোবন্ত-স্তায় অতিভূত হইয়া বহিলেন, হৃদে ললাটি স্থাপন করিয়া একাধোভিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন। মহাদেও দেখিলেন তাহার



কাজে নিফল হয় নাই আবার  
বিশেষ বিশেষ বলিতে লাগিলেন—

আপনি হিন্দুশ্রেষ্ঠ, হিন্দুগৌরবসা-  
ক্ষম সম্বন্ধে করিতেছেন কেন ? হিন্দু-  
শ্রদ্ধা জয় অবশ্যই আপনি ইচ্ছা করেন,  
শিবজীরও ইহা ভিন্ন অন্য ইচ্ছা নাই।  
মুসলমান শাসন ধ্বংস করণ, হিন্দুজাতির  
গৌরব সাধন, স্থানে স্থানে দেবালয় স্থা-  
পন, সনাতন ধর্মের গৌরবরক্ষা, হিন্দুশা-  
স্ত্রের আলোচনা, ব্রাহ্মণকে আশ্রয় দান,  
গোবৎসাদি রক্ষা করণ, ইহা ভিন্ন শিব-  
জীর অন্য উদ্দেশ্য নাই। এই বিষয়ে যদি  
তাঁহাকে সাহায্য করিতে বিমুগ্ধ হয়েন  
তবে স্বহস্তে এই কার্য সাধন করুন।  
আপনি এই দেশের রাজত্ব গ্রহণ করুন,  
মুসলমানদিগকে পরাস্ত করুন, মহারাষ্ট্রে  
হিন্দুস্বাধীনতা স্থাপন করুন। আদেশ ক-  
রুন দুর্গের দ্বার এইক্ষণেই উদঘাটিত হইবে,  
প্রজারা আপনাকে কর দিবে, আপনি  
শিবজী অপেক্ষা সহস্রগুণে বলবান, স-  
হস্রগুণ দূরদর্শী, সহস্রগুণ উপযুক্ত, শিবজী  
সমুদ্রতটতে আপনার একজন সেনাপতি  
হইয়া মুসলমানদিগের ধ্বংস সাধন করি-  
বেন। তাঁহার অন্য বাসনা নাই।

এই প্রস্তাবে উচ্ছাভিলাষী যশোবন্তের  
নয়ন ঘেম আনন্দে উৎফুল্ল হইল। অনেক-  
কণ চিন্তা করিলেন, কিন্তু অবশেষে দ্বীপের  
দ্বীপে বলিলেন 'মহারাজ ও মহারাষ্ট্র  
অনেক দূর, এক রাজার অধীন থাকিতে  
পারে না।'

মহাদেও। 'তবে আপনার উপযুক্ত  
পুত্র থাকিলে তাঁহাকে এই রাজ্য দিন, ম-  
তে কোন আত্মীয় যোদ্ধাকে দিন। শি-  
বজী কত্রিয় রাজার অধীনে কার্য করি-  
বেন, কিন্তু কদাচ কত্রিয়ের সহিত যুদ্ধ  
করিবেন না।'

যশোবন্ত আবার চিন্তা করিয়া ব-  
লিলেন—'এই বিপদকালে, আরংজী-  
বের সহিত যুদ্ধ করিয়া এদেশ রাধিতে  
পারিবে এমন আত্মীয় নাই।'

মহাদেও। 'কোন কত্রিয় সেনাপ-  
তিকে নিযুক্ত করুন, হিন্দুধর্ম ও স্বাধীনতা  
রক্ষা হইলে শিবজীর মনস্কামনা পূর্ণ হ-  
ইবে; শিবজী সানন্দচিত্তে রাজ্যপরিচালনা  
করিয়! বানপ্রস্থ অবলম্বন করিবেন।'

যশো। 'সেনাপ সেনাপতিও নাই।'

মহা। 'তবে যিনি এই মহৎ কার্য  
সাধন করিতে পারিবেন তাঁহাকে সাহায্য  
করুন। আপনার সাহায্যে, আপনার  
আশীর্ব্বাদে, শিবজী অবশ্যই স্বদেশ ও  
স্বধর্মের গৌরব সাধন করিতে পারিবেন।  
কত্রিয়রাজ। কত্রয়োদ্ধাকে সহায়তা ক-  
রুন, ভারতবর্ষে এরূপ হিন্দু নাই, আকাশে  
এরূপ দেবতা নাই যিনি আপনাকে এতদূর  
প্রশংসাবাদ না করিবেন।'

যশোবন্ত অনেক চিন্তা করিয়া বলি-  
লেন, 'বিজয়র, তোমার তর্ক অলঙ্ঘনীয়,  
কিন্তু দিল্লীর আমাকে স্বেচ্ছ করিয়া এই  
কার্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, আমি কিরূপে  
অন্যরূপ আচরণ করিব? সে কি ভ্রান্তচিত্ত?

মহা। ‘দিল্লীর যে হিন্দুদিগের কাকের বলিয়া জিজ্ঞাসা কর স্থাপন করিয়াছেন সে কার্য কি ভ্রোচিৎ? দেশে দেশে যে হিন্দুপূজক, হিন্দুমন্দির, হিন্দু দেবালয়ের অবমাননা করিতেছেন সে কি ভ্রোচিৎ? কাশীর পুরাতন মন্দির চূর্ণ করিয়া সেই প্রস্তর দ্বারা সেই পুণ্যধামে মসজিদ নির্মাণ করা ইয়াছেন, সে কি ভ্রোচিৎ?’

ক্রোধকম্পিতস্বরে যশোবন্ত বলিলেন—  
‘বিজবর! বিজবর! আর বলিবেন না, যথেষ্ট বলিয়াছেন। অদ্যাবধি শিবজী আমার মিত্র, আমি শিবজীর মিত্র। রাজপুত্রের প্রতিজ্ঞা কখনও মিথ্যা হয় না, অদ্যাবধি শিবজীর পণ ও আমার পণ এক, শিবজীর চেষ্টা ও আমার চেষ্টা অভিন্ন। সেই হিন্দুবিরোধী দিল্লীশ্বরের বিক্ষেপে এত দিন যিনি যুদ্ধ করিয়াছেন সে মহাত্মা কোথায়? একবার তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া জন্মের সন্তাপ দূর করি।’

মহারাজীর দূত জবৎ হাস্য করিয়া যশোবন্তের কর্ণের নিকট মুখ লইয়া যাওয়া একটি কথা কহিলেন। শুনিয়া হাত্ত যশোবন্ত একেবারে চমকিত হইয়া উঠিলেন, চকিতের ন্যায় ক্ষণেক নিশ্বাস রহিলেন, বিন্মরোংকুল হইয়া উঠিলেন, তের দিকে দৌড়িতে লাগিলেন, সান্নিধ্য ও সান্নিধ্যের তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। উভয়ে গোপনে, অতি যত্নসহ

অনেকক্ষণ কথোপকথন করিয়া থাকিলেন। অনেকক্ষণ কথোপকথন করিয়া মহাদেও বলিলেন ‘মহারাজ করিয়া কল্যাণে কোন স্থানে পুনঃ কএক ক্রোশ দূরে থাকিলে ভাল হয়।’

যশো। ‘কেন? কল্যাণী হস্তগত করিবার চেষ্টা করিবে?’

দূত। হাস্য করিয়া বলিল ‘না, একটি বিবাহ কার্য সম্পাদন হইবে, মহারাজ থাকিলে শুভকার্যে ব্যাঘাত হইতে পারে।’

যশোবন্ত বুঝিয়া বলিলেন ‘ভাল, দূরেই থাকিব।’ দূত বিদায় যাত্রা করিলেন। যশোবন্ত জয়জ্ঞাস্য করিয়া বলিলেন—

‘নারায়ণী মহাশয়ের বোধ হয় অনেক দিন পাঠ সমাপন হইয়া থাকিবে; এক্ষণে স্মরণ আছে কি না?’

মহা। তথাপি যে বিদ্যা আছে তাহাতে দিল্লীর সেনাপতি শায়েস্তা খাঁ বিপ্লিত হইয়াছেন।’

যশোবন্ত দ্বার পর্যন্ত সঙ্গে যাইলেন, পরে বিদায়ের সময় বলিলেন ‘তবে যুদ্ধ বিষয়ে যেরূপ কথোপকথন হইল সেইরূপ কার্য করিবেন।’

মহা। ‘সেইরূপ কার্য করিবার জন্য প্রভু শিবজীকে বলিব।’

যশো। ‘হাঁ বিশ্বাস্য কথা ছিল না, সেইরূপ কার্য করিবে।’

বিশিষ্ট হাতিতে হাতিতে শিবিরে আসিয়া  
করিলেন ।

বশোবস্তুর এক জন বিশ্বস্ত অমাত্য  
কালক্রমে শিবিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা  
করিল ‘আপনার শিবির হইতে এই দূরত্বে’

এক জন অস্বাভাবিক সিংহগড় প্রমুখে বা-  
হিলেন, উনি কে ?’

বশোবস্তুর উত্তর করিলেন, ‘উনি হি-  
ন্দুজাতির আশাশ্রয়, হিন্দুধর্মের প্র-  
বর্তক ।’

( প্রাপ্ত )

## ভারতের প্রজানীতি ।

ইংরেজাধিকৃত ভারতবর্ষে উদীচা ভাষা  
সমূহে যে সকল সংবাদ পত্র, পুস্তক ও  
পত্রিকা দি মুদ্রিত হয় বা হইবে, তাহার  
মুদ্রাসন জন্য সংপ্রতি রাজপুস্তকাগার যে  
ব্যবস্থা প্রবর্তিত করিয়াছেন, তাহা লইয়া  
ভারতের সর্বত্র তুমুল আন্দোলন চলি-  
তেছে । ব্যবস্থার সম্ভাবিত কার্যকারিতা  
এখনও পরিচায়িত হয় নাই বটে, কিন্তু  
প্রবর্তনাতেই আশঙ্কার তরঙ্গাভিহাত আ-  
রম্ভ হইয়াছে ; ইহার প্রকৃতি ও পরিণাম  
বিষয়ে চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই মনো-  
যোগ বিধান অবশ্য কর্তব্য । আমরা এই  
নিমিত্ত মনন করিয়াছি, এই উপলক্ষে  
আমাদের কল্যাণ রাজনৈতিক অবস্থার  
সমালোচনা করিয়া, সম্ভাব্য ব্যবস্থার  
প্রগতি বিচার করিব ।

রাজার ঘোরতর রাজার ভাষায় পত্রিকা  
ব্যাপ্ত হইয়াছে ; রাজার শরীর অসুস্থ  
এবং পত্রিকা প্রচারে রাজত্বাধিকার  
অসুস্থ হইয়াছে ।

তেও এই স্বতন্ত্র মর্মান্বিত হইয়াছে ;  
ইংরেজরাজ বলিয়া নিরাশ্রয়, যে ইংরে-  
জীতে যে ব্যক্তি মনোভাব ব্যক্ত করিতে  
সমর্থ, তাহার অভিপ্রায়গত সাধুতার,  
তাহার নীতিগত শ্রমিকার এবং তাহার  
ধর্মবুদ্ধিসম্পন্ন বিজ্ঞতার অন্য পরিচয় নি-  
শ্চয় প্রাপ্ত । সে যে কথা বলে, তাহাতে  
ভ্রান্তি থাকিলেও সে ভাল মন্দ বিচার ক-  
রিয়া বলিয়াছে, ইহা বুঝা যায় ; যাহাকে  
উদ্দেশ্য করিয়া বলে, সেও সে কথার ভাল  
মন্দ বিচার করিয়া লইতে জানে । সেই  
জন্য ইংরেজীতে ত্রৈমাসিকের, কারণ  
সংশোধনের সম্ভাবনা আছে ।

এই নিয়মের ফলে, ১৫ মার্চের পরে  
দেশের ভাষায় যে সকল পত্রাদি মুদ্রিত  
হইতে রাজনীতি বা রাজবা-  
হিনীর নামে পূর্বের মত থাকে  
পরিষদে নাই । কিন্তু দীর্ঘায়িত কো-  
র্টের কোর্টের দীর্ঘায়িত, কু-  
লিগের কুলিগের, বিচারিত অত্যাচার প্র-

মাগ সর্বত্র দেখাযায়। যুদ্ধের  
তার লোপ হইল বলিয়া যুক্তিযুক্ত  
রতীর লেখক বাহা প্রকাশ করিতে  
না, ভারতবাসীর সভার, ভারতবাসীর  
প্রমোদ-মন্দিরে, বাঁনে, পাশ্চাত্যে, আ-  
লাপে, প্রলাপে, হাস্যে পরিহাসে, সেই  
অসন্তোষ যেন মুক্তি ঘরীয়া বিচরণ করি-  
তেছে। কাগজের কথা এখন মুখে ছু-  
টিয়া বাহির হইতেছে। কলৈ, এই হুলে  
বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, এই সমস্তই  
ভারতবাসীর একতম সম্প্রদায় নিবন্ধ।  
সাম্প্রদায়িকদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নয়,  
তাহা আমরা জানি; পাশ্চাত্য শিকার  
বীহাদের হৃদয়-হৃতির ক্ষুধা হইয়াছে,  
বীহাদের চিত্তবলের বিকাশ হইয়াছে,  
জমজম ও মাতৃভাষার নামে বীহাদের  
অন্তঃকরণ উত্তাপিত হয়, তাঁহাদের অ-  
নেকেই এ সম্প্রদায় তুচ্ছ, তাহাও আমরা  
জানি। তথাপি সবিনয়ে, অপচ নিঃস-  
ঙ্কোচে আমরা বলিতেছি, যে এই দলের  
অন্ততুচ্ছ হওয়া আমরা বিশেষ না সামান্য  
কোন প্রকার গৌরবের বিষয় বিবেচনা  
করি না। আমরা বাহা অতিপন্ন করিতে  
চেষ্টা করিব, তাহার জন্য স্পষ্টাক্ষরে  
একথা ব্যক্ত করিয়া রাখা আবশ্যক।

বীহারা এই সম্প্রদায়ের অধিনায়ক,  
তাঁহারা ভারতবর্ষের দ্রোণ, অর্থাৎ  
যুদ্ধ। ভারতবর্ষে বিজাতীয় বীহাদের  
রাজ্য আধিপত্য করিতেছে, ভারতবর্ষের  
রাজ্যে বিদেশীর দেহ পুত হইতেছে,

বিজাতীয় বিজাতীর রীতি নীতি,  
বীহাদের অধিকার অপেক্ষা না করিয়া অথবা  
বীহাদের অধিকার প্রবর্তিত হইতেছে,—এই  
ইহাদের দুঃখ। হুল কথা, ভারতবর্ষে আ-  
ধীন নহে,—তাহাতেই ইহাদের অস-  
ন্তোষ। এ অসন্তোষের অস্তিত্ব কেহই  
অস্বীকার করে না; যে ব্যবস্থার  
লক্ষে আমরা এই অসন্তোষের উৎপত্তি করি-  
রাছি, তাহার উপস্থাপন সময় যত্না-  
বিশারদ ব্যবস্থাপকবর্গ এই অসন্তোষের  
উপরেই ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করা হইল  
বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, এবং এই অ-  
সন্তোষের বিস্তার অনিষ্টকর বলিয়া সি-  
দ্ধান্ত করিয়াছেন। সুতরাং এই অসন্তোষ  
নার ও যুক্তিমূলক কি না, এই প্রশ্নের  
স্পষ্টা অনুমোদনীয় কি না, তাহা  
হারই বিচার করা আবশ্যক।

আধীনতা ও ঐশ্বর্যচাচার অসন্তোষ  
ভেদ। যমুবার নিকট বাহা অধিনায়ক  
করিতে হয় না, এইরূপ দ্রোণের অধিনায়ক  
যদি নিজের অর্থের সাধনতা করিতে  
যেন করিয়া অতি সুখাদ্য আহার করিয়া  
তুপাদের পানীয়ে অমিত আহার করিয়া  
আমর আহারের বাধাত করেন, তাঁহাকে  
আমরা দোষ দিয়া থাকি। কারণ, তিনি  
ঐশ্বর্যচাচার-পরায়ণ। অথচ এই দোষের  
নামে এই নিষ্ঠুর কথাকে আমরা যে  
অস্বীকার চর্চা করা হয়, তাহা অস-  
মাজতুচ্ছ ব্যক্তি বাহাও সুখের নিকট  
অতিমূল্যবান দ্বারা আবদ্ধ, সেই কথার

স্বাধীনতার নিষেধাবাদ করি ;  
 তুলা বা পিপাসার শাবি  
 তাহার স্বাধীনতা থাকিলে  
 নতীর অপপ্রয়োগ বা অতি  
 মরা আমাদের সেই নিষেধাবাদ  
 তার পরিচালন করি।  
 শাসন করিতেও প্রতি প্রতিভা  
 তাতে সন্দেহ নাই।  
 এইরা আত্মতৃপ্তি সাধন বিষয়ে এত  
 বাধা ;—সাক্ষাৎ সর্বদেহ ইহাতে কাহারই  
 হয় না ও কতির সম্ভাবনা নাই, তা  
 সমাজনীতির এই আকোশ। এমত  
 অবস্থায় রাজনৈতিক সমাজের বন্ধন যে  
 ইহা অপেক্ষা দৃঢ়তর হইবে, তাহা বি-

স্বাধীনতা সমাজের মূলমন্ত্র,—অ-  
 স্বাধীনতা কালিক বাক্তি স্বেচ্ছাচারের কি-  
 স্বাধীনতার হস্তে নাস্ত করাতেই  
 সমাজের স্থিতি। কিন্তু সেই  
 নির্দেশ করা অসম্ভব।  
 হয় বুঝিয়া ইহা তাৎপ-  
 নিকপিত হইয়া থাকে।  
 আমাদের মঙ্গলের কারণ ;  
 প্রজা সমাজের উপরে সামা-  
 জিক উন্নতির নির্ভর। সত্য সমাজের  
 ঐক্য ও ঐক্যের মূল স্বাধীন-  
 তাকেই বলা যায়, সত্য এবং  
 চিন্তাশীল শাসনের যে অন্তর্ভুক্ত  
 স্বাধীনতার সাধনের অবসর পা-  
 রা নাই, এই স্বাধীনতা ইহা

সমাজে বাহ্যিক স্বা-  
 ইলি, তাহা স্বেচ্ছাচার হইতে বি-  
 বন্ধতঃ তাহা স্বাধীনতারই এক প্র-  
 কার ফল। কেবল নিয়ম ও নিয়মকর্তা  
 কক্ষিৎ স্বাধীন ; তন্ত্রির সকলেই সেই  
 নিয়মের এবং বাহ্যিক হস্তে সেই নিয়ম ব-  
 লবৎ করিবার ভার দেওয়া হয়, তাহার  
 স্বাধীন। ইউরোপ ও ইউরোপের মজ্জনী-  
 ক্ত আমেরিকা এই সকল তন্ত্রের আদর্শ  
 ও গৌরব, বুঝিয়াছে, শাসনের মূল সে-  
 খানে জানে ; সেখানে প্রজা বাহ্যিক কিছু  
 করে, সেই শাসনের উৎকর্ষ চেতাই  
 তাহা করে, সুতরাং তন্ত্র দেশে সভ্যতা,  
 বিদ্যা এবং ধনশালিতার বিন্যাসকর বুদ্ধি।

ভারতবর্ষের অবস্থা অন্তরূপ। ভারত-  
 বর্ষ কোন্ কালে এক রাজ্য ছিল, ইতি  
 হাসেরও তাহা মনে নাই। এখনকার তা-  
 রতবর্ষ দেখিয়া বাহ্যিক মনে হয়, তাহাতে  
 মস্তক ঘুরিয়া যায়।—একাদশ কোটি-  
 দ্বি-কোটি দেবতা ; তন্ত্রপরি বুদ্ধ  
 দেব, ব্রহ্মা, রামজী, হনুমানজী আ-  
 ছেন ; বিংশতি কোটি লোকের বিংশতি  
 প্রকার ভাষা, শতাধিক প্রকার পরিচ্ছদ।  
 শপথ করিয়া বলিতে পারা যায়, বিগত  
 সহস্র বৎসরের মধ্যে বঙ্গবাসী, বোম্বাই  
 বাসীর সঙ্গে কোলাহুলি দূরে থাকুক,  
 বাক্যালাপ পর্যন্তও করে নাই ; এখনও  
 যোজনাবৎ স্বাধীন রাজ্য, আর ইহাদের  
 মধ্যে কেহই আধুনিক নহেন, স্বাধীনতা  
 প্রের সাক্ষাৎ বংশধর। এতদ্বারা





কবি এ সকল কথা কবিতার  
 অধিকার আছে; অতি সুসঙ্গ-  
 কেও কতিপয় দেখাইয়া মানবচরিত্রের উৎ-  
 কর্ষ সাধন করা যায়, আভিজাত্যমোহিত  
 কোন প্রকারে উদ্ধীর্ণ করিতে পারিলে  
 মনুষ্যকে উন্নীত করিতে পারা যায়। কিন্তু  
 রাজনীতির কঠোর অঙ্কে উপস্থাপিত ক-  
 রিবার যোগ্য কথা এ সকল নহে। ধর্ম বা  
 বিচার আলোচনার ভারতবর্ষের এক ব্যক্তি  
 এক প্রদেশ, চরমসীমা দেখাইয়া থা-  
 কিলে, আত্মাদের কথা, এবং সেই মূলে  
 স্বজাতীয়তা স্থাপন করিতে পারিলে মজ-  
 লের বিষয় সম্বন্ধে নাই। কিন্তু তাহাতে  
 শাসনতন্ত্র-গত একজাতীয়ত্ব সপ্রমাণ হয়  
 না। এসিয়া খণ্ডে যীশুখ্রীষ্ট জন্ম গ্রহণ  
 করেন, এবং স্বকীয় ধর্মনিতির প্রচার ক-  
 রেন, ইহাও আমাদের পরিভূক্তি-জনক, সং-  
 সার, কিন্তু তাই বলিয়া জেকসালেম এবং  
 পক্ষনদের রাজনৈতিক উত্থানপতনের এ-  
 কৌকরণ উপপন্ন হইবে না। সমগ্র পৃথিবী  
 মনুষ্যের আবাসক্ষেত্র, অতএব এক এবং  
 অন্তিম; যতদিন এই পরমবৈরাগ্য অব-  
 সান করিতে না পারিবে, ততদিন প্রাচীন  
 ভারতের একতার কথা মনে করিয়া অন্য  
 নিখালশিবিভাগ করিবার অধিকার  
 নাই। ভারতে রাজতন্ত্রবিধির  
 সূত্র, যোগ, পাঠান, মুসলমান, খ্রীষ্টান, ইত্যাদি।  
 ভারত পরাধীন ব-  
 র্তমানের মত, রূপ করিতেছি;

কিন্তু মুসলমানের যখন প্রথম অভ্যুদয়,  
 তখন ভারতের প্রাণ কান্দে নাই, ভার-  
 তের বণিক ও কৃষক কবোঞ্চ নিঃশ্বাস শ-  
 রিত্যাগ করে নাই। তাহার পর, যখন  
 ক্রমে ক্রমে ইংরেজের প্রতাপ-বহিঃ প্রক-  
 লিত হইতে লাগিল, তখনও ভারতবর্ষ ত-  
 দবন্দ্ব। অম্বা এই ইংরেজের রাজ্যে সাঁও-  
 তাল, গারো, কুকির যে অবস্থা, ইংরেজ  
 যখন প্রথম রাজ্য-বিস্তার আরম্ভ করিল,  
 তখন আমাদের পূর্বপুরুষগণের রাজনৈ-  
 তিক অবস্থায় যে বিশেষ প্রভেদ ছিল, এ-  
 রূপ বিশ্বাস হয় না, বিশ্বাস করিবার কোন  
 কারণ নাই, বিশ্বাস করা উচিতও নহে।

ইংরেজ বণিকৃতি, ইংরেজ বৃত্তি, ইং-  
 রেজ প্রবন্ধক, ইংরেজ—তাহাকে যাহা  
 বলিবে, তাহাই। কিন্তু সে কথায় আমা-  
 দের ইচ্ছাপতি কি? গজেন্দ্র বামুনের বা  
 বোদীর মত না আনিয়া ইংরেজ বণি-  
 য়েণে এদেশে আসিয়াছিল, তাহাতে আ-  
 মাদেরই লাভ;—অনাথ রক্তস্রোত প্রব-  
 লতর্য বহিত মাত্র। তথাপি স্বরক্তনাশ  
 স্বদেশ-বৎসলদের মনে রাখা উচিত যে,  
 ভাব গ্রহণ করিয়া ইতিহাসপাঠে ইহাই  
 বুঝা যায় যে ইংরেজ রাজ্য্যভিলাষে প্রথ-  
 মতঃ এসেছে আছিলে নাই। সময়ের তাড়-  
 নায় অবস্থার তাড়নার তাৎকালিকে রা-  
 জত্ব গ্রহণ করিতে হইয়াছে। আর ইংরে-  
 জেরা এখন যাহার অধিকার করিতে অ-  
 ধিকারশই হুসে বা বলে ইংরেজের ই-  
 তিহাস মনে রাখা আবশ্যিক।

কলহঃ যেহেতু ইংরেজের রাজ্যলাভ  
বাটীয়া থাকুক, কি নিম্নে সে রাজ্য পরি-  
চালিত হইতেছে; তাহা দেখা কর্তব্য।  
নিয়মের পরীক্ষা, কলে;—উদ্দেশ্যের প-  
রিচয়, কার্যে। যাহার চক্ষু আছে, সেই  
দেখিতে পারে যে ইংরেজের রাজ্য অস-  
ভ্যতার পরিবর্তে সভ্যতা, মুখতার পরি-  
বর্তে জ্ঞান, দারিদ্র্যের পরিবর্তে ধনিকতা,  
উপদ্রবের পরিবর্তে শান্তি, অন্ধকারের  
পরিবর্তে আলোক স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে।  
এখন, নির্ভীকচিত্তে, নিঃসঙ্কোচে, চাঁকে  
চাঁকা ওজিরা, ছাতা মাথায়, ছুতা পায়,  
চামা গ্রামের জমিদারের বিকছে অভি-  
যোগ করিতে যায়; একশত ব্যক্তি এক  
শত বার সুবিচার পাইয়াছে দেখিয়া বি-  
চারককে ধর্ম্মাবতার বলে, ধর্ম্মাবতার মনে  
করে। এখন, যে গ্রামে বিশ্ববিদ্যালয়ের  
উপাধি-পত্র নাই, সে গ্রামকে আমরা  
ধিকার করি; বাঙ্গালা ভাবায় জয়গীর  
পত্রিতের বিদ্যা পরীক্ষা করি; এখন, কস  
ভুরন্তে বুদ্ধ হইলে ইউরোপের কোন রা-  
জ্যার কি পক্ষ অমূল্যরগীর আদরা ভাষার  
নির্ধারণ করি; স্বর্ঘ্যমণ্ডলের কলহে শস্য  
সজাবনার বিচার করি; এখন, গলায় ক-  
ক্ষটার, পায়ে মোজা না থাকিলে আমা-  
দের সন্দেহ হয়; তত্রলোক আমাদের বা-  
চীতে আনিয়া আবাদীগকে কলারত দে-  
খিলে, আমরা উলঙ্ঘন করিয়া লক্ষিত  
হই; এখন, কাগজে লিখিয়া রাজ্যবাহ-  
রকে অপমান করি; বক্তৃতা করিয়া জ-

গৎ উদ্বাসিত করিয়া তুলি। যদিও কি,  
করক বৎসর মাত্র ইংলণ্ডের ওকর পদ-  
প্রাপ্তে জ্ঞান চর্চা করিয়া, ওককে বিদ্যার  
পর্য্যাপ্ত করিতে পারি না বলিয়া, গাজিদ্দা-  
দার জলে ডুবিয়া মরিতে যাই।—জি-  
জ্ঞান করি, এই সমস্ত কাহার প্রমাদার্থ ?  
তোমার ভারতের ইতিহাসের কোন্ স্থলে  
অলঙ্ঘন করিয়া এইরূপ আর একটি  
দ্রষ্টা তুমি দেখাইতে পার ?

তথাপি আমরা স্বাধীন হইব। আমা-  
দের অপেক্ষাও মুখ্য ভারতবাসীকে এছেন  
রাজ্যরত বিজ্ঞোহিতা করিতে উপদেশ  
দিব। রাজ্যজোহিতা শিখাও তাহাতে তত  
মুখ্য নাই, কিন্তু তুমি যে এখনও বালক,  
এখনও শিক্ষানবীশ। এ ওক মহাশয়  
ছরত মরিতে পারেন, বিংবা আম ছাড়িয়া  
পলাইতে পারেন, কিন্তু কর্তা যে এখ-  
নও জীবিত। আগে সংসারের ভার গ্র-  
হণ কর, গৃহস্থ হও, তখন ওক মহাশয়কে  
পেন্সন দিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে  
ইচ্ছা থাকে দিবে; না নাও, তিনি চ-  
লিয়া বাইবেন। এখন উভলা হইও না।

উপরে যাহা বলা গেল, একবার তা-  
হার ফল স্থির করা যাউক। প্রথমতঃ, তা-  
রতবর্ন কখনও এক সম্রাজ্য ছিল বলিয়া  
বোধ হয় না, সুতরাং ভারতবর্ষের স্বাধীন-  
তার অর্থ নাই। ইংরেজ যে স্বত্ব অবলম্বন  
করিয়া রাজ্য করিতেছেন, তাহাতে ভার-  
তের একতা সম্পাদন সম্ভবপর; একতা  
সংসাধিত হইলে দেশের আধা করা



বাহ্যে পাবে। দ্বিতীয়তঃ, ইংরেজের রাজত্ব আমাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক উন্নতি বিলম্বন রূপে ছইতেছে। এখনও তারতর্ক্যে যে সকল স্বাধীন উপরাজ্য আছে, সেখানকার প্রজাদের অবস্থা তুলনা করিয়া দেখিলে বিশেষরূপে ইহা উপলব্ধ হইবে। তৃতীয়তঃ, ব্যক্তিগত স্বাধীনতার একমাত্র ঘেরা প্রসার, পূর্বে এমন ছিল না। চতুর্থতঃ, রাজনীতি সম্পর্কে আমরা এখনও বালক; আমাদের রাজনৈতিক পুষ্টিসাধন আবশ্যক এবং ইংরেজের দ্বারা তাহা সাধিত হইতেছে। সুতরাং ইংরেজের অধীনতা আমাদের বাঞ্ছনীয়।

শিক্ষার প্রদান উপকরণ ওকতক্তি। ওকর প্রতি কৃতি না থাকিলে, তাহার উপদেশে প্রজা না থাকিলে, তাহার কথার আস্থা না থাকিলে, বিদ্যালয়ভিত্তিক কিংবা জামোপাজ্জনের কোন সম্ভাবনা থাকে না। রাজনীতিতে ইংরেজ সাক্ষাৎসংস্পর্কে আমাদের ওক; অতএব তিনি যখন বলেন যে তারতর্ক্যের উপকারের নিমিত্তই তিনি প্রাসী, তখন সে কথার মুক্তি গ্রহণ করিতে না পারিলেও তোমার বিশ্বাস করা কর্তব্য। যে ক্ষেত্রে ইংরেজ তারতের রাজতন্ত্র পরিচালন করিতেছেন, তাহার আমূলপ্রান্ত দারিদ্র্য করিবার ন্যায় তারতবাসীকে এখনও হয় নাই। তাহাশি ওকর কর্তব্য কর ইংরেজ করিতেছেন, — যেমতে যখন তারতবাসীকে দীক্ষিত করেন, তাহার উদ্দেশ্য, তাহার পরিবার,

তাহার উপকারিতা এবং তাহার প্রয়োজনিত্ব বুঝিবার যত্ন করিয়া থাকেন। এবং বুঝিতে না পারিলে শিক্ষার দ্বারা তাহা বুঝিবে বলিয়া ইংরেজ তারতবাসীকে বচন-স্বাধীনতা প্রদান করিতেছেন। অসত্যোচনা ইহা জিজ্ঞাস্য কর, যেখানে তোমার সম্বন্ধ হয় উল্লেখ করিতে বল, সন্তুষ্টিতে ইংরেজ তাহা শুনিতেছেন, শুনিবেন। কিন্তু অভক্তি প্রদর্শন করিলে কেন তিনি বিরক্ত হইবেন না? স্বকীর্তি দেখাইলে কেন তোমার কথার কর্ণপাত করিবেন? তুমি যে মনের ভাব ব্যক্ত করিতে পাও, ইহা ইংরেজের দরার গুণ; তুমি যে দরার পাত্র, তুমি যে অমুগ্ধীত হইলে যথোচিত আচরণ করিতে জান, তাহা কেন দেখাইবে না? আমাদের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা যেরূপ তাহাতে ইংরেজরাজকে,—

“মহতী দেবতা হোম। মরুপেণ তিষ্ঠতি” মনে করিয়া এবং এই শাস্ত্র-বচন মূর্খবুদ্ধিরূপে গ্রহণ করিয়া আচরণ করাই আমাদের উচিত, আমাদের আবশ্যক, আমাদের পরম ধর্ম।

অতএব, ইংরেজ যখন আমাদের ওকত্বান্বিত, তারতর্ক্যে ইংরেজের স্থানিত্ব যখন সম্ভব আমাদের কাম্য, তখন তাহাতে আমাদের তত্ত্বাবধি অবিতর্কিত থাকিতে পারে, আমাদের প্রেমভীর মিত্র এবং মিত্র হয়, আমাদের বাহুবলীভূত মিত্র মিত্রতার ভাব প্রদান করিতে পারে।

কিন্তু উঠে, অধিকার প্রার্থনা আদায়ের বস্তু-  
নীর হওয়া অবশ্য। সকল লো-  
কের বিদ্যাবুদ্ধি অল্পই প্রধান হইতে পা-  
রেনা; সেই জন্য অশিক্ষিত ও চিন্তাশীল  
বলিয়া বাহারা পরিচিত সেই উপরিভূত  
নগের কক্ষার নিমিত্ত প্রেরণ যুক্তিকল্প বি-  
শেষ আত্ম স্থাপন করিয়া কার্য করে।  
পুত্ররাং বাহাতে রাজত্বকবর্ণের সাধু  
এবং অকৃত্রিম সারল্যপূর্ণ অভিপ্রায়ের  
প্রতি সম্বোধন আয়োজিত হয়, তাহা করা  
সেই নগের পক্ষে মহাপাপ, তাহাতে  
নিষেধ কতি এবং অনিষ্টের সম্ভাবনা।

আমরা গুণবাদী নহি; সকল বস্তুর  
গুণের অংশই বাছিরা দেখি, তাহা নহে।  
বাহারা আমদের রাজনৈতিক অবস্থা স-  
ম্বন্ধীয় উপরি নাত কথ্য গুলিতে গুণবাদি-  
তার লক্ষণ দেখিবেন, তাঁহাদিগকে এই  
মাত্র বলিতে পারি যে, অগ্রিম হইলেও  
অনেক সময়ে সত্য কথা বলা আবশ্যিক,  
এবং—

“ হিতং মনোহারিচ শ্রুতম্ভং বচঃ। ”  
অর্থাৎ আমরা স্বীকার করি যে, কল্পি-  
তই হউক বা বাস্তবই হউক যে সকল প্র-  
থের কাহিনী ভারতবর্ষের সর্বত্র আজি  
কালি শুনিতে পাওয়া যায়, তাহার সমু-  
দায়ই সেরা, দার্ভিকতা বা অসমতিনিষ্ঠি-  
কৃত্তিক নহে। কিন্তু অজ্ঞতার পরিচয়  
মিন্যেরী ক্ষেত্রে দেখা যায়, ইহাও স-  
ত্য হইতে পারা যায়।

স্বাধীনতা প্রার্থনার দীর্ঘ ইতিহাস

হিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে এক সম্প্র-  
দায়ের অনেক ভাব এইরূপ যে তাঁহারা  
ইংলণ্ডের প্রজাসমূহ এবং ইংরেজাধিকৃত ভা-  
রতবর্ষের প্রজাবর্গের রাজনৈতিক অধিকার  
এবং স্বত্বের সমানুভূতি সমজার অতীত  
পক্ষপাতিতার প্রমাণ দেখিতে পান, অথ-  
চাহা ন্যায়মুসোদিত নহে কিংবদন্তী ক-  
রিয়া অসম্বিকতার পরিচয় দিয়া থাকেন।  
তাঁহার কলে রাজত্বভুক্তির যে কিংবদন্তী  
মাগে লাঘব হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই।  
কিন্তু আমরা ইহাদের খেদের কারণ বু-  
ঝিতে পারি না। ভিন্নমতাক্রান্ত, ভিন্ন-  
কচিসম্পন্ন, ভিন্ন-সভ্যতা-প্রবর্তিত রাজা-  
ভারতবর্ষের দ্বিমিত যে সকল ব্যবস্থা সং-  
স্থাপন করেন, তাহার অধিকাংশই পরী-  
ক্ষাশীল; ইংরেজ, অদেশে বাহার গুণ-  
বত্তা দেখিয়াছেন, বাহার উপকার বুঝি-  
তেছেন, স্বভাবতই এদেশে সেই নিয়মের  
বা সেই কার্যের কলবত্তা দেখিতে বাড়া  
করেন; কিন্তু তাহার উপযোগিতার বি-  
ষয়ে যে আদৌ তাঁহারা সন্দিহান হইবেন  
ইহাও স্বভাবসিদ্ধ। সেই জন্য প্রবর্তিত  
ব্যবস্থা নিজ পরীক্ষা করিয়া সময়ে সময়ে  
তাঁহার সম্বন্ধন বা সম্প্রসারণ করিতে  
বাধ্য হন। আমরা ইংলণ্ডের ইতিহাস,  
ইংলণ্ডের সাহিত্য, ইংলণ্ডের সমাজনীতিতে  
দ্রাস্তি এবং পালিত; ভারতবর্ষের আ-  
ভ্যন্তরিক অবস্থা জানি না বলিলেও ভুল।  
ভারতীয় প্রজাপুঞ্জের অধিক অধিকারের  
সম্ভাবনাই, আশঙ্ক্য সেই বিদ্যায়িত

প্রসঙ্গিক। সুতরাং উত্তর দেশের এক-  
কিন্তু কৈলকণোর প্রতি সমুচিত বৃত্তি না  
রাখিয়া মহা রাজনৈতিক ঐক্যবোধ বি-  
ব্রক্তি প্রকাশ করি; ইংলণ্ডে বাহা ভাল,  
এখানেও তাহাই ভাল, এই এক ভ্রান্ত সি-  
দ্ধান্ত দ্বারা রাজকীয় কার্যকলাপের সমা-  
লোচনা করি। গতিকেই আমাদের অ-  
সন্তোষ। ইতঃপূর্বে বাহা বলিয়াছি, এ-  
খানে তাহা প্রতিপন্ন হইল; আমাদের  
অজ্ঞতার জড়ত্বময় উদাহরণ এই স্থলে  
পাওয়া গেল। ইংলণ্ডের প্রজা যে কথার  
জ্ঞাতস্বত্ব বলিয়া আশ্রয় লয়, বাহার  
সম্বন্ধে দেখিলে বা আশঙ্কা করিলে খজা-  
হস্ত হইয়া উঠে, সেই কথাতে আমাদের  
তরুণ উদ্বেগ বা উজ্জ্বল নিতান্ত হাস্যজনক  
এবং নিতান্ত উপেক্ষণীয়, ইহা অনেকেই  
বুঝেন না। তবে এই সকল পরীক্ষা-দিষ্ট  
স্থলে আমাদের মতামত ব্যক্ত করিবার  
আবশ্যকতা আছে; শান্তভাবে তত্ত্ব-  
পূর্ণ থাকো আমাদের বাহা বক্তব্য তাহা  
বলা উচিত। ইংরেজ আমাদের একপ-  
স্থলে বলিবার অধিকার দিয়াছেন; সে  
অধিকারে এখনও সতর্কতাপূর্ণ করা হয় নাই;  
কখনও হইবে কিনা বোধ হয় না।

অন্য এক সমস্যা হইতেছে, মি-  
রম এবং বাহার উদ্বেগের নিয়মের প্র-  
য়োগ পরীক্ষার ভাষায়, সেই ব্যক্তির  
প্রভেদ করেন না বা করিতে জানেন না।  
কুৎসিত মাজিষ্ট্রেট এবং কোর্টারি জাইন  
ইহা এক এবং অতিরিক্ত বিনোদন করেন।

যে লর্ড লিটন, কলার ব্যাপারের সম্বন্ধে  
লিখিত করিয়াছিলেন, তিনিই আবার  
মুদ্রণ আইন উপলক্ষে তথ্যবিষয় বক্তৃতা  
করিতে পারেন, ইহাও তাঁহার বৃত্তিতে  
পারেন না। ফলতঃ এই সমস্যার সমা-  
লকে বুঝাইবার প্রয়োজনও নাই; কেন-  
তেনে প্রয়োগ-ভেদ, এবং কল-ভেদ হয়,  
আপনা আপনি যে ইহা দেখিতে পার  
না, সে অন্ধ; তাহার পক্ষে আলোকে  
অন্ধকারে প্রভেদ নাই। তথাপি এ-  
কথা বলিয়া রাখা আবশ্যিক; অমৃত কল  
চাহী লইয়া এই সাত্ত্বজ্য চালাইতে  
সুতরাং কচিং কুত্র ব্যক্তিবিশেষের  
প্রমাদ হইবে, ইহা কেবল যে সম্ভব তাহা  
নহে, প্রভূত গৌরবেরই বিষয়; এবং এই  
সকল ভ্রমপ্রমাদের শাসন বা সংশোধনে  
আত্মীয় কঠোরতা প্রদর্শন না করিয়া  
যে, অসংযত সদরোচরণ দেখান হইয়া  
থাকে, ইহা উচ্চতর রাজপুরুষবর্গের বি-  
জ্ঞতা এবং মহামুত্তাবতারই পরিচায়ক।  
রাজ্যরক্ষা শিশুর ক্রীড়া নহে। যে সকল  
ব্যক্তি উল্লিখিত দোষ প্রদর্শন করেন, তা-  
হারা যদি অপ্রশস্তাৎ তাবিয়া দোষের  
ওকথালাদ্বিতীয় কথা বলেন, রাজপুরুষবর্গ  
কখনই সে কথার অবজ্ঞা করিবেন না।

অতএব মূলতঃ দেখিতে গেলে স্বাধী-  
নতাবাদীদের কথা যে প্রকার অসঙ্গত  
এবং অপ্রোচ্য, বাহার ইংরেজীভিত্তিক, এবং  
বাহার মূলতঃ ও ব্যক্তিগত কার্যের প্র-  
ভেদনির্বাহনে অক্ষম, আমাদের কথাও

সেইরকম অবশ্যিক। কিন্তু ইহাদের অ-  
সন্তোষ এই অর্থি কালত ইহাদের কতি  
ছিল না। ফলতঃ তাহা না হইয়া ইহাতে  
প্রকৃত বিপদের আশঙ্কা আছে।

ইউরোপে, মধ্য এশিয়াতে, এবং ভারতবর্ষের পশ্চিম সীমার এককোণে সভ্য সভ্যই রাজনীতি-সকল উপস্থিত। ভারত-বাসী রাজনীতির কথাই এখনও নিত্য স্মৃতি, তাহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। ভারত-এখন কোন কথা কহিতে হইলে বিত্ত সাধারণতার প্রয়োজন। ভূমিপটীতে বালিদের অসত্য বা অসম্মত তত্ত্ববর্তী এবং অনুসন্ধানের উপর নির্ভর করিয়া আজ কালিকার বিষম সমস্যা পূরণ করিতে গিয়া, আমরা যদি হঠকারিতার পরিচয় দেই, যদি ইংরেজরাজের স্বাধীনতা, ভীকতা, দুর্বলতা, পক্ষপাত, শৌ-  
খকতা, রাজপুরুষগণের পক্ষপাত, অ-  
ভাচারপরতা; আর সেই সঙ্গে ভারত-বর্ষের স্বাধীনতা, ভারতবর্ষের পূর্বতন ক-  
ল্পিত গৌরবকথার প্রলাপবচনে প্রজা-  
ত্বকে উত্তেজিত, উত্তেজনা, এবং বি-  
প্লবপ্রিয় করিবার জন্য ইচ্ছার হটক অ-  
নিচ্ছার হটক পক্ষ প্রদর্শন করি, তবে ইংরেজের হস্তক্ষেপ করা অসম্ভব। আজ কালি যখন চিরদিনাপেক্ষা অধিক-  
তরূপে শান্তির প্রয়োজন, তখন অকুরেই উপদেষ্টার বিনাশসাধন, ইংরেজের এ-  
কমাত্র উচিত। না বালি রাজস্বের  
স্বাধীনতা

তিন জেবীর লেখককে লক্ষ্য করিয়া  
মুদ্রণ-ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হইয়াছে। প্রথম,  
যাহারা লক্ষ্যকৃত; বা লক্ষ্যকৃত ইংরেজরাজ-  
কে অভ্যাসপরিহার, শৌখিন, পক্ষ-  
পাতকলুবিষ্ট, ভীম ইত্যাদি বিশেষণ দিয়া  
অপদস্থ এবং সমানচিত্ত করিতে যত্ন করে;  
দ্বিতীয়, যাহারা ইংরেজ ও ভারতবাসী  
দ্বন্দ্ব ও দুর্ভীককে পরস্পরের প্রতি জাতি-  
বৈরের পক্ষ প্রদর্শন করে, একজন বা দ-  
শজন চুরাচারের ব্যবস্থার দেখাইয়া সমগ্র  
জাতির নিন্দাবাদ করে, এবং ব্যক্তি-  
শেষের কথা তুলিয়া শেষে কুলে কালি  
দিতে যায়; তৃতীয়, যাহারা অনুগ্রহ-লব্ধ  
এই মহাত্ম পাইয়া, তাহার অপপ্ররোগ  
করিয়া স্বার্থসাধনের জন্ত ভয়প্রদর্শন  
বা উৎসাহিত করে। এই নীচরক্তি, লম্বু-  
চেতা, কাপুরুষ লেখকদিগের উল্লেখ ক-  
রিলেই, ইহাদের জঘন্যতার যথেষ্ট প্র-  
মাণ দেওয়া হয়। বাস্তবিক ইহারা স-  
মাজের কণ্টক, মনুষ্যমানুষের মানি মাত্র।  
ফলতঃ উপরে আমরা যাহা বলিয়াছি,  
তাঁহাতে এই তিন জেবীর লোকেরই যে  
দমন হওয়া আবশ্যিক বোধ করি সম-  
দর্শী ব্যক্তি মাত্রেই সচেষ্ট তাহা প্রতি-  
পন্ন করিতে পারিবেন। ব্যবস্থার সম্পা-  
দন যে সমাজেরই হইয়াছে, তাহার  
কোনও অংশই দোষ নাই, অত্যাচার নাই,  
বা বাহুল্য নাই, তাহা আমরা বলিতেছি  
না। তবে ইহারা যত দূরই বিবদিত কবি-  
বার অধিকার নাই, পক্ষপাতের জগৎ

আমি, একথা আমরা বার বার বলি। বী-  
হারী আরও বর্ষের হিতকামনার ছলে আ-  
মিমাংশ সাধন করিতে বলিয়াছেন, প্রজা-  
স্বপ্নের গলে ছুরিকা বসাইতে উদাত, তাঁ-  
হার শক্তি হউন, সাবধান হউন;—  
বীহাদের লেখনী গরলপ্রসারিনী, ভারত-  
বর্ষের শিরায় শিরায় বীহারী বিষ ঢালি-  
তেছেন, তাঁহার শক্তি হউন, সাবধান  
হউন;—বীহারী প্রোক্ত-তত্ত্ব অথচ লক্ষ্যত্ব-

সদৃশ ভারতবাসীর বিবেচনাযোগ্য  
করিতে যাওয়া, ভারতবর্ষ হার হার করিতে  
উপস্থিত, তাঁহার শক্তি হউন, সাবধান  
হউন। অন্য কাহারও শকার কারণ নাই,  
ক্রোধের কারণ নাই, হিংস্রতার কারণ নাই,  
এবং স্বকীয় কুসুমকোমল মুখশয্যার কু-  
সুমকোমল কোড়দেশ পরিত্যাগ করিয়া  
রুখা ভাবনার শুষ্ক হইবার কারণ নাই।

(উকীল)

## আগ্রা।

আগ্রার রাজা কিছু মাছিয়া, এই স-  
ময় ভইতেই তাহার স্বত্বপাত হয়। এই  
সময় ভইতেই ইহার উদ্বোধিত যৌবন-গন্ধ  
নানা রাজ্য হইতে ভ্রমরনিবহ স্বরূপ বি-  
বিধ প্রকারের লোককে ঝাঁকে ঝাঁকে  
অঙ্ক করিয়া আনিতে থাকে। কত আমির,  
কত ওমরা, কত সাহেব, কত পাদরী, কত  
ফকীর, কত সন্ন্যাসী, কত পণ্ডিত এবং  
কত ছদ্মবেশী এই সময় হইতেই ইহার  
লক্ষ্মীপ্রদ পাংখু হাশিতে মন্তক অলঙ্কৃত  
করিয়া ঘাটে, মাঠে, আলয়ে ও  
গলিতে গলিতে অতিবাহিত দৈনিক যাত্রের  
ন্যায় ইহার সর্বত্র বিহ্বলিত হইতে থাকে।  
এই সময় হইতেই ইহার ভূত-বিলীন অদি-  
বাসীরা প্রতি ঘাটে পুরণা, নকীর ও নাক  
কোরার মূহল মধুর অভিঘাতে নিমিত্ত হ-  
ইয়া বিশাল দামাচা ও কবজার সমন-

গতির গর্জনে প্রভাতে জাগরিত হইতে  
থাকে। এই দিন হইতেই আগ্রা কিরৎ-  
কালের জন্য প্রাসাদ-মুকুট-শ্রেণীত সুবর্ণ  
কলসে কলসিরা সমস্ত পৃথিবীতে বিশ্ব-  
রোংপাদন করে; এবং এই সেই দিন,  
যে দিন হইতে ইহা দূর দূরস্থ চক্রবর্তীদি-  
গের নিকটে সুপরিচিত হইয়া মোগল-  
শরীরে ভারতের ঐশ্বর্য-গর্ভ বিস্তার ক-  
রিতে থাকে। এখন বাহা করিদিগের ক-  
প্পনা অধো ও চিত্র করিতে পরাণ্ড হয়,  
কিছু দিন পূর্বে তাহাই সভা ঘটনায়পে  
ইহার প্রাথমিক রূপে ভাসমান ছিল।  
ইহার প্রেক্ষাগৃহ অট্টালিকা গ-  
বাকপংখি চক্রাকারে প্রায় দিবা রাত্রি  
মোগল করিদিগের মুখশয্যে ভিত্তি পা-  
তিত। সে দিনে কিছু দিনের জন্য  
এই দিনে এই দিনে এই দিনে



জানবে, আসানী হইল। এই বিদ্যা এবং এই বুঝির করিকা দ্বারা, কর্মণে কিংসংস্পর্শনে লোকে, জ্ঞান আঞ্জিকার মতই গণিত হইত, অন্য বুঝি কি বিদ্যা সমস্ত গুণে উৎকৃষ্ট হইলেও লোকে তখন এ বিদ্যার নিকটে তাহাকে উৎকৃষ্ট দেখিত না। মাতৃভাবার যে আসন, তাহা প্রায়লোকেরই রসনাবেদিতে আঞ্জিকার ম্যায় সজীর্ণদীপ্য প্রাপ্ত হইয়াছিল। এখানকার রীতি, নীতি, আচার, ব্যবহার, বেশ ও ভূষাধির ভরণমালা ভারতের ঘরে ঘরে রূপে হইয়া এক সময় হলস্থল ব্যাপার উপস্থিত করিয়াছিল। এখানেও কোন সময় মোগলমস্তি-কের প্রতিভা হইতে নূতন ধর্ম আবিষ্কৃত হইয়াছিল, ধর্মসংহিতা রচিত হইয়াছিল, প্রচারক নিযুক্ত হইয়াছিল; প্রচারিত হইয়াছিল এবং শিষ্যোপশিষ্যাদি দ্বারা ধরাভল বিলুপ্তিত হইয়াছিল। “আমাহ আকবর” এই দ্ব্যর্থ বাচক ধনি কোন সময় লোকের মুখগহবরে দৈনিক সম্ভাবাতে এখানেই প্রথমে প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। দেবতা হইয়া লোকের ভক্তিমণ্ডে আসীন হইবার আশা এক সময়ে এখানকার সিংহাসন হইতেই লতাকাণ্ডে উদ্ভিত হইয়া আকাশ বেগুন করিতে পারিয়াছিল। আঞ্জিকার লোকেরা যেমন আঞ্জিকার স্থান রিপেবে আঞ্জিকার শিপনৈপুণ্য দেখিয়া তাহা হইয়া চাহিয়া আছে, কোন সময়ে কোন সময়ের লোকেরা তাহা রূপ এই আঞ্জিকার রূপ শিল্পাদি দ্বারা কি

হইয়া প্রকৃতভাবে চাহিয়া রহিয়াছিল। আজি যেমন নগরবিশেষে সমস্তই সাহেবানা, কোন সময়ে এখানেও সমস্তই যোগলানা ছিল। এই দিনে যেমন লোকেরা, নমুদর বাগান, ভিটি ও বসতির বাটী বিক্রয় করিয়া সমুদ্র সত্তরণান্তর স্থীপবিশেষে বাইয়া যে ফল লাভ করে, সেই দিনেও লোকেরা সেইরূপ সর্বস্বান্ত পণ করিয়া একবার গঙ্গা ও যমুনা বাহিয়া এখানে আসিতে পারিলে সেই ফল লাভ করিত পাঠকবর্গকে আর অনর্থক ভাবার ব্যাপকতা ধারা উত্তাক্ত না করিয়া সংক্ষেপে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে, কোন সময় সমস্ত ভারতের সুখ দুঃখ বিতরণের ভাঁড়ার কিংকালের জন্ত এইখানেই সংস্থাপিত ছিল। কোন সময় ইহার এক খানি ইককণ্ড এক দিবসে যে ব্যাপার দর্শন করিয়াছে, আজি তাহা এক ব্যক্তি এক মাস বসিয়া লিখিয়া শেষ করিতে পারে কি না সন্দেহ। অতএব আমি আমার অসহায় অবস্থায় ইহার প্রাচীন এবং নবীন অবস্থা সম্বন্ধে বহুদূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহা ক্রমে পাঠকবর্গের নিকটে অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করিব।

### প্রাকৃতিক অবস্থা।

আত্মা হিমালয়ের প্রসারিত পাদপত্রের ক্রমান্বিত ভূমির উপরে সংস্থাপিত এবং সমস্তবৎ হইতে প্রকৃত উচ্চ বাঙ্গলা দেশ সমস্তের কক্ষস্থিত হইতে

যত দূর সম্ভব, তাহা ইহা হইতে বিরোধ করিলেই পাঠকবর্গ অনায়াসে জানিতে পারিবেন যে, বঙ্গের নগরাদির সাহিত্য তুলনা করিলে উক্তায় এস্থান একটি অনতিবাহ্য পরিতপ্ত সঙ্গ। সিকিম-শৈল-শ্রেণীর পাদদেশে নিম্ন আসাম প্রভৃতি স্থান এখান হইতে ২৫০ ফুট নিম্ন, এবং সাহেবগঞ্জ প্রভৃতি স্থান ৪০৫ ফুট; হাতের পরিমাণে ২৭০ হাত নীচে। কলিকাতা, বাখরগঞ্জ প্রভৃতি স্থান যে আরো কত নীচে, তাহা ইহা হইতেই অনায়াসে উপলব্ধি করা যাইতে পারে। সাধারণ্যে এই বিশ্বাস যে, উত্তরপশ্চিমাঞ্চল, হিমালয়ের পাদদেশ একটি সামান্য সমতল উচ্চ ভূমি মাত্র। আমাদেরও পূর্বে এই বিশ্বাসই ছিল; কিন্তু এখন জানা যাইতেছে যে, ইহার উত্তরপশ্চিমে যমুনা এবং শতদ্রুর মধ্যবর্তি ক্ষেত্র এখান হইতে আরও ৩৬৬ হাত উচ্চ। অতএব ইহা হইতে এই দেখা যায় যে, হিমালয় যেন সপরিবারে ভারতের মস্তকে দক্ষিণাঙ্গ হইয়া বলিয়া বক্তাভিমুখে পাদদেশ প্রসারিত করিয়া আছে, এবং তাহার পায়ের কনিষ্ঠাঙ্গ লিঙ্গ, অগ্রভাগে নখ-রোমা সঙ্গুল বঙ্গভূমি সমুদ্রতটে অবস্থান করিতেছে।

আগ্রাবিভাগে ইটাওয়া, মইনপুরী, করকাবাদ, এটা এবং যমুনা এই কয়টি প্রদেশ আছে। ইটাওয়া আগ্রা হইতে লৌহবস্ত্রে ৭৩ মাইল ব্যবধানে কিঞ্চিৎ পূর্বদক্ষিণে অবস্থিত। কলিকাতা হইতে

রেলপথে আগ্রা আসিবার কালে ইটাওয়া স্টেশনের মধ্যদিয়া উত্তরপশ্চিমাঞ্চল মুখে ধারিত হইতে হয়। ইটাওয়ার সহর, ইটাওয়ার রেল স্টেশন হইতে কিঞ্চিৎ দক্ষিণে থাকে। সহর হইতে আবার যমুনা, প্রায় মাইল দুই দক্ষিণ দিয়া পূর্বদক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে। এখান আগ্রাবিভাগের মধ্যে আশ্চর্যের জন্ম প্রসিদ্ধ। অনেক কক্ষালাবশিষ্ট বাঙ্গালি বাবুরা দেশের জল বাহুর উৎপাতে উৎসীড়িত হইয়া শরীর সংস্কারের জন্য অনেক সময় এখানে আসিয়া প্রবেশ করেন। গ্রীষ্মকালে আগ্রা হইতে গমন হয়, এখান হইতে যমুনা; এবং যমুনা বহুতে আগ্রা অপেক্ষা শিথলতা কিঞ্চিৎ অধিক আছে বলিয়াই ইহার সহবাস অনেকের মনোরম। ইহাতে শিথলতা থাকিবার বোধ হয় আর কোন কারণ নাই; কেবল এই কারণ যে ইহার উত্তর পার্শ্বেই মইনপুরী প্রদেশ। এই মইনপুরী প্রদেশের দেশের মধ্যদিয়া অনেকগুলি কলাঙ্গী নদী পূর্বদক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে, এবং তাহার গাত্রে অসংখ্য ভাগ কতকগুলি বিল ও ভূমে, খচিত আছে। মইনপুরী আগ্রা হইতে রাজবস্ত্রে প্রায় ৭০। ৮০ মাইল পূর্বদক্ষিণে। ইটাওয়া হইতেও যাইবার পথ আছে, লৌহবস্ত্রে নাই। এখান আসিবার কাছে এক দিগে এক কতক মনোহর পাহাড় হইতে আসিয়া কখন কখন ঝিলজাতি মন্দির ও শিবীরকলা পাওয়া যায়। যদিও তাহা আসামের ন্যায়

আমাদের জম্মুভূমির অধিকাংশ হইতে অনেকাংশে  
নিরুদ্বৈত, তথাপি অধিকাংশের মাছুয়া আছে  
বলিয়া উহার অত্যাধিক সকল আহার  
সময়ে কম্পনালার্য্যে পূরণ করিয়া লই।  
দেশীয় মৎস্য অনেক দিন হইল দেখি না,  
এই বলিয়াই উহাতে আমাদের এত আ-  
দর। যখনপূর্বীর পূর্বোত্তর ফকরাবাদ।  
এই প্রদেশ গঙ্গা নদীর উত্তর তটে বি-  
স্তৃত। ফকরাবাদের সহর গঙ্গার তটে হ-  
ইতে প্রায় ৩।৪ মাইল পশ্চিমে অব-  
স্থিত। আখ্য হইতে রাজবস্ত্র প্রায় ১০০  
মাইলেরও অধিক দূর ব্যবধানে। ইহার  
সহিত আমাদের এক রাজ্যস্থ ভূতীত আর  
কোন বিশেষ ঘনিষ্ঠতা নাই। ফকরাবা-  
দের পর এটা। এটা আখ্য হইতে কি-  
ঞ্চিৎ পূর্বোত্তর এবং রাজবস্ত্রের প্রায়  
৫০ মাইল হইতেও অধিক দূরে। এক রা-  
জ্যীয় সম্পর্ক ভিন্ন আমাদের সহিতও আ-  
মাদের বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই। ইহার  
পর মথুরা। মথুরার সহর আখ্য হইতে  
পশ্চিমোত্তরে রাজবস্ত্রের প্রায় ৪৫ মা-  
ইল দূরে অবস্থিত। ইহার সহিত তীর্থ স-  
ম্বন্ধে আমাদের অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। কিছু  
দিন পূর্বে যাত্রীরা আখ্য হইয়া উটের  
দ্বাড়াতে ইহাকে দর্শন করিয়া যাইত, এবং  
পাথে মধ্যকর্তৃক সন্ধ্যাপূজিত হইয়া অ-  
ত্যন্ত দক্ষ অক্ষমুখে প্রদ্রব্ধে মথুরা ও  
ব্রহ্মাবন হইতে প্রস্থারিত হইত। আজ  
কালি লোহবর্ষ হওয়ারে লোকেরা সে  
ভ্রমণ হইতে সর্বতোভাবে রক্ষা পা-

ইয়াছে। ইহাও মথুরার শাসিত রাজ্য।  
এত দূরত্বের কিরণে সম্ভবে, ইহা ভাবিয়া  
পাঠকবর্গ, বোধহয় কিঞ্চিৎ আশ্চর্য্যাবিত  
হইতে পারেন। কিন্তু ইহাতে আশ্চর্য্যের  
কোন কারণ নাই। মথুরার রাজবস্ত্রের  
কিরদংশ ভরতপুরের এলাকা মধ্যে পড়ি-  
য়াছে। দম্ভারা সর্বদাই এই সন্ধিস্থানে  
থাকিয়া আপন আপন অতীত সাধন  
করে। যদি রাজার শাসন উৎকৃষ্ট হইত,  
তাহা হইলে, এরূপ হইবার কোন সম্ভাবনা  
ছিল না। কিন্তু এদেশীয়দের নিত্যন্ত  
দুরদৃষ্টবশতঃই তাহা না হওয়াতে যাত্রী-  
দিগকে অতিশয় কষ্ট পাইতে হয়। আজ  
কালি যাত্রীদিগকে আর এ ভাবনা ভা-  
বিতে হয় না। এখন যেমন আখ্য না আ-  
সিয়া বরষার কলিকাতা হইতে বাঙ্গালী  
শকটে হোটেল স্টেশন দিয়া স্বতন্ত্র লোহ-  
বস্ত্র এককালে মথুরার যাইয়া উপস্থিত  
হওয়া যায়, সেরূপ আবার আখ্য হইয়াও  
রাজপুতনার বাঙ্গালী শকটে স্বতন্ত্র শাখা  
লোহবস্ত্র মথুরার যাওয়া যায়। মথুরা  
কখন কখন কুঠি হইতে আমাদের পেরা  
ও খুবচুল্লু মিতার যোগাওয়া থাকে।  
খুবচুল্লু চিনিতে পাক করা হুন্ডের টাচি।  
আর মথুরার পেরা এইজন্য প্রসিদ্ধ যে,  
ইহা হুন্ডাওও নষ্ট হয় না এবং ছুড়িয়া  
ফেলিলে দম্ভার মস্তকও ভগ্ন করা যায়।  
এবং আছে যে, মথুরাবাসী চৌবে  
ব্রাহ্মণেরা ইহার ৩।৭ মের মথুরা  
আহার করিয়া উঠে।



আগ্রা বিভাগের দক্ষিণ সীমা ঘোঁস  
দেয়া, গোয়ালির এবং জালাউন। পূর্ব-  
সীমা কানপুর এবং অযোধ্যা বিভাগের  
অন্তর্ভুক্তি হইতেই প্রদেশ। উত্তর সীমানা-  
জিহানপুর, বদাওন, আলিগড় এবং প-  
ঞ্জাবের অধীনস্থ গুজরাট। পশ্চিম সী-  
মাতে রাজপুতনার অন্তর্গত ভরতপুর।

আগ্রা যমুনার পশ্চিমতটে অবস্থিত।  
যমুনা হিমালয় হইতে মিশ্রিত হইয়া ইহার  
উত্তরপশ্চিম দিয়া আসিয়া বগরের পাদ-  
দেশ দৌত করিয়া বালগতিতে পূর্বদ-  
ক্ষিণাভিমুখে দাবিত হইয়াছে। ইহার  
গতি-এক এক স্থানে এত বক্র হইয়া গি-  
রাছে যে, সেই বক্রের এক পার্শ্ব হইতে  
অপর পার্শ্বে আসিতে কোথাও বা ২০  
মাইল, কোথাও বা ৩২ মাইল এবং কো-  
থাও বা ৬ মাইল পথ ঘুরিয়া আসিতে  
হয়। প্রত্যন্তে একস্থান হইতে নৌকা  
খুলিয়া আসিয়া, সন্ধ্যার সময় নৌকা লা-  
গাইয়া দেখে যে, সেই স্থানেরই অপরদিকে  
মাত্র আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এই ক-  
রণেই বোধ হয়, আমাদের দেশীয় লোক-  
দিগের নৌকাপথে আসিতে এত দিলম্ব  
হইত। যমুনা আমাদের একমাত্র জলা-  
স্রোত। ইহারই আশ্রয়ে আমরা দক্ষিণ মি-  
স্রাঘের পশ্চিমোত্তরীয় আশ্রয়েতে জী-  
বন ধারণ করিয়া থাকি; 'ভব' হইয়া 'বাই-  
না'। জম্বুদ্বীপ সাগর-মিডা তটিনী স-  
কলের ভ্রুকৃতি আশ্রয় ইহারই ক্রান্তাঙ্গ-  
বিশ্ব মন্দ মন্দ বীজিলহরী দেখিয়া অনেক

সময় এককালে বিমূর্ত হইয়া বাই। ইহার  
তটবর্তী দিলক্ষণ উল্ল এবং স্থানে স্থানে  
গ্রামসীমাস্থিত শ্যামল লুকাই দ্বারা কৃ-  
ষিত হওয়াতে দূর হইতে যেন বনোহর-  
কেনিশৈলশ্রেণীর স্মার দেখায়। তট-  
স্থিত ভূমি উত্তর পার্শ্বেই তিতরের দিকে  
অনেক দূর পর্যন্ত দূর দূরস্থ উচ্চভূমি স-  
কল হইতে আনীত বর্ষাকালীন জলপ্রবাহ  
সকলের দ্বারা এরূপ গভীর ভাবে বন্ধুর  
হইয়া গিয়াছে এবং নানাদিক হইতে আ-  
গত সেই সকল পয়ঃপাথের পরস্পর স-  
লস্ব দ্বারা এরূপ বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছে  
যে, তাহার প্রতিরূপ মানচিত্রে দেখিলে,  
যেন ওঁহা যমুনার শাখাপ্রাণাবিশিষ্ট  
তনুকংজাজীর স্মার বোধ হয়। এক এক  
স্থানের পরঃপ্রণালী এত গভীর দীর্ঘ  
যে, তাহাতে দুই তিন সহস্র নৈন্য অনা-  
য়াসে লুকাইত হইয়া থাকিতে পারে।  
নানাদিক হইতে নানা পরঃপথ আসিয়া  
নানাভাবে মিলিত হওয়াতে ইহাদের গতি  
এত বিভিন্নপথগামিনী হইয়াছে যে,  
কোন অপরিচিত ব্যক্তি ইহার মধ্যে বা-  
মিলে সহজে বাহির হইতে পারে না।  
অনেক সময় শব্দ না গাইয়া ভুলিতে  
থাকে। এদেশের গ্রাম নদীর তটই এই-  
রূপ রেডাইন্ড জীল (Reindeer) দ্বারা  
বন্ধুরিত হইয়া আছে, বহু হইয়াবাই  
এই সকল পথ অতিক্রম করিয়া তটস্থিত  
সমস্ত গ্রাম ও লম্বাঙ্গির জলধেনে সা-  
সিয়া-মুখ্য গতে গতিত হইয়া থাকে।

কলকালও কুমির উপরে তিষ্ঠিতে পারে না । • কুমির পরমুহুর্তেই কুমি শুক হইয়া উঠে, এই গতিকই দেশ বর্ষাকালেও অতিশয় শুষ্ক থাকে । সহরের মধ্য দিয়া অনেক গভীর গভীর পরঃপথ বাইরা এলাশে যমুনাতে পতিত হইয়াছে । বর্ষাকালে যখন ইহাদের মধ্যদিয়া জল চলিতে থাকে, তখন জলের এত বেগ হয় যে, প্রতিবৎসরেই শুনা যায়, দুই চারি জন বালক ও বালক ইহার জলবেগে ক্রীড়া করিতে গিয়া যমুনাতে পতিত হইয়া মৃত হইয়াছে । যমুনার জল থাকিতে অতিশয় মধুর । অনেক সংস্কারবশতঃ অগুণ করে বলিয়া ইহার গভীর জল খায় না । ইহার তটস্থিত কুপোদকই প্রায় সাধারণ্যে ব্যবহৃত । বর্ষাকালে ইহার বক্ষঃ অপেক্ষাকৃত অনেক বিস্তৃত হয় । জল অত্যন্ত আবিল হয়, এবং অতিশয় বেগবান হয় । কোন কোন বর্ষে উত্তর তট প্লাবিত হইয়া ইহার তীরস্থিত পথ ও গৃহপ্রাঙ্গণ সকলে পর্য্যন্ত জল প্রবেশ করে । শীতকালে ও গ্রীষ্ম ঋতুতে ইহা অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া পড়ে । ইহার প্রায় সমস্ত বক্ষেই শুষ্ক ও শুষ্কবর্ণ গুলিন সর্বল জাগিয়া উঠে । কোন কোন স্থানে হাঁটু জল হইতেও অনেক কম জল থাকে, কোন স্থানে মাতৃষ পর্য্যন্তও তল হয় । ইহাতে বিস্তর কষ্ট্রপ আছে ; যান কঠিন্যের সময় দুই বাতে টেলিয়া যান কঠিন্যে হয় । এত কষ্ট্রপ যে প্রথমতঃ নদীতে অতিশয় ক্ষয় ঘটে, কিন্তু

লোকের সঙ্গে ইহাদের এইরূপ জাগিয়াছে যে, ইহার কঁহারও অনিষ্ট করে না । ইহার কোন কোন অংশে কুমীরও আছে । কিছু দিন হইল এখানে বিভলু মিউজিয়াম নামে যে একটি মিউজিয়াম ছিল, তাহাতে আমি একটি বৃহৎ কুমীরের কঙ্কাল দেখিয়াছিলাম । সেটি নাকি লোকে এই যমুনার মধ্যেই মা-রিয়াছিল । তাহার উদরের মধ্যে মনুষ্যের শরীরের যে সকল অঙ্গকার পাওয়া গিয়াছিল, তাহাও তাহার শরীর-কঙ্কালের সঙ্গে এক পাখে আবদ্ধ ছিল । বর্ষাকালে ইহাতে শুশুকদিগকেও উল্লক্ষন করিতে দেখা যায় ।

যমুনা ছাড়া আগ্রার প্রায় ৮।১০ মাইল দক্ষিণ দিয়া খাড়ি নদী নামে নদীর আকৃতি অতিক্রমাদী অপর একটি নদী পশ্চিমে ভরতপুরের এলাকা হইতে আসিয়া পূর্বদক্ষিণাধীনী হইয়া সহরের প্রায় ২০ মাইল দক্ষিণে গিয়া এবাদত নগরের নামাতে বোন্দ অথবা উতুনুন্ নামে আর একটি নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে ।

বোন্দ নদীও ভরতপুর অঞ্চল হইতে আসিয়া আগ্রার আরও বহুদূর দক্ষিণ দিয়া প্রবাহিত হইয়া নোইতা, পার্শ্বতী ও পূর্বোক্ত খাড়ি প্রভৃতি অতিক্রম্য পরঃপ্রাঙ্গণীসদৃশী অধীর সঙ্গে মিলিত হইয়া সিকোহাবান নামক রেলওয়ে স্টেশনের বহুদূর দক্ষিণে যমুনাতে যাইয়া পতিত হইয়াছে ।

মিষ্টা চরপুতী অথবা চমলও আ-  
মাদের জন্য এক জটিল কথা। যদিও ই-  
হাকে সম্পূর্ণরূপে আমাদের বলিয়া দ-  
িতে আমরা কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত হই, তথাপি  
ইহা আমাদের বিভাগের দক্ষিণ সীমার  
আংশিক পরিধা এবং ইহার সংসা-স-  
ম্পত্তি আমাদেরই বাবুরচিহ্নামার বি-  
ভব। চমল খোলপুরের মধ্যদিয়া আসিয়া  
আগ্রার প্রায় ১২। ১৩ কোশ দক্ষিণ  
দিয়া প্রবাহিত হইয়া ইটাওয়ার জেলার  
বহদুর পূর্ব দক্ষিণে যমুনাতে মিলিত হ-  
ইয়াছে। ইহা আকৃতি এবং প্রকৃতিতে  
প্রায় যমুনার সদৃশ।

ইহা ছাড়া সহরের প্রায় ৪ মাইল  
পূর্ব দিকে অপর একটি আংশিক আর্দ্র  
পয়ঃপ্রণালী উত্তর দিক হইতে আসিয়া  
যমুনার সঙ্গে মিশ্রিত হইয়াছে। জল-স-  
ম্পত্তি নাই বলিয়া আচ্ছাদে ইহাকেও  
আমরা নদী বলিয়া থাকি। এতদ্বির আ-  
মাদের বিভাগে মইনপুরী ও ইটাওয়ার  
মধ্যে শির্ষা, সিঁহু, পীরা, আহদি, উকন্দ,  
কুলুন্দী, কালী, ইরন এবং পাণ্ডু প্রভৃতি  
নদীনামধারিণী কতকগুলি সোতা নদী  
চারিদিক হইতে বাইরা যমুনা ও গঙ্গার  
সহিত মিলিত হইয়াছে। যদিও ইহারা  
অনেকে বর্ষায় মেঘাণমনে ভাষুযুধ দে-  
খিয়া ক্ষতলাপ্রাপ্তে পাংশবুক হইয়া উঠে,  
তবু আমরা কালের উপস্থিতিপুঙ্ক্তের চার-  
সংখ্যার ব্যাধ ইহারা আমাদের বিভাগের  
মানচিত্রে নদী সংখ্যা পূরণ করিয়া থাকে,

এবং আমাদের ভীষণ সু-বাহুর নামসময়ে  
ইহাদের শরীরের দুই দুই মানচিত্র দে-  
খিয়া আশ্চর্য হই। এখানেই যে আবা-  
দের জলবিভর ক্ষান্ত হইল, পাঠকবর্গ ক-  
খন এরূপ মনে করিবেন না। ইহা ছা-  
ড়াও আমাদের বিভাগে ঝিল ও হ্রদ নাম-  
ধারী থানা, ডোবা ও গর্ত এদিকে ওদিকে  
ছড়ান আছে, এবং প্রকৃত ঝিল ও হ্রদও  
আছে। এই বিকক নদ্বাক মহামক রাজ-  
স্থানের পাশ্বে থাকিয়া আমরা কিরূপে  
এত সোতা, নদী, থানা, ডোবা, হ্রদ এবং  
ঝিলের অধিগতি হইলাম? বেরাজস্থান  
নের অন্তর্গত বিকানোর প্রদেশে প্রবান  
আছে যে, খৃস্টীয় ১৮৬১ সনে টাকার্তে  
চারি'সের জল বিক্রয় হইয়াছিল এবং বা-  
হার অধিবাসীদিগের মধ্যে কেহ একবার  
আগ্রাতে আসিয়া যমুনার প্রবাহ দেখিয়া  
বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বলিয়াছিল যে, "আরে!  
ইকেইসা, তমাম্ জল বহু চলি কোই ইসে  
বাঁধ নেহি রাখতা।" সন্দেহ অকলের দ্বারে  
কাছে এত জলছলীর বিদ্যমানতা, কি-  
রূপে সম্ভবে? পাঠকবর্গ এবিধর আকো-  
লম করিয়া মনে মনে কিঞ্চিৎ বিস্ময়াবিষ্ট  
হইতে পারেন। আমরাও মানচিত্র দে-  
খিয়া প্রথমে তাহাই হইয়াছিলাম। কিন্তু  
বিশেষ অনুধাবন দ্বারা ই সোতি আমাদের  
মন হইতে সর হইয়াছে। আমাদের দু-  
তলেই যমুনা এবং যমুনার কূলে এক পা-  
শ্বেই শাসিক ও সিয়া রাজ্য-বসিত আছে।  
মইনপুরী ও ইটাওয়ার কতকগুলি নদী এবং

কপুরা এসেদের অধিকাংশ লোকই এই উত্তর নদীর ঘাটবর্তী ক্ষেত্রেই ভূমিতে অবস্থিত করিতেছে। এই ভূমিখণ্ডকে এখানে কোঁচান বলে। মোরান অর্থাৎ দুই জলের ঘাটবর্তী ভূমি। এই দুই তারত-প্রসিদ্ধ নদীর ঘাটবর্তী হওয়াতেই এই স্থান সকল সর্বত্র ইহাদের দ্বারা ঘেঁষা হইয়াছে। অশ্রুকাণ্ডে মিল হইয়া পড়িয়াছে। যদিও আমি কখন এসকল স্থানে বাইরা দেখি নাই, তথাপি মানচিত্রেই অস্পষ্ট দ্বারা স্পষ্ট অনুমিত হয় যে, ইহারা এই নদীর ঘেঁষা গতি পরিবর্তন দ্বারা বাঁধে বাঁধে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া ইহাদেরই শিতান পদার্থ সকল দ্বারা পুনঃ পুনঃ রচিত হইয়াছে। ইহারা এই উত্তর নদীরই শুক গর্ত ভিন্ন আর কিছু নয়। অতএব এ সকল স্থানে এত বিল, ঝিল এবং সোতা, নালা থাকিবার এই কারণ। কোন কোন বিষয়ে কিরূপ পরিমাণে বাজলা দেশের সমূহ। শুনিয়াছি গ্রীষ্মকালে সু-বাহু ইহাদের শরীরোপরি কিঞ্চিৎ মন্থভাবে বহিয়া থাকে। বর্ষাতেও আত্মতার তত প্রকোপ হইতে পারে না। এই অঞ্চলের অনেক স্থানে নীল জল। পাঠকবর্গ আমরদিগকে যেমত সম্পূর্ণভাবে অজ্ঞানতার মধ্যে গণনা করেন না। যদিও আমাদের অধ্যবসায়িত পদ্ধতি হইতে রাজস্বের মূল্য নির্ধারণ হইয়া, নীতের ছয় মাস নির্ধারণিত পুষ্টি, সমস্ত বিষয় আমাদিগকে উত্তম ও সর্বোত্তম কল্যাণে পরিণত করিয়া

আমরা আমাদের বিজ্ঞানীর প্রতিবেশিত-গের জল-সম্পত্তির কথা শুনিয়া অতিপথে অনেক দ্বিগুণ থাকি। এককালে ক-বাং হইয়া বাইরান আমাদের দৈনিক আহারের সংযোগ্যকরণ এই সকল নদী, নালা, বিল, ঝিল হইতেই যোগান হইয়া থাকে। রোহিত, কাতলা, কালীবাউস, বোয়াল, ছোট ছোট টাইন, কলি, চিতল, মিরকা, পাঙ্গাস, গজার, সরপুঁচী, পুঁচী, খরশুল, চেনা, বাঁশপাতি, টেঙ্গরা, কুত্র চি-জরী, নারিকেল, বাচা, রিচা, আইর, চাঁদা, পোয়া, ফেশুরা, চালিলা, ছোট ছোট শকুল, মাগুড়, শিঙ্গী, কঁকড়া এবং কখন কখন ইলিশ পর্যন্তও পাইয়া থাকি। ইলিশ, কাঙ্কন, চৈত্র এবং বৈশাখ এই তিন মাসের মধ্যে কোন কোন দিন পাওয়া যায়। এখানে ইলিশ শব্দ শুদ্ধ ইলিশের আকৃতি এবং অবয়ব বাচা। আশুবোধক নয়। ইহাকে যখন পাই, তখনই অন্তঃসত্তা অবস্থায় পাই। ডিম্বই ইহা প্রায় সর্ব-স্বাপন্নতা হইয়া থাকে। অন্য অন্য সংস্কারা আশুমানের ঋতু অনুসারে উপস্থিত হয়। রোহিত, কাতলা, মিরকা এবং বোয়াল প্রায় বার মাসই পাওয়া যায়। গ্রীষ্মের সংসার অপেক্ষা শীতের সংসার কিছু স্বাভাবিক। তত আইশের গন্ধ থাকে না। কিরীদী ভাঙ্গার জন্ম খরশুল যাচ্ছে হাত রাখিবার ঘো নাই। এদেশে বাজার কুত্র কাছার-জাতিরাই সংসার বিক্রয় করে এবং সেইসব দ্বারা

কাজেরাই মংসা ধরে। এখন কখন কা-  
জারোও ধরে। এখানে মংসোর কোন  
বাজার নাই। কাহারো জীপুকে মা-  
খার করিয়া করিয়া বাজালি, ফিরিঙ্গী  
এবং মুসলমান এই জাতির মধ্যে বিতর  
করে। বোধ হয় এই তিন জাতি এই অ-  
ঞ্চলে আনিবার পূর্বে এদেশে মংসোর  
ব্যবহার ছিল না; ব্রজধর্ম এবং জৈন ধ-  
র্মের শাসনই ইহার বোধ করি এক মাত্র  
কারণ। মরা খার, বলিয়া যদিও এদেশের  
কছুপ খাইতে অতিশয় যুগা হয় এবং ক-  
খন কোন বাজালি কি ফিরিঙ্গী খায় না,  
কিন্তু তাহার ডিম মংসাবিক্রেতাদিগকে  
বলিয়া আনিয়া খাইয়া থাকে। হকিমি  
মতে মাছ গরম বলিয়া গ্রীষ্মকালে এ-  
দেশের মুসলমানেরা কেহ খায় না। এই  
গতিকে একটুকু শয়্যি হয়। কিন্তু খাইতে  
বড় ভাল লাগে না। বিশেষতঃ বড় বড়  
মাছ। বড় মাছ মাত্রেরই পেট চিরা থাকে  
সুতরাং তাহাদের আভ্যন্তরিক অনেক  
খাদ্যাংশ পাইবার যে থাকে না। অ-  
নেক সময় মনোমত এবং অভিকর্ষগত  
ক্রিয়া লাভের জন্য বাজালিরা মংসা-  
বিক্রেতাদিগকে পুরাতন বস্ত্রাদি দান করিয়া  
উৎসাহ প্রদান করিয়া থাকেন।

আখ্রা ও যমুনা সম্বন্ধে আর একটি  
বিষয় পাঠক বগকে পূর্বে কহিতে ভুলি-  
য়াছি। কিঞ্চিৎ পূর্বেই বলা হইয়াছে যে,  
যমুনা এবং বাজার গর্ভ নিরন্তর পরিবর্তন-  
শীল। ইহাদের গর্ভ-পরিবর্তন ঘাই

পাশ্চবর্তি স্থানাদির আকৃতি এবং প্রকৃতি  
গত অনেক বৈলকণ্য জন্মিয়া থাকে।  
শুনা যায় যে, আখ্রা হইতে পুরন্দরগঞ্জে  
প্রায় ১২-১৩ মাইল দূরে মংসার একটি  
পরিত্যক্ত শুক গর্ত আছে। ইহা কেহ  
কোন কোম স্থানে ১১ মাইলের অধিক  
হইবে এবং দীর্ঘে কোন কোন স্থান ২০  
মাইলের ও অধিক হইবে। বর্ষাকালে এ-  
খনও এই গর্ত অংশতঃ প্রাবৃত হয়।  
কার্শাইল সাহেব বলেন, এবং তাহা অ-  
নেক সম্ভব যে, যদি হিন্দুদিগের সময়ের  
প্রাচীন আখ্রা খুজিতে হয়, তাহা হইলে  
এই পুরাতন গর্তের পাশ্চবর্তি প্রাচীরে  
খোঁজাই কর্তব্য। বাস্তবিক এইকণ্ড্রা-  
রভবর্ষে যত নগর বিনাশমান আছে, তা-  
হাতে প্রাচীন হিন্দুদিগের কীর্তি-সম্বন্ধি  
দেখিতে হইলে, আধুনিক নগর সকলের  
পাশ্চবর্তি স্থানাদি খনন করিয়া দেখিতে  
হয়।

কোন নবীন অভ্যাগত বঙ্গ-  
বাসী, যখন বাঙ্গালীয় শকট হইতে অবতীর্ণ  
হইয়া দীর্ঘপর্ষটনজমিত শরীর প্রাণি হ-  
ইতে কিঞ্চিৎ অবকাশ পান, এমতকালে  
দিকে নিরীক্ষণ করিতে থাকেন, এবং  
পথের এপাশে ওপাশে ছাটিয়া মুক-  
মুতঃ নগরের মুখস্বহির প্রাতি দৃষ্টিমিশ্রণ  
করেন, তখন সর্বপ্রথমেই তাঁহার চক্ষে  
একটি খুদিখুমরিজ বিকল ভাবের চিত্র  
হইয়া থাকে; এবং প্রথম শাখল পড়া-  
পার করিয়াই আর অন্তর্যমানে সমস্ত

মনস্তাত্ত্বিক মনস্তত্ত্বের ন্যায়ের হইতে দূরে  
 নিকটে হইয়া যেন তত্ত্বকে কেবল হা-  
 ছাকারের প্রতিভা দিখেন। হুঁকারের  
 প্রতি মনস্তত্ত্ব করিতে দেখেন, কেহ  
 আত্মপতনের মস্তকে খড় বাঁধিয়া, কেহ জ-  
 জীর্ণ পুরাতন পতনোন্মুখ গাভ্রবেতনে দ-  
 রনা জড়াইয়া, কেহ শৈবালে লেপিত,  
 কেহ তৃণাকুরের সোমারিত ভগ্ন কর্ণের ব-  
 সিয়া, কেহ পলিতকেশমিত মর্ষরঞ্-  
 ধিত মস্তকে বিচূর্ণিত হইয়া, কেহ মূর্খ-  
 কলম মস্তকে মর্ষরাঘরে আপ্যায়িত  
 আত্মায়িত করিয়া ও পদ্যমলে মনুনাভে  
 উপবিষ্ট হইয়া, কেহ সন্ধ্যা চূর্ণ-ঘোত-ক-  
 লেরের বিবিধ রঙ্গমালার কণ্ঠ বিরঞ্জিয়া,  
 কেহ আবার তাহারই পাশে মৌলিকত্বকে  
 ও জামু-জজ্বা-কপোল-বিতয়ে বিকটীয়া  
 হইয়া এবং কেহ বিকিণ্ড শরীর ইত্থকে ধরা  
 পৃষ্ঠে পুতিত রাখিয়া অতি গভীর ভাবে  
 মনুষ্যকণ্ঠের অবিরাম কল কল ও য়া-  
 নাদির খট খট ও মর্ষরের মধ্যে ভূত ভ-  
 বিস্ময় বর্তমান চিত্তরূপ যোগে যেন  
 নিম্পন্ন বিষয় রাখিয়াছে। চারিদিক হইতে  
 ব্রজের রজোরেণু উড়িয়া উড়িয়া সকলের  
 গাত্রে লাগিতেছে। ধূলিরই মল্ল, ধূলিরই  
 আসন, এবং ধূলিরই ধূনী। যে দিকে  
 দেখা যায়, কেবল ধূলাই ধূল। বাস্তবিক  
 আজি কালি আত্মার ধূলই প্রথম প্রধান  
 প্রাকৃতিক সৃষ্টি। জানি না, আত্মার কি  
 দেখিয়া ইহাকে মনোবীজ করিয়াছিলেন।  
 বর্ষার ধূলায় মনোবীজ পড়িলে, মনোবীজ

অবশিষ্ট মনোবীজ আত্মার মনোবীজ  
 তরঙ্গে তরঙ্গায়িত হইতে থাকে। এত ধূলা  
 হইবার বোধ হয় দুটি কারণ। প্রথমতঃ  
 ইহার সৃষ্টিকারী স্বাভাবিক গাংগুল ও  
 আঁঠা শূন্য। বিত্তীয়তঃ, বিবিধ প্রকারের  
 যানাদি অনবরত অবিশ্রান্তভাবে ইহার  
 পৃষ্ঠকে ঘর্ষণ করিয়া থাকে। ইহার পৃ-  
 ষ্টোপরিহ অগুনৎহতিতে যে কিঞ্চিৎ যো-  
 গাকর্ষণ আছে, তাহাও প্রতিনিয়ত ইংরে-  
 জিশবট এবং নৈশীয়া একা, বহেলী ও উট্ট  
 শিক্রমের চক্রঘর্ষণে বিচ্ছিন্ন হইয়া ইহার  
 শরীরস্থ প্রায় দ্বিহস্ত প্রমাণ সৃষ্টিকা বর্ষে  
 বর্ষে আকাশপথে উড়ীন হওতঃ দূর দূরস্থ  
 রাজ্যাদিতে নিকিণ্ড হয়। এখানকার  
 ক্ষেত্রাদির সৃষ্টিকাও এইরূপ গাংগুল এবং  
 মকর্ষণ অর্থাৎ ইংরেজীভাষা। জলে নিক্ষেপ  
 না করিলে ডেলা বাঁধে না। যে ক্ষেত্রের  
 সৃষ্টিকার স্বাভাবিক ডেলা বাঁধা হয়, শু-  
 নিয়াছি তাহা অভিশয় উর্বর এবং তাহার  
 প্রতি বিঘাতে কৃষককে বার্ষিক সাত আট  
 টাকা কর দিতে হয়। মধ্যম শ্রেণীর ভূ-  
 মিও কিঞ্চিৎ ডেলা বাঁধা হয় এবং তাহা-  
 তেও শস্যাদি উৎপন্ন হয়। বিধা প্রতি  
 ইহারও তিন চারি টাকা কর দিতে হয়।  
 অধম শ্রেণীর ভূমি অধিকাংশই কার ও ক-  
 রময়। ইহাতে উত্তীর্ণ খাদ্য নানা প্র-  
 কার কটকাধীন রন্ধ ভিন্ন আর কি-  
 ছই জন্মে না। মধ্যম আয়ের কোন কোন  
 সময় ক্ষেত্রাদিতে ভ্রমণ করিতে বাই, তখন  
 আশ্রয় দেখি সে কোন কোন স্থান



এই ভাবেই দেশ দ্বারা প্রভাবিত হইয়া  
অন্যত্র যেখানে কোন খানে সৌরভ  
হইয়াছে। নগরের অভ্যন্তরস্থ স্থিতিকারিত  
এক সোরা যে, 'চুতন' কোন গ্রাম বিস্তৃত  
হইলে, কএক বৎসরের মধ্যেই ইহার আ-  
ক্রমণে জর্জরিত হইয়া উঠে এবং প্রাচী-  
নস্থ চূর্ণের আন্তর সকল ধসিয়া ধসিয়া  
পড়ে। ইহাও সকল চূর্ণ হইয়া কুঁড়  
করিয়া পড়িতে থাকে। কিন্তু প্রান্তর নি-  
র্মিত গৃহে এরূপ হইতে দেখা যায় না।  
কেহ কেহ বলেন বঙ্গকাল হইতে অনুযা  
এবং পশ্চিম সঞ্চিত হইয়া এরূপ হইয়াছে।  
পূর্বে সহরেরই উত্তরপশ্চিম প্রান্তে মহা  
নামক গ্রামে কাছের এক প্রকার লবণ  
জন্মিত, এখন তাহা সরকার হইতে বঙ্গ  
হইয়া গিয়াছে। যমুনার ধারে আকবরের  
সময়ের সোরাওয়ালী কুঠীনায়ে একটি হ-  
হা বাচী আছে; এইকণ তাহা যমুনার  
প্রসিদ্ধ ধনী লক্ষ্মী চাঁদ শেঠ কিনিয়া লই-  
য়াছেন। শুনা যায় যে, আকবরের সময়ে  
এখানে সোরা প্রস্তুত হইত।

আগ্রার সহর সমুদয় একস্থানে এক-  
ত্রীকৃত নয়। ইহা অংশে অংশে চতুর্দিক  
বিস্তৃত এবং সহরের মধ্যে মধ্যে অনেক  
বিস্তৃত বিস্তৃত শূন্য স্থান সকল পড়িয়া  
আছে। এ সকল শূন্য স্থানের অনেক গুলা  
পূর্ব হইতেই শূন্যাবস্থার আছে, এবং ক-  
তক গুলা প্রাচীন গৃহাদির বিলোপে ক্রমে  
শূন্য হইয়া উঠিয়াছে। কানী এবং দিল্লীকে  
কোন ভাবে স্থানে বলিয়া যেরূপ যেন-

হর দেবার, ইহার শরীরের অভ্যন্তরে  
নেক শূন্য ভূমি থাকতে ইহাকে সো-  
রময় দেখায় না। এরূপ হওয়ার কারণ  
ইহা নরমের আশ্রয় দায়ক হয় হইয়া বটে,  
কিন্তু আশ্রয় অনেক আশ্রয়জনক হই-  
য়াছে। স্থানে স্থানে বায়ু স্রবণরূপে খে-  
লিতে পারে বলিয়া অনেক স্থানে  
থাকে। ইত্যন্তঃ বিক্ষিপ্ত ইহার এক এ-  
কটি অংশও নিত্য অবিসৃত নয়। ইহার  
সমুদয় অংশ এক স্থানে একত্রিত হইলে,  
ইহাকে বর্তমানাপেক্ষা অত্যন্ত বিস্তৃত দে-  
খাইত। ইহার গাঁত্রোপরিস্থ ভূমি, আশ্র-  
নের দেশের ভূমির ন্যায় তত সমতল নয়,  
সর্বত্রই প্রায় উন্নত নীচ। যদিও এখানকার  
বহু আশ্রয় কীর্ণ, তবু ইহার স্থিতিকা অ-  
নেক লক্ষ বলিয়া মানাদিক হইতে আগত  
বর্ষার জল-গতি দ্বারা ক্রমে খোঁচ হইয়া  
হইয়া স্থানে স্থানে বড়বড় গর্ত সকল  
প্রস্তুত হইয়াছে এবং স্থানে স্থানে কানী  
প্রান্তরমিশ্রিত স্থিতিকার বিস্তৃত গুপ-  
কল দাঁড়াইয়া আছে। নোকেরা তাহা  
উপরে গৃহ অট্টালিকাদি তুলিয়া বাস ক-  
রিতেছে। এই জনাই সহরের বক্ষঃ এই  
সকল নালার গর্ত দ্বারা এক প্রকার  
এবরো খেবরো হইয়া পড়িয়াছে। ইহার  
কোন নালার প্রান্তপটিলিত্রিশ মাইল হইতেও  
দীর্ঘ। পীপলখতি নামক সহরের একটি  
অংশ এইরূপ একটি নালার দ্বারা অংশের  
মধ্যে প্রস্তুত হইয়াছে। বর্ষার সময়ে ইহার  
মধ্যে স্থাপিত গৃহাদি কটি ঘেঁষা তল

ত থাকে। কলিকাতাতে সাহেবেরা  
বায় করিয়াও বাহাতে কৃতকার্য  
হইতেছেন না, এখানে প্রকৃতি আবাদি-  
গকে আপন ঘরে বিনা ব্যয়ে তাহা-  
করিয়া সর্বদা শুষ্ক বিছানায় বহু রাখি-  
তেছে।

মৃত্তিকার হাত কএক নীচেই কঙ্কর  
প্রস্তুত হয়। পূর্ব বাঙ্গালার মৃত্তিকাতে  
কোন খানেও ইহা নাই। থাকিবার বোধ  
হয় কারণও নাই। কিন্তু রাত দেশের কোন  
কোন স্থানে আমি ইহা দেখিয়াছি। তা-  
হারা ইহাকে খেটেই বলে এবং ইহা ভক্ষ্য  
করিয়া চূর্ণ প্রস্তুত করে। এখানেও তাহাই  
করে। এখানে সাধারণতঃ সমস্ত চূণার  
কর্ম ইহাকে ভক্ষ্য করিয়া হয়। ইহা এক  
প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চূর্ণ-প্রস্তুত। আকৃতি  
অত্যন্ত বন্ধুর। ইহাকে কুটিয়া গুঁড়া করিয়া  
এবং তদ্বারা কর্ম প্রস্তুত করিয়া কৃষকা-  
রেরা এক প্রকার মল্লর অতি পাতল মুরাই  
প্রস্তুত করে। এই মুরাইতে সাধারণ মাটির  
মুরাই হইতে জল অপেক্ষাকৃত শীতল  
থাকে। এখানে ইহাকে 'কঙ্কর কা মুর-  
াই' বলে। ভূমির অব্যবহিত নীচেই এই  
চূর্ণ প্রস্তুতের স্তর থাকিতে এখানকার  
কৃপোদক মাঝেই চূর্ণের অংশ থাকে।  
কোন খানে কম, কোন খানে বেশি। এই  
চূর্ণের অংশ এবং তৎসহ সোরা ও অন্য-  
বিধ কার্য্য লবণের অংশ মিশ্রিত থাকিতে

এখানকার আর সমস্ত কৃপোদকই খাইতে  
বিস্ময়। কেবল যমুনার পাখি বর্ষি কৃপো-  
দকেই এ দোষ নাই। থাকিলেও সহজে  
জিহ্বাতে অনুভব করা যায় না। এই চূর্ণ-  
প্রস্তুতের স্তর ভেদ করিয়া আরও অনেক  
নীচে চলিয়া গেলে মিলে জলের স্তর পা-  
ওয়া যায়। আমার পরিচিতের মধ্যে কোন  
একটি সম্মুখিশালী কজির বাড়ীতে বসিয়া  
মিলে জল খাইবার আশ্রয় এখানকার ই-  
ঞ্জিনিয়ার সাহেবদিগের দ্বারা আপনার  
গৃহপ্রাঙ্গণে বহু অর্থব্যয় করিয়া একটি  
কূপ খনন করাইয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে  
কোন মতেই মিলে জল পাইতে পারিলেন  
না। উপরিস্থিত স্তর সকলের মধ্যদিয়া  
বর্ষা এবং অন্যান্য প্রকারের জল সকল  
চৌরাইয়া পুড়িয়া কূপের নিম্নস্থ জলকে  
নষ্ট করিয়া ফেলে।

উপরোক্ত কঙ্কর বাতীত, ইহার  
বক্ষে চিকুনী ও পোতানি নামে আরও  
দুই প্রকার মৃত্তিকা পাওয়া যায়। তাহা  
এখানকার সাধারণ লোকেরা গৃহ-প্রলোপে  
ব্যবহার করিয়া থাকে। সাহেবেরাও অ-  
নেক সময়ে পরিমিতব্যয়িতার অনুরোধে  
আপনার প্রাঙ্গণস্থ বহিঃ-প্রাচীরাদিতে  
ইহার প্রলোপ করাইয়া থাকেন। ইহার  
প্রলোপ দেখিতে চূর্ণের প্রলোপ হইতে বড়  
কম মল্লর দেখায় না।

(ক্রমশঃ)

(এবাসী)



# তরঙ্গিণী ।

গীতি-কবিতা ।

(রাগিণী সঙ্গী, তাল জং)

বড়ই নাথের তুমি সজনি আমার রে,

তরঙ্গ-রঙ্গিণী ।

যখন দেখিতে বাই

তখন দেখিতে পাই

হৃদয়-মুরতি তব নয়ন-রঞ্জিনী ।

প্রেমের প্রবাহ তুমি প্রাণ-বিনোদিনী ।

২

কত লীলা ও তরুতে, কতই ভঙ্গিমা রে,

বিজয়, ভামিনী !

চাঁদের আলোতে হেসে,

চাঁদের আলোতে ভেসে,

চলেছ চট্টলে কোথা বল তাহা শুনি ।

হাসিছে তোমার মুখে মুখদা যামিনী ।

৩

কার না জড়ায় প্রাণ ঘিরিলে ওরূপ রে,

রূপ-বিনাসিনী !

আকাশে একটি চাঁদ,

হৃদে তব কোটি চাঁদ,

জড়িত জোৎস্নার, তুমি রস-তরঙ্গিণী ।

তুমিই কি বিরোগীর লজ্জা-বারিণী ?

৪

যৌবন-জোয়ারে তব খেলিছে লহরী রে,

ভুবন-মোহিনী,

লহরে লহরে মরি

উলসিছে কি মাধুরী

কি গরিমা, কিবা ছটা তুচ্ছ-গামিণী

পুলিনে মলিন লাঞ্জে খন-মোহাগিণী ।

৫

মৃদল মৃদল বহে ধীর-সংসারণ রে,

অধীর-গামিণী ।

অধীর সে পুরণে,

যুখি না কি ভেবে যনে,

কি মায়ার কি ছলনা খেল মায়ামিণী ।

একি পুনঃ ? তালে তালে নাচিছ তটিনী ?

৬

আবার আবার একি ভীষণ হিলোল রে,

ভট-বিঘাতিণী !

কেস এই গরজন

এ নিষ্ঠুর দরশন

নিঃশি অহরে ওই নীল-কাঞ্চিনী,

পুরকীর ছায়াও কি ছোঁয়া না যামিনী ?

৭

কল কল কল নাদে কি কথা করিছ রে,

কল-সিরাগিণী ।

অস্ত্র-বার-হবি ললী

পোষার ছায়ায় নিবী

তবু হায় না করায় কোবার ক

কার প্রেমে বল যদি, তুমি উদ্যমিণী ?

মরণের দুখ আজি কহিব তোমার রে,  
 ভূমর-সজিনি।  
 তব তটে বসি' বসি',  
 অজ্ঞ জলে সদা ভাসি,  
 নিবার এ অজ্ঞ-বারি দুঃখীর-সজিনি।  
 স্রবমরি। জ্বর-দরা, ককণা-রূপিনি।

বড়ই গাথের শুনি সজনি আমার রে,  
 তরল-রূপিনি।  
 'কোথা যাও কিরে' ভাও'  
 সঙ্গে মোরে লয়ে যাও  
 তরল-তরল-মরি। অনন্ত-গামিনি।  
 ভাসাব তরঙ্গে তব জীবন-তরলী। (জিহাঃ)

## সংক্ষিপ্তসমালোচন।

১। 'মিত্রপাঠ'; আমন্ত্রণ মিত্র প্র-  
 গীত।—বঙ্গদেশের ইহা একটি কলঙ্ক যে,  
 বাঁহাদিগের কবিত্বশক্তি আছে, তাঁহারা  
 বালকবালিকাদিগের জন্যে কাব্য লিখেন  
 না। ইহার এক কারণ এই, এইরূপ কাব্য  
 প্রস্তুত হইলে, তাঁহারা প্রায়শঃই স্বজনবৎসল  
 ও অসুগত-পালক শিক্ষাসমাজের নিকট  
 বিড়ম্বিত হন;—আর এক কারণ এই, তাঁ-  
 হারা কাব্যের বিপণিতে বাঁহাদিগের সহিত  
 প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে উপস্থিত হইতে লজ্জা বোধ  
 করেন, ঈদৃশ কার্যে হস্তক্ষেপ করিলে,  
 প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা দূরে থাকুক,—সেই  
 অনন্ত কোটি লেখকবর্গের সহিত তাঁহারা  
 সময় বিশেষে মল্লযুদ্ধ করিতেও বাধ্য হন।  
 হেলেনাকাব্যের রচয়িতা উল্লিখিত বিড়ম্বনা  
 ও লজ্জা উভয়েরই প্রতি দৃষ্টান্ত হইয়া  
 এই কলঙ্ক বোঝান যত্নশীল হইয়াছেন। তাঁ-  
 হার মিত্রপাঠ, বালকশিক্ষার অত্যন্ত উপ-  
 কারক। যে বেশির ভাগই বাঁহাদিগের  
 পক্ষাঘাত, তাহারা মিত্রপাঠ শব্দিলে

ভাষা শিখিবে, অথচ জ্ঞান লাভ করিবে।

২। 'কুমদমালা। নিসর্গ সুন্দরী-প্রণেতা  
 জীশারদা প্রসাদ স্মৃতিরত্ন বিরচিত।' এদে-  
 শীয় কবিসম্রাটদের মধ্যে ইদানীং বাঁ-  
 হারা প্রসিদ্ধ ও প্রথিতনামা হইয়াছেন,  
 তাঁহারা সকলেই রিণ্টন, বাররন, ফট ও  
 টেনিসন প্রভৃতি ইংরেজ কবিগণের মজ-  
 লিয়া। তাঁহাদিগের বাঙালা কবিতা ইং-  
 রেজী কবিতার ন্যূন এক নৃতির মত।  
 বিলাতের বিবিদিগকে সাড়ী এবং বলর  
 চন্দ্রহার প্রভৃতি আভরণ পরাইয়া যৌ-  
 সাজাইলে, অথবা এদেশের বধূদিগকে গা-  
 উন পরাইয়া বিবি সাজাইলে যেমন দে-  
 খায়, ঐ সমস্ত কবিতাও বাঁহাদিগের  
 নিকট তেমন প্রতীত হয়। দেখিতে সু-  
 ন্দর,—শোভায় অপূর্ণ; কিরূপরিমাণে  
 নূতন নূতন, অথচ দ্বিগুণে তাকালে  
 পরিচিতপূর্ণ। স্মৃতিরত্ন মহাশয় প্রভৃতি  
 কতিপয় ব্যক্তির গুরুত্বান অর্জন। তাঁ-  
 হারা বাহা কিছু শিখিয়াছেন, তাহা কা-

নিদান, তারবি ও ভবভূতি প্রভৃতি তা-  
রঙ্গী কবিশ্রদ্ধারের নিকট। সুতরাং তাঁ-  
হাদিগের কবিতার এই অশুভব, এই হুতনও  
মাই। কিন্তু অশুভব ও হুতন না হইলেও  
কুন্দমালার মত কবিতা অবশ্যকার বস্তু  
নহে। আমরা নিসর্গসুন্দরীর নির্মল কান্তি  
দেখিয়াই স্মৃতিরত্ন মহাশয়কে কবি বলি-  
রাছি, তদীয় অগ্রজলসিক্ত কুন্দমালার  
গাঁথনি দেখিয়া তাঁহার কবিত্ব শক্তির বি-  
কাশবিষয়ে আশাবৃত্ত হইলম্।

৩। ‘কবিতামুকুর। ক্রিশ্ণলিভূষণ মু-  
খোপাধায় কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত।’  
শ্রীমুকুর তদীয় বিজ্ঞাপনের দ্বিতীয় দফার  
লিখিয়াছেন ; “—আমাদের পূর্বপুরুষ-  
গণের মধ্যে কোন ব্যক্তি নবাবসরকারে  
চাকরি করিয়া মজুমদার খেতাব প্রাপ্ত  
হন, এবং তদবধি আমাদের বংশাবলী এই  
খেতাবে আখ্যাত হইয়া আসিতেছেন।  
কিন্তু আপাততঃ এই খেতাব মনোরম বোধ  
না হওয়ার আমাদের চিরপ্রচলিত মুখো-  
পাধায় উপাধি গ্রহণ করা গেল।”

একথায় আমাদের কোন আশঙ্কি  
নাই। কত লোক কত অসৎকর্ম ক-  
রিয়া খেতাব লইতেছে, অথচ কেহ তাঁহা-  
দের নিন্দা করিতেছে না। এমন স্থলে আ-  
মাদের শ্রীমুকুর কেতাব লিখিয়া খেতাব  
লইবেন, অথবা পুরাতন খেতাব, পুরাতন  
জীর্ণ বস্ত্রের মায় পরিচাণ করিবেন,  
তাঁহাতে ইহা কিছু নব্বুর জগতে কোন পা-  
বাগচিহ্ন প্রদান ব্যক্তিরা আপত্তি হইবে

পারে? কিন্তু শ্রীমুকুর তদীয় বিজ্ঞা-  
পনের প্রথম দফার বাহা লিখিয়াছেন,  
তাঁহাতে আমাদের নানারূপ আপত্তি  
আছে। প্রথম দফার প্রথম পংক্তি এই,—  
“করেকটি কবিতা বিরচিত করিয়া কবি-  
তামুকুর প্রকাশিত হইল।” বাজালা ভাষা  
বেওয়ারিশী মাল হইলেও ইহাতে এই  
রূপ ব্যাকরণ-বিকল ও রীতিবিকল বাহা  
প্রথিত হওয়া অমুচিত। দ্বিতীয় আপত্তি  
‘পরাপরদ্বন্দ্ব পরমা দণ্ডে।’ শ্রীমুকুর  
লিখিয়াছেন,—“কবির হেমচন্দ্র বন্দো-  
পাধ্যায় মহোদয়ের রীতি অবলম্বন পুস্তক  
অধিকাংশ কবিতাগুলি লিখিত হইয়াছে।”  
এই কথায় আমাদের কেন, অনেকেরই  
আপত্তি হইতে পারে। শ্রীমুকুর কল্প  
কবিতাকে হেমচন্দ্রের অমুকৃতি বলেন,  
নিম্নে তাহার একটি প্রদর্শিত হইল।

“আশীলক্ষ বর্ষ পূর্বাঙ্গি জনম,  
জনমি জগতে, তুঞ্জিয়া অসম  
যাতনা যতক, জীবাত্মা চরম,  
হয় দৃষ্ট ভবে মান-রা-কারক  
কত বিভ্রম। কঠোর নিত্য  
ভোগ-শেষ হয় টুটে যবে এম,  
মায় তবে পেয়ে ঈশ-অনুরাগ,  
আগ্নেয় জীবাত্মা পরিচাণ।”  
এই কবিতাটির হেমচন্দ্রের অমুকৃতি  
যের মত হইবে, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত  
হইল।



কালক্রমে দুবকের মায়। কেল্লোবক-বি-  
বাকের চেটী। এক... সার্থকের বিষয়।  
স্বয়ংস্বয় অর্থ আছে, কিন্তু সিদ্ধির অর্থ সে-  
কিন্তু শিক্ষা। ইত্যাদি গাভীর কল্পে অতি-  
গভীর বিজ্ঞপত্রের বর্ণনা করাই এই কল্প-  
প্রবৃত্তির উদ্দেশ্য, এবং এই উদ্দেশ্যবিশেষে  
প্রবৃত্তিকারের মনোরম লক্ষণ বর্ণনা আছে। যে  
কীছার এই বিচক্ষারিৎসৎ পৃষ্ঠাতক শক্তক  
খানি লইয়া লক্ষ্য লুপ্ত কাল উপবিষ্ট হ-  
ইয়াছে, সেই প্রথমে হাতিয়াছে,—হা-  
দিয়া অন্যকে হাতিয়াছে, এবং পরিশেষে  
জ্ঞতগুরুদের দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়াছে।

রামদাস শরীর অমিতাক্ষর পদা নি-  
জাত শ্রীতিগ্ননা ভাবা লইয়া কীড়া করিতে,  
ভাবার রম-বৈচিত্র্য প্রদর্শন করিয়া পাঠ-  
কের চিত্রে তৃপ্তি জন্মাইতে কীছার অনু-  
মাত্রও আশাস হর না। তিনি নিরন্তর বাস  
বিজ্ঞপ্ত এবং স্নেহ পরিহাসে ব্যাপ্ত হই-  
য়াও দুই এক স্থলে তুলিয়া করুণে অন্যকে  
উচ্চ শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, নিম্নোক্ত  
পংক্তিচয় তাহা প্রকাশ পাইবে।

“কে বলে নদীর জ্যোত কাল-জ্যোত-স্বয়?”

ভাসাইয়া জবাব দান দান দিলে—  
একটি একটি করি বহুতর ফুল,—  
সারি দিয়া ভেসে যেতে দেখেছি বাহার  
তীরে দাঁড়াইয়া, শেষে বহুতর পদে,  
সাঁতারিয়া সব গুনি ওমেছি হইয়া।”  
কিন্তু যে কালের জ্যোতে পারিজাত জিনি  
অমূল্য কল্পে বসে ভাসিয়া গিয়াছে,

দেখিছি নদীর জ্যোত সারি নি-  
সারি নি-সারি।  
সারি সারি সারি সারি সারি সারি  
স্বয়ংস্বয় অর্থ আছে, কিন্তু সিদ্ধির অর্থ সে-  
কিন্তু শিক্ষা। ইত্যাদি গাভীর কল্পে অতি-  
গভীর বিজ্ঞপত্রের বর্ণনা করাই এই কল্প-  
প্রবৃত্তির উদ্দেশ্য, এবং এই উদ্দেশ্যবিশেষে  
প্রবৃত্তিকারের মনোরম লক্ষণ বর্ণনা আছে। যে  
কীছার এই বিচক্ষারিৎসৎ পৃষ্ঠাতক শক্তক  
খানি লইয়া লক্ষ্য লুপ্ত কাল উপবিষ্ট হ-  
ইয়াছে, সেই প্রথমে হাতিয়াছে,—হা-  
দিয়া অন্যকে হাতিয়াছে, এবং পরিশেষে  
জ্ঞতগুরুদের দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়াছে।

আমাদিগের প্রবোধ্য লক্ষ্যকারী আ-  
বাদর্শনসম্পাদক ভারত-উদ্ধারের লক্ষ্য-  
লোচনা করিতে গিয়া অভিনববস্তুদর্শন-  
জন্য আমদের উৎসাহে ইহার একান্ত  
উদ্ধৃত করিয়াছেন। আমরা যদি সাদিক-  
তর আনন্দোৎসাহে ইহার অপারাজিত উদ্ধৃত  
করি তাহা হইলে আর রামদাস শরীর  
‘চারি আনা’ লাভ হইয়া উঠে না।  
অতএব আমাদিগের বিজ্ঞপ্তার প্রত্যেক  
বাহ্যলিঙ্গই ইহাকে প্রমাণ দিয়া দিগ্ধ  
দিয়া কিঞ্চিৎ বিদ্যালিত করা কর্তব্য।  
আমরা এই নিমিত্ত ভারত উদ্ধারের আর  
কোন ফুল উদ্ধৃত না করিয়া কেবল প্র-  
বৃত্তিকারকে আশীর্বাদ মাত্র দিয়াই বিদায়  
করিতে বাধ্য হইলাম। আমরা আশী-  
র্বাদ করি, বাস যেমন ভারত-কাব্য সি-  
খিয়া ভগবান ঈশ্বরের বরে অমর হইয়া-  
ছেন, রামদাস শরীর সেইকাল এই ভারত  
উদ্ধার কাব্য রচনার প্রজ্ঞাশিনি কৃষ্ণ  
বরে কণ্ঠকর অক্ষয়-ফল লাভ করুন,—  
এবং যেমত সাদিক-তর আনন্দ উৎসাহে  
বাঁ ও ভারতের বসে বসে লাভ করিয়া ই-  
জ্যের উদ্ধৃত করিতে অনুমতি পাই।



## যমুনা তটে ।

যমুনার কাল জল নাচিতে নাচিতে  
দেখিছু ছুটিছে জ্ঞাত হাসিতে হাসিতে,  
করি বঙ্গ মনসাথে, প্রেমিকে ফেলিয়া কাদে  
ভাগিরথী-কোলে স্নোত সোহাগেতে

চালিতে ।

উদিত নবীন রবি, বরিশা নবীন ছবি,  
তবল রূপের ছটা খলখল করিছে ।  
কি বরি সে কম কান্তি ! কলরেজখায় জাপ্তি,  
তবল তপন হতে রূপগারা করিছে ।  
কাল জলে ভাসি ভাসি ছড়াইয়া রূপরাশি  
হাসিমাখা মুখে মরি জনমন হরিছে !  
কেমন হইবে যমুনার খেলিছে !

২

মদ মদ গন্ধবহ কুলরেণু উড়ায়ে,  
ভালিতে মাখায়ে হাসি সুধাধারা ছড়ায়ে,  
সুন্দলে নাচাইয়া, লতা পাতা কাপাইয়া,  
সুগন্ধন হাসাইয়া যুগুবে বহিল ।  
কালিন্দীর কালজলে আমরি কি কুতূহলে  
গবির কণকছটা কলমল করিল ।—  
ওরণে ঢালিয়া অমৃতালে তালে নাচিল ।

৩

কালিন্দীর-কালজলে কিবা খোজা হইল !  
নব সুন্দলে বেন সৌদামিনী হাসিল ।—  
লতা পাতা তরুণ সব হল সচঞ্চল,  
একে, বেকে, থেকে থেকে, বীরে দীরে  
কাপিল ।

হলে পর হিমালয়, সেও বেধা হ'ও নয় ।  
আমরি কালিন্দী কিবা গাফায়ে দিগিল ?  
বরদার বক্ষে করে মসি-বেধা আঁকিল ?

৪

ত্রিটিনের জয়ন্তন্ত সমুদ্রত বদনে  
ভীমহর্গ ছুটিতেছে চুঁসিবারে গগনে ।  
ভীষণ গভীর বেশ, উজ্জ্বল বোমকেশ,  
নিমগ্ন গভীর তপে ।—সেও আজ কাপিল !  
দেখিয়া কেহ না দেখে—দেখিয়া কেহ না  
শেখে !—

না দেখিয়া কেহ কিংবা মনে মনে শিখিল—  
যমুনার কাল জল কত খেলা খেলিল ।

৫

দেখিতে দেখিতে ভাষু অন্তগত হইল ।  
হাসি হাসি মুখশশী ললদর উদিল !  
আমরি কি রূপরাশি ! সকলি উঠিল হাসি—  
রসবতী বসন্তবতী খল খল হাসিল ।  
রজতের ওজলে জলজল ভাসিল !  
ভীষ্মিত পুষ্পোদ্যানে পুষ্পরাজি হাস্তামনে  
হাসাইয়া জনমন কিবা মরি কুটিল ।  
ওণে বশ দিগ দশ, ঢল ঢল সুধারস,  
সুধারসভারবাহী সসীর্ণ ছুটিল ।  
ওঞ্জরবে অলি সবে দিবা জমে ।  
নাগর-অমরা বসী বেড়াইব লরিল ।  
একাকার পুরি ।

শুভ্র জল, শুভ্র ফল, ফল, ফুল, তক  
শুভ্রের নীলধর।—কোথার কোণেতে  
স্থাপিত শুভ্রমুখ—হৃদয়ে উথলে পুষ্প,  
ভাসে যশ। হেরি নাতা স্মৃতি-সিদ্ধ-জন্মেতে  
ভেসেছে সকলি পুত স্মৃতি-স্মৃতি-রসেতে।

৭

হায় পুত্র কথা সব আজি মনে পড়িল।  
স্বপ্নের দাগেরে এই বাড়বাড়ি জ্বলিল।  
চলিয়াছে চল চল, হে যমুনে। বল বল  
সে যমুনা তুমি কিগো, যার কালজন্মেতে  
ভাসিত রাধিকাশ্যাম পুত প্রেমরসেতে।  
কুটিত কণকপদ্ম, বিমল অমৃত পথ—  
মধুগন্ধে আশোদিত হত সব ধরনী ;—  
যমুনে। তুমি কি সেই নবধনবরনী ?

৮

যমুনে। তুমি কি সেই মৃদুকলনানিনী ?  
কোথা সে গোপের বালা প্রকুল ফুলের ডালা  
অধরে মোহনবাণী,—বল গজগামিনি,  
কোথা রাধা-মনোহর—পরম পুরুষবর ?  
কোথা সে পবিত্র প্রেম ? স্মরণের নলিনী ?  
সেই ছত্বে সেই গীত ; সে বাজনা সুরলিত  
কোথা সেই মনোহর ? তপনের গরিমা ?  
ও পবিত্র তব নীর সত্য কি গো কাল চির  
কিংবা ভেবে ভেবে যবে পড়িয়াছে  
কালিকা ?  
কালিকা জন্মে যার, কিসে হাসি হবে তার—  
পশিলে ক্রমে কীট সে কুণ্ডল কুটে না।—  
হতাশার চিত্রপটে ইন্দ্রধনু উঠে না।

৯

কালিকা জন্মে যার, কিসে হাসি হবে তার—

নহে কুড়, পড়িয়াছে কালিকা জন্মে।  
উদেলিত চিত্রোদ্ভাস, প্রভাস প্রভাস  
হৃদয়-পাবক-প্রভাস—অবনী।  
তোমার এ হাসি নয়।—কি উদিত হয়  
অমানিশাগগনেতে ?—তুমিই যে কেবল  
বাহিরে শীতল রসে, অন্তরে গরল রসে,  
ওযরে ওযরে সলা জ্বলিতেছ ললনে ;—  
তা নয় তা নয় নয় ; অচল সচল চয়  
কাদিতেছে—পড়িতেছে সদা মনোবেদনে।  
কানিব না আমি আর, আজিকে পেরেছি  
সার,

তব তটস্থিত বধা তক লতা বঙ্গরী—  
বাহুবিলোড়িত জলে, উতাল তরঙ্গ মীলে  
হয় বটে লগ্ন তত,—তুমি কি নগরী,—  
সেই ধ্বংসে কিছ নয় ধ্বংস সেই সমুদয়—  
কাঁপে বটে প্রভাকর—প্রতিবিম্ব কেবলি।  
সেই মত আজ সন্ধ্যা তরলিত রম্যতী  
নীলবিলে বাহুবিলে হাসিবেক সকলি ;—  
কুটিবে ও কালজন্মে লরসিজ-আবলী।

১০

কুলকুল হাসি করি প্রবাহিনী চলিল।  
সেই স্বচ্ছ নীরে কিবা চকল বিদ্যা বিতা  
স্বপ্নভ্রমতী কোলে কুমুদিনী হলিল।  
নিশা হল অবসান, বিহঙ্গ মরিল গান,  
শীতল প্রভাত বাহু মুহু মুহু বহিল।  
পূর্ণাবরে কেবা হাসি চেলে দিল হাসি—  
আমরি কি রূপ ছটা।—বসন্তের জ্বলি।  
অজি-রমণীর বেশ, ক্রমে মলিনত বেশ,  
স্বপ্নরী উদানেবী হাসি কিসে দারিল।

আমরি এ কাকাকা কতুননা।—অত্যা

শ্রব্য।—

এসর সহস্রা আন্য পুনঃ রবি উদিল।

আমিরে জগজ্জন নবরসে যাতিল।

১১

অরি উবা গুহাসিনী! অমৃতের আসারে

হাসি বধা মৃদু মৃদু ভাসাইলে সবারে;—

নীতল শিশির জলে জুড়াইলে ধরাভূলে—

মতিবিলে সমুদার পুন নব জীবনে;—

হৃদয় কবে বল হাসাইবে? মনানল

জুড়াইবে—পার কি গো? মধুরসি

লয়ে

হে রবি উঠিলে ভাল দাখিরা কিরণজাল,

কবে হে উঠিবে হাসি এ হৃদয়-পালকে;—

কুটিবে পরম পদ্ম দেখে তব বদনে।

● অহরিনোহন সুখোপাধার।

## বিশ্বদুঃখ

বিশ্বদুঃখ ভারতীয় ইতিহাস পটের এক-  
খানি প্রধান চিত্র। প্রধান চিত্র বলিয়াই  
অন্যাপি বৈদেশিক সমালোচক গণ ইহা  
নইয়া কৌতুক-প্রিয় জনগণের সমক্ষে  
আশ্চর্যান করিয়া বেড়াইতেছেন। এই  
আশ্চর্যান যাছারা দেখিতেছেন, অথবা  
শোকপূর্ণস্মরণ ইহার কাহিনী শুনিতেছে  
তাহাদের কেহ অটুহাস্যে করতালির  
ধ্বনিতে দশমিক প্রতিধ্বনিত করিতেছে, কেহ  
হৃণার মুখ বিকৃত করিয়া একটি অসহায়  
পতিত জাতির দেখে কলঙ্কের দুর্গন্ধ পাক  
ঢালিয়া দিতেছে, কেহ হুঃসহ ধর্ম বেদনার  
অধীর হইয়া উদ্দেশে তর্জনী সুকালন  
করিতেছে, এবং কেহনী মিথরসে গভীর  
ভাবে অতীত ঘটনা পর্যালোচনা করিয়া  
একদা একোকে ও অভিযোগে বীর্ণনিঃশ্বাস  
প্রেরিত্তেছে। এই বিচিত্র আশ্চর্য্যের  
কারণ কি?

আমরা বলি এই আশ্চর্যান কিছু  
মাত্র বিচিত্র নহে। ইহা হৃদয়ের অপরি-  
বর্তনীয় ধর্ম অথবা প্রকৃতি-তরঙ্গিণীর অব-  
শ্যজ্ঞাবী তরঙ্গ-লীলা। যখন বাহ্য পরি-  
দৃশ্যমান সংসারের সমক্ষে আপনার  
প্রভাব বিস্তার করে, মানব প্রকৃতি তখনই  
তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হয়, মানব কল্পনা  
তখনই উচ্চ হইতে উচ্চতর গ্রামে আরো-  
হণ করিয়া বীরে বীরে তাহার অন্তর্গত  
ধর্ম নানাবর্ণে রঞ্জিত করিতে থাকে। এই  
ধর্ম অথবা এই কল্পনার বলে, সে হয়ত  
সমাজে-পুঞ্জীয় হইয়া অমেকের হৃদয়গত  
শব্দা ও জীতির পুষ্পাকুলি পাইবার অধি-  
কারী হয়, অথবা হয়ত কল্যাণ ও শিখার  
পরে আকষ্ট নিবৃত্ত হইয়া বিচারের অবি-  
তীয় পাত্র হইয়া থাকে। বনান্ড-বিহা-  
রী বিহকী যখন মানবের অগাধ্য কান্দনে  
থাকিয়া অনন্ত বিলাপকণ্ঠে হৃদয়কে সজীত



রূপা রবণ করে, এবং আপনার সৌন্দর্য-মহিমায় আপনিই মুগ্ধ হইয়া শ্যামল তঁকা-পাখার শাখায় নাচিয়া বেড়ায়; তখন কে আপনার বিষয় আলোচনা করে? কোন প্রাণিকবাস্তুর প্রতিপত্তা তাহার স্তম্ভিত-চিত্তে পরিপূরিত হয়? কোন কঠোর সমালোচকের কঠোর সমালোচনার তী-ব্রবাণে তাহার অবত-রক্ষিত হৃদয়ের দেহ-ক্ষত বিক্ষত হইতে থাকে? কিন্তু এই বিহঙ্গী যখন লোক-লোচনের সম্মুখবর্ত্তিনী হয়, তখন ইহার সম্বন্ধে কত তুমুল আন্দোলন হইতে থাকে, বৈজ্ঞানিকের লেখনী ইহার ঈশ, গুণ প্রভৃতির সম্বন্ধে কত বিবরণ অজ্ঞান সংগ্রহ করিয়া বিজ্ঞান ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে থাকে। তখন কেহ এই বিহঙ্গীকে প্রাণ বিযুক্ত করিয়া উৎকট স্বার্থপরতা চরিতার্থ করে। কেহবা বিরাগে বিতুষ্ট্যায় ইহার কোমল-দেহ-বিচ্ছিন্ন কো-মল পাশক-রাশি দূরে নিক্ষেপ করিয়া আপনার অহঙ্কারের পরিচয় দিতে থাকে।

কিন্তু যদি এই বনবিহারিণী বিহ-ঙ্গীর জ্ঞান আপনার মহিমায় আপনিই বিমুগ্ধ থাকিতেন; অথবা বিমুগ্ধ হইয়াই আপনার মহিমা বিকাশ আপনিই ক-রিয়া সুখী হইতেন তাহা হইলে তিনি কখন কাহারও বিযুক্ত বাণ বা প্রীতি-পুষ্পাঞ্জলির লক্ষ্য হইতেন না। অনন্ত-প্রসারিত গগনতলে ক্ষুদ্র নক্ষত্র-বিন্দুর জ্ঞান অথবা অনন্ত বিস্তৃত জল-সি-হ্নদে নদী-গল-বিঘের জ্ঞান তিনি নীরবে

শবিত হইয়া নীরবেই বিলয় পাইতেন। কিন্তু কিন্তু এরূপ নীরবে সমুদ্রিত হইয়েন নাই। অনেক বিষয়-স্তুমিত নেত্রে তাঁ-হার সমুদ্রান চাহিয়া দেখিয়াছে; অনেক মন্ত্রণাপর রাজনীতিজ্ঞের হৃদয়ে তাঁ-হার সমুদ্রান আশঙ্কা উৎপাদন করি-য়াছে। ওয়াটলুর ভীষণ ক্ষেত্রে বাহারা টলে নাই, পলাশির শোণিত জ্যোত দ-র্শনে বাহারা বিচলিত হয় নাই, রাজনী-তির, রহস্যধারণে বাহারা অসামর্থ্য প্র-কাশ করে নাই, বাহারা বারিদি বেষ্টিত একটা ক্ষুদ্র দ্বীপে বাস করিয়া সমগ্র পৃথিবীর নিকট বীরত্ব ও রাজনীতিজ্ঞতার পূজা পাইয়া আসিয়াছে, ভারতের উত্তর ও দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম এক হইয়া বা-হাদের প্রভুশক্তির নিকট মস্তক অবনত করিয়াছে; কিন্তু তাহাদিগকেও নি-স্তেজ বণিক-প্রকৃতিক বলিয়া উপহাস করিতেন; তাহাদের বিভীষিকাও কিন্ন-রের তেজস্বি হৃদয়ের কঠিন আবরণ ভেদ করিতে অসমর্থ হইত। এরূপ তেজস্বিনী ও ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ললনার চরিত্র লইয়া যে বৈদেশিক সমালোচক গণ আশ্চর্য্যজনক ক-রিবেন, তাহা কিছু বিচিত্র নহে।

কিন্তু বিজ্ঞানার উপর বিজ্ঞানী এই, কিন্তু বাহাদের হৃদয়ে আশ্রিত দিরাছেন, বাহাদিগকে বিকলাঙ্গ করিতে সাধ্যমত প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহাদিগকে কিন্নরের চরিত্র-পটের চিত্রকর হইয়া সাধারণের সম্বন্ধে উপনীত হইয়াছে। সুতরাং এ

তৎ প্রসঙ্গে তাহাদের আশ্চর্যজনক আশুপনা। এই চিত্রের উদ্দেশ্য। চিত্রকর এই  
 হইতেই নিয়মিত সীমা অতিক্রম করিয়া গানাদাম সঙ্কলনে ও এই উদ্দেশ্য সা-  
 অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছে। যখন যখন সহজেই দুর্বল, সহজেই চঞ্চল, ও সহ-  
 জেই তারল্য-বিকাশক। ইহা ধীরতা ও  
 বিবেকের অবলম্বনে না চলিলে এই অশ-  
 রণ সংসার-প্রলয় পরোক্ষির এলো-  
 হুসে একবারে নিমগ্ন হইয়া যায়। প-  
 দপত্রের উপর বারিষণ্ড যতক্ষণ স্থির  
 ভাবে থাকিতে পারে,—ততক্ষণ যখন  
 যদি ধীরতা ও বিবেক বিহীন হয়, তাহা  
 হইলে কর্তব্য বুদ্ধি একবারে শুভিত হ-  
 য়া আইসে। এই কর্তব্য বুদ্ধির স্তম্ভী-  
 ভাবে যদি অকার্য্য অমূল্য হয় তাহা  
 হইলে বিশ্বাসের চরিত্র অন্ধনে নিঃসন্দেহ  
 সেই অকার্য্যানুপাতের ছায়া আসিয়া  
 পড়িয়াছে।

চিত্রকর চিত্রের যথাযথ স্থলে যথাযথ  
 প্রতিকলিত না করিলে চিত্রখানি যে-  
 কল্প কদাকার ও অশ্রদ্ধের হয়, বৈদেশিক  
 চিত্রকরের হস্তে বিশ্বাসের চিত্রও ঠিক সেই  
 রূপ কদাকার ও অশ্রদ্ধের হইয়াছে। বি-  
 শাল ব্রহ্মাণ্ডের যত কিছু কলঙ্ক, যত কিছু  
 পাপম পদার্থ ও যত কিছু অম্পৃশ্য ঘৃণ্য  
 বস্তু আছে, চিত্রকর অমানবদনে, অস-  
 কৃতিত্ব জনয়ে, তৎসমুদয় সংগ্রহ করিয়া বি-  
 স্মনের চিত্র আঁকিয়াছেন। কলঙ্কই এই  
 চিত্রের উপানান এবং একটি নারীকে ক-  
 লঙ্কিত করিয়া তৎসংস্পর্কে একটি প্রবল  
 প্রতি-উপর সাধারণ বিরাগ উৎপা-

দনে অনেকাংশে কৃতকার্য হইয়াছেন।  
 তাঁহার সচিবতা ও উদারতার বিশেষ প্র-  
 শংসী এই, তিনি এই সমস্ত কলঙ্কের ভার  
 বহনে কিছুমাত্র কাতর করেন না। তাঁহার  
 উৎকট দুর্গন্ধে নাসিকা সঙ্কুচিত করিয়া  
 কিছুমাত্র শ্বাস শিক্ত করেন নাই। সংসার-  
 বিরাগী পরমাত্মনিষ্ঠ পরমহংসের ন্যায়  
 তিনি সকল প্রকার দুর্গন্ধময় দ্রব্যই আদরে  
 অবিকার চিত্রে হস্তে করিয়া আপনার  
 কার্য সাধন করিতেছেন। ইহাতে ঘৃণা,  
 লজ্জা অথবা বিরাগ আসিয়া তাঁহার  
 কার্য্যে বাধা জন্মায় নাই। এইরূপ ধীরে  
 ধীরে কলঙ্কের রেখাপাত করাতে চিত্রের  
 সকল স্থানই কলঙ্কময় হইয়া উঠিয়াছে।  
 ইহার কোনও স্থলে স্বমনিয়তার বিকাশ  
 নাই, কোনও স্থলে সরলতার স্ফুর্তি নাই,  
 এবং কোনও স্থলে পবিত্র সৌন্দর্য্যের ম-  
 দালসবিত্রম নাই। অস্বাভাবিক  
 অগার জলধিতে যেমন একই নীলিমা ভা-  
 নিয়া বেড়ায়, নিকল জলধর পটলে আ-  
 ছাদিত গাণে যেমন একই কালিমা লীলা  
 করে, এই চিত্রের প্রতি রেখাতে সেইরূপ  
 একই কলঙ্ক বিকাশ পাইতেছে। শবাসনা  
 লোলরসনা কপিত্রাক্রদেহা দিগদ্বারী ভৈর-  
 বীর মূর্তিতে অথবা রোমের বীর চতুর্মণির  
 প্রেম ভিখারিনী সৈশরী রাজবালাতেও  
 মাধুর্য ও পবিত্রতার আভাস সম্ভবে, কিন্তু  
 এই চিত্রে অধুনা মাধুর্য ও পবিত্রতার

রোপাও সম্ভবে না। কালের করাল  
রাজ্যে জীবন হলাহলময় যত নরক আছে,  
তৎসমুদয়ের প্রতিবিম্বই এই চিত্রে প্রতি-  
ফলিত হইয়াছে। ঝিনুকের ও ঝিনু-  
কময়ূক্ত জাতির সহিত যাছাদের সম্বন্ধ-  
ভূতি নাই; ইহাদের অভ্যাসে যাছাদের  
লাভের স্পৃহা নাই, তাহারা যে এই কল-  
কময় চিত্রের কলঙ্কিনী আত্মা দেখিয়া ঘো-  
রভয় করতালি-ধ্বনির সহিত অট্টহাস্যে উ-  
পহাস করিবে, তাহাও কিছু বিচিত্র নহে।

কিন্তু বৈদেশিক চিত্রকরের সকলেই  
যে ভারতীয় ইতিহাসপটে এইরূপ কালিমা  
বিস্তার করিয়াছেন, আমরা প্রাণান্তেও  
তাহা বলিব না। অনেক বৈদেশিক, ধী-  
রতা ও বিবেকের মন্ত্রণায়, ঝিনুকের সহিত  
বিলক্ষণ সম্বন্ধহার করিয়াছেন। এবং  
নাগের দিকে চাহিয়া ঝিনুকের কার্য-  
কলাপের সমালোচনা করিয়াছেন। ইহা-  
দের প্রতিভাবলে পূর্বোক্ত কালিমা অ-  
পসারিত হইয়া ঝিনুকের চরিত্রে যথাযথ  
বর্ণ প্রতিফলিত হইয়াছে। আমরা যদি  
একথা স্বীকার না করি তাহা হইলে আমরা  
নিমিত্ত অকৃতজ্ঞ, হৃদয়হীন ও অমানুষ-  
প্রতি। দরিদ্র অসহায় ভারতবর্ষ দীর্ঘ নিঃ-  
শ্বাসের সহিত এই অপকৃপাত পুঙ্খসিং-  
হদাগিকে অভিবাদন করিতেছে।

হি কি পাপ কার্য দেখাইয়া বৈদে-  
শিকগণ ঝিনুকে কলঙ্কিনী বলিয়া নি-  
দোষ করিয়াছেন, আমরা এতলে তাহার  
কোনও উদ্দেশ্য করিব না। ঝিনু-

যখন রাজাধিরাজ রণজিৎ সিংহের  
পূর্বে প্রবেশ করেন, ধীরে ধীরে যখন  
এজিভের সম্বন্ধার্থীরূপে পরিগৃহীত হইয়া  
পনার ভবিষ্য ক্ষমতার অকৃপাত কা-  
রে, এবং ধীরে ধীরে যখন কোকিনুরের  
কথিতে বিভাসিত হইয়া লাছোরের মর-  
রায়ে রাজনীতির পর্যালোচনা করেন,  
বৈদেশিকের অন্ত্রে তখন তাঁহার যেরূপ  
পাগীয়াসী মূর্তি প্রতিবিম্বিত হইয়াছে, সে  
মূর্তি ধ্যান করিলেও জংকম্প উপস্থিত  
হয়। ইহার পর ঝিনুক যখন স্বীয় মিয়-  
তিমেমির বহুবিধ আবর্তনের পর কারা-  
গার হইতে বিমুক্ত হইয়া বারিদি বেষ্টিত  
অপর্যচিত ও অজ্ঞাতস্থানে আসিয়া উপ-  
স্থিত হইলেন, এবং এই স্থানে যখন অদৃষ্ট-  
লিপি তাঁহার জীবনশ্রোতঃ কালের অনন্ত  
শ্রোতে মিশাইয়া দেয়, তখনও ঝিনুকে  
দগার চক্ষে নিরীক্ষণ করা হয় নাই। অ-  
ধিক কি, অদ্য যে পুঙ্খসিংহ ইংলণ্ডে থা-  
কিয়া সকলের নিকট আদর ও প্রীতি পা-  
ইতেছেন, ভারতের ললাটমণি রাজরাজে-  
শ্বরী বিষ্টোরিয়া বাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া  
সম্মানিত করিতেছেন, কলঙ্কিনী ঝিনুকের  
সম্মান বলিয়া তিনিও কলঙ্কী হইয়া ইতি-  
হাসের পত্রে পত্রে লীলামর্কটের ন্যায়  
বৃত্ত্য করিতেছেন। এই সমস্ত কলঙ্কের  
কাহিনী শুনিলেও কর্ণে হস্তার্পণ করিতে  
হয়। বৈদেশিকগণ এই পাপ, এই কলঙ্ক,  
এতদূপে স্তূপে সাজাইয়া রাখিয়াছেন  
যে, ভারত মহাসমুদ্র শতবর্ষ পরিব্যত

রিয়াও ইহা প্রকাশিত করিতে পারিবে না, হিমালয় স্বীয় গগনস্পর্শী মুদাবলী পাতিত করিয়াও ইহা মূলি রাশিতে পরিণত করিতে সমর্থ হইবে না।

আমরা বিন্দনকে চিরকাল মরার চক্ষেই দেখিব; কঠোর আঘাতে কঠোর প্রহারে যে অবলার দেহ ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে তাহাকে আবার পদাঘাত করা যে মহাপাপ, চিরকাল ইহা আমরা মনে রাখিব। অবলা চিরদিনই শ্রীতির পুত্রলী। অবলা চিরদিনই মরার পাত্র। ইহার পর যখন দেখিতেছি, বহুলোকে বহুদিক্ হইতে একটি অবলাকে ধরিয়া অশ্রুতপূর্ব্ব তাড়না করিতেছে, অবাচ্য তৎসনার স্তীকরণে তাহার হৃদয়গ্রাস্তি বিচ্ছিন্ন করিতেছে, এবং মৃত হইলেও নিরন্তর না হইয়া অকথা কলঙ্কের মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক তাহার পরলোকগত আত্মার তর্পণ করিতেছে; তখন কে কোন্ প্রাণে সেই অবলার মৃতদেহে আঘাত দিতে সমুদাত হয়? কে কোন্ প্রাণে তাহার শত্রুদের উদ্দেশ্যিত নিন্দাবাদের পুনরুদ্বোধনা করে? এই জন্যই আমরা দীর্ঘনিঃশ্বাস সহকারে বলিতেছি, বৈদেশিক সমালোচকগণ বিন্দনের চক্ষিতে যে যে কলঙ্কের আরোপ করিয়াছেন, তাহার পুনরুদ্বোধনা করিয়া লেখনীকে কলঙ্কিত করিব না। এতদ্ব্যতীত অনেক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, বিন্দনের প্রতি যে যে দোষ আরোপিত হইয়াছে, যদি তৎসমুদয় সত্য হয় তাহা

হইলে প্রকাশ করার দোষ কি? এই প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্ব্ব, লোকে বিন্দনকে যে যে কলঙ্কে কলঙ্কিত বলিতেছে, সে সকল প্রকৃত ঘটনার উপর স্থাপিত কি না তাহার মীমাংসা করা কর্তব্য। এই মীমাংসা একবারে অসাধ্য নহে। প্রতিদ্বন্দ্বিগণ যে যে বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন, সে সকল বিষয় উপযুক্ত প্রমাণ দ্বারা দৃঢ়তর হয় নাই। সুতরাং তাহার উপর মহজে বিশ্বাস স্থাপিত হইতে পারে না। এদিকে বিন্দনের যে অনন্যসাধারণ প্রভাব ছিল, প্রতিদ্বন্দ্বিগণ তাহার কিছুই উল্লেখ করেন নাই। ঘটনাবলীর এইরূপ অসম্পূর্ণতার একরূপ প্রতিপন্ন হইতেছে, বিপক্ষ সম্প্রদায় কেবল বিষম অন্তর্দ্বাছে অধীর হইয়া বিন্দনকে সাধারণের নিকট অপদস্থ করিয়াছেন। সুতরাং আরোপিত দোষ প্রকাশ করিয়া ফল কি? হইতে পারে বিন্দন অবলাস্থলত কমনিয়তার বশীভূত হইয়া একজনের প্রতি অধিক অনুগ্রহ দেখাইতেন, অথবা একজনকে অধিক ভাল বাসিতেন; ন্যায়ের অনুরোধে আমরা ইহা অবশ্যই স্বীকার করি যে, পক্ষনদের অধিস্থার এইরূপ পক্ষপাতিত্ব দোষের মধ্যে গণনীয়। ইহার জন্য বিন্দনকে অপরাধিনী বলিতে আমরা সঙ্কুচিত নহি। কিন্তু “অপরাধিনী” বলিবার পূর্ব্ব একবার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিব। অনুগ্রহ প্রদর্শন ও ভালবাসা অবলাহৃদয়ের অনিবার্য বর্ধ। বিন্দন অবলাহৃদয়ের

অধিকারিণী হইয়াতেই এই অবলাধর্ম প্রকাশ করিয়াছেন। বিচারক জগৎ ইহাতেও তাঁহাকে যাক্কন করিল না। বাঁহারা জগতের সমক্ষে আপনার প্রভাব বিকাশ করেন, তাহাদের হৃদয়ের প্রতি স্তর এইরূপ কঠোরভাবেই পরীক্ষিত হইয়া থাকে।

ঝিন্দনের অন্য নত অণুরাধ থাকুক, কিন্তু তিনি পঞ্জাবে আপনার প্রভুত্ব যেরূপ বিস্তার করিয়া সকলের ভক্তি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন, তজ্জন; তাঁহার নাম ইতিহাসের স্মৃতিস্মৃতিতে অনন্তকাল বিধোষিত হইবে। ঝিন্দন যখন পঞ্জাবের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন, যখন আপনার অপূর্ণ প্রভাব ও অপূর্ণ প্রতিভাবলে স্বক্ষানুক্ষমরূপে রাজকার্য্য পর্যালোচনা করিতে লাগিলেন, তখন সমস্ত পঞ্চদশ শতাব্দীতে গাঁত্রোপনি করিয়া তাঁহার লোকাতীত তেজোমহিমার নিকট মন্তক অবনত করিল। দরবারের অমাত্যগণ তখন তাঁহাকে তেজস্বী রণজিৎ সিংহর উপযুক্ত তেজস্বিনী মহিষী বলিয়া শ্রদ্ধা করিতে লাগিল, এবং রাজ্যের প্রাঙ্গণ তখন তাঁহাকে রক্ষকর্ত্রী মাতা বলিয়া ভক্তি করিতে লাগিল। এক্ষণে আমরা ঝিন্দনের এই তেজস্বিতা এবং প্রজাসাধারণের এই ভক্তি ও শ্রদ্ধার বিষয় কিছু কিছু বলিয়া বর্তমান অবস্থার উপসংহার করিব।

দলীপ সিংহ যখন পঞ্জাবের সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন হইতেই ঝিন্দনের ক্ষমতার বিকাশ হইতে থাকে।

ঝিন্দন এত দিন খনির অন্ধকারময় গর্তে থাকিয়া আপনার প্রভাব আপনাই দীপ্তি পাইতেছিলেন, এক্ষণে খনির গর্ত হইতে সমুখিত হইয়া চতুর্দিকে সেই দীপ্তি বিস্তার করিতে লাগিলেন। রণজিৎ সিংহের পরলোক প্রাপ্তির পর পঞ্জাব রাজ্য যেরূপ অন্তর্বিদ্রোহের ভয়াবহ তরঙ্গে আন্দোলিত হয়, তাহা ইতিহাস পাঠকগণ সবিশেষ অবগত আছেন। দলীপ সিংহ এই সময়ে মাবালক; স্বতরাং রাজ্যসংক্রান্ত কোন কার্য্যই তাঁহার হাত ছিল না। ঝিন্দন এই সঙ্কটাপন্ন সময়ে লাহোরের সিংহাসনে সমাসীন হইয়া রাজ্যের সুব্যবস্থা করিতে যত্ন করেন। তিনি প্রতিদিনই নিয়মিত সময়ে দরবারে উপস্থিত হইয়া রাজকার্য্য পর্যালোচনা করিতেন, এবং প্রতি দিনই স্বীয় শিশু পুত্রের রাজ্যনিষ্ঠতা ও নিকপত্রব করিবার জন্য রাজনীতির গূঢ়তম মর্ম উদ্বেদ করিয়া সকলকে বিস্মিত করিতেন। যে দুই প্রতীপপ্রবাহ পরম্পরের আঘাতে প্রতিঘাতে হিংসাপরায়ণ হইয়া বেলাভূমি ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছিল; ঝিন্দনের প্রভাবে তাহারা একস্রোতে মিশিয়া শান্তভাবে প্রবাহিত হয়। তাহারা দীর্ঘকাল কেশাকেশি, মুন্ডা শোণিতপ্রাবে অধীর হইয়া উত্তর ও দক্ষিণ পূর্ব ও পশ্চিম হইতে পরম্পরে পরম্পরকে ঘোরকষাণিত মেত্রে নিরীকণ করিতে করিতে মর্পের স্পর্শ করিতেছিল। ঝিন্দনের প্রভাবে তাহারা একহাড় এক

প্রাণ হইয়া পরস্পরকে প্রীতিভাবে আ-  
লিঙ্গন করে। বাঁহার ক্ষয় এইরূপে-  
জন্মিতার পরিপূর্ণ, বাঁহার মন এইরূপ উ-  
চ্চতর গ্রামে আকৃষ্ট, সে কখন অসার বা  
অপদার্থ হইতে পারে না।

যখন বিন্দন পঞ্জাবের লীর্বিহানে ব-  
র্তমান, রাজা লাল সিংহ তখন উজ্জীরের  
পুদে আকৃষ্ট। লাল সিংহের কোনও অ-  
মাতোচিত গুণ ছিল না। পঞ্জাবের স-  
কলেই তাঁহার প্রতি বিরাগ প্রদর্শন ক-  
রিত। লাল সিংহ পঞ্জাবে থাকিয়া উচ্চ-  
তম সৌভাগ্যের অধিকারী হইয়াছিলেন  
বটে, কিন্তু এই সৌভাগ্যে তাঁহার কোনও  
গুণ বিকাশ পায় নাই। তাঁহার সৌন্দর্য্য  
কেবল দেহ-যজ্ঞিতেই পর্যাবসিত হইয়াছিল,  
উহা আভ্যন্তরীণ প্রকৃতিতে উপগত হইয়া  
চিত্তের উদারতা সাধন করে নাই; স্বশাস-  
নক্ষমতা কেবল অন্তঃপুর প্রকোষ্ঠেই সীমা-  
বদ্ধ ছিল, উহা বহিঃপ্রদেশে প্রসারিত হ-  
ইয়া রাজ্যের উন্নতি সাধন করে নাই; রণ-  
নিপুণতা কেবল তোখামোদ-প্রায় কুপোষা  
সম্প্রদায়ের সমক্ষেই প্রকাশিত হইত,  
উহা রণস্থলে প্রদর্শিত হইয়া সৈন্যদিকে  
উৎসাহ দেয় নাই। ফলে লালসিংহ নি-  
ম্নশ্রেণীর ধূমকেতু স্বরূপ ছিলেন। বিন্দন  
ধূমকেতুর প্রতি কিছুমাত্র বিরাগ প্রদ-  
র্শন করেন নাই! প্রভূত, নানা প্রকারে উ-  
হার প্রশংসা দিয়াছিলেন। বিন্দনের চরিত্রে  
এই অংশ নিতান্ত কীণ ও নিতান্ত দুর্বল।  
এই কীণতা ও এই দুর্বলতা বিন্দনের

লাপ্রকৃতির দোষ। বিন্দন লাল সিংহের  
অতি বিশেষ অনুগ্রহ দেখাইতেন এবং  
তাঁহাকে সাধারণ লোক অপেক্ষা একটুকু  
অধিক ভাল বাসিতেন : সুতরাং অনুগ্রহ  
ও ভালবাসার পাণ্ডুর দোষ বিন্দনের  
চক্ষে ছোঁষ বলিয়াই পরিগণিত হয় নাই।  
আমরা পূর্বেও বলিয়াছি, এক্ষণেও বলি-  
তেছি, বিন্দনের এই দোষ অবলাক্ষণ্যের  
দোষ বলিয়াই আমরা চিরকাল দম্যর চ-  
ক্ষেই দেখিব।

রণজিৎর মৃত্যুর পর লালম্য সৈন্যের  
নিশ্চিন্তা ও যথেষ্টাচারিতা দেখিয়া ইং-  
রেজগণ আপনাদিগের সীমান্তপ্রদেশ  
( Frontier ) রক্ষা করিবার ব্যবস্থাদ্রষ্ট  
করিলেন; এক্ষণে বহুসংখ্যক সৈন্য ব্রিটিশ  
রাজ্যের সীমান উপস্থিত হইল। ব্রিটিশ  
গবর্ণমেন্টের এই উদ্যোগ দর্শনে খালসা  
দিগের ক্ষমতা নানাপ্রকার সালঙ্কিত তব্ধে  
আন্দোলিত হইতে লাগিল। বিন্দনও  
এই তরঙ্গের হস্ত হইতে রক্ষা পাইলেন  
না। বিন্দন যখন পঞ্জাবে আধিপত্য ক-  
রিতেছিলেন, তখন সীমান্ত ভাগে ইংরে-  
জদিগের সৈন্য-শৃঙ্খলা দেখিয়া ভাবি-  
লেন, ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট আপনাদের সী-  
মার যেরূপ আনি বাট বাধিতেছেন, তা-  
হাতে হঠাৎ পঞ্জাবরাজ্য আক্রান্ত হইতে  
পারে। পূর্ব-সুবি আসিয়া তাঁহার এই  
ভাবনার সহায় হইল। বিন্দন আবার  
ভাবিলেন, ইংরেজগণ এইরূপ কৌশলেই  
ভারতে আপনাদের রাজ্য প্রসারিত ক-

রিয়াছে, এইরূপ কৌশলেই স্বাধীন রাজ্য সমূহে পরাধীনতার দ্বারদ্বাৰা লোহ নিগড় পরাইয়া দিয়াছে। এই কৌশলের বলেই দক্ষিণে মহারাষ্ট্র দীর্ঘকাল যত সঞ্চালন, পাদসম্ভাটন ও শোণিত মোক্ষণের পর, কালের বিকট অধানে শয়ন করিয়াছে, এবং এই কৌশলের বলেই মধ্যে মুসলমান যোগ্যত তপস্বীর ন্যায় উর্জমেত্বে হইয়া আপনায় পূর্বে গৌরবের ধান করিতেছে। এইরূপ ভাবনায় এমীর হওয়ার্তেই ঝিন্দন প্রথম শিখ যুদ্ধাঙ্গলের ইন্ধন সংগ্রহ করিতে পরাধুত্ব করেন নাই। যে আশঙ্কায় খালসাগণ মদমত্ত বারণের ন্যায় পতঙ্গ পার হইয়া ব্রিটিশ রাজ্য আক্রমণ করিল, সেই আশঙ্কায়ই ঝিন্দন তাহাদিগকে ক্ষিপ্ত না করিয়া উৎসাহিত করিলেন। ইহাতে ঝিন্দনের যে বিশেষ সূক্ষ্মতা প্রকাশ পাইয়াছে তাহা আমরা স্বীকার করিব না। ঝিন্দন এমনিরূপে যদি তাঁহার পতির অবলম্বিত নীতি অনুসরণ করিতেন, তাহা হইলেই প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহার রাজ্য প্রতিজ্ঞতার সম্মান রক্ষা পাইত।

সিংহ ও তেজসিংহের বিশ্বাসঘাতকতা প্রথম শিখ যুদ্ধে খালসাদিগের পরাজয় হইল। ঝিন্দন এই পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই একপ্রকার ব্রিটিশ-সিংহের করায়ত্ত হইলেন। স্বতরাং প্রথম শিখ যুদ্ধের পরে ঝিন্দনের অদৃষ্ট-চক্রে এক এক গ্রাম গিলে যাইতে লাগিল। কিন্তু তেজস্বিনী ঝিন্দনের তেজস্বি হৃদয় ব্রিটিশ

সিংহের দুর্নিবার তেজের নিকট পরাভূত হইল না। ঝিন্দন অটল পক্ষের ন্যায় অটল হইয়া রহিলেন। তাঁহার রাজ্য পরপদানত হইয়াছে, পরজাতি সাত সমুদ্রের নদী পার হইয়া তাঁহার রাজ্যে আসিয়া আপনাদের ইচ্ছানুসারে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেছে, ইহা তাঁহার অসহনীয় হইল। বিদেশীর এই আশ্পর্ক, এই অধিকারপ্রিয়তায় ঝিন্দন মর্মে আঘাত পাইলেন। কামিনীর কোমল হৃদয় অপমান-বিবে কালীময় হইয়া উঠিল।

রেসিডেন্ট (হেনরী লরেন্স) ঝিন্দনের প্রকৃতি বুঝিতে পারিলেন। এরূপ তেজস্বিনী নারী লাহোরে থাকিলে যে আপনাদের প্রভু অক্ষুর রহিবে না, ইহা তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস হইল। এই বিশ্বাসেই রেসিডেন্ট ঝিন্দনকে লাহোর হইতে সেখপুরে নির্বাসিত করিলেন। সেখপুরও দীর্ঘকাল ঝিন্দনের লাভ্য তরঙ্গে তরঙ্গায়িত রহিল না। পরবর্তী রেসিডেন্টের (ফ্রেডরিক কারি) মন্ত্রণায় ঝিন্দন সেখপুর হইতে আবার বারণনীতে নির্বাসিত হইলেন। এইরূপ উপস্থাপি নির্বাসনে ঝিন্দনের কিছুমাত্র বিকার পরিদৃষ্ট হইল না। প্রকৃত বীরজায়া ও বীরনারীর ন্যায়, ঝিন্দন অটল ভাবে অধিকার চিন্তে স্বীয় দশা-বিপর্যয়কে আলিঙ্গন করিয়া পঞ্জাব পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন। ঝিন্দন এক সময়ে যে লাহোরের সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া



চারিদিকে আপনাব গৌরব বিস্তার করিয়াছিলেন; যে লাহোরের জমাদা-সমিতি এক সময়ে বিন্দনের অপ্রতিহত প্রভুত্বের নিকট অবনতমস্তক ছিলেন; সেই লাহোর পরিভাগ সময়ে বিন্দনের যেরূপ স্থিরতা দৃষ্ট হইয়াছিল, পঞ্জাব পরিভাগ সময়ে ও সেইরূপ স্থিরতার কিছুমাত্র হানি হইল না। যে পঞ্জাব এতকাল তাঁহাকে অধিষ্ঠাত্রী দেবীর ন্যায় পূজা করিয়া আসিয়াছিল, এক্ষণে সেই পঞ্জাব তাঁহার নেত্র বিনোদনের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইল। স্থির হৃদয়ে-বিন্দন পঞ্জাব-পরিভাগ করিলেন। বৈদেশিকের নিকট বিন্দনের চরিত্রগতি যতই নিয়ম-মিনী বলিয়া বোধ হউক না কেন, বৈদেশিক চিত্রকরের হস্তে পড়িয়া বিন্দনের চিত্র যতই কালিমায় পরিণত হউক না কেন, বিন্দন এই স্থিরতার জন্য নারী সমাজে গরীরসী বলিয়া পরিগণিত হইবেন।

এই নিকাসন-ঘটনাই বিন্দনের সৌভাগ্য-অভিনয়ের যবনিকা পতন। এই যবনিকা-পতনের অব্যবহিত পরে পঞ্জাবে যে ভয়াবহকাণ্ড সঞ্চারিত হয়; বিন্দনের নিকাসনই তাহার অন্যতম কারণ। এই ভয়াবহকাণ্ড দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধ। দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধ শিখদিগের স্বাধীনতা-ইতিহাসের শেষ অধ্যায়; এবং দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধ শিখদিগের সৌভাগ্য-নৈমির শেষ আবর্ত। সাগরের দ্বীপ উত্তর জলোচ্ছ্বাস যেমন ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে প্রলয়ের ধারা স্বরূপ

আসিয়া পারস্যের সংঘর্ষে তখন কাল-হল সমুখিত করে, এবং বহুক্ষণ ঘাত প্রতিঘাতের পর স্বস্তি বিধ্বস্ত হইয়া অনন্ত বারি-রাশির সহিত মিশিয়া যায়, দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধে ও সেইরূপ দুই প্রবল জাতি বিখ্যাত জাতি গর্জনে বিভিন্ন দিক হইতে আসিয়া বহুক্ষণ হস্তাহস্তির পর এক ভাবে মিশিয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধ রণ-জিৎরাজে করাল প্রলয়-কাদম্বিনী। ইহার হৃৎকম্পকারী জল-প্রবাহে শিখদিগের প্রভু মহত্ব সমস্তই বিধৌত হইয়া গিয়াছে। রণজিৎ সিংহ ইফেকের উপর ইফেক প্রথিত করিয়া যে মনোহর অট্টালিকা নির্মাণ করিয়াছিলেন, এই যুদ্ধের প্রবল বাতাসেই তাহা ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে। অপর দিকে দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধ শিখদিগের বীর্যবাহুর অসাধারণ বিক্ষুব্ধ-রণকারী। গুরুগোবিন্দ সিংহ যে ফল লক্ষ্য করিয়া শিখদিগকে সাধারণ তত্ত্ব-সমাজে একত্রিত করিয়াছিলেন, দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধেই তাহা পরিপক্ব হয়। যে চিনিয়ান ওয়ালার নাম ভারত ইতিহাসে স্মরণ্যে অঙ্কিত রহিয়াছে, যে চিনিয়ান ওয়ালার জন্য ভারতবর্ষ বীরেন্দ্র সমাজের বরণীয় হইয়া প্রাণকণ্ড অন্ধার পূজা পাইয়া আসিতেছে; যে চিনিয়ান ওয়ালার শিখদিগের দুর্দমনীয় তেজের নিকট ওয়াটালুজি ত্রিতীয় তেজও পরাভব মানিয়াছে; দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধেই সেই চিনিয়ান ওয়ালার পুণ্য-পুণ্ডর্য মহাতীর্থ হইয়া মক-



লের রসনায় রসনায় জীবা করতে থাকে।  
 বৈদেশিকের লিখিত চিত্রভাস ঘাছাই ব-  
 লুক না কেন, আমরা এমনকি চিত্র জন্মে  
 রিস্মনের নির্কাসনকেই এই প্রলায়-ঘটনার  
 অন্যতম কারণ বলিয়া নির্দেশ করিব।  
 অনেকে বলিতে পারেন, রিস্মনের নির্কাস-  
 নের সমস্ত পঞ্জাবে বিপাকের কোন ও  
 চিত্র লক্ষিত হয় নাই। কেতই অজ্ঞপাত,  
 ভাষাকার, শিরে করায়াক্ত করিয়া এই নি-  
 র্কাসন-সম্বাদ চারিদিকে দুরিয়া বেড়ায়  
 নাই। পঞ্জাব নিম্নত, নিম্নত সমুদ্রের  
 দায় দীর্ঘ ভাবে রিস্মনের নির্কাসন চা-  
 ছিয়া দেখিয়াছে। দুতবার রিস্মনের নি-  
 র্কাসনকে লিখজাতির সমুদ্রান ও তল্লিবন্ধন  
 যুক্ত-নজস্টনের কারণ বলিয়া নির্দেশ করা  
 যাইতে পারে না। যাহারা একরূপ বলিয়া  
 পবিত্র ইতিহাসেব সম্মান মন্ত করিতে  
 চাহেন, তাহারা যানব প্রকৃতির তদ্বান-  
 ভিদ্ধ। আমরা শত হস্ত দুঃ হইতে  
 তাছাদিগকে অভিবািনন কর। তাহারা  
 যাহাকে আচ্ছাদের চিত্র মনে করেন,  
 আমরা তাহাকেই বিষয়-ময়-পীড়ার বি-  
 বম দাহন মনে করি; এবং তাহারা যাহাতে  
 সুখ ও শান্তি দেখিয়া সুখী হইল, আমরা  
 তাহাতেই গভীর আতঙ্ক ও গভীর মনে-  
 বেদনা দেখিয়া দুঃখিত হই।

যে দুঃখ হৃদয়ের স্তরে স্তরে সঞ্চারিত  
 হইতে পারে না; তাহা সামান্য বাহ্য বি-  
 কারের সহিতই নিঃশেষিত হইয়া যায়।  
 এই দুঃখ হৃদয়ের আত্মনয় প্রকাশক যাত্রা;

যখন দেখি, যেহ দুঃখের স্তরে স্তরে  
 হস্তে বিন্ধন, যখন উৎপাদিত হইয়াছে,  
 তাহাকারে ত্রোদন করিয়া চা-  
 নতা হৃদ্বি করিতে।  
 তাহাকে দুঃখের আত্মনয় নিঃশেষিত  
 নির্দেশ করিব; কিন্তু যেহ দুঃখ, কেহ  
 কোন যোরতর আকস্মিক বিপৎপাতে  
 অপ্রসন্ন হইয়া অবাচিবাক্যোক্তিত সাংগ-  
 ণ্যিক দীর্ঘ ভাবে বলিয়া আছে, মন্ত-  
 কের এক গাছি কেনও নড়িতেছে না,  
 এক বিন্দু আশ্রয় নেত্র হইতে বিচ্যুত হ-  
 ইতেছে না; জন্মে প্রজ্জ্বলিত ততালম  
 ধস, ধস, কবিতোছে, কোন বাহ্য তল্লীর  
 সহিত তাহার তাপ বাহিরে আসিয়া প-  
 ডিতেছে না; পরমাস্তম্ভহ, ধ্যানপ্রি-  
 যিতনেত্র যোগীর ন্যায় নিঃশেষ ও নিম্পদ  
 ভাবে সে আপনার জ্বালায় আপনই  
 পুড়িয়া মরিতেছে; তখন তাহাকে কাতর  
 ভাবে দুঃখের জীবন্ত মূর্তি বলিয়াই উল্লেখ  
 করিব। “অপ্প দুঃখ নেত্র বারির সহিতই  
 বিগলিত হয়; অপ্প ক্রোধ ক্রুদ্ধন ও দন্ত  
 ঘর্ষণের সহিতই নিষ্কাশিত হইয়া যায়;  
 অপ্প আশঙ্কা দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সহিতই বি-  
 লয় পায়।” কিন্তু যে দুঃখ হৃদয়ের স্তরে  
 স্তরে প্রসারিত হয়, যে ক্রোধ শিরায় শি-  
 রায়, ধমনীতে ধমনীতে সঞ্চারিত হইয়া জ্ব-  
 লন্ত অগ্নিস্ফুল্লিজ বর্ষণ করে, যে আশঙ্কা  
 মর্মে মর্মে বদ্ধমূল হইয়া অন্তঃকরণকে  
 তীব্রভাবে আকোশিত করিতে থাকে,  
 তাহা কখনও অপ্রসন্ন, অকৃতকা ও দীর্ঘ

খোলে পুণ্ড্রীনা। বি  
কৌশলীক সময়ে পঞ্জাবের যে নিশ্চল  
ভাব, তাই হইয়াছিল, তাহা এইরূপ হুঃখ,  
ক্রোধ ও আশঙ্কা-মূলক। পঞ্জাবের এই  
নিশ্চলতা পুণ্ড্রীনা নিশ্চলতা নহে; ইহা  
সত্যিকার হুঃখ, ক্রোধ ও গভীর আশ-  
ঙ্কার নিশ্চলতা। ক্রোধ, ক্রোধ ও আশ-  
ঙ্কার দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধ সমুপস্থিত হয়। এক  
মোহন সিংহের মহিমা-বলে পঞ্জাবের  
অন্তর্নির্গত তুযানল এই যুদ্ধের সময়েই  
প্রথম উত্থানে পরিণত হইয়া বিধম ক্ষু-  
দ্ভিগ্ধতা প্রদর্শন করে। যে বীর শ্রেষ্ঠ  
মিনিয়ান ওয়ালার বিজয় বৈজয়ন্তীতে  
পরিণোভিত হইয়াছিলেন; যুদ্ধের সময়  
বঁহার হস্তে সেনানায়কতা সংরক্ষিত ছিল,  
সেই পুরুষ-পুংগব সের সিংহও বিন্দনের  
নির্কাসনে মর্দ্যাহত হইয়া স্পষ্ট উল্লেখ  
করিয়াছেন, “ ইহা সকলেই ভালরূপে  
জানিতে পারিয়াছেন, সমস্ত পঞ্জাব-  
বাসী, সমস্ত শিখ, সংক্ষেপতঃ সমস্ত পৃ-  
থিবীর বিদিত হইয়াছে, ফিরিঙ্গিগণ কি-  
রূপ দৌরাঙ্গ্য, অত্যাচার ও বিশ্বাস-ঘাত-  
কতামহকারে পরলোক-সুখ-ভোগী রণ-  
জিৎ সিংহের বিধবা মহাবীর সহিত ব্যব-  
হার করিয়াছে, এবং কিরূপ দৌরাঙ্গ্য  
এই রাজ্যের লোকদিগকে ব্যতিব্যস্ত ক-  
রিয়া তুলিয়াছে। প্রথমতঃ তাহার সমস্ত  
প্রজার মাতা স্বরূপ মহারাণীকে কারাক-  
্ষ ও খিলখিলানে নির্কাসিত করিয়া সজ্জিত  
করিয়া দ্রুত করে নাই, দ্বিতীয়তঃ তাহা-

দৌরাঙ্গ্যে শিখগণ এতদূর নিপীড়িত  
হইয়া উঠিয়াছে যে, আমাদের ধর্ম নষ্ট  
হইয়া গিয়াছে; এবং তৃতীয়তঃ, আমা-  
দের রাজা পুর্কীশেফা হার শূন্য হইয়া  
পড়িয়াছে \*।” ইহাতে ও কি বলিব বিন্দ-  
নের নির্কাসনে পঞ্জাব হুঃখিত ও ক্ষু-  
দ্র হই নাই? ইহাতে ও কি বলিব, পঞ্জাব  
নিঃস্বার্থে বিন্দনের নির্কাসন চাহিয়া  
দেখিয়াছে?

কিন্তু বিন্দনের নির্কাসনে কেন প-  
ঞ্জাব এরূপ হুঃখিত ও ক্ষু-  
দ্র হইল? কেন  
পঞ্জাবের প্রতি রোমরূপে ক্রোধের অনল-  
কণা প্রবর্তিত হইল? কেন পঞ্জাবের শি-  
রায় শিরায় তীব্র বিষ প্রসারিত হইল? ই-  
হার একই উত্তর, বিন্দনের প্রতি পঞ্জাবের  
আন্তরিক ভক্তি, আন্তরিক অত্যা ও আ-  
ন্তরিক ভাগবাসী। অত্যা, ভক্তি ও  
ভালবাসার পাণ্ডের শৌচনীর দশা কখন  
নই শাস্তভাবে নিরীকণ করা যায় না।  
পঞ্জাব বঁাহাকে পরম দেবতার ন্যায়  
ভক্তি ও অত্যা করিত, মাতার ন্যায়  
সরল হৃদয়ে ভাল বাসিত, বঁাহার নি-  
র্কাসনে যে পঞ্জাবের হৃদয় উগ্র হইয়া-  
হলে কালীময় হইয়া উঠিবে, তাহা  
সহজেই বোধগম্য হইতে পারে। এক্ষণে  
এরূপ ভক্তি, অত্যা ও ভাল বাসার  
তরুণ আমরা কোন্ প্রাণে লাণীয়া দী-  
কলহিনী বলিয়া স্থগা করিব? কোন্ প্রাণে

\* সের সিংহের এই উক্তিঃ জ্ঞান-  
প্রবন্ধলেখক দ্বারা নহে।

এরূপ উজ্জ্বল মূর্তিতে কলঙ্কের পঙ্ক-  
লিঙ্গা দ্বারা অপবিত্র করিব? যাঁহারা এ-  
রূপ পবিত্র ভাবে দেখিয়াও বিন্দনকে  
পাপীয়সী ও নিকটীয় বলিয়া নির্দেশ ক-  
রেন, তাঁহারা মানব জাতির শত্রু। তাঁ-  
হারা ইচ্ছা করিয়া পবিত্র ভক্তির অবমান-  
না করেন; পবিত্র আকার মুণ্ডচ্ছেদ করেন,  
এবং পবিত্র ভালবাসার অন্ত্যোক্তি-ক্রিয়া  
করেন। তাঁহাদের সহিত আমাদের কোন  
ও সহানুভূতি নাই।

এই শুভলোই বিন্দন বর্তমান শতাব্দীর  
মহাভাগে সমস্ত ভারতবর্ষ বিভাসিত করি-  
রাছিলেন; এই শুভলোই বিন্দনকে সমস্ত  
ক্ষীণতা ঢাকিয়া ফেলিয়াছে, এবং এই শু-  
ভলোই আমরা বিন্দনের এতদূর পক্ষপাতী  
হইয়াছি। বিন্দন তেজস্বিনী নারীর অদ্বি-  
তীয় দৃষ্টান্তভূমি। তিনি লাবণ্যলীলাময়ী  
ললনা হইয়াও, দৃঢ়তা ও অটলতার আশ্রয়  
ছিলেন, কোমলতাময় অঙ্গনা হৃদয়ের অ-  
ধীকারিণী হইয়াও, দীরত্বের অবলম্বন ছি-  
লেন, এবং কমনীয় কাহির আধার হইয়াও  
ভীম-গুণাবিত্ত তেজস্বিতার পরিপোষক  
ছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে কোনও  
নারী এরূপ 'হঠাৎ সমুখিত' হইয়া একটি  
অবল পরাক্রান্ত জাতির সহিত এরূপ তে-  
জস্বিতা ও শাসন ক্ষমতার স্পর্শ করে  
নাই। আমরা পুনর্বার বলিতেছি, বিন্দ-  
নের তরল প্রকৃতিতে অনেক খুঁত থা-  
কিতে পারে। কিন্তু তাহাতে যে সকল  
অলোক-সামান্য গুণ আছে, তাহার জন্য

বিন্দনকে আদর না করা কাণ্ডকবচ  
কর্ম। কবে কখন ক্রিওপেট্টা আপনার  
সমোহন রূপ-মাগারে সকলকে ভুলাইয়া  
প্রেমের খেলা খেলিয়াছেন কবে কখন  
কুইন মেরী হৃদয়ের গরল ঢালিয়া আপ-  
নার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন বিন-  
্দনের একটি খুঁত দেখিয়াই তাঁহার চারিত্রে  
সেই ক্রিওপেট্টা বা কুইন মেরীর কলঙ্ক  
লেশন করা প্রকৃত সামাজিকতার লক্ষণ  
নহে। দোষকে সকল স্থলেই দোষ বলিয়া  
ঘণার সহিত উপেক্ষা করা উচিত, এবং  
গুণকে সকল স্থলেই গুণ বলিয়া আদরের  
সহিত গ্রহণ করা উচিত। কোনও বিশ-  
শত্রু পাষণ্ডের কোনও অলোকসামান্য  
গুণ দেখিলে তাহার পাষণ্ড হৃদয় কাল  
বিস্মৃত হইয়া তাহার লোকাভিত্তিক গুণের  
পূজা করা কর্তব্য। যখন দেখিতেছি, এক  
জন নির্দয় দস্যু একদিকে মূর্তিমান পা-  
পের ন্যায় সকলের হৃদয়-বৃত্ত স্ফীল করিয়া  
সর্বদা বিলুপ্তন করিতেছে; অপর দিকে  
অপরিসীম, ও অনবদ্য ভক্তির সহিত মা-  
তার পদসেবা করিতেছে; এবং অপ-  
রিসীম ও অনবদ্য প্রেমের সহিত বনিতার  
মনোরঞ্জন করিতেছে; তখন তাঁহার মা-  
তৃভক্তি ও দাম্পত্য-প্রেমের নিকট সহজেই  
মস্তক অবনত হইয়া পড়ে। যখন দেখি-  
তেছি, একজন নির্ভর ভ্রাশর এক সময়ে  
একজন নির্দোষ নিরীহের উপর অত্যাচা-  
রের পরাক্রান্তি দেখাইয়া আপনার ভ্রাশ-  
রতা চরিতার্থ করিয়াছে, পরক্ষণেই আ-

যার পবিত্র ভাবে সংযত চিত্তে স্থান করিয়া আপনার পাপের প্রায়শ্চিত্ত দিব্যর জন্যই যেন ভক্তিরসার্প হৃদয়ে ময় অশ্রুজল ভাগীরথীর জল প্রবাহের স্তম্ভিত মিশাইয়া উচ্চৈশ্বরে নিষ্পন্দ ভাবে পবন দেবতার আরাধনা করিতেছে; তখন আপনা হইতেই তাহার দেবভক্তির পূজা করিতে ইচ্ছা হয়। এরূপ নীচাশয় নিষ্ঠুরগণও যখন সময় বিশেষে ভগবতের প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারে, তখন কিম্বদ এক জনের প্রতি একটুকু অধিক মাত্রা অনুগ্রহ দেখাইতেন অথবা একজনকে একটুকু অধিক মাত্রায় ভাল বাসিতেন বলিয়াই যে তিনি অজ্ঞা ও প্রীতির অপাত্র হইবেন, হৃদয় থাকিতে আমরা

ইহা কখনই স্বীকার করিতে পারি না।

আমরা কিম্বদকে আজীবন অজ্ঞা ও প্রীতির সহিতই দেখিব; আজীবন কিম্বদেব চরিত্র অজ্ঞা ও প্রীতির সহিতই স্মৃতিশটে অঙ্কিত রাখিব। আমরা কখনও অপরের আত্মপিত কলঙ্কের কথায় মায় দিয়া হৃদয়কে কলঙ্কিত করিব না। বৈদেশিক গণ যেরূপ জঘন্য ভাবে কিম্বদের চরিত্র আঁকিয়াছেন, যেরূপ জঘন্য ভাবে অসহায় ভারতের একটা অসহায় ললনার উপর কলঙ্কের কালীমা বর্ষণ করিয়াছেন, আমরা চিরকাল তাহার জন্য দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিব; এবং চিরকাল ঘৃণা ও অবজ্ঞার সহিত সেই জঘন্য চিত্রের প্রতি তাকুীল্য দেখাইব।

## জীবন প্রভাত।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

শিবজী।

‘‘স্বয়ং-উল্লিষ্ট আশ্রি পুষ্ট কলেবর ?  
যত্নের পদাঙ্করজঃ; শোভিত যন্তকে ?  
তার চেয়ে শতবার পশিৎ গগনে,  
এ কাশি অমরবীরা সমরের স্রোতে,  
ভাসিব অনন্তকাল দৈত্যের সংগ্রামে,  
‘‘বেবরক্ত’’ যতদিন না হবে নিঃশেষ।’’

হেমচন্দ্র কন্যোপাধ্যায়।

পূর্বদিকে রক্তিমাল্পট দেখা যাই-

তেছে। এমন সময় ব্রাহ্মণবেশধারী শিবজী সিংহচড় প্রবেশ করিলেন। উপনীত ছিঁড়িয়া ফেলিলেন, উচ্চৈশ্ব ও তুলার কুর্তি ফেলিয়া দিলেন, প্রত্যেকালের আলোকে মস্তকের লৌহ শিরস্যাগ ও শরীরের বর্ষ স্বকৃষ্ণ করিয়া উঠিল। বক্ষঃস্থলে তীক্ষ্ণ ছুরিকা, কোষে ‘ভবানী’ নামক প্রসিদ্ধ খস্মা। হস্তদ্বয় দীর্ঘ, বক্ষঃস্থল বিশাল, শরীর দীর্ঘ ও বর্ষ বটে কিন্তু স্ববৃদ্ধ; স্মৃদ-চবন্ধনী ও পেশীগুলি বর্ষের নীচ হইতেও স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। পেশওয়ারা ঘুরে-

খর ত্রিমূল ( ) সানন্দে তাঁহাকে আ-  
লোকে ফিরাই বসিলেন—

‘ভবানীর জর হউক! আপনি এত-  
কণ পরে কুশলে ফিরাই আসিলেন।’

শিব। ‘আপনার আশীর্ব্বাদে কোন্  
বিপদে কখনো ভীকার না হইয়াছি?’

মুর। ‘সমস্ত স্থির হইয়াছে?’

শিব। ‘সমস্ত।’

মুর। ‘কদরাতি বিবাহ?’

শিব। ‘অমাই।’

মুর। ‘শায়েরস্তাখাঁ কিছু জানেন  
না? তীক্ষ্ণবুদ্ধি চান্দখাঁ কিছু জানেন না?’

শিব। ‘শায়েরস্তাখাঁ তীক্ষ্ণ শিবজীর  
মিকট সন্ধি প্রার্থনা প্রতীক্ষা করিতেছেন;  
সেজ্ঞা চান্দখাঁ চিরনিরাশ নিরস্ত, আর  
সুখ করিবেন না।’ শিবজী সবিশেষ বি-  
বরণ বলিলেন।

মুর। ‘বশোবস্ত?’

শিব। ‘আপনি পরে যে সমস্ত  
যুক্তি দেখাইয়াছিলেন তাহাতেই তাঁহার  
মন বিচলিত হইয়াছিল, আমি বাইয়াই  
দেখিলাম তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া এ-  
তিয়াছেন; প্রত্যহ অনাগাসেই আমার  
কার্য্য সিদ্ধ হইল।’

মুর। ‘ভবানীর জর হউক! উঃ  
আপনি এক রাত্রিতে একাধি যে কার্য্য-  
সাধন করিলেন তাহা সহস্রের অসাম্য।  
যে অসুখসাহসী কার্য্যে প্ররক্ত হইয়াছি-  
লেন তাহািলে এককণ্ড কংকণ হয়। শি-  
বজী! শিবজী! একপ কর্ণে আর প্ররক্ত

হইবেন না, আপনার অমল হইলে মহা-  
রাষ্ট্রের কি থাকিবে?’

শিবজী গভীর ভাবে বলিলেন ‘মু-  
রেশ্বর! বিপদে ভয় করিলে অদ্যাবধি জা-  
য়গীরদার মাত্র থাকিতাম, বিপদে ভয় ক-  
রিলে এ মৎস্য উদ্দেশ্যে কিরণে সাধন  
হইবে? চিরজীবন বিপদে আচ্ছন্ন থাকে  
ক্ষতি নাই, কিন্তু ভবানী কখন যেন মহা-  
রাষ্ট্রদেশ স্বাধীন হয়।’

মুর। ‘বীরশ্রেষ্ঠ! আপনার জর  
পরিবার্য্য, অরং ভবানী সহায়তা করি-  
বেন। কিন্তু দ্বিপ্রহর রজনীতে, শঙ্কনি-  
বিরে, একাকী ছদ্মবেশে? অঙ্গীকার ক-  
কন গ্রুপ মাচরণ করিবেন না, আপনার  
কি বিশ্বস্ত অনুচর নাও?’

শিবজী দেখিলেন বিশ্বস্ত পেশওয়ার  
নয়নে একবিন্দু জল। হাস্য করিয়া বলি-  
লেন,— ‘অজ্ঞা সভাই একটী মহা বিপদে  
পতিত হইয়াছিলেন।’

মুর। ‘কি?’

শিব। ‘এমন স্বার্থকেও আপনি  
সংস্কৃত শ্লোক শিখাইয়াছিলেন। আপন  
নাম স্বাক্ষর করিতে পারেন না, সে সংস্কৃত  
অরন রাখিবে?’

মুর। ‘কেন, কি হইয়াছিল?’

শিব। ‘আর কিছু নহে, শায়েরস্তা-  
খাঁর সভায় বাইয়া কায়শাত্রী বহাশর আর  
সমস্ত শ্লোকগুলি ভুলিয়া গিয়াছিলেন।’

মুর। ‘তাহার পর?’

শিব। ‘হুই একটা মনে ছিল, তাহা-

রাই কার্য সিদ্ধ হইল।' মহাত্মা বদনে শিবজী শয়নাগারে গেলেন।

শিবজীর সহিত আমাদের এই প্রথম পরিচয়; এই স্থলে তাঁহার পূর্ব রূপান্তর আমরা কিছু বলিতে চাই; ইতিহাসজ্ঞ পাঠক ইচ্ছা করিলে এইটী পরিভাগ করিয়া গাইতে পারেন।

শিবজী ১৬২৭ খ্রীঃ অব্দে জন্ম গ্রহণ করেন, সূত্রাং আধ্যাত্মিক বিবৃত সময়ে তাঁহার বয়স ৩৬ বৎসর ছিল। তাঁহার পিতার নাম শাহজী ও পিতামহের নাম মল্লজী-ভনল্লে। আমরা প্রথম অধ্যায়ে কুণ্ডন দেশের দেশমুখ প্রসিদ্ধ নিম্নলিখিত বংশের কথা বলিয়াছি; সেই বংশের যোগপাল রাও\* নামের তথ্য দীপাবাইকে মল্লজী বিবাহ করিয়াছিলেন। অমেক দিন অবধি সন্তানাদি না হওয়ায়, আহম্মদনগরনিবাসী শাহশরীক নামক একজন মুসলমানপীরের নিকট মল্লজী অনেক অনুরোধ করেন, এবং পীরও মল্লজীর সন্তানার্থে প্রার্থনা করেন। তাহারই কিছু পরে দীপাবাইয়ের গর্ভে একটী সন্তান হওয়াতে মল্লজী সেই পীরের নানা অনুসারে পুজের মাম শাহজী রাখিলেন।

আহম্মদনগরের প্রসিদ্ধনাথ লক্ষ্মজী যাদব রাওয়ের নাম প্রথম অধ্যায়েই উল্লেখ হইয়াছে। ১৫৯৯ খ্রীঃ অব্দে হুন্সির দিমে মল্লজী আপন সন্তান শাহজীকে লইয়া যাদব রাওয়ের বাড়ী গিয়াছিলেন। শাহজীর বয়স তখন পাঁচ বৎসর মাত্র,

যাদব রাওয়ের কন্যা জীর বয়স তিন কি চারি বৎসর, সূত্রাং বালক বালিকা বড় আনন্দে একত্রে ক্রীড়া করিতে লাগিল। তদর্শনে যাদব রাও সন্তুষ্ট হইয়া আপন কন্যাকে ডাকিয়া বলিলেন 'কেমন, তুই এই বালকটাকে কি করিবি?' পরে অত্যাশ্চর্য লোকদিগকে ডাকিয়া বলিলেন 'তুই জনে কি স্মরণ জোড় মিলিয়াছে।' এই সময়েই শাহজী ও জীজী পরস্পরের দিকে ফাগ নিক্ষেপ করার সকলেই হাস্য করিয়া উঠিল; কিন্তু মল্লজী সহসা দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন 'বিকুণ্ঠ! নাকী থাকিও, যাদব রাও আমার বৈবাহিক হইবেন, অল্প প্রতিশ্রুত হইলেন।' সমস্ত এই প্রস্তাবের সম্মতি প্রকাশ করিলেন। যাদবরাও উচ্চ বংশজ, শাহজীর মতিত আপন কন্যার বিবাহ দিতে কখনই বাসনা করেন নাই; কিন্তু মল্লজীর এই চতুরতা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া রহিলেন।

পর দিন যাদব রাও মল্লজীকে নিমন্ত্রণ করিলেন, কিন্তু বৈবাহিক বলিয়া স্বীকার না করিলে মল্লজী যাইবেন না বলিয়া পাঠাইলেন। যাদবরাও সেরূপ স্বীকার করিলেন না, সূত্রাং মল্লজী আসিলেন না। যাদব রাওয়ের গৃহিণী যাদবরাও হইতেও বংশমর্যাদার অভিমানিনী। কথিত আছে যে যাদবরাও রহস্য করিয়াও আপন গৃহিতার সহিত শাহজীর বিবাহ দিবেন বলিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার গৃহিণী

তাহাকে দিল্লীতে দুই এক কথা শুনাইয়া দিয়াছিলেন। মল্লজী সরোষে একটি আমে চলিয়া গেলেন ও প্রকাশ করিলেন যে ভবানী সাফল্য অবতীর্ণা হইয়া তাঁহাকে বিপুল অর্থ দিয়াছেন। মহারাজী-র গিণের মধ্যে জনশ্রুতি আছে যে ভবানী এই সময়ে মল্লজীকে বলিয়াছিলেন, ‘মল্লজী, তোমার বংশে একজন রাজা হইবেন, তিনি শত্রুর ন্যায় গুণাধিত হইবেন, মহারাজীদেশে ন্যায়বিচার পুনঃ স্থাপন করিবেন, এবং ব্রাহ্মণ ও দেবালয়ের শ্রদ্ধাদিগা দূরীভূত করিবেন। তাহার সমস্ত হইতে কালি গণনা হইবে ও তাহার সমস্তানসমস্তি সপ্তবিংশ পুরুষ পর্যন্ত সিংহাসনারূঢ় থাকিবেন।’

দে মাহা হউক, মল্লজী যে এই সময়ে বিপুল অর্থ পাইয়াছিলেন, তাহার সন্দেহ নাই। সেই অর্থের দ্বারা আত্মোন্নতির চেষ্টা করিলেন ও এ বিষয়ে তাহার শ্যালক যোগপাল ও তাহার বিনোদ মহারাজা করিয়াছিলেন। দিল্লীর মল্লজী আহমদনগরের সুলতানের অধীনে পঞ্চ সহস্র অশ্বারোহীর সেনাপতি হইলেন, ‘রাজা ভূম্মে’ খেতাব প্রাপ্ত হইলেন, সুবর্ণী ও চাকান হুগ ও তৎপাশ্চাত্ত দেশের ভার প্রাপ্ত হইলেন, ও জাহাজের স্বরূপ পুনঃ ও সোপানগার পাইলেন। তখন আর যাদবরাওরের কোন আপত্তি রহিল না। ১৬০৪ খ্রীঃ অব্দে মহা সমারোহে শাহজীর সহিত জীজীর বিবাহ হইল, ও

আহমদনগরের সুলতান স্বয়ং সেই বিবাহে উপস্থিত ছিলেন। তখন শাহজীর বয়স্ক্রম ১০ বৎসর মাত্র। কালক্রমে মল্লজীর মৃত্যুর পর শাহজী পৈতৃক জায়গীর ও পদ প্রাপ্ত হইলেন।

এই সময়ে দিল্লীস্থর আকবরশাহ আহমদনগর রাজ্য দিল্লীর অধীনে আনিবার জন্য যুদ্ধ করিতেছিলেন। এই যুদ্ধ প্রায় পঞ্চাশবর্ষ পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। আকবরের পর জাহাঙ্গীর ও তৎপরে শাহজিহান আহমদনগর জয়ের জন্য প্রয়াস পান; পরে শেবোক্ত সত্রাটের সময় ১৬৩৭ খ্রীঃ অব্দে এই রাজ্য সম্পূর্ণরূপে দিল্লীর অধীনে আইসে ও যুদ্ধ শেষ হয়। এই যুদ্ধকালে শাহজী মৃত্যুশ্রুত ছিলেন না। ১৬২০ খ্রীঃ অব্দে (জাহাঙ্গীরের শাসনকালে) তিনি আহমদনগরের প্রধান সেনাপতি মালীক অসরের অধীনে ছিলেন ও একটি মহাযুদ্ধে আপন সাহস ও বিক্রম প্রকাশ করিয়া সকলেরই সম্মানভাজন হইয়াছিলেন। নয় বৎসর পর তিনি দিল্লীস্থর শাহজাহাঁর পৃষ্ঠাবলম্বন করিলে, উক্ত সত্রাট তাহাকে পঞ্চ সহস্র অশ্বারোহীর সেনাপতি করিলেন ও অনেক জায়গীর দান করেন। কিন্তু সত্রাটদিগের অহুগ্রহ আজ আছেত কাল থাকে নাই; তিন বৎসর পর শাহজীর কতকগুলি জায়গীর সত্রাট কাড়িয়া লইয়া কতেহাঁকে দান করেন, তাহাতে শাহজী বিরক্ত হইয়া, সত্রাটের পক্ষ ত্যাগ করিয়া ১৬৩২ খ্রীঃ অব্দে বিজয়পুরের সুলতানের

পক্ষ অবলম্বন করিলেন ও আপন মৃত্যু পরিত্যক্ত অর্থাৎ দ্বাত্রিংশৎ বৎসরের মধ্যে কখনও বিজয়পুরের বিক্কাচরণ করেন নাই।

পতনোন্মুখ আহমদনগর রাজা নিজ অসাধারণ বাহুবলে দিল্লীর স্বাধীন রাধিবীর জন্য শাহজী দিল্লীর সেনার সহিত অনেক যুদ্ধ করিলেন। সুলতান শাহজাহাঙ্গের পতিত হইলে, শাহজী সেই বংশজ আর একজনকে সুলতান বলিয়া সিংহাসনে আরোপিত করিলেন, কতকগুলি বিজয়প্রাপ্তির সাহায্যে দেশ শাসনের সুন্দর রীতি স্থাপন করিলেন, বহু সংখ্যক দুর্গ হস্তগত করিলেন, ও সুলতানের নামে সেনা সংগ্রহ করিতে লাগিলেন।

মাত্রাট শাহজিহান এই সমস্ত দেখিয়া বুদ্ধ হইয়া শাহজী ও তাঁহার প্রভু বিজয়পুরের সুলতানকে এককালে দমন করার জন্য অষ্টচত্রাংশৎ অশ্বারোহী ও বহুসংখ্যক পদাতিক প্রেরণ করিলেন। দিল্লীস্থরের সহিত যুদ্ধ করা বিজয়পুরের সুলতান বা শাহজীর সাধ্য নহে; কয়েক বৎসর যুদ্ধের পর সন্ধিস্থাপন হইল; আহমদনগর রাজা বিলুপ্ত হইল (১৬৩৭) এবং শাহজী বিজয়পুরের অধীনে জায়গীরদার ও সেনাপতি রহিলেন। সুলতানের আদেশানুসারে কণাট দেশের অনেক অংশ জয় করিলেন, সুতরাং বিজয়পুরের উত্তরে পূর্বে নিকট তাঁহার যেরূপ জায়গীর ছিল, দক্ষিণে কণাট দেশেও সেইরূপ বহু জায়গীর প্রাপ্ত হইলেন।

জীজীবাই দ্বারা শাহজীর শত্রুজী ও শিবজী নামে দুই পুত্র হয়। পূর্বের শিবজী হইয়াছে যে, জীজীর পিতা লক্ষজী যাদবগড় পুরাতন দেবগড়ের হিন্দুরাজার বংশ হইতে অবতীর্ণ, একপ জনশ্রুতি আছে। এ কথা যদি সত্য হয়, তবে শিবজী সেই পুরাতন রাজবংশোদ্ভব সন্দেহ নাই। ১৬৩০ খ্রঃ অব্দে, শাহজী টুকাবাই নামী আর একটি কন্যার পাণিগ্রহণ করেন; অভিমানী জীজীবাই তাহাতে ক্ষুব্ধ হইয়া স্বামীর সমাগম ভাগ্য করিলেন ও পুত্র শিবজীকে সেই কন্যার জামাতার আশ্রিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন শাহজী টুকাবাইকে লইয়া কণাটেই থাকিতেন, যখন তাহার গর্ভে বেনকাজী নামে একটি পুত্র হইল।

শাহজীর দুইজন অনিবিদ্যত রাজগণ মন্ত্রী ও কর্মচারী ছিলেন। দাদাজী কানাইদাস পুনায় জায়গীর রক্ষা করিতেন এবং জীজী ও শিশু শিবজীর রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। নারায়ণপুত্র নামে অন্য কর্মচারী কন্যার জায়গীর রক্ষণ করিতেন।

১৬২৭ খ্রীঃ অব্দে সুরগাঁওতে শিবজীর জন্ম হয়। এই দুর্গ পলা হইতে অনুমান ২৫ কোশ উত্তরে ও জুনীর নামে খ্যাত। শিবজীর তিন বৎসর বয়সের সময় শাহজী টুকাবাইকে বিবাহ করিলেন, সুতরাং জীজীর সহিত বিচ্ছেদ জন্মিল। শাহজী কণাটাতিমুখে যাইলেন, জীজী সপুত্রা পুনায় আশ্রিয়া দাদাজী কানাই



দেবের রক্ষণাবেক্ষণে বাস করিতে লাগিলেন।

শিবজীর বাসার্থে দাদাজী পুলানগরে একটি বৃহৎ গৃহ নির্মাণ করাইলেন, আশ্রয়। ইতিপূর্বে সেই গৃহে শায়েস্তাখাঁকে দেখিয়াছি।

মাতা পুত্রে সেই স্থানে বাস করিতে লাগিলেন, ও বালাকালাবদি শিবজী দাদাজীর নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। শিবজী কখনও নাম লিখিতেও শিখেন নাই, কিন্তু অল্প বয়সেই ধনুর্কাণ ব্যবহার, বর্ষা নিক্ষেপ, নানারূপ মহারাজীর খজা ও ছুরিকা চালন ও অশ্বারোহণে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিলেন। মহারাজীর মাত্রেই অশ্বচালনার তৎপর, কিন্তু তাহাদিগের মধ্যেও শিবজী বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিলেন। এরূপ ব্যায়াম ও যুদ্ধশিক্ষার বালকের দেহ শীঘ্রই সুদৃঢ় ও বলবান হইয়া উঠিল।

কিন্তু কেবল অস্ত্রবিদ্যাই শিবজী কাল অতিবাহিত করিতেন না। যখন অবসর পাইতেন দাদাজীর চরণোপাঙ্গে বসিয়া মহাতারত ও রামায়ণের অনন্ত বীরদের গল্প শ্রবণ করিতে বসত ভাল বাসিতেন। শুনিতে শুনিতে বালকের হৃদয়ে সাহসের উত্তেক হইল, হিন্দুধর্মে আস্থা বৃদ্ধিভূত হইল, সেই পূর্বকালীন বীরদিগের বীরত্ব অনুকরণ করিবার ইচ্ছা প্রবল হইল; পর্যবেক্ষী মুসলমানদিগের প্রতি বিদ্বেষ জন্মিল। অচিরে শাস্ত্রা-

ন্যায়িক সমুদয় ক্রিয়া কৰ্ম শিখিলেন, এবং কথো শুনিতে এরূপ জন্মিল যে অনেক বৎসর পর যখন দেশে খ্যাতি ও রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন, তখন পর্যন্ত কোন স্থানে কথা হইবে শুনিলে বহু বিপদ ও কষ্ট সহ্য করিয়াও তথায় উপস্থিত হইবার চেষ্টা করিতেন।

এইরূপে দাদাজীর যত্নে, শিবজী কাল যথোই স্বধর্মামুরক ও অতিশয় মুসলমান-বিদ্বেষী হইয়া উঠিলেন, ও বোড়িশ বর্ষ বয়ঃক্রমে আদীন পলীয়ার হইবার জন্য নানারূপ সংকল্প করিতে লাগিলেন। আপনার ন্যায় উৎসাহী যুবকদিগকে এবং দম্ভাগণকেও চারিদিকে জড় করিতে লাগিলেন, ও পূর্বতপরিপূর্ণ কল্পনাদেশে তাহাদিগের সহিত সর্বদাই যাতায়াত করিতেন। সেই পূর্বত বিরূপে উল্লঙ্ঘন করা যায়, কোথায় পথ আছে, কোন্ পথে কোন্ দুর্গে যাওয়া যায়, কোন্ কোন্ দুর্গ অতিশয় দুর্গম, কিরূপে দুর্গ আক্রমণ বা রক্ষা করা যায়, এ সকল চিন্তায় বালকের দিন অতিবাহিত হইত। কখন কখন কয়েকদিন ক্রমাগত এই পূর্বত ও উপত্যকার মধ্যে বাপন করিতেন; কোন্ দুর্গ কোন্ পথ, কোন্ উপত্যকা শিবজীর অজ্ঞাত ছিল না। শেষে কিরূপে দুই একটি দুর্গ হস্তগত করিবেন এই চিন্তা করিতে লাগিলেন।

বালকের এইরূপ কল্পনা ও আচরণ দেখিয়া বৃদ্ধ দাদাজী ভীত হইতে লাগিলেন। তিনি অনেক প্রবোধদ্বারা

হারা বালককে সে পথ হইতে জ্ঞানয়ন করিয়া শিবজীর বাহাতে সুচাকরণে রক্ষা কর। তাহার শিখাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু শিবজীর হৃদয়ে যে বীরত্বের অঙ্কুর স্থাপিত হইয়াছিল তাহা আর উৎপাটিত হইল না। শিবজী দাদাজীকে পিতৃতুল্য সম্মান করিতেন, কিন্তু যে উন্নত পথে প্র-  
বর্তিত হইয়াছিলেন তাহা পরিভ্রাণ ক-  
রিলেন না।

মাউলীজাতীয়দিগের কষ্টসহিষ্ণুতা ও বিশ্বাসযোগ্যতার জন্য শিবজী তাহা-  
দিগকে বড় ভাল বাসিতেন, ও তাঁহাদের যৌবন-সুন্দরগণের মধ্যে যশজীকর, তরু-  
জীমালত্রী ও বাজীফাসলকর নামক তিন জন মাউলীই প্রিয়তম ও অগ্রগণ্য ছিলেন।  
পরিশেষে ইহাদের সহায়তায় ১৬৪৬ খ্রঃ  
অব্দে তোরণ দুর্গের কিল্লাদারকে কোন-  
রূপে বশবর্তী করিয়া শিবজী সেই দুর্গ  
হস্তগত করিলেন। এই আখ্যায়িকার প্রা-  
রম্ভেই তোরণ দুর্গের বর্ণনা করা হইয়াছে;  
এই প্রথম বিজয়ের সময় শিবজীর বয়ঃ-  
ক্রম ঊনবিংশ বর্ষ মাত্র। ইহারই পরবৎ-  
সর তোরণ দুর্গের দেড় কোশ দক্ষিণ-  
পূর্বে একটি ভূগিরিশৃঙ্গের উপর শি-  
বজী একটি হুতম দুর্গ নির্মাণ করিলেন ও  
তাহার নাম রাখিলেন।

সমস্ত এই সময় বিব-  
রের সহিত হইরা শিবজীর পিতা  
দাদাজীকে পাঠাইলেন ও  
এই সময়

রিলেন। বিজয়পুরের বিখ্যাত চৌধুরী শা-  
হজী এসময় বিজয়ের বিশ্ব বিদগ-  
নিতেন না, তিনি দাদাজীকে ইহার কারণ  
জিজ্ঞাসা করিলেন। দাদাজী কানাইদেব  
শিবজীকে পুনরায় ডাকাইলেন। এইরূপ  
আচরণে সর্বনাশ হইবার সম্ভব তাহা  
অনেক বুঝাইলেন, ও বিজয়পুরের অধীনে  
কাঁধ করিয়া শিবজীর পিতা কর্তৃক বি-  
পুল অর্থ, জায়গীর, ক্ষমতা ও সম্মান পাই-  
য়াছেন তাহাও দেখাইলেন। শিবজী পি-  
তৃসদৃশ দাদাজীকে আর কি বলিবেন, কিছু  
বাক্যদ্বারা উত্তর দান করিলেন, কিন্তু  
আপন কার্যে নিরন্তর হইলেন না। ইহার  
কিছু দিন পরেই দাদাজীর মৃত্যু হয়। মৃ-  
তুর প্রাকালেই দাদাজী শিবজীকে আর  
একবার ডাকিয়া নিকটে আনেন।  
রক্ত পুনরায় ভৎসনা করিবেন এই বিবে-  
চনা করিয়া শিবজী তথায় বাইলেন, কিন্তু  
যাহা শুনিলেন তাহাতে বিস্মিত হইলেন।  
মৃত্যুশয্যায় যেন দাদাজীর দিব্য চক্ষু  
খুলিয়া গেল, তিনি শিবজীকে সম্বোধন  
ভাবে বলিলেন “বৎস, তুমি যে চেষ্টা  
করিতেছ তাহা হইতে মহত্তর চেষ্টা আর  
নাই। এই উন্নত পথ অনুসরণ কর, দে-  
শের স্বাধীনতা সাধন কর; ব্রাহ্মণ, গো-  
বৎসাদি ও কৃষকগণকে রক্ষা কর, দেশ-  
কলুষিতকারীদিগকে শাস্তি প্রদান  
কর। ইহা করিলেই তুমি জয়লাভ করিবে।  
কোনো কালেই তুমি দাদাজীর  
সদৃশ হইবে, সেই পথ অনুসরণ কর।”  
এই কথা শ্রবণে নিমিত্ত হইলেন, শিবজীর

হৃদয় এই মিথ্যা উপদেশে পাইয়া উৎসাহ ও সাহসে দলগুণ স্কীত হইয়া উঠিল। তখন শিবজীর বয়ঃক্রম বিংশ বৎসর।

সেই বৎসরেই চাকন ও কন্দানা দুর্গের কিস্তাদারগণকে অর্থে বশীভূত করিয়া শিবজী উভয় দুর্গ হস্তগত করেন, ও কন্দানার নাম পরিবর্তিত করিয়া সিংহগড় রাখেন। আখ্যায়িকায় চাকন ও সিংহগড়ের কথা পূর্বেই লিখিত হইয়াছে। শিবজীর বিমাতা টুর্কাবাইয়ের ভ্রাতা বাজীমহিষ্ঠী সোপা দুর্গের ভার প্রাপ্ত ছিলেন। একদিন দ্বিপ্রহর রজনী সময়ে আপন মাটনী সৈন্য লইয়া শিবজী এই দুর্গ সহসা আক্রমণ করিয়া হস্তগত করেন। মাতুলের প্রতি কোনও অত্যাচার না করিয়া তাহাকে কর্ণাটে পিতার নিকট পাঠাইয়া দেন। তৎপরেই পুরন্দর দুর্গের অধীশ্বরের মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার পুত্রদিগের মধ্যে জাতকলহ হয়, শিবজী কনিষ্ঠ দুই ভাইয়ের সহায়তা করিবার ছলনায় আপনি সেই দুর্গ হস্তগত করেন। এই অভ্যন্তর আচরণে তিন ভ্রাতাই শিবজীর উপর বিরক্ত হইলেন, কিন্তু শিবজী যখন দেশের স্বাধীনতা স্বরূপ আপন মহৎ উদ্দেশ্য তাঁহাদিগের নিকট ব্যক্ত করিলেন, যখন সেই উদ্দেশ্যসাধন জন্য ভ্রাতৃগণ হইতে সহায়তা প্রার্থনা করিলেন, তখন তাঁহাদিগের ক্রোধ রহিল না। শিবজীর বাকপটুতার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল, তাঁহার কথা শ্রুতি ও তাঁহার মহৎ উদ্দেশ্য সমস্তকে

ঝিতে পারিয়া তিন ভ্রাতাই শিবজীর আদীনে কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইলেন।

এইরূপে শিবজী একে একে অনেক দুর্গ হস্তগত করেন, তাহার নাম লিখিয়া এই আখ্যায়িকা পূর্ণ করিবার আবশ্যকতা নাই। ১৬৪৮ খৃঃ অব্দে শিবজীর কর্ণাচারী আবাজী স্বর্ণদেব কল্যাণদুর্গ ও সমস্ত কল্যাণী প্রদেশ জয় করিলেন, তখন বিজয়পুরের স্বলতান ক্রুদ্ধ হইয়া শিবজীর পিতা শাহজীকে কারাকদ্ধ করিলেন ও তাহাকে এক প্রস্তাবের ঘরে রাখিয়া আদেশ করিলেন যে নিয়মিত সময়ের মধ্যে শিবজী অধীনতা স্বীকার না করিলে সেই গৃহের দ্বার প্রস্তর দ্বারা একেবারে বদ্ধ হইবে। শিবজী দিল্লীশ্বরের নিকট আবেদন করিয়া পিতার প্রাণ বাঁচাইলেন, কিন্তু চারি বৎসরকাল শাহজী বিজয়পুরে বন্দী স্বরূপ রহিলেন।

জৌনীর রাজা চন্দ্ররাওকে শিবজী স্বপক্ষে আনিবার জন্য ও মুসলমান অধীনতাশৃঙ্খল চূর্ণ করিবার জন্য অনেক পরামর্শ দেন। চন্দ্ররাও যখন একেবারে অস্বীকার করিলেন তখন শিবজী নিজ লোকদ্বারা সেই রাজা ও তাঁহার ভ্রাতাকে হত্যা করাইয়া, সহসা রাত্রিযোগে আক্রমণ করিয়া সেই দুর্গ হস্তগত করেন। শিবজী আপন উদ্দেশ্যসাধনার্থ যতদূর সম্ভব কার্য্য করিয়াছিলেন, কিন্তু তখনও তাহার আর একটা করিবার ছিলেন, কি তাহা তাহা সমস্ত জৌনীর রাজা স্বীকার করিলেন।

এ সেই সময়ই (১৬৫৬) প্রতাপগড় নামক  
এক স্থানে দুর্গ নির্মাণ করাইলেন, ও আপন  
প্রধান মন্ত্রী সত্ৰাজপত্তকে পেশওয়া খেতাব  
দিলেন। কিন্তু দুই বৎসর পরে সত্ৰাজ  
কঙ্গদেশে কতখাঁর নিকট পরাস্ত হওয়ায়  
শিবজী তাঁহাকে অকর্ণ্য্য বিবেচনা করিয়া  
পদচ্যুত করিলেন ও মুরেশ্বর ত্রিমূল পিঙ্গ-  
লীকে পেশওয়া করিলেন। মুরেশ্বরের  
সহিত পাঠক পূর্বেরই পরিচিত হইয়াছেন।  
সমগ্র কঙ্গদেশ জয় করিবার জন্য বহু-  
সংখ্যক সৈন্য জড় হইল।

এবার বিজয়পুরের স্থলতান শিব-  
জীকে একেবারে ধ্বংস করিবার মানস  
করিলেন। আবুল ফাজেল নামক একজন  
প্রসিদ্ধ যোদ্ধা ৫০০০ অশ্বরোহী ও  
৭০০০ পদাতিক ও বহুসংখ্যক কামান  
লইয়া যাত্রা করিলেন। গর্ভিতভাবে প্র-  
কাশ করিলেন যে শীঘ্রই সেই অকিঞ্চিৎ-  
কর বিজোহীকে শৃঙ্খলবদ্ধ করিয়া স্থল-  
তানের পারতৎবের নিকট উপস্থিত করি-  
বেন। ( ১৬৫৯ খৃঃ অব্দ )

এ সৈন্যের সহিত সম্মুখযুদ্ধ অসম্ভব ;  
শিবজী সন্ধি প্রার্থনা করিলেন। আবুল  
ফাজেল গোপীনাথ নামক একজন ব্রাহ্ম-  
কে শিবজী-সদনে প্রেরণ করিলেন। প্র-  
তাপগড় দুর্গের নিকট সভামধ্যে সাক্ষাৎ  
ও নানারূপ কথাবার্তা হইল, রজনী  
আগমার্থ গোপীনাথের জন্য একটি স্থান  
নির্দেশ করা হইল।

রজনীসন্ধ্যাে শিবজী গোপীনাথের

সহিত দেখা করিতে আসিলেন। শিবজীর  
অসাধারণ বাক্যপটতা ছিল, তিনি গোপী-  
নাথকে অনেক প্রকার বুঝাইয়া বলিলেন  
'আপনি ব্রাহ্মণ, আপনি আমার শ্রেষ্ঠ,  
কিন্তু আমার কথাগুলি শ্রবণ ককন। আমি  
যাহাই করিয়াছি সমস্তই হিন্দুজাতির জন্য,  
হিন্দুধর্মের জন্য করিয়াছি ; স্বয়ং ভাবনী  
আমাকে ব্রাহ্মণ ও গোবৎসাদিকে রক্ষা  
করিবার জন্য উত্তেজনা করিয়াছেন, হিন্দু-  
দেব ও দেবালয়ের উদ্ভিষ্টকারীদিগকে  
দণ্ড দিতে আজ্ঞা দিয়াছেন, ও স্বধর্মের  
শত্রুর বিকদ্ধাচরণ করিতে আদেশ করি-  
য়াছেন। আপনি ব্রাহ্মণ, ভাবনীর আ-  
দেশ সমর্থন ককন, ও আপন জাতীয়  
ও দেশীয় লোকের মধ্যে অশান্তি বাস  
ককন।' এইরূপ উত্তেজনা বাক্যের পর  
শিবজী প্রতিজ্ঞা করিলেন যে জয়লাভ হ-  
ইলে তিনি গোপীনাথকে হেওরা গ্রাম  
অর্পণ করিবেন। পুর পৌত্রাদিক্রমে সেই  
গ্রাম তাঁহাদেরই থাকিবে। গোপীনাথ  
এই সমস্ত বাক্যে তুষ্ট হইয়া শিবজীর সহা-  
য়তা করিতে স্বীকার হইলেন ; পরামর্শ  
দ্বির হইল যে কার্য্যসিদ্ধির জন্য আবুল  
ফাজেলের সহিত শিবজীর কোন স্থানে  
সাক্ষাৎ করা আবশ্যক।

কয়েকদিন পর প্রতাপগড় দুর্গের নি-  
কটেই সাক্ষাৎ হইল। আবুল ফাজেলের  
পঞ্চদশ শত সৈন্য দুর্গ হইতে কিঞ্চিৎ  
দূরে রছিল, তিনি স্বয়ং একমাত্র সহচ-  
রের সহিত শিবজীর সঙ্গে নির্দিষ্ট স্থানে

আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শিবজী সেই দিন বহু যত্নে প্রাতে স্থান পূজাদি সমাপন করিলেন; স্নেহময়ী মাতার চরণে মস্তক স্থাপন করিয়া তাঁহার আশীর্বাদন গ্রহণ করিলেন; ভুলার কুর্তি ও উষ্ণাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া শৌহবর্ম্য ও শিরজাণ ধারণ করিলেন; দুর্গ হইতে অবতীর্ণ হইলেন, বাংলা-সহর তক্ষীমালতীকে সঙ্গে লইয়া আবুল ফাজলের নিকট আসিলেন,—আলিঙ্গনভলে তীক্ষ্ণ ছুরিকা দ্বারা মুসলমানকে হতলশাণী করিলেন। শিবজীর উদ্দেশ্য সাধন হইল, কিন্তু এই গর্হিত কার্যে তাঁহার যশোরশি চিরকাল কলুষিত থাকিলে। তৎক্ষণাৎ শিবজীর গুপ্তসেনা আবুল ফাজলের সেনাকে পরাস্ত করিল, অমরজী দত্ত নামক শিবজীর প্রসিদ্ধ কর্মচারী পানাজী ও পবনগত সহযোগত করিলেন, বিজয়পুরের অন্য সেনাপতি রত্নম জয়ানকে সমুখযুদ্ধে পরাস্ত করিয়া বিজয়পুরের দ্বার পর্যন্ত যাওয়া দেশ লুণ্ঠন করিয়া আনিলেন।

বিজয়পুরের সহিত যুদ্ধ আরও তিন মাস পর্যন্ত চলিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন পক্ষই বিশেষ জয়লাভ করিতে পারিল না। অবশেষে ১৬৬২ খৃঃ অব্দে শাহজী মমাবর্তী হইয়া বিজয়পুর ও শিবজীর মধ্যে সন্ধি সংস্থাপন করিয়া দিলেন। শাহজী যখন শিবজীকে দেখিতে আসিলেন শিবজী পিতৃভক্তির পরাক্রান্ত প্রদর্শন করিয়াছিলেন। আগুনি অগ্নি হইতে অবতরণ

করিয়া পিতাকে রাজার ভূজা অভিবাদন করিলেন, পিতার শিবিকার সঙ্গে পশ্চত্বে গেলেন, ও পিতার বসিতে আদেশ করিলে ও তিনি পিতার সম্মুখে আসন গ্রহণ করিলেন না। কয়েকদিন পুত্রের নিকট থাকিয়া শাহজী পরম তুষ্ট হইয়া বিজয়পুরে যাইলেন, ও সন্ধি সংস্থাপন করিয়া দিলেন। শিবজী পিতা কর্তৃক সংস্থাপিত এই সন্ধির বিকটচরণ করেন নাই। শাহজীর জীবদ্দশায় শিবজীর সহিত বিজয়পুরের আর যুদ্ধ হয় নাই, তাহার পরও যখন যুদ্ধ হয় সেই সময়ে শিবজী আক্রমণকারী ছিলেন না।

১৬৬২ খৃঃ অব্দে এই সন্ধিসংস্থাপন হয়, পূর্বেরই বলা হইয়াছে, এই বৎসরই মোগলদিগের সহিত যুদ্ধারম্ভ হয়। আমাদের আখ্যায়িকাও এই সময় হইতে আরম্ভ হইয়াছে। মোগলদিগের সহিত যুদ্ধারম্ভের সময় সমস্ত কঙ্কণদেশ শিবজী অধিকৃত করিয়াছিলেন, ও তাঁহার সপ্ত সহস্র অশ্বারোহী ও পঞ্চাশৎ পদাতিক সেনা ছিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

শুভকার্য সম্পাদন।

‘যুগে যুগে কণ্ঠে কণ্ঠে নিত্য নিত্য  
জলুক গগন ব্যাপি অনন্ত বহিতে।

জলুক সে দেবভেজ্য স্বর্গ সংবেদিত,  
অহোঙ্কারি অবিদ্যাত প্রদীপ নিবদিত।

দলক লানবকুল দেবের বিক্রমে

পুত্র পরম্পরা দলু চির শোকানলে।

ক্রিহেচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

সূর্য্য অস্তাচল-চূড়া অবলম্বন করিয়া-  
ছেন, সিংহগড় দুর্গের ভিত্তি সৈন্যগণ  
নিঃশব্দে সজ্জিত হইতেছে; এত নিঃ-  
শব্দে যে দুর্গের বাহিরের লোকও দু-  
র্গের ভিত্তির কি হইতেছে তাহা জানিতে  
পারে না।

দুর্গের একটি উন্নত স্থানে কএকজন  
মহামোক্ষা দণ্ডায়মান রহিয়াছেন; সেই  
দুর্গচূড়া হইতে দৃশ্য অতি মনোহর! দুর্গ-  
তলে, পূর্বদিকে সুন্দর নীরা নদী প্রবাহিত  
হইয়াছে, সেই নদীর উপত্যকা বসন্ত কা-  
লের নব গুল্ম পত্র ও ফুলদলে সুশো-  
ভিত হইয়া মনোহর রূপ ধারণ করিয়াছে।  
উত্তরদিকে বহুবিস্তৃত ক্ষেত্র, বহুদূর পর্য্যন্ত  
সুন্দর হরিষ্রবর্ণ ক্ষেত্র সূর্য্যকিরণে উজ্জ্বল  
দেখা যাইতেছে। বহুদূরে বিস্তীর্ণ পুনঃ  
নগরী সুন্দর শোভা পাইতেছে, যোদ্ধাগণ  
প্রায়ই সেইদিকে চাহিয়া রহিয়াছেন, অল্প  
রজনীতে সেই নগরীতে কি বিষয় ঘটনা  
সংঘটিত হইবে তাহাই চিন্তা করিতেছি-  
লেন। কেহ কেহ বা দক্ষিণ ও পশ্চিম-  
দিকে দেখিতেছিলেন, উন্নত পর্ব্বতের পূর  
উন্নত পর্ব্বত, যতদূর দেখা যায় অনন্ত প-  
র্ব্বত সীল মেঘমালায় বিজড়িত রহি-  
য়াছে। পূর্বদিকে, উন্নত চূড়াবলবিস্তৃত্যকি-  
রিত দেখা যাইতেছে। এক্ষণে  
এই চমৎকার পর্ব্বত

দৃশ্যের বিষয় ভাবিতেছিলেন না; অন্য  
চিন্তায় অভিভূত রহিয়াছেন।

যে যুদ্ধে বা কে অসমসাহসিক কার্যে  
একাগ্রে বহুকালের বাঞ্ছিত ফল লাভ  
হইতে পারে বা এককালে সর্বনাশ হইতে  
পারে, তাহার প্রাকালে মুহুর্তের  
অতিশয় সাহসিক ক্ষমতা চিন্তাপূর্ণ ও শু-  
ভিত হয়। অল্প শাস্ত্রার্থা ও যোগ্য  
সৈন্য ছিন্নভিন্ন ও পরাজিত হইবে, অথবা  
অসমসাহসে মহারাষ্ট্র-সূর্য্য একবারে  
চির-অন্ধকারে অস্ত যাইবে, এইরূপ চিন্তা  
অগত্যা যোদ্ধাদিগের ক্ষমতা উত্তেজিত হইতে  
লাগিল। কেহ এ চিন্তা ব্যক্ত করিলেন  
না, ভাবানীর আশীর্বাদে অবশ্যই জয় হ-  
ইবে, সকলেই এইরূপ বলিয়াছিলেন, ত-  
থাপি যখন বিশেষ যোদ্ধা যোদ্ধার দিকে  
নিরীক্ষণ করিলেন তখন কাহারও মনোগত  
ভাব লুক্কায়িত রহিল না। কেবল বিশ  
বা পঞ্চবিশ মাত্র সেনা লইয়া শিবজী  
শত্রুসেনার মধ্যে বাহিয়া আক্রমণ করি-  
বেন! এরূপ ভীষণ কার্যে শিবজীও ক-  
খন লিপ্ত হইয়াছেন কি? সন্দেহ! কে-  
নই বা যোদ্ধাদিগের লব্ধি মুহুর্তের জন্যও  
চিন্তামেঘাচ্ছন্ন না হইবে?

সেই বীরমণ্ডলীর মধ্যে বহুদূর পেশ-  
ওয়া মুরেখর ছিলেন। অল্প বয়সে  
তিনি শিবজীর পুত্র শাহজীর অধীনে  
যুদ্ধব্যাপী লিপ্ত ছিলেন, পরে শিব-  
জীর অধীনে গিয়া প্রতাপাধিকার  
কর হইয়াছিল। তাহা

বৎসর পূর্ণ পঞ্চম পদ প্রাপ্ত হইয়া  
 তিনি সেই পদের যোগ্যতা বিশেষরূপে  
 প্রমাণ করিয়াছিলেন। আবুল ফাজলে  
 শিবজী হত্যা করিলে পর মুরেশ্বরই তাঁ-  
 হার সেনাকে আহ্বান করিয়া পরাস্ত  
 করিয়াছিলেন, পরে যোগলদিগের সহিত  
 যুদ্ধান্ত হওয়া অবধি তিনিই পদাতিক সৈ-  
 ন্যের সরনোবৎ অর্থাৎ সেনাধ্যক্ষ ছি-  
 লেন। যুদ্ধকালে সাহসী, বিপদকালে স্থির  
 ও অবিচলিত, পরামর্শে বুদ্ধিমান ও দূর-  
 দর্শী, মুরেশ্বর অপেক্ষা কার্যদক্ষ কর্মচারী  
 ও প্রকৃত বন্ধু শিবজীর আর ছিল না।

আবাজী স্বর্গদেব নামে তথায় দ্বিতীয়  
 একজন দূরদর্শী ও যুদ্ধপটু ব্রাহ্মণ ছি-  
 লেন। তাঁহার প্রকৃত নাম নীলপন্ত স্বর্গ-  
 দেব, কিন্তু আবাজী নামেই তিনি খ্যাত  
 ছিলেন। তিনিই ১৬৪৮ খৃঃ অব্দে কল্যাণ  
 দুর্গ ও সমস্ত কল্যাণী প্রদেশ হস্তগত ক-  
 রেন, এবং সম্রাট রায়গড়ের প্রসিদ্ধ দুর্গ  
 নির্মাণ আরম্ভ করিয়াছিলেন।

প্রসিদ্ধনামা অন্নজীদত্তও অত্র সিংহ-  
 যাতে উপস্থিত ছিলেন। চারি বৎসর পূর্বে  
 তিনিই পানদ্বী ও পবনগড় হস্তগত ক-  
 রেন, ও শিবজীর কর্মচারীর মধ্যে এক  
 জন প্রথম ও অতিশয় কর্মদক্ষ ছিলেন।

অম্বারোহীর সরনোবৎ অর্থাৎ সেনা-  
 পতি, মির্জাইজী পহলকর সিংহগড়ে ছি-  
 লেন না; তিনি কিরণে পহলকর সৈন্যের  
 সমুদয় দিরা ঘাঁহী আরদা ও আহম-  
 মদার সহকারে করিয়া লইয়াছিলেন।

তাহা আমরা শারেন্তাখার সভার চাঁদ-  
 খাঁ প্রমুখাৎ শুনিয়াছি। সিংহগড়ে সে  
 সময়ে কেবল অস্পৃশ্যাক অম্বারোহী  
 সেনা কর্তাজী ওজরনামক একজন নীচস্থ  
 সেনানীর অধীনে অবস্থিতি করিতেছিল।

পূর্ব অধ্যায়ের শিবজীর তিন জন প্র-  
 দান মাউলী বাল-মুজদের নাম উল্লেখ  
 করা হইয়াছে। তদ্বাধ্যো বাজী ফাসলক-  
 রের তিন বৎসর পূর্বেই মৃত্যু হইয়াছিল;  
 তন্নজীমাগঞ্জী ও যশজী কক্স অত্র সিংহগড়ে  
 উপস্থিত ছিলেন। বাল্যকালের সৌহার্দ্য,  
 যৌবনের বিবাহ সাহস ইহারা একত্রও ভু-  
 লেন নাই, শিবজীকে প্রাণের ন্যায় ভাল  
 বাসিতেন; শতবার রজনীযোগে মাউলী  
 সৈন্য লইয়া শিবজীর সহিত শত পর্বত  
 দুর্গ নিঃশব্দে আরোহণ করিয়া সহসা অ-  
 হিকার করিয়াছিলেন।

স্বর্ঘ্য অস্ত গিয়াছে, সন্ধার ছায়া  
 যেন স্তরে স্তরে জগতে অবতীর্ণ হইতেছে,  
 তখনও সেই যোদ্ধামণ্ডলী দুর্গশৃঙ্গে নিঃ-  
 শব্দে দণ্ডায়মান; এমত সময়ে শিবজী  
 তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার  
 মুখমণ্ডল গম্ভীর ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞা-বাক্যক কিন্তু  
 ভয়ের লেশমাত্র দৃষ্ট হয় না। যোদ্ধার  
 নমন উজ্জল, বস্ত্রের নীচে তিনি বর্ষ ও অস্ত্র  
 ধারণ করিয়াছেন, অদ্য নিশির অসমস-  
 হসিক কার্যের জন্য প্রায়ই তিনি  
 দৃষ্টি স্থির ও অবিচলিত।  
 তীরে ধীরে বাস



কণেক সকলেই নিশ্চয় হইয়া রহিলেন, শেষে যুরোধপত্ত বলিলেন “তবে স্থির করিয়াছেন, অন্য রজনীতে স্বর্ণদেব কি অন্নজী কি আমাকে সঙ্গে যাইতে দিবেন না? মহাশয়! বিপৎকালে কবে আমরা আপনার সঙ্গে পরিত্যাগ করিয়াছি?”

শিবজী। “পেশওয়ারী! কমা ককন, আর অমুরোধ করিবেন না; আপনাদের সাহস, আপনাদের বিক্রম, আপনাদের বিজ্ঞতা আমার নিকট অবিনশিত নাই; কিন্তু অন্য কমা ককন। জুবানীর আদেশে আমি অন্য বিষয় প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, অন্য আমিই এই কার্য সাধন করিব নচেৎ অকিঞ্চিৎকর প্রাণ বিসর্জন দিব। আশীর্বাদ ককন জয়লাভ করিব, নচেৎ যদি অমঙ্গল হয়, যদি অন্যকার কাণ্ডে নিধন প্রাপ্ত হই, তথাপি আপনারা তিন জন থাকিলে মহারাত্রের সকলই রহিল। আপনারা আমার সহিত বিনষ্ট হইলে কাহার দূরদর্শী বুদ্ধিতে দেশ থাকিবে? কাহার বাজবলে স্বাধীনতা থাকিবে? হিন্দু-গৌরব কে রক্ষা করিবে? যাত্রাকালে আর অমুরোধ করিবেন না।”

পেশওয়ারী বলিলেন আর অমুরোধ করা বুঝা, মৃতরাং আর কিছু বলিলেন না। শিবজী পেশওয়ারীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

“যুরোধ, আপনি পিতার নিকট কার্য করিয়াছেন, আপনি আমার পিতৃ-

তুল্য, আশীর্বাদ ককন যের আজ জয়লাভ করিতে পারি; ত্রাঙ্গণের আশীর্বাদ অবশ্যই করিবে। আবাজী! তন্নজী আশীর্বাদ ককন, আমি কার্যে স্থান করি। সকলেই বাৎসোৎকল লোচনে বিদায় দিলেন।

পরে তন্নজী ও যশজীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন “বাল্য-শুভ্রং বিদায় দাও।”

দুই জনই খেদে নির্বাক! কণেক পর তন্নজী বলিলেন—“প্রভু! কি অপরাধে আমাদের সঙ্গে যাইতে নিষেধ করিতেছেন? কোন্ নৈশ ব্যাপারে, কোন্ দুর্গ জয়ের সময় আমরা প্রভুর সঙ্গে না ছিলাম? পূর্বকাল অরণ করিয়া দেখুন কঙ্কণদেশে আপনার সহিত কে ভ্রমণ করিত? শৈলচূড়ে, উপত্যকায়, পর্বত স্বরে, তন্নজীতীরে কে আপনার সহিত দিবায় শিকার করিত, রজনীতে একত্র শয়ন করিত, বা দুর্গজয়ের পরামর্শ করিত? যশজী, মৃত বাজী, আর এই দাম তন্নজী। বাজী প্রভুর কার্যে হত হইয়াছে, আমাদেরও তাহা ভিন্ন অস্ত্র বাসনা নাই। অনুমতি ককন অন্য প্রভুর সঙ্গে যাই, জয়লাভ হইলে প্রভুর আনন্দ আনন্দ হইব, যদি প্রভু বিনষ্ট হন, বিবেচনা ককন আমাদের এখানে জীবিত থাকিলে কোন্ উপকার নাই; আমরা অসহায় বুদ্ধিবল নাই যে পরে রাজস্ব সাহায্য করি। আপনারা বাক্ত করিবেন না।”



শিবজী দেখিলেন তমজীর ঢক্ষে জঙ্ক;

মুখ হইয়া তমজী ও যশজীকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন— “ভাতঃ তোমাদিগকে অদ্যে আমার কিছুই নাই;—শীত্ৰ ঞ্ণ-সজ্জা করিয়া লভু।” দুই জনে বিদ্রুপাভিত্তিতে হুগের নীচে অবতরণ করিলেন, তথায় বর্গাকালের সাংকালিক কৃষ্ণবর্ণ মেঘরাশির জায় রাশিরাশি সৈমা সজ্জিত হইতেছিল। শিবজী অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

দুঃখিনী জীজী একাকী একটি ঘরে উপবেশন করিয়া চিত্তা কবিত্তেছিলেন, পুজের অদ্যকার বিপদে রক্ষা প্রার্থনা করিতেছিলেন, এমন সময় শিবজী আনিয়া বলিলেন—

“ভাতঃ, আশীর্বাদ ককন, বিদায় হই।”

জীজী স্নেহপূর্ণ স্বরে বলিলেন “বৎস! আইস একবার তোমাকে আলিঙ্গন করি; কবে তোমার এ বিপদরাশি শেষ হইবে, কবে এ দুঃখিনীর শোক ও চিন্তা শেষ হইবে?”

শিব। “ভাতঃ, আপনার আশীর্বাদে কবে কোন বিপদ হইতে উদ্ধার না হইয়াছি? কোন যুদ্ধে জয়ী না হইয়াছি?”

জীজী। “বৎস! দীর্ঘ-জরী হও, ঈশানী রক্ষা ককন!” স্নেহে শিবজীকে হাত দিলেন, দুই নয়ন বহিয়া আসিয়া দীর্ঘ বক্ষঃস্থলের উপর পড়িতে লাগিল।

শিবজী সকলের নিকটে গিয়াছেন। এতক্ষণ তাঁহার দৃষ্টিশিখর ও অরুণ অকম্পিত ছিল; এক্ষণ আর সম্বরণ করিতে পারিলেন না, চক্ষু হইয়া ছল ছল করিতে লাগিল; উদ্বোধকম্পিতস্বরে বলিলেন—

“স্নেহময়ী জননি! আপনিই আমার ঈশানী, আপনাকে যেন ভক্তিভাবে চির-জীবন পূজা করি, আপনার আশীর্বাদে সকল বিপদ তুচ্ছজ্ঞান করিব।” বীর-শ্রেষ্ঠ মাতার চরণতলে লুণ্ঠিত হইলেন, মাতৃস্নেহের পবিত্র অশ্রুবারিতে সেই পবিত্র পদযুগল দৌত করিলেন।

জীজী পুত্রকে হস্ত ধরিয়া উঠাইলেন, ও বহু অশ্রুপাত করিয়া বিদায়কালে বলিলেন “বৎস, হিন্দুধর্মের জয়সাধন কর; স্বয়ং দেবরাজ শত্রু তোমার সাহায্য করিবেন।” শিবজী অশ্রুমোচন করিয়া ধীরে ধীরে বাহিরে গেলেন।

সমস্ত সেনা সজ্জিত। শিবজী নিঃশব্দে অগ্নারোহণ করিলেন; নিঃশব্দে সৈন্যগণ দুর্গদ্বার অতিক্রম করিল।

দুর্গদ্বার অতিক্রম করিবার সময়ে একজন অতি অপবয়স্ক যোদ্ধা শিবজীর সম্মুখে আসিয়া শির নামাইল; শিবজী তাকে চিনিলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন—

“রত্ননাথজী হাবিলদার! তোমার কি প্রার্থনা?”

হু। “প্রভু যে দিন তোরগ দুর্গ হইতে পত্নাদি আনিয়াছিল সেই দিন

পুরস্কার অস্বীকার করিয়া  
ছিলেন। ”

শিব। “অদ্য এই উৎকট ব্যাপা-  
রের প্রারম্ভে কি পুরস্কার চাহিতে আ-  
সিয়াছ ? ”

রঘু। এই পুরস্কার চাই যে ঐ উৎ-  
কট ব্যাপারে আমাকে লিপ্ত হইতে দিন ;  
যে পঞ্চবিংশ মাউলী যোদ্ধার সহিত পু-  
নানগরে প্রবেশ করিবেন, দাসকে তাহা-  
দের সহিত অপনার সঙ্গে যাইতে আদেশ  
করুন। ”

শিব। “ কেন ইচ্ছাপূর্ব্বক এস-  
কটে আসিতেছ ? তোমার এই বিষয়েই  
বা বিশেষ কি অসিকার আছে ? ”

রঘু। “ রাজন ! আমি ক্ষুদ্রতম সৈ-  
নিক, আমার বিশেষ অসিকার কি থা-  
কিবে ? এই মাত্র আছে যে আমার এ  
জগতে কেহ নাই, অন্যে মরিলে লোকে  
শোক করিবে, আমি এই আহবে মরিলে  
আক্ষেপ করিবে এরূপ জন মাত্র  
নাই। আর যদি প্রভুকে কার্যদ্বারা স-  
ন্তুষ্ট করিতে পারি, জীবিত থাকিয়া প্র-  
ত্যাগমন করিতে পারি ; তবে,—তবে  
ভবিষ্যতে আমার মঙ্গল। ”

রঘুনাথের সেই রুদ্ধকণ্ঠস্বরের  
ভয়জনক নিন্দিত, নয়নের উপর পড়িয়াছে,  
সেইরূপ বালকের সরল উদার মুখমণ্ডলে  
যোদ্ধার স্থির প্রতিজ্ঞা বিরাজ করিতেছে।  
অপ্সরকণ্ঠ যোদ্ধার এইরূপ কথা শুনিয়া  
ও উদার মুখমণ্ডলে দেখিয়া শিবজী মন্তুষ্ট

হইলেন, ও সঙ্গে পুনরায় বাইতে  
অনুমতি দিলেন। রঘুনাথ আবার শির  
নত করিয়া পুরে লক্ষ দিয়া অশ্বের অদি-  
মোহন করিলেন।

সিংহগড় হইতে পুনরায় পথের  
পথে শিবজী নিজ সৈন্য রাখিলেন। স-  
দ্ধার ছায়ার নিঃশব্দে সেই পথের স্থানে  
স্থানে সেনা সন্নিবেশ করিতে লাগিলেন।  
একটি দীপ জ্বলিলে, বা সৈন্যেরা শব্দ  
করিলে পুনরায় তাঁহার এই কার্য প্রকাশ  
হইতে পারে, সুতরাং নিঃশব্দে অন্ধকারে  
সৈন্য সন্নিবেশ করিতে লাগিলেন।

সে কার্য শেষ হইল, রজনী জগতে  
গাঢ় অন্ধকার বিস্তার করিল, শিবজী ত-  
রুজী ও যশজী ২৫ জন মাত্র মাউলী ল-  
ইয়া পুনরায় নিকটে একটি রহৎ বাগানে  
পহুচ্ছিয়া তথায় লুক্কায়িত রহিলেন। রঘু-  
নাথ ছায়ার মত প্রভুর পশ্চাৎ রহি-  
লেন।

আরও গাঢ়তর অন্ধকার সেই অত-  
কাননকে আবৃত করিল, লক্ষ্যের শীতল-  
বায়ু আসিয়া সেই কাননের মধ্যে মর্ম্মর  
শব্দ করিতে লাগিল, সদ্ধার পশ্চিক একে  
একে সেই কাননের পাশ্বে দিয়া পুনর্ভি-  
মুখে চলিয়া যায়, নিবিড় অন্ধকার ভিন্ন  
আর কিছু দেখিল না, পত্রের মর্ম্মর শব্দ  
ভিন্ন আর কিছু শ্রবণ করিল না।

ক্রমে পুনরায় গোলমাল নিবৃত্ত হইল,  
দীপাবলি নির্বাণ হইল, নিশ্চয় নগর  
কেবল প্রহরীগণ এক একবার উচ্চ শব্দ

করিতে আসিল, ও সময়ে সময়ে শৃংগালে  
শব্দ বাহুল্যে আসিতে লাগিল।

ঢং ঢং ঢং সহসা শব্দ হইয়া উঠিল;  
শিবজীর হৃদয় চমকিত হইল; সেই দিকে  
চাহিয়া দেখিলেন, গািলির মধ্যে শব্দ হ-  
তেছিল, নগরের বাহির হইতে দেখা  
যায় না।

ঢং ঢং ঢং পুনরায় শব্দ হইল, আবার  
চাহিয়া দেখিলেন; বহুলোক দীপাবলী  
লইয়া কথিত করিতে প্রস্তুত পথ  
দিয়া আসিতেছে;—এই বরযাত্রা!

বরযাত্রা নিকটে আসিল। পুনরায়  
চারিদিকে প্রাচীর নাই, স্পষ্ট দেখা যাই-  
তেছে। পথলোকে সমাকীর্ণ, ও নানা  
বাজযন্ত্র দ্বারা আতি উচ্চ রব হইতেছে।  
অনেকে অশ্বারোহী, অধিকাংশ পদাটিক।

শিবজী নিশেধে বাল-মুহুর্ত ভরজী  
ও যশস্বীকে আলিঙ্গন করিলেন। পর-  
স্পরে পরস্পরের দিকে চাহিলেন মাত্র।  
'হয়ত এই শেষ বিদায়' এই ভাব সূক-  
লের মনে জাগ্রিত হইল ও নয়নে ব্যক্ত  
হইল, কিন্তু বাক্যে অনাবশ্যক। নিশেধে  
শিবজী ও তাঁহার লোক সেই যাত্রীদি-  
গের সহিত মিশিয়া গেলেন।

যাত্রীগণ শায়েস্তাখাঁর বাটির নিকটে  
দিয়া যাইল; বাটির কামিনীগণ গবাঞ্চে  
আসিয়া সেই বহুলোকসমারোহ দেখিতে  
লাগিলেন। ক্রমে যাত্রীগণ চলিয়া গেল,  
কামিনীগণ ও শয়ন করিতে গেলেন; যা-  
ত্রীগণের মধ্যে প্রায় ত্রিশ জন খাঁসা-

হেবের গৃহের নিকটে লুকাইত।  
ক্রমে বরযাত্রার গোল কামিয়া গেল।  
শুভকার্য সম্পাদিত হইল।

রজনী আরও গভীর হইল; শায়ে-  
স্তাখাঁর রক্তন গৃহের উপর একটি গবাঞ্চে  
ছিল তথায় অগ্নি অগ্নি শব্দ হইতে লা-  
গিল, খাঁ সাহেবের পরিবারের কামিনী-  
গণ সকলে নিদ্রিত অথবা নিদ্রালু, সে  
শব্দ শুনিয়াও গ্রাহ্য করিলেন না।

একখানি ইষ্টকের পর আর একখানি,  
পরে আর একখানি সরিল, খুর খুর ক-  
রিয়া বাসুকা পড়িল। নারীগণ তখন  
সন্দিগ্ধ হইয়া সেই স্থান দেখিতে আসি-  
লেন, দেখিলেন ছিত্রের ভিতর দিয়া এক-  
জন, পরে আর একজন, পরে আর এক-  
জন যোদ্ধা! পিপীলিকা সারের মাগি  
বোদ্ধগণ গৃহে প্রবেশ করিতেছে! তখন  
চীৎকার শব্দ করিয়া বাইয়া শায়েস্তাখাঁর  
নিদ্রাভঙ্গ করিয়া তাঁহাকে সমুদয় অবগত  
করিলেন।

শিবজী সন্ধি প্রার্থনার মিনতি করি-  
তেছেন, খাঁ সাহেব এইরূপ অগ্নি দেখি-  
তেছিলেন; সহসা জাগ্রিত হইয়া শুনি-  
লেন, শিবজী পুনঃ হস্তগত করিয়া তাঁহার  
প্রাসাদ আক্রমণ করিয়াছেন।

পলায়নার্থে এক দ্বারে আসিলেন,  
দেখিলেন বর্ষদারী মহারাজীর বোদ্ধা।  
অত্র দ্বারে আসিলেন, তাঁহাই দেখিলেন।  
সভয়ে সমস্ত দ্বার বন্ধ করিলেন, গবাঞ্চে  
দিয়া পলাইবার উপায় করিতেছিলেন,

এমত সময়ে সভয়ে শুনিলেন 'হর হর মহাদেও' বলিয়া মহারাজীরগণ পার্শ্বের গৃহ পরিপূর্ণ করিল।

তখন রাজপুরী আক্রান্ত হইয়াছে বলিয়া চারিদিকে গোল হইল। প্রাসাদের রক্ষকগণ সহসা আক্রান্ত হইয়া হতজ্ঞান হইয়াছিল, অনেকেই হত বা আহত হইয়াছিল, তথাপি অবশিষ্ট লোক প্রভুর রক্ষার্থ দৌড়িয়া আসিল ও সেই পক্ষবিংশজন মাউলীকে চারিদিকে বেষ্টিত করিল।

শীত্ৰই ভীষণ রবে সেই প্রাসাদ পরিপূর্ণিত হইল; কোন ঘরের দীপ নিৰ্ব্বাণ হইয়াছে, অন্ধকারে মাউলীগণ পিশাচের জায় চীৎকার করিয়া হত্যা করিতে লাগিল; কোন ঘরে মশালের আলোকে হিন্দু ও মুসলমান যুদ্ধ করিতেছে, কবাতের স্নাননা শব্দ, আক্রমণকারীদিগের যুদ্ধমুহুর্ত্ত: উল্লাসরব, ও আক্রান্ত ও আহতদিগের চীৎকারে ও আর্তনাদে প্রাসাদ পরিপূর্ণিত হইল। সেই সময়ে শিবজী বর্ষা হস্তে লক্ষ দিয়া যোদ্ধাদিগের মধ্যে পড়িলেন। 'সনাতনধর্মের জয় হউক' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, মাউলীগণ সঙ্গে সঙ্গে ছকার বর্ষা উঠিল, মোগল প্রহরীগণ পলায়ন করিল, অথবা সহস্র হত ও আহত হইল। শিবজী ভীষণ মারিতে ছার ভয় করিয়া শায়েস্তাখাঁর সৈন্যঘরে আশ্রয় পড়িলেন।

সেনাপতির রক্ষার্থে তৎক্ষণাৎ করে কজন মোগল সেই ঘরে ধাবমান হইল;

শিবজী দেখিলেন সর্বসম্মুখে মৃত চাঁদখাঁর ক্রিমশালী পুত্র শমশের খাঁ! শিবজী অপমানিত হইয়া জাগি ছাড়াইয়াছে; তথাপি পুত্র সেই প্রভুর জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত ও আগ্রহণ! শিবজী এক মুহূর্ত্ত দণ্ডায়মান হইলেন; কোষে খজা রাখিয়া বলিলেন, 'যুবক, তোমার পিতার রক্তে একগুণ আমার হস্ত কলুষিত রহিয়াছে, তোমার জীবন লইব না, পথ ছাড়িয়া দেও।'

'কাফের! হত্যাকারীর এই দণ্ড!' শমশের খাঁর নয়ন অগ্নিবৎ জ্বলিত, শিবজী আত্মরক্ষার প্রয়াস পাইবার পূর্বেই শমশেরের উজ্জ্বল খজা আগুন মন্তকোপরি দেখিলেন।

মুহূর্ত্তের জন্য প্রাণের আশা ত্যাগ করিয়া ইষ্টদেবতা ভাবানীর নাম লইলেন; সহসা দেখিলেন পশ্চাৎ হইতে একটি বর্ষা আসিয়া খজাধারী শমসেবকে উতলশারী করিল। পশ্চাতে দেখিলেন রঘুনাথজী হাবিলদার!

'হাবিলদার! এ কার্য আমার স্বপ্নন থাকিবে।' কেবল এই মাত্র বলিয়া শিবজী অগ্রসর হইলেন।

এই অবসরে গবাক দিয়া রজ্জু অবলম্বন করিয়া পারোস্তাখাঁ পলাইলেন। কয়েক জন ছাওলী সেই গবাকমুখে ধাবমান হইয়াছিল, একজন খজোর আঘাত করিয়াছিল তাহা শায়েস্তাখাঁর অঙ্গুলীতে লাগিয়া একটি অঙ্গুলী ক্ষেদন হইল, কিন্তু

স্বাভাবিকভাবেই পুত্রপুত্র না হিরিয়া  
কিন্তু পুত্র, "তুমি পুত্র জন্ম  
কিন্তু পুত্র জন্ম পুত্রী নিমিত্ত হইয়া  
তুমি শিবজী পুত্রবলেন যাই  
বন্দ্য। রক্তে রক্তিত হইয়াছে হইয়া  
প্রকরণগণের মৃতদেহ পতিত রহিয়াছে,  
জীলোক ও পলাতকগণের আত্মনাদে  
প্রাণাদ পরিপূর্ণিত হইয়াছে, ও তখনও  
মাউলীগণ, মোগলদিগের ধ্বংস সাধন  
চারিদিকে ধাবমান হইতেছে। যশালের  
অঙ্গাঙ্গী আলোকে কাহারও মৃতদেহ,  
কাহারও ছিন্নমুণ্ড, কোথাও বা রক্ত প্রা-  
ণালী ভীষণ দেখাইতেছিল। তখন শিবজী  
আগম মাউলীদিগকে নির্যাসে ডাকিলেন।  
সকল সময়ে সকল বুদ্ধেই তিনি জয়লাভ  
করিলে পর বৃথা প্রাণনাশ দেখিলে বি-  
রক্ত হইতেন ও শত্রুর ও মেরুণ প্রাণনাশ  
যাহাতে না হয় তাহার যথেষ্ট যত্ন করিতেন।  
আদেশ করিলেন, "আমাদের কার্যসিদ্ধি  
হইয়াছে, তীক শায়েস্তাখাঁ আর আমা-  
দের সহিত যুদ্ধ করিবেন না ; এক্ষণে জত-  
বেগে সিংহগড়াভিমুখে চল।"

অন্ধকার রজনীতে শিবজী অনারামে  
পুনা হইতে বহির্গত হইলেন ও সিংহগা-  
ড়ের দিকে ধাবমান হইলেন, প্রায় দুই  
ক্রোশ আসিয়া মশাল জ্বালিবার আদেশ  
দিলেন। বহুসংখ্যক মশাল জ্বলিল; পুনা  
হইতে শব্দেস্তাখ্য। দেখিতে পাইলেন য-  
হারীসেনা নিরাপদে সিংহগাড়ে উঠিল।

পর দিন প্রাতে কুক যোগসঙ্গ সিং-  
গাড়ে আক্রমণ করিতে আসিল, কিন্তু গ-  
গের কামানের গোলায় ছিন্নভিন্ন হইয়া  
গলায় পড়িল। কর্তাজী ওজর ও তাঁহার  
কামানসহ হস্তাস্ত্র অথারোহীগণ বহুদূর  
পর্যন্ত পশ্চাভ্রমণ করিয়া গেল।

অল্প নিপানে সাতসী যোদ্ধার আরও  
যুদ্ধপিপাসা বৃদ্ধি হয়, কিন্তু শায়েস্তার  
সরুপ যোদ্ধা ছিলেন না; তিনি আরং-  
জীকে একখানি পত্র লিখিলেন, তাহাতে  
নিজ নৈনোর খেচর নিন্দা করিলেন ও  
বশোবস্ত অর্থে বশীভূত হইয়া শিবজীর  
পক্ষাচরণ করিতেছে এইরূপ জানাইলেন।  
আরংজীর দুই জনকেই অকর্মণ্য বিবেচনা  
করিয়া ডাকিয়া পাঠাইলেন, ও নিজপুত্র  
সুলতান ঘোঁরাঙ্গীকে দক্ষিণে পাঠাই-  
লেন, পরে তাঁহার সহায়তা করিবার জন্য  
বশোবস্তকে পুনর্বার পাঠাইলেন।

ইহার পর এক বৎসরের মধ্যে  
শেষ কোম মুদ্রাকার্য হইল না। ১৬৬৪  
অমের পারস্যের শিবজীর পিতা শাহজী  
কাল হওয়ার শিবজী সিংহগড়েই শ্রাজ্জ  
ন্যাপূন করিয়া, পরে রাঙ্গগড়ে বাইজা  
রাজ্য উপাধি গ্রহণ করিলেন ও নিজনায়ে  
মুজা অধিকার প্রভে লাগিলেন। আমরা  
এখন এই নবজ্ঞাতির মিকট বিদায় লইব।

পাঠক! বহু দিবস হইল তেহ  
হইতে আসিরাছি, চল এই অবসরে এক  
বার সেই দুর্গে যাইয়া কি হইতেছে দেখি।

## মৌতিকা।

পাঠক, অনেক দিন হইতে আমি নিশির প্রাণের সহিত স্বপ্ন  
কার তোমার সুন্দর জীবন হারকণ্ঠে কল্পনা মিশাইয়া মুক্তার উৎপত্তির এই-  
পর্যায় হইয়াছিল, অদ্য সেই আবার এই মৌ-  
তিক হার লইয়া তোমার সমক্ষে উপ-  
স্থিত। মুক্তা নানা আকারের ও নানা  
মূল্যের, রহৎ হংসজিহ্বের ন্যায় মুক্তাও  
আছে এবং সর্বপ প্রমাণ অতি ক্ষুদ্র মু-  
ক্তাও আছে। আবার এক একটি মু-  
ক্তার মূল্য এগাদশ লক্ষ দুই হাজার অধিক।  
আবার দেশীয় কবিরাজ মহাশয়েরা যে  
মুক্তা ভাস্য করেন, তাহার মূল্য এক পয়-  
সারও কম। আমার এই হারে সুন্দরের  
কাক-চাতুর্ধ্য নাই। এবং ইহার গুণ  
ব্যাখ্যা করিতে “মেলেনী মাসী” ও  
শিল্পী মুক্তাগুলি বহুমূল্য—কেমন না  
বলিতে সংগৃহীত। যদি তুমি একবার প-  
রিদ্রাণ কর তবেই শ্রম সার্থক বোধ করিব।  
মুক্তার উৎপত্তি সম্বন্ধে ভারতবর্ষে  
একটি কাণ্ডীয় প্রবাদ আছে। অর্থাৎ বৈ-  
শাখ মাসে যখন নতুন জল গতিত হইতে  
আরম্ভ হয়, তখন শক্তি গুলি মুখব্যাদান  
করিয়া জলের উপরিভাগে বিচরণ করিতে  
পাকে, পুরে যে দিবস সাতীনক্ষত্রের যোগ  
হয়, তখনকার স্বক্ৰিয় শক্তির অভ্যন্তরে  
পতিত হইলেই মুক্তার উৎপত্তি হয়।

ভেরোনা নগরবাসী রোমীর গতি

কল্পনা মিশাইয়া মুক্তার উৎপত্তির এই-  
রূপ বিবরণ দিয়াছেন যে “কল্পরিকা-  
গৃহীত নীহারের গুণাবল্যেরে মুক্তার  
উৎপত্তি হয়। শিল্পীর বিদ্যুৎ পরি-  
কল্পিত হইলে মুক্তাও পরিষ্কৃত হয়। এবং উহা  
অপরিষ্কৃত হইলে মুক্তাও অপরিষ্কৃত হয়।  
যখন সেই বস্তুটা বিদ্যুৎ প্রক্রিয়াতে পতিত  
হয়, তখন বায়ু মেঘাচ্ছন্ন থাকিলে, মুক্তার  
পাংশুর্বাণ হয়। শক্তিতে বস্তু শিল্পীর গয়ে  
তত পড়িলে মুক্তা রহৎ হয়। বিদ্যুৎ প্রদান হ-  
ইলে অকস্মাৎ স্বক্ৰিয় শক্তির মুখকল হওয়াতে মুক্তা  
অত্যন্ত ক্ষুদ্র হয়। শিল্পীর বিদ্যুৎ প্রদান স-  
ময়ে বজ্রপাত হইলে মুক্তাও অত্যন্ত বড় হইয়া  
থোমার ন্যায় হইয়া যায়।”

ইতালি দেশের একজন প্রসিদ্ধ কবিও  
পুঙ্খানুপুঙ্খ কল্পনা করিয়াছেন। মুক্তার  
কল্পিত উৎপত্তি যত আশ্চর্য্য না হউক, প্র-  
কৃত উৎপত্তি বাস্তবিক পক্ষে অসম্ভব।  
প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরাও কল্পিয়াছেন  
যে কল্পরিকা-বস্তু অনেকগুলি মৎস্যের  
এক প্রকার গীড় হইতে এই বহুমূল্য-  
পদার্থটি উৎপন্ন।

\* ১৭১৭ খ্রঃ অব্দে প্রাপ্তি

বালেন প্রাগীদিগের শরীরে মুক্তার  
পাংশুরি যোগ।

কখন, কখন কখন শুক্রি ও তম্বা মৎ-  
 স্যের অত্রে বায়ুকণা বায়ু কান  
 পার্থ প্রবেশ করিতে একপ্রকার বিজা-  
 তীর কণা উৎপন্ন হয়। সেই উৎপন্ন  
 নিকট করিবার জন্ত মৎস্যটি এই পদার্থে  
 উপরে একপ্রকার ত্রি-মুখবৎ বিস্তার  
 করে, এবং তাকে স্বীয় শরীরস্থ একপ্র-  
 কার কণা দ্বারা সম্পূর্ণরূপে আবৃত  
 করিয়া ফেলে। কখন কখন অপর কোন জন্ত  
 শুক্রিমাত্ত প্রাণীটিকে বহির্গত করিবার  
 জন্ত শুক্রি-দেহের কোনস্থল দ্বিভ করে ;  
 কিন্তু উক্ত প্রাণীটি তৎক্ষণাৎ পুনঃ কণিত  
 উপরে বিদগ্ধ আবেশন করিয়া আত্ম-  
 রক্ষা করে। এই উভয় কারণ হইতে যে  
 মোক্ষের উৎপত্তি তাহা শুক্রির অভা-  
 তেরেই হয়। প্রসিদ্ধ উদ্ভিদযেত্রী লি-  
 ন্ডার এই শেষোক্ত উপায়ে মুক্তা উৎপা-  
 দন করিয়া বহুদেশস্থ রাজার নিকট বহু  
 মূল্যে বিক্রয় করিয়া উৎপাদি প্রাপ্ত হন।  
 চীন দেশীয় লোকদিগের নিকট ইহা অ-  
 নেক কাল হইতে বিদিত আছে। তাহারা  
 জীপিত কস্তুরা ধরিয়া তাহার গাত্রে নানা  
 পরিমাণের রক্ত করিয়া ছাড়িয়া দেয়, অ-  
 নেক বস্তুরা একরূপে বিনষ্ট হয়, কিন্তু  
 অনেকের অভ্যন্তরে এই কৃত্রিম উপায়ে  
 নানা আকারের মুক্তা উৎপন্ন হয়।

ডাক্তার বেয়ার্ডের মতে অপর একপ্র-  
 কার মুক্তা শুক্রি মতঃ প্রাণীতে জন্মে,  
 এবং তাহা বর্ণহীন। সর এভার্ড  
 চিউম বলেন যে প্রাণী শরীরে প্রাকৃতিকরূপে

কণুর্গ হইবার কারণ এই উহাতে এ-  
 রূপ কতকগুলি অণু উৎপন্ন হয়, বাহা  
 হইতে শাবক জন্মে না, অর্থাৎ উহা নষ্ট  
 হইয়া যায়। শুক্রি-মৎস্য যেমত অপর  
 ভিন্ন প্রমাণ করে, ইহা দিগকে তজপ  
 প্রদান করে না। উহা বীজাধারেই দ্বিতীয়  
 বৎসর পর্যন্ত থাকে। প্রাণিশরীর হইতে  
 বহু মণ্ডালিত হইয়া বীজাধার ক্রমে ব-  
 হু করিতে থাকে। দ্বিতীয় বৎসরের শেষে  
 এই বীজকোষের উপরে একটি মুখবৎ  
 জন্মে। এবং পূর্বোক্ত পদার্থে সেই অণু-  
 গুলি সম্পূর্ণরূপে আবৃত হইয়া সমস্ত মু-  
 গোল মুক্তা উৎপন্ন হয়। শুক্রির অভ্যন্তরস্থ  
 মুক্তা গুলি কখন গোল, কখন বাদামী  
 আকারের হয়। প্রবন্ধের প্রারম্ভে আমরা  
 যে অতিক্রম মুক্তার উল্লেখ করিয়াছি তা-  
 হা দিগকে মুক্তা বুরি কহে। ইংরেজীতে  
 উহার নাম বীজ-মুক্তা। এই মুক্তা-বুরি  
 গুলির প্রাচীন সময়ে বহুধা ব্যবহার ছিল।  
 কারণ প্রিন্স এক স্থলে কহেন যে, 'খ্রী-  
 ষ্টোফেরা পাদ্রকাতে পর্যন্ত মুক্তা পরি-  
 ধান করিত।' এদেশীয় খ্রীলোকেরাও  
 পূর্বে বেশরের হুলে ইহা ব্যবহার করি-  
 তেন, এবং অধুনা সীতি ও সুবকা প্রভৃ-  
 তির হুলে ইহা ব্যবহৃত হয়। এস্থলে একটি  
 কথা বলা প্রয়োজন। শুক্রি-মৎস্যের পীড়  
 নিবন্ধন মুক্তার যে উৎপত্তি হয়, তাহার  
 একটি প্রকট প্রমাণ আছে। বাহারা মুক্তা  
 সংগ্রহ করে, তাহারা বলে যে মৎস্য অক্ষত  
 শুক্রি-গর্ভে মুক্তা প্রায়ই পাওয়া যায় না ;



কিন্তু ভয় ও অসুস্থতা শুদ্ধি করে মুক্তা ম-  
চরাচরই দেখা যায়।

এসিয়া, ইউরোপ, ও আমেরিকার স্থানে  
স্থানে মুক্তা প্রাপ্ত হওয়া যায়। এসি-  
য়ায় সিন্ধুনদের পিল্‌তী নামক মোহানায়,  
করাচীনগরে, করমণ্ডল উপকূলস্থ টিটা-  
করিন নগরে, লঙ্কার কণাচী উপসাগরে;  
মালকস্ প্রণালীতে, লোহিত সাগরে, পা-  
রস্য উপসাগরস্থ খরকদ্বীপে, এবং জাপান ও  
ফিলিপাইন দ্বীপের নিকটে মুক্তা পাওয়া  
যায়। এতদ্ব্যতীত মুসিদাবাদের কোন  
কোন বিলেও যথেষ্ট মুক্তা পাওয়া যায়।  
ইউরোপের মধ্যে স্কটলণ্ডে অধুনা যথেষ্ট  
উৎকৃষ্ট মুক্তা মিলে। কথিত আছে যে  
ছুইশতাব্দী পূর্বে রোমানেরা ইংলণ্ড হইতে  
প্রভূত পরিমাণে মুক্তা সংগ্রহ করিত।  
প্লিনি বলেন যুলিয়স্ সিজার তিনশ্চ দে-  
বীন্দ্র যে ককুলিকা উপহার দেন, তাহা  
ব্রীটনীর মুক্তায় খচিত ছিল। ঊনবিংশ  
শতাব্দীতে পার্থস্যারের নদীজাত লক্ষটা-  
কার মুক্তা বর্ষে বর্ষে লগুনে বিক্রীত হই-  
য়াছে, এমন কি এখনও বাহারা কনগ্রে  
নামক উপকূলে ভ্রমণ করিতে যান, তা-  
হার এক ঔকপরিমিত ব্রীটনীর মুক্তা  
২১০ টাকা হইতে ৫ টাকা মূল্যে যত ইচ্ছা  
ক্রয় করিতে পারেন। কমিয়াতে নবো-  
গরড, ভার, স্বভ, প্রভৃতি প্রদেশে; এবং  
সান্ত্রনে, বেভেরিয়া, বোহিমিয়া, এবং  
সিলিসিয়ার নদীতে অদ্যাপি যথেষ্ট মুক্তা  
অশেষ।

আমেরিকায় মেক্সিকো ও কালিফোর্-  
নিয়া উপকূলে, সেন্ট টমাস, নবগ্রেগেজা,  
এবং ব্রীটিস পশ্চিম ইণ্ডিয়া দ্বীপসমূহে  
বহুল পরিমাণে মুক্তা পাওয়া যায়। এত-  
দ্ব্যতীত এলজেরিয়া ও সুলুদ্বীপে, মাল্লে-  
রিটা দ্বীপে, ও পানামা উপকূলে প্রভৃতি  
স্থানেও যথেষ্ট মুক্তা পাওয়া যায়। পা-  
রস্য গবর্ণমেন্টের অধীনস্থ খরকদ্বীপের  
দ্বীপে বর্ষে বর্ষে ২৪ লক্ষ মুক্তা মুক্তা সং-  
গৃহীত হয়। করাচি নগরের নিকটে যে  
সকল ক্ষুদ্র মুক্তা সংগৃহীত হয়, তজ্জন্ম  
গবর্ণমেন্টকে বর্ষে বর্ষে ৩০ লক্ষ মুদা  
কর দিতে হয়। কিং প্রণালীতে মুক্তা সং-  
গৃহীত হয়, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে  
প্রকটন করিলে, বোধ হয় পাঠক বর্ণের  
বিরক্তিকর হইবে না।

লঙ্কারীপই মুক্তার জন্য প্রখ্যাত। এখানে  
অত্যন্ত প্রদিক; অতএব কণাচী উপ-  
সাগরে মুক্তা-সংগ্রহের বিষয়েই আমরা বি-  
শিষ্ট করিতেছি। প্রতিবৎসর গবর্ণ-  
মেন্ট হইতে উক্ত উপকূলের জরিপ হয়।  
জরিপ শেষ হইলে এক বৎসরের নিমিত্ত  
নিলামে ঐ জম বিক্রীত হয়। ককুলারি  
মাসে আরম্ভ হয়। এপ্রিল মাসের প্রথম  
ভাগে মুক্তা সংগ্রহ শেষ হয়। মাকালো  
ছাত্র সপ্তাহ বা দুইমাস কাল ডুবাকরা  
মুক্তাসংগ্রহ করিতে পার। কিন্তু এই  
সকল ডুবাক মালবার উপকূলবাসী রো-  
মান প্রাণিক স্থাটান, ইহাদের এই সময়ে  
এতদূর পর্যন্ত ও উপবাসাদি আছে যে,



মোট ৪০ দিনের অধিককাল কাজ করিতে পারে না। কৃষ্ণাসংগ্রহণাপার যে দিন আরম্ভ হইবে, তাহার পূর্ব দিবস রাত্রি ১০ ঘটিকার সময় একটি কামানের শব্দ হয়। তৎক্ষণাৎ কণ্ঠাচী উপসাগর হইতে সমুদায় নৌকা ছাড়িয়া দেয়। প্রত্যুষের সময় নির্দিষ্ট স্থানে নৌকা পৌঁছিতে, এবং দিবা দুই প্রহর পর্যন্ত ডুবাকরা মুক্তা সংগ্রহ করে। দুই প্রহরের পর তথা হইতে নৌকা বোঝাই করিয়া বেঙ্গাবেলি কণ্ঠাচী উপসাগরে প্রত্যাবর্তন করে। অমনি শুক্লি গুলি তীরে উঠাইয়া নিলাম করা হয়। প্রত্যেক নৌকায় ১০ জন ডুবাক ও দশজন নাবিক থাকে। তদ্ব্যতীত নৌকার অধ্যক্ষরূপে একজন কর্মচার এবং “হাজু-দমী” নামে মালাবারাষ্ট্র এক জন পুরোহিত বা ওয়া থাকে।

একবারে ৫ জন করিয়া ডুবাক অবগাহন করে, তাহার উদ্দেশ্য হইলে, অবশিষ্ট পাঁচজন অবগাহন করে। কাপ্তান ফ্ল্যাগ্ট কয়েন ডুবাকরা সাধারণতঃ প্রতি ৩০০ ৫০ হইতে ৫৭ সেকেন্ড পর্যন্ত জলের তলে থাকে; কিন্তু অর্থ দিলে ৮৪ হইতে ৮৭ সেকেন্ড পর্যন্ত থাকিতে পারে। অনেক পাঠক বোধ হয় ইহাতে বিশেষ আশ্চর্য্য কিছু দেখিতে পাইতেছেন না। ভ্রমসা করি নিম্ন লিখিত বিবরণ পাঠে বুঝিতে পারিবেন যে, ৮৭ সেকেন্ড জলের নীচে থাকা বড় সহজ ব্যাপার নহে।

প্রথমতঃ চিকিৎসকেরা নিবর করিয়া

ছেন যে স্বস্থ শরীরে প্রৌঢ়াবস্থ পুরুষদিগের নাড়ি প্রতি মিনিটে ৭৫ বার পর্যন্ত চলে; সুতরাং ৮৭ সেকেন্ডে ১০৯ বার নাড়ী চলে। দ্বিতীয়তঃ, ঘটিকা যন্ত্রের দোল-মণ্ড প্রতি সেকেন্ডে একবার করিয়া দোলে, এবং মনুষ্যের শ্বাসও স্বাভাবিক্যায় প্রতি সেকেন্ডে গড়ে একবার করিয়া বহে, সুতরাং ৮৭ বার শ্বাস ত্যাগ করিতে যত সময় লাগে ডুবাকরা তত সময় জলের নীচে থাকে, একি সাধারণ ক্ষমতা! অধুনা বিজ্ঞানের উন্নতিবশতঃ ডুবাকরা জলের নীচে ৩।৭ ঘণ্টা থাকিতে পারে, কিন্তু সে যন্ত্রের সাহায্যে। যাহা হউক, আমরা পুনশ্চ প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করিতেছি।

ডুবাকদিগের কটীদেশে একটি করিয়া গুলি থাকে, সংগৃহীত শুক্লিগুলি তাহার মধ্যে রাখে। শীত শীত জলের ক্ষিতির অধিরোধন করিবার জন্য রজ্জু দ্বারা একটি ফাঁস প্রস্তুত থাকে; এবং তাহাতে একখণ্ড রহৎ প্রস্তর সংলগ্ন থাকে। নীচে নামিবার সময় এই ফাঁসের মধ্যে পদস্থাপন করে। আর একগাছি রজ্জু ও ডুবাকদের কটীদেশে সংলগ্ন থাকে। অনেকজন জলের নীচে থাকিয়া কষ্ট হইলে, তাহারাই এই রজ্জুটি নাড়িতে থাকে; তৎক্ষণাৎ নৌকারিত লোকেরা তাহাদিগকে টানিয়া তুলে। উঠিবার সময় পুরোহিত ফাঁস হইতে পী বাহির করিয়া লয়। ডুবাকরা উত্তর কর্তৃক দ্বারা বন্ধ করে,

এবং যতক্ষণ জলের নীচে থাকে, এক হস্তে নাসিকারন্ধ্র ঢাপিয়া রাখে। তাহার দিনে ৪০ হইতে ৫০ ডুব পর্যন্ত দেয়, এবং প্রতিডুবে প্রায় একশত শুক্তি উত্তোলন করে।

ডুবাকর্মের পক্ষে হাড়ের ভয়ই অত্যন্ত। যে পর্যন্ত হাড়ডম্বী ওয়ারা মস্ত্র দ্বারা হাড়ের মুখ বন্ধ না করে, তাবৎ ডুবাকর জলে নামেনা। যতদিন মুক্তা সংগ্রহব্যাপার চলিতে থাকে, ওয়ারা কুলে গাফিয়া পূজা, নীনাথিক অনুষ্ঠান, ও নানা প্রকার শারীরিক কষ্ট করে। কখন কখন ওয়ারা নৌকাতেও থাকে। যতক্ষণ ওরা নৌকার থাকে, ততক্ষণ ডুবাকরা অকুতোভয়ে অগাধ জলে ঘাইতে ও পর্যাগ্ৰুথ হয় না। মুক্তা সংগ্রাহক বনিকেরা ওবাদিগকে বেতন দেন। ডুবাকরা মুক্তার কোন অংশ বা তাহার মূল্য স্বরূপ অর্থ গ্রহণ করে। শুক্তিগুলিকে মৃত্তিকায় গর্ত করিয়া ঢাকিয়া রাখে, এবং তাহার উপরে দড়মার বেড়া দেয়। কিছু দিন পর পচিয়া শুক্তিগুলি দ্বিধা হইয়া যায় ও মুক্তা বাহির হয়। অতঃপর মুক্তাগুলিকে প্রক্ষালিত, পরিষ্কৃত, ও সরঞ্জু করা হয়। মুক্তা দ্বারাই এই প্রকার চূর্ণ প্রস্তুত হয়, তদ্বারা মাজিয়া মুক্তা পরিষ্কার করে।

খেত, ময়ূগ, উজ্জল মৌক্তিকই সর্বশ্রেষ্ঠ। জেফ্রি নামা একজন প্রসিদ্ধ বত্তুজীবী বলেন যে “দুগ্ধবৎ খেত, অতুজ্জল, অকত, কলঙ্করহিত মুক্তাই সর্বোৎকৃষ্ট।” বর্ণ-

বিশিষ্ট মুক্তা তাঁহার মতে অকর্মণ্য। সম্পূর্ণ গোলাকার মুক্তাই উৎকৃষ্ট, কিন্তু ইয়ারিং প্রভৃতিতে অশাক্তি মুক্তাই অধিক ব্যবহৃত হয়। হিন্দুরা ঈশ্মোহিত বা ঈশং পীত মুক্তাই অধিক মনোহর জ্ঞান করেন। জেফ্রি এইরূপে মুক্তার মূল্য নিরূপণ করেন—প্রায় চারিরতি পরিমিত মুক্তার মূল্য চারি টাকা; ৮ রতি পরিমাণ হইলে ১৬ টাকা; ১২ রতি পরিমাণ হইলে ৩৬ টাকা। অর্থাৎ ৪ রতিতে এক ‘কেরাট’ হয়, যতরাং যত ‘কেরাট’ হইবে তাহার বর্ণ লগ্ন, এবং সেই বর্ণকল দ্বারা এক কেরাটের মূল্য ৪ টাকাকে গুণ কর। কিন্তু প্রাচীন কালীন অনেক মুক্তার কথা শুনা যায়, তাহার মূল্য এই নিয়মে নিরূপিত হয় নাই। এমন কি, এখনও কোন মুক্তা অতি উৎকৃষ্ট বা সুন্দর হইলে, তাহার মূল্য পরিমাণানুসারে হয় না।

অস্বদেশীয় পণ্ডিতদিগের মতে কেবল শুক্তিই মুক্তার উৎপত্তি স্থান নহে। তাহা একাংশে যথাঃ—

“শক্কাগজন্ত কোড়ন্ত কনিমৎস্যান্ত  
দক্ষরঃ।

যেথুগেতে সমাখ্যাতান্তুজ্জৈ মৌক্তিক  
যোনয়ঃ ॥”

অর্থাৎ শঙ্খ, হস্তী, শূকর, ভূজঙ্গ, মৎস্য, কচ্ছপ, বংশ প্রভৃতিতেও মুক্তা হয়। রাজ নির্ঘণ্টে জাতিভেদে অষ্টদশ মুক্তার উল্লেখ দেখা যায়। যথা—

“সাতদোহোগবীনপৌত্রিশিরসম্বকসার-  
শঙ্খাঘুঙ্কং  
শুক্লীনাযুদরাজ মৌক্তিক মণিঃ স্ম্যটৌ  
ভবভার্যমা ॥”

মুক্তার লক্ষণ সম্বন্ধে রাজ নির্ঘণ্ট বলেন—  
“নক্ষত্রাভং শুক্লমত্যন্ত মুক্তং স্নিগ্ধং স্কুলং  
নির্মলং নিব্রণঞ্চ।

স্বাস্থ্যধিক্যে গৌরবং যত্নায়াং তস্মি-  
ন্থালাং মৌক্তিকং সৌখ্যদায়ি।”

যে মুক্তা নক্ষত্রের ন্যায় শুভ্র ও উজ্জ্বল,  
অত্যন্ত বিশুদ্ধ, স্নিগ্ধ, স্কুল, নির্মল ও ব্রণ-  
রহিত, এবং তুল্যতে স্থাপন করিলে যা-  
হার ওকড় অনুভূত হয়, সেই নির্মল মৌ-  
ক্তিকই সুখদায়ি অর্থাৎ প্রশস্ত।

রাজ নির্ঘণ্টকার পুনশ্চ মুক্তার বি-  
শেষ লক্ষণ কহিয়াছেন। যথা—

“ছায়াপাটলনীলপীতধবলান্তরাপি  
সামান্যতঃ।

সপ্তাং বহুশো ন লঙ্ঘি  
রিত্তিচৈচ্ছৌক্তিকং তুল্যমং ॥”

যদিচ অপর সপ্তবিধ মুক্তা শৌক্তিকের  
অর্থাৎ শুক্তি-গর্ভজাত মুক্তার তুল্য বহু-  
ছায়াবিশিষ্ট না হউক, তথাপি পাটল,  
নীল, পীত, ধবল এই কএক প্রকার ছায়া  
তৎসমুদায়ে সাধারণতঃ আছে।

ভোজ রাজতন্ত্র নামে একখানি উৎ-  
কৃষ্ট সংস্কৃত গ্রন্থে ছায়া দ্বারা নানাবিধ  
মুক্তার পরীক্ষা করিবার বিবরণ লিখিত  
আছে। আমরা এস্থলে বহু অবেষণ করি-  
য়াও তাহা প্রাপ্ত হইলাম না। দুঃখের কথা

বলিব কি আমরা একখানি হস্তলিখিত  
রাজনির্ঘণ্টে মুক্তাসম্বন্ধে আরও যে সকল  
প্রমাণ পাইলাম, তাহা লিপিকরের প্রমাদ-  
বশতঃ এত অশুদ্ধ হইয়াছে, যে তাহার  
কোনও অর্থসংগ্রহ হয় না। অধিক কি,  
আমরা যে কএকটি বচন উদ্ধৃত করিলাম  
তাহারও স্থানে স্থানে অনেক ভ্রম রহিল।

এতদেশীয় ভিষ্কদিগের মতে মুক্তার  
নানাগুণ, এবং উহা তাঁহারা নানাবিধ  
ঔষধেও ব্যবহার করেন। কিন্তু ইউ-  
রোপীয় চিকিৎসকেরা একথা গ্রাহ্য ক-  
রেন না। তাঁহারা বলেন যে, সামান্য  
চুণ এবং মুক্তাভস্মে কোনও প্রভেদ  
নাই। বস্তুতঃ আমরা স্থলাভূত্রে মুক্তার  
যে রাসায়নিক গুণের উল্লেখ করিয়াছি,  
তাহাতে এতদূরকে একই পদার্থ বলি-  
নিয়া বিশ্বাস হয়। যাহা হউক বৈদ্যক  
শাস্ত্রমতে মুক্তার গুণ এই।

“সারকড়ং, শীতত্বং, কষায়ত্বং, স্ন্যাদুত্বং,  
লেখনত্বং, চক্ষুসায়ক্যং।”, ইতি রাজবল্লভঃ।

অর্থাৎ মুক্তায় সারকড়, শৈত্য, কষা-  
য়ত্ব ও মুখপ্রিয়ত্ব গুণ আছে। ইহা দ্বারা  
লেখন অর্থাৎ ক্ষার দ্বারা যে দাগ করিয়া  
দেওয়া যায়, সেই গুণ এবং চক্ষুরোগের  
উপশমক গুণও আছে।

“বৃষ্যত্বং বলপুষ্টিদায়ক্যং” ইতি ভাবপ্রকাশঃ।

ইহাতে পুং শক্তির বৃদ্ধি, বল ও পুষ্টি  
প্রদান করে।

“মৌক্তিকঞ্চ মধুরং স্থলীতলং দৃষ্টিরোগ-  
শমনং বিবাপহং।

রাজস্বক্ষমপরিকোপনাশনঃ কীগবীর্ষাবল-  
পুষ্টিবর্দ্ধনঃ ॥, ইতি রাজনির্দণ্ড—

ইহা মধুর, স্নানীতল, দৃষ্টিরোগ ও  
বক্ষ্যারনাশক; এবং কীগবীর্ষাদিগের বল-  
পুষ্টিবর্দ্ধক।

ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা অপর কএকটি  
পদার্থের সহিত মুক্তার আপেক্ষিক গুরুত্ব  
নিরূপণ ও তুলনা করিয়াছেন। প্রতিখন  
কুটে বত গুরুত্ব তাহা ওমে দেওয়া যাই-  
তেছে। এক জল অর্ধ ছটাক।

চীনাধ্বজ	২৩৮৫	অর্থাৎ	৭৪.৫	সের
চক্ষ্মিক প্রস্তর	২৫৯৪	"	৮১.	"
ক্ষাটিক	২৬৪০	"	৮২.৩	"
প্রবাল	২৬৮০	"	৮৩.৭	"
মুক্তা	২৬৮৪	"	৮৩.৯	"
হীরক	৩৫৩৬	"	১১০.৫	"
গোমেদক	৩৮০০	"	১১৮.৬	"
নীলকান্তমণি	৩৯৯৪	"	১২৪.৮	"
পদ্মরাগমণি	৪২৮৩	"	১৩৩.৮	"
অরুণাকান্তমণি	৪৯৩০	"	১৫৪.	"

যে দশটি পদার্থের তুলনা করা গেল,  
তন্মধ্যে মুক্তা পাঁচটি অপেক্ষা ভারী,  
এবং অবশিষ্ট পাঁচটি অপেক্ষা লঘু। মুক্তা  
লৌহ অপেক্ষা প্রায় তিনগুণ লঘু;  
কিন্তু জল অপেক্ষা প্রায় তিনগুণ ভারী;  
অজারক চূর্ণের স্থায়িত্ব হেতু মুক্তা এত  
দৃঢ়; অন্য পদার্থ (এসিড.) মধ্যে মুক্তা  
নিক্ষেপ করিলে তৎক্ষণাৎ দ্রব হইয়া যায়।  
অর্থাৎ এসিডের সহিত সোডা, মিলিত হ-  
ইলে যেহেতু বৃহৎ উত্পন্ন হইয়া থাকে, মুক্তা

দ্রবীকরণ কঠিন ঠিক তরুণ হয়। ফলতঃ  
সোডা-য়ে পদার্থ, মুক্তার রাসায়নিক উ-  
পকরণও তাহাই। দ্রব হইয়া গেলে  
অতি ক্ষম্য একটি বৃক্ষ মাত্রাবশিষ্ট থাকে।  
সময়ে সময়ে কৃত্রিম মুক্তা প্রস্তুত করিতে  
অনেকে প্রয়াস পাইয়াছে। কিন্তু  
জেকুইন নামক একজন ফরাসী পণ্ডিত  
এবিষয়ে যতদূর কৃতকার্য হইয়াছেন  
আর কেহই নহে। বাজারে গ্লাসের  
যে মুক্তা বিক্রয় হয়, উহাই জেকুইনের আ-  
বিষ্কৃত। সংগ্রহিত কতিপয় প্রসিদ্ধ মুক্তার  
সংক্ষেপ বিবরণ লিখিয়া আমরা প্রস্তা-  
বের উপসংহার করিতেছি।

প্রাচীন পুরাত্নতে দেখা যায়, একদা  
মার্কস্ এটনি ও ক্লিওপেট্রা কোন ভোজে  
বাজি রাখেন। তাহাতে রূপ ও ধনে গ-  
র্ভিতা রাণী স্বীয় বর্ণভূষা হইতে দুইটি বহু-  
মূল্য মুক্তা লইয়া একটি সেকার দ্রব করিয়া  
পান করেন; অপরটি এটনি কাড়িয়া ল-  
ইয়া রক্ষা করেন এবং তাহা দ্বিগুণিত ক-  
রিয়া তিনসূদেবীর কণভূষায় প্রদত্ত হয়।  
উহার মূল্য সম্বন্ধে নানা মত আছে। কেহ  
বলেন ৮০৭২৯১৫০ টাকা\*, কাহারও  
মতে ৭৬০০০০ টাকা† এবং কাহারও  
মতে ৮৪০০০০ টাকা‡

জুলিয়াস সিজর ক্রটাসের জননী সা-  
র্ভিলিয়াকে উপহার স্বরূপ যে একটি মুক্তা

\* পেটাসিনকৃত প্রাণিতত্ত্ব। † এন্-  
সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকা ১৭ ব। ‡ ম-  
ওসকৃত অভিধান।

সিয়াহিলেন, তাহার মূল্য কাহার মতে ৫০০০০ পাঁচ লক্ষ মুদ্রা, \* কাহার মতে ৪৮৪১৭৫ মুদ্রা। †

এ, জে, বি, হোণ নামা পালিয়ামেন্টের সদস্য বিশেষের নিকট একটি মুক্তা ছিল, অত বড় মুক্তার কথা এখন আর বড় শুনা যায় না। উহার ওজন ১৮৮০ আনা, বেড় ৪৯ ইঞ্চি, দৈর্ঘ্য ২ ইঞ্চি। মূল্য প্রায় ১৯০০০০ টাকা। ‡

১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে টেবার্ণিয়ার নামে একজন পরিত্রাজক পারস্যাদ্বিপতির নিকট একটি মুক্তা দেশেন, উহার দৈর্ঘ্য প্রায় ৩ ইঞ্চি; বেড় প্রায় ৩৯ ইঞ্চি এবং মূল্য ১১০০৭০০ একাদশ লক্ষ মুদ্রা। § ইহার আকৃতি অশুকার, অক্ষত ও অত্রণ। আরব্য দেশস্থ ফেটিকা নামক স্থানে ইহা ক্রীত হয়। কেহ অনুমান করেন যে, পারস্যের পূর্বতন সুলতান ফতেখালিয়ার এই মুক্তাটি ছিল।

\* পেনিসাইক্লোপিডিয়া † পেটাসর্মনকৃত প্রাপ্তিতত্ত্ব।

‡ ব্রেভিহের বৈজ্ঞানিক অভিধানের বিবরণও প্রায় এইরূপ।

§ মণ্ডার অভিধানমতে এইরূপ এবং বিটনের সার্বভৌমিক অভিধানের মতেও এই; কেবল বিটনের মতে দৈর্ঘ্য ২ ইঞ্চি। পেনিসাইক্লোপিডিয়ায় মতে মূল্য ছয় লক্ষ চব্বিশ হাজার। হেডেনের সমগ্র নির্ণায়ক অভিধানমতে মূল্য ১ কোটি ১০ লক্ষ ৪ হাজার টাকা। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকার মতে ১ লক্ষ।

হংগাডিকাচার একটি পানামা উপ-মুক্তা নন্দর মুক্তা স্পেনের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপকে ১৫৭৪ খ্রীষ্টাব্দে উপহার স্বরূপ প্রদত্ত হয়। উহার আয়তনও একটি কপোতাণ্ডের আয় হইবে। উহার মূল্য পেনি সাইক্লোপিডিয়ায় মতে চব্বিশ সহস্র; কিন্তু হেডেনের অভিধানানুসারে ১৩৯৯৬০ মুদ্রা। †

‡ বি বুটা নামা পণ্ডিত কছেন যে সম্রাট দ্বিতীয় রডল্ফের মুকুটে ঐ মুক্তাটি রাখা অর্থাৎ ১। তরি ওজ ছিল। ইহার মূল্যের নিরূপণ কেহ করেন নাই। সাধারণ নিয়মানুসারে গণনা করিলে ৩৬০০ টাকা হইবে। ইহার নাম “অতুলন।”

ভিনিমের গবর্নমেন্ট কমেয় বাতসা মোলেমানকে যে মুক্তাটি উপহার দেয়, তাহার মূল্য ১৬০০০০ একলক্ষ বাট হাজার টাকা।

দশম লিও নামে রোমান কাথলিক দিগের ধর্মোধ্যক্ষ (পোপ) কোন ভিনি-সিয়ান মণিকারের নিকট এক লক্ষ চারি সহস্র মুদ্রায় একটি মুক্তা ক্রয় করেন।

স্পেনের রাজধানী মেডিডনগরবাসিনী একটি মহিলা ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন দেশ হইতে একটি মুক্তা ক্রয় করিয়া আদেশ, তাহার মূল্য তিনলক্ষ তের শত মুদ্রা।

† পেনিসাইক্লোপিডিয়ায় মূল্য ১৫৭৯।

কসিয়ার মকোনগরের জোসিমা চিত্রশালিকার পেলিগ্রিনা নামে দুইনিউ শুভ্র, সম্পূর্ণ গোল, অত্যুজ্জ্বল একটি মুক্তা আছে। ইফুইগিরা কোম্পানির কোন জাহাজের নিকট লেঘহরণ নগরে জোসিম নামা একব্যক্তি উহা ক্রয় করে। উহার ওজন প্রায় ১৯ রত্ন পরিমাণ, এবং সামান্য হিসাবে মূল্য ১৩৩৬ মূদ্রা। উহা মকোনগরস্থ আশ্চর্য্য পদার্থের মধ্যে অতি

কতিপয় বর্ষ গত হইল মান্দাজ নগরের কোন প্রদর্শনে একটি অধুই জড়াও প্রদর্শিত হয়। উহা একটি অর্ধমংসা-নারীকরণ, যন্তক ও বাহু স্বেত চুগি প্রান্তরের, হস্ত দ্বারা কেশ বিভ্রাস করিতেছে, বক্ষ একটি দীর্ঘাকার জাপান-মুক্তা, উহাও দুইবৎ শুভ্র ও অতি সুন্দর। মংসা দ্বিতাগ হরিদ্রবর্ণের চুনি প্রান্তরে নিখিত। এই মুক্তাটিকে অনেক বহুমূল্য জ্ঞান করিয়াছিলাম।

জীজ—

## কবি কাঞ্চনাচার্য্য।

এই রত্নপ্রসবিনী ভারতভূমির অনন্ত গর্ভে কত রত্ন অপূর্ণ প্রভাষ প্রতিভাত হইয়াছে এবং তদনন্তর কালের করাল গ্রোনে বিলয় প্রাপ্ত হইয়াছে, অথবা কালী-গ্রোসে অস্পৃষ্ট রহিয়া অত্মপি অতিক্রীণ আলোকে মনুষ্যের লোচনগোচর হইতেছে, কে তাহার উন্নতা করিতে পারে? দুর্বৃত্ত অমার্গজাতির কুরহন্তেই বা কত মহাজ্ঞার যশঃশরীর ভস্মীকৃত হইয়াছে, কে তাহা বলিতে পারে? দুর্বৃত্ত যে কত প্রকার মুক্তি পরিগ্রহ করিয়া ভারতের সর্ব্বক্ষে নিজ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। কত মহাজ্ঞার নামমাত্র, কত রসার্জিত ভাবকের গ্রন্থের নামমাত্র আমাদের শোকেব কেতু-ভূত হইয়া বিদ্যমান রহিয়াছে। কোনও গ্রন্থকারের একখানি ক্ষুদ্রতম গ্রন্থ দৃষ্টি-

গোচর হইলেও আমাদিগের আশ্চর্য্য এই সম্বন্ধে আকুল হইয়া উঠে, যে ইহার অবশ্য অল্প গ্রন্থ ছিল—এ রসমাগরের অবশ্য অপর গ্রন্থ ছিল। বাস্তবিক, মংস্কৃত সাহিত্যমাগরে অবগাহন করিলে ভগ্নপ্রাসাদশ্রেণীদর্শনে তদ্ব্যমুদ্রায়ীরা ত্যায়, একরূপ অপূর্ণ বাকুলতা আদিয়া ক্ষদ্রে উপস্থিত হয়। বাহ্যিক, সে কথা সম্মতরে আলোচ্য। অদ্য যে বিষয় আমাদিগের বিবক্ষিত, তাহার অবতারণা করা বাইতেছে।

এই প্রস্তাবের শীর্ষদেশে সাঁহার নাম উল্লিখিত হইয়াছে, তিনি একজন রসার্জিত মুকবি। ধনঞ্জয় বিজয় নামক অতি-ক্ষুদ্র একখানি গ্রন্থ তাঁহার কবিত্বের নিদর্শন-স্বরূপ বর্তমান আছে। এখানি বাগ্যোগদ্য-রপকল্প-যে দশ প্রকার ভেদ ক-

শিখিত হইয়াছে, ব্যায়োগ তাহার অন্য-  
তম । অলঙ্কারগ্ৰন্থে ব্যায়োগের যে সকল  
লক্ষণ নির্দিষ্ট আছে, ইহা সেই সমস্ত  
লক্ষণে সংযুক্ত । উক্তরকালচিত্ত বলিয়াই  
হউক, বা প্রয়োজন্যভাববশতই হউক,  
সাহিত্যাদর্শাদি গ্ৰন্থে ইহার নাম, বা ইহার  
শ্লোক উল্লিখিত অথবা উদ্ধৃত হয় নাই ।  
হুংখের বিবরণ, বিদ্যাসাগর মহাশয়, স্মরণ-  
চিত্ত “ সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য-  
শাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থাবলী ” নামক যে গ্ৰন্থে  
সংস্কৃত কবিতামণ্ডলীর গ্ৰন্থের পরিচয় ও  
সমালোচনা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে  
ধনঞ্জয়-বিজয়কার কাকনাচার্যের নাম উ-  
ল্লেখযোগ্য বিবেচনা করেন নাই । গ্ৰ-  
ন্থের ক্ষুদ্রাঙ্গতা যে তাঁহার উল্লেখ না ক-  
রিবার কারণ, এরূপ আমরা মনে করিনা ।  
মহামণি ক্ষুদ্রাকৃতি হইলেও তাহা শিরো-  
ধার্য্য । অন্যথা অমর, ময়ূর ভট্টাদির এত  
সম্মান কেন ? যদিও কাকনাচার্য্য ময়ূর-  
ভট্টাদির সম্পূর্ণ তুল্যাকক্ষ নহেন, তথাপি  
স্বকবিশেষণিতে অবশ্য পরিগণনীয়, তা-  
হাতে সন্দেহ নাই । আমরা স্বমতসমর্থ-  
নার্থ তাঁহার গ্ৰন্থের বিবরণ সঙ্ক্ষেপে কি-  
ঞ্চিৎ আলোচনা করিব ।

গ্রন্থের প্রারম্ভে যে নান্দীশ্লোকের  
প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা অতি উদ্ভূত ভাব-  
পূর্ণ । প্রথম শ্লোকটি বিষয়বিশয়ক । যথা :—  
হরেলীলাবরাহস্য দংষ্ট্রাদপ্তঃ স পাতবঃ ।  
হেমাজিকলস্য যত্র ধাজীচ্ছত্রপ্রিয়ং দধৌ ।  
প্রলয়কালে নিখিল জগৎ জলপ্লাবিত

হইলে ভগবান্ নারায়ণ বিশাল বরাহমূর্তি  
ধারণ করিয়া দশনদ্বারা ধরণীমণ্ডলকে উ-  
দ্ধৃত করিয়াছিলেন । এই সময়কে অধি-  
কার করিয়া কবি মঙ্গলাচরণ করিতে  
ছেন ;—লীলাচ্ছলে বরাহমূর্তিধারী ভগ-  
বান্ বিষ্ণুর সেই বিশাল দশন তোমাদি-  
গকে রক্ষা করুন, যে দশনের উপরি পৃথিবী  
ছত্রের শোভা ধারণ করিয়াছিল এবং যে  
দশন সেই পৃথিবীরূপ ছত্রের দণ্ড স্বরূপ  
হইয়াছিল এবং স্বর্ণময় স্রমে কবে উদ্ধৃত  
পৃথিবীরূপ ছত্রের কলস্বরূপ ( ছত্রের  
শিরঃস্থিত বস্ত্রবিশেষ ) হইয়াছিল । পা-  
ঠকগণ দেখুন, সংক্ষিপ্তবাক্যে কতদূর  
অলৌকিক ভাবের পরিব্যক্তি হইয়াছে ।

নান্দীর দ্বিতীয় শ্লোকটি কালীবিষ-  
য়ক । যথা :—

তদঃ প্রমাক্ষু বিপদঃ প্রণতাতিহত্য়া ।

ভ্রাতৃৎ পদং মহিমমূর্দ্ধনি চণ্ডিকার্য্যঃ ।

বৈগী বদৌননখরাংশু-পারীতল্লভঃ

শক্রান্ধুসাক্ষিতনবাসুধরপ্রভৌহভূৎ ॥

ভগবতীর মহিমান্বয়ের সাহিত সময় সময়  
অলঙ্কার করিয়া কবি কহিতেছেন,—দেবী  
চণ্ডিকার প্রণতজ্ঞনের পীড়ার সেই চরণ  
তোমাদিগের বিপত্তিনাশ করুন, যে চরণ  
মহিবরূপী অশুরের মস্তকে স্থাপিত হইলে  
সেই চরণের অকণনখশ্রেণীর প্রভাৱ মহি-  
মের কুটিল শৃঙ্গের সুরঞ্জিত হওয়ার ঘোর-  
রক্তবর্ণ মহিমান্বয় ইন্দ্রধনুঃশোভিত নবমে-  
ঘের শোভা প্রাপ্ত হইয়াছিল । এই শ্লোকে কি  
অপূৰ্ব সৌন্দর্য্যভাব উদ্ভাবিত হইয়াছে ।

বিরাট হৃৎকিত্তির উত্তর গোহী হইতে  
যে অসংখ্য গো রাজ্য স্বর্ষোদনাদি ক-  
র্তৃক বলপূর্বক হৃত হয়, তাহাদিগকে  
যুদ্ধে পরাভূত করিয়া অর্জুন কর্তৃক সেই  
সকল গোর প্রত্যাময়ন এ গ্রন্থের বর্ণনায়।  
শরৎকাল যুদ্ধান্তির অনুকূল বলিয়া গ্রন্থের  
প্রারম্ভেই শরৎ সূচনা করা হইয়াছে। অন-  
ন্তর নায়ক ধনঞ্জয়ের যুদ্ধযাত্রা। যাত্রা-  
কালে নায়কের জয়ভাব দেখুন;—  
অর্জুনঃ। (সোঃসাহঃ) অনুকূলং দৈবং  
লক্ষ্যতে যতঃ,

যালতাহিয়াতে সৈব লগ্না সম্ভ্রতি পাদয়োঃ।  
কুঙ্করাজোভিয়াতব্যঃ স্বরমেব সমাগতঃ ॥

অর্জুন উঃসাহের সহিত বলিতে-  
ছেন, দৈব অনুকূল বলিয়া বোধ হইতেছে।  
যে লতাকে অন্বেষণ করিতেছি, সেই লতা  
পদদ্বয়ে আগিয়া সংলগ্ন হইল। যে কুঙ্ক-  
রাজের নিমিত্ত যুদ্ধযাত্রার্থে উৎসুক ছি-  
লাম, তিনি স্বয়ংই উপস্থিত।

যুদ্ধে প্রবল দায়াদরূপ শত্রু পরাজয়ে  
যশঃসুখলাভউঃসাহে উঃসাহিত হই-  
লেও তাহাদিগের গোহরণরূপ দুষ্কার্য্য  
স্মরণ করিয়া নির্বিরচিত্তে কহিলেন,—  
“রে স্বর্ষোদন! পূর্বপুঙ্খ গণ বিপুলভূ-  
জবলে যে রাজ্য অর্জুন করিয়াছিলেন,  
তুই কপটপাশকীড়াচ্ছলে সেই রাজ্য হ-  
রণ করিয়া অন্য গোহরণে প্রবৃত্ত হইয়া-  
ছিস। হাথিকা আবাদিগের কুলশত্রু ভগবান  
চন্দ্রমা তোমার বারী লক্ষ্যপ্রাপ্ত হইলেন।”

কিনৎকণ পরেই যুদ্ধোপকরণাদিসহ

বিরাটকুমার আগমন করিলেন। অর্জুন  
রথারূঢ় হইলেন ও বিরাটকুমার সারথি  
হইয়া বেগে রথচালনা করিতে লাগিলেন।  
কণকটি লোকে সারথিমুখে অশ্ব ও রথের  
গতি অতিস্বল্পর বর্ণিত হইয়াছে। অবিল-  
ম্বেই গোপালক সকল দৃষ্টিগোচর হইল।  
অর্জুন তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া উঃসে-  
শ্ববে কহিলেন,—

যে রে গোপীলা অলংঘিহাদেন। তথাহি;  
সিঞ্চন্তঃ ককণারসেন জয়ং যাবনং বৎসাদমী  
মাতুর্মারগবিলোকনবাসমিনো মুকুন্তি হৃদা-  
বান।

যাচন্তে নহি যাবদেব শিশবঃ পাতুং পরঃ  
সোঃসুকা-

স্তাবদ্রাব ইহেতাবেত ভবতাং চেতোজ্বরঃ  
শামাতু ॥

“রে রে গোপসকল! তোমরা বি-  
বাদ দূর কর। এই যে গোবৎস সকল মা-  
তার পথের প্রতি সোৎকণ্ঠে দৃষ্টিনিক্ষেপ  
পূর্বক ককণারসে জয় আর্জ করিতেছে,  
ইহারা যাবৎ হৃদ্যাব না করে, আর শি-  
শুগণ উৎসুক হইয়া যাবৎ দুষ্টপানের জন্ত  
প্রার্থনা না করে, তাবৎকাল পর্য্যন্ত গো-  
সকল ঐখানে আছে বলিয়া জানিও।  
তোমাদিগের মনের উত্তেগশান্তি হউক।”

অনন্তর অনতিদূরে কুকসৈন্যরাশি স-  
ন্নিবেশিত বলিয়া স্পষ্ট প্রতীত হইল।  
অবিলম্বে দৃষ্ট হইল অশ্বসমূহের খুরা-  
ভিয়াতে উদ্ভিত ধূলিরাশি জীবকপোত-  
কর্তৃক ধারণ পূর্বক মত্ততুল আচ্ছন্ন ক-



দিয়েছে, 'ভর-পূর্যমাণ' গভীর শঙ্খ-  
নাদে সিংহ প্রতিনাদিত হইতেছে, উজ্জৈ  
পক্ষিকুল ভরে ভ্রুত উজ্জয়মান, নিম্নে  
আর্য্যপশুগণ তাদৃশ সজ্জমচকিত। ক্রমে  
রথ সৈন্যসেনার নিকটবর্তী হইতে লা-  
গিল। বিপক্ষবীরগণ অজ্ঞানকে একাকী  
উত্তরের সহ প্রতিকূলে অবগাহন করিতে  
দেশিয়া নানাবিকর্ক করিতে লাগিল। এই  
সময়ে কুরুরাজ সেনানীদিগকে সজ্জিত  
করিতেছিলেন। পার্থ রাজপুত্র উত্তরকে  
তাড়া দেখাইলেন। উত্তর কহিলেন, দেব,  
বিপক্ষযোদ্ধৃবর্গের বলবীৰ্য্য ও স্বরূপ অব-  
গত হওয়া সারথির একান্ত কর্তব্য। পার্থ  
কহিলেন, ঐ দেখ, রোষকষায়িতলোচন  
হিড়িম্ববাতীর সম্মুখেও যে সাহসী বিনয়-  
রের আঙ্গ হইতে নিখোঁকের নাগর দ্রৌপ-  
দীর হৃদয়-স্থল হইতে লজ্জাভুলোচন আ-  
কর্ষণ করিয়াছিল, সে ঐ ভ্রংশাসন, কুরু-  
রাজের দক্ষিণভাগে। (১) কুমার কহি-  
লেন, সাহসের পরাকাষ্ঠা বটে! পার্থ  
কহিলেন, এদিকে দেখ (২) অন্য অঙ্গ-

(১) রোষোৎকর্ষকষায়িতোষণদূশোপ্যাঞ্জে

হিড়িম্বব্রিহঃ

পাণ্ডালীহৃদয়স্থলঃ সরভসং লজ্জাভুলো-

কলঃ।

নিখোঁকঃ গণিনস্তনোরিব বলাৎ যেনাব-

রুতঃ পুত্রা

সোহরঃ সাহসিকাঃ প্রণীতবুরোধো ভ্রংশাসন-

স্তিত্তিঃ।

(২) অন্যাজনাপরিকৃতিপ্রণয়ন

নাসংসর্গ চিরপরিহার করিয়াছেন বলিয়া  
প্রণয়বশে ধবলবেশা কৌর্তিদেবী পানিত-  
হলে বাহাকে আলিঙ্গন করিয়াছেন,  
যিনি দৃশ্যযুদ্ধে অবিভ্রত জামদগ্নোর বি-  
জ্ঞতা, তিনি ঐ দেবব্রত ভীষ্মদেব, বিপুল-  
যশাঃ আমাদিগের পিতামহ। এই সময়ে  
বৈমানিকগণ যুদ্ধদর্শনলালসায় নভোম-  
ণ্ডলে অবতীর্ণ হইলেন। দেবরাজ ইন্দ্র  
সবিস্ময়ে দেখিলেন, এক দিকে অগণ  
যুদ্ধদৃশ্যদে কণাদি বীরগণ, অপরদিকে অস-  
হায় রথী পার্থ সময়ে প্রবেশ করিয়াছে।  
দেখিরা বুঝিলেন, বিপুলতেজোময় সত্ত্ব  
অপায়ের প্রতি দৃকপাত করে না। এদিকে  
কুমার উত্তর অগ্রে অবলোকন করিয়া  
কহিলেন, দেব! কুরুরাজই আসিতেছেন।  
পার্থ কহিলেন, তবে আমাদিগের মনো-  
বধ পূর্ণ হইল। অবিলম্বে রাজা দ্রুপদোদন  
রথারোহণে পুরোবর্তী হইয়া পাথের অ-  
ভিমুখে দৃষ্টিপাত পূর্বক কহিলেন, (৩)  
অহে সাহসিক! বনবাসের ক্রেশরাশিতে  
কি জীবনে এমন নির্বেদ উপস্থিত হই-  
য়াছে, যে তুমি একাকী এই অসংখ্য যো-  
দ্ধার সহ যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছ? ধ-

বালিভিত্তো ধবলয়া পানিতজ্জলেন।

দম্ভাহবপ্রকটনির্জিতজামদগ্নো-

দেবব্রতঃ পৃথ্বীশাঃ স পিতামহোহনঃ।

(৩) বনবাসপরিক্রেশাংকিং নিষ্কিরোসি

জীবনে

যদভীরেকএব ইমনেকৈকৌতুকমুদাতাঃ।

মঞ্জয় সোপহাসে (৩) কহিলেন, পার্থ একাকী কালকেয়ের সহ নিবাতকবচাগকে ভষ্মীভূত করিয়াছিল; একাকীই বাম্বুদেবের ভগ্নীকে হরণ করিয়া ছিল, আর সেই একব্যক্তিই খাণ্ডববন অনলে দগ্ধ করিয়াছিল। পার্থের সময়ে এ পস্থা নূতন নহে। দুর্যোধন কহিলেন, উপহাসে প্রয়োজন কি, পরীক্ষাশূল সংগ্রামই উপস্থিত হইয়াছে। পার্থ সহাস্যে কহিলেন, কুরুনাথ! এস্থান হইতে অপসরণ কর; সে অনাবিধ দ্রুতক্রীড়া, যাহাতে ক্রপদরাজপুত্রীকে দামী করিয়াছিল; এখানে শরশলাকাপাতপূর্বক প্রতি নৃপতির শর-রূপ অঙ্গে ক্ষত্রিয়দিগের দ্রুতক্রীড়া হইয়া

(৪) একোনিবাতকবচান্ সহ কালকে-  
রৈর্য্যচকার ভগিনীমহরচ্চ শৌরেঃ।  
একেন খাণ্ডববনং জুতবেহনলে চ পার্থস্য  
নাভিনব এষ রণেশ্ব পস্থাঃ ॥

দুর্যোধ। অলমৈতরূপহাসৈঃ উপস্থিতো  
নিকষোপলোপমঃ সংগ্রামঃ।

নাগকঃ। (সহাস্যঃ)।

অপসর কুরুনাথ দ্রুতমহাদৃশং তৎ ক্র-  
পদনৃপতিপুত্রী বর দানীকৃতাসীৎ। ইহ  
হি শরশলাকাপাতপূর্বং সগর্ভং প্রতি-  
নৃপতিশরাকৈঃ ক্ষত্রিয়দ্রুতকৈঃ ॥

দুর্যোধ। (সামর্থ্যঃ)।

কবিবদনবল্লভৃষিকরশ্চিরতাক্ষিকার্মু-  
কাভ্যাসঃ।

অবশ্যই প্রবীরপুরুষোচিতো-

হি সংগ্রামঃ ॥

থাকে। দুর্যোধন সরোষে বলিলেন, যাহার হস্ত শ্চিরকালকার্মু কাভ্যাস প-  
রিভাগ করিয়া। হস্তিদন্তনির্মিত বলয়ে ভূ-  
বিত হইয়া আসিতেছে, তাহার অভ্যন্ত  
বতশালায় প্রবেশই উচিত, এখানে নহে;  
এ সংগ্রামস্থান, প্রবীর পুরুষের উপযুক্ত।  
বিরাটপুত্র সকটাক্ষে উত্তর করিলেন, (৫)  
আর্য্য! আপনি ইহাকে যে-চিরপরিভাক্ষ  
কার্মুকাভ্যাস বলিতেছেন, তাহা যুক্তই  
বটে। যেহেতু উদ্ভ্রান্ত গন্ধর্ভগণ যখন  
আপনাদিগকে বন্ধন করিয়া লইয়া যায়, ত-  
খন রূপাপরবশ নিজ জ্যেষ্ঠভাতার আদেশ-  
ক্রমে আপনাদিগের মোচনাথ ইনি যে  
শরপঞ্জর রচনা করিয়াছিলেন, অতি বি-  
হ্বলতা প্রযুক্ত আপনি তাহা দেখিতে পান

(৫) কুমারঃ। (সোপহাস্যঃ) আ-  
র্য্যোঃ চিরপরিভাক্ষকার্মুকাভ্যাস ইত্য-  
ভিধৎসে তদযুক্তং।

সংক্রন্দনপ্রহিতশ্চৈরবর্গবন্ধ-

যুথং রূপাকুলনিজাঞ্জল্যামনেন।

ভীমানুজেন বিহিতা শরপঞ্জরী-

নালোকিতাহি ভবতাহপ বিহ্বলেন ॥

দুর্যোধ। স্বত অলং বিপ্রজনোচিতব্যক-  
লহেন। বিষমেয়ং ভূমিঃ। রথসঞ্চারো-  
চিতং ভুবনবতরাম। ইতি নিজাক্ষৌ।  
বিদ্যবসরঃ। নাগকরখং নির্দিশ্য। দেব!

ভরদ্বন্দ্বস্যানন্দনব্যজ্রাজি-

শুবকতজ্জ্বরজ্বঃপতাকাঃ।

বিপক্ষবক্ষোহরগিম্বুনোখ্য-

প্রতাপবিক্রিব ধুমলেশাঃ ॥

নাই। হৃদয়োদয় কহিলেন, হুত! ত্রাশ-  
ণের স্যায় বাবুকনহে প্রয়োজন কি ?  
এতুনি অতি বন্ধুর, বন্ধসংসারোপযুক্ত ভূ-  
মিতে অবতরণ কর। অনন্তর উত্তরে-রণ-  
ভূমিতে অতীর্ণ হইলেন। অশ্বসমূহের  
খুরাহত ধূলিরাশি উখিত হইতে লাগিল।  
আকাশে বিদ্যায় অর্জুনের রথের প্রতি  
নির্দেশ করিয়া কহিলেন, দেব দেখুন আ-  
পনার আশ্রয়ের রথবোজিত অশ্বসমূহের  
যুরোজিত ধূলিরাশি বিপক্ষদিগের বক্ষ-  
স্থলরূপ অরণিদগুজাত প্রতাপবস্ত্রের ধূম-  
রাশি বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। এ-  
দিকে যুদ্ধবোষণা হওয়ার অশ্বের হ্রোষাবে  
হস্তীর বৃহত্তিতে, বিপুল জ্যাঘাতশব্দে যুদ্ধ-  
বাদ্যাবাদে ও মদহস্তিনিবহের স্তম্ভলগ্নি  
ঘটিনিনাদে যুদ্ধস্থলে তুমুল কোলাহল  
উখিত হইল। অর্জুন অদ্ভুত শিক্ষাবলে  
অতি লঘুহস্তে বাণবর্ষণে নিমেষমধ্যে কা-  
হাকে খণ্ডিতগণ্ড, কাহাকে ভগ্নকোদণ্ড,  
কাহাকে শীর্ণকহীন, কাহাকে নির্ভিন্ন-  
চক্ষুঃ, কাহাকে ভগ্নভূজ, কাহাকে ক্ষত-  
বক্ষস্থল করিয়া ফেলিলেন। ইন্দ্রের পার্শ্ব-  
চর বিদ্যায় পার্শ্বের রূতহস্ততায় নিমেষ  
মধ্যে সংগ্রাম-ক্ষেত্রের অপূর্ণদশা দেখিয়া  
সবিশ্বয়ে সবাগ্রে ইন্দ্রকে কহিলেন, দেব  
দেখুন দেখুন, ( ৬ ) সৈন্যরাশিতে এই  
রণভূমি ভোদ্রমাস হুর্দ্বিরের আকার ধারণ

( ৬ ) বিজ্ঞাপনঃ। দেব পশ্য পশ্য।

যুদ্ধস্থিরবারি বারণগণৈর্মৈধারিতঃ

বান্ধব।

করিয়াছে। তথাপি, মদপ্রাণী যাতনয়ন ব-  
ধুক মেঘজালের ন্যায় আচরণ করিতেছে, এই  
বিচিত্র কার্যকণ্ডলি ইন্দ্রগুরু বলিয়া বোধ  
হইতেছে, খেতচ্ছত্র সকল শিলীকু পুষ্পের  
শোভা ধারণ করিয়াছে, আর অস্ত্রসংঘটনে  
সমুদ্ভূত বিকিণ্ড অগ্নিস্কুলজ খন্দোত পু-  
ঞ্জের ন্যায় আচরণ করিতেছে, এবং স্থলস্থ  
নারাচ সকল অশনির ন্যায় বোধ হইতেছে।

অতঃপর যে ভয়ঙ্কর ও মনোহর যুদ্ধ-  
স্থার বর্ণিত হইয়াছে আমরা তাহার প্রদ-  
র্শনে বিরত হইলাম। কারণ, সন্দেহের  
পরিচয়-প্রদানই আমাদের উদ্দেশ্য।  
কিন্তু নিত্য অনায়াস হয় বিবেচনা করিয়া  
হস্তীমাত্র শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া আমরা ক-  
বির বর্ণনাশক্তির পরিচয় দিব।

প্রাচীনকালে যেরূপ অলৌকিকভাবে  
যুদ্ধদৃশ্য বর্ণিত হইত, এ কবিও সে প্রণালী  
পরিভাষা করেন নাই। ক্রমে বীরকেই  
দ্রোণাচার্য্য হৃদয়োদয় কর্তৃক ভৎসিত হ-  
ইয়া অর্জুনের প্রতি বৈন্যরূপে অঙ্গ  
করিলেন। তখন বিমানচারিগণ দেখিলেন,  
সিদ্ধরাক্ষসমৌলিভিঃ স্বদশমপ্রোতাভুদ

কৌণ্ডিন্ডি

নীলোদন্তকরাগ্রমাকতভয়-প্রোদ্ধতহারী

গণৈঃ।

যেইতঃ শক্রশরাসনারিতবদ্যচ্ছত্রৈঃ শি-

লীকৃষ্ণিতঃ।

খন্দোতারিতমস্ত্রঘটনসমুদ্ভূতঃ নির্ভীকঃ

নারাচৈরণনারিতঃ রণভূমি

পাদাঘাতচলৎকুলকিতধরৈঃ সঙ্গীর্ণমাল-

ক্ষাতে

হেরষাজ্জবিনিসংহতৈর্মদমুখৈঃ শুভৈরমৈর-

যরসু ॥

পাখ্য অবিলম্বে সিংহাজ্জপ্ররোণে  
তাহার নিবারণ করিলেন;—

দংষ্ট্রাজ্যোতিঃখচিতাগমৈঃ কেশরাটো-

পভীমৈ-

কল্লাভুলৈঃ কিত্তিরঙহাসকরকীরনাদৈঃ।

সিংহৈরহনধরশিখরোৎখাতকুন্তলান্যগ-

ধারাসাদবাসনবিবর্শৈঃ কাপিনীতায়জ্ঞেজ্ঞাণ-

ইত্যাদি।

বিদ্যাধর কহিলেন, দেব! জয়ের  
আর অপেক্ষা নাই। ভীষ্মের অশ্বসকল

হত, দ্রোণাচার্য্যের সারথি নিহত, কর্ণের

রথ চূর্ণীকৃত, দ্রোণপুত্রের ধনুর্ভাঙা ছিন্ন

হইয়াছে, কৃপাচার্য্য বিচেতন হইয়াছেন

ও কৃকনাথ ভরজ্ঞ ও নিজ মৈন্যাগণের সহ

পলায়ন করিতেছেন এবং অর্জুন তাহার

পৃষ্ঠাৎ ধাবিত হইয়াছেন। প্রতীহারী

নিরীক্ষণ করিয়া কহিল, দেখুন দেখুন,

দুর্যোধনের অত্যাহিত উপস্থিত। বিদ্যাধর

কহিলেন, ভয় নাই, বিমুখের উপরি “ই-

ন্দ্রতনয়ের” অস্ত্র কখনও নিপতিত হয়

না। বাস্তবিক তাহারই হইল। পাখ্য নিহত

হইলেন। সময়ও শেষ হইল এবং গোস-

কল প্রত্যাহারিত হইয়া গোরক্ষকদিগকে

সম্মুখীন করিয়া পৌরজন কর্তৃক অভিন-

বিলম্বিত করিলেন। অতঃপর

সংগ্রাম আরও তীব্র হইল, অশ্বা-

তবাস হইতে মুক্তি, বিরাটের অনুনয় ও

কন্যানান সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া কবি

প্রমুখসমাপ্তি করিয়াছেন। প্রমুখ শব্দ

লোকটি পাঠে প্রতীত হয়, যে যখন না-

নক কবির সহিত তাহার প্রতিযোগিতা

ছিল। কিন্তু হায়! কোথায় যত্ন! তা-

হার প্রতিযোগীর কাব্যে তদীয় নামো-

ল্লেখ যাত্রাই পৃথিবীতে এককালীন তাহার

অস্তিত্ব আমাদিগের বোধবিষয় হইতেছে,

অন্যথা তাহারও সম্ভাবনা ছিলনা হায়!

মানবেনা যে যশঃ কীটিকে অবিনশ্বর ব-

লিয়া অতিমান করেন, তাহারও এইরূপ

নশ্বরতা এবং যশোনিপাতাজনিত পতিত

মণ্ডলীর বে অনৈক্যবিরোধ সমাজে নিন্দ-

নায়, তাহারও এরূপ সফলপ্রসূতি।

ধনঞ্জয়বিজয় সম্বন্ধে যাহা কিছু লি-

খিত হইল, ইহাতেই পাঠক প্রমুখের

কবিত্ব স্পষ্ট অনুভব করিতে পারিবেন।

নদ্বিঘ্নে বাগীড়ের নিস্তারোজ্জন। সদর-

গত রসভাবোচ্ছ্বাস তাবাস যথাযথরূপে

স্ফুটীকৃত হইলেই কবিতার উৎপত্তি হয়।

পাঠমাত্রেরই প্রতীতি হয় যেন উহা কবির

লেখনী হইতে সজ্জলপ্রবাহে নির্গত হই-

য়াছে। কবিকে ত্রিবিধ সাধন্য প্রাস-

সংস্পর্শে স্বীকার করিতে হয় নাই।

উহা পান্যবোধ্য উৎসধারা, মনুষ্যের হস্ত-

ব্যায়ামোৎকণ্ঠ জলগণ্ডূব নহে। কবি-

তার বাহ্য নিদর্শন স্থলতঃ এই দেখা যায়,

যে উচ্চাতে অনাবশ্যক শব্দসমূহ প্রসি-

দিত হইয়াছে। তাহার পরেই পুষ্টি নিষি-

এই কবিতা যখনই বিশেষতঃ সংকৃত কবিতার  
প্রবেশ করে, তখনই ইহার রচয়িতাকে—  
অভ্যর্থকের এই দ্বিগুণবৈচিত্র্যবিধাতাকে কা-  
ব্যজগতের অন্যতর বিধাতা বলিয়া আমা-  
দিগের প্রতীতি জন্মে। বাস্তবিক, গায়-  
কের অসংপূর্ণগীত রাগপ্রবাহ, চিত্রকরের  
অসম্যক অঙ্কিত রেখাময় আলোচ্য এবং  
কবির কীর্ণধারায় অভিব্যক্ত বাগমৃত সহ-  
জেই স্ববিতবসামগ্রীর পরিচয় দেয়।  
যদিও মূল আদর্শের সমক্ষে ইহা অকিঞ্চি-  
ৎকর,—মহাতারতকে সহজ্রশাখ অক্ষয়  
বটরূপে বলিলে ইহা তাহার একটি শাখা-  
রও তুলনীয় কি না? সন্দেহ, তথাপি ইহা  
রমণীয়। সেই বিশালমূর্তি পাদপের  
যেমন এক ভগবিন্দ্যবিমিশ্র অপূর্ব শোভা,  
সেই রূপকে বাল্যদর্শার কতিপয় ঘনসর-  
সম্বাসমপ্লবশোভিত ক্ষুদ্র একটি শাখা-  
রূপে অবলোকন করিলে তাহারও তেমনি  
আর একরূপ অপূর্ব ললিতকান্তি আমা-  
দিগের হৃদয়কে মুগ্ধ করে। সংস্তারে  
একটি হোঁকা গ্রহণ করিতেও হৃদয়ের দ্বার  
অভ্যবতঃ উদ্ঘাটিত হয় সন্দেহ নাই।

লোকীকৃতঃ  
অপেক্ষাকোটরোদরজুখো নিস্রাবি-  
রামে শিখঃ।  
এতদ্ব্যমরালপক্ষপটীকহনিপ্রবন্ধাযুগং  
ভূদী মঙ্গলগাথিকের সত্যং প্রোৎক-  
জতি প্রাপ্তং ॥ ৭

(৭) এই বর্ণনায় রাজ্যের নিস্রাবতঙ্গ-  
ময়ে বৈতালিকবধুর তানলরাযুগত মাস্ত-  
লিক গীতপ্রসঙ্গ ব্যঞ্জিত হইয়াছে। কিন্তু  
ইনি সামান্য রাজ্ঞী নহেন। ইনি জগতের  
উৎপাতস্বরূপদৈত্যগণের নিহতা বীরসে-  
তের মহিষী, ত্রিভুবনবিজয়ী রতিপতির জু-  
ননী, স্বয়ং ত্রিভুবনসৌন্দর্যরূপিণী লক্ষ্মী  
দেবী। সুরকোমল কমলগর্ভ তাহার শ-  
রনাগার। প্রভাতে রাজহংসকুল জাগ্রত  
হইয়া অলস পক্ষপুটের সঞ্চালনশব্দসহ-  
কারে সেই কমলময় সরোবরে অবতরণ  
করিতেছে, মধুকরী অগ্রে অগ্রেই জাগ-  
রিত কলি। মধুর গুঞ্জন আরম্ভ হয়।

এই কবিতা যখনই আমাদিগের কানে  
প্রবেশ করে, তখনই ইহার রচয়িতাকে—  
অভ্যর্থকের এই দ্বিগুণবৈচিত্র্যবিধাতাকে কা-  
ব্যজগতের অন্যতর বিধাতা বলিয়া আমা-  
দিগের প্রতীতি জন্মে। বাস্তবিক, গায়-  
কের অসংপূর্ণগীত রাগপ্রবাহ, চিত্রকরের  
অসম্যক অঙ্কিত রেখাময় আলোচ্য এবং  
কবির কীর্ণধারায় অভিব্যক্ত বাগমৃত সহ-  
জেই স্ববিতবসামগ্রীর পরিচয় দেয়।  
যদিও মূল আদর্শের সমক্ষে ইহা অকিঞ্চি-  
ৎকর,—মহাতারতকে সহজ্রশাখ অক্ষয়  
বটরূপে বলিলে ইহা তাহার একটি শাখা-  
রও তুলনীয় কি না? সন্দেহ, তথাপি ইহা  
রমণীয়। সেই বিশালমূর্তি পাদপের  
যেমন এক ভগবিন্দ্যবিমিশ্র অপূর্ব শোভা,  
সেই রূপকে বাল্যদর্শার কতিপয় ঘনসর-  
সম্বাসমপ্লবশোভিত ক্ষুদ্র একটি শাখা-  
রূপে অবলোকন করিলে তাহারও তেমনি  
আর একরূপ অপূর্ব ললিতকান্তি আমা-  
দিগের হৃদয়কে মুগ্ধ করে। সংস্তারে  
একটি হোঁকা গ্রহণ করিতেও হৃদয়ের দ্বার  
অভ্যবতঃ উদ্ঘাটিত হয় সন্দেহ নাই।

## ডেস্‌ডিমোনা।

১  
নিশীথ রজনী, যোর অন্ধকার  
যেহেছে সাইপ্রস শত প্রসরণে,  
কুসুম-কোমল শান্তির আধার  
মার অঙ্কে যথা চিত্তাশূন্য মনে

২  
নিজা যার শিশু, তেমতি স্নন্দর  
সাইপ্রস শূ'রে ভূমধ্য সাগরে  
বীচিরবচ্ছলে মনোমুগ্ধকর  
ধীরে ধীরে ধীরে অবগণ বিবরে

৩  
ঘুমের অশ্রুট সংগীত ঢালিয়া  
হরিছে চেতনা; সাগরে আঁধারে,  
আঁধারে সাগরে দেহ মিশাইয়া  
রাজত্ব করিছে আজ চারি ধারে।

৪  
ধীরে ধীরে ধীরে অতি ধীরে ধীরে  
কুজ বীচিমালা খেলিছে পুলিনে,  
যথা নিজাগত শিশুর শরীরে  
সঞ্চালেন কুর জননী যতনে।

৫  
এ দিগন্ত ব্যাপী আঁধার ভেদিয়া  
উরে তরে যেন তারকা জ্বলিছে,  
সোহিত-বিভার দিশি উজলিয়া  
সুহরে আদ্যের তরঙ্গ খেলিছে।

৬  
নির্জল-নিম্বক-সাগরে সৈকতে  
ধূমবর্ণ-গগন-শৈলের প্রমাণ  
শোভিতেছে দুর্গ, নিমিত্ত  
দাঁড়াইয়া যেন কত্র নিজা

৭  
আঁধারে ডুবিয়া উচ্চ দুর্গট  
কাদম্বিনী-কোলে ফট-ফট  
স্নন্দর বিচিত্র বৈজয়ন্তী উদ্ভে  
নিঃশব্দে ভ্রমিছে সশস্ত্র প্রহরী।

৮  
নিমিত্ত জগত গভীর নিজায়  
দুর্গকক্ষে এক সতী ডেস্‌ডিমোনা  
কুসুম-কোমল ধবল শয্যা  
নিজা যায়;—যেন বিশদ-বসনা

৯  
ত্রিকৌরিয়া জ্বলি রূপে আলোকরি  
সরসীর জলে রয়েছে কুটির  
কিশা জ্যোতির্ময়ী তারকা আমরি।  
যেন সে কক্ষেতে পড়েছে শসিয়া—

১০  
জ্বলিতেছে দীপ যেন স্নান-জ্যোতিঃ  
ভবিষ্যৎ অরি; কিছুই জানেনা  
সোণার প্রতিমা প্রেম-মুগ্ধমতী  
নিজা যায় সখে সতী ডেস্‌ডিমোনা।

কিন্তু তা স্বন্দরী ;  
 মিল-ভুজ স্ফুটিত  
 কোমল স্ফীত বকোপরি,  
 তাই নিম্নে-হেলার লগিত ।

১২

কিন্তু শূন্যলা বিহীন ছইয়া  
 আশ্রয় ললাটে কেমন  
 লহরী পড়িয়া  
 করিছে চুমন ।

১৩

কিন্তু, মুদিত নয়নে,  
 আশ্রয় পাশে, স্মৃতি নাসাশিরে  
 কণ-আভরণে,  
 দীপালোক খেলে ধীরে ধীরে ।

১৪

“—অকারণ নহে, নহে অকারণ,  
 কিন্তু সে কারণ—নিশার কুন্তলে  
 মুকুতা-রপিণী স্ফটিক হৃদয়  
 আস বে ওতামরা, লো—কুন্তলে,

১৫

সে কারণ—নিশার কুন্তলে  
 বলিব না আশ্রয়-ভোমরা ;  
 শুনিলে সে কথা কোঁচের কণ,  
 অঙ্গ শিহরিত হবে জ্যোতিঃ হারা

১৬

“—কিন্তু রক্ত-পাত—তার রক্ত-পাত  
 করিব না; তার লোণার পরীরে,  
 করিব না আমি কতু অস্বাধাত  
 কিন্তু তথাপিও বহিব তাহারে ।

কিন্তু নাহি বধি, যদি এ ধরায়  
 এ কান-সাপিনী আরও কিছু দিন  
 ধরে পাপ-দেহ, নাহি জানি হার !  
 কত হতভাগা কত জ্ঞানহীন

১৮

“ব্যক্তিরে সে বিবে করিবে জর্জর ।  
 তার বাঙড়ার আমারি হতন  
 রূপে মুগ্ধ হয়ে কত মূৰ্খ মর  
 পতনের মত ছইবে পতন ।

১৯

“নিবাইব এই প্রদীপ এখনি ।  
 —তার পর ?—এই ঘোর পাপিষ্ঠার  
 জীবনপ্রদীপ । কণকবরগি  
 লো জনস্ত-শিখা তোরে একবার

২০

“নিবাইয়া পুনঃ দীপ্ত করা যায়,  
 কিন্তু শ্রমায়ুধী কলো বিষধরি,  
 জীবনপ্রদীপ জ্বালাইতে হয়  
 আরিবিধি যদি নির্দোষিত করি ?

২১

“এই চক্রে যদি প্রাণ-পুষ্প তোরা  
 হিঁড়ি একবার, জীবন্ত রাখিতে,  
 অভাগিনি, আর নহে সাধ্য তোরা  
 শুকাইবে একবার নিশিতে ।

২২

“এ স্মৃতি-পুষ্প পূর্বে হিঁড়িবার  
 একবার আমি দেখিব আশিরা”  
 এই বলি সেই প্রেমপ্রতিবার  
 বিদ্বাধরে স্বীয় অধর-স্বাপিরা



করিল চুবন, সতী শিহরিলা।

“আর একবার—এই শেষ বার”

সহসা লজনা জাগ্রত হইলা।

পরাজিয়া হৃদ-বীণার সঙ্গার

২৪

কহিলা সুন্দরী,—“ওকে প্রাণেশ্বর ?

“আমি, ডেস্‌ভিমনা” কহিলা ওথেলো

“হইল রজনী ঘিড়ী প্রহর”

শোও এসে কেন জাগিতেছ বলা”

২৫

যথা অগ্ন্যুৎপাৎ আশঙ্কা না করি

আগ্নেয় গিরির নিকটে আসিয়া

নিত্য কর্ষ যত দিবস শর্করী

করিতেছে লোক নিশ্চিন্ত হইয়া;

২৬

কিন্তু অচলের উচ্চ চূড় কুটি

শিলা, তাম্র, ধাতু, উত্তপ্ত-অঙ্গার

সহসা যেমন অন্তরীক্ষে উঠি

মুহূর্ত্তেকে ধ্বংস করে চারি ধার।

২৭

সেই রূপ হায় শুদ্ধা ডেস্‌ভিমনা

ওথেলোর হৃদে যৌবন অনল

জ্বলিছে যে তার কিছুই জানেনা ;

যেন নিরবল উদয়মানলা।

“ঈর্ষরোপাসনা করেছ কি আজ ?

বাদি এখনও নাহি করে থাক,

করি কোম মহা গরহিত কাজ

চাও যদি করা, শীঘ্র তাঁকে ডাক”

২৯

সুগমীর স্নেহে ওথেলো কহিলা।

“একি কথা আজ করিছ প্রাণেশ ?”

বিস্মিত হইয়া সতী উত্তরিলা।

ওথেলোর মুখে দৃষ্টি-অনিবেদন

৩০

স্থাপিয়া সুন্দরী দেখিলা সত্যে

ওথেলোর আজি ভীষণ দুঃখিত ;—

চক্ষু দুটি কোণে বিস্ফারিত হয়ে

বৈদ্রাতিক ভেজে গাইছে ক্ষুরতি ;

৩১

দেহের জাদিমা হয় অনুমান

বাড়িয়াছে যেন, অধমে কদর,

কটিবন্ধে জ্বলে অস্ত্র ধরশাণ,

স্নেহ মাখা নহে স্মর সুগমীর।

৩২

ভীততর স্নেহে কহিলা ওথেলো

“কহিলাম যাহা কর শীঘ্র করি ;

এইস্থানে আমি ভ্রমি কণ কাল

অপ্রস্তুত ভাবে তোমারে, সুন্দরী

৩৩

বদিবনা আমি অন্তিম সময়

অন্তর্যামী হইয়া তোমার

খুঁজেছি পানি-কুটিল-হৃদয় ;

বদিবনা আমি আত্মকে তোমার।”

৩৪

যেন ডেস্‌ভিমনা বৈশাখ বিহ্বল

কিছুই দেখেনা, কিছুই বোঝেনা ;

চক্রে ঘোরে যেন কলম-ধরাভল,

বলি বলি করি বচন সরে না



৩৫

অবশেষে দীর্ঘে কহিল। সরলা,  
 “বধিবে আমারে কহিছ কি আই ?”  
 “তাই কহিতেছি” হুট উঠিল। ;  
 “তবে এ দাসীকে তাঁর পদে চাই

৩৬

“দিউন ঈশ্বর” এতক কহিয়া  
 অশ্রু-পূর্ণ দুটি কমল-নয়ন  
 আকাশের পানে দীর্ঘে উঠাইয়া  
 নীরবিলা সতী ; নীরবে তখন

৩৭

হুইটি মুকতা খসিয়া পড়িল !  
 ক্রোধাঙ্গ ওথেলো তাহা দেখিলনা ;  
 জানিস্ হুইতি জানিস্ ওথেলো,  
 এ মুকতার হুটি নাহিক তুলনা !

৩৮

নিরদম খস কহিল অহনি :—  
 “তবে তাঁই হোক” নতুন স্বরে  
 কহিল। স্বন্দী “অধিক রক্ষণী  
 হয়েছে প্রাণেশ, ঘোর নিজাতরে

৩৯

“আখি দুটি তবু লোহিত বরণ,  
 পরিহাস ছাড়, অইল শযায় !”  
 জাননা অভাগি নিমিত্ত এখন  
 হইবে আপনি অনন্ত-নিষায়।

৪১

কহিল ওথেলো ; “নিজ ব্যভিচার,  
 পাপীর্জা বারেক কর লো স্মরণ।”  
 মুছিয়া কমালে মুকতার ধার  
 ভয়স্বরে সতী কহিল। তখন ;

“—ওথেলো প্রাণেশ ! মুকতকে আজ  
 কহিতেছি আমি ধর্ম্যে সাক্ষী করি  
 তোমারই মুরতি সতত বিরাজ  
 করে এ হলয়ে দিবস শরীরী।

৪২

“একদেবে আমি ভজি ভক্তিভরে ;  
 সেদেব ওথেলো ! তুমিই আমার  
 এই উচ্চ সাংসারসাগরে  
 জীবন-তরী তুমি কর্ণধার।

৪৩

“অপর পুরুষে অপবিত্র ভাবে  
 একবার যদি নিরখিয়া থাকি,  
 যবে দেহ হতে প্রাণ উড়ে যাবে  
 হে ঈশ্বর ! তুমি ডুবাইয়া রাখি

৪৪

“অতল-অনন্ত রোরব-অনলে  
 দিও অভাগীর অনন্ত যাতন।”  
 এতক কহিয়া ভাসি অশ্রুজলে  
 ছিন্নতন্ত্রিসম থামিলা তখন ;

৪৫

কিন্তু ভয়ে ভয়ে দেখিলা চাহিয়া  
 কোথী ওথেলোর শরীর কাঁপিছে,  
 ঢকু রক্তবর্ণ, অধর বহিয়া  
 ফোটে ফোটে লাল কহির গড়িছে।

৪৬

“চপ ডেস্‌ডিমোনা !” কহিল ওথেলো  
 মেঘমন্দস্যম সুগভীর স্বরে।  
 “করিলাম চপ কি হয়েছে বল ?”  
 ডেস্‌ডিমোনা সতী কহিল। কাতরো।

৪৭

“কি হয়েছে হার, কি হয়েছে বল ?”  
কহিল ওথেলো,—“কি হইবে আর  
বাছি বাছি বৈই শুভ শতদলে  
যতনে তুলিয়া হৃদয়ে আমার

৪৮

“করিব স্থাপন, এক বিবধরী  
তাঁহা হতে হার, বাহির হইয়া  
মর্দা স্থানে মৌর দংশেছে  
কি যে হইয়াছে, কাজ কি কহিয়া !

৪৯

“দেখ ডেস্ ডিমোনা শুন কথা মৌর  
আসার সময় তব সরিকটে,  
জীবন-যামিনী শীত হবে ভোর  
নিজ অপরাধ কণ্ড অকপটে ।

৫০

“কৃত পাপ কেন করি অস্বীকার  
পাপের উপরে পাপ চাপাইবে ।  
কেমনে বহিবে এত পাপভার  
পরদালে তব কি গতি হইবে ?”

৫১

“প্রাণনাথ ! “চুপ্ চুপ্ ! পাপিয়ারি ।  
ওথেলো কাহারো প্রাণনাথ নয়,”  
তথাপি কাতরে কহিল রূপসী  
“তুমিই আমার আছ প্রাণময় ।

৫২

কেশিওকে আমি—ধর্ম্মে সাক্ষী করি  
কছি বার বার—কেশিওকে আমি,  
ওথেলো তোমাকে তিলকী পাসরি,  
ভজি নাই কভু, তুমি মৌর যামী ।”

৫৩

“ভজি নাই তুমি ? পিশাচি, পাপিনি !  
ভজি নাই তুমি”—ওথেলো গর্জিল ;  
“কেমনে দোষ তব কহলো পাপিনি !  
আমার কবল কেনিও পাইল ?”

৫৪

“আমি দেই নাই !” “তুমি দেও নাই ?”  
“আমি দেই নাই ওথেলো প্রাণেশ ।  
আমি দেই নাই জামের গোসাঁই  
বুঝি সে কোথাও পড়িয়া পাইল !”

৫৫

“ডাক কেনিও রে, সুধাও তাহারে  
সে যা সভা জানে ককক স্বীকার ।”  
“প্রভারণা আর করিতে আমারে  
নারিবে পাপিনি । সব মোখ তার

৫৬

স্বীকার করেছে ; ডেস্ ডিমোনার,  
ওথেলোর পত্নী—না না তাহা নয় ;  
ডেস্ ডিমোনার সহ ব্যভিচার  
করেছে কেশিও অনেক সময় ।”

৫৭

কহিল সুন্দরী কাদিতে কাদিতে  
“ওথেলো, এমন অসভ্য বচন  
পারেনা কেনিও কখন কহিতে ।  
‘সত্য’ বিষ হাসি হাসিয়া ওখন

৫৮

ওথেলো কহিল ;—“কহিতে পারেনা ;  
হুট কেশিওর চিরদিন তরে  
দৃঢ় বজ্র মুখ, নীরব রসনা ।”  
“তবে” ডেস্ ডিমোনা কহিল কাতরে

৫৯

“তবে কি কেশিও হয়েছে নিহত ?”

“দেখ ডেস্‌ডিমনা” উত্তরিল মৃত,

“এই শিরোদেশে কেশ সংখ্যা যত  
কেশিওর এত সংখ্যক প্রচুর

৬০

“যদি—শুনিছ ত ?—খাকিত জীবন,

জুখার্ত হ্রস্ত শার্দূলের প্রায়  
করিতাম আমি একত্রে চরণ !  
তার সদ্য উষ্ম শোণিত-ধারায়

৬১

দাবানলসম যে মহা অনল  
দহিতেছে হায় ! মরম আমার,  
নিবাইয়া তাহা হ’তাম শীতল !  
তার পরে—না না কহিবনী আর”—

৬২

“মরেছে কেশিও বিনা দোষে হায় !”  
এতক কহিয়া কাঁদিল স্নানরী  
“হায় ! হায় ! আজ আমি নিকপার”  
“কেশিওর তরে, কিলো বিষধরি !”

৬৩

গর্জিল ওথেলো—“কেশিওর তরে  
করিস্ আক্ষেপ সম্মুখে আমার ?”  
এতক কহিয়া মহাক্রোধভরে  
অগ্রসর হল মৃত হ্রাচার ।

৬৪

“ওথেলো, প্রাণেশ !” সজল নয়নে  
পতিপ্রাণা সতী কহিল কাতরে  
“য়েথ এস য়োরে গহন কাননে  
ভরাল ভল্লুক যথায় বিচরে ।

৬৫

“সেইখানে আমি চিরদিন  
বিরক্ত তোমারে কহু করিব না,  
যত কষ্ট হয় মনে মনে সব  
ব’ধোনা আমারে পরাণে ব’ধোনা !”

৬৬

“বদিবনী তোরে ? পিশাচি ! পাপিনি !  
রদিবনী তোরে ?” য়োর সিংহরবে  
গরজিল শূদ্র :—“একাল সাপিনী  
খাকিলে সংসারে সর্বনাশ হবে ।”

৬৭

অশ্রুজলে ভাসি, কর যোড় করি  
কহিলা সাবিত্রী শোক-ভগ্ন-স্বরে,—  
“পোহাইলে এই কাল বিভাবরী  
বধো অভাগীয়ে ! আজি দয়া করে

৬৮

“প্রাণেশ ওথেলো ! আজি দয়া করে  
জীপিত খাকিতে দেও এ ধরায় !  
তব চিরদাসী অন্তিমে কাতরে  
তব পদে মাত্র এই ভিক্ষা চায় !”

৬৯

“না না তা হবে না—কখনই হবে না,  
—দাখ্‌ পলাইতে পুনঃ চাস্‌ যদি,  
অজ্ঞাঘাতে যাতে দাখ্‌ ডেস্‌ডিমনা  
বহারিবে তোর শোণিত নদী !”

৭০

পতিপদতলে লুষ্ঠিত ছইয়া  
কাঁদিতে কাঁদিতে উত্তরিল সতী,  
“তবে মুহূর্ত্তেক হাঁড়াত ডাকিয়া  
নই আমারে—অগতির গতি ।”

৭১

“হায় হায় হায়”—এতেক কহিয়া  
কজ-রূপী যুগ্ম-অর্ধ-লক্ষ দিল,  
দূর লৌহ জিনি বজ্রাঙ্গুলি দিয়া  
দগিতার গলা চাপিয়া ধরিল ।

৭২

“হায় খোল, প্রভু, খোল খোল হায়, ,  
“কে তুমি ?” চমকি ওথেলো কহিল ;  
“হায় খোল আগে” সঙ্গে সঙ্গে তার  
বারংবার হারে আঘাত পড়িল ।

৭৩

খুলিল দুয়ার । দাসী এমিলিয়া  
উদ্ধ্বাসে আসি পশিল কোঠার ;  
“যাও যাও প্রভু, যাও দেখ গিয়া  
রডারিগো হত হইয়াছে হায় ! ,”

৭৪

“পড়িয়াছে কিসে রডারিগো মারা ?  
নহে সে কেশিও—কখন ?—এখন ?  
হইয়াছে যম আজ মাতগুয়ারা  
একের বদলে অন্যের নিধন ! ,”

৭৫

“হায় অকারণে মোর প্রাণ যায় ।  
জানাইও মাথে প্রণায় আঘাত,  
চলিলাম এমি বিদায় ! বিদায় ! ,”  
“—ওয়ে গলা কর্তী ডেসডিমোনার ! ,”

৭৬

“উঠ উঠ সবে ! হায় ! হায় ! হায় !  
কহ চাকুরাণী ” কীদি এমিলিয়া  
সুধাইল দাসী ডেসডিমোনার,—  
“কাহার একাজ কহনা ভাবিয়া ! ,”

৭৭

“আমি নিজে মরি কারো দোষ নয় ! ,  
ক্ষীণ-ভগ্ন-স্বরে কহিলা ললনা,  
“পতি-পদে মোর প্রণাম নিশ্চয়  
জানাইও এমি ! ভুলোনা ! ভুলোনা ! ,”

৭৮

কহিতে কহিতে বীরব-রসনা  
চক্ষু জ্যোতিঃ-হীন স্পন্দহীন কার,  
ক্ষটিক হৃদয়া সতী ডেসডিমোনা  
হইলা মগন অনন্ত নিদ্রায় ! —

## পাণিনি ।

সংস্কৃত ভাষার উৎপত্তিভূমি এক্ষণে  
কোথায় ? ইহার নির্ঘাতা কে ? কোন  
সময়ে ইহার সূত্রপাত হয়, এবং কোন স-  
ময়েই বা কোন দেশের লোকেরা ইহার  
প্রচার করিয়াছিল ? কে কে ইহার ভিত্তি  
করিয়াছিল ? ইহা কি আদিমতম ভাষা

বাসিন্দাদের মাতৃভাষা ছিল ? না  
দের অগ্রাবধি ভাষা ছিল, তাহা  
পূর্বেক নিয়মবদ্ধ করিয়া, সংস্কৃত  
প্রচার করিয়াছিলেন ? এসকল প্রশ্নের  
কাহার সাধ্য ? এই বর্ধমান ভাষার উৎ-  
পত্তিকাল নির্ণয় করে, কাহার সাধ্য ?

পাণিনি " মুহূর্তপর্ণ করিয়া  
এই পুস্তক করিলাম, উনি এই বর্ষায়নী  
ভাষার কত নিম্নের বালক তাহা বলা  
যায় না। এমন শুনিতে পাণিনি বুদ্ধতম,  
কিন্তু এই ভাষার কোড়ে বসাইয়া দে-  
খিলে উহাকে সদাঃপ্রসূত শিশু বলিয়া  
বোধ হইবে।

এই ভাষার উৎপত্তিকাল চিন্তার পর-  
পারে লুক্কায়িত আছে। বুদ্ধির অগম্য  
পথে প্রোথিত আছে—আর তাহা পা-  
ওয়া যাইবে না।

যাহারা সংস্কারক না উন্নতি করেন  
তাহাদিগকেও পাওয়া যাইবে না, তাহারা  
ইহলোকে নাই—অনেক শতবর্ষ ইহলোক  
তাগ করিয়াছেন। আর তাহাদিগকে  
পাওয়া যাইবে না। তবে আমাদেরই দু  
পাঁচ জন পূর্ব পুরুষ, যাহারা সংস্কৃত  
নইয়া কিঞ্চিৎকাল মাত্র ক্রীড়া করিয়া-  
ছিলেন, তাহাদের দুই একজনের নাম-  
মাত্র উল্লেখ করিয়া প্রস্তাব পূর্ণ করিব  
মানস করিয়াছি। তথ্যে পাণিনি, শী-  
র্ষকে যাহার নাম অঙ্কিত করিয়াছি, তা-  
হাদের বিষয় যথাসাধ্য বলিবার মুখ্য উ-  
দ্দেশ্য।

সংস্কৃত ভাষা এদেশীয়দিগের যত্নের  
দ্বারা এক সময়ে এদেশীয়েরা ইহার দ্বারা  
অসীম সুখা পানের কোস্ত নিরতি করি-  
য়াছিলেন। ভাণ্ডারি, তপসন্যাব, যাক্,  
গলব, শাকল্য, তৈজসিনী প্রভৃতি ঋষিকুলের  
বিকট ইনি দেবদত্তা বলিয়া পরিচিত হি-

লেন। তাহারা যত্নের সন্নিহিত হবার পূর্বে  
সাধন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। অত-  
পর এই সংস্কৃত ভাষা ইন্দ্র, চন্দ্র, কাশ্যপ, ক-  
আপিশালী, শাকটায়ন, ব্যাভি, পাণিনি, ক-  
কাতায়ন, ও পতঞ্জলি প্রভৃতি আচার্য্য-  
কুলের নিকট বিশেষ সমাদৃত্য ছিলেন,  
তাহারাও যথাসাধ্য ইহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ  
মার্জনা করিয়া গিয়াছেন। উল্লিখিত আ-  
চার্য্যদিগের মধ্যে পাণিনি সর্বকনিষ্ঠ। এ-  
খন আর পূর্বাচার্য্যদিগের মত চলে না,  
সর্বকনিষ্ঠ পাণিনির মতই এক্ষণে প্রবল।  
যদিও দুই একটা মত প্রচলিত আছে বটে,  
কিন্তু তাহাদের গ্রন্থ চলে না, সে সকল  
গ্রন্থ লোপ হইয়াছে।

পাণিনির মত এত প্রবল কেন? তা-  
হারই বা এত মান্য কেন? তিনি কোন্  
দেশের লোক? কোন্ সময়ের লোক?  
কাহার পুত্র? এসকল জানিবার জন্য অ-  
নেকেরই কুতূহল উদ্দীপ্ত হইয়া থাকে। ইতঃ-  
পূর্বে অনেক মহাত্মাকে সেই কুতূহল চরি-  
তার্থ করিবার জন্য অগ্রসর হইতে দেখা  
গিয়াছে। তাহা দেখিয়া আমিও তৎপথে  
পদাৰ্পণ করিতেছি। যদি বল প্রয়োজন  
কি?—প্রয়োজন না থাকিলে অত্যন্ত মূঢ়  
ব্যক্তিগণ বিষয় প্রস্তুতি হয় না। পাণি-  
নির সমগ্রাদি নির্ণয় করিতে গিয়া তাহারা  
স্বৈচ্ছাচারিতা দোষে লিপ্ত হইয়াছেন,  
এবং নিমূল কপণার আশ্রয়ে থাকিয়া  
জিজ্ঞাসুদিগকে ভুল বুকাইয়া দিয়াছেন।  
এই জন্যই আমি তাহাদের সিদ্ধান্ত স-

হুঁকি না থাকিয়া, স্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত করিবার জন্য যত্নবান হইয়াছি।

আমারও যে ভুল হইবে না, ইহাও প্রত্যাশা করা যায় না; কেন না, অতীত বস্তুর যথার্থ নির্ণয় হ্রস্বসাধ্য। অতীত বিষয়ের উপর প্রত্যক্ষের প্রকৃত্য নাই। প্রত্যক্ষ কেবল বর্তমান লইয়াই থাকেন। অনুমানও কখন কখন ভ্রম বুঝাইয়া দিয়া থাকে, যেহেতু অনুমান-প্রমাণটি প্রত্যক্ষ-সংস্কৃত। ভ্রান্ত অনুমান বস্তুর দোষেও হয়, দেখিবার দোষেও হয়। আর একটি প্রমাণ আছে তাহার নাম 'ঐতিহ্য'। ঐতিহ্য কি, তাহা বলিতেছি। যাহা রূক্ষপরম্পরা চলিয়া আসিতেছে তাহাই ঐতিহ্য। যদি কোন প্রবাদ বহুকাল হইতে অবিচ্ছেদে চলিয়া আইসে, তবে তাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করার রীতি আছে, কিন্তু তাহা সত্য না হইতেও পারে। অতএব অতীত বস্তুর যথার্থ-নির্ণয়পক্ষে যখন এত বাধা আছে, তখন আমিও যে ভ্রান্ত নির্ণয় করিতে পারিব ইহাও প্রতিজ্ঞা করিতে পারি না; তবে এই পর্যন্ত বলিতে পারি যে, যে পদ্ধতিতে অতীত বস্তুর নির্ণয় হওয়া সম্ভব, সেই পদ্ধতির অনুসরণ করিয়া স্বেচ্ছাচারিতা দোষ ত্যাগ করিয়া, নিমূল কল্পনা বর্জন করিয়া অতি সারধানে নির্ণয় করিব, ইহাতে যতটুকু সত্যের আকর্ষণ সম্ভব, পাঠকগণ তাহাই পাইবেন।

পুণ্ডিত জ্ঞানিবার দুইটি মাত্র উপায়

আছে, যুক্তি ও ঐতিহ্য। অবিচ্ছেদে ও ধারাবাহিকরূপে সমাগত বিশ্বাসযোগ্য জনপ্রবাদ। তৎকালের কি তৎপরবর্তী কালের লিপি, ঘটনাবিশেষের লুপ্তাবশেষ, প্রাকৃতিক অবস্থার তারতম্য, এই সকল উহার আলম্বন। এই সকল অবলম্বন করিয়াই যুক্তি ও ঐতিহ্যের দ্বারা প্রাচীন বস্তু অনুসন্ধান করিতে হয়। যে যুক্তির কোন মূল নাই, যে যুক্তি পূর্বা-পর বিকল্প, একদিকে সংলগ্ন, একদিকে অসংলগ্ন, এমন যুক্তি পরিত্যাজ্য। ঐতিহ্য পক্ষেও এই রীতি। এই রীতির অনুগত থাকিয়াই পাণিনির জীবনী নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হওয়া গেল।

আচার্য্য হেমচন্দ্র স্বরূপ অভিধান-স্বতন্ত্র মর্ত্যাকাণ্ডে পাণিনির নামোল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

“অথ পাণিনৌ, শালাতুরীরদাক্ষেরৌ।”

শালাতুরীর ও দাক্ষের এই দুইটি শব্দ পাণিনি নামক মুনিবোধক। এই লিপির দ্বারা ৭৫০ বৎসরের সংবাদ পাওয়া গেল। বেদান্ত শাস্ত্রের প্রচারক শঙ্করাচার্য্যকেও পাণিনির নামোল্লেখ করিতে দেখা যায়। যথা—

“নচ পাণিনিযুক্তিবিবোধঃ—”

(১ম অঃ)

এই লিপি অনুসারে নির্ণয় হইতেছে যে, পাণিনি ১০৮৯ বৎসরেরও পূর্ববর্তী, কেন না শঙ্করাচার্য্য উক্ত পরিমিত কালের লোক। যথা “নিদিষ্টকালকবন্যাকে”

ইত্যাদি বহুতর প্রমাণ আছে, তাহা এখানে উল্লেখ করি অনাবশ্যক ।

জৈমিনীসূত্রের ভাষ্যকার শবরস্বামী শঙ্করাচার্য্য অপেক্ষা বহুপ্রাচীন । কেননা শঙ্করাচার্য্য স্বরূপ বেদান্ত ভাষ্যের ১ম অধ্যায়ে “ যতুশাস্ত্রাত্বেপর্য্যাবিদামনুক্রমণম্ ” এই উক্তি করিয়া, শবরস্বামীর বাক্য উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে বুদ্ধোচিত পূজা করিয়াছেন । এই বুদ্ধতম শবরস্বামীও পাণিনির উল্লেখ করিয়াছেন । যথা—

“ নহি বুদ্ধিশঙ্কেন আপাণিনেবাবহারতঃ  
সদৈবঃ প্রতীয়েন্ন পাণিনিরুতিমনুমুখ্য । ”

( ১ অং, ১ পাদ )

অতএব, ইহার দ্বারা স্থির হইতেছে যে পাণিনি অস্মিন ১২ । ১৩ শত বৎসরের পূর্ববর্তী । যেহেতুক শবরস্বামীর কাল এক্ষণে উহার হান নহে । অমর সিংহকেও পাণিনির অনুসরণ করিতে দেখা যায়, সুতরাং পাণিনি ৫০০ খৃষ্টাব্দের বহুকাল পূর্বে বর্তমান ছিলেন, ইহা নিশ্চিত হইতে পারে ।

মগধেশ্বর শেবনন্দ ও চন্দ্রগুপ্তের সমকালিক চাণক্য মুণিকেও পাণিনির উল্লেখ করিতে দেখা যায় । যথা—‘ অন্তেভূঃ ’ ‘ ত্রয়োবাচি ’ ‘ আধারোহি করণম্ ’ ‘ ধ্রুবমপায়েহপাদানম্ ’ এই সকল পাণিনিসূত্র তিনি স্বরূপ ন্যায়ভাষ্যে উদ্ধার করিয়াছেন । চাণক্য যখন পাণিনির উল্লেখ করিয়াছেন তখন নিশ্চয় হইতেছে যে, তিনি অবশ্য ২৩ শত বৎসরের কোন এক অনির্দিষ্ট কালের লোক ।

এখানে ন্যায়ভাষ্য পাঠকের একটি সংশয় উপস্থিত হইতে পারে । সৈ সংশয় এই যে, ন্যায়-ভাষ্য লেখা আছে তাহা বাৎস্যায়নরূপ ; কিন্তু আমি বলিলাম চাণক্যকৃত । এই সংশয়-ভঞ্জনের জন্য, চাণক্য ও বাৎস্যায়ন যে একব্যক্তি, এখানে তাহাও প্রমাণ করা বাইতেছে ।

চাণক্যের একটি নাম নহে । পূর্বকালে গুণ, বংশ, কার্য্য, ইত্যাদি বহু কারণবশতঃ এক ব্যক্তির বহু নাম থাকিত, সুতরাং চাণক্যেরও বহু নাম ছিল দেখা বাইতেছে । তাঁহার বাৎস্যায়ন, মল্লনাগ, কোটিল্য, চাণক্য, ত্রামিল, পক্ষিলস্বামী, বিষ্ণুগুপ্ত, ও অঙ্গুল এতগুলি নাম ছিল । জৈনাচার্য্য হেমচন্দ্র স্বরূপ অভিধানচিন্তামণিতে এই সমস্ত নামগুলিই পর্য্যায়বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন । যথা—

“ বাৎস্যায়নে মল্লনাগঃ কোটিলশচণ-  
কাশ্চজঃ ।

ত্রামিলঃ পক্ষিলস্বামী বিষ্ণুগুপ্তোহঙ্গুল-  
শচসঃ । ” ( মর্ত্যাকাণ্ড )

ন্যায়ভাষ্য যে চাণক্য-বাৎস্যায়নের কৃত তাহারও প্রমাণ আছে । উদ্যোতকর মিশ্ররূপ বার্তিক, এবং বাচস্পতি মিশ্ররূপ তাৎপর্য্য-টীকায় এই গ্রন্থ পক্ষিলস্বামী-রূপ বলিয়া উল্লেখ আছে । ন্যায়শাস্ত্রে যে পক্ষিলস্বামীর একটি স্বতন্ত্র মত আছে তাহা আধুনিক নৈয়ায়িকগণও স্বীকার করেন । পক্ষিলস্বামী বাৎস্যায়নকে চাণক্য ভিন্ন অন্য কোন বাৎস্যায়ন সম্প্রদায়

করা যায় না। সুতরাং এই চাণক্যের নীতিশাস্ত্র, শব্দশাস্ত্রে আছে। শব্দশাস্ত্রে ইনি কোটিল্য-নামে বিখ্যাত। এসকল আলোচনা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, এ-জন্য এ সম্বন্ধের বিশেষ বিশেষ প্রমাণ প্রয়োগ করিলাম না।

চাণক্য পণ্ডিত যখন পানিনির উল্লেখ করিতেছেন, তখন অবশ্য তিনি চন্দ্রগুপ্তের বা শেষবন্দার পূর্ববর্তী। ইহার দ্বারা তদীয় কালসংখ্যাস্থলে অতীত ২৫০০ শত বৎসর গ্রহণ করা যাইতে পারে। অতঃপর আর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, যদ্বারা কোন একটা নির্দিষ্টকাল স্থির করা যাইতে পারে। আরোহ-প্রণালী অবলম্বন করিয়া ২৫০০ শত বৎসরে গিয়া দাঁড়াইতে হইল। এক্ষণে অবরোহ প্রণালী অবলম্বন করিয়া দেখা যাউক তাহাতেই বা কোথায় দাঁড়াইতে হয়।

কোন একটা নির্দিষ্টকাল কেন্দ্র করিয়া অবরোহ প্রণালীতে ক্রমে অবতরণ করিয়া আনিতে হয়।

কোন কালটিকে কেন্দ্র করা যাইবে? সর্কসংহারক কাল যে সময়ে এই ভারত-বর্ষে ভীষণ লঙ্কায় উপস্থিত করিয়াছিল, যে দিনটির অবসানে কালরাত্রিতুলা কালরাত্রের মধ্যভাগে বটরক্ষের মূলে উপবিষ্ট হইয়া দ্রোণপুত্র রক্তবর্ষা ও রূপাচার্য্য জীবন্তব্য পৃথিবী দেখিয়া ভীত হইয়াছিলেন, যে লঙ্কায়ের পর ভারত আর জাগ্রত হইল না, সেই সময়টিকে

কেন্দ্র করিয়া নিম্নে আগমন করা যাইতেছে।

কুকর্ণের যুদ্ধকালটির উল্লেখ মহাভারতে আছে; কিন্তু তাহাতে একটি নির্দিষ্টকাল-সংখ্যা পাওয়া যায় না। সুতরাং অন্য কোন প্রামাণিক গ্রন্থের অনুসরণ করা যাইতেছে। বরাহসংহিতানামক জ্যোতির্শাস্ত্রে এই কালটির স্পষ্ট উল্লেখ আছে। রাজতরঙ্গিনী নামক প্রাচীন ইতিহাসগ্রন্থে ও স্পষ্ট উল্লেখ আছে। যথা—“গতেষু ষট্শতাব্দেষু ত্র্যধিকেষু চ বৎসরে। অভবন কুপাপ্তবঃ।”

কাল ৬৫৩ বৎসর অতীত হইলে কুপাপ্তবের যুদ্ধ হয়। উক্ত গ্রন্থকারেরা জনশ্রুতি মাত্র অবলম্বন করিয়া উক্ত কাল সংখ্যা লেখেন নাই। জ্যোতির্গণনা ও অঙ্গব্যবহার তাহাতে প্রমাণ দিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, তাঁহাদের সময়েও যৌধিষ্ঠিরাদ প্রচলিত হইল। বিক্রমাদিত্যের সময়ে আরম্ভের সময় যৌধিষ্ঠিরাদ ২৫২৬ ছিল। এইরূপ আর্ষাভ্যুতীর্ণ গ্রন্থেও যৌধিষ্ঠিরাদ বর্তমান থাকার উল্লেখ আছে। যুধিষ্ঠিরের রত্নাভরণটি মহাভারত, ভগবৎ ও বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে লিখিত আছে যে, যুধিষ্ঠিরের রাজ্যকালে সপ্তর্ষিমণ্ডল (সাত ভেয়ে তারা) মধ্য নক্ষত্রে ছিল। ইহা অবলম্বন করিয়া উক্ত জ্যোতির্বেত্তারা বলিয়াছেন, যে উক্ত সপ্তর্ষিমণ্ডল ৬৫৩ বৎসর করিয়া এক এক নক্ষত্রভাগ করিয়া ১০ শত বৎসরান্তে প-



স্থিতি হইয়া অন্য মন্বন্তরে গতি হয়।  
 সূর্যের যেমন এক মাসে এক রাশি ভোগ  
 হয়, সেইরূপ সপ্তর্ষিগণ্ডলের ২২৫ বৎসরে  
 এক রাশি ভোগ হয়। এতাদৃশ সপ্তর্ষি-  
 গণ্ডল স্থিতির রাজ্যকালে মন্বন্তরে  
 ছিল, এক্ষণে আমরা উহাকে কৃত্তিকার  
 প্রথম পাদে দেখিতেছি। এই কালে প্র-  
 মাদি দ্বারা নির্ণয় হইয়াছে, যে কলির ৬৫৩  
 বৎসর পরে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইয়াছিল।  
 তাহার পরেও স্থিতিরেরা অনেক বৎসর  
 জীবিত ছিলেন। তাহাতে অনধিক ৭০০  
 বৎসর ধরা যাইতে পারে। এই স্থিতি-  
 রের কনিষ্ঠ অর্জুন, তৎপুত্র অতিমন্যু,  
 তৎপুত্র পরীক্ষিত, তৎপুত্র জনমেজয়; এই  
 জনমেজয়ের পরে নৈমিষারণীর শ্রমিদি-  
 গের দ্বারা মহাভারত প্রচার হয়। কুরু-  
 ক্ষেত্রের যুদ্ধ আর মহাভারত প্রচার, এত-  
 মধ্যে অত্যান ৩০০ শত বৎসর ব্যবধান  
 আছে, ইহা বসিলে বোধ হয় সমধিক  
 দোষ হয় না, এবং তাহা হইলে কলির স-  
 হস্র বৎসরান্তে মহাভারত প্রচার হই-  
 য়াছে ইহাও বলা যাইতে পারে। এই  
 ভারতে পুরাণকালের এবং তৎ-সমকী-  
 লের যে কোন মতীত্ব, সকলেই সম্মিলিত  
 আছেন, কিন্তু ইহাতে যাক, পারশুর, শা-  
 কটায়নাদির উল্লেখ নাই। কেবল মহা-  
 ভারত মতে, মহাভারতের পরবর্ত্তি অ-  
 ন্যান্য পুরাণেও নাই। যখন মহাভার-  
 তের পরবর্ত্তি বিষ্ণুপুরাণ ও কৃষ্ণ পুরাণস-  
 মূহের উৎপত্তিকালে যাক, পারশুরাদির

অনন্তা নির্ণীত হইতেছে, তখন তাঁহারা নি-  
 শ্চিত তদপেক্ষা অত্যান ৫০০ শত বৎসরের  
 পরতাবিক। পানিনি যুনি স্বীয় হৃত্তে  
 এই সকল ব্যক্তি অর্থাৎ যাক, পারশুর,  
 শাকটায়ন, এবং ভারতীয় বাস, তৎশিষ্য  
 ও তৎপ্রশিষ্যাদির উল্লেখ করিয়া নিজের  
 অনেক নিব্বর্ত্তি প্রকাশ করিয়াছেন।  
 এই সকল আলোচনা করিয়া দেখিলে,  
 অবরোধ প্রণালীতে, কলির দুই সহস্র বৎ-  
 সর বাদ দেওয়া যাইতে পারে। এখন  
 পাঠক দেখুন, পানিনি যুনি কালপ্রাসাদের  
 কোন্ সোপানটিতে বসিয়া ব্যাকরণহৃত্ত  
 রচনা করিতেছেন? বর্ত্তমান সময় হইতে  
 অত্যান ২৫০০ বৎসরের পূর্বে এবং কলির  
 প্রবর্ত্তির ২০০০ বৎসর পরে তিনি এই  
 সন্ধি-স্থানটি অধিকার করিয়া বসিয়া  
 আছেন।

যুক্তি অবলম্বন করিলে পানিনির সময়  
 নির্ণয় সম্বন্ধে এতদতিরিক্ত সত্যলাভ হ-  
 ইতে পারে না। এক্ষণে দেখা যাউক,  
 ঐতিহ্য অবলম্বন করিলে কি হয়।

ঐতিহ্য অবলম্বন করিলেও উপরোক্ত  
 নির্ণয়ই স্থির থাকে এবং তাহাতে কোন  
 বিশেষ ক্ষতি হয় না, বরং সুকলিত্ব স-  
 ত্যটি দৃঢ় হয়। ঐতিহ্য গ্রহণ করিবার  
 অবলম্বন অধিক নাই, রহৎ কথা এবং তা-  
 হারই সঙ্কলন কথাসরিৎসাগর ও রহৎ ক-  
 থামঞ্জরী, এই গ্রন্থদ্বয় মাত্র আছে। এই  
 গ্রন্থদ্বয়েই পানিনির জীবদীর প্রকা আছে।  
 অতএব রহৎ কথার উল্লেখমাত্র করিয়া

তাঁহা হইতে ঐতিহাসিক সত্য কথা কএকটি উল্লেখ করিতেছি। পাঠকগণ ইহা মিলাইয়া দেখিলে যুক্তিত্তা সত্যের সহিত বড় অধিক ব্যতিক্রম দেখিতে পাইবেন না।

রহৎকথা বলেন, পাণিনি উপবর্ষ পণ্ডিতের ছাত্র। উপবর্ষ নামক একজন শব্দ-শাস্ত্রের আচার্য্য ছিলেন, তাঁহা আমরা গ্রন্থান্তরেও পাইয়াছি। যথা;—

“যদাহ ভগাবানুপবর্ষঃ

বর্ণা এবহিঃশব্দাঃ” (সূত্রভাষ্য ২অ২)

রহৎকথা বলেন, পাণিনি মধ্যদেশে ছিলেন। পাণিনি নিজেই ‘শালাতুরীয়’ নাম দ্বারা ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন। শালাতুর নামক প্রদেশ তাঁহার পূর্বপুরুষের বাসভূমি ছিল, কিন্তু তিনি নিজে উদ্দেশ-বাসী নহেন।

রহৎকথা বলিয়াছেন যে, পাণিনি নন্দের সমসাময়িক, পূর্বপ্রদর্শিত যুক্তিতেও প্রায় তাঁহাই পাওয়া গিয়াছে।

অতএব বিবেচনা করিয়া দেখিলে রহৎকথার মধ্যেও ঐতিহাসিক সত্য লুকাইয়া আছে। কেবল রহৎকথা কেন, কথাগ্রন্থমাত্রেরই কিয়ৎপরিমাণে সত্য আছে। কোন এক সত্যভিত্তির উপর কথারচকেরা অলঙ্কার দিয়া বাহ্যিক রচনা করিয়া থাকেন, ইহাই কথারচকদিগের অভাব। ওস্তিদ আকাশকুসুমের আয় সম্পূর্ণ মিথ্যা হইলে উহা কথাগ্রন্থ বলিয়া পরিচিত হইতে পারিত না। যেহেতু কথাগ্রন্থের লক্ষণই ঐরূপ। যথা;—

“প্রবন্ধ-কর্ণনাং তৌক সত্যং প্রাজ্ঞাঃ  
কথাংনিহঃ।

পরম্পরাশ্রয়া যা সাং সা মতাব্যায়িকা  
বুধৈঃ॥”

অতএব যুক্তি-সত্য অর্থের সহিত রহৎকথার যে যে অংশের সামঞ্জস্য আছে, তাঁহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলে ক্ষতি কি? রহৎকথা পাণনিকে নন্দের সমকালিক বলিয়াছেন, তাঁহা শেষ নন্দ না হইয়া নবনন্দের তৃতীয় কি চতুর্থ নন্দ হউক। রহৎকথা বলিয়াছেন পাণিনি ও ব্যাভি তুল্যকালিক, যুক্তি ও পাণিনি নিজে তাঁহাই বলিতেছেন।

আচার্য্য গোলাড়কুকের মতে পাণিনি খ্রীষ্টজন্মের ৬০০ শত বৎসর পূর্ববর্তী। ইউরোপীয় অত্যাচার পণ্ডিতগণের মতে তিনি খ্রীষ্টজন্মের ৪০০ শত বৎসরের পূর্ববর্তী ছিলেন। তিব্বতদেশীয় লামা তারানাথ তাঁহাকে নন্দের সমকালিক এই মাত্র বলিয়াছেন, কিন্তু তিনি কোন নন্দের সময়ে বর্তমান ছিলেন তাঁহা স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। যদি শেষ নন্দ হয় তবে তিনি তদীয় মতে খ্রীষ্টজন্মের ৫০০ শত বৎসর পূর্ববর্তী। বঙ্গদেশীয় সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত বাচস্পতি তারানাথও এই রূপটির বরিয়াছেন, কিন্তু আমরা পূর্বে দেখাইয়া আসিয়াছি যে নন্দের তুল্যকালজন্মচারণ্য-পণ্ডিত অপেক্ষা পাণিনি বহুল প্রাচীন এবং বাঙ্গাল্যপারকরাদির বহু অর্বাচীন। তখন তিনি কোন প্রকারেই শেষনন্দের

সমকালিক হইতে পাণিনির নাম আমা-  
দিগের মধ্যে তিনি বিতরিত কি তুমি ন-  
ব্দের সমকালিক। ইহার পূর্ববর্তী বলিতে  
পারি না, কেন না, তাহা হইলে তিনি  
ব্যাসের অধস্তন পঞ্চমশিষ্য এবং যাক্ষ প্র-  
কৃতিকে চিনিতে পারিতেন না, সূত্রাং  
ঐহাদিগকে স্বকৃত ব্যাকরণসূত্রে আ-  
নিতে পারিতেন না।

পাণিনি কোন্ দেশীয় লোক? তাঁ-  
হার বাসভূমি কোথায় ছিল? এবিষ-  
য়েরও অন্বেষণ করা যাইক।

পূর্বে বলিয়াছি যে পাণিনির আর  
দুইটি নাম আছে, শালাতুরীয় এবং দা-  
ক্ষ্য। শালাতুরীয় নামটি দেখিয়া ইউ-  
রোপীয় পণ্ডিতেরা শালাতুর নামক গ্রাম  
তাঁহার জন্মভূমি বা বাসভূমি নির্ণয়  
করিয়াছেন। শালাতুর গ্রামটি গান্ধার  
( কান্দাহার ) প্রদেশের অন্তর্গত, আধু-  
নিক 'অটক' নামক স্থানের উত্তর প-  
শ্চিম দিকে অবস্থিত ছিল। এই স্থানে  
তিনি জন্মিয়াছিলেন বা এই স্থানে বাস  
করিতেন, ইহার কোন কথাটিতেই আমরা  
অনুমোদন করিতে পারি না। কারণ,  
পাণিনি নিজের শালাতুরগ্রাম তাঁহার  
বাসভূমি বলিতে নিষেধ করিয়া গিয়া-  
ছেন। যথা--চতুর্থ অধ্যায়ে ১০ সূত্রে 'অভি-  
জনশ্চ।' এই সূত্র আর তাঁহার শালা-  
তুরীয় নাম, এই দুই একত্র হইয়া একটি  
পুত্র সত্য প্রকাশ করিতেছে। সেইটি  
এই যে, 'শালাতুর গ্রাম তাঁহার বাস-ভূমিও

নহে এবং জন্মভূমিও নহে। তবে কি?  
উহা তাঁহার জন্মভূমির জন্মভূমি  
এবং জন্মভূমিও নহে।

পাণিনি 'সূত্রের পূর্বে'  
'তদস্য নিবাসঃ' একটি সূত্র করি-  
য়াছেন। ইহার দ্বারা নিশ্চয় হইতেছে  
যে, নিবাসও অভিজ্ঞান এই দুয়ের মধ্যে  
অবশ্য কিছু প্রভেদ আছে। সেই প্র-  
ভেদটি বৃত্তিকার দেখাইয়া দিয়াছেন। যথা,  
“যত্র সংপ্রভুত্বাতে স নিবাসঃ যত্র পূর্ব-  
পূর্বকৈব কথিতং সোহভিজ্ঞানঃ” যে স্থান পূর্ব  
পূর্বকৈব বাস ছিল তাহা অভিজ্ঞান এবং  
যাহা বর্তমান বাসস্থান তাহা নিবাস।  
এতদূশ অভিজ্ঞান অর্থে পাণিনি নিজের  
'শালাতুরীয়' নামটি নিষ্পন্ন করিয়া গি-  
য়াছেন। কেন না,—“অভিজ্ঞানশ্চ” এই  
সূত্রের পরে, অভিজ্ঞান অর্থটির আকর্ষণ  
করিয়া, ‘তুদী শলাতুর বর্গতী কুচবারা-  
ডটক্ ( ৪।৩।১৪ ) এই সূত্রটি নির্মাণ  
করিয়া, শলাতুর শব্দের উপরে টক্ প্রত্যয়  
করিয়া ‘শালাতুরীয়’ রূপনির্মাণ করি-  
বার আদেশ করিয়াছেন। অতএব পা-  
ণিনি নিজের যখন “শালাতুর” গ্রাম  
আপনার অভিজ্ঞান বলিয়া জানিতেন, ত-  
খন আমরা তাঁহাকে শালাতুরবাসী বলিতে  
পারি না। সূত্রাং পাণনিকে বৃহৎক-  
থার লিখিত যগধদেশবাসী বলিতে হ-  
ইল। কেননা ‘অভিজ্ঞানশ্চ’ এই অর্থে নি-  
ল্লম শালাতুরীয় নামের দ্বারা বৃহৎকথার  
ঐতিহাসিক সত্যতা প্রমাণ হইতেছে।



“জীবিত্তু বংশো তদপাতি বুবা,”  
পাণিনির এই লিপি অনুসারে দাক্ষিণ  
ক্রিয়াকার সন্তান ভিন্ন যে দাক্ষিণ ও দা-  
ক্ষায়ণ নাম নিষ্পন্ন হয় না, সংস্কৃত বিদ্যা-  
বিশারদ আচার্য্য গোণ্ডক্করের দৃষ্টিতে  
তাহা পতিত হয় নাই। সেই জন্যই তিনি  
পাণিনি ও ব্যাটিকের তুল্য-কালিক বলিতে  
পারেন নাই এবং ঐতুলটি তাঁহার সকল  
সিদ্ধান্তের মূল শিথিল করিয়া রাখিয়াছেন।

যুক্তি ও ঐতিহ্যের দ্বারা এই পর্য্যন্ত  
জানি যায় যে, পাণিনি অত্যানু সাক্ষিদি  
সহস্র বৎসরের পূর্বে ভারতবর্ষে জন্ম গ্রা-  
হণ করিয়াছিলেন; নবনন্দের দ্বিতীয় কি  
তৃতীয় নন্দকে তিনি জানিতেন। তাঁহার  
পূর্বপুরুষেরা গান্ধার প্রদেশের শালীতুর  
গ্রামে বাস করিত এবং তিনি স্বয়ং মা-  
ধাদি প্রদেশের কোনও একস্থানে বাস  
করিতেন। তিনি দক্ষ গোত্রের ও পাণিনি  
উপাধি-প্রাপ্ত কোন এক বিখ্যাত বংশের  
সন্তান, তাঁহার মাতার নাম দাক্ষী এবং  
জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। দাক্ষিণাত্য-  
বাসী ব্যাটিকের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ স-  
ম্পর্ক ছিল এবং দেখা সাক্ষাৎও ছিল।  
ইহার পিতার নাম ঠিক জাত হওয়া যায়  
না। কেহ কেহ বলেন, তাঁহার নাম দে-  
বল। কোন্ দেবল তাহা জানা যায় না।  
কল মহাক্তারতীয় ঋষি দেবল বহেন। ইনি  
ব্যাকরণাচার্য্যগণের শিষ্যোভূষণ। এ-  
কণে আচার্য্য গোণ্ডক্ক্করের মত সমা-  
শোচিত হইতেছে।

গোণ্ডক্ক্করের মতে পাণিনি খৃষ্টজ-  
ন্মের ৬০০বৎসরের পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন।  
কিন্তু সন্দেহ তুল্যকালিক, ন্যায়-ভাষ্যে  
পাণিনি স্বত্র উদ্ধৃত হওয়াতে এই মতের  
মূলে কুচারাঘাত পড়িতেছে। এইরূপ  
অন্যান্য বহুবিষয়ে তাঁহার সহিত আমা-  
দিগের মতের অনৈক্য হওয়ার আমরা  
দুঃখিত হইতেছি। কি করি, ঐতিহ্য ও যু-  
ক্তির বলে যে সকল মত আধিকৃত হয়  
তাঁহার অপমান করিতে পারি না। অ-  
তএব, সুবিজ্ঞ পাঠকবর্গ এবিষয়ে আমা-  
দের প্রগুক্ততা মার্জনা করিবেন।

আচার্য্য গোণ্ডক্ক্কর কেবল মাত্র  
ব্যাকরণ স্বত্রের কতকগুলি কথা লইয়া  
তদীয় কাল, দেশ, এবং তদানীন্তন প্রমুখ-  
বলীর যে সব্বা নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা  
অমৌক্তিক। বৈয়াকরণিক সঙ্কেত কেবল  
প্রচলিত সাধুশব্দের প্রকৃতি প্রত্যয় বিভাগ  
দেখিয়া, তাহার সাধুতা সম্ভ্রমণ করিয়া  
দেয় মাত্র। এতস্তির কোন ইতিহাস নি-  
র্ণয় করিয়া, দেয় না। প্রকৃতি প্রত্য-  
য়ের বিভাগ ও সাধন-প্রণালী প্রদর্শন  
পূর্বক বিশেষ শব্দকে অর্থ বিশেষে ব্যা-  
হা পনা করাই ব্যাকরণের মুখ্য উদ্দেশ্য।  
কিন্তু পারিভাষিক বা নিরুক্ত সঙ্কেতযুক্ত  
শব্দের উপর ব্যাকরণের কিছু মাত্র প্রভুতা  
নাই, স্বতরাং ব্যাকরণের সহিত তাদৃশ  
শব্দের কোন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নাই। ইহা  
মত কি অসত্য মিশ্রণ দেখাইতেছি।  
পুরাণে একটি শব্দ আছে “পঞ্চাত্ত”

কাজেরোপী নরকং ন যাতি।” যে  
কাজেরোপণ করে তাহার নরকে গতি  
হয় না। এই পঞ্চাত্র শব্দটির অর্থ পা-  
নিনি বলিবেন, পাঁচটি আত্মরক্ষ, বস্তুতঃ  
তাহা নহে। নিম্ব, অশ্বপ, বট, জাতিপুষ্প,  
শ্রুত, এই সকল বস্তু একত্র রোপণ ক-  
রিলে তৎসমুদায়কে পঞ্চাত্র বলে, ইহাতে  
আত্মরক্ষ নাম গন্ধও নাই, অথচ ইহা প-  
ঞ্চাত্র হইল।

যদিও পঞ্চাত্র শব্দটির উৎপত্তি পা-  
নিনি পরে ইহা থাকে যেতও হয়, ত-  
বে তৎপূর্ববর্তী আচার্যেরা বা বৈয়া-  
করগণ তাহা ভাগ করিবেন কেন ?  
কিন্তু বুঝিতে হইবে যে তাদৃশ শব্দের  
ব্যবহার করিবার সম্ভাবনা নাই এবং ত-  
দ্বারা ব্যাকরণে তাদৃশ শব্দের বর্জন আছে।  
এই একটি শব্দ আছে “ষোড়শী”।  
এই শব্দের অর্থ পানিনি বলিবেন, ষোল  
শব্দ পুস্তি। কাব্য লেখকেরা বলি-  
বেন “ষোড়শী” নী। পুরাণে আছে,  
“ষোড়শী পদন্ত উনবিংশপিও, আবার  
ষোড়শী একটি যজ্ঞপাত্র অর্থাৎ সো-  
মযজুর্বেদের পাত্র। এই ষোড়শী শ-  
ব্দ পানিনি কি অন্য কোন ব্যাকরণের  
যজ্ঞপাত্র বুঝা যায় না। ইহা পূর্বে  
উৎপন্ন হইলে ব্রাহ্মণদিগের সর্গস্বধন  
সোমের পাত্র বিস্মৃত হইয়া ষোল সংখ্যার  
পুরণ মাত্র বলিয়া ক্ষান্ত হইতেন না।।  
কিন্তু পাঠকগণ, বলিয়া দিতেছি, ইহা  
পানিনি চিরপরিচিত যজুর্বেদের যজ্ঞ

স্থানে আছে। “অতি রাতে ষোড়শী  
গৃহাতি নাতিরাতে ষোড়শী গৃহাতি”  
ইত্যাদি। অতএব, ষোল মাত্র ব্যাকরণ  
স্থরের দ্বারা কোন ইতিবৃত্তি নির্ণয় হই  
পারে না। যেমন একমাত্র ব্যাকরণের  
দ্বারা কোন ইতিহাস নির্ণয় হয় না সেই  
রূপ, এক শব্দকে দুই ব্যক্তি দুই অর্থে ব্য-  
বহার করিল বলিয়া সেই দুইজনের মধ্যে  
একটা লক্ষ্যমান কালনিবেশ করাও যায় না।

এইরূপ শিখিল মূলমুক্তির আশ্রয় ল-  
ইয়া আচার্য গোল্ডফুর্কর নাম, সাংখ্য,  
বেদান্ত, মীমাংসা, উপনিষদ, আরণ্যক,  
রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি সমুদয় আর্থ  
গ্রন্থকে পানিনির পরভাবী বলিয়া লোকে  
রখা মোহ জমাইয়া দিয়াছেন। উন্মি-  
থিত সমস্ত শব্দই পারিতোষিক। পারিতো-  
ষিক শব্দের দ্বারা যে ব্যাকরণের কাল  
নির্ণয় হয় না তাহা তিনি কিছুমাত্র লক্ষ্য  
করেন নাই।

পানিনির একটি সূত্র আছে “অর-  
ণ্যান্ মনুষ্যে” মনুষ্য অভিধেয়ে “আর-  
ণ্যকঃ” এই পদ নিস্পন্ন হইবে। যথা—  
আরণ্যকো মনুষ্যঃ অর্থাৎ অরণ্যবাসী ম-  
নুষ্য। ইহা দেখিয়াই তিনি সিদ্ধান্ত করি-  
য়াছেন যে পানিনির পূর্বে বা সময়ে  
আরণ্যক নামক বেদাংশ ছিল না, কিন্তু  
উহা মনুপ্রভৃতি প্রাচীন ঋষিদিগের সময়ে  
ছিল ? ইহাতে তাহার সিদ্ধান্তের ভ্রম  
হইয়াছে।

নাম দর্শন ও অর্থদর্শন ও

শিব শব্দ। এই পরিভাষা গুলি শিবাস-  
 ত্মক হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। একগ  
 আমরা যাহাকে যোগদর্শন ও পাঁচগুল-  
 ন বলি, তাহার প্রকৃত নাম “সাম-  
 প্রবচন”। আমরা যাহাকে উত্তর মী-  
 মাংসা ও বেদান্তদর্শন বলি, তাহার প্রকৃত  
 নাম “উত্তরকাণ্ড”। এইরূপ উপনিষদ শব্দ  
 লাত্তিক। পাণিনি মুনি বাস ও তাঁ-  
 হার ক্রমানুসারে নিম্নবর্তী পাঁচজন শি-  
 যাকে অর্থাৎ শিষ্য প্রশিষ্য প্রভৃতিকে চি-  
 মিতেন, মুখস্তিরাণি “রাজন্যবর্ণকে চি-  
 মিতেন, ইহা তদীয় সূত্রে প্রকাশ  
 আছে। ন্যায়, সাংখ্য, আর্য্যক প্রভৃতি  
 পাণিনির জ্ঞাত ছিলনা, কিন্তু তাঁহার অ-  
 নেক পূর্ববর্তী উল্লিখিত ব্যক্তিদের জ্ঞাত  
 ছিল? ইহা কিরূপ সত্য, বিজ্ঞ পাঠকগণ  
 বিবেচনা ককন। উল্লিখিত ব্যক্তিরা যে  
 উল্লিখিত গ্রন্থনিচয় জ্ঞাত ছিলেন, তাহা  
 সকল আর্ষ গ্রন্থেই প্রকাশ আছে। একটি  
 নহে, দুইটি নহে, বহু পরিমাণ বচন  
 আছে। একদেশে নহে, দুইদেশে নহে,  
 সকল দেশের পুস্তকেই তুল্য পাঠ আছে।  
 অতএব সেই শ্লোকগুলি আধুনিক বলাও  
 অল্প সাহসের কার্য্য নহে।

“বিকীর্ণগোহবাক্যে” “আশ্চর্য্যমনিতো”,  
 এইরূপ সূত্র দেখিয়া এবং ইহার “অ-  
 ভূত ইতিবক্তব্যম্” ইত্যাদি বৃত্তি ও ভাষ্য  
 দেখিয়া গোলভট্টের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন  
 যে, পাণিনির পূর্বে বিকীর্ণ শব্দের মুক্তি-  
 কার্য্যতা হইতে পারে না।

এয়া অর্থও ছিলনা। আশ্চর্য্য  
 অভূতার্থদ্যোতকতা ছিলনা। আমরা  
 যেরূপে তর্ক করিতে ইচ্ছা করিব না  
 তাহা নিশ্চয়োজন। তবে এতদূর  
 যে তিনি কি জন্য “পানৎদেশে”  
 সূত্র লইয়া বিচার করেন নাই? তিনি,  
 পান শব্দে তরল খাদ্য বুঝাইয়া  
 নিশ্চয় করিতে পারেন নাই বলিয়া,  
 ত্রটির আর উল্লেখ করেন নাই। পাণিনি  
 কি “পানৎ দেশে” সূত্র আছে  
 বলিতে পারেন যে পাণিনির  
 পাণিনির সময়ে পান শব্দে  
 বুঝাইত—তরলখাদ্য বুঝাইত  
 মহামহোপাধ্যায় পেন্ডুভট্ট  
 কল স্থানে যে যে তর্ক উদ্ভা  
 সমস্তই অমূলক। কেননা,  
 স্থান মাত্র রচনা করিয়া  
 ভাষা তাঁহার নহে। অতএব  
 উদাহরণ দ্বারা পাণিনির  
 নির্ণীত হইতে পারেন।

আর একটি গুরুতর বিচার  
 হইতেছে। পণ্ডিতবর  
 গিনি-সূত্রের মধ্যে  
 দেখিতে পান নাই বলিয়া  
 যাহেন যে পাণিনি  
 ছিলেন না। অপরূপে  
 রচিত হইয়াছে। এইরূপ বাক্য  
 রাতে তাঁহার বিলক্ষণ ভ্রম প্রকাশ  
 রাখে। তাহা পাঠকগণ বিবেচনা ককন—  
 “আধাবর্ণিকম্যেক লোপশ্চ” (৩।৩)



“কথি বোধাদ্যিরসে” “দাণ্ডি-  
 নারসংগ্ৰহানামর্থকর্নিক—”(৬।৪)  
 এই বাক্যে হুত্রে যে অর্থকর্ন-শব্দ আছে  
 এবং অর্থকর্ন শব্দ আছে, তাহার অর্থ  
 কী ছিল? আমরা দেখিতেছি  
 অর্থকর্ন শব্দের চতুর্থবেদবোধকভিন্ন অন্য  
 অর্থকর্ন শব্দের ইদী চতুর্থ  
 বোধকভিন্নে তাহা দেখাইতে পারেন  
 না। কেন? এবিষয়ে তাঁহার অনুমান এই  
 যে পানিনি যখন অর্থকর্নবেদ বা অর্থকর্ন-  
 দ্বিরস প্রকাশ করিয়া বলেন “মাই  
 অর্থকর্ন ইতি বাক্যে জ্ঞাত হইলেন না। তাঁ-  
 হার সময় পিতৃদের এই অনুমানকোশল  
 দেখিয়া আশ্চর্য হইরাছি। এই পা-  
 নিনি “হুমসি” “হুমসি” ব-  
 লিয়া দিয়াছেন। “দুর্ভঙ্গস্য” বলিয়া  
 দিয়াছেন। বেদ বা সামবেদ, যজুর্বেদ,  
 ঋগ্বেদ, তৈত্তির্য্য ও এরূপ স্পষ্ট করিয়া  
 বলেন নাই। অতএব পানিনির সময়ে  
 যদি কোন বেদই না থাকে তবে অর্থকর্ন  
 বেদও অর্থকর্ন না হইতে আশাদিগের  
 অর্থকর্ন হইবে।  
 অতএব পানিনির অর্থকর্ন শব্দ আছে  
 তাহা নিশ্চয় করিয়া দিতেছি। প্রথমতঃ  
 ১০।১৬।১১। পুনশ্চ ১০, ১৮, ২ ৩৫-  
 পুনঃ ১০, ২১, ৫। ৮, ৯৭। পুনশ্চ  
 ১০।৮৭। ১২।—১১।১১। ২। পুনশ্চ  
 ১০, ১৪, ৬। ১। ৮০। ১৬। ৮৩। ৫।

৬। ১১। ১০। পুনশ্চ ১। ১০। ১২০।  
 ৯। ১। ১১২। ১০। অথেষদ সংহিতা।

অনেকের ভ্রম আছে অর্থকর্নাদিরস  
 মুনি অর্থকর্নবেদের রচক। কিন্তু অর্থকর্ন-  
 দ্বিরস ব্যক্তিটি কে? তাহা অধিকাংশ  
 ব্যক্তি জানেননা। মজাবাস উদ্যোগপর্কে  
 ইহার পরিচয় দিয়াছেন। ইনি বৃহস্পতি।  
 দেবতাদিগের গুরু এবং অজিতা কৃষির  
 পুর। পৌরাণিক মতে ইন্দ্র সন্তুষ্ট হইয়া  
 ইহাকে অর্থকর্নাদিরস উপাধি প্রদান ক-  
 রেন, কারণ ইনি অর্থকর্ন-বেদোক্ত মন্ত্রের  
 দ্বারা ইন্দ্রের স্তুতি করিয়াছিলেন এবং এই  
 বেদে ইহার বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি ছিল।

পানিনিহুত্রে ব্যাক্ষের উল্লেখ থাকায় আ-  
 চার্য্য গোল্ডটুকর তাঁহাকে পানিনির পু-  
 র্ববর্তী বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এইরূপে  
 সেই ব্যাক্ষণীত ক্রিষ্ট মধ্যে অর্থকর্নাদিরস  
 মুনির অস্তিত্ব প্রমাণ হইতেছে। ইত্যাদি।

এইরূপ পণ্ডিতবর গোল্ডটুকর যে  
 সিদ্ধান্তে পানিনিবিচার করিয়াছেন, তাহা  
 আমাদের গোল্ডটুকর বুদ্ধিতে যুক্তিসঙ্গত  
 বোধ হইতেছে না। কিন্তু তিনি যে পানিনি  
 সম্বন্ধে অপূর্ব গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তৎ-  
 পাঠে আমরা অনেক জ্ঞান লাভ করি-  
 য়াছি। এই গ্রন্থ তাঁহার কীৰ্ত্তি-স্বত্ব স্ব-  
 রূপ চিরকাল সাহিত্য সংসার উজ্জল  
 করিয়া থাকিবে।

আমরা পানিনি সম্বন্ধে অর্থকর্ন-বিষয়  
 স্বতন্ত্র প্রস্তাবে লিখিব। ক্রিয়াকর্মণেন।



## উকীলের প্রজ্ঞানীতিসম্বন্ধে দুই

### চারিটি কথা।

জ্যোতিষমাসের বান্ধবে ভারতের প্রজ্ঞানীতি-শিক্ষক যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তাহা পাঠ করিয়া অনেকে ক্ষুব্ধ, কেহ বিরক্ত, কেহ বা ক্রোধান্বিত হইয়াছেন। বাস্তবিক উহাতে সত্য মিথ্যা যে প্রকারে জড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে প্রবন্ধের প্রকৃত অর্থ নির্ণয় এবং লেখকের মত-নিশ্চয় নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস যে, লেখক স্বেচ্ছাচর; এবং মনোদুঃখে দগ্ধ-হৃদয় হইয়া গরল-রূপে অমৃত উদ্গারি করিয়াছেন। আমাদের এ প্রবন্ধে প্রকাশ করিবার কারণ আমরা প্রবন্ধে উল্লেখ করিতেছি।

প্রবন্ধলেখক 'উকীল' বলিয়া আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন; তাহাতেই যথেষ্ট দ্বি-  
শ্লিত-করা হইয়াছে যে, তাঁহার প্রত্যেক  
কথাই বিতর্ক করিয়া গ্রহণ করিত হইবে,  
প্রতিচিত্রের ওকালতীর আৱরণ উন্মোচন  
করিয়া দেখিতে হইবে। বস্তুতঃ সে ভাবে  
দৃষ্টি করিলে বিতর্কধীন প্রবন্ধলেখকের  
সচ্ছন্দতা, অদেশবৎসলতা, এবং কর্তব্য-  
প্রিয়তার পর্যাপ্ত প্রমাণ পাওয়া যায়।  
আর, আমরা বাহা মনে করিয়াছি, লেখ-  
কের মত সত্যই সেইরূপ অতিপ্রাণ  
হয়, তাহা হইলে তাঁহার প্রবন্ধে সত্য অ-

বশ্যই প্রশংসার যোগ্য। দিনকাল বি-  
বেচনা করিয়া মনোভাব ব্যক্ত করাতেই  
বুদ্ধিমত্তা এবং কৌশল-বত্তা প্রদর্শিত হয়।

দুর্বলপূর্ণ প্রবলরূপে প্রতিরমান ক-  
রিতে হইলে যে পন্থা অবলম্বন করিতে  
হয়, আমাদের উকীল তাহাই অবলম্বন ক-  
রিয়াছেন। তাহার পর, যাহাকে সম্বো-  
ধন করিয়া বলিতে হইতেছে, তাহার মন  
তুলাইবার জন্য যে কৌশলের আশ্রয় গ্র-  
হণ করিতে হয়, উকীল তাহাও করিয়া-  
ছেন। তথাপি যাহাদের বুদ্ধি জড়প-  
দার্থ নহে, যাহারা সৰ্ববিষয়ের অন্তস্তল-  
প্রবেশী, তাহাদের চক্ষে উকীল ধূলা দিতে  
পারেন না, কেহই পারেন না, কাহণ পা-  
রিবার উপায় নাই। প্রকৃতপক্ষে তা-  
রিয়া দেখিতে গেলে উকীল ব্যবসায়ানুচিত  
কার্য্য করিয়াছেন বলিলেও বলা যায়;  
যাহার উকীল তাহারই ক্ষতি করিয়াছেন  
বলিয়া প্রতিটি জন্মে। তবে মনে থাকে যে,  
রক্তাস্ত সকল সম্রাণ, তাহার ব্যতিক্রম  
বা বিপরীত গমন করিবার অধিকার তাঁ-  
হার নাই বলিয়াই, বোধ হয়, তিনি নিষ্কৃতি  
পাইবেন।

ভারতবর্ষের বর্তমান রাজনৈতিক অ-  
বস্থা বিবেচনা করিয়া মুক্তমনে প্রবন্ধ

অনচিত প্রযত্ন নহে, এবং আবশ্যিক, উকীল এই প্রতিজ্ঞার উপপত্তি সাধন জন্য যে একটি পদার্থে আমাদের বিবাস স্থাপন করিতে বলিয়াছেন, তাহা এই—

“প্রথমতঃ, ভারতবর্ষ কখনও এক সাম্রাজ্য ছিল বলিয়া বোধ হয় না, সুতরাং ভারতবর্ষের স্বাধীনতার অর্থ নাই। ইংরেজ যে স্বত্ব অবলম্বন করিয়া রাজ্য করিতেছেন, তাহাতে ভারতের একতা সম্পাদন সম্ভবপর, একতা সংসাধিত হইলে মন্ত্রণের আশা করা যাইতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, ইংরেজের রাজত্বে আমাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক উন্নতি বিলক্ষণ রূপে হইয়াছে। এখনও ভারতবর্ষে যে সকল স্বাধীন উপরাজ্য আছে, সেখানকার প্রজাদের অবস্থা তুলনা করিয়া দেখিলে বিশেষরূপে ইহা উপলব্ধ হইবে।

তৃতীয়তঃ, ব্যক্তিগত স্বাধীনতার একমাত্র যেরূপ প্রসার, পূর্বে এমন ছিল না।

চতুর্থতঃ রাজনীতি সম্পর্কে আমরা এখনও বালক, আমাদের রাজনৈতিক পুষ্টিসাধন আবশ্যিক, এবং ইংরেজের দ্বারা তাহা সাধিত হইতেছে। সুতরাং ইংরেজের অধীনতা আমাদের বাঞ্ছনীয়।”

তাহার পরেই উকীল বলিতেছেন, ইংরেজ আমাদের রাজনীতি বিষয়ের ঠিক, — ইংরেজ দেবতা! এবং ইহা হইতে যে কথা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছেন, তাহা উকীলের ভাবান্তরেই ব্যক্ত হউক;—

“অতএব, ইংরেজ যখন আমাদের

ঐচ্ছানীয়, ভারতবর্ষে ইংরেজের স্থায়িত্ব যখন সর্বথা আমাদের কাম্য, তখন যাহাতে আমাদের ভক্তিতাব অবিচলিত থাকিতে পারে, আমাদের প্রেমভাব দিন দিন প্রবলতর হয়, আমাদের মাদুর্য্য-মিশ্রিত মমতার ভাব ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হইয়া উঠে, তদ্বিষয়ে সর্বথা আমাদের যত্নশীল হওয়া কর্তব্য। সকল লোকের বিদ্যা বুদ্ধি কখনই সমান হইতে পারে না; সেই জন্য সুশিক্ষিত ও চিন্তাশীল বলিয়া যাহারা পরিচিত সেই উপরিতন দেশের কথায় নিম্নতর স্তরের ন্যক্তি-রক্ষণ বিশেষ আস্থা স্থাপন করিয়া কার্য করে। সুতরাং যাহাতে রাজপুত্রদিগের সাধু এবং অকৃত্রিম সারল্যপূর্ণ অতিথায়ের প্রতি সন্দেহ আরোপিত হয়, তাহা করা সেই দেশের পক্ষে অসম্ভব, তাহাতে বিশেষ ক্ষতি এবং অনিষ্ট হইবে।”

পাশ্চাত্যে উকীল সিদ্ধান্ত করিলেন যে “যদি প্রজাবর্গকে উত্তেজিত, ভক্তিশূন্য এবং বিপ্লব-প্রিয় করিবার জন্য চেষ্টা করি, তবে ইংরেজের হস্তক্ষেপ করা আবশ্যিক হইবে। অকুরেই উপস্রবের বিপদ সাধে ইংরেজের হস্তক্ষেপ ইচ্ছিত। না করিলে—রাজত্বের প্রকৃতি হইবে, আমাদের সর্বসাধারণের ক্ষতি।”

যিনি রাজত্বের প্রকৃতি সম্পর্কে সঠিক বর্ণনা দিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদের মনকে সজাগ কর্তব্য কর—এই সামান্য অবি-

সংবাদিত তত্ত্বের সংস্থাপন জন্য চতুর উকীল এত ব্যগাভ্যাস করিতেছেন, ইহা মনে হইলে হাস্য-সংবরণ করা অসাধ্য হইয়া উঠে। কিন্তু মুদ্রণশাসনীব্যবস্থার-সমর্থন পক্ষে ইহার অধিক কিছু বলিবারও নাই। প্রবন্ধলেখক উকীল সাজিয়া আমাদেরকে দেখাইলেন, যে কটুক্তি কর, কটাক্ষ কর, যাঁহা ইচ্ছা বলিয়া যাও কিন্তু লক্ষ্য-বস্তুর অবসান এইখানেই হইবে। সেই জন্য ইহার পরেই ‘উকীল’ নীরব, আর সে তর্কের গাঁথনি নাই, বিচার-প্রস্তুতির বেগ-শালীতা নাই। ফল স্থির হইল যে, যে কথার জন্য ওকালতী, তাহা প্রতিপন্ন হইবার নহে। “জোর বার, মূলুক তার” এই নীতিই মুদ্রণশাসনী ব্যবস্থার একমাত্র অবলম্বন। যদি তাহা না হইত, তবে কথা বার্তা না কহিয়া, প্রমাণ প্রয়োগ না দেখাইয়া ‘উকীল’ সংসা-গর্জন করিয়া বলিতে পারিতেন না যে “ইহার সূত্র লইয়া বিবাদ করিবার অধিকার নাই, গণগোল করা অত্যাচার।”

কেন? শাস্তি রক্ষাই কি ব্যবস্থার সূত্র? তবে দণ্ডবিধি আছে কেন? যক্তি মহন্ত বিলাতী সজিন ভারতে বন্ধ মন্ত করিতেছে কেন? আমাদের শস্য ধ্বংস করিয়া বিলাতীরা এত লাল পা-গতি, বিলাতীরা আমাদের বুকের উপর অহোরাত্রী হাঙ্গামা করিয়া বেড়াইতেছে কেন? আমাদের দেশ-শোষিত শো-ণিতকে রক্তরূপে পরিণত করিয়া এই

অমৃত রাজকর্মচারী আর অকর্মচারীকে কেবল বলীক তুপ নির্মাণ করিতেছেন?

ফলকথা, মুদ্রণশাসনীব্যবস্থার সূত্র শাস্তি রক্ষা নহে, ইহার অপরাহুত আছে। ন্যায়ভিত্তি, অপ্রবর্তিত পক্ষপাতশূন্য বিচারপ্রণালীর মূলোচ্ছেদ, এই ব্যবস্থার মূল সূত্র। দোদীর্ঘ প্রতাপ চালনাই এ ব্যবস্থার প্রাণ। অপ্রিয় প্রকৃত কথা শনিবার অনিচ্ছাই এ ব্যবস্থার নিদান।

কিন্তু উকীল একথা স্বীকার করিতে পারেন না, সেই জন্য এস্থলে নীরব। এই আত্ম-যাতক তর্ক পরিবর্তন না করিলে ওকালতী চলে না, সেই জন্য অস্ত্র-শূন্য এক ছক্কার ছাড়িয়া উকীলকে এই স্থল উল্লঙ্ঘন করিতে হইয়াছে।

তথাপি স্বেচ্ছাবিশারদ প্রবন্ধলেখক উকীলের মুখে যে কথা স্বীকার করাইয়াছেন, আমাদের পক্ষে তাহাই পর্যাপ্ত। উকীলকে স্বীকার করিতে হইয়াছে, যে “ব্যবস্থার সম্পাদন যে সর্বস্ব স্বন্দর হইয়াছে, তাহার কোনও অংশে দোষ নাই, অভাব নাই বা বাতুল্য নাই, তাহা আমরা বলিতেছি না।” বাঁহারা এ ব্যবস্থার অসম্পূর্ণ, বিরক্ত বা ভীত, তাঁহারা ইহার অধিক কি বলেন? বঙ্গ-বাসী কাদিবে, কিন্তু “মা গো!” বলিয়া কাদিতে পাইবে না;—তারতর্ঘ্যের ভাষার প্রতি এই নির্ভর্যচরণ, মুদ্রণ শাসনী ব্যবস্থার দোষ। বর্ষ-ভেদ ভেদ, ধর্ম-ভেদ মনে না করিয়া ইংরেজ



এখন আমাদের মুদ্রণ-স্বাধীনতা কতটা  
সেবা মাইতো? আমরা যে সকল  
কিছো-কিছো কারবার চেষ্টা করিয়া  
আমি জানি। লইলেও মূল-প্রতিজ্ঞার  
সুখ হয় না; মূল প্রতিজ্ঞার সহিত তাহা-  
দের কার্য্য কারণ সঙ্গ কিছুমাত্র নাই এবং  
এই সঙ্গ সংস্থাপনজন্য উকীলও প্রয়াস  
পায় নাই। প্রবন্ধলেখকের চতুরতা—  
বুঝিবার বস্তু, আশ্বাদনের বস্তু, সরস এবং  
স্বমিষ্ট। দৃষ্টান্ত দিয়া কথাটা বুঝাইয়া  
দিই।

১ম;—ভারতবর্ষ কখনও এক সা-  
ম্রাজ্য ছিলনা, সুতরাং ভারতবর্ষের স্বাধী-  
নতার অর্থ নাই। যদি ইহার পরেই বলা  
যায়—অতএব মুদ্রণশাসনীব্যবস্থা আব-  
শ্যাক, তাহা হইলে বক্তাকে বাতুল বলিতে  
কেহই সঙ্কোচ করিবেনা।

২য়;—ইংরেজরাজ্যে আমাদের বি-  
লক্ষণ উন্নতি—অতএব ব্যবস্থার প্রয়োজন।  
একথা বলিলে হাসিতেও লজ্জা বোধ  
হয়।

৩;—ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রসার  
একটা পূর্বাপেক্ষা অধিক। উক্তম কথা,  
কিন্তু তাই বলিয়া কি মুদ্রণশাসন?

৪র্থ;—রাজনীতি বিষয়ে আমরা বা-  
লক, ইংরেজ আমাদের গুরু, ইংরেজ  
দেবতা। তাহাতেই কোন্ বক্ষ্যমাণ ব্য-  
বস্থা “মহীশাসেনাভীত” ভাব অপমা-  
রিত হইবে? আমরা সকলকে কি  
বালকভাৱেই চাই? আজি চলিল

বৎসর আমরা মুদ্রণ-স্বাধীনতা পাইয়াছি,  
এ চলিল বৎসর কি আমাদের বয়স বাড়ি-  
নাই, না কি বয়স কমিয়াছে? আর “দে-  
বতার মত” ইংরেজ এতকাল আমাদের  
গুরুগিরি করিয়া যদি এই ফল ফলাইয়া  
থাকেন, তবে সে গুরু কলঙ্কের কি  
সীমা আছে? তাহাইলে সে গুরুকেও  
দিক্! আমাদের মত শিষ্যকে শতবার  
দিক্! যদি সপাদ শত বৎসর এহেন গুরু  
চরণোপান্তে বসিয়া শেষ কালের উন্নতির  
পরিবর্তে অবনতি হইয়া থাকে, তবে উচিত  
যে, হয় এই গুরুমহাশয় গ্রাম ত্যাগ করিয়া  
আপন বাস্তুভিটায় বসিয়া মুদিখানা খু-  
লিয়া গ্রাসাচ্ছাদনের চিন্তা দূর করেন;  
—নয় এই শিষ্য রুদ্র স্ব স্ব গলদেশে রক্ত-  
বন্ধন পূর্বক সাভিনিবেশচিত্তে বিচালি  
চক্কুন আরম্ভ করেন। প্রবন্ধলেখক রসিক,  
আমরাও কম নহি। কিন্তু লোকে মহজে  
বুঝেনা, এ ক্ষোভ আমাদের উত্তরেরই র-  
হিয়া গেল।

যাহারা স্বাধীনতা প্রাঙ্গণী হইয়া ভা-  
রতবর্ষে বিদ্রোহভাব উত্তেজিত করে, তা-  
হাদেরই জন্য মুদ্রণ-ব্যবস্থা বিধি-বদ্ধ হই-  
য়াছে, উকীল অন্তঃসলিলা নদীর মত এই  
কথা তাহার প্রবন্ধের ভিতরে ভিতরে অর্ধ  
আবরিত রাখিয়া গিয়াছেন। ইহাকে  
নদী কথা উৎপাদিত হইয়াছে।

৫ম;—বিদ্রোহের প্রয়োজন  
কেহ আছে? কেহ আছে?

২২;—স্বাধীনতাপ্রিয়তার সঙ্গিত  
রাজতন্ত্রের নিতা বৈরতাব কি না ?

৩য় ;—মুদ্রণব্যবস্থার বিদ্রোহিতাবের  
দমন সম্ভবপর কি না ?

ভারতীয় প্রজার অন্তরে বিদ্রোহ-ভা-  
বের অন্তিম আশ্রয় একেবারে অস্বীকার  
করি। ভারতের কৃষক, বণিক, ভূ-স্বামী  
—যাহাদিগকেইহা ভারতবর্ষ,—তাহারা  
ইংরেজ-রাজ্যের স্থানিভ-কামনা ভিন্ন অন্য  
কিছু আবে না। উকীলও একধার হুচনা  
দিয়াছেন; তবে এবিদ্রোহভাবের জন্য  
কোথায় অবস্থান করিতে হইবে? উকীল  
ইহার উত্তর দেন নাই, উত্তর দিতে অক্ষম।

উকীল এ প্রশ্নের উত্তর দেন নাই বটে, কিন্তু “অসন্তুষ্ট” আখ্যানিয়া এক অপ্রীতির উল্লেখ করিয়াছেন এবং প্রকারান্তরে তাহাদেরই ক্ষুদ্রে দোষারোপ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তথাপি উকীল যে সমুদয় বিশেষণের দ্বারা ইহাদিগকে পরিচায়িত করিয়াছেন, তাহাতেই ইহাদের গৌরবের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে; প্রবন্ধলেখক এই স্থলেই স্নেহ-দৃষ্টির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন।

উকীল স্বয়ং বলিতেছেন,—“পাশ্চাত্য  
শিক্ষার যাহাদের কদম-বৃদ্ধির ক্ষুধা হই-  
রাছে, যাহাদের চিত্তবলের বিকাশ হই-  
রাছে, লক্ষ্য করিতে হইতাবার নামে যাহা  
কিছু লক্ষ্য করণ প্রয়োজন—উত্তা-  
প—” এইসকল কথা শুনি “সংখ্যা  
কম নয়” তাহা প্রমাণীকার করি-

তেছেন। ইহাদের “অলমোশের” কার-  
 য়ে নিৰ্দেশ করিতেও উকীল সংকোচ  
 করেন নাই; কারণ “তাঁহারা ভারতব-  
 র্ষের দুঃখে রিরস্তুর বাধিত। ভারতবর্ষ  
 বিজ্ঞাতীর, বিদেশীর রাজা আশিষ্টা ক-  
 রিতেছে, ভারতবর্ষের রাজ্যে বিদেশীর  
 দেহ পুষ্ঠ হইতেছে, ভারতবর্ষে রিজাতীর  
 রীতিনীতি, ভারতবাসীর সম্মতির অপেক্ষা  
 না করিয়া অথবা ইচ্ছার বিকল্পে প্রবর্তিত  
 হইতেছে”। তদুপরি—“ভারতবর্ষের দুঃখের  
 কাহিনী “ঈর্ষ্যা, দাঙ্কিতা বা অসদভি-  
 সন্ধি-বিজ্ঞিত নহে।”

এইবার সারসংগ্রহ করিয়া দেখ, বা-  
হারা স্বদেশ-বৎসল, বাহারা অশিক্ষিত,  
বাহারা সঙ্কল্প, তাহারা ই উকীলের মতে  
অসঙ্কট; অর্থাৎ বাহারা শাস্ত্রদর্শী, বা-  
হারা ইতিহাসের অনুশীলন করে, বাহারা  
কাল-ধর্ম্য বুঝিতে সক্ষম, তাহারা ই অস-  
ঙ্কট। ভয়ঙ্কর কথা! আমরা ইহার অনু-  
যোজন করি না, কারণ তাহাইলো বাহারা  
দোষ আছে, এবং রাজার স্বার্থের  
প্রকাশ পাইতেছে, ইহাই বলি।  
আমাদের শত্রু হইতেছে, তাহারা  
এই স্থলে মর্ম-দুঃখে অধীর হইয়া আসি-  
স্বৃতির পরিচয় দিয়া কেলিয়াছেন। তথাপি  
বলিয়া রাখি, বাহারা রাজার কার্যে ক্রটি  
দেখিয়া ব্যথিত হয়, আর সেই ক্রটি রাজ-  
ঘোচরে জ্ঞাপন করে, তাহাদের রাজ-  
ভক্তি নিতান্তই প্রবল; মহিলে একটি  
তাহারা দেখিয়া দিত না, এখন লুকাইয়া



রাখিত ; যত দিনে অভ্যন্তর দূরিত হইয়া  
অলঙ্কারের প্রয়োজন না উপস্থিত হইত,  
ততদিন নীরব থাকিত । ইহারা কখনই  
রাজত্বোহী হইবার কাক্সি নহে ; ইহারা  
স্বাধীনতাও রাজত্বোহিতা শিখাইবে না ।

তথাপি মনে করা শাউক যে, ইহারা  
ভারতীয় প্রজাপুঞ্জকে বিদ্রোহী এবং বি-  
প্লবপ্রিয় করিবার জন্য যত্ন করিতেছে ।  
সে যত্ন কি মুদ্রিতাক্ষরে রাজার নয়নো-  
পরি করিবে বলিয়া কেহ বিশ্বাস করিতে  
পারে ? তবে একথা লইয়া মুগ্ধশাসনীয় ব্য-  
বস্থাকেন ? দিনে ডাকাইতি করা বাহাদুরের  
অভ্যাস, তাহারাই গৃহস্থকে কখন কখন  
পত্র লিখিয়া জানার বটে । পরাধীনতাই  
আমাদের অভ্যাস ; অপকৃত স্বাধীনতা কা-  
ড়িয়া লইতে আমরা কখনও শিথি নাই ;  
কখনও উদ্যোগ করি নাই, কখন চেষ্টাও  
করি নাই । তবে এ “মড়ার উপর খাঁ-  
ড়ার ঘা ” কেন ?

স্বাধীনতা ভালবাসিলেই যে কাহা-  
র স্বাধীনতা হইতে ইহবে, ইহার অর্থ  
স্বাধীনতা হইবে ইহার হেতুবাদ করিয়া-  
হেতু স্বাধীনতার দৃষ্টান্তও দেখাইয়াছেন ।  
মোটামুটি বলা যায়, ইউরোপ এবং আ-  
মেরিকা স্বাধীন ; অথচ তথাকার লোক  
স্বদেশের রাজার অধীন । উকীলের প-  
রিভাষা অনুসারেই, রাজনৈতিক স্বাধীনতা  
অধীনতার রূপান্তর মাত্র । ইংরেজ-রাজ্যে  
ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রসার দিন দিন  
বৃদ্ধি পাইতেছে ; এবং ব্যবস্থা-প্রণয়ন, ও

অন্য আরোহী বিধানাদি বিষয়েও ভারত-  
বাসী ক্রমে ক্রমে অধিকতর কমতা প্রাপ্ত  
হইতেছে । সুতরাং রাজপ্রসাদানুসারেই  
ভারতবাসী স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হ-  
ইতেছে । স্বাধীনতা কামনা রাজার অনু-  
মোদিত এবং রাজার অনুগ্রহে পরিপুষ্ট  
হইতেছে । তবে কেন ভারতবর্ষের প্র-  
জারম্ম স্বাধীনতা ভালবাসিবে না ? এত-  
দূর ইংরেজরাজ আমাদিগকে নিত্য নিত্য  
বলিতেছেন, তোমরা স্বাধীনতা পাইবার  
যোগ্য হইলেই আমরা তাহা প্রত্যাশা ক-  
রিব, ভারতের উপকার-জন্যই ভারতে  
আমরা আসিয়াছি । ইহাতে এই বুঝা  
যায় যে, স্বাধীনতারদিকে দৃষ্টি না রাখি-  
লেই বরং ভারতবাসী প্রত্যাশাশ্রয় হইবে,  
রাজত্বের প্রতীপ-গমন চেষ্টার দোষে  
দোষী হইবে । এত যে অমূল্য শিক্ষা  
ইংরেজ আমাদিগকে দিতেছেন, ইহা কি  
কেবল আমাদিগকে দাসত্ব এবং পশুত্ব  
অপনীত করিবার জন্য ? উকীল বলেন,  
তাহা নহে ; আমরাও বলি তাহা কখনই  
নহে ।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা যে আমাদের  
চরমলক্ষ্য হওয়া উচিত, তাহা যেমন আ-  
মাদের রাজার অভিপ্রেত, তেমনি উকী-  
লেরও বাঞ্ছনীয় । ভারতের একতা যে  
অভিলষিতব্য, উকীল তাহা একাধিকবার  
প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন ; সে  
একতার পরিচয় হইবে, উকীল  
তাহাও বলি মঙ্গল যদি

ধীনতা না হয়, তবে কি? মুহূর্ত্তে যদি স্বাধীনতার প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি পায়, তবে মুজ্জণশাসনী ব্যবস্থা যে কেবল নিষ্কারোজন, তাহা নহে, প্রত্যুত, নিয়ন্ত্রণ অব্যবস্থা হইয়াছে বলিয়া তিরস্করণীয়।

প্রসঙ্গাধীন ব্যবস্থার দ্বারা বিদ্রোহ-ভাবের দমন যে অসাধ্য এবং অসম্ভব, ইহা বলাই বাহুল্য। যদি প্রকৃত পক্ষে ইংরেজ-রাজের বিচারচরণ করা কাহারও অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে মুদ্রিতাক্ষরের আশ্রয় গ্রহণ করা দূরে থাকুক, সে আদৌ অতিথ্যে তাহা পরিবর্ত্তন করিবে। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহিবর্গ হিন্দুপেট্রিট পত্রে প্রবন্ধ প্রচার করে নাই, এইরূপ শুনা আছে। চর্কিত চর্কণে প্ররতি থাকিলে, এই স্থলে বলিতাম যে ভারতবাসীর হৃদয়ে সত্য সত্যই যদি বিদ্রোহ-প্ররতি থাকিত, তাহা হইলে সংবাদ পত্রাদির প্রচারে অপসারিত হইবারই কথা। বাঙ্গা-যন্ত্রের রক্ষণ-বন্ধু নিত্য উপকারই করিয়া থাকে; তাহাতে অনিষ্ট হয় না।

অতএব, উকীলের কথা যথাবৎ বি-  
তাস করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইতেছে যে মুজ্জণশাসনী ব্যবস্থা সমর্থন করিবার  
কর্তা রূপে, সে চেষ্টা কৃতকার্য হইবার  
নহে। ইহাও সিদ্ধান্ত হইতেছে যে আ-  
মাদের স্বাধীনতা-স্বপ্ন গর্হিত নহে, বরং  
ইংরেজরাজ সর্বদা তাহার আবুকুল্য  
করিয়াছেন। তবে এই সংপ্রতিতির সু-

প্রয়োগ এবং-পুষ্টি সাধন কি প্রকারে হ-  
ইতে পারে, তাহা একবার দেখা যাউক।

উকীল যথার্থই বলিয়াছেন, যে ইং-  
রেজ আমাদের ঐক্য। সাত শত বৎসর  
স্বার্থপর দস্যুর অধীনে থাকিয়া আমরা  
যে প্রকারে দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছি, এই ঐক্য  
অনুগ্রহে এখন আমরা তাহা বুঝিতে সমর্থ  
হইয়াছি। নিম্নাধ ইংরেজরাজের কৃপা-  
বলে মহাবেগে আমরা উন্নতিপথে সঞ্চা-  
লিত হইতেছি। প্রগাঢ় অন্ধকার হইতে  
এখন আমরা তীব্র আলোকে আনীত হই-  
য়াছি, এখন বিশ্বয়ে, শুদ্ধভাবে, সংকুচিত  
নেত্রে চতুর্দিকে চাছিয়া দেখিতেছি, এবং  
পূর্বতন দুর্দশার স্বরূপ চিত্রা করিতেছি।  
এই মহোপকারের জন্য, জন্ম জন্ম আমরা  
ইংরেজসমীপে কৃতজ্ঞ রহিব।

অধিকন্তু ইংরেজ আমাদিগকে একগু-  
এরূপ অবস্থায় উপস্থাপিত করিয়াছেন,  
যে এখন আমরা মার্শমেনের কথায় ভু-  
লিয়া তদীয় গ্রন্থকে ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ  
করি না। অতিপূর্বে আমরা বি-  
লাস, স্বচক্ষে তাহা দেখিতে পাই; এখন  
সামান্য “সাধারণী” ও আমাদিগকে  
অশোকের জয়ন্তন্ত দেখাইয়া দেয়, প্রাচীন  
তাপস-কুলের আশ্রমে—আমাদিগকে ল-  
ইয়া যায়, এবং তীর্থস্থলের মহিমা গান  
করিয়া, আর্কিমস্ত্রানের চিরন্তন সম্বন্ধ—  
একধর্মতা, একপ্রাণতা মনে করিয়া,  
দেয়। উকীল এই সত্যের পদ্যাবোধ  
করিতেছিলেন, নহিলে তাহার ওকালতী



চলে না। কিন্তু ইংরেজ-ওর প্রসাদে  
আমরা উদ্ধারিত করিতে শিখিয়াছি,  
তত্ত্ব জানিয়াছি। আর আমরা বাঙ্করে  
ভুলি না। ইংরেজরাজ আজিও মরাদি  
কবির সম্মান রক্ষা করিয়া, আর্ধ্য জাতির  
একতা প্রতি মূল্যে আমাদিগের হৃদয়ে  
জাগরক করিয়া দিতেছেন। বাঙালিক  
ভারতবর্ষের আদিম সভ্যতা, স্বাধীনতা—  
এবং উন্নতাবস্থার চিত্র নিয়ত আমাদের  
মন-মনকে না ধরিলে, আমরা এত  
লক্ষ অমূল্য গুরুপদেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে  
পারিতাম না, ইংরেজ-বাঙ্কিত আমাদের  
স্বাধীনতা প্ররতির পুষ্টি সাধন হইত না।

এ সমুদয়ই উকীল আমাদিগকে দে-  
খাইয়াছেন। উকীলের প্রজানীতিকে  
আমরা রত্নাকর বলিয়া অভিহিত করিব।  
খুঁজিলেই ইহাতে রত্ন পাওয়া যাইবে।  
ইহাতে উত্তাল-ভরঙ্গ আছে, বাড়বানলের  
শব্দ আছে, কুস্তীর ছাঁজরের ভয় আছে,  
—সত্য; তথাপি ইহা—রত্নাকর। জল  
দেখিয়া ভয় পাইলে চলিবে না। মনু-  
দোষে ইহাতে গরল উঠিতে পারে, কিন্তু  
অমৃতও ইহাতে পাওয়া যায়।

আর প্রস্তাব বাতল্য করিব না; উকী-  
লকে ধন্যবাদ দিয়া আমরা এই স্থলে  
কান্ত হইব।

## বঙ্গবিধবা।

( জ্ঞানদাসের ছন্দানুকৃতি )

১

সখিরে কি কব মনের দুখ ;  
কি মুখাও সেই কি কহিব তোরে,  
ভাবিতে বিদরে বুক।  
(সখিরে) বিধাতা করিল জন্ম দুখিনী,  
সুবতি বিধবা বালা ;  
(হাস) অহুদিন সেই মনের জলে,  
মুচাই মনের জ্বালা।

২

সখিরে, আমি ছেন অভাগিনী,  
নাহি জানি পতি, কিবা সে পুত্রতি,

বিবাহ কি নাহি জানি।

(সখি) মা বাপ নিদয়, শৈশব সময়,  
পূর হাতে সঁপি দিলা,  
(আমি) অনিচ্ছাতে সেই, খেলিছু তখন,  
সে এক দুঃখের খেলা।

৩

সখিরে, কি কব প্রাণের জ্বালা ;  
ছিড়িয়া কলিকা, কটক লতায়,  
বিধিয়া গাঁথিল মালা !

(সখি) তাতেও আবার, বিধাতা বিমুখ ;  
সেও মালা ছিড়ে গেল

(আমি) ধূলার পড়িয়া, যাই গড়াগড়ি,  
এ যোর কপালে ছিল।

৪

সখিরে, বিধাতা নিষ্ঠুর অতি ;  
হৃৎকথের অনলে, দহিতে নিরত,  
গড়েছিল। এমুতি।

(সই) ছেন যদি বিধি, করিলা অবিধি,  
কেন না হইলা স্মৃতি ;  
“ কেন লো স্বজন, বাসনা কামনা  
(পাপ) ছদয়ে করিলা স্থিতি \*।

৫

সখিরে, কাল নিশি অবসানে ;  
দেখেছি যেরূপ, পাশরিতে নারি,  
ঈদরব না ধরে প্রাণে।

(সখি) কুন্সর কাননে, একাকী বিরলে,  
যখন ছিলাম বসি ;  
(আমি) সহসা দেখিছু, হাসিতে হাসিতে,  
ভূতলে নামিল শশী।

৬

সখিরে, কি কব রূপের কথা ;  
সে মুখ স্মরিতে, ঝড়ে হনয়ন,  
মরমে উপজে বাধা।

(হার) কিবা অনুপম, সে শ্যাম মুরতি,  
বদনে প্রীতির ভার ;

(সই) চাহিতে চাহিতে, দেখিতে দেখিতে,  
হরে নিল মন আমার।

৭

সখিরে কিবা সে মধুর ভাষা ;

শুনিতো শুনিতো বাঁড়িল পিরাস,  
না পুরিল মন আশা।

(জিনি) বংশীর সুরব, কোকিল কাকলি,  
কুহিল ককণ স্বরে ;  
“(বড়) ভাল বাসি আমি, তোমারে স্মরি,  
এসেছি, তোমার তরে।”

৮

সখিরে, আমি ছেন অভাগিনী ;  
“ভাল বাসি তোমারে” এমধুর কথা,  
জনমে নাহিক শুনি !

(হল) আলু থালু প্রাণ, হারায়ে  
হইলু পাগল পায়া ;  
(তখন) খসিল বসন, ঘন বহে স্বাস  
স্থির হনয়ন তারা !

৯

সখিরে, কি কব এ পোড়া মুখে,  
মনে হল সাধ, কণ্ঠহার করি  
পরি সে ঠতনে বৃকে।

(আমার) মনে হল সাধ, পড়িছু প্রহর,  
দুক দুক ছিয়া কাপে ;  
(তখন) চারিদিকে চাই, দেখে যদি কেহ,  
পুড়িব কলঙ্ক তাপে !

১০

সখিরে, বলিতে বিদরে ছিয়ে !  
নেহারিছু আমি, সেইরূপ রাশি,  
নয়নে নয়ন দিয়ে।

(তখন) সেই স্মৃতি, কোমল দুকর,  
কণ্ঠেতে করিল দান ;  
(আমি) সাপটিয়া নই, ধরিছু উরসে,  
পরশে অবশপ্রাণ।

\* স্থিতি করিয়া সর্করাক্রান্ত হইয়াছে।

১১

সখিরে, আচমিতে এ কি হল ;  
 অথরে চুখিতে, পূরিয়ার চাঁদ,  
 আকাশে মিশিরা গেল ।  
 (সখি) হইতাম যদি, বন বিহঙ্গিনী,  
 উড়িতাম তার তরে ;  
 (আমি) হইতাম সখী, বারেক নিরখি,  
 সেই পূর্ণ শশধরে ।

১২

সখিরে, আমি হেম অভাগিনী,  
 পাপ পরশ, সহেনা সে মেহে,  
 ছায় আগে নাহি জানি।  
 (সখি) পাই যদি পুনঃ সেই সুধাকরে,  
 দেখিয়া খুচাই ক্ষুধা ;  
 (আমি) দূর হতে মই, চকোরের মত,  
 পাই সে মুখের সখা !

১৩

সখিরে, পানরিয়া ভর লাজে ;  
 যোগিনী বোঝাইব সখি,  
 গহন কানন মাঝে ।  
 (সখি) কখন কান্দিব, কখন হাসিব,  
 কত পড়ি ধরাতলে ;  
 (আমি) নথরে কাটিয়া, সরোবর মই,  
 ভরিব নয়ন জলে ।

১৪

সখিরে, সেই সরোবর মাঝে ;  
 কুমুদিনী হয়ে, বেড়াব ভাসিয়ে,  
 দেখিতে সে বিজরাজে ?  
 (আমি) আকাশের পানে, থাকিব ভাসিয়া,  
 ঐরূপ করিব ধ্যান ;  
 (সখি) না পাইলে তারে, অগাধ সাগরে,  
 ডুবিয়া তাজিব প্রাণ ।

১৫

সখিরে, কি কাজ বিলম্ব করি ?  
 আর এক পথ, আছেরে আমার,  
 শোন তবে সহচরি ।  
 (সই) সাজাইয়া চিতা, জ্বলন্ত অনলে,  
 পাপ দেহ কর ছাই ;  
 যনের আগুন, মিশিবে আগুনে,  
 (আমার) বেঁচে থেকে কাজ নাই !

১৬

সখিরে, সেই মুখের অশ্রু পরে ;  
 অশোক বকুল, তরুলের তরু,  
 রোপিস্ স্তম্ব করে ।  
 (বখন) পথিক আসিয়ে পথশ্রান্ত হয়ে,  
 বসিবে সে তরুতলে ;  
 (ভখন) করিস “স্বপ্নের বিধবা,  
 পুড়িয়াছে চিতানলে।” (পথিক)

## জীবনপ্রভাত।

দশম পরিচ্ছেদ।

আশা।

“মুদ পোড়া আঁখি বসি রসালের তলে,  
জান্তিমদে মাতি ছাতি পাঁইব সবরে  
পাদপদ্ম। কাঁপে হিয়া হুক হুক করি  
শুনি যদি পদশব্দ”

মধুসূদন দত্ত।

যেদিন রঘুনাথ তোরণদ্বারে আসিয়াছি-  
লেন, যেদিন তাঁহার হৃদয় উন্মত্ত ও উৎকণ্ঠ  
হয়, সেইদিন প্রথমপ্রেমের আনন্দময়ী ল-  
হরীতে আর একটি বালিকা-হৃদয় ভাসিয়া  
গিয়াছিল। ছাদে সজ্জার সময় যখন নয়-  
যুর দৃষ্টি সহসা সেই তরুণ যোদ্ধার উপর  
পতিত হইল, বালিকার হৃদয় যেন সহসা  
অজ্ঞাতপূর্ব উত্তেজিত চমকিল ও স্তম্ভিত  
হইল। আবার চাহিলেন, আবার সেই  
উদার বদন মণ্ডল, সেই উন্মত্ত তরুণ যুদ্ধ-  
প্রসারী অবয়ব দেখিলেন, প্রথমপ্রেমের  
উত্তেজিত বালিকার হৃদয় উৎকণ্ঠ হ-  
ইতে লাগিল।

সেই উত্তেজিত-পরিপূর্ণ হৃদয়ে রঘুনাথকে  
ভোজন করাইতে বাইলেন, পাশে দণ্ডায়-  
মান হইয়া দেব-বিনিমিত অবয়বের  
চাহিয়া রহিলেন। সন্ধ্যায় সন্ধ্যায়

হইয়া একেবারে চকিতের ন্যায় চাহিয়া  
রহিলেন। আবশ্যিকমতে সম্মুখে আসি-  
লেন, প্রেমবিদগ্ধা বালিকা তখনও নয়ন  
ফিরাইতে পারিলেন না; যখন চারিচকুর  
ফিলন হইল, তখন লজ্জারূপ-বদন। দীরে  
দীরে সরিয়া আসিলেন।

সরিয়া আসিলেন, কিন্তু হৃদয়ে বৃত্তন এ-  
কটি ভাব উদয় হইল। রঘুনাথ তাঁহারদিকে  
সোথেগে দৃষ্টি করিলেন কেন? রঘুনাথ  
এরূপ বিচলিত-চিত্ত হইয়া ভোজন করি-  
তেছেন কেন? তাঁহার দীর্ঘনিশ্বাস কি  
জনা? হস্ত কাঁপিতেছে কি জনা? অগাধ-  
শ্বর! ঐ দেবপুত্র কি এই অত্যাশ্চর্য্যকে  
মনে স্থান দিয়াছেন?

পরদিন আবার সেই তরুণ যোদ্ধাকে  
দেখিলেন, আবার হৃদয়, মন, প্রাণ সেই  
দিকে দাবমান হইল। যখন বিদায় লইয়া  
যোদ্ধা অধারিত হইয়া চলিয়া গেলেন, নয়-  
যুর প্রাণটিও লইয়া লেগেন, কেবল দেহ-  
মাত্র প্রস্তর-প্রতিমূর্তির আকারেই মন্দিরে  
দণ্ডায়মান রহিল। যোদ্ধা যুদ্ধক্ষেত্রে প্র-  
স্থান করিলেন, পরবশে মন উচ্ছাভিলাষে  
যুদ্ধ-উদ্রেক হইতে লাগিল; রমণী  
একাধিকবার মন্দিরে দণ্ডায়মান হইয়া  
নিঃশব্দে রহিল।

হলেন, তাঁহার হৃদয় নিঃশব্দে  
থাকিয়াছিল।

বালিকা একথা মুখ ফুটিয়া বলিবে  
কিরূপে, এ মর্ষভেদী হৃৎ জ্ঞানাইকে কা-  
হার কাছে ?

অনেকক্ষণ পর্যন্ত বালিকা গর্ভাকপাথে  
দণ্ডারমান রহিলেন। অশ্ব ও অশ্বারোহী  
অনেকক্ষণ চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু বালিকা  
নিম্পন্দে সেইদিকে চাহিয়া রহিয়াছেন।  
দিবালােকে পর্কতমালা অনেকদূর প-  
র্যন্ত দেখা যাইতেছে, তাহার উপর, যত-  
দূর দেখা যায়, পর্কত-রক্ষ সমুদ্রের লহ-  
রীর মত বাহুতে হুলিতেছে। উপরে পর্কত-  
শৃঙ্গ হইতে স্থানে স্থানে জলপ্রপাত পতিত  
হইতেছে, সেই স্বচ্ছ জল নদীরূপে বহিয়া  
যাইতেছে। নীচে সুন্দর উপত্যাকার গ্রা-  
মের কুটার দেখা যাইতেছে, সুন্দর হরিদ্রণ  
ক্ষেত্র সমস্ত দেখা যাইতেছে, তাহার মধ্য  
দিয়া পর্কত-কস্তা তরঙ্গিনী ধীরে ধীরে ব-  
হিয়া যাইতেছে, ও মেঘ বিবর্জিত স্বর্ষ্য এই  
সুন্দর দৃশ্যের উপর দিয়া আপন আলোক-  
ছিন্নোপা আনন্দে গড়াইয়া দিতেছেন। কিন্তু  
সরযু এ সমস্ত দেখিতেছিলেন না, তাঁহার  
মন এ সমস্ত দৃশ্যে নাস্ত ছিল না। তিনি  
কেবল একমাত্র পর্কতপথের দিকে চা-  
হিয়াছিলেন, তাঁহার মন সেই দিকে প্র-  
ণবিত হইয়াছিল। চাহিয়া চাহিয়া বা-  
লিকা আর কিছু দেখিতে পারেন না;  
তাঁহার নয়ন পুনরাবৃত্তি করিতেছে, হইল,  
শীতল অবারিত ধারা বহিয়া গন্ত বন্ধ:-

স্থল সিল্প করিল। বালিকার হৃদয় বি-  
দীর্ণ হইতেছিল।

শূত্র-হৃদয়ে সরযুবালা সংসারকার্যে  
নিরোজিত হইলেন; স্নেহময়ী কস্তা পি-  
তার শ্রমায় ব্যাপ্ত হইলেন, তাঁহার  
হৃদয়ের চিন্তা অব্যক্ত ও অব্যক্ত, প্রফুল্ল  
মুখখানি কেবল ঈষৎ স্নান, ধীরে ধীরে  
পূর্বের ভায় কার্যে নিযুক্ত হইলেন। ঐ-  
র্ষাই রমণীর প্রধান গুণ, ঐর্ষাই রমণী বা-  
লাকাল অবধি অভ্যাস করেন। এই  
বিষয় সংসারের নানা শোক দুঃখে, পী-  
ড়ায়, বাতনায়, বিষম উদ্বেগে, সকল সম-  
য়েই নারী ঐর্ষ্যধারণ করিয়া সংসারকার্য  
নির্বাহ করেন। অসহ্য শোকবাতনা  
হৃদয়ে গোপন রাখিয়া হাস্যমুখী স্বামীর  
সেবা করেন, দুর্ভিক্ষের পীড়া তুচ্ছ করিয়া  
স্নেহময়ী সযত্নে সন্তানকে লালন পালন  
করেন। শুনিরাছি, পুরাকালে তাপসেরা  
ইন্দ্রিয়সুখ তুচ্ছ করিতেন, হেলায় সহস্র  
বাতনা সহ্য করিতেন। কিন্তু যখন আমি  
সংসারের দিকে দৃষ্টিপাত করি, প্রেমময়ী  
রমণীকে সহস্র বাতনা, সহস্র দুঃখ, সহস্র  
অপমান সহ্য করিয়াও স্বামীর দিকে এক-  
নিবিষ্টচিত্ত থাকিতে দেখি; যখন স্নেহ-  
ময়ী জননীকে পীড়া, দারিদ্র্য, সংসারের  
অপাংখ্য ও অসহ্য যন্ত্রণা হেলায় সহ্য ক-  
রিয়া পুত্র কস্তাদিগকে সযত্নে লালন পা-  
লন করিতে দেখি, তখন আমি ভাপস-  
দিগের কথা বিন্মুত হই, সংসারের মধ্যে  
কোনো তাপসীদিগের সচ্ছিত্তা দেখিরা

সম্মত হইল। সরস্বতী রমণী, সুতরাং  
বালাকাল হইতে সহগুণ অভ্যাস করিয়া-  
ছিলেন; নিঃশব্দে পিতার শুশ্রূষা করিতে  
লাগিলেন, সংসারের কার্য্য নিরীহ ক-  
রিতে লাগিলেন, ক্রমের উদ্বোধন নিঃশব্দে  
করয়ে ধারণ করিতে লাগিলেন।

সায়ংকালে পিতার ভোজনের সময়  
নিকটে বসিলেন; স্বহস্তে পিতার শয্যা  
সজ্জা করিয়া দিলেন, পরে দীপ্ত দীপ্ত  
আপন শয়নাগারে যাইলেন, অথবা সেই  
শিশুর রজনীতে পুনরায় দীপ্ত দীপ্ত সেই  
গবাক্ষ পাশে যাইয়া নিঃশব্দে উপবেশন  
করিয়া রহিলেন।

পুনরায় প্রভাত হইল, পুনরায় দিন  
তে সজ্জা হইল, সপ্তাহ অতীত হইল,  
মাসকাল অতিবাহিত হইল, সে তখন-  
যোদ্ধা আর আসিলেন না, তাঁহার কোন  
সংবাদও আসিল না। সরস্বতী সেই  
পার্বত্যপথ চাহিয়া রহিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

চিত্র।

“এস তুমি, এস মাথ, রণ পরিহারি,  
ফেলি দূরে বর্ষা, চর্য, অসি, ভুগ, ধনু,  
তাজি রথ, পদব্রজে এস মোর পাশে।”

মধুসূদন দত্ত।

জনানন্দ স্বভাবতই সরলস্বভাব লোক  
ছিলেন, সমস্ত দিন শাস্ত্রাভ্যাসের বাদে  
পুত্রের রত থাকিতেন, প্রভাতে ও সায়ং-

কালে কিস্তাদারের নিকট সাক্ষাৎ ক-  
রিতে যাইতেন, কদাচ বাণীতে থাকি-  
তেন। তিনি একমাত্র কস্তাকে অতিশয়  
ভাল বাসিতেন, ভোজনের সময় কন্যাকে  
নিকটে না দেখিলে তাঁহার আহার হইত  
না, রজনীতে কখন কখন শাশুরের গল্প  
বলিতেন, সরস্বতী বসিয়া শুনিতেন। এত-  
দ্বিগ্ন প্রায়ই আপন কার্য্যে রত থাকিতেন;  
কস্তাও পূর্ব্ববৎ পিতার সেবা করিতেন,  
গৃহকার্য্য সম্পাদন করিতেন, তাঁহার ক্র-  
মের চিন্তা ও কখন কখন ঈশ্বর মান মুখ-  
খানি জনানন্দ লক্ষ্য করেন নাই।

বালিকার ক্রমে সহসা যে ভাবগুলি  
উদয় হয়, তাহা অধিক দিন স্থায়ী হয় না;  
একদিন সজ্জাকালে ও একদিন প্রাতে  
সরস্বতী ক্রমে সহসা যে ভাবের উদ্রেক  
হইল, তাহা এক সপ্তাহে বা এক মাসের  
মধ্যেই বিলুপ্ত হওয়াই সম্ভব। যদি সর-  
স্বতী মাতা থাকিত, বা ছোট ছোট ভগ্নী  
বা খেলিবার সঙ্গিনী থাকিত, বা জাতি  
কুটুম্ব অনেক থাকিত, তবে সেই মাতাকে  
দেখিয়া বা খেলায় রত হইয়া সেই নব-  
ভাব বিস্মরণ করিতে পারিতেন। কিন্তু  
সরস্বতী জন্মাবধি একাকিনী, পিতা ভিন্ন  
তিনি আপনার লোক কাহাকেও কখন  
দেখেন নাই, কাহাকেও জ্ঞানিতেন না,  
সুতরাং বালাকাল অবধিই দীর্ঘ, শান্ত, চি-  
ন্তাশীল। অথবাবোধে যেরূপ দে-  
খিয়া সহসা সরস্বতী ক্রমে আলোড়িত হ-  
ইল, মন ভিত্ত হইল, মনোবল স্থখের ই-

জ্যাস হইল, সরস এখন সেই চিন্তায় মগ্ন হইলেন; দিনে, সায়ংকালে, প্রভাতে, সেই চিন্তা করিতেন, সূতরাং সে যুক্তি বিলুপ্ত না হইয়া ক্রমেই হৃদয়ে গভীরীকৃত হইতে লাগিল।

সে চিন্তা কি? সরসু সেই তুচ্ছ সেনাপতির চিন্তা করিতেন। তিনি এত দিনে যুদ্ধের উল্লাসে মগ্ন হইয়াছেন, দুর্গ হস্তগত করিতেছেন, শত্রু ধ্বংস করিতেছেন, বিক্রম ও বাহুবলে বীরনাম ক্রয় করিতেছেন, এখন কি আর এ অভাগিনীকে স্মরণ আছে? চিরকাল আমাকে স্মরণ রাখিবেন, বলিয়াছিলেন যে কথা কি এখন যেন আছে? পুরুষের মন! নানা কার্য, নানা চিন্তা, নানা শোক, নানা উল্লাসে সর্বদাই পরিপূর্ণ থাকে। জীবন আশাপূর্ণ, অদ্য এই কার্য সাধন করিব, কলা অপরাধ কার্য দিচ্ছ করিব, এইরূপ নানা আশায় অতিবাহিত হয়। আশা ফলবতী হউক আর নাই হউক, মন সর্বদা উল্লাসপূর্ণ থাকে। যুদ্ধক্ষেত্রে, শোকগৃহে বা নাট্যশালায়, নানা কার্যে নানা চিন্তায় হৃদয় পূর্ণ থাকে। কিন্তু অভাগিনী নারীর কি আছে? প্রেম আমাদের জীবন, প্রেম আমাদের জগৎ; জীবিতেশ্বর! সেটিতে যেন নৈরাশ করিও না। ধীরে ধীরে এক বিলুপ্ত জল সরসুর গওস্থল বহিয়া পড়িল।

আবার চিন্তা আসিত;—তুচ্ছ যোদ্ধা কি এখনও এ অভাগিনীর কথা ভাবেন?

একালে এ বয়সে কি তাঁহার মন আছে? হায়! নব নব আনন্দে আমার কথা অনেক দিন বিস্মৃত হইয়াছেন! তাঁহার রমণীর অভাব কি? সূতের অভাব কি? নবীন যোদ্ধা এতদিনে অভাগিনীকে বিস্মৃত হইয়াছেন! হায়! নদীর উর্ধ্ব পার্শ্ব পুষ্পটীকে লইয়া ক্ষণকাল খেলা করে, পুষ্প আনন্দে নাচিয়া উঠে, তাহার পর উর্ধ্ব কোথায় চলিয়া যায়, পুষ্পটি শুকাইয়া যায়, কিন্তু জল আর ফেরে না। আমাদের হৃদয়, আমাদের জীবন, পুরুষের খেলার জব্য। মুহূর্ত্তে তাহাদের খেলা সাদ হয়, পরে রমণীর সমস্ত জীবন খেদ ও হুঃখপূর্ণ। নীরবে সরসু আর একবিন্দু জল মোচন করিলেন।

নিশীথে যখন সেই উন্নত দুর্গ ও চারিদিকে পর্বতমালা চন্দ্রের স্নানাকরণে নিস্তন্ধে শ্রুত হইত, তখন নীল আকাশ ও শুভ্র চন্দ্রেরদিকে চাহিতে চাহিতে বালিকার হৃদয়ে কত ভাব উদয় হইত, কে বলিবে? বোধ হইত যেন, সেই পর্বত-পথ দিয়া একজন নবীন অশ্বারোহী আসিতেছেন, অশ্ব ধ্বংসবর্ণ, অশ্বারোহীর সৌরভ গুচ্ছ গুচ্ছ কেশ ললাট ও নয়ন ভ্রূষং আরত করিয়াছে। যেন দুর্গে আসিয়া অশ্বারোহী অবতরণ করিতেন, যেন তাঁহার মস্তকে সূর্য্য-খচিত শিখর, বলিষ্ঠ সূর্য্যগোল বাহুতে সূর্য্যের চক্ৰ, কিন্তু হস্তে সেই দীর্ঘ ধর্ম্মা! যেন যোদ্ধা আবার আহার করিতে বসিলেন, সরসু তাঁহাকে ভো-

করাইতেছে। অথবা রজনীতে সেই  
ছাদে সরযু সেই যোদ্ধার হস্ত ধারণ ক-  
রিয়। একবার মনের কথা খুলিয়া বলিতে-  
ছেন, হৃদয় ভরিয়া একবার কাঁদিতেছেন।  
যোদ্ধার প্রাণান্ত শীতল বক্ষে সরযু মুখ  
খানি লুকাইয়া একবার প্রাণভরে কাঁ-  
দিতেন। উঃ! সে দিন কি কখন আ-  
সিবে? সে আনন্দময় প্রতিমাকে কি স-  
রযু আর দেখিতে পাইবে?

চিন্তার শেষ নাই, অগাধ সমুদ্রের  
বিশ্রালের ন্যায় একটির পর আর একটি  
আসিবে, তাহার পর আর একটি। সরযু  
আবার ভাবিলেন যেন যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে,  
তদ্রূপ সেনাপতি বহু খ্যাতি লাভ করিয়া-  
ছেন, বড় উপাধি পাইয়াছেন, কিন্তু সর-  
যুকে ভুলেন নাই। যেন পিতা তাঁহার স-  
মিতি সরযুকে বিবাহ দিতে সম্মত হইলেন,  
যে ঘর লোকে পরিপূর্ণ, চারিদিকে দী-  
পাখ্যাক জ্বলিতেছে, বাজ বাজিতেছে,  
শীত হইতেছে, আর কত কি হইতেছে স-  
রযু জানেন না, ভাল দেখিতে পাইতেছে  
না। যেন সরযু কল্পিত-কলমেই সেই  
সেই প্রতিমূর্ত্তির নিকট বসিলেন, যেন সু-  
বন্ধের হস্তে আপন সেনাক্র কল্পিতহস্তটি  
রাখিলেন, যেন রজনীতে সেই জীবিতেশ-  
্বরকে পাইলেন। উঃ! আনন্দে বাসিকা-স্ব-  
দয় স্পীত হইতেছে, তিনি আনন্দাশ্রু সঞ্-  
চয় না করিয়াই সরযু সেই বীরের শীতল  
হৃদয়ে মস্তক স্থাপন করিয়া মুহূর্ত্ত ক্রন্দন  
করিতেছেন। সরযু! পাগলিনী হইও না।

আবার চিন্তা আসিল। রঘুনাথ খা-  
তিপন্ন করেন নাই, রঘুনাথ উপাধি প্রাপ্ত  
হয়েন নাই, রঘুনাথ দরিদ্র, কিন্তু সরযু  
সেই পরম ধনকে পাইয়াছেন। পরভের  
নীচে ঐ যে শুল্কর উপত্যকা দেখা যাই-  
তেছে, যেখানে শান্তবাহিনী ধীরে চন্দ্রা-  
লোকে ধীরে ধীরে বহিয়া যাইতেছে, যে-  
খানে হরিবর্গ শুল্কর বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র চন্দ্রা-  
লোকে গুলু রহিয়াছে, ঐ রমণীয় স্থানে  
অনেকগুলি কুটারের মধ্যে যেন একটি  
কুত্র কুটার সরযুর! যেন দিব্যবসনে সরযু  
স্বহস্তে রক্তনকার্য সমাপন করিয়াছেন,  
যেন যত্নপূর্বক জীবিতনাথের জন্য অন্ন  
প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন, কুটার সমুখে  
শুল্কর দ্রব্যা উপর বসিয়া রহিয়াছেন,  
পার্শ্বে শিশুসন্তান ক্রীড়া করিতেছে। যেন  
সরযু দূর ক্ষেত্রের দিকে চাহিতেছেন,  
যেন সেই দিক হইতে সমস্ত দিনের পরি-  
শ্রমের পর একজন দীর্ঘকায় পুরুষ কুটা-  
রাভিমুখে আসিতেছেন। সরযুর হৃদয়  
হতাশ হইল, শিশুসন্তানকে কোঁড়ে  
করিয়া দিয়া দূর হইলেন, যেন সেই পুরু-  
ষশ্রেষ্ঠ আসিয়া প্রথমে শিশুকে, পরে শি-  
শুর মাতাকে প্রণাম আলিঙ্গন করিয়া  
চুম্বন করিলেন। উঃ! সরযুর মস্তক  
ধূরিতে লাগিল, সরযু ধন মান চাহে না,  
সুখের রোপা চাহে না, খ্যাতি পদ চাহে  
না; ভগবৎ! সরযুকে সেই কুত্র কুটার,  
সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ দাও।

গভীর নিশীথে আনন্দ হইয়া সরযু



সেই ভাবে যত্ন হইয়া পড়িলেন। অনেক-  
কাল কিংবা মাইলেন ; জীর্ণ পত্র দেখি-  
লেন। দেখিলেন তরানক সুন্দরিত, স-  
কল মোঘল সহস্র মহারাজীরে হ্রিস ম-  
স্তক বা হ্রিস বাহু পতিত রহিয়াছে, কেবল  
রক্তে আৱত রহিয়াছে, তাহার মধ্যে সেই  
নবীনযোদ্ধা পড়িয়া রহিয়াছেন। যোদ্ধার  
বক্ষঃস্থল হইতে রক্তক্ষোভে বহির্গত রক্ত-  
তেছে ও উজ্জলতাপূর্ণ। নয়নদ্বয় সরসুর  
দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। সরসু শিহরিয়া  
চীৎকার শব্দে জাগরিত হইলেন, দেখি-  
লেন স্বর্গা উদয় হইয়াছে, তাহার সমস্ত  
শরীর বর্ণাক্ষ, ও এখনও কাঁপিতেছে,  
তাঁহার দীর্ঘ কেশপাশ, বাহু স্কন্ধ ও বক্ষঃ-  
স্থলের উপর আলুলারিতরূপে রহিয়াছে।

এইরূপে এক মাস, দুইমাস তিন মাস  
অতিবাহিত হইল, কিন্তু সে নবীনযোদ্ধা  
আর আসিলেন না। গ্রীষ্মের পর বর্ষা  
আসিল, তাহার পর শ্রবণ শরৎকাল  
শুভ্রশস্য ও তারাবলীকে সঙ্গে লইয়া  
যেন জগৎকে স্বধাপূর্ণ ও শান্ত ক-  
রিল, কিন্তু সরসুর তপ্ত-হৃদয় শান্ত হইল  
না। শীত আসিল, চলিয়া গেল, আ-  
বার মধুময় বসন্তকাল আসিল, পুষ্পগুলি  
দেখা দিল, বৃক্ষে বৃক্ষে পত্র মঞ্জরিত হইল  
কিন্তু পূর্ববসন্তে সরসু যে মধুময়ী মুক্তি  
দেখিয়াছিলেন, মধুকালের সহিত তিনি  
আর কিরিয়া আসিলেন না।

বৎসরকাল অতীত হইল, সরসু সেই  
পার্বত্য-পথের দিকে চাহিয়া রহিলেন,

কিন্তু সে পথে সে নবীনযোদ্ধা আর দেখা  
দিলেন না।

## দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

মৈত্রাশ।

“বিষাদে নিখাস ছাড়ি পড়ি ভূমিতলে  
হারাই সতত জ্ঞান ; চেতন পাইয়া  
মিলি যবে আঁধি, দেখি তোমার সম্মুখে।”  
মধুসূদন দত্ত।

করেক মাসের চিন্তার অবশেষে সর-  
সুর শরীর অবসর হইয়া আসিল, মুখ ত্রাণ  
হইল, নয়নদুটী কেবল কালিমাবেষ্টিত হইল।  
যে লাভণ্য দেখিয়া ভ্রূর্গের সকলেই গিম্বিত  
হইতেন, সে অপূর্ণ প্রফুল্ল লাভণ্য আর  
নাই; শরীর শীর্ণ, ওষ্ঠদুটি শুষ্ক, নয়নের প্র-  
ফুল্ল জ্যোতিঃ হ্রাস পাইয়াছে। শরীরে যত্ন  
নাই, মনেও প্রফুল্লতা নাই। জনার্দন  
সময়ে সময়ে সম্বোধে জিজ্ঞাসা করিতেন  
“সরসু! তোমার শরীর কাহিল হইতেছে  
কেন?” অথবা “সরসু! তোমার খাওয়া  
দাওয়ার কচি নাই কেন?” কিন্তু সরসু  
উত্তর দিতেন না, পিতা কিছু না জানিতে  
পারেন, এই জন্য স্বেচ্ছাস্থ্য করিয়া অন্য  
কথা আনিতে, স্মরণীয় সুরল-স্বভাব জ-  
নার্দন কিছুই জানিতে পারিলেন না।

কিন্তু অগ্নি বজ্রাৱত হইলে সেই ব-  
হুকে দাই করে, রক্তস্রোতপিত চিন্তা  
সরসুর হৃদয় তুরে তুরে বহু কঠিতে লা-  
গিল। শরীর আরও অবসর হইতে লা-

গিল, বদন-মণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিল, চকুহর কোটর-এবিক্ত হইল, বালিকার শরীর আর সঙ্কট করিতে পারিল না, সরস সঙ্কটজনক পীড়াক্রান্ত হইলেন। ভীষণ জ্বরে শরীর দগ্ধ করিতে লাগিল, বালিকা জ্বালায় অস্থির হইয়া “জল” “জল” করিতে লাগিল, অথবা সময়ে সময়ে অজ্ঞান হইয়া নানারূপ কথা কহিতে লাগিল।

জনার্দন যৎপরোনাস্তি ভীত হইলেন, কিন্তু কারণ জানিতেন না। পারীক্ষিক পীড়ামাত্র বিবেচনা করিয়া এসিদ্ধ চিকিৎসকদিগকে আনয়ন করিয়া কন্যার চিকিৎসা করাইলেন।

বালিকার অঙ্গভঙ্গি দেখিয়া চিকিৎসকেরাও ভীত হইল। বালিকার শরীর কখন কখন স্বর্গে আশ্রিত হইত, কখন বা শীতে কণ্টকিত হইয়া উঠিত। সর্বদাই অজ্ঞান অবস্থার থাকিত, নানারূপ কথা উচ্চারণ করিত, কিন্তু তাহা এরূপ ভীত ও অস্পষ্ট যে কিছুই বুঝা যাইত না।

হৃদয় রক্তশূন্য অঙ্গুলীগুলি সর্বদাই নড়িত, কখন কখন বালিকা বাহু প্রসারণ করিত, সময়ে সময়ে শিহরিয়া উঠিত, সময়ে সময়ে চীৎকার শব্দ করিয়া উঠিত।

উঃ! সেই রোগীর মনে কত সময়ে কত রূপ চিন্তার উদ্রেক হইত, তাহার স্বপ্নে কত রূপ আকৃতির আবির্ভাব হইত, তাহাকে বলিবে?

কখন সম্মুখে বিভীর্ণ মকভূমি দেখিত,

বালুকামাশি হু হু করিতেছে, ঘূর্ণের প্রথর ভাণে সে বালুকা উত্তপ্ত হইয়াছে, সেই মকভূমিতে সেই ঘোরে বালিকা একাকী যখন করিতেছে। উঃ! তৃষ্ণার বুক ফাটিয়া যািতেছে; জল! জল! এক বিম্বু জল দিয়া প্রাণ রক্ষা কর, যাত্রচর্য দগ্ধ হইতেছে, জল! জল! জল! সে মকভূমিতে হৃদয় নাই, প্রাণ নাই, কেবল তপ্ত বালুক, সরসুর পদ দগ্ধ হইতেছে। আকাশে মেঘ নাই, অথবা যাহা আছে তাহাতে উত্তাপ অধিকতর বৃদ্ধি করিতেছে। সন্ধ্যাকে কে জল দিবে? সহসা অট্টহাস্য শুনা যাইল, সন্ধ্যা সেই আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, রত্ননাথ তাঁহার কষ্ট দেখিয়া বিজ্ঞপ করিয়া হাসিতেছেন; বালিকা ক্রোধে ওষেদে ভর্জন করিয়া উঠিল। মূগুরোগী চীৎকার করিয়া উঠিল, চিকিৎসকগণ ভীত হইল।

আবার স্বপ্ন দেখিল। নিবিড় বন, অন্ধকার, জনশূন্য। সেই বনের বধ্য দিয়া সরসু বেগে গলাইতেছে, একটা ব্যাজ তাঁহার পশ্চাত্তাপমান হইতেছে। চীৎকারশব্দ করিয়া সরসু গলাইতেছে, তাঁহার শব্দে বন প্রতিধ্বনিত হইতেছে, বনের কটকে শরীর ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে, পদযুগল ক্ষত বিক্ষত হইতেছে, কিন্তু ভয়ে দাঁড়াইতে পারে না। উঃ! শরীর জ্বলিতেছে, পা জ্বলিতেছে, এ জ্বালা কিছুতে নিবারণ হয় না? সহসা সম্মুখে কি দেখিল? দেখিল সেই পুঙ্খবজ্রের সম্মুখে দ-

রোগময় হইয়াছেন, ভীত সরসুকে বাব-  
হস্তে রক্ষা করিলেন, দক্ষিণহস্ত চালনার  
ধরনদ্বারা ব্যাভিক্রে ধরাধারী করিলেন।  
উঃ! সরসুর প্রাণ শীতল হইল; জ্ঞান  
রোগীর অগ্রিবতঃ নিবারণ হইল; রোগী  
গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইল। চিকিৎ-  
সকগণ এই মূলক্ষণ দেখিয়া সে দিন  
চলিয়া গেলেন।

এইরূপে প্রায় একমাস পর্যন্ত সরসু  
রোগগ্রস্ত ও অজ্ঞান হইয়া রহিল। সময়ে  
সময়ে রোগের এরূপ তীব্রতা হইত যে  
চিকিৎসকেরাও জীবনআশা ত্যাগ ক-  
রিতেন। জ্ঞানার্জন ত্রীর মৃত্যু অবধি এক-  
রূপ উদাসীন হইয়াছিলেন, শাস্ত্রানুশী-  
লনে ও পূজাকার্য্যেই রত থাকিতেন, এক  
দিনের জন্তও শাস্ত্রপাঠে নিরত থাকিতেন  
না। কিন্তু অল্প সংসারের মায়া কাহাকে  
বলে বুঝিলেন; রক্ত নিরানন্দ সেই শ-  
য্যার নিকট বসিয়া থাকিতেন, স্নেহময়ী  
কস্তুরী জন্ত হৃদয় শোকে উৎপলিতে লা-  
গিল, সেই কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া  
থাকিতেন, নিশীথে অনিদ্র হইয়া তাহার  
শুভ্রা করিতেন। অনেক দিনে, অনেক  
বয়ে, ক্রমে ঐশ্বৰ্য্য সেবনে রোগের উপ-  
শম হইতে লাগিল; অনেক দিন পরে স-  
রসু শয্যা হইতে উঠিলেন, অন্ন আহার ক-  
রিলেন, এ দিক ওদিক পদচারণ করিতে  
সমর্থ হইলেন, কিন্তু তখন বদন-মণ্ডল এ-  
কেবারে পাপুর্ণ, শরীরে যেন রক্ত বাহস  
কিছুই নাই।

রজনী একপ্রহর হইয়াছে, কীণ দু-  
র্ব্বল সরসু ছাদে উপবেশন করিয়া শ্রীম-  
কালের মন্দ মন্দ নৈশ বায়ু সেবন করি-  
তেছেন। তিনি এখনও অভিযন্ত্র কীণ, শ-  
রীরের জ্বালা এখন গুণ্ণপূর্ণরূপে যার নাই, এই  
জনাই বায়ু সেবন করিতে ভাল বাসিতেন।

ধীরে ধীরে গত গ্রীষ্মের কথা মনে  
আসিতে লাগিল, যে সুবক তাঁহাকে রূপা  
আশা দিয়া গিয়াছিলেন তাঁহারই কথা  
মনে আসিতেছিল। চিন্তার তীব্রতা এ-  
খন নাই, কেননা শরীর অতি দুর্ব্বল, চি-  
ন্তাশক্তিও দুর্ব্বল। যেমন মন্দ মন্দ গতিতে  
সরসু পদচারণ করিতে পারিতেন, তাঁহার  
চিন্তাশক্তিও সেইরূপ ধীরে ধীরে পূর্ব্ব  
বৎসরের কথা আগরিয়া করিতেছিল।

নিশির মন্দ মন্দ বায়ুতে যেন ধীরে  
ধীরে পূর্ব্বস্মৃতি আনিতে লাগিলেন;  
গলদেশে সেই কণ্ঠমালা হুলিতেছিল,  
সেইটীর দিকে দেখিতে লাগিলেন। দে-  
খিতে দেখিতে একবিন্দু জল শুষ্ক গণ্ডস্থল  
দিয়া গড়াইয়া পড়িল; তাবিলেন “যদিও  
তিনি আমাকে বিস্মৃত হইয়াছেন, আমি  
কি তাঁহাকে ভুলিতে পারি? ষতদিন  
জীবিত থাকিব, এই কণ্ঠমালা সযত্নে হৃদয়ে  
ধারণ করিব।” আর এক বিন্দু জল গা-  
ড়াইয়া পড়িল, কণ্ঠমালা দিবার সময় যে  
মিষ্ট কথাগুলি রচুনাথ বলিয়াছিলেন  
তাঁহা স্মরণ হইল; রচুনাথের মুখখানি  
মনে পড়িল; বোধ হইল যেন রচুনাথ সেই  
মিষ্টম্বরে আবার ডাকিলেন “সরসু!”

সরসু শিহরিয়া উঠিলেন, পরে খেদে অঙ্গাঙ্গিয়া ভাবিলেন “হায়! আমি জানি হারাইলাম না কি? সকল সময়ে তাহাকে দেখিতে পাই, এখনই বোধ হইল যেন তিনি সেই মিস্ত্রীর আমার নাম ধরিয়া ডাকিলেন। ভগবন্! এ-বি-ভ্রম্বনা কেন।”

আবার সেই কৌকিল-বিনিমিত্ত শব্দ শ্রুতিতে পাইলেন—“সরসু!” সরসু চমকিত হইয়া পশ্চাৎদিকে চাহিলেন, দেখিলেন—রঘুনাথ!

### ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

মিলন।

“দেখিব প্রেমেরস্বপ্ন জাগি হে ব্রজনে!”  
মধুসূদন দত্ত।

দেখিতে দেখিতে রঘুনাথ নিকটে আসিলেন, সহসা নত হইয়া সরসুর পদ-যুগল ধরিয়া বলিলেন “সরসু! আমাকে ক্ষমা কর, আমার মত পাণ্ডকী এ জগতে নাই, কিন্তু তুমি আমাকে মার্জনা কর।” রঘুনাথের চকুজলে সেই পদযুগল সিক্ত হইল।

আনন্দে, বিস্ময়ে, লজ্জায় সরসু বাক-শূন্য হইলেন, রঘুনাথকে হাত ধরিয়া উঠাইলেন। আর কি করিলেন, তিনি জানেন না; আনন্দে তাহার শরীর বায়ুত-ড়িত পত্রের মত কাঁপিতে ছিল। বাহার প্রেমের মুখখানি এক সংসার অরবি চিত্ত।

করিতেছিলেন, উপর হৃদয়, মন, প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন, জয়দীঘর। সরসু কি সেই হারাদান করিয়া পাইলেন? রঘুনাথ পুনরায় কল্মিতভাবে বলিলেন “সরসু! তুমি আমার চিত্তা করিয়াছিলে, তুমি পীড়িত হইয়াছিলে, সেই পীড়ায় তুমি আমার নাম করিয়াছিলে;—আর আমি,—আমি কোথায় ছিলাম? সরসু এ পাণ্ডিত্যকে কি তুমি মার্জনা করিতে পার?” সরসু চাহিয়া দেখিলেন—চন্দ্রালোকে দেখিলেন, সেই রুক্মকেশ-শোভিত, উদার দেবনির্মিত মুখখানি সিক্ত, —সেই ভ্রমরনির্মিত নয়ন হইতে অশ্রু বহিয়া পড়িতেছে! সরসুর নয়নও শুষ্ক রহিল না।

রঘুনাথ আবার বলিলেন “ওঃ! ঐ পাণ্ডু-বদন দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে; আমি তোমাকে কত শোক দিয়াছি; তুমি আমাকে কি মনে করিয়াছিলে?” পরে ধীরে ধীরে আপন বক্ষের উপর সরসুর হস্ত স্থাপন করিয়া বলিলেন, “কিন্তু সরসু! যদি তুমি এই হৃদয়ের তাব জানিতে, দিবাতাগে, রিশীথে, পি-বিরে, ক্ষেত্রে, যুদ্ধক্ষেত্রে ঐ দেবী-বিনির্মিত মূর্তি কত ভাবিয়াছি যদি জানিতো, কত বোধ হয় তোমাকে যে দারুণ কষ্ট দিয়াছি তাহাও মার্জনা করিতে। জয়দীঘর। আমি কি জানিতাম যে সরসুবালা এ-ক-ভাগীর জন্য চিত্তা করত, এ-ক-সংসারকে মনে রাখিয়া?”

পরস্পর পরস্পরের দিকে চাহিলেন, চারি চক্ষুই জলে ভুলে ফেলিতেছে, উভয়ের হৃদয় শব্দিত হইতেছে, সরসুর দুইটী হাত রঘুনাথের হস্তে ধারণ করিয়াছেন, উভয়ের হৃদয় পরিপূর্ণ, মুখে আর বাক্য নাই; মন, প্রাণ, হৃদয়ের বেগবতী চিন্তা যেন সেই সজল নয়নে প্রকাশ পাইতেছে।

চন্দ্র ! রঘুনাথ ও সরসুর উপর সুধাবর্ষণ কর, তুমি মিশ্রিত জাগরণ করিয়া সকল দেখিতে পাও, কিন্তু জগতে এরূপ দৃশ্য আর দেখ নাই। তখন বয়সে যখন মন প্রথম প্রেমোত্তাপে উৎক্লিষ্ট হয়, যখন নবজাত সূর্য্যারশ্মির ন্যায় নবজাত প্রেমের আনন্দ-হিম্মাল মানসজগতে গড়াইতে থাকে, যখন বহুবিস্ময়ের পর পরস্পর পরস্পরের দিকে চাহিয়া চাহিয়া উন্মত্তপায় হয়, যখন পরস্পরের প্রেমে আনন্দিত হইয়া উভয়ে জগৎ বিস্মৃত হয়, স্থান কাল বিস্মৃত হয়, সোম গুণ বিস্মৃত হয়, নীচে পৃথিবী, উপরে আকাশ বিস্মৃত হয়, — কেবল সেই প্রণয়ন্থ ভিন্ন সমুদয় বিস্মৃত হয়, — তখন, তখনই যেন এ জগতে ইন্দ্র-পুত্রী অবতীর্ণ হয়।

চন্দ্র ! আরও সুধা বর্ষণ কর। বায়ু ! ধীরে ধীরে বহিয়া যাও, এরূপ সুখের স্থানে তুমি কখনও বহিয়া যাও নাই। সরসু অস্বস্তি কার্য্য করিতেছেন তাহা জানেন না, অজানত সরসুর হস্ত ধারণ করিয়া আছেন তাহা জানেন না; কেবল

যে মূর্ত্তি এক বৎসরকাল ধ্যান করিয়াছিলেন, সেই মূর্ত্তিকে সাক্ষাৎ দেখিতেছেন এইমাত্র জানেন, কেবল সেই মবীন মুখমণ্ডল, সেই চক্ষু, সেই কেশ, সেই ওষ্ঠ, দেখিতেছিলেন, এইমাত্র জানেন। আর রঘুনাথ ! একি ভ্রমোচ্চিত কার্য্য ? রঘুনাথের মা, রঘুনাথ উন্মত্ত !

এই চন্দ্রালোকে, নিশুর নিশাকালে রঘুনাথ সংক্ষেপে আপন বিবরণ সরসুকে জামাইলেন, সরসু পুলকিত শরীরে সেই মৃদু কথাগুলি শ্রুতিতে লাগিলেন। একবৎসরকাল অবধি রঘুনাথ নানাস্থানে, নামা যুদ্ধে ব্যাপ্ত ছিলেন, তোরণে আসিবার জন্য একদিনেরও অবকাশ পান নাই। একগণে শিবজী রায়গড়ে বাইয়া রাজা উপাধি লইয়াছেন, দেশশাসনপ্রণালীতে মনোনিবেশ করিয়াছেন, রঘুনাথ বিদায় পাইয়াছেন। রঘুনাথ দরিজ হাবেলদার মাত্র, তাঁহার নাম নাই, অর্থ নাই, পদ নাই, তিনি সরসুরূপকে কি রূপে পাইবেন ? জগদীশ্বর সহায় হউন, রঘুনাথ চেকীর ক্রটি করিবেন না, রঘুনাথ সেই রক্তী কুড়াইয়া বন্ধে ধারণ করিবেন, অথবা চেকীর অকিঞ্চিৎকর জীবন দান করিবেন। রঘুনাথ অদাই দুর্গে আসিয়াছেন, আসিয়াই সরসুর পীড়ার কথা শুনিয়াছিলেন, রাজিতে একবার সরসুকে গোপনে থাকিয়া দেখিবেন বলিয়া ধীরে ধীরে ছাদে আসিয়াছিলেন। কিন্তু সে পাণ্ডবদন দেখিয়া আত্মসম্বরণ করিতে পারেন নাই,

ধীরে ধীরে নাম উচ্চারণ করিয়াছিলেন, নিকটে আসিয়াছেন, তাহাতে যদি দোষ হইয়া থাকে, সরযু তাহা মার্জনা করিবেন। রঘুনাথ পুনরায় কলাই চলিয়া যাইবেন, কিন্তু দেহে যতদিন প্রাণ থাকিবে, সরযুর চিন্তা, সরযুর মুখখানি কখনও বিস্মৃত হইবেন না। সরযুকে এক একটা এই দরিদ্র সেনার জন্য চিন্তা করিতে

পুলকিত শরীরে সরযু মধুর কথাগুলি শুনিতেছিলেন, আচ্ছা! তাঁহার ভাপিত ক্ষয় শীতল হইল, দৃঢ় শরীর ছুড়াইল, কিন্তু রাত্রি অগ্নিক হইয়াছে, পিতা শয়ন করিয়াছেন, সরযু কি রঘুনাথের নিকট বসিয়া থাকা উচিত? এই কথা সহসা মনে জাগরিত হওয়ার সরযু উঠিলেন, ধীরে ধীরে রঘুনাথের হস্ত হইতে আপন হস্ত ছাড়াইয়া লইলেন, পরে বলিলেন—

‘রঘুনাথ!’ সেই মিষ্ট নামটি উচ্চারণ করিয়াই লজ্জায় অধোবদন হইলেন। রঘুনাথের ক্ষয় হৃত্য করিয়া উঠিল। বলিলেন “সরযু! সরযু! আর একবার ঐ মিষ্টনামে ঐ নামটি উচ্চারণ কর, এক বৎসরের চিন্তা অদ্য বিস্মৃত হইবে, এক বৎসরের কষ্ট অদ্য তুচ্ছজ্ঞান করিব।”

সরযু লজ্জা সংবরণ করিয়া বলিলেন “রঘুনাথ! জগদীশ্বর তোমাকে নিরাপদে রাখুন, তোমাকে জরী কখন! এ অভাগিনীর তাঁহা ভিন্ন অন্য প্রার্থনা নাই। তাহা ভিন্ন জীবনে অন্য চিন্তা নাই।” ধীরে ধীরে সরযু পরমার্গারে যাইলেন।

সে দিন রঘুনাথের তোরণ-দুর্গে গহিলেন, পরদিন প্রাতে কিশাদারের নিকট বিদায় লইয়া দুর্গ ত্যাগ করিলেন।

কতিপয় মাস অতিবাহিত হইল; সরযুর চিন্তা পূর্ববৎ বলবতী; কিন্তু পূর্ববৎ খেদযুক্ত নহে। তিনি আনন্দের, সুখের চিন্তাই করিতেন; যারাবিনী আশা কানে কানে বলিত “শীঘ্র মুক্ত শেষ হইবে, শীঘ্র রঘুনাথ জরী হইবেন, তখন তিনি এ অভাগিনীকে বিস্মৃত হইবেন না।” সরযুর শরীর ও পূর্ববৎ পুষ্টিতা ও লাভাধারণ করিল। দেখিয়া জনার্দন পুনরায় নিশ্চিন্ত হইলেন, পুনরায় শাস্ত্রাভীক্ষণে মন দিলেন।

কএক মাস পরে সংবাদ আসিল, যে সত্ৰাট অধরাধিপতি জয়সিংহকে শিবজীর সহিত যুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছেন। জনার্দন পূর্বপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে বড়ই উৎসুক হইলেন; কিশাদারের অনুমতি লইয়া তোরণদুর্গ হইতে যাত্রা করিলেন। জনার্দন সরল-ক্ষয় শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ, তাহাকে শত্রুশিবিরে যাইতে দিতে কিশাদার বা শিবজী কোন আপত্তি করিলেন না; বিশেষ ভদ্রাচরণবারা জয়সিংহের সহিত সন্ধিস্থাপন হয় শিবজীর এই ইচ্ছা ছিল, জয়সিংহের সহিত যুদ্ধে তিনি কদাপি সম্মত ছিলেন না।

সমস্ত স্থির হইল, জনার্দন পুনরায় হিত তোরণদুর্গ ত্যাগ করিলেন। সরযু দয় আনন্দে নাড়িয়া উঠিল। সরযুর চিন্তাখালিত হৃদয়

লাবণ্য সুতির বাহিরে হইল, সরসুর জন্ম-  
শয় ক্রকটক করিতেছে, সরসুর মুখে স-  
ন্দীপা ছাশি।

সরসুর আনন্দে পিতা আরও জান-

শিত হইলেন, উভয়ে নিরাপদে রাজ্য জ-  
য়সিংহের শিবিরে পৌঁছিলেন। পাঠক!  
আমরা ভোরগদর্গে থাকিয়া কি করিব,  
চল আমরাও সেই স্থানে বাই।

## নিশীথচিন্তা ।

বিরহ ।

প্রেমের পুষ্টি মিলনে, না বিরহে ?  
বীহাদিগের জন্ম আছে, এবং জন্মে  
প্রীতির পবিত্রপ্রতিমা অঙ্কিত আছে ;—  
বীহারী প্রেম আর বিরহকে ত্রজলীলার  
রূপা মনে না করিয়া, জন্মরহস্য ও অ-  
দ্বৈতত্বের নিগূঢ় কথা বলিয়া মনে ক-  
রেন, সেই সাধুজন্ম প্রেমিকেরা এই প্র-  
েমের উত্তর কখন। আমার চক্ষে প্রেমের  
মোহময় সম্মিলন যেমন সুখপ্রদ, বিরহের  
বিবাদময়বহিঃ তেমনই উপকারজনক।  
একটিতে প্রীতির আলস্য, আর একটিতে  
প্রীতির উদ্দীপনা। যে বিরহের যজ্ঞীয়  
অগ্নিতে দগ্ধ হয় নাই, সে প্রেমের আ-  
ভোগ ও আবেশ কাহাকে বলে, তাহা  
জানে না। যে সম্মিলনসুখের নিখিল  
অমৃতরাশিতে অবগাহন করে নাই,—জ-  
ন্মের জন্ম মিশাইয়া মানবজন্মস্থ তরল জ-  
ন্মের সেই গভীর সঙ্গীত অবগণ করে নাই,  
বিরহের বিরহজ্ঞান যে কি শিক্ষা, কি  
সম্পদ, তাহা ব্যাহত জ্যোৎস্না, কি মধু-  
ময় ক্রকটক, তাহাও সে জানিতে পার  
না। বিরহ বিরহ নিরবচ্ছিন্ন বিপদ আছে।

বিরহে প্রেমের পরিশুদ্ধি,—প্রীতির  
পবিত্রতা। যে প্রেম নিরাবিল ও নিখল  
নহে, তাহা প্রেমের বিড়ম্বনা মাত্র, তাহা  
মনুষ্য হইতে পরিভ্রষ্ট, অথবা মনুষ্য-  
ত্বের উচ্চতর আদর্শে বঞ্চিত, পশু-প্রকৃতি-  
সম্পন্ন উত্তর জন্মেরই ভোগে আনিতে  
পারে; প্রকৃত মনুষ্যের উপভোগ্য হয়  
না। সুতরাং প্রীতি বাহাতে সর্বতো-  
ভাবে আবিলতাপূর্ণ হয়, ইহাই প্রার্থ-  
নীয় ;—জন্ম বাহাতে প্রীতির নাম ল-  
ইয়া পক্ষে গিয়া ডুবিয়া না পড়ে, ইহাই  
বাঞ্ছনীয়। বিরহে সেই নিরাবিল মাধুর্য,  
সেই পঙ্ক-স্পর্শ-স্নান প্রেমের প্রথম স্নান।  
জন্ম, বিরহে দগ্ধ হইয়া, অগ্নিদগ্ধ কাঞ্চনের  
ন্যায়, হুতন কান্তি ধারণ করে,—এবং  
হুত্বের মুখরদাহনে পুড়িয়া পুড়িয়া প-  
বিত্রতার মোহনমূর্ত্তি সন্দর্শন করে। এই-  
রূপে ইচ্ছা লালসাপূর্ণ হয়, লালসা এক  
বারে বিনষ্ট না হইলেও প্রীতিতে পরিণতি  
পায়, এবং মনুষ্যের প্রাণ স্মৃতির উপাসনা  
করিতে প্রথম শিক্ষা পাইয়া দেবপ্রকৃতির  
সোপানপাশ্পারায় ধীরে ধীরে আরোহণ



করে। উৎকর্ষ শিক্ষাকে কোন প্রকারেই  
সামান্য শিক্ষা বলিতে সাহস পাই না।

শোক কি? না স্মৃতির উপাসনা।  
এবং স্মৃতির উপাসনাতেই মনুষ্যের গো-  
রব। যুহুর্কের জন্ত যে অনুরাগ, তাহা  
মানব জাতির অধস্তন জীবনসমূহেই শোভা  
পায়,—মনুষ্যে শোভা পায় না। মনুষ্যের  
অনুরাগ অনন্তকাল হইতে অনন্তকাল প-  
র্যন্ত প্রবাহিত হইতে না পারিলে পরিভূপ্ত  
হয় না,—সূর্য্য, চন্দ্র, ও নক্ষত্রনিচয়ের সৃষ্টি  
ও বিলয়কেও পরিচাস করিয়া একবারের  
কালের সঙ্গে সমান রেখায় বহিতে না  
পারিল, কৃতার্থ হয় না। এই নিমিত্তই  
মনুষ্যের জন্য মনুষ্যের শোক,—এবং এই  
নিমিত্তই শোকে মনুষ্যের এক অলৌকিক,  
অনির্বচনীয়, অকল্পিত সুখ। যাঁহারা  
শোকসম্পূর্ণ ব্যক্তিকে সংসারের রথায় কথা  
কহিয়া সাযুনা দিতে ইচ্ছা করে, আমার  
বিবেচনায় তাঁহারা হৃদয়-শূন্য। আর,—  
যাঁহারা বিবিধ নিষ্ঠুর নীতিসূত্র অথবা মম-  
তার অনিত্যতা প্রভৃতি বিবিধ অর্থশূন্য  
বাক্য শুনাইয়া শোকাবল হৃদয়ের মর্ম্মস্থান  
হইতে লোকান্তর-গত প্রিয়জনের প্রতি-  
মূর্ত্তিখানি পুছিয়া ফেলিতে যত্নশীল হয়,  
তাঁহারা মুঢ়। আমার নিকট শোকের  
প্রতিকৃতি, সাধনার প্রতিকৃতির ন্যায়, যার  
পর নাই সুন্দর ও পবিত্র,—এবং শোকা-  
কুলেঙ্গ দৃষ্টি সুধাবিণী। আমি আর্তনাদকে  
শোক বলি না, এবং প্রিয় বিচ্ছেদের প্রথম  
আঘাতে যে এক আচ্ছন্নতা জন্মে, তাঁহাকে

ও শোক বলিয়া ব্যাখ্যা করি না। পূর্বেই  
বলিয়াছি যে, শোকের ন্যায় স্মৃতির উপা-  
সনা, এবং যে প্রেরণ উপাসনার ভাবে  
শোকাবল, সে মার্ধক-জন্ম। মনুষ্য যখন  
শোকে এইরূপ শান্ত, স্মৃতির ও ধীরপ্র-  
কৃতি হয়, তখন তাঁহার জন্য দুঃখ না হ-  
ইয়া, প্রভূত তাঁহার প্রতি আমার ভক্তি  
জন্মে,—এবং মনুষ্যের স্নেহ ও মনুষ্যের  
মমতা যে নিত্যই একটি কথার কথা,  
খেলার সামগ্রী অথবা বায়ার ছলনা নহে,  
ইহা অনুভব করিয়া মনুষ্যজাতির প্রতি শ্র-  
দ্ধাতে হৃদয় তখন অবনত হইয়া পড়ে।  
যে সংসারে স্বার্থই একমাত্র উপাস্য দে-  
বতা, কতিলাত-গণনাই মনুষ্যের একমাত্র  
শিক্ষা, এবং ভোগের আবর্ত্তকেই মনুষ্যের  
বিলাসক্ষেত্র, যদি সেই সংসারেও শো-  
কের প্রকৃত সম্মান না হয়;—যে সংসারে  
প্রীতি প্রাতঃসূর্য্যের কিরণ-স্পর্শে বিক-  
শিত হইয়া সন্ধ্যাগমেই শুকাইয়া যায়, ম-  
নুষ্যের মমতা সৈকত-ভূমিতে জলরেখার  
ন্যায় দেখিতে দেখিতেই অদৃশ্য হয়, অমু-  
নাগের তরঙ্গ বসন্তকালীন প্রোতম্বিনীর  
লীলাতরঙ্গের ন্যায় এই থল থল হাসিতে  
থাকে, এই আবার ভাবিয়া পড়ে, এই  
পুনরায় লীলাজলে বিলীন হইয়া যায়,  
যদি সেই সংসারেও স্মৃতির উপাসনা ম-  
নুষ্যচিত্তে সমুচিত পূজা না পায়, তবে  
জানি না মনুষ্যের শেষ যদি কি।

বিরহও শোকের ন্যায় স্মৃতির উপা-  
সনা। স্মরণের বিরহও শোকের ন্যায়



স্বাধীন। বাহার হৃদয়ে শোকের দীপ-  
নিধি জ্বলিত থাকে, সেই  
শোক-সমুদ্র ব্যক্তির পরিগ্রহমুখ্যতঃ  
যে গাভীর বিরহসমুদ্র প্রেমিক ব্যক্তির  
পরিগ্রহ-মুখ-মাদুরীতেও সেই গাভীর।  
শোক সুদীর্ঘবিরহ;—বিরহ শোকের সা-  
ময়িক ভোগ। শোকে যে শিক্ষা, বিরহেও  
সেই শিক্ষা;—শোকে যে শুদ্ধি, বিরহেও  
সেই পরিশুদ্ধি। প্রভেদ এইমাত্র, শোক  
অনেক দুর্ভাগ্য মনুষ্যের নিকটই আশা-পূনা  
অন্ধকার। বিরহের অন্ধকার আশাপ্রদ।

অপিচ, বিরহে প্রেমের পরীক্ষা। দৃষ্টি  
যখন মুখেরা নর-সখীর ন্যায় হৃদয়ের কথা  
হৃদয়ের নিকট কহিয়া দেয়, রজ্জুর ন্যায়  
বন্ধনীর কার্য করিয়া হৃদয়ের সহিত হৃদ-  
য়ে প্রেম কয়িতে যত্নশীল রহে,—জি-  
হ্বায় বাহ্য প্রকাশ পায়না, অন্তরের অন্ত-  
রতমস্থাননিহিত সেই নিম্নুত কাহিনী প্র-  
কাশ করিয়া প্রিয়জনের চিত্তবিনোদন করে,  
নিভাস্ত অসারচিত্ত ক্ষীণপ্রাণ মনুষ্যও তখন  
প্রীতির হিমোলে ক্ষণকালের তরে তা-  
সিতে পায়। তাদৃশ বহুসিক্ত প্রীতির আর  
গৌরব কিসে? সেই প্রীতিই প্রীতি, বাহ্য  
আপনার বলে আপনি জীবিত রহে;—সেই  
প্রীতিই প্রীতি, বাহ্য কালের তরঙ্গাঘাতে  
এবং অবস্থার বর্ণপাকে আহত ও প্রত্যাহত  
হইয়াও সম্পূর্ণরূপে অটল থাকে; সেই প্রী-  
তিই প্রীতি, বাহ্য চক্ষুর প্রলোভন এবং চির-  
প্রিয় প্রবোচনায় বঞ্চিত রহিয়াও আশা ও  
নৈরাশ্য, আলোকে ও অন্ধকরে হৃদয়পুত্র-

লের ধ্যান করে। ইহারই নাম প্রণয়ের তপস্যা  
এবং প্রীতির যদি কিছু পরীক্ষা থাকে, সেই  
পরীক্ষা বিরহের এই সুদীর্ঘ তপস্যায়।

এই সংসারে কে না প্রণয়ের খেলা  
খেলে? এবং কে না প্রণয়ের খেলা খে-  
খেলিয়া আত্মবিভ্রমণ, এবং মনুষ্যের অ-  
বমানন করে? মুহূর্ত্ত পরে বাহাকে ভু-  
লিয়া যায়, মনুষ্য তাহাকে প্রাণাধিক  
বলে। নরনগণের অন্তরালে গোলেই যে  
একবারে হৃদয়েরও অদৃশ্য হইয়া পড়ে,  
মনুষ্য তাহাকে অভিন্নহৃদয় বন্ধু বলিয়া স-  
স্তাষণ করে। বাহাকে হর্ষ ও বিষাদ,  
মুখ ও দুঃখ, কোন সময়েই মনে পড়েনা,  
এবং অতি দীর্ঘ বিরহেও বাহার জন্য  
মন পোড়ে না,—মনুষ্য বাহাকে ছাড়িয়া  
আনন্দ ও নিরানন্দ উভয়ই ভোগ করিতে  
পারে,—এবং বাহার অদর্শন ও অভাবে  
আপনাকে কোন অংশে অজহীন জ্ঞান না  
করিয়া জীবনের সমস্ত ব্যাপারেই নিবিষ্ট  
রহিতে সমর্থ হয়,—কি যুগ কি লজ্জার  
কথা, মনুষ্য তাদৃশ দূরস্থ জনকেও নিকটে  
পাইলে, প্রিয়সস্তাষণের মধু বিলাইয়া পু-  
লকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলে। প্রীতির পর-  
মাশ্রয়্য পরিভ্রতা লইয়া এইরূপ লৌকিক  
খেলা খেলিতে আনার সাহস হয়না,—  
এবং মনুষ্যের সহিত মনুষ্যের এইরূপ ছল-  
নার খেলা দেখিতেও আবার আর প্রাণে  
সহেনা। প্রীতির নাম অমৃত। যুগান্তথাপি  
তপস্যা বিনা এ অমৃত-অনুষ্যের অধিকার  
হয়না;—প্রীতি অবনীতে সাক্ষাৎ স্বর্গ;

সহস্রাব্দে লক্ষ্যমাত্র আপনায় আ-  
ত্মিক বরকম্পন হইতে প্রকাশিত করিতে  
না পারিলে, এই স্বর্ণে প্রবেশ-পথ পা-  
রনা। যদি হৃদয়ে প্রকৃত শ্রীতিই পরিস্ফুট  
হইল, তাহা হইলে আর বিরহ কি? এবং  
বিরহে দুর্ভাবনা কি? এই নিখিল জগৎ  
মৈশনিকৃত্যের অভিভূত হইয়া নিত্মার  
কোড়ে অচেতন রহে, বিরহিনী শ্রীতি  
তখন তপস্বিনীর ন্যায় জাগ্রত রহিয়া, সু-  
খও নয়, দুঃখও নয়, সুখদুঃখের মিশ্রণও  
নয়, মনের সেই হে এক অনির্বচনীয় আ-  
বস্থা, প্রিয়-চিন্তার আবেশে তাহাতে ডু-  
বিয়া পড়ে। আত্মার গান্ধীর্বা এবং প্র-

কৃতির গান্ধীর্বা তখন এক হইয়া যায়। প্র-  
কৃতির যে সকল প্রসঙ্গ সৌন্দর্য্য অঙ্গ  
সময়ে চক্রে পড়ে না, প্রেমালোক-প্র-  
দীপ্ত মনুষ্যত্ব বাহিনীর বিররানি  
ভেদ করিয়া তাহা তখন দেখিতে পার।  
অতি যে সকল অপার্থিব স্বর্ন কখনও  
শ্রুতিতে পার না, দূরপ্রান্ত সজীভের ন্যায়  
তাহা তখন প্রতিপক্ষে প্রবেশ করে,—  
এবং মধ্যে বস কেন ব্যবধান থাকুক না  
হৃদয়তখন হৃদয়ের সহিত আলাপ করিয়া,  
যিনি সকল হৃদয়ের শেখগতি এবং শ্রী-  
তির আদি প্রজ্বলন, তাহার অমৃতময়  
কোড়ে লীন হয়।

## কবিতা পুস্তক \*

আমরা এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি পড়িয়া  
শ্রীত হইয়াছি। ইহাতে যে কয়টি ক-  
বিতা বিনিবেশিত হইয়াছে, বঙ্গদর্শন ও  
ভ্রমরের পাঠকবর্গ অবশ্যই তাহা পড়িয়া-  
ছেন। কিন্তু তাহারা এই কবিতাগুলিকে  
বন্ধিম বাবুর বলিয়া জানিতেন না। এই-  
কণ তাহা জানিতে পাইয়া, পাঠসময়ে সু-  
তন আনন্দ লাভ করিবেন।

যদি চিত্রনৈপুণ্য অথবা কল্পনার বৈ-  
চিত্র্যই কবিত্বশক্তির প্রধান পরিচয় হয়,  
তাহা হইলে বায়ু বহুমুখ্য বঙ্গদেশের

একজন প্রধান কবি। তাহার আয়েষা,  
তাঁহার স্বর্গামুখী, তাঁহার মৃগানিনী, তাঁহার  
তিলোত্তমা, দময়ন্তী শকুন্তলার প্রণয়-সখী  
হইবার যোগ্য। এসকল দেবরূপিত, দে-  
বজনম্পৃহণীর পবিত্রপুষ্প বাঁহার মানস-  
রুঞ্জে প্রস্ফুটিত হইয়াছে, তিনি কবিস-  
মাজে আদরের আসন পাইতে অধিকারী।  
তাঁহার অপরাপর উপাদেয় কাব্যকাব্যের  
মধ্যে শৈবলিনীর প্রতাপরায়ণ পার্শ্বিও উ-  
পকরণে গঠিত হইয়াছে। এমনই এক অপা-  
র্থিব সৌন্দর্য্য প্রতিভাত রহিয়াছে যে,

\* জীবনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। কাঁটালপাড়া, বঙ্গদর্শনযন্ত্রালয়ে বাধ্যমান  
বন্দোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কৃতকর্ম ইহা পরিচয় কর, চক্ষু-বাহু-  
কিরিতের দ্বারা না; আমরা তখন প্রভা-  
পের প্রতি প্রতিবেশে দৃষ্টিপাত করি,—  
প্রভাপের গভীর সৌন্দর্য, গভীরতর, স্ব-  
চ্ছন্দে অন্তর্ভুক্ত প্রকৃতি ইহা, তখন প্রভাপ-  
রিত্র-প্রভাকে শুধু প্রশংসা করিতে আমরা নি-  
শ্চয় প্রবৃত্তি হয় না। আমরা তখন সজ্ঞিত  
এ কৃতকর্মের তাঁহার নিকট অবনত হই, এবং  
কানশান্তিই যে প্রকৃত ধর্মশাস্ত্র, তাহা অনু-  
মান করিয়া কবিকে জননের সজ্ঞিত পরিচয়  
দেই। ফলতঃ বঙ্কিম বাবুর তুলিপাতশক্তি  
অসামান্য। তাঁহার জন্ম নাই, এবং জ-  
ন্মে প্রীতির আবেগ এবং কল্পনার প্রবাহ  
নাই, তিনি এইরূপ সৃষ্টি নৈপুণ্যও এইরূপ  
চিত্রনৈপুণ্য দেখাইতে পারেন না।

কিন্তু বঙ্গীয় পাঠকসমাজে এসকল  
গুণে কবিত্বের পরীক্ষা হয় না। এদেশে  
কবিত্বের পরীক্ষা কর্ণে। বাঙ্গালি কবি  
ঠুংরী তালের তরলতরঙ্গ তুলিয়া, কবি  
নাচিবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে অনাকে নাচা-  
ইবে;—মহিলে সে কবি নহে। বাঙ্গালির  
কবি কথায় কথায় ছড়া কাটিবে, কথায়  
ছটায় বাহবা দেওয়াইবে, এবং অকথায়ও  
কথা সৃষ্টি করিবে;—মহিলে সে কবি  
নহে। সংক্ষেপতঃ বাঙ্গালির কবি কে-  
বলই গীত গাইবে, সে গীতে ভ্রমরগুচ্ছের  
অনুকরণ না হইয়া তেঁকদ্বনির অনুকরণ হ-  
উক, তাহাতে দোষ নাই। কিন্তু তা-  
হাকে নিরবচ্ছিন্ন গাইতে হইবে। যদি গ্রাম্য-  
সমালোচনা কিংবা রাজনীতির কথা লইয়া

সমালোচনা করিতে হয়, তাহা  
ডাটাচাঁদ কিংবা ভূতপূর্ব প্রভাকরে  
চিত্তে ছন্দোময় গীতিকবিতার লিখিত হ-  
ওয়া চাই। এই জনাই বঙ্গে অভ্যুৎকট গ-  
দ্যাকাবাও অকাবা বলিয়া উপেক্ষিত, এবং  
এই জনাই বঙ্গে মারপার নাই জঘন্য, ও  
অস্পৃশ্য পদ্য প্রবন্ধ কাব্য বলিয়া আ-  
দৃত।

বঙ্কিম বাবুর সমস্ত লেখাই পদ্য।  
সুতরাং বঙ্গদেশের সাহিত্যাতুরাগী র-  
সিক সম্রাটদের নিকট তিনি উপন্যাস-  
রচয়িতা বলিয়া প্রসিদ্ধ, এবং আসন্ননী  
ও ছীরা, এবং অলবলা ও বিদ্যাদিগঞ্জের  
সুতিগায়ক বলিয়া সমাদৃত থাকিলেও স্র-  
কবি বলিয়া এতদিন পরিচিত ছিলেন  
না। তাঁহার এই কবিতা-পুস্তক সেই অ-  
ভাব পূরণ করিবে। বিংশতি বৎসরের  
প্রাণীচ চিন্তাগমে যে ফল ফলে নাই,  
এতদিনের পর সেই ফল ফলিবে। তাঁহার  
স্বট ও লিটনের কল্পনার সহিত বাঙ্গালির  
কল্পনার ভুলনা করিতে পারেন, সেই  
অস্পৃশ্যক অসামাজিক ব্যক্তিরাই এত  
দিন তাঁহাকে স্রকবি বলিয়া সম্মান ক-  
রিতেন, এইক্ষণ আপামর সাধারণ সকল  
শ্রেণির পাঠকই তাঁহার নাচনী ছন্দের ক-  
বিতা পড়িয়া তাঁহাকে মুকবটে ও নি-  
র্তীকচিত্তে কবি বলিবে। বঙ্কিম বাবু মন-  
স্বিতার উচ্চারণে, সীমান্ত পরিচয় বা-  
ঙ্গালি ভুলাইবার দোষমাত্রে কিরূপ সিদ্ধ-  
বিদ্যা লাভ করিয়াছেন, তাহা নিম্নোক্ত

নিজের পাঠ করিলেই পাঠকগণ স্ব-  
স্বাক্ষর করিতে সক্ষম হইবেন।

“এই মধুমাংসে, মধুর বাতাসে,  
শোন লো মধুর বাণী।

এই মধুবনে, জীমূহুদনে,  
দেখ লো সকলে আসি ॥

মধুর সে গায়, মধুর বাজায়,  
মধুর মধুর ভাসে।

মধুর আদরে, মধুর অধরে,  
মধুর মধুর হাসে ॥

মধুর শামল, বদন কমল-  
মধুর চামনি তায়।

কণক হুপূর, মধুর যেন,  
মধুর বাজিছে পায় ॥

মধুর ইঙ্গিতে, আমার সন্তোষে,  
কহিল মধুর বাণী।

সে অবদি চিতে, মাধুরি হেরিতে,  
দৈবত নাহিক মানি ॥

এতখ রঙ্গেতে, পরলো অঙ্গেতে,  
মধুর চিকণ বাস।

তুলি মধুকুল পর কানে হুল,  
পুরাও মনের আশ ॥

গাঁথি মধুমাল্য, পর গোপবাল্য,  
হাসিলো মধুর হাসি।

চল যথা বাজে, যমুনার কূলে,  
শ্যামল মোহন বাণী ॥

চল যথা বাজে, যমুনার কূলে,  
ধীরে ধীরে ধীরে বাণী।

ধীরে ধীরে যথা, উঠিছে টাননি,

ধীরে ধীরে কালি ॥

ধীরে ধীরে, চলিছে বাণী,  
ধীরে ধীরে কৈশিক পানি।

ধীরে ধীরে শুনি, শাসিছে যমুনা,  
কল কল গলি গলি ॥

ধীরে ধীরে জলে, রাজহংস চলে,  
ধীরে ধীরে ভাসে কুল।

ধীরে ধীরে বাহু, কহিছে কামনে,  
দোলায়ে আমার হুল ॥

ধীরে ধীরে তথা, ধীরে কবি কথা,  
রাখিবি দোহার মান।

ধীরে ধীরে তার, বাঁশিটী কাড়িবি,  
ধীরেতে পুরিনি তাম ॥

ধীরে শ্যাম নাম, বাঁশিতে বলিবি,  
শুনিব কেমন বাজে।

ধীরে ধীরে চুড়া, কাড়িয়ে পরিবি,  
দেখিব কেমন সাজে ॥

ধীরে ধীরে, গলাতে দোলাবি,  
দেখিব কেমন দোলে।

ধীরে ধীরে তার, মন করি চুরি,  
লইয়া আসিবি চলে ॥

যে দেশে জয়দেবের জন্ম, বিদ্যাপতির  
মিচির বিলাস, এবং সর্বত্রই ব্রজবি-  
লাসী শ্যামধনের বংশধরি, সেই দেশ  
তির পৃথিবীর অন্য কোথাও এইরূপ ল-  
লিত কবিতা লিখিত হইতে পারে না,  
এবং সেই দেশের প্রেমালস অধিবাসী  
তির অন্য কেহই এইরূপ কবিতার প্রকৃত  
রস পান করিতে সমর্থ হয় না। শ্যামরা  
মহালিনী ও গিরিজার কল-কণ্ঠ নিঃসৃত

আমরা সঙ্গীত অবগত করি। বহুদিন হইল এইরূপ অনুমান করিয়াছিলাম যে, বরেন্দ্র বাবু ইচ্ছা করিলেই একজন উৎকৃষ্ট গীতি-কবি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন। এই কবিতাপুস্তকের প্রত্যেক কবিতাই এইরূপ আমাদের সেই অনুমানকে সমর্থন করিতেছে। মলিত পদ-বিন্যাস, মূললিত ছন্দোবদ্ধ, প্রাকৃত ভাষা এবং রসের মূললহরী এই কয়টিই সাধারণতঃ গীতিকবিতার প্রধান গুণ বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে, অন্ততঃ বঙ্গদেশের গীতি-কবিতা এই সাধারণ গুণেই প্রণয়-ব্যবসায়দিগের মধ্যে সুপরিচিত। আমরা বিশেষ মনোনিবেশ সহকারে পাড়িয়া

দেখিলাম, বরেন্দ্র বাবুর কবিতানিচয়ের সকল গুণের কিছুমাত্রও অভাব নাই। তাঁহার ভাষা কখনও সুন্দর নাহি মধুর-হাস্যে চিত্ত বিনোদন করে, কখনও প্রগল্ভার বহিঃকটাক্ষে চিত্তবিদারণ করে;—কখনও ভাবের আবেশে আপনা হইতে ঢুলিয়া ঢুলিয়া পড়ে, কখনও মৃদুসমীর-সঞ্চালিত তরঙ্গিণীর মায় নাচিয়া নাচিয়া এবং খেলিয়া খেলিয়া শূণ্য-পং নয়ন মন মোহন করে। অভাবের মধ্যে এই দেখিলাম, ইচ্ছাতে উদ্দীপনা নাই, কিন্তু আবেশ আর উদ্দীপনা একত্র থাকিতে পারে কি না, তাহাও সম্বোধের কথা।

## সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১। “এবজ্জমালা। জিরজনীকান্ত” গুপ্ত ভণীত।” এই পুস্তকে আমরা আমাদের শিক্ষা ও জীবনোপায়, প্রতাপ সিংহ, রামায়ণের সাধারণ ধর্ম ও নীতি, সংযুক্তা এবং গুরুগোবিন্দের এই পাঁচটি প্রবন্ধ বিনিবেশিত হইয়াছে, এবং এই পাঁচটি প্রবন্ধই আমাদের বিবেচনায় হাতশিক্ষার বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। ইহার বাঙ্গালা যেমন বিশুদ্ধ, তেমনি প্রাকৃত। এই প্রস্থানি ছাত্ররূপে পরীক্ষার পাঠ্যপুস্তক

মধ্যে পরিগৃহীত হইলে, আমরা স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্র উভয়েরই উপকার দর্শিব।

২। “পাঠ্যজরী। নীতিপূর্ণ পদ্যাদ্যময় সরল পাঠ।” এখানেও রজনী বাবুর দ্বারা ভণীত হইয়াছে, এবং তিনি যে উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থপ্রণয়ন করিয়াছেন, রচনার প্রাকৃতিকতা এবং বিষয়ের সারগর্ভতা এই উভয় গুণেই সেই উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। ইহা চলনসহ পুস্তক অপেক্ষা সর্বোৎকৃষ্টতর।

## জীবনপ্রভাত।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ।

রাজা জয়সিংহ।

“হিরকুলোত্তম তুমি———

বিদ্যা, বুদ্ধি, বাহুবলে অভুল জগতে।”

মধুসূদন দত্ত।

পূর্বেরই বলা হয়েছিল যে, আরুঞ্জী বশ্যে তাঁর ও যশোবন্ত সিংহ উভয়কেই অকর্ণগণা বিবেচনা করিয়া তাঁহাদিগকে তাঁহাদের পাঠাইয়াছিলেন, ও নিজ পুত্র সুলতান যোরাঙ্গীকে দক্ষিণে প্রেরণ করেন, ও তাঁহার সহায়তার জন্য যশোবন্তকে পুনরায় প্রেরণ করেন। তাঁহারাও বিশেষ কলসাত করিতে না পারায়, সম্রাট অবশেষে তাঁহাদের স্থানান্তরিত করিয়া অধরাধিপতি প্রসিদ্ধনামা রাজা জয়সিংহ ও তাঁহার সহিত দিল্লীপুরে যাঁ নামক একজন বিক্রমশালী আফগান সেনাপতিকে দক্ষিণে প্রেরণ করিলেন। ১৬৬৫ খৃঃ অব্দে চৈত্রমাসের শেষ-যোগে জয়সিংহ পুনর উপবিষ্ট হইলেন। শাসনোপায়ী ন্যায় নিকটমাহ হইয়া বসিয়া থাকিয়া, তিনি দিল্লীপুরে পুরস্কার পূর্ণ করিতে আদেশ করিয়া

রাজগড় পরগণা সম্মিলনে আগমন হইলেন।

শিবজী হিন্দু-সেনাপতির সহিত যুদ্ধ করিতে পরাভূত, বিশেষ জয়সিংহের নাম, সৈন্যসংখ্যা, তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও দৌর্দণ্ড প্রতাপ ও পরাক্রম তাঁহার নিকট অবিস্মৃত ছিল না। সম্রাট পরাক্রান্ত সেনাপতি বোধ হয় সম্রাট আরুঞ্জীকে আর কেহই ছিলেন না,—তাৎকালিক ফরাসী ভ্রমণকারী শ্রীমদ্র দিখিয়া গিয়াছেন যে, বোধ হয় সম্রাট ভারতবর্ষে জয়সিংহের নাম বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান, দূরদর্শী লোক আর একজনও ছিলেন না। শিবজী প্রথম হইতেই ভ্রমোদয় হইলেন, ও বাব বার জয়সিংহের নিকট সন্ধির প্রস্তাব পাঠাইতে লাগিলেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি জয়সিংহ চতুর শিবজীকে আকর্ষণ, এ সমস্ত প্রস্তাব বিশ্বাস করিলেন না। শিবজী আরুঞ্জী বিশ্বস্ত মন্ত্রী রঘুনাথের পরামর্শে দূতবশে জয়সিংহের নিকট আসিলেন, ও রাজাকে বিশেষ করিয়া বুঝাইলেন যে শিবজী রাজা জয়সিংহের সহিত চতুরতা করিতেছেন না, তিনি কত্রিয়, কত্রোচিত সন্ধান তিনি জানেন। শাসনোপায়ী ন্যায় এই সভাবাকা রাজা জয়সিংহ বিশ্বাস করিলেন, তখন তিনি

বলিলেন “রাজবর! আপনার বাক্যে আমি আশ্বস্ত হইলাম; রাজা শিবজীকে জানাইবেন যে দিল্লীর সম্রাট তাঁর বিশেষ আদর ও সম্মান করিবেন, আপনাকে যথেষ্ট সম্মান করিবেন, সে জন্য আমি বাক্যদান করিতেছি। আপনি প্রভুকে বলিবেন, আমি রাজপুত, রাজপুতের বাক্য অমাত্য হয় না।” রঘুনাথ এই আশ্বাসবাক্য শিবজীর নিকট লইয়া গেলেন।

ইহার কএক দিন পর বর্ষাকালে রাজা জয়সিংহ আপন শিবিরে সভার মধ্যে বসিয়া রহিয়াছেন, একজন প্রহরী আসিয়া সংবাদ দিল—

“মহারাজের জয় হউক! রাজা শিবজী স্বয়ং বহির্দ্বারে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিতেছেন।”

সভানন্দ সকলে বিস্মিত হইলেন, রাজা জয়সিংহ স্বয়ং শিবজীকে আহ্বান করিতে শিবিরের বাহিরে যাইলেন। বহু সমাদরপূর্ণকৃত তাঁহাকে আহ্বান ও আলিঙ্গন করিয়া শিবিরভ্যন্তরে আনিলেন, ও রাজগদিতে আপনার দক্ষিণ দিকে বসাইলেন।

শিবজীও এইরূপ সমাদর পাইয়া যথেষ্ট সম্মানিত হইলেন। রাজা জয়সিংহ কণেক মিষ্টালাপ করিয়া অবশেষে বলিলেন, “রাজন, আপনি আমার শিবিরে আসিয়া আমাকে সম্মানিত করিয়াছেন,

এইমannerে আপনার যুগের আর বিবেচনা করিবেন।

শিব। “রাজন, এ দাস কবে আপনার আজ্ঞাপালক হইয়া ৭ রঘুনাথ পুত্র দ্বারা আপনি দাসকে আসিতে আদেশ করিয়াছিলেন, দাস উপস্থিত হইয়াছে। আপনার মহৎ আচরণে আমিই সম্মানিত হইয়াছি।”

জয়। “হাঁ, রঘুনাথ নারায়ণ! যাঁহা বলিয়াছিলাম তাহা স্মরণ আছে। রাজন, আমি যাঁহা বলিয়াছিলাম তাঁহা করিব, দিল্লীস্থর আপনার বিতোহাচরণ মার্জনা করিবেন, আপনাকে রক্ষা করিবেন, আপনাকে যথেষ্ট সম্মান করিবেন, এ বিষয়ে আমি বাক্যদান করিয়াছি, এ সমস্ত করিব, রাজপুতের কথা অমাত্য হয় না।”

এইরূপে কণেক কথোপকথনের পর সভাভঙ্গ হইল; শিবিরে শিবজী ও জয়সিংহ ভিন্ন আর কেহই রহিলেন না; তখন শিবজী কপটানন্দ-চিহ্ন ভাগ্য করিলেন, হস্তে গণ্ডুল স্থাপন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। জয়সিংহ দেখিলেন, তাঁহার চক্ষে জল।

বলিলেন—“রাজন! আপনি যদি আত্মসমর্পণ করিয়া ক্ষম হইয়া থাকেন, সে খেদ নিশ্চয়োজন। আপনি বিশ্বাস করিয়া আমার নিকটে আসিয়াছেন, রাজপুত বিশ্বস্তের উপর বিশ্বাস করিতে না।”



হইতে অবশ্যই রাজপুত্রের আশ্রয়  
করুন, রাজপুত্রের আশ্রয় নিয়াছেন,  
নিরাপদে থাকুন, রাজপুত্রের আদেশে  
কোনও রাজপুত্রের উপর হস্তক্ষেপ  
করিবে না। পরে যুদ্ধে জয়লাভ করিতে  
পারি ভাল, না পারি ক্ষতি নাই, কিন্তু  
কাজিরূপে কদাচ বিশ্বরণ করিব না।”

রাজা জয়সিংহের এতদূর বাহাদুরী  
শ্রীমতী শিবজী বিস্মিত হইলেন; ধীরে  
ধীরে বলিলেন—

“মহারাজ! ভাব্যুপলব্ধির নি-  
কট পরাজয় স্বীকার করিয়া আত্মসমর্পণ  
করিয়াছি তাহাতে খেদ নাই। বাল্যকাল  
অবধি যে হিন্দু-ধর্মের জ্ঞান, যে হিন্দুগো-  
রবের জন্য চেষ্টা করিয়াছি, সে মহাদাম,  
সে উন্নত উদ্দেশ্য, অন্য এককালে বিনষ্ট  
হইল, সে চিন্তায় হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে,  
কিন্তু সে বিষয়েও মন স্থির করিয়াই আ-  
পনার শিবিরে আসিয়াছিলাম, সে জ্ঞানও  
এখন বিনষ্ট করিতেছি না।”

“তবে কি জন্য ক্ষুব্ধ হইয়াছেন?”

শিব। “বাল্যকাল হইতে আপনা-  
দের গৌরব-গীত গাইতে ভালবাসিতাম;  
অদ্য দেখিলাম সে গীত মিথ্যা নহে, জ-  
গতে যদি মাহাত্ম্য, সত্য ও ধর্ম থাকে তবে  
রাজপুত্র-শরীরে আছে। এরাজপুত্র কি  
স্বনামধীনতা স্বীকার করিবেন? মহারাজ  
জয়সিংহ কি স্বনাম আরঞ্জীর সেনা-  
পতি?”

জয়। “করিয়া রাজা সেনা প্রকৃত

দুঃখের কারণ। কিন্তু রাজপুত্রেরা মহাজে  
অধীনতা স্বীকার করেন নাই, মহাজে  
সাধ্য দিলীর সহিত যুদ্ধ করিয়া  
বিবির নির্বন্ধে পরাধীন হইয়াছেন।  
মহারাজ বীরপ্রবর প্রাণঃস্বরণ

সাধ্য সাধনের ও যত্ন করিয়াছেন।  
তাঁহার মস্তান্তর দিলীর করপ্রদ, এ পর্যন্ত  
বেঁদে হয় ধ্বংসের অবগত আছেন।”

শিব। “আছি। সেই জন্যই জি-  
জ্ঞাসা করিতেছি, বাহাদুরের সহিত আপ-  
নাদিগের এতদিনের বৈরভাব, তাঁহাদের  
কার্যে আপনি একপাশে স্থানীয় কি জ্ঞান?”

জয়। “যখন দিলীশ্বরের সেনা-  
পতিই গ্রহণ করিয়াছে, তখন তাঁহার কা-  
র্য্যসিদ্ধির জন্য সত্যদান করিয়াছি; যে  
বিষয়ে সত্যদান করিয়াছি তাহা করিব।”

শিব। “সকলের নিকট সকল স-  
ময় কি সত্য পালনীয়? বাহাদুর আমাদের  
দেশের শত্রু, ধর্মের বিকাকাটা, তাঁহা-  
দের সহিত কি সত্যসম্বন্ধ?”

জয়। “আপনি কহিয়াছেন এ কথা।  
জিজ্ঞাসা করিতেছেন? রাজপুত্রের এ-  
কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন? রাজপুত্রের  
ইতিহাস পাঠ করুন, মহাজে বৎসর মুসল-  
মানদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন কখনও  
সত্য লঙ্ঘন করেন নাই। কখন জয়লাভ  
করিয়াছেন, অনেক সময়ে পরাজয় হইয়া-  
ছেন, কিন্তু জয়ে পরাজয়ে, সম্পদে আ-  
পদে, সর্বদা সত্যপালন করিয়াছেন।  
এখন আমাদের সে গৌরবের স্বাধীনতা



নাহি, কিন্তু লজ্জাপালনের গৌরব আছে।  
 যশোবন্ত, মিত্র মথো, লজ্জা বসন্ত  
 নাম গৌরবান্বিত। ক্ষত্রিয়রাজ  
 বঙ্গদেশ জয় করিয়াছিলেন,  
 কাবুল হইতে উড়িয়া পর্যন্ত  
 দিল্লীখেরের বিজয়পতাকা লইয়াছিলেন,  
 কেহ কখনও তত্ত্ব বিদ্যাসের বিকলচিত্রণ  
 করেন নাই, মুসলমান সম্রাটের নিকটও  
 বাহা সত্য করিয়াছিলেন তাহা পালন ক-  
 রিয়াছিলেন। মহারাষ্ট্ররাজ। রাজপুতের  
 কণাই সন্ধিপত্র, অনেক সন্ধিপত্র লঙ্ঘন  
 হইয়াছে, রাজপুতের কণা লঙ্ঘন হয়  
 নাই।”

শিব। “মহারাজ। যশোবন্তসিংহ  
 হিন্দুধর্মের একজন প্রধান প্রহরী; তিনি  
 মুসলমানের জন্য হিন্দুর বিকল যুদ্ধ ক-  
 রিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন।”

জয়। “যশোবন্ত বীরশ্রেষ্ঠ, যশো-  
 বন্ত হিন্দুধর্মের প্রহরী, সন্দেহ নাই। তাঁ-  
 হার মাড়োয়ারদেশ মকছুমিয়া, তাঁহার মা-  
 ডোয়ারী সেনা অপেক্ষা কঠোর জাতি ও  
 সাহসী সেনা জগতে নাই। যদি যশো-  
 বন্ত সেই মকছুমিতে বেষ্টিত হইয়া সেই  
 সেনার সহায়ে হিন্দুস্বাধীনতা রক্ষার,—  
 হিন্দুধর্ম রক্ষার যত্ন করিতেন, আমি তাঁ-  
 হাকে মাধুবান করিতাম। যদি জরী হ-  
 ইয়া আরংজীবকে পরাস্ত করিয়া দিল্লীতে  
 হিন্দুপতাকা উড্ডীন করিতেন, ভারতবর্ষে  
 হিন্দুধর্ম রক্ষা করিতেন, আমি তাঁহাকে  
 সঁত্রাট বলিয়া সম্মান করিতাম।”

যদি মুসলমানেরা হিন্দুধর্ম ও ধর্ম  
 রক্ষার্থে বাহাদুরী প্রদর্শন করিতেন, সেই  
 মকছুমে প্রাণত্যাগ করিতেন, আমি তাঁ-  
 হাকে দেবতা বলিয়া পূজা করিতাম।  
 কিন্তু যে দিন তিনি দিল্লীখেরের সেনাপতি  
 হইয়াছেন, সেই দিন তিনি মুসলমানের  
 কাষাসাধনে ব্রতী হইয়াছেন। সে কার্য  
 ভাল হউক, মন্দ হউক, ব্রত গ্রহণ করিয়া  
 গোপনে লঙ্ঘন করা কত্রোচিত কার্য হয়  
 নাই; যশোবন্ত কলকে আপন যশোরশি  
 মান করিয়াছেন। তিনি সিপ্রানদী তীরে  
 আরংজীবের নিষ্ঠুর পরাস্ত হইয়া অবধি  
 আরংজীবের অতিশয় বিদ্বেষী, মতে তিনি  
 এ গর্হিত কার্য করিতেন না।”

চতুর শিবজী দেখিলেন জয়সিংহ য-  
 শোবন্ত নহেন! কলেক পরে আবার  
 বলিলেন,—

“হিন্দুধর্মের উন্নতি চেষ্টা কি গর্হিত  
 কার্য? হিন্দুকে ভ্রাতা মনে করিয়া ম-  
 হারতা করা কি গর্হিত কার্য?”

জয়। “আমি তাহা বাস্তবিক  
 যশোবন্ত কেন আরংজীবের কার্য ত্যাগ  
 করিয়া, জগতের যাকাত, বিশ্বের সা-  
 কাত, আপনার সহিত যোগ দিলেন  
 না? আপনি বেরপ স্বাধীনতার চেষ্টা  
 করিতেছেন, তিনি সেইরূপ করিলেন না কি  
 জন্য? সম্রাটের কার্যে থাকিয়া গোপনে  
 বিকলচিত্রণ করা কণ্টাচরণ। ক্ষত্রিয়-  
 রাজ। কণ্টাচরণ কি কত্রোচিত কার্য?”

শিব। “তিনি আমার সহিত প্র-

কালো বোণী দিলে সিল্পীর জন্য সেমা-  
পতি পাঠাইতেন, সম্ভবতঃ আমরা উভয়ে  
পরাস্ত ও হত হইতাম।”

জয়। “যুদ্ধে মরণ অপেক্ষা কত্রি-  
য়ের সৌভাগ্য আর কি হইতে পারে?  
কত্রির কি যুদ্ধে মরণ ডরে?”

শিবজীর মুখ আরক্ত হইল তিনি  
বলিলেন,—

“রাজপুত! মহারাজীরেও যুদ্ধ  
ডরে না, যদি এই অকিঞ্চৎকর জীবন  
লান করিলে আমার উদ্দেশ্য সাধন হয়,  
হিন্দু-স্বাধীনতা, হিন্দু-গৌরব পুনঃস্থাপিত  
হয়, তবে ভবানীর সাক্ষাতে এই যুদ্ধের্তে  
এই বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিব, অথবা রাজ-  
পুত! তুমি অব্যর্থ বর্ষা ধারণ কর, এই ক-  
দময়ে আঘাত কর, সহাস্যবদনে প্রাণত্যাগ  
করিব। কিন্তু যে হিন্দু-গৌরবের বিষয়  
বাল্যকালে স্বপ্ন দেখিতাম, যাকার জন্য  
শত যুদ্ধ যুদ্ধিগাম, শত শত্রুকে পরাস্ত  
করিতাম, এই বিংশ বৎসর পার্বতে, উপ-  
ত্যাকার, শিবিরে, শত্রু মধ্যে, দিবসে,  
সায়ংকালে, গভীর নিশীথে, চিন্তা করি-  
রাছি, আমি মরিলে সে হিন্দুধর্মের, সে  
হিন্দুস্বাধীনতার, সে হিন্দু গৌরবের কি  
হইবে? যশোবন্ত ও আমি প্রাণ দিলে  
কি সে সমস্ত রক্ষা হইবে?”

জয়সিংহ শিবজীর তেজস্বী কথাগুলি  
শ্রবণ করিলেন, চকুতে জল দেখিলেন,  
কিন্তু পূর্ববৎ স্থিতিভাবে ধীরে ধীরে উত্তর  
করিলেন—

“সত্যপালনে যদি সমাতন হিন্দু-  
ধর্মের রক্ষা না হয়, সত্য লজ্জনে হইবে?  
বীরের শোণিতে যদি স্বাধীনতাবীজ অঙ্কু-  
রিত না হয়, তবে বীরের চাতুরীতে  
হইবে?”

শিবজী পরাস্ত হইলেন। অনেক কণ  
পর পুনরায় ধীরে ধীরে বলিলেন—“ম-  
হারাজ! আমি আপনাকে পিতৃতুল্য  
জ্ঞান করি, আপনার ন্যায় ধর্মজ্ঞ ভীক-  
বুদ্ধি যোদ্ধা আমি কখনও দেখি নাই,  
আমি আপনার পুত্রতুল্য। একটি কথা  
জিজ্ঞাসা করিব, আপনি পিতৃতুল্য সং-  
পরামর্শ দিন। আমি বাল্যকালে যখন  
ককণপ্রদেশের অসংখ্য পার্বত ও উপত্য-  
কায় ভ্রমণ করিতাম, আমার হৃদয়ে নানা-  
রূপ চিন্তা আসিত, স্বপ্ন উদয় হইত।  
ভাবিতাম যেন সাক্ষাৎ ভবানী আমাকে  
স্বাধীনতা স্থাপনের জন্য আদেশ করি-  
তেছেন, যেন দেবালয়সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে  
ব্রাহ্মণদিগের সম্মান বৃদ্ধি করিতে, গোব-  
ৎসাদি রক্ষা করিতে, ধর্মবিরোধী মুসল-  
মানদিগকে দূর করিতে দেবী সাক্ষাৎ উ-  
ক্তরূপ করিতেছেন। আমি বালক ছি-  
লাম, সেই স্বপ্নে ভূমি পূর্ণ কর্তব্য  
গ্রহণ করিতাম, বীজ বপন করিতাম, জড় ক-  
রিতাম, হর্গ আঁকি করিতে লাগিতাম।  
যৌবনেও সেই স্বপ্ন দেখিয়াছি,—হিন্দু  
নামের গৌরব রক্ষা, প্রাধান্য, হিন্দু  
স্বাধীনতা সংস্থাপন, সেই স্বপ্নবলে দেশ  
জয় করিয়াছি, শত্রু উরু করিয়াছি, রাজ্য

বিশ্বাস করিয়াছি, দেবালয় স্থাপন করিয়াছি। কত্রিয়রাজ! আমার এ উদ্দেশ্য কি মন্দ? এ স্বপ্ন কি অলীক স্বপ্ন যাত্রা? আপনি পুত্রকে উপদেশ দিন।”

বজ্রদ্রবণী, ধর্মপারাগ, রাজা জয়সিংহ কণেক মিত্রক হইয়া রহিলেন; পরে গভীরস্বরে ধীরে ধীরে বলিলেন “রাজন! আপনার উদ্দেশ্য অপেক্ষা মহত্তর উদ্দেশ্য আমি জানি না, আপনার স্বপ্ন অপেক্ষা প্রকৃত আর কিছুই আমি জানি না। শিবজী! তোমার মহৎ উদ্দেশ্য আমার নিকট অবিস্মৃত নাই, আমি শাক্যের নিকট, মিত্রের নিকট, তোমার উদ্দেশ্যের প্রশংসা করিয়াছি, পুত্র রামসিংহকে তোমার উদাহরণ দেখাইয়া শিক্ষা দিয়াছি, রাজপুত্র স্বাধীনতার গৌরব এখনও বিস্মৃত হয় নাই। আর শিবজী! তোমার স্বপ্নও স্বপ্ন নহে; চারিদিকে যত দেখি, মনে মনে যত চিন্তা করি, বোধ হয় মোগলরাজ্য আর থাকে না,—যত্ন, চেষ্টা সকলই বিফল! মুসলমান-রাজ্য কলঙ্করাশিতে পূর্ণ হইয়াছে, বিলাসপ্রিয়তার জর্জরিত হইয়াছে, পতনোন্মুখ। আর দাঁড়াইতে পারে না।”

“হ্যাঁ, এই প্রাসাদভূম্যে মোগলরাজ্য বোধ হয় ধূলিসাৎ হইবে, তাহার পর পুন্ডরিক হিন্দুর প্রাধান্য। মহারাষ্ট্রীয় জীবন অক্লান্ত হইতেছে, মহারাষ্ট্রীয় যৌনমত্তেজ বোধ হয় ভারতবর্ষ প্রাণিত হইবে। শিবজী! তোমার স্বপ্ন

স্বপ্ন নহে, ভগানী তোমাকে বিধা উত্তেজনা করেন নাই!”

উৎসাহে, আনন্দে, শিবজীর শরীর কটকিত হইয়া উঠিল; তিনি পুন্ডরিক জিজ্ঞাসা করিলেন—

“তবে ভবানুশ মহাত্মা সে পতনোন্মুখ মোগল প্রাসাদের একমাত্র শুভ স্বরূপ রহিয়াছেন কি জ্ঞাত?”

জয়। “সত্যপালন কত্রিয়ধর্ম, বাহা সত্য করিয়াছি তাহা পালন করিব। কিন্তু অসাধ্য সাধন হয় না, পতনোন্মুখ গৃহ পতিত হইবে।”

শিব। “ভাল, সত্য পালন করুন, কপটাচারী আরংজীবের নিকট ও আপনার ধর্মোচরণ দেখিয়া দেবতারও বিস্মিত হইয়া আপনার সাধুবাদ করিবেন। কিন্তু আমি আরংজীবের নিকট কখনও সত্য করি নাই, আমি যদি চাতুরী দ্বারায়ও স্বধর্মের উন্নতি সাধনের প্রয়াস পাইয়া থাকি, আরংজীবের বিকলচিত্ত করিয়া থাকি, তবে সে চাতুরী কি নিন্দনীয়?”

জয়। “কত্রিয়রাজ! চাতুরী যোদ্ধার পক্ষে সকল সময়ে নিন্দনীয়, কিন্তু মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে চাতুরী অধিকতর নিন্দনীয়। মহারাষ্ট্রীয়দিগের গৌরব-রুক্ষি অনিবার্য, বোধ হয় তাঁহাদের বাহুবল ক্রমশঃ রুক্ষি পাইবে, বোধ হয় তাঁহারা ভারতবর্ষের অধীশ্বর হইবেন। কিন্তু শিবজী! অদ্য যে শিক্ষা আপনি দিতেছেন, সে শিক্ষা কদাচ ভুলিবে না। আ-

যার কথাই মোহ গ্রহণ করিবেন না, অদ্য আপনি মগর লুঠন করিতে শিখাইতেছেন, কল্য তাহার। ভারতবর্ষ লুঠন করিবে, অদ্য আপনি চতুরতা দ্বারা জ লাভ করিতে শিখাইতেছেন, পরে তাহার। সম্মুখবুদ্ধি কখনই শিখিবে না। যে জাতি অচিরে ভারতের অধীশ্বর হইবে, আপনি সেই জাতির বালাগুরু, গুরু ন্যায় ধর্ম শিক্ষা দিন। অদ্য আপনি মহারাষ্ট্রীয়দিগকে সম্মুখ-রণশিক্ষা দিন, চতুরতা বিষয়ক হইতে বলুন আপনি হিন্দু-শ্রেষ্ঠ। আপনার মহৎ উদ্দেশ্য আমি শত শতবার ধন্যবাদ করিয়াছি, আপনি এই উন্নত শিক্ষা না দিলে কে দিবে? মহারাষ্ট্রের শিক্ষাগুরু! সাবধান! আপনার প্রত্যেক কার্যের ফল বহুকালব্যাপী—বহুদেশব্যাপী হইবে। মন্দ শিক্ষা দিলে শতবর্ষ পর্যান্ত দেশে দেশে সেই শিক্ষার ফল দৃষ্ট হইবে। রুদ্ধ বহুদর্শী রাজপুত্রের কথা গ্রহণ করুন।”

এই মহৎ বাক্য শুনিয়া শিবজী ক্ষণেক শুভিত হইয়া রহিলেন, শেষে বলিলেন,—

“আপনি গুরু গুরু! আপনার উপদেশগুলি শিরোধার্য! কিন্তু অদ্য আমি আরংজীবের অধীনতা স্বীকার করিলাম, শিক্ষা কবে দিব?”

জয়। “জয় পরাজয়ের স্থিরতা নাই। অদ্য আমার জয় হইল, কল্য তোমার জয় হইতে পারে; অদ্য তুমি আরংজীবের

অধীন হইলে, ইটনাক্রমে কল্য স্বাধীন হইতে পার।”

শিব। “জগদীশ্বর তাহাই কখন, কিন্তু আপনি আরংজীবের সেনাপতি থাকিতে আমার স্বাধীন ভগ্নর আশা রূপ। এবং ভাবনা হিন্দুসেনাপতির সহিত বুদ্ধ করিতে নিবেদন করিয়াছেন।”

জয়সিংহ ঈর্ষ হুসিয়া বলিলেন—  
“শরীর ক্ষণভঙ্গুর, এ রুদ্ধ শরীর কত দিন থাকিবে?—কিন্তু যতদিন থাকিবে সত্যপালনে বিরত হইবে না।”

শিব। “আপনি দীর্ঘজীবী হউন।”  
জয়। “শিবজী! এক্ষণে বিদায় দিন;—আমি আরংজীবের পিতার নিকট কার্য করিয়াছি, এক্ষণে আরংজীবের অধীনে কার্য করিতেছি, যতদিন জীবিত থাকিব দিল্লীর এ রুদ্ধ সেনা বিজ্রোহাচরণ করিবে না;—কিন্তু ক্ষত্রিয় প্রবর! নিশ্চিন্ত থাক, মহারাষ্ট্রের গৌরব, হিন্দুর প্রাধান্য অনিবার্য! রক্তের বচন গ্রোহা কর, বহুদর্শিতার কথা গ্রোহা কর, মোগলরাজ্য আর থাকে না, হিন্দুভোজ আর নিবারিত হয় না, তখন দেশে দেশে হিন্দুর গৌরব নাম, তোমার গৌরব নাম, প্রতিধ্বনিত হইবে।”

শিবজী অশ্রুপূর্ণ লোচনে জয়সিংহকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন “ধর্ম-অন্ন! আপনার যুগে পুণ্যচন্দন পড়ুক, আপনার কথাই যেন সার্বক হয়।” আপনার সহিত বুদ্ধ করিব না, আমি আত্মস-

মর্পণ করিয়াছি; কিন্তু যদি ঘটনাক্রমে পু-  
নরায় স্বাধীন হইতে পারি, তবে ক্ষত্রিয়প্র-  
বরা আর একদিন আপনাদের সহিত সা-  
ক্ষাৎ করিব, আর একদিন শিতার চরণো-  
পান্তে বসিয়া উপদেশ গ্রহণ করিব।”

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ।

দুর্গবিজয় ।

“চৌদিকে এবে সময়তরঙ্গ  
উথলিল, সিক্ত যথা বহ্নিবায়ুসহনির্ধোষে।”

মধুসূদন দত্ত ।

শিবজী সন্ধিস্থাপন হইল। শিবজী  
মোগলদিগের নিকট হইতে যে যে দুর্গ  
জয় করিয়াছিলেন তাহা ফিরাইয়া দিলেন,  
বিলুপ্ত আহমদনগর রাজ্যের মধ্যে যে  
ছাত্রাংশে দুর্গ অধিকার বা নিৰ্মাণ করি-  
য়াছিলেন তাহার মধ্যেও ২০টা ফিরাইয়া  
দিলেন, অবশিষ্ট দ্বাদশটীয়াত্র আবংজী-  
বের অধীনে জায়গীর স্বরূপ রাখিলেন।  
যে প্রদেশ তিনি সম্রাটকে দিলেন তাহার  
বিনিময়ে বিজয়পুর রাজ্যের অধীনস্থ ক-  
তক প্রদেশ সম্রাট শিবজীকে দান করি-  
লেন, ও শিবজীর অক্ষয়বীর্য বালক শ-  
মুজী পাঁচ হাজারীর মনসুবদারপদ প্রাপ্ত  
হইলেন।

শিবজীর সহিত বুদ্ধ সয়াস্তির পর রাজ্য  
জয়সিংহ বিজয়পুরের রাজ্য ধ্বংস করিয়া  
সেই প্রদেশ দিল্লীখবরের অধীনে আনিবার

যত্ন করিতে লাগিলেন। শিবজীর পিতা  
বিজয়পুরের সহিত শিবজীর যে সন্ধিস্থা-  
পন করিয়াছিলেন, শিবজী তাহা লঙ্ঘন  
করেন নাট, কিন্তু শিবজীর বিপদকালে  
বিজয়পুরের মূলতান সন্ধি বিস্মরণ হইয়া  
শিবজীর রাজ্য আক্রমণ করিতে সঙ্কুচিত  
হয়েন নাট। সতরাং শিবজী একগে জয়-  
সিংহের পক্ষাবলম্বন করিয়া বিজয়পুরের  
মূলতান আলী আদিলশায়ের সহিত যুদ্ধা-  
রম্ভ করিলেন, এবং আপন মাউলী সৈন্য-  
দ্বারা বহুসংখ্যক দুর্গ হস্তগত করি-  
লেন।

জয়সিংহের সহিত শিবজীর সদ্ভাব  
উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে লাগিল, ও পর-  
স্পরের মধ্যে অতিশয় স্নেহ জন্মাইল।  
উভয়ে সর্বদাই একত্র থাকিতেন, ও যুদ্ধে  
পরস্পরের সহায়তা করিতেন। বলা বা-  
হুল্য, যে শিবজীর একজন তরুণ হাবেল-  
দার সর্বদাই জয়সিংহের একজন পুরো-  
হিতের সদনে যাইতেন। নাম বলিবার  
কি আবশ্যক আছে?

সরলবক্তাব পুরোহিত জনার্কিনও  
ক্রমে রঘুনাথকে পুজবৎ দেখিতে লাগি-  
লেন। সর্বদাই গৃহে আশ্রয় করিতেন;  
রঘুনাথও যখন পারিতেন পুরোহিতের  
আবাসস্থান আপন আবাসস্থান করিতেন।  
এরূপ অবস্থায় রঘুনাথ ও সর্বদাই  
দেখা হইত, সর্বদাই কথা হইত, উভয়ের  
জীবন, মন, প্রাণ প্রাণের অনির্ব-  
চনীয় আনন্দলব্ধীতে প্রাণিত হইতে লা-

গিল। জগতে রঘুনাথ ও সরযু অপেক্ষা কে সুখী? মরলচিত্ত জনার্দন তাহা-দিগের ভ্রমের ভাব কিছুই বুঝিতেন না, কখন কখন তাহাদিগকে একত্র দেখিতেন বা কথা কহিতে দেখিতেন, কিন্তু রঘুনাথ “বাড়ীর ছেলে”, নিষেধ করিতেন না। রঘুনাথও জনার্দনকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করিতেন।

কএক মাসের মধ্যে বিজয়পুর অধীনস্থ অনেকগুলি দুর্গ হস্তগত করিয়া শিবজী অবশেষে একটি অতিশয় দুর্গম পার্বত-দুর্গ লইবার মানস করিলেন। তিনি কবে কোন্ দুর্গ আক্রমণ করিবেন, পূর্বে শত্রুকে তাহার সংবাদ দিতেন না, নিজের নৈশ্চর্যাও পূর্বে কিছুমাত্র জানিতে পারিত না। দিবাভাগে সেই দুর্গ হইতে ৫।৬ ক্রোশ দূরে জয়সিংহের শিবিরের নিকটেই তাহার শিবির ছিল, সাংরংকালে এক সহস্র মাউলী ও মহারাজীয়া সেনাকে প্রস্তুত হইতে কহিলেন, এক প্রহর রজনীর সময়, গভীর অন্ধকারে প্রকাশ করিলেন যে কতগুলি দুর্গ আক্রমণ করিবেন। নিশ্চক্ষে সেই এক সহস্র সৈন্যসমেত দুর্গাভিমুখে প্রয়াণ করিলেন।

অন্ধকার নিশীথে নিশ্চক্ষে দুর্গতলে উপস্থিত হইলেন। চারিদিকে সমভূমি, তাহার মধ্যে একটি উচ্চ পার্বতশৃঙ্গের উপর “কতগুলি দুর্গ” নির্মিত হইয়াছে। পার্বতে উঠিবার একমাত্র পথ আছে, একগণে বুদ্ধকালে সেই পথ বন্ধ হইয়াছে,

অত্যাশ্চর্য্য দিকে উঠা অতিশয় কষ্টসাধ্য, পথ নাই, কেবল জঙ্গল ও শিলাশাশি পারিপূর্ণ। শিবজী সেই কঠোর দুর্গম সৈন্যদিগা সৈন্যগণকে পার্বত আরোহণ করিবার আদেশ দিলেন; তাহার মাউলী ও মহারাজীয়া সৈন্য যেন পার্বত-বিড়ালের ন্যায় সেই রক্ষা ধরিয়া, শৈল হইতে শৈলাস্তরে লক্ষ দিতে দিতে পার্বত আরোহণ করিতে লাগিল। কোন স্থানে দাঁড়াইয়া, কোন স্থানে বসিয়া, কোথাও রক্ষের ডাল ধরিয়া লম্বমান হইয়া, কোথাও বা লক্ষ দিয়া, সৈন্যগণ অগ্রসর হইতে লাগিল, মহারাজীয়া সৈন্য ভিন্ন আর কোন জাতীয় সৈন্য একপ পার্বত আরোহণে সমর্থ কি না সন্দেহ। সহস্র সৈন্য এই রূপে পার্বত আরোহণ করিতেছে, কিন্তু শঙ্কমাত্র নাই, নিশ্চক্রে দ্বিপ্রহর নিশীথে কেবল নৈশাশ্রয় এক একবার সেই পার্বত-রক্ষের মধ্য দিয়া সর্ঘর শব্দে বহিয়া বাহিতেছে।

অর্দ্ধেক পথ উঠিলে পর শিবজী সহসা দেখিলেন, উপরে দুর্গপ্রাচীরের উপর একটি উজ্জ্বল আলোক। চিন্তাকুল হইয়া কয়েক দণ্ডায়মান রহিলেন; শত্রুরা কি তাহার আগমন-বাক্য শুনিতে পাইয়াছেন? নচেৎ প্রাচীরের উপর একপ আলোক কেন? আলোকের কিরণ দুর্বের নীচে পর্য্যন্ত পতিত হইয়াছে, যেন দুর্গবাসিগণ শত্রুপ্রতীক্ষা করিয়াই এই আলোক জ্বালিয়াছে যে অন্ধকারে আবৃত

হইয়া কেহ দুর্গ আক্রমণ করিতে না পারে। ক্ষণকাল ভিত্তাকুল হইয়া সেই আলোকের দিকে চাহিয়া রহিলেন, পরে নিজ সৈন্যগণকে আরও সতর্কভাবে রক্ষণ শৈলরাশির অন্তরাল দিয়া ধীরে ধীরে আরোহণ করিতে আদেশ করিলেন। নিশেধে মহারাষ্ট্রীয়গণ সেই পর্বত আরোহণ করিতে লাগিল, যেখানে বড় রক্ষ, যেখানে ঝোপ, যেখানে শৈলরাশি, সেই সেই স্থান দিয়া বৃকে হাঁটিয়া উঠিতে লাগিল, শব্দমাত্র নাই, অন্ধকারে নিশেধে শিবজী সেই পর্বতে উঠিতে লাগিলেন।

ক্ষণেক পর একজী পবিত্র স্থানের নিকট আসিয়া পড়িলেন, উপর হইতে আলোক তথায় স্পষ্টরূপে পতিত হইয়াছে, সে স্থান দিয়া সৈন্য যাইলে, উপর হইতে দেখা যাওয়ার অতিশয় সম্ভাবনা। শিবজী পুনরায় দণ্ডায়মান হইলেন; রক্ষের অন্তরালে দণ্ডায়মান হইয়া এদিকে ওদিকে দেখিতে লাগিলেন, সম্মুখে দেখিলেন প্রায় ১০০ হস্ত পরিমাণ স্থানে রক্ষমাত্র নাই, পরে পুনরায় রক্ষশ্রেণী রহিয়াছে। এই ১০০ হস্ত বিরূপে যাওয়া যায়? পার্শ্বে দেখিলেন, যাইবার কোন উপায় নাই, নীচে দেখিলেন, অনেক দূর আসিয়াছেন, পুনরায় নীচে যাইয়া অন্য পথ অবলম্বন করিলে দুর্গে আসিবার পূর্বেই প্রাতঃকাল হইতে পারে। শিবজী ক্ষণেক নিশেধে দণ্ডায়মান রহিলেন, পরে বাল্যকালের সুহৃদ্বিশ্বাসী মাউলী বোদ্ধা

তন্নজী মালজীকে ডাকাইলেন; দুইজনে সেই রক্ষের অন্তরালে দণ্ডায়মান হইয়া ক্ষণেক অতি মূহুর্তের পরামর্শ করিতে লাগিলেন। ক্ষণেক পরে তন্নজী চলিয়া যাইলেন, শিবজী অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, তাঁহার সমস্ত সৈন্য নিশেধে অপেক্ষা করিতে লাগিল।

অর্দ্ধ দণ্ডের মধ্যে তন্নজী ফিরিয়া আনিলেন, তাঁহার শরীর দিক্ত, কেশ ও সমস্ত পরিচ্ছদ হইতে জল গড়িতেছে। তিনি শিবজীর নিকট আসিয়া অতি মূহুর্তের কি কহিলেন; শিবজী ক্ষণমাত্র চিন্তা করিয়া বলিলেন, “তাঁহাই উচক, অন্য উপায় নাই।” তিনি পুনরায় সেনাদিগকে চলিবার আদেশ দিলেন, তন্নজী অগ্রে অগ্রে চলিলেন।

রক্তির জল অবতরণ দ্বারা এক স্থানে প্রস্তর ক্ষয় পাওয়া প্রাণালীর ন্যায় হইয়াছিল। দুই পার্শ্বে উচ্চ, মধ্য গভীর, রক্তির সময় সেই গভীর স্থান জলে পরিপূর্ণ হইত, এখনও তাহাতে জল আছে। সেই জল ভাঁজিয়া বৃকে হাঁটিয়া যাইলে পর দুই পার্শ্বে উচ্চ পাড় থাকার সম্ভবতঃ শত্রুরা দেখিতে পাইবে না, এই পরামর্শ দ্বির হইল ও সমস্ত সৈন্য ধীরে ধীরে সেই প্রান্তের মধ্য দিয়া পর্বত আরোহণ করিতে লাগিল। শত সহস্র শিলাখণ্ডের উপর দিয়া নিম্নক অন্ধকার রজনীতে অন্তরালে পর্বতজল অবতরণ করিতেছে, সেই শিলাখণ্ডের উপর দিয়া, সেই জল

ভাঙ্গিয়া সহস্র সেনা নিঃশেষে পূরিত  
আরোহণ করিতে লাগিল। অচিরে  
উপরিস্থ বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যে যাইয়া প্রবেশ  
করিল, শিবজী মনে মনে ভবানীকে ধন্য-  
বাদ করিলেন।

সহস্রাভিহার পার্শ্ব একজম সেনা প-  
তিত হইল, শিবজী দেখিলেন, তাহার বক্ষঃ-  
স্থলে তীর লাগিয়াছে। আর একটা তীর,  
আর একটা, আরও বহু সংখ্যক তীর।  
শত্রুগণ জাগরিত হইয়া রহিয়াছে, শিব-  
জীর সৈন্য জলপ্রণালী দিয়া আরোহণ  
করিবার সময় তাহাদের সন্দেশ হওয়ায়  
তাহারা সেই দিকে তীর নিক্ষেপ করি-  
য়াছে।

শিবজীর সমস্ত সৈন্য বৃক্ষের অন্ত-  
রালে দণ্ডায়মান হইল, তীর নিক্ষেপ থা-  
মিয়া গেল, শিবজী বুঝিলেন শত্রুরা স-  
ন্দেশ করিয়াছে মাত্র, এখনও স্পর্ষ্য বুদ্ধিতে  
পারে নাই। তিনি দুর্গের দিকে চাহিয়া  
দেখিলেন, একটা আলোকের স্থলে দুই  
তিনটা প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে, সময়ে সময়ে  
প্রহরীগণ এদিক ওদিক বাইতেছে। তখন  
তিনি দুর্গপ্রাচীর হইতে কেবল মাত্র ৩০০  
হস্ত দূরে। বুঝিলেন সৈন্যগণ সতর্কিত  
হইয়াছে, ভীষণ যুদ্ধ বিনা অদ্য দুর্গ হস্ত-  
গত হইবার নহে।

শিবজীর চির সহচর তন্নজী মালজীও  
এ সমস্ত দেখিলেন। ধীরে ধীরে বলিলেন  
“রাজ্য! এক্ষণ ও নাশিয়া যাইবার সময়  
আছে, অদ্য দুর্গ হস্তগত না হয় কল্য

হইবে, কিন্তু অদ্য চেষ্টা করিলে সকলের  
বিনাশ হইবার সম্ভাবনা আছে।” বিপ-  
দরাশির মধ্যে শিবজীর সাহস ও উৎসাহ  
সহস্র গুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইত। তিনি ব-  
লিলেন “জয়সিংহের নিকট যাহা বলি-  
রাছি তাহা করিব, অদ্য কস্মিনশ্চ লইব  
অথবা এই যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিব।”  
শিবজীর নয়নময় উজ্জ্বল, স্বর স্থির ও  
অকম্পিত, তন্নজী দেখিলেন অত্যুপরামর্শ  
বৃথা, বলিলেন “বিপদের সময় প্রতু-  
গাৰ্ধ তিন্ন তন্নজীর অস্ত্র স্থল নাই, অগ্র-  
সর হউন।”

শিবজী নিম্নত্রে সেই বৃক্ষশ্রেণীর দি-  
তর দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। শ-  
ত্রুকে ভুলাইবার জন্য এক শত সৈন্যকে  
দুর্গের অপর পার্শ্বে যাইয়া গোঁল করিতে  
আদেশ করিলেন। এক দণ্ড কালের মধ্যে  
দুর্গের অপর পার্শ্বে গোঁল শুনা যাইল,  
সেই দিক হইতে শিবজী দুর্গ আক্রমণ  
করিয়াছেন বিবেচনা করিয়া দুর্গের প্রহরী  
ও সৈন্য সকলে সেই দিকে দণ্ডায়মান হইল।  
এ দিকে প্রাচীরোপরি যে দুই তিনটা আ-  
লোক জ্বলিতেছিল তাহা নিবিয়া যাইল।  
তখন শিবজী বলিলেন “মহারাজীয়াগণ!  
শত যুদ্ধে তোমরা আপন বিক্রমের পরি-  
চয় দিয়াছ, শিবজীর নাম রাখিয়াছ, অদ্য  
আর একবার সেই পরিচয় দাও। তন্নজী!  
বালকালের সৌকর্যের পরিচয় অজ্ঞ প্র-  
দান কর।” পরে রথুনা বজ্রীউক্রে পাশ্বে  
দেখিয়া বলিলেন “হারেলদার! এক



দিন আবার প্রাণ বঁচাইরাহিলে, অন্য বঁচাওনা। প্রভুকে সকলের হৃদয় সাহসে পরিপূরিত হইল, নিঃশঙ্কে সেই গভীর অন্ধকারে সকলে আগ্রসর হইলেন, অচিরে দুর্গপ্রাচীরের নিকট পৌঁছিলেন। রজনী দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে, আকাশে আলোক নাই, জগতে শব্দ নাই, কেবল রহিয়া রহিয়া নৈশ বায়ু সেই পর্বত রক্ষের ভিতর দিয়া মর্দর শব্দে প্রবাহিত হইতেছে।

কসমগুলের প্রাচীর হইতে শিবজী পঞ্চাশৎ হস্ত দূরে আছেন, এমন সময় দেখিলেন প্রাচীরের উপর এক জন প্রহরী;—রক্ষের ভিতর শব্দ শ্রবণ করিয়া প্রহরী পুনরায় এই দিকে আসিয়াছে। একজন মাউলী নিঃশঙ্কে একটা তীর নিক্ষেপ করিল,—হতভাগা প্রহরীর মৃত শরীর প্রাচীরের বাহিরে পতিত হইল।

সেই শব্দ শুনিয়া আর এক জন, দুই জন, দশ জন, শত জন, ক্রমে দুই তিন শত লোক প্রাচীরের উপর ও নীচে জড় হইল; শিবজী রোষে ওষ্ঠের উপর দন্ত রূপন করিলেন, আর লুকাগিত থাকিবার উপায় দেখিলেন না, সৈন্যকে আগ্রসর হইবার আদেশ দিলেন।

তৎক্ষণাৎ মহারাষ্ট্রীয়দিগের “হর হর মহাদেও” ভীষণনাদ গগনে উদ্ভিত হইল, এক দল প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিবার জন্য বৌড়িয়া গেল, আর এক দল রক্ষের ভিতর থাকিয়াই ফিপ্রহন্তে প্রাচী-

য়ারোহী মুসলমানদিগকে তীর দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিল। মুসলমানেরাও শত্রুর আগমনে কিছু মাত্র ভীত না হইয়া “আল্লাহু আকবর” শব্দে আকাশ ও মেদিনী কন্দ্ৰিত করিল, কেহ বা প্রাচীরের উপর হইতে তীর ও বর্ষা নিক্ষেপ করিতে লাগিল, কেহ বা উৎসাহপরিপূর্ণ হইয়া প্রাচীর হইতে লক্ষ দিয়া আসিয়া রক্ষমধ্যে মহারাষ্ট্রীয়দিগকে আক্রমণ করিল।

শীঘ্রই সেই প্রাচীরতলে ও রক্ষমধ্যে ভীষণকাণ্ড হইয়া উঠিল। প্রাচীরের উপরিত্ত মুসলমানেরা সবল বর্ষাচালনে আক্রমণকারীদিগকে হত করিতে লাগিল, তাহারাও অব্যর্থ তীর সঞ্চালনে মুসলমানদিগকে বিনাশ করিতে লাগিল। রাশি রাশি মৃত দেহে প্রাচীর-পার্শ্ব পরিপূর্ণ হইল, যোদ্ধৃগণ সেই মৃত দেহের উপর দণ্ডায়মান হইয়া খজা বা বর্ষা চালন করিতে লাগিল, রক্তে আক্রান্ত ও আক্রমণকারীদিগের শরীর রঞ্জিত হইয়া যাইল। শত শত মুসলমানেরা রক্ষের ভিতর পর্দান্ত আনিয়াছিল; শিবজীর মাউলীগণ একেবারে ব্যাঘ্রের ন্যায় লক্ষ দিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিল, প্রবলপ্রতাপ আফগানেরাও যুদ্ধে অপটু নহে, রক্ত-স্রোত সেই পর্বত দিয়া বহিয়া পড়িতে লাগিল। রক্ষের অন্তরালে ঝোপের ভিতর, শিলারশির পার্শ্বে শত শত মহারাষ্ট্রীয়গণ দণ্ডায়মান হইয়া অব্যর্থ তীর ও বর্ষা সঞ্চালন করিতে লাগিল, রক্ষপত্র ও

রক্ষণাধারিত্তির দিয়া অব্যাহিত-স্রোতে সেই তীর আক্রান্তদিগের সংখ্যা ক্রীণতর করিতে লাগিল, আক্রমণকারী ও আক্রান্তদিগের বন বন সিংহনাদে ও আত্মদীনের আত্মনাদে সেই নৈশ গুণগন কল্পিত হইতে লাগিল।

সহসা এ সমস্ত শব্দকে ডুবাওয়া প্রাচীর হইতে “শিবজী কি জয়” এইরূপ বজ্রনাদ উদ্ভূত হইল। মুহূর্ত্তের জন্য সকলেই সেই দিকে চাহিয়া দেখিল। দেখিল, শত্রুসৈন্য ভেদ করিয়া, মৃতদেহরাশির উপর দাঁড়াইয়া, রক্তাঞ্জিত বর্ষার উপর ভর-দিয়া একজন মহারাজীয় যোদ্ধা এক লক্ষ কদমগুলের প্রাচীরের উপর উঠিয়াছেন; তথায় পাঠানদিগের পতাকা পদাঘাতে ফেলিয়া দিয়াছেন, পতাকাধারী ও দুই একজন প্রহরীকে বর্ষা ও খজা চালানে হত করিয়াছেন, প্রাচীরোপরি দণ্ডায়মান হইয়া সেই অপূর্ণ যোদ্ধা বজ্রনাদে “শিবজী কি জয়” শব্দ করিয়াছিলেন, সেই যোদ্ধা রঘুনাথজী হাবেলদার।

হিন্দু ও মুসলমান এক মুহূর্ত্তের জন্য যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়া বিস্ময়োৎফুল লোচনে তারকালোকে সেই দীর্ঘ মূর্ত্তিরদিকে দৃষ্টি করিল। যোদ্ধার লৌহনির্মিত শিরস্ত্রাণ তারকালোকে চক্ষু মক্ষু করিতেছে, হস্ত, বাহু, পদদ্বয় রক্তে আঞ্জিত, বিশাল বক্ষের চর্মে দুই একজী তীর লাগিয়া রহিয়াছে, দীর্ঘ হস্তে রক্তাঞ্জিত, অতি দীর্ঘ বর্ষা, উজ্জল নয়ন ওজ্জ্বল কক্ষকেশে আবর্ত্তা শত্রু-

রাত পোতের সমুখে উষ্মাশির ন্যায়, এই যোদ্ধার দুই পাশে মুহূর্ত্তের জন্য সচকিতে সরিয়া গেল, সেই দীর্ঘ বর্ষাদারীর নিকট সহসা-কেহ আসিল না, মুহূর্ত্তের জন্য বোধ হইল যেন স্বয়ং রণদেব দীর্ঘ বর্ষা হস্তে আকাশ হইতে প্রাচীরোপরি অবতীর্ণ হইয়াছেন।

ক্ষণকাল মাত্র সকলে নিস্তব্ধ রহিল; পরেই আফগানগণ, শত্রু প্রাচীরে উঠিয়াছে দেখিয়া, চারিদিক হইতে বেগে আনিতে লাগিল; রঘুনাথকে চারিদিকে শত্রুদল কক্ষমেঘের ন্যায় আসিয়া বেষ্টিত করিল। রঘুনাথ খজা ও বর্ষাচালনে অবতীর্ণ, কিন্তু শত লোকের সহিত যুদ্ধ অসম্ভব, রঘুনাথের জীবন সংশয়।

কিন্তু মাউলীগণও কাতর রহিল না। রঘুনাথের বিক্রম দেখিয়া উৎসাহিত হইয়া সকলে সেই প্রাচীরের দিকে ধাবমান হইল; বাস্তবের ন্যায় লক্ষ দিয়া প্রাচীরে উঠিল, রঘুনাথের চারিদিকে বেষ্টিত করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল, দশ পঞ্চাশ, দুই তিন শতজন সেই প্রাচীরের উপর বা উভয় পাশে আসিয়া জড় হইল, ছুরিকা ও খজাঘাতে পাঠানদিগের সারি ছিন্ন ভিন্ন করিয়া পথ পরিষ্কার করিল, মহানাদে দুর্গ পরিপূরিত করিল। সহস্র মহারাজীয়েস সহিত দুই তিন শত পাঠানের যুদ্ধ করা সম্ভব নহে, তাহার মহারাজীয়েস গতিবোধ করিতে পারিল না কিন্তু তখনও সিংহবীর্ষ্য প্রকাশ করিয়া গতিবোধের চেষ্টা করিতেছা

সেই ভুল হতাকাণ্ডের মধ্যে আর একটা বন্ধনাদ উদ্ভিত হইল; শিবজী ও তরঙ্গী প্রাচীর হইতে লক্ষদীর্ঘা দুর্গের ভিতরদিকে ধাবমান হইতেছেন; সৈন্যগণ বুলিল, আর এখানে যুদ্ধের আবশ্যকনাই, সকলেই প্রকৃত পশ্চাৎ পশ্চাৎ দুর্গের ভিতর দিকে ধাবমান হইল। পাঠানগণ প্রায় হত কি নাহত, মহারাজীন্দ্রদিগের পশ্চাৎদান করিতে অসমর্থ।

শিবজী বিদ্রোহ-গতিতে কিল্লাদারের প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন, সে প্রাসাদ অতিশয় কঠিন ও সুশক্ত, মহা মহারাজীন্দ্রের বর্ষাঘাতে প্রাচীর ও দ্বারদেশ কম্পিত হইল, কিন্তু ভাঙ্গিল না। শিবজীর আদেশ অনুসারে মহারাজীন্দ্রেরা সেই প্রাসাদ বেটন করিল ও বাহিরের প্রহরী সকলকে হত করিল। শিবজী তখন বন্ধনাদে কিল্লাদারকে বলিলেন “হার লিয়া দাও, নচেৎ প্রাসাদ দাহ করিব, প্রাসাদবাসী সকলে বিনষ্ট হইবে।” নির্ভীক পাঠান উত্তর করিলেন “অগ্নিতে দগ্ধ হইব, কিন্তু কাকেরের সম্মুখে হারি খুলিব না।”

তৎকালে শত মহারাজীন্দ্র মশাল আনিয়া ঘারে ও জানালায় অগ্নিদান করিতে লাগিল। উপর হইতে কিল্লাদার ও তাঁহার সঙ্গীগণ তীর ও বর্ষাঘাতে প্রাসাদে অগ্নিদান নিবারণ করিবার চেষ্টা পাইলেন, শত মহারাজীন্দ্র মশালহস্তে ভূতপশাণী হইল, কিন্তু অগ্নি জ্বলিল।

প্রথমে দ্বার, গণাক, পরে কড়িকাট, পরে সেই দিক্খীন প্রাসাদ সমস্ত অগ্নিতে জ্বলিয়া উঠিল, সেই প্রচণ্ড আলোক ভীষণভাবে আকাশের দিকে ধাবমান হইল, ও রজনীর অন্ধকারকে আলোকময় করিল। দুর্গের উপরে নীচের পরিগ্রামে, বহুদূর পর্যন্ত পক্ষিতে ও উপত্যকার সেই আলোকস্তম্ভ দৃষ্ট হইল, সেই দাহের শব্দ শ্রুত হইল, সকলে জানিল শিবজীর দুট মনীয় ও অপ্রতিহত সেনা মুসলমান-দুর্গ জয় করিয়াছে।

বীরের বাহা সাধা, পাঠান কিল্লাদার রহমৎ খাঁ তাহা করিয়াছিলেন, এক্ষণে সন্দের যোদ্ধার সহিত বীরের আয় মরিতে বাকি ছিল। বখন গৃহ অগ্নিপূর্ণ হইল, রহমৎ খাঁ ও সঙ্গীগণ লক্ষ দিয়া ছাদ হইতে ভূমিতে অবতরণ করিলেন, এক এক জন এক এক মহাবীরের আয় স্বজা চালনা করিতে লাগিলেন, সেই স্বজা চালনার বহু মহারাজীন্দ্র হত হইল।

সকলে সেই মুসলমানদিগকে বেটন করিল, তাঁহারা শত্রুর মধ্যে চমৎকার পরাধম প্রকাশ করিয়া একে একে হত হইতে লাগিলেন। একজন, দুইজন, দশজন হত হইলেন। রহমৎ খাঁ আহত ও ক্ষীণ, তখনও সিংহবীর্যের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন, কিন্তু তাঁহাকে চারিদিকে বেটন করিয়াছে, চারিদিকে স্বজা উত্তোলিত হইয়াছে, তাঁহার জীবনের আশা নাই, এক্ষণ সময় উত্তেজনের শিবজীর

আদেশ প্রদত্ত হইল “কিল্লাদারকে বন্দী কর, বীরের প্রাণসংহার করিও না।” ক্ষীণ আহত আফগানের হস্ত হইতে খজা কাড়িয়া লইল, তাঁহার হস্ত বদ্ধন করিয়া তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখিল।

মহারাজীসেরা প্রাসাদের অগ্নি নির্যাস করিতেছে এমন সময় শিবজী দেখিলেন দুর্গের উপর পার্শ্ব হইতে রক্ষণ মেঘের ন্যায় প্রায় ছয়শত আফগান সৈন্য সমীপস্থ হইয়া আসিতেছে। শিবজী দুর্গপ্রাচীর আক্রমণ করিবার পূর্বে যে একশত সৈন্যকে অপর পার্শ্ব পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, তাহারাই সেইদিকে গোলকরাতে দুর্গের অধিকাংশ সৈন্য সেই দিকেই গিয়াছিল; পূর্ত মহারাজীসগণ ক্ষণেক রক্ষের অন্তরাল হইতে যুদ্ধ করিয়া ক্রমে ক্রমে পলায়ন করিতে লাগিল, তাহাতে মুসলমানেরা উৎসাহিত হইয়া পর্বতের তল পর্য্যন্ত সেই একশত মহারাজীসের পশ্চাদ্ভাবন করিয়াছিল, অপর দিকে শিবজী আক্রমণ করিয়া যে দুর্গ হস্তগত করিয়াছিলেন তাহা তাহার কিছুমান জানিতে পারে নাই।

পরে যখন প্রাসাদের আলোকে ক্ষেত্র, গ্রাম, পর্বত ও উপত্যকা উদ্ভীষ্ট হইয়া উঠিল, তখন সেই অধিকাংশ মুসলমানগণ আপনাদিগের ভ্রম জানিতে পারিয়া পুনরায় দুর্গারোহণ করিয়া শত্রু বিনাশ করিতে কৃতসঙ্কপ হইল। শিবজী অল্প সংখ্যক সৈন্যকে পরাস্ত করিয়া দু-

র্গত্যাগ করিয়াছিলেন, এক্ষণে অপর পার্শ্ব হইতে পাঁচ কি ছয়শত যোদ্ধা আসিতেছে দেখিয়া তাঁহার মুখ গম্ভীর হইল।

পতীক নগ্ননে দেখিলেন দুর্গের মধ্যে বিস্মাদারের প্রাসাদই সর্বাপেক্ষা দুর্গম স্থান। চারিদিকে পার্শ্ব, তাহার পর প্রকরময় প্রাচীর, অগ্নিতে সে প্রাচীরের কিছুমাত্র অগ্নি হয় নাই। তাহার মধ্যে প্রাসাদ, প্রাসাদের দ্বার ও গণাক জুলিয়া গিয়াছে, কোথাও বা ঘর পড়িয়া প্রস্তর ভাঙিয়া পড়িয়াছে, তীক্ষ্ণনয়ন শিবজী মুহূর্তের মধ্যে দেখিলেন অধিক সংখ্যক সৈন্যের নিকটে যুদ্ধ করিবার স্থল ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর হইতে পারে না।

মুহূর্তের মধ্যে মনে সমস্ত ধারণা করিলেন; স্বয়ং তন্নজী ও দুইশত সৈন্য সেই প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন, প্রাচীরের পার্শ্বে তিরন্দাজ রাখিলেন, দ্বার গণাকের পার্শ্বে পার্শ্বে তিরন্দাজ রাখিলেন, ছাদের উপর বর্ষাদারী যোদ্ধাগণকে সম্মিলিত করিলেন; কোথাও প্রস্তর পরিষ্কার করিলেন, কোথাও যদি প্রস্তর একত্র করিলেন, মুহূর্ত মধ্যে সমস্ত প্রস্তুত। তখন হাসা করিয়া তন্নজীকে কহিলেন “এই আমাদের শেষ উপায়, কিন্তু শত্রুকে এই স্থান দিতে দিয়ার পূর্বেই বোধ হয় পরাস্ত করা যাইতে পারে, অক্রমণে সহসা আক্রমণ করিলে তাহার ভয় দিয়া পলায়ন করিবে। তহুয়া, দুইশত সৈন্যসহিত এই স্থানে অবস্থিতি কর,

আমি এইবার উদ্যোগ করিয়া দেখি।”

শিবজী। “তুমি এখানে অবস্থিতি করিবে না, একজন মহারাজার পুত্র ও এখানে অবস্থিতি করিবে না! ক্ষত্রিয়রাজা! সন্মুখে যুদ্ধে সকলেই অপটু, কিন্তু যদি এখানে আক্রান্ত হয় তবে আপনি না পালকিলে কাহার কৌশল-বলে এ প্রাঙ্গণ রক্ষিত হইবে?”

শিবজী দৈব-হাস্য করিয়া বলিলেন “তুমি! তোমার কথাই ঠিক! আমি সন্মুখে শত্রু দেখিয়া যুদ্ধলুপ্ত হইয়া পলাইয়া যাইব। কিন্তু না, এই স্থানেই আমি অবস্থান করিব। আমার হাতিবাহিনীকে তিন শত মাত্র সৈন্যের সহিত আক্রমণ করিয়া পরাস্ত করিতে পারিবে?”

পাঁচ, সাত, দশ জন হাবিলদার একবারে দণ্ডায়মান হইলেন, সকলে গোল করিয়া উঠিল। রঘুনাথ তাহাদের এক পাশে দণ্ডায়মান হইলেন, কিন্তু কথা কহিলেন না, নিঃশব্দে মৃত্তিকার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

শিবজী ঘীরে ঘীরে সকলের দিকে চাহিয়া, পরে রঘুনাথকে দেখিয়া বলিলেন “হাবেলদার! তুমি ইহাদের মধ্যে মর্ষকনিষ্ঠ, কিন্তু ঐ বাজতে অনুরোধ ধারণ কর, অদ্য তোমার বিক্রম দেখিয়া পরিতুষ্ট হইয়াছি, তুমিই অদ্য দুর্গবিজয় আরম্ভ করিয়াছ, তুমিই শেষ কর।”

রঘুনাথ নিঃশব্দে ভূমি পর্য্যন্ত দৃষ্টি

নিমাইয়া তিন শত সৈন্যের সহিত বিদ্যুৎগতিতে নয়নের বহির্গত হইলেন।

শিবজী রাজার দিকে চাহিয়া বলিলেন “তোমার রাজপুত্র জাতীয়; উহার মুখের দিকে দেখিলে কোন উন্নত বীরবংশের স্মৃতি বোধ হয়, কিন্তু হাবেলদার! তুমিই এই বিষয় একটা কথাও বলে না, তোমার অধারণ সাহস সম্বন্ধে একটা গল্প বাক্যও উল্লেখ করে না, কেবল রঘুনাথের নাম কানে, সেই সাহস ও বিক্রম শ্রবণ করে। এক দিন শুনায় আমার কান রক্ষা করিয়াছিল, অদ্য রঘুনাথই দুর্গবিক্রমে অগ্রসর,—আমি এপর্য্যন্ত কেনও পুরস্কার দিই নাই, কল্য রাজসভায় রাজা জয়সিংহের সম্মুখে রঘুনাথ সাহসের উচ্চিত পুরস্কার পাইবেন।”

রঘুনাথজী যুদ্ধের কৌশল শিক্ষা করেন নাই, করিতে চেষ্টাও করেন নাই; একেবারে তিন শত মাঠলীর সহিত বর্ষা-ছন্তে দুর্দমনীর ভীষণ বেগে মুসলমানদিগকে আক্রমণ করিলেন। ত্রিশশত ছত্ৰদূর হইতে সকলে অব্যর্থ বর্ষা নিক্ষেপ করিল, পরে “হর হর মহাদেও” ভীষণ নাদে ব্যাঘ্রের মত লক্ষ দিয়া মুসলমানদিগের মধ্যে বাইয়া পড়িল। সে বেগে অমাবৃতিক ও অনিবার্য্য, যুদ্ধের মধ্যে প্রবল পাণ্ডকাত্ত আফগানশ্রেণীও ছারখার ও ভিন্ন হইয়া গেল, উন্নত মাঠলীদিগের অব্যবহিত ছুরিকা ও শব্দ

অথাত আফগানগণ নিপতিত হইতে  
নাছিল।

কিন্তু আকগানগণও যুদ্ধবিষয়ে অ-  
পটু নহেন ; শেনীচ্যুত হইয়াই পড়িয়া না,  
পুনরায় উঠে; স্বরে যুদ্ধনিমিত্তে সীমা বা-  
উল্লীদিগকে যেমন কহিয়া যুদ্ধের কথা যে  
দৃশ্য দৃষ্ট হইল তাহার বর্ণনা দুঃসাপ্য।  
নিবিড় অরণ্যে এক বিহু দেখা যায় না,  
আপনি হস্তের অঙ্গি ভাল দেখা বাইতেছে  
না, তা'দেহে সেই আশা পরিপূর্ণ হইল,  
কিন্তু তরুণে আসিয়া বাইতে লাগিল,  
কিন্তু যখন সুরিকার অব্যাহত পরিচালিত  
হইতেছে, যুদ্ধনিমিত্তে মেদিনী ও গগন  
পরিপূরিত হইতেছে ; বোধ হয় যেন এ  
মনুষ্যের যুদ্ধ নহে, শত মহত্ব রক্তনোম্পূণ  
ক্ষুদিত ব্যাঘ্র পৈশাচিক শব্দে পরস্পরকে  
নখদ্বারা বিদীর্ণ করিতেছে।

যন যন ভীষণনাদে বেটনকরী আফ-  
গানগণ মুহুম্বলঃ সেই তিন শত যোদ্ধাকে  
আক্রমণ করিতেছে, কিন্তু সেই অপূর্ণ  
যোদ্ধাশ্রেণী কম্পিত হইল না। সমুদ্রের  
মাঝ ভীষণ গর্জনে মুসলমানেরা সেই  
বীর-প্রাচীরে আঘাত করিতেছে, কিন্তু প-  
র্কৃততুল্য সেই বীর প্রাচীর অনায়াসে সে  
আঘাত প্রতিহত করিতেছে। মৃতের শ-  
রীরে চারিদিক প্রাচীরের মাঝ হইরাছে,  
মাউলীদিগের সংখ্যা ক্রমে ক্ষীণ হইতেছে,  
আফগানগণ পুনঃ পুনঃ অধিকতর বেগে  
আক্রমণ করিতেছে, কিন্তু সে শ্রেণী ভিন্ন  
হইল না।

মহা। “শিবজীকি জয়” এইরূপ  
বজ্রবাদ হইল, সকলে চকিত হইয়া চাহিয়া  
দেখিল, দুর্গের তিন চারি স্থলে রহৎ রহৎ  
অট্টালিকা অস্তিতে ধু ধু করিয়া জুলিয়া উ-  
ঠিয়াছে ও সেই দিক হইতে মুকনিবাদ ক-  
রিয়া আরও মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য আসি-  
তেছে। যে একশত জন মহারাষ্ট্রীয় ধৃত-  
তার সহিত আকগান সৈন্য দুর্গের বাহির  
করিয়া লইয়া গিয়াছিল, আকগানগণ  
দুর্গ প্রত্যাগমন করিলে তাহারা পশ্চাৎ  
দিক দিয়া পলায়নে গেলেন। সেইদিক হইতে আসিয়া  
কোনও গুলিও অগ্নিমান করিয়া মুসলমান-  
দিগকে হত্যা করিল। আকগানদি-  
গের দুর্গে প্রবেশ হইয়াছে, প্রাসাদ  
জুলিয়া গিয়াছে, সমানা অট্টালিকা জ্ব-  
লিতেছে, সমুখে শত্রু, পশ্চাতে শত্রু,  
মনুষ্যের যাহা সাধ্য তাহারা করিয়াছিল,  
আর পারিল না, একেবারে রণে ভঙ্গ  
দিয়া পলায়ন করিল, মহারাষ্ট্রীগণ প-  
শ্চাৎকাবন করিয়া শত শত শত্রু বিনষ্ট  
করিল। রত্ননাথ তখন উচ্চৈঃস্বরে খা-  
দেশ দিলেন ‘পলাতককে বন্দী কর,  
হত্যা করিও না; শিবজীর অ’দেশ পা-  
লন কর।’ পলাতকগণ অস্ত্র বিসর্জন  
করিয়া প্রাণ যাচঞা করিল,—তঁাহাদি-  
গের প্রাণরক্ষা হইল।

তখন রঘুনাথ দুর্গের অগ্নি নিক্ষেপ ক-  
রিয়া, প্রাচীরের স্থানে স্থানে প্রহরী সং-  
স্থাপন করিলেন ; গোলা বাকুদ এই অস্ত্র-  
শস্ত্রের ঘরে আপন প্রহরী সমিবেশিত ক-

রিলে, বন্দীদিগকে একটি ঘরে কঙ্ক ক-  
রিয়া রাখিলেন; দুর্গের সমস্ত ঘর সমস্ত  
শূন্য হওয়া করিয়া সুরক্ষার আদেশ দিয়া  
শিবজীর নিকট বাইরা শির নক্ষত্রী স-  
মস্ত সমাচাও নিবেদন করিলেন।

উবার রক্তমাছুটা পূর্ব নিকে দৃষ্ট

হইল; প্রাতঃকালের সুরক্ষা শীতল বায়ু  
দীপ্ত হীরে বহিয়া বাইতে লাগিল; সমস্ত  
দুর্গ শব্দশূন্য, নিস্তব্ধ! যেম এই সুরক্ষা  
শান্ত পাদপাশিত পুরুতশেখর যোগী-  
কর্মির আশ্রয়,—যেম হুজুর পৈশাচিক  
রব কখন এক্ষণে প্রাতঃ হইয়া নাই!

## কে গাহিল!

কে গাহিল—কি মধুর—ওই যে আবার—  
ছুটিল সঙ্গীত—জ্যোত ভাসিয়ে গগন,  
একি—এয়ে ভেসে যায় হৃদয় আমার,  
নিশীথে কে করে হেন সুধা-বরিষণ!

আবার—আবার গায়

পুনঃ চিত্ত ভেসে যায়;

নারীকণ্ঠ? বটে তাই,

ছুটিয়া গবাক্ষে যাই—

দেখিলাম, কি দেখিহু কি বলিল ছায়,

ছির-সৌদামিনী-লতা পড়িয়া ধরায়।

২

জ্যোৎস্না-প্রাণিত দূর সরসির তটে,  
কৌমুদী-কিরণ-স্নাত পাষণ সোপাঙ্গে,  
পড়িয়া প্রতিমা খানি যেন চিত্রপটে  
বিস্তৃত নয়ন দুটি গগণের পানে।

বাম গণ্ড বাম করে,

বাতালে কুণ্ডল নড়ে,

নিশিগন্ধা বসন্তের

কিবা শশী শরদের—

ললিত সপ্তম গায় সঙ্গীত লহরী  
পীযুষ প্রবাহে মত্তা নীরব শরীরী।

৩

আবার সঙ্গীত—জ্যোত উঠিল উখলি,  
আবার প্রকৃতি-চিত্ত উঠিল আঁকুলি;  
নাচিল সরসিরল, নাচিল পবন,  
নাচিল শাখার পাতা লতায় প্রস্থান।

হরষিত নীলাশ্বরে

ছাদিয়া কিরণ করে,

মরি কি গভীর তান,

আকুল করিল প্রাণ;

অবসে মূহুর খাদে গড়ায়ে পড়িল,

হৃদয়ের জ্যোতসম সঙ্গীতে মিশিল।

৪

শুনিয়াছি বসন্তের কোকিল-কুজন,  
শুনিয়াছি বাঁশরীর মধুর নিকুণ,  
বসিয়া তরুর তলে, মাথার উপরি  
ছুটিয়াছে পাপিয়ার সঙ্গীত লহরী,

ছাসিপূর্ণ বিবাহের

নর্তকী মধুর অরে

গাহিয়াছে মূলতান,  
শুনিরাছি সেই গান  
কিন্তু হেন উম্মাদিনী জীবন্ত রাগিণী,  
শুনি নাই হেন গীত চিত্ত-বিপ্লাবিনী।

৫

শুনিলাম—কিন্তু কত শুনিবনা আর  
সুধুই হারানু চিত্ত সঙ্গীত শ্রবণে,  
সুখের পিপাসা চিত্তে কেন হ্রস্বিবার,  
সংখের সামগ্রী কেন হ্রস্ব জীবনে ?  
ইচ্ছা করে দিবানিশি  
এই গর্বাঙ্কেতে বসি,  
ওই সুমধুর গান  
শুনিয়া যুড়াই প্রাণ,

বুকেনা স্বাধীন পাখী পৃথিকের মন,  
যুড়ায়ে আশন চিত্ত করে শলায়ন।

৬

শুনিব না আর যদি গাহ একবার  
হৃদয়-কবাট আমি করি উন্মাদন,  
গাহ তুমি বরষিয়া সুখ-পারাবার,  
রেখে দেই চিত্তে আমি করিয়া বন্ধন ;  
কি শরনে কি স্বপ্নে  
উখাল উঠিবে প্রাণে,  
বাজিবে তরঙ্গ বুকে  
উঠিবে উখলি সুখে,  
তুলিয়া সপ্তমে তুমি গাহ বিহঙ্গিনী  
বেধে রাখি বক্ষঃস্থলে তব প্রতিম্বিনী।

জিঃ—

## ভারবি।

অসীম বারিধি-হৃদয়ে যেমন অনন্ত রক্ত-  
রাগি, অমল কবিহৃদয়ে সেইরূপ অনন্ত  
ভাবরাশি। বারিধি-হৃদয়ের রক্ত যেমন বহি-  
র্ভূগতে অপূর্ণশোভা বিকাশ করে, কবি-  
হৃদয়ের ভাব সেইরূপ অন্তর্ভূগতে স্বর্গীয়  
সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষ দেখায় থাকে।  
কবির হৃদয়-সাগর অনন্ত মাধুর্যে আতট  
পরিপূর্ণ। ইহাতে কোথাও পঙ্কের কা-  
লিয়া নাই, ফেণের আবিলতা নাই, এবং  
পার্শ্বিক বিকারের মলিনতার সঞ্চার নাই।  
তুহার-ক্ষেত্রের অসীম বিস্তারে যেমন একই  
ধবলতা ছানিতে থাকে, নিরন্তর গগণের  
অনন্তরক্ষে যেমন একই নীলিমা খেলিয়া

বেড়ায়, কবির হৃদয়ে সেইরূপ একই পবি-  
ত্রতা, একই মাধুর্য প্রকাশ পাইয়া থাকে।  
কবি সকলস্থানেই মধুর ও উদাত্ত ভাবের  
বিকাশ দেখিতে পান। তাঁহার হৃদয়  
ক্ষুদ্রপ্রাণ সফরীয় ন্যায় অস্পন্দ জলেই  
নাটিয়া বেড়ায় না, উহা অগাধ জলসঞ্চায়ী  
রোহিতের ন্যায় গভীর জলেই থাকিতে  
ভালবাসে। সাধারণে বাহা দেখিলে  
বিশ্বাস ও আতঙ্কে জড়ীভূত হয়, ভয়ে শু-  
কায় যায় এবং ভাবনার ত্রিমণ্ডল হইয়া  
পড়ে, কবি তাহাতে অপূর্ণ সৌন্দর্যের  
অপূর্ণ আভাস দেখিয়া অসীম আনন্দসা-  
গরে নিমগ্ন হইয়েন। তরঙ্গ-লীলায় তর-



জিগীর, বিকট হাস্য, জলধির প্রচণ্ড জলোচ্ছ্বাস, অজ্ঞানিত গিরিবরের ভয়ঙ্কর দৃশ্য, এবং স্বাপ্নদসমাকীর্ণ গহন বনের ভীষণ পরিপূর্ণতার তাঁহার হৃদয় আতঙ্ক, ভয় ও ভাবনার অবশ্য হইয়া পড়ে না। তিনি প্রকৃতির এই চিত্রের অভ্যন্তরেও ভীমকান্ত সৌন্দর্য্যের রেখাপাত দেখিয়া আনন্দরস উপভোগ করেন, এবং নিজের হৃদয়-স্রোত মাধারণের অগম্য, অচিন্ত্য, ও অপ্রাপ্য অমৃতপ্রবাহে মিশাইয়া দিয়া সারস্বতীশক্তির আরাধনায় প্ররক্ত হইলেন। কবি এই সারস্বতী শক্তির রূপাবলে নরলোকে থাকিয়াও দেবলোকের পবিত্র সুখ সম্ভোগ করিয়া থাকেন। তাঁহার হৃদয়ের অনন্ত প্রস্রবণ হইতে পবিত্রসলিল জাকবীর খরস্রোতের ন্যায় নিরন্তর বহুদূর প্রবাহিত হইতে থাকে। সেক্ষণীয় ও মিস্টন এক সময়ে এই অমৃত প্রবাহে মগ্ন ও প্লাবিত করেন, এবং কালিদাস ও ভক্তভূতি এক সময়ে এই অমৃত ধারায ভারতের বিশুদ্ধ হৃদয় শীতল করিয়া লোকের হৃদয়গত সজ্জার পুষ্পাঞ্জলি প্রাপ্ত হইলেন। বহুযুগ অতীত হইয়াছে, বহুবংশর অনন্ত কালমাগরে মিশিয়া গিয়াছে, তথাপি এই প্রবাহ বিশুদ্ধ হয় নাই। ট্রাট্‌ফোর্ড ও লাণ্ডক এবং উজ্জয়িনী ও পদ্মনগর হইতে যে ধারা উদ্গত হইয়া ছিল, তাহা আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীর মন প্রাণ লীতল করিয়া আসিতেছে।

ভারতের সমস্তই এই সকল কথা

প্রযুক্ত হইতে পারে। ভারতের কবিতা ও জয়িনী, প্রথম দীপ্তিমতী ও মাধুর্য্যশালিনী। কিন্তু কালিদাস যেমন বিশ্বসংসারের সকল মধুর সৌন্দর্য্যাদি একমুখে গাঁথিয়া পঞ্চকের হৃদয় গম্ভীর করেন, ভারতের সেরূপ কোন কৌশল অবলম্বন করেন না। তিনি পাঠকের সম্মুখে গভীর ও উদাত্ত বিষয়স্তরে স্তরে সজ্জিত করিয়া রাখেন, সেই গভীর ও উদাত্ত বিষয়ে গভীর ও উদাত্ত ভাব সংযোজিত করেন। এবং সেই ভাবের সহিত এমন একটু তীব্র মদিরা, এমন একটু মনোমদ উদ্রেক ঢালিয়া দেন যে, তাহার আশ্রয়মাত্র শরীর কণ্টকিত হয়, হৃদয় ওজস্বিতায় বিকশিত হয় এবং ধমনীমধ্যে প্রতাপ শোণিত-স্রোত তীব্রবেগে প্রবাহিত হইয়া উঠে। কালিদাস স্বীয়চিত্রে দীর্ঘ দীর্ঘ মাধুর্য্যের রেখাপাত করেন, এবং যেখানে যে রং ফলাইলে সেই মাধুর্য্য অধিকতর বিকশিত হয়, তদনুসারে দীর্ঘ দীর্ঘ অপনার তুলি সঞ্চালিত করিতে থাকেন; ভারতের স্বীয়চিত্রে উৎকট বিষয়ের সমাবেশ করেন, এবং যে ভাবে সেই বিষয়গুলি সাজাইলে তাহার উৎকটতা বিকশিত হয়, ওজস্ব যত্ন করিতে থাকেন। কালিদাসের কবিতা মগন-বাত-তুলিতা বাসন্তীলতা, ভারতের কবিতা ফলাবনত পত্র-সুশোভিত বিশাল নৈদাহৃতক; একটি ভ্রমর-চুষিত, অপূর্ণ-বিকশিত প্রভাতকমল, অপরিষ্কৃত বাতসঞ্চালিত স্থলারবিন্দ;

একটি শ্মশানস্থল শারদী জ্যোৎস্না, অপরটি জ্বালাময়ী পবিত্র বহ্নিশিখা। একটি কলনাসিনী গিরি-নির্ঝরিণীর ন্যায় মৃদু মধুর স্বমিতে কর্ণ পরিভ্রুণ করে, অপরটি ফেণারমানী তরঙ্গমানিনী তরঙ্গিণীর ন্যায় উদাত্ত ভাবের সঞ্চার করে। একটি ত্রীড়াময়ী তরুণীর ন্যায় মৃদু মধুর ভাবে অঙ্গনতিকা ঢুলাইয়া হৃদয়ের প্রতিগ্রাহু অমৃতরসে পরিপ্লুত করে, অপরটি প্রৌঢ়া কামিনীর ন্যায় তীব্র রস বিকাশ করিয়া হৃদয়ের প্রতিস্তুর অভিযুক্ত করিতে থাকে; একটি “ফুটে অথচ কাটিয়া পড়ে না, জবে অথচ বিগলিত হয় না,” হাংসে অথচ ধ্বনি করে না; অপরটি ফাটিয়াই শোভা বিকাশ করে, বিগলিত হইয়াই শিরায় শিরায় তীব্রতেজ সঞ্চারিত করে, এবং অটুহাসো হাসিয়াই দশ দিক্ পরিপূর্ণ করে! সংক্ষেপে কালিদাসের কবিতা কোমল মাধুর্যময়ী, ভারবির কবিতা উগ্র মধুরতাপালিনী।

ভারবির কবিতার সহিত ভবভূতির কবিতার অনেকাংশে সাদৃশ্য আছে। উভয়েই ওজস্বিনী, তটীভাষাভিনী ও আপনার গৌরবে আপনি গৌরবিনী; উভয়েই সমানবেগে সমান দক্ষতার সহিত তীব্র মদিরা ঢালিয়া দিয়া হৃদয় মাতাইয়া তুলেন; উভয়েই হিমালয়-কন্দর-নিঃসৃত ভাগীরথীর ন্যায় খরতরবেগে ছুটিয়া এক এক সময়ে সমস্ত বিপ্লাবিত করে, এবং বাহ্য সমুদ্রে পাই তাহাকেই আপনার লোকা-

ভীত তেজোমহিমা প্রদর্শন করিয়া ডুবাইয়া ফেলে। ভারবি কোন নাটক রচনা করেন নাই, ভবভূতি ও কোম মহাকাব্য প্রণয়ন করেন নাই। নাটকের সহিত মহাকাব্যের তুলনা হয় না। ভিন্ন পঙ্কতির বলে নাটক ও মহাকাব্য উভয়েই ভিন্ন লক্ষণাক্রান্ত। তথাপি আমরা সাধারণতঃ কবিতার উপর নির্ভর করিয়াই ভবভূতি ও ভারবির সম্বন্ধে এই সাদৃশ্য দেখাইলাম। ইহাতে ভবভূতি ও ভারবির কবিতা এক শ্রেণীতে সমাবেশিত ও একসূত্রে গোধিত হইতে পারে। ফলে মধুরতায় যেমন কালিদাস প্রধান, উগ্রতার সেইরূপ ভবভূতি ও ভারবি শ্রেষ্ঠ।

ভারবি, ব্যাসের সংগৃহীত উপকরণ লইয়া নিজের কাব্য রচনা করিয়াছেন। মহাভারতের বনপর্বে অর্জুনভিগমন কৈরাত ও ইন্দ্রলোকাভিগমন পর্বাদ্বায়ে যে যে বিষয় সন্নিবেশিত আছে, ভারবি-প্রণীত কিরাতাৰ্জুনীয়েও ঠিক সেই সেই বিষয়ের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এরূপ পরিপাক্তি পথানুবর্তি হইলেও ভারবির কিরাতাৰ্জুনীর কোন অংশে হয় বা অপদার্থ নহে। কালিদাস বায়ীকির পথানুসরণ করিলেও রঘুবংশ জগতে একখানি অতুল্য ও অমূল্য কাব্যরত্ন। ভারবি ব্যাসের উপকরণ লইয়া চিত্র প্রস্তুত করিলেও কিরাতাৰ্জুনীর একখানি অপূৰ্ণ মহাকাব্য। আমরা ক্রমশঃ এই মহাকাব্যের সৌন্দর্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

ঐহারা প্রাচীন কবিদের বিবরণ লইয়া কাব্য রচনা করেন, তাঁহাদের সেই কাব্যে কাককাণ্ডেরই সমধিক প্রবলতা দেখা যায়। প্রাচীন কবিগণ অল্পে অনায়াসে যে চিত্র প্রস্তুত করেন, আধুনিক কবিগণ তুলী বাদিয়া, লতা পাতা আক্ৰিয়া ও রং ফলাইয়া সেই চিত্রে অধিকতর শিল্প-কুশলতার পরিচয় দিতে চেষ্টা করেন। প্রাচীন কবিগণের লেখনী হইতে যে অভাবশালিনী চিত্রহারিণী করিতা অবলীলার অসঙ্কোচে নির্গত হয়, আধুনিক কবিগণের লেখনী দ্বীরে দ্বীরে সেই কবিতামালা সজ্জিত ও অলঙ্কৃত করিতে থাকে। ইহাতে প্রাচীন ও আধুনিক কোন কাব্যেরই দোষ গুণের নির্ণয় হইতেছে না, কাব্যের শ্রেণীভাগ হইতেছে মাত্র। এই উভয় শ্রেণীর কাব্যের একশ্রেণী রামায়ণ ও মহাভারত প্রভৃতি, অপর শ্রেণী রঘুবংশ ও কিরাতার্জুনের প্রভৃতি। এক শ্রেণীতে স্বভাবের সমধিক বিলাস, অপর শ্রেণীতে শিল্পচাতুরীর সমধিক প্রাদুর্ভাব। এক শ্রেণী অযত্নরক্ষিতা, অনায়াসবর্জিতা আরণ্যলতা, অপরশ্রেণী প্রযত্নপরিরক্ষিতা, আয়াসপালিতা উদ্যান-ব্রতী। এক শ্রেণী তাপসকুমারীর ন্যায় বনবিহারিণী, পবিত্র-দেহা, নিরাতরুণা, বিলাসানভিজ্ঞা অশচ্য আভাবিক সৌন্দর্য্যমহিমার জগতে অতুলনীয়; অপরশ্রেণী রাজকুমারীর ন্যায় বিলাসভবনবাসিনী, অলঙ্কৃতদেহা ও সৌন্দর্য্যগৌরবিনী।

ভারবি ব্যাসের অবলম্বিত পথে পা দিয়া স্বীকৃত্যে এইরূপ শিল্পচাতুরীর পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার কিরাতার্জুনের প্রথমেই রাজানির্কাসিক দ্বৈতবনবাসী সুধিষ্ঠিরের সহিত সাক্ষাৎলাভ হয়। সুধিষ্ঠির এখন কপট দ্ব্যতক্রীড়ার পরাজিত হইয়া বনেচর, এবং রাজচিহ্ন, রাজবেশ পরিত্যাগ করিয়া মুনিবেশধারী। দুর্ঘোষন করূপে রাজাশাসন করিতেছে, কিরূপে সামদণ্ডাদি রাজনীতির প্রয়োগ করিতেছে, জানিবার নিমিত্ত এই মুনিবেশী বনেচর একজন কিরাত-শ্রেষ্ঠকে হস্তিনাপুরে পাঠাইয়া দেন। কিরাত যতিবেশধারণ করিয়া হস্তিনাপুরে যায়, এবং দুর্ঘোষনের রাজাশাসন-ব্যাপার অবগত হইয়া দ্বৈতবনে সুধিষ্ঠিরের নিকট প্রত্যাগমন করে। এই কিরাত বাছা জানিয়া আইসে, কিরাতার্জুনের প্রারম্ভেই তৎসমুদয়ের বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। এই বর্ণনায় ভারবির কবি কীরূপ প্রকাশ পাউয়াছে, আমরা তাহার সমালোচনে প্রবৃত্ত হইতেছি।

পূর্বেই বলিয়াছি, ভারবির কবিতা শিল্পকুশলতার অতিচিহ্নিত। এই শিল্পের গুণে তাঁহার বনেচর কিরাত, সাধারণ কিরাতগণ অপেক্ষা উচ্চতর গ্রামে আরোহিত হইয়াছে। ভারবির কিরাতে কিরাতগণের সে গ্রাম্যতা নাই, সে-মুচ্ছতা নাই, সে আরণ্যভাষ মাই, ভারবির কিরাত পণ্ডিত, রাজনীতিজ্ঞ, প্রবীণ

দ্বারী। কিরূপে কোন্ স্থানে, কোন্  
বাক্য প্রয়োগ করিতে হইবে, কিরূপে ক-  
থার আরম্ভ ও উপসংহার করিতে হইবে,  
তাঁহা ভারবির কিরাতের নন্দদর্পণে স্থিত।  
ভারবির কিরাত বিপৎপাতে অধীর হয়  
না, যাতনায় অবসন্ন হয় না এবং মজ্জসাধ-  
নায় পরাক্রম হয় না। অধিকন্তু ভারবির  
কিরাত ভরের জন্য মিথ্যা কথা কহে না,  
মনস্তপ্তির জন্য তোষামোদ করে না, এবং  
পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য আত্মসাৎ প্রবৃত্ত  
হয় না। এ কিরাত সত্যবাদী, ধর্মশীল  
ও নীতিপরায়ণ,—এ কিরাত গুণচরের  
সম্যক উপযুক্ত এবং গুণচরের গুণগ্রামে  
সম্যক অন্তর্ভুক্ত। এই বনবিহারী ধর্মপ-  
রায়ণ গুণচর যুধিষ্ঠিরের সমক্ষে কিরূপ  
গম্ভীরভাবে এবং কিরূপ সৌষ্ঠব ও কিরূপ  
উদার্যের সহিত স্ববক্তব্যের অবতারণা  
করিতেছে, পাঠক প্রবণ কখন। বনেচর  
অভিবাদন পূর্ণক কহিতেছে :—

“ক্রিগ্নান্ন যুতৈর্হৃপ চারচক্ষুষো,  
ন বঞ্চনীয়াঃ প্রভবোহনুজীবিতিঃ।  
অতোহর্হসি ক্ষন্তমসাধু সাধু বা,  
হিতং মনোহারি চ দুলভং বচঃ।

(অনুবাদ) মহারাজ! চারচক্ষু (১)  
প্রভুদিগকে প্রভারণা করা, কার্যে নিরো-  
জিত অনুজীবগণের উচিত নয়। এই

(১) সেই রাজাদিগের চক্ষুঃস্থানী।  
অর্থাৎ চর স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্রে বেড়াইরা  
কখনোই আসে, রাজাদিগকে তদ-  
বিস্তারিত করিতে হয়।

জনা (আমার বাক্য) আশ্রয় (হউক),  
প্রিয়ই (হউক), আপনিসি কমা করিবেন।  
বিতকারি অথচ মনোহারি বাক্য দুলভ।  
স কিংসখা সাধু ন শাপ্তি যোঃ সপিং  
হিতর বঃ সংশ্লিষ্টে ন কিংসখাঃ।  
সদানুকুলেহু হি কৃপাতে রীতিং  
বপেধমাতোহু চ সর্বসম্পদঃ ॥

(অনুবাদ)। যে (অমাত্য) প্রভুর  
হিতোপদেশ দেয় না, সে দুষ্কৃত্যাব বহু,  
এবং যে (রাজা) হিতকর কথা কহে না,  
তিনিও দুষ্কৃত্যাব প্রভু। রাজা ও  
অমাত্য (দ্বিহারা সকলেই পরস্পর) এক  
মত হইলে সম্পত্তি (সম্ভারাজ্যে) অচলা  
হয়।

নিসর্গদ্বর্কৌধমবোধবিহবঃ :

ক ভূপতীনাঞ্চ চরিতং ক জন্মবঃ।

তবানুভারোহয়মবেদি যম্মরা,

নিগূঢ়তত্ত্ব নরবজ্রবিধিবার ॥

(অনুবাদ) ভূপতিদিগের স্বভাব হু-  
কৌদ কার্যপ্রণালীই বা কোথায়, আর  
যুগ্মতি মাদৃশ জ্ঞানিগণই বা কোথায়।  
(তথাপি যে) আদি শত্রুপক্ষের রাজনী-  
তিগুঢ়তত্ত্ব জানিয়া আসিয়াছি, সে কে-  
বল আপনায় ক্ষমতার বলে।

এ উক্তি চরের উপযুক্ত, এ উক্তির  
প্রভু গম্ভীর ও নীতি-বিশুদ্ধ। চর বাহা  
দোষরা আসিয়াছে, তাঁহাই বলিবে, মিথ্যা  
কাহরা অথবা অনুচিত বাগাড়ম্বর করিয়া  
সত্যের অপলাপ করিবে না। সত্য কথা  
বলিতে গেলে যদি তাঁহা প্রভুর অগ্রসর



ধিবী দয়া-দাক্ষিণ্যে পরিতুষ্ট হইয়া নিরন্তর, ধনপ্রদানে পরিতোষ জমাইতেছে, হতাশন যজ্ঞস্থলে যথাবিধি সংকৃত ও অভ্যর্থিত হইতেছেন এবং নদীমাতৃক ক্ষেত্রসকল শস্যসম্পত্তিতে অগুণ্ণ শোভা পাইতেছে। ভারবির দুর্গোদন এইরূপ স্বরাজনীতি ও সঙ্কল্পপরায়ণ : চর অবলীলায় ও অসঙ্কোচে এই দুর্গোদনের শাসনমহিমার এইরূপ বর্ণনা পরিসমাপ্ত করিয়াছে। এই বর্ণনা প্রগাঢ়তা ও অর্থগাভীর্যে পরিপূর্ণ। ইহার অধিকাংশ উদ্ধৃত মা করিলে মৌলিক্যে পরিষ্কৃত হয় না। কিন্তু প্রবন্ধের অবয়ব অতিশয় দাড়িয়া উঠিবে ভাবিয়া আমরা সমুদয় অংশ উদ্ধৃত করিতে বিরত হইলাম। যে কয়েকটি কবিতা উদ্ধৃত হইতেছে তাহাতে শাসন শৃঙ্খলা যেরূপ অভিযুক্ত হইবে, সেইরূপ কবির রাজনীতিজ্ঞতা ও আভ্যন্তরীণ অবস্থার অভিজ্ঞতাও জানা যাইবে। দুর্গোদনের রাজ্যে কিরূপে দণ্ডবিধি প্রয়োজিত হইতেছে, তৎসময়ে স্থিতির-প্রেরিত চর কহিতেছে—

“বহুনি বাঞ্ছন বশী ন মনুনা

অধর্ম ইতোব নিরন্তকারণঃ।

১ গুরুপদিকেন রিপৌ সূতেহপি বা

নিহন্তি দণ্ডেন স ধর্মবিপ্লবম্ ॥

(অনুবাদ) সেই জিতেন্দ্রিয় দুর্গোদন

ধনলোভে অধবা ক্রোধবশতঃ দণ্ডবিধান

করেন না, স্বাভাবিক [রক্ষার] জন্য

লোভাদি পরিত্যাগ করিয়া, শত্রুই হউক,

(অথবা) নিজের পুত্রই হউক, অধর্মাচরণ

করিলে সকলকেই প্রাণ্ড বিধাকের উপদেশানুসারে দণ্ডিত করেন \*।

দ্বলান্তরে কৃষিকার্যের সম্বন্ধে বর্ণনিতোছে:—

সুখেন লভ্যাদিতঃ কৃষীর্বৈন-

রকৃষ্টপচ্যা ইব শস্যাসম্পদঃ।

বিতস্ততি ক্ষেমমধেবমাতৃকা-

শিচরায় তস্মিন্দ্রুদবষ্টকাসিতে ॥

(অনুবাদ) সেই দুর্গোদনের মজল-

কর কার্যের গুণে নদীমাতৃক কৃকজনপদ

কৃষকদিগের এরূপ স্বখলভ্য শস্য-সম্পত্তি

ধারণ করিয়া শোভা পাইতেছে যে, বোধ

হয় যেন ঐ শস্য বিনী কর্ণেই পরিপক

হইতেছে \*।

সন্ধিযুদ্ধ ও দানের প্রসঙ্গে চর এইরূপ বাক্য বিন্যাস করিয়াছেন:—

\* আধুনিক রাজ্যপালকগণ প্রাচীন

ভারতের কবির নিকট এই উদারতা ও য-

ত্ন শিক্ষা কখন। প্রাচীন ভারতের

শাসনকার্যে এরূপ উদারতা ও মঙ্গল

অনাদর ছিল না।

† এই বাক্যে প্রতিপন্ন হইতেছে,

পূর্বে ভূমিসকল দেবমাতৃক ছিল না, কৃষ-

কর্মে কেবল পুত্রজ্ঞ দেবের উপর নির্ভর

করিয়াই থাকিত না। পুত্রকার্যের গুণে

শস্যক্ষেত্রের নিকট খাল প্রভৃতি থাকিতে

কৃষিকার্যের বিশিষ্ট সুবিধা হইত। এক্ষণে

বাঁহাদের রাজা অস্বাভাবিক জন্য বারম্বার

হৃতিকপ্রাপ্ত হয়, তাঁহাদের এবিধেই ম-

নোযোগ দেওয়া উচিত।

নিরতায় সামান্য দানবর্জিত-

র কুরি দানং বিরহস্য সংক্রিয়াৎ ।

প্রবর্ততে তস্য বিশেষ-শালিনী

গুণানুরোধেন বিনা ন সংক্রিয়াৎ ।

( অনুবাদ ) সেই দুর্ঘোষনের দান ব্যতিরেকে নির্বাহ সন্ধি প্রবর্তিত হয় না, সদস্যবিবেচনা ব্যতিরেকে উপযুক্ত অভ্যর্থনা সম্পন্ন হয় না \* ।

স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্রের স্বতন্ত্র সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে:—

মহীভূতাং সত্তরিতৈশ্চরৈঃক্রিয়াঃ

সংবেদ নিঃশেষমশেষিতক্রিয়াঃ ।

মহোদয়ৈস্তন্য হিতানুরন্ধিতৈঃ

প্রতীয়েতে দাতুরিবেহিতশকলৈঃ ॥

( অনুবাদ ) । ফলোদয় পর্যন্ত কার্যকারী সেই দুর্ঘোষন সত্তরিত চরমারা রাজাদিগের সমস্ত কার্যই অসংগত হইতেছেন । কিন্তু তাঁহার কার্য কেবল হিতকর ফল দেখাই জানিতে পারা যায় † ।

\* রাজ্যাদিপতিদিগের এই নীতিবাক্য অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করা উচিত ।

† কালিদাসপ্রণীত রঘুবংশে দিলীপ রাজার গুণবর্ণনেও ইহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়, যথা ;

তস্য সংরতমন্ত্রস্য গূঢ়াকারেজিতস্য চ ।

ফলানুমেয়াঃ প্রারম্ভাঃ সংস্কারাঃ প্রাক্তন্য ইবা

( অনুবাদ ) সেই রাজা দিলীপের মন্ত্রণা এরূপ গোপনে থাকিত, এবং আকার ইঙ্গিত এরূপ নিগূঢ় ছিল যে, তাঁহার কার্য, জ্ঞানান্তরীণ সংস্কারের ন্যায় ফল দেখিয়া অনুমান করা যায় ।

দুর্ঘোষন কেন এইরূপ স্বরাজত্বের প-

রিচয় দিতেছে ? কেন এইরূপ বিশুদ্ধ রা-

জনীতির অনুসারে শাসনকার্যের পরি-

চালনা করিতেছে ? কবি পূর্বেই তাহার

উত্তর দিয়াছেন । পূর্বেই বলা হইয়াছে

দুর্ঘোষন যুধিষ্ঠিরের গুণগ্রাম অতিক্রম ও

স্বরাজত্বা বিলুপ্ত করিবার জন্য রাজ্য-স্ব-

ব্যবস্থিত ও শ্রুশাসিত করিবার প্রয়াস

পাইতেছে । সুতরাং দুর্ঘোষনের এইরূপ

স্বনীতিপ্রয়োগ কেবল যুধিষ্ঠিরের যশ চা-

কিয়া ফেলিবার জন্য । কবি এইরূপ দু-

র্ঘোষনের চরিত্রে একটুকু রং ফলাইয়া

যুধিষ্ঠিরের চরিত্র শতগুণে উজ্জ্বল করিয়া-

ছেন । দুর্ঘোষন দুর্ভাস্ত্রা, দুর্ঘোষন যা-

রাবী, দুর্ঘোষন কপটদ্বাতে পর-রাজ্যাপ-

হারী ; এ দুর্ঘোষন যখন সর্বশ্রেষ্ঠ রাজ-

পদে সমাসীন হইয়া যুধিষ্ঠিরের গুণাতি-

ক্রমী—যুধিষ্ঠিরের কীৰ্ত্তিস্পর্শী হইবার

জন্য সর্বোত্তম, সর্বমান্য, সর্বপূজিত

ধর্মের অনুশাসন অনুসারে শাসনকার্য নি-

র্বাহ করিতেছে, তখন যুধিষ্ঠির কতদূর

মহাদে, কতদূর উদারচেতা, কতদূর স্বনীতি-

পরায়ণ ! কবি যুধিষ্ঠিরের কাছেও গেলেন

না, তাঁহার চরিত্রপটে একটুকু রেখাপাত-

ও করিলেন না, অথচ অপূর্ণ কোশলে যুধি-

ষ্ঠিরের চরিত্র স্বরঞ্জিত করিয়া তুলিলেন,—

অপূর্ণ প্রতিভাবলে যুধিষ্ঠিরকে উক্ত হইতে

উচ্চতর গ্রামে তুলিয়া দিলেন । ইহা ক-

বিত্বের পরাকর্ষ ।

দুর্ঘোষন স্বরাজত্ব প্রত্যাশা করি-

লেও যুধিষ্ঠিরের ভয় হইতে বিমুক্ত হয় নাই; অদ্যাপি যুধিষ্ঠিরের নামে ভাহার মধ্যবেদনা উপস্থিত হয়, মন্তক অবনত হইয়া পড়ে এবং হৃদয়, আশঙ্কা ও আতঙ্কে অবসর হইয়া উঠে। বনবিহারী কিরাত এসম্বন্ধে যুধিষ্ঠিরকে কহিতেছে:—

প্রলীনভূপালমপি স্থিরারতি  
প্রশাসদাবারিধিমণ্ডলভুবঃ।  
সন্ধিস্তব্রতোব ভিগম্বদেয়াতী  
রহো দ্রুস্তা বলবদ্বিরোধিতা ॥

(অনুবাদ) সমস্ত শত্রু পরাজয় করিয়া স্থিরোত্তর কাল, সমাগরা পৃথিবী শাসন করিলেও, সেই দুর্যোধন সর্বদা আপনার ভয়ে চিত্তিত রহিয়াছেন। অর্হো! প্রবলদিগের সহিত বিরোধ কি কষ্টকর!

কথাপ্রসঙ্গেন জনৈকদাকৃত্য,  
দনুস্বতা খণ্ডসহুসিক্রমঃ।  
তবাভিধানান্ বাঘতে নতাননঃ  
স দুঃসহামুদ্রপদাবিবোরগঃ ॥

(অনুবাদ) লোকে কথাপ্রসঙ্গে আপনার নাম করিলে সেই দুর্যোধন, সর্প যেমন হুংসহ মস্ত্রে গকড়ের পরাক্রম মনে করিয়া নতশির হয়, সেইরূপ অর্জুনের পরাক্রম শ্রবণ করিয়া ব্যথিতচিত্তে অবনত মস্তক হইয়া পড়েন।

এখানে কবির কোর্শল অধিকতর পরিষ্কৃত হইয়াছে। কবি এখানে দুর্যোধন অপেক্ষা যুধিষ্ঠিরের জ্যেষ্ঠতা স্পষ্ট দেখাইয়াছেন। কবির এখানে এখানে ভোবা-

মোদ করিল না, ব্যাপকতা দেখাইল না, দুর্যোধনকে মরকে ফেলিয়া যুধিষ্ঠিরকে স্মরণে তুলিল না; অথচ দুই একটি গভীর রেখায় যুধিষ্ঠিরের অপূর্ব ভেজোমহিমা—, অপূর্ব দেবোপম ভাব স্পষ্ট আঁকিয়া দিল। যদি এই ভাব মানস-পটে অঙ্কিত করিতে চাও, তবে যুধিষ্ঠিরের কাছেও যাইও না; কম্পনারনেত্রে যুধিষ্ঠিরের চরিত্রের প্রতি একবারও চাহিয়া দেখিও না। অগ্রে দুর্যোধনের প্রতি নয়নপাত কর; অগ্রে দুর্যোধনের সুরাশাসন, দুর্যোধনের ভয়, দুর্যোধনের আতঙ্ক, একে একে স্মৃতিপটে চিত্রিত কর; তাহা হইলেই যুধিষ্ঠিরের উজ্জ্বল কান্তিতে তোমার হৃদয় আলোকিত হইবে; তাহা হইলেই শারদী পৌর্ণমাসীর জ্যোৎস্না-বিধৌত নিবাত নিঃস্পন্দ তরঙ্গিণী ন্যায়, অথবা চন্দ্রালোক-স্পৃষ্ট পূর্ণ বিকশিত কুমুদস্থলীর ন্যায় যুধিষ্ঠিরের পবিত্রতাময়ী শুভ্রোজ্জ্বল কীর্তি তোমার সম্মুখে হাসিতে থাকিবে। দুর্যোধনের প্রতিবিস্মিতচ্ছবির সম্মুখবর্তী না হইলে একীর্তির গরিমা, একীর্তির মধুরিমা বুঝিতে সমর্থ হইবে না। এই ছবিই একীর্তি সন্দর্শনের অদ্বিতীয় আলোকবর্তি, এবং এই ছবিই একীর্তি-মন্দিরের অদ্বিতীয় সোপান। অগ্রে এই আলোকবর্তি হাতে কর, অগ্রে এই সোপানে পা দেও, তবেই একীর্তির মধুর আভা নয়ন ভরিয়া পান করিতে পারিবে।

ভারবি এইরূপে এক দুর্যোধনের চিত্রেই



যুধিষ্ঠিরের চারিত্র-সৌন্দর্যের কথা। দেখা যাচ্ছেন। “অহো! দুরন্তা বলবদ-বিরোধিতা” এই কথাতেই কত অর্থ গাভীরা! এই একটি সামান্য কথার যুধিষ্ঠিরের চরিত্রের ঔজ্জ্বল্য কত পরিষ্কৃত হইয়াছে, পঞ্চমুখে স্ততিগীত গাইলে অথবা শত পৃথিবীর প্রশংসাবাদ লিখিলেও সেই ঔজ্জ্বল্য তত বিকশিত হইত না। প্রথমে জীবকুটীরে স্বসজ্জিত-চম্পা-বশোভিনী অলঙ্কৃতদেহা সুন্দরী পদ্মাবতীর সমক্ষে বন-বিহারিণী নিরাভরণা সুন্দরী কপালকুণ্ডলা যেমন অধিকতর সুন্দরী হইয়াছিল, রাজা-মনস্ক হুর্যোধনের চিত্রের সমক্ষে বনেচর যুধিষ্ঠিরের চিত্র সেইরূপ অধিকতর সুন্দর হইয়াছে। দরায়ুস হুহিতা সুন্দরী না হইলে সেকন্দের মাহের ধর্ম কখনও পঞ্চম সুন্দর বলিয়া পবিত্র ইতিহাসের বরণীয় হইত না; কিাতাজ্জু মীরে হুর্যোধন সুন্দর না হইলে কখনও যুধিষ্ঠিরের সৌন্দর্য্য সম্পৃক্ত অনুভব করা যায় না।

কোন ক্ষুদ্র কবি হইলে হয়ত তিনি যুধিষ্ঠিরের প্রশংসাদ্বন্দ্বিতে দশদিক্ পরিপূর্ণ করিয়া হুর্যোধনকে একবারে নরকে ফেলিয়া দিতেন। বলা বাহুল্য, ইহাতে কাব্যের গাভীরা ও উদার্য্য একবারে বিনষ্ট হইয়া যায়। হুর্যোধন যুধিষ্ঠিরের প্রতিদ্বন্দ্বী, প্রতিদ্বন্দ্বিতা সমকক্ষেই হওয়া উচিত, এবং এই সমকক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বিতাই সৌন্দর্য্যজনক হইয়া থাকে। কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্যসৃষ্টি। সৌন্দর্য্যই কাব্যের

আত্মা এবং সৌন্দর্য্যই কাব্যের প্রাণ। যিনি সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি করিতে না পারেন, তিনি কবি “কবি” নামের অধিকারী নহেন। বরং তৎপ্রণীত গ্রন্থও কখনও “কবি” নামের যোগ্য নহে। ভীমার্জ্জুন-নকুলসহদেব-সহচর যুধিষ্ঠির যদি হুর্যোধনের ন্যায় একজন ক্ষুদ্র-প্রাণ, ক্ষুদ্র-বুদ্ধি ও ক্ষুদ্রমনা ব্যক্তির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রবৃত্ত হইতেন, তাহা হইলে কাব্যের গৌরব বা মৌল্য বক্ষা পাইত না। এবং তাহা হইলে যুধিষ্ঠিরের চরিত্র কখনও রমণীয় বা ঔজ্জ্বল্য-বিকাশক হইত না। সুতরাং চিত্রকরের চিত্র আত্মাঙ্গীন, প্রাণ-হীন হইয়া অকিঞ্চিৎকর পদার্থের মলে মিশিয়া যায়। ইহাতে কখনও কোন সৌন্দর্য্য প্রতিকলিত হইত না।

কুমন্ত্রণার যদিও হুর্যোধনের চিত্রের মালিন্য অমিয়াছে কুমন্ত্রীর পরামর্শে যদিও হুর্যোধন ভাতৃরাজ্য হরণ করিয়াছে; দুষ্কবৃত্তিতে যদিও হুর্যোধন ‘দুরাত্মা’ বলিয়া পরিচিত হইয়াছে, তথাপি ক্ষত্রিয়তেজ, ক্ষত্রিয় সাহস ও ক্ষত্রিয় দর্প হুর্যোধনকে একবারে ছাড়িয়া পলায় না। এই তেজ, এই সাহস ও এই দর্প হুর্যোধনকে যুধিষ্ঠিরের প্রতিদ্বন্দ্বী ও যুধিষ্ঠিরের গুণাতি-ক্রমী হইতে প্রবর্তিত করিয়াছে। এদৃশ্য-ও দেখিতে সুন্দর। মহৎ লোকের সহিত দুষ্কৃত্যেরের এরূপ বিরোধ এবং মহৎলোকের গুণস্পর্শী হইতে দুষ্কৃত্যেরের এরূপ চেষ্টাও কাব্যের উৎকর্ষ-সম্পাদক।

অধিকন্তু, দুর্ঘোষনের চরিত্রের প্রয়োজন-  
গুণের আভাস লক্ষিত না হইলে কাব্যের  
ঘটনাবর্ত উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইতে পারে।  
কিরাতাভক্তুরীয়ের ঘটনাবলি  
কিরাতবংশপারী ভবানীপতি মনোহর  
ভক্ত অর্জুনের বাস্তবলপরীক্ষা ও তদনন্তর  
অর্জুনের অরতিদমন অঙ্গলাভ । এই উ-  
দ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে হইলে অর্জুনের অ-  
রতিপক্ষকে বিশিষ্ট প্রবল ও সহায়স-  
ক্ষম করা উচিত । প্রতিদ্বন্দ্বীকে বিলক্ষণ  
প্রবল না দেখিলে তাঁহার দমন জন্য দুষ্কর  
কার্য্যাত্মক প্ররতি জন্মে না । দুর্ঘো-  
ষনকে রাজনীতি-কুশল, নসাগরা মন্ত্রীপার  
অভিভূত অধীশ্বর ও রণপণ্ডিত সেনাপতি-  
সমূহে পরিবৃত দেখিয়াই অর্জুন অঙ্গলা-  
ভের নিমিত্ত ত্রাতৃচতুষ্টয় ও জারা হইতে  
বিকল্পিত হয়েন, একাকী হিম-গিরিতে  
দুষ্কর তপস্যা করেন, এবং পরিশেষে ভ-  
বানীপতিকে পরিত্যক্ত করিয়া ধনুর্বেদ  
লাভ করেন । প্রবল অরতিপক্ষের দমন

জন্ম হইয়াছে বীরপুরুষের প্ররতি উৎ-  
কট চকোও দেখিতে সুন্দর । দুর্ঘোষন  
কৌরবসাগরে নগণ্যজলবিশ্ব হইলে তাঁহার  
পিলরজন্য বীরশ্রেষ্ঠ অর্জুনের সেই দুষ্কর  
কার্য্য, সেই কঠোর যত্ন অবশ্যই উপহাসকর  
ও কাব্যের অপকর্ষ-সম্পাদক হইত । ইহাতে  
কাব্যের কোথাও উদ্ভাবনার পারিপাট্য  
প্রদর্শিত না, কোথাও শব্দের রমণীয় বিকাশ  
প্রতিপন্ন হইত না এবং কোথাও পবিত্র  
সৌন্দর্যের মদালস বিভ্রম লীলা করিত না ।  
অনন্ত জলধরপটলের ছায়ায় যেমন অনন্ত  
বারিধিবক্ষ কালীময় হইয়া যায়, একটি চ-  
রিত্রের কলস্কম প্রতিনিবেশে সেইরূপ কা-  
ব্যের প্রতিচরিত্রের প্রতিবেশে কলস্কম হ-  
ইয়া বাইত । দুর্ঘোষনের রাজোচিত গুণ  
ও রাজোচিত বীর্য্য অস্থানে বা অসময়ে  
বিকশিত হয় নাই । কবি চিত্ররঞ্জিত ক-  
রিয়াই অনেক উদ্দেশ্যের সিদ্ধি ও অনেক  
সৌন্দর্যের সৃষ্টি করিয়াছেন ।

ক্রমশঃ

## পৃথ্বীরাজচরিত ।

পুরাণে কথিত আছে অবনী দৈত্য-  
দামব-দৌরাত্ম্য ও অত্যাচারে ব্যতিব্যস্ত  
হইলে ভগবান বিষ্ণু জীব-শরীর ধারণ  
পূর্ব্বক ভূভার হরণ করিয়াছেন । কলতঃ  
সময়ে সময়ে পৃথিবীতে এক এক জন মহা-  
পুরুষের প্রয়োজন হয়, এবং সেই প্রয়ো-

জন স্থাপন জন্ম তাঁহারী অবনীতে জন্ম  
গ্রহণ করেন । তাঁহাদিগের স্বীর জীব-  
নের পৃথক্ অস্তিত্ব আমরা দেখিতে পাইনা,  
কারণ তাঁহারী এক হইয়া অনেক,—তাঁ-  
হারী জাতীর জীবনের আদর্শ-স্বরূপ ।  
যে দেশে যখন তাঁহারী আবির্ভূত হন,

সেই দেশ ও যুগকালের ইতিহাস জানিতে ইচ্ছা হইলে তাঁহাদিগের জীবন পাঠ করিলেই হয় ; পঞ্চাশের তাঁহাদিগের জীবনচরিত জাতীয় ইতিহাস ভিন্ন আর কিছুই নহে । নেপোলিয়ান বোনাপার্টী কহিতেন, ফ্রান্স ও আমি এক ও অভিন্ন, আমার জীবনই ফরাসিশ জাতির জীবন ! ইহা রূপা গরুর নহে, উনবিংশ শতাব্দীর ফরাসিশ ইতিহাস নেপোলিয়নের জীবনচরিতের ছায়া মাত্র । আমরা উপরে যে মহাত্মার নাম স্থাপন করিলাম, তদীয় জীবনচরিতও তরুণ দ্বাদশ শতাব্দীর হিন্দু জাতির ইতিহাস ! আৰ্য্য জাতি কি ছিল, যদি কেহ জানিতে চান, তিনি পৃথ্বীরাজের চরিত পাঠ ককন । যদি কেহ আৰ্য্য জাতির পুনরুজ্জ্বল দেখিতে ইচ্ছা করেন, তবে পৃথ্বীরাজের উন্নতি ও পতনের বিষয় চিন্তা ককন ।

পৃথ্বীরাজের কাহিনী পাঠ করিতে করিতে সাহসে মন উৎসাহিত, আনন্দে উৎফুল্ল, ও অভিমানে উন্নত হয়, পৃথ্বীরাজ আৰ্য্যকুলগৌরবস্থান । আবার পঞ্চাশের পৃথ্বী-চরিত পাঠে, মনে ক্ষোভ হয়, হতাশা বয়, লজ্জা হয়,—পৃথ্বী আৰ্য্য জাতির কলঙ্ক ।

পৃথ্বীচরিত ঐতিহাসিকদিগের প্রণীত চিত্তার স্থল ; নীতিজ্ঞদিগের উপদেশের প্রকৃষ্ট উদাহরণস্থল ; দেশ-হিতৈষীদিগের স্বদেশহিতৈষণা শিখিবার উৎকৃষ্ট স্থল ; এবং কবিদিগের অনুপম ক্রি-

ড়াহুল । ফলতঃ ইহাতে ইতিহাস, নীতি, কাব্য প্রভৃতির অপৰ্য্যাপ্ত উপকরণ বিদ্যমান আছে । বিষয়টি এত গুরুতর যে, একটি প্রবন্ধে ইহার শেষ করা দুসোধ্য । অথচ এরূপ প্রস্তাব ক্রমশঃ প্রকাশ করিলেও সাময়িক পত্রিকার পাঠকবর্গের ঐতিকর হয় না । সুতরাং আমরা যথাসাধ্য এক প্রবন্ধেই ইহার শেষ করিব । এই জীবনীটি যে ভাবে লেখা উচিত, হয়ত আমাদের ক্ষমতার দোষে তাহার কিছুই পাঠক ইহাতে দেখিতে পাইবেন না । এস্থলে আর একটি কথাও উল্লেখ-প্রয়োজন । পৃথ্বীরাজচরিত ইতিহাসে বিশেষ কিছুই লেখা নাই । কাব্য হইতে ইহার উপকরণ সংগ্রহ করিতে হয় । কিন্তু প্রকৃত বিষয়ের সহিত কবি-কল্পনার এত অধিক মিশ্রণ হইয়াছে যে, কতটুকু কাব্য আর কতটুকু ইতিহাস তাহা নির্ণয় করা দুষ্কর । আমরা এই প্রস্তাবে কাব্যংশের ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা বতদূর সম্ভব তাহা প্রদান করিতে চেষ্টা পাইব । কাব্যের উপকরণের আদিকা দেখিয়া, আমরা কদা একখানি বৃহৎ কাব্য লিখিব বলিয়া স্থির করি, কিন্তু প্রথম সর্গের কিয়দংশ রচনা করিয়া নানা কারণে বিরত হই । বর্তমান লেখকের দুটি প্রবন্ধের উপর নির্ভর করিয়া যিনি “পলাশীর যুদ্ধ” রূপ উপাখ্যানের পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছেন ; তাঁহাকে আমরা এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে প্রথমে আহ্বান করিতেছি ।

৩৬টি রাজপুত্র স্থপতিবংশের মধ্যে দ্বাদশ শতাব্দীতে ইন্দ্রপ্রস্থে তুমার, অজ-মীরে, চৌহান, কান্যকুজের রাঠোর, এবং গুজরাটে তামিলা এই চারি বংশই প্রবল ছিল। খ্রীষ্টিয় ৭৯২ অব্দে অনঙ্গ পাল কর্তৃক তুমার বংশের স্থপতিপত্তন হয়। নর-সিংহদেব নামধারী \* শেষ রাজা ১১৬৪ শাকে রাজত্ব করেন। এই বংশের সর্বশেষ ২৬ জন রাজা রাজত্ব করেন। অন-হল চৌহান বংশের আদিপুরুষ। ৩৮ জন রাজার রাজত্বের পর সোমেশ্বর জা-জমিরের সিংহাসনে আরোহণ করেন; তিনি তুমার রাজের সহায় হইয়া কান্যকুজ প্রভৃতি দেশের রাজাদিগকে দিল্লীর অধী-নতা স্বীকার করান। দিল্লীস্থ নরসিংহ সোমেশ্বরের উপর ইহাতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া স্বীয় দুহিতাকে তদীয় হস্তে সম্ভ্রমণ করেন। আমাদের নায়ক এই শুভ প-রিণয়ের ফল ১১৫৯ শাকে শুভলগ্নে ইনি ভূমিষ্ঠ হন। রাঠোরপতি বিজয় পাল নরসিংহের দ্বিতীয় কন্যার পাণি-গ্রহণ করেন, এবং তদীয় গর্ভে তুঙ্গনে-রাজ-কালিমা কান্যকুজাধিপতি নরা-জমিরের জন্ম হয়।

ইন্দ্রপ্রস্থের শেষ রাজা নরসিংহদে-বের পুত্রসন্তান জন্মে না। সুতরাং স্বীয় দৌহিত্র পৃথ্বীকে অষ্টম বর্ষ বয়ঃক্রমকালে দরবারে উপস্থাপন করেন। তিনি দাতা-দেবের নামে ইহার নামও

হের মৃত্যুর পর দিল্লীর সিংহাসনে অভি-ষিক্ত হন।\* এবং এই ইচ্ছাতেই চৌহান ও তুমার বংশের একীকরণ হইল, উভয় দে-শই এক অধিপতির শাসনাধীন হইল।

পৃথ্বীরাজ-জনক সোমেশ্বরের অপর এক পত্নী ছিল, সে অতি দুষ্চারিত্রা ছিল। কিন্তু সোমেশ্বর তাহাকেই প্রাণপণে ভাল-

\* রাজাবলী নামক গ্রন্থে এই রক্তা-শ্রুতি অন্যরূপে বর্ণিত আছে। যথা— সোমেশ্বরের ( প্রাচীন দেশের রাজার ) অ-পর এক রাক্ষসী স্ত্রী ছিল। সে নরসিংহের দুহিতার গর্ভজাত প্রথম পুত্রকে ভক্ষণ করে। এবং ক্রমে স্বীয় স্বামীকেও স্বীয় মতাবলম্বী করাইয়া দেশে বানারূপ অত্যা-চার আরম্ভ করে। নরসিংহ দুহিতা পতি ও স্বপত্নীর আচরণে ভীত হইয়া স্বীয় ক্রান্তা জীবন সিংহের (নরসিংহের পুত্র) আলয়ে গমন করেন, তখন তিনি গর্ভবতী ছিলেন। কালে পিত্রালয়ে পৃথুনামে তাঁহার এক পুত্রজন্মে। জীবন সিংহ অপুত্রক ছিলেন, সুতরাং ভাগিনের পৃথুকেই উত্তরাধিকারী রূপে স্থির করেন। কিছু দিন পরে রাজগিরির রাজার সহিত বিবাহ করিয়া জীবনসিংহ তথা গমন করেন, এই অব-কাশে পৃথু দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিয়া বসেন। সমরাস্ত্রে জীবন সিংহ স্বদেশে প্রত্যগমন পূর্বক স্বীয় ভাগিনের দুষ্চারণে জীবন পূর্বক ফোসকা-নিষ্পত্তি না করিয়া বনে অশ্রদ্ধা করিলেন। পৃথু নির্বিন্যাসে দিল্লীস্থ

কাসিতেম। ফলতঃ সেই ধনঘটি কৃষক-  
নীল প্রেম-কৃষকে তিনি জড়িত হইরা কিছু-  
দিন মধ্যে তদীয়হস্তে ক্রীড়াপুস্তলবৎ হইয়া  
পড়িলেন। এইরূপে আত্মিকে সম্পূর্ণ আ-  
রক্তাধীন করিয়া সেই নর-রাক্ষসী দেশে  
নানাপ্রকার অত্যাচার আরম্ভ করিল, ক্রমে  
দেশ উৎসন্ন হইল, প্রজা ও অধীন সর্দা-  
রেরা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল ফলতঃ কিছু-  
দিন মধ্যে প্রাচ্যদেশে সম্পূর্ণ-অরাজকতা  
উপস্থিত হইল। প্রধান কৃষ্যচারী, সর্দার  
ও সংধারণ প্রজারূপের ভাবগতি বুঝিয়া  
রূপাপাত্র সোমেশ্বরকে শত্রুহস্তে পরি-  
ত্যাগ পূর্বক সেই দুর্য্যচারিণী রাজদ্রুতী  
হইতে রাত্রিযোগে একদা পলায়ন করিল।

পৃথীরাজ অজ্জমীরের এই দুরবস্থার  
কথা শুনিতে পাইয়া সসৈন্যে তথায় উপ-  
স্থিত হইলেন। এবং সামান্যভেদনশূ-  
চতুর্দিক উপরে সর্দার, অমাত্য ও প্রজা-  
রূপকে বশ করিয়া পিতাকে পুনর্ব্বার শ-  
দস্থ করিতে চরন করিলেন। কিন্তু সো-  
মেশ্বরের উপর প্রজাদিগের এরূপ বিজা-  
তি বিদ্রোহ হইরাছিল যে, পৃথী-  
রাজ বাইরে পিতাকে সিংহাসনচ্যুত  
করিলেন, এবং ত্রি ও অজ্জমীর সংযুক্ত  
রাজ্যে স্বীয় একাধিপত্য স্থাপন করি-  
লেন। \*

রাজাবলীর মতে সোমেশ্বরের  
প্রার্থনানুসারে পৃথু তাঁহার মন্তকচ্ছেদন  
পূর্বক রাক্ষসী-সংবাস-পাপ হইতে উ-  
দ্ধার করেন।

পৃথীরাজ পৃথী-  
পিতাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া  
অজ্জমীরের সিংহাসনে আদেশ করিলেন।  
এই উভয় ব্যাপারে তাঁহার অশ্রু-  
নেপোলিয়ান কহিতেন আমি “ ঘটনার  
সম্বন্ধ ” ফলতঃ মনুষ্য মাত্রেই ঘটনার  
অধীন। একথাই কেহ যেন এরূপ মনে  
করেন না যে, আমরা মনুষ্যের স্বাধীন ইচ্ছা-  
মতের বিরোধী। মনুষ্য যন্ত্র নহে, ইচ্ছা  
বিশিষ্ট জীব, সত্য; কিন্তু সময়ে সময়ে  
তাঁহাকে এরূপ ঘটনাজালে পরিবেষ্টিত  
হইতে হয়, যে ইচ্ছার প্রতিকুলেও তা-  
হাকে ঘটনাজোতে শরীর ঢালিয়া দি-  
য়া হয়। আমাদের নায়ককেও তাহাই ক-  
রিতে হইরাছিল। “ উদ্যম্যথী প্র-  
তিভার মিতা-বিশ্বাসনা দিবা ” তদীয় অ-  
নিষ্ট সাধনে কৃতসঙ্কপ হইল। ইন্দ্রপ্র-  
স্থের সিংহাসন লোলুপ কুরমতি জয়চন্দ্র  
বিকৃত অভিলাষপরায়ণ হইয়া পৃথীর  
ঘোর বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেন; অহরপ-  
রবশ হইয়া তাঁহার নানারূপ দুর্নাম ঘটনা  
করিতে লাগিলেন; কিছু দিনের মধ্যে  
দিল্লীর অধীন ও ভারতবর্ষের অধীন  
অধীন ভূপতিবর্গ পৃথীরাজের  
শত্রু হইয়া উঠিলেন। জয়চন্দ্রের  
পুত্র আনুহালরবার রাজা ও মল্লের  
গ্রিহর বংশীয় রাজারা পৃথীর অধীনতা অ-  
স্বীকার করিলেন। পৃথীরাজ  
পতিগণ দুইটি দলে

পর পরামর্শ দিই যেমন করি  
তন না।

প্রথম রাজ্যের জীবিত ছিলেন দিল্লী-ব-  
শকদলের শাসক আলী মেয়োরাদিগ  
সম্বন্ধ সিংহ ও মল্লরাদিগের মাকুল-পতি  
নির্ভীক মহামানী নেহার রাও জয়চন্দ্রের  
পক্ষ। চিতোর, নাগোর, সিন্ধু, জলবৎ,  
পেশোয়ার, লাহোর, কান্দাহার, কান্দী,  
আবদুল ও দেবগড় প্রদেশসমূহের অধি-  
শাসক পৃথ্বীরাজের পক্ষ। সিমারের রা-  
জারীও ভয়ে পৃথ্বীরাজের পক্ষাবলম্বন ক-  
রিতাছিলেন। তন্মধ্যে বীরকেশরী যো-  
গীন্দ্র চিতোরাদিগের দিকিৎ বিবরণ  
এই স্থলে বিশেষ করিয়া বলা আবশ্যিক।

১২০৬ খ্রীষ্টিয় শাকে সমরশায়ী জন্ম-  
গ্রহণ করেন। ইনি সম্রাট মহাদে-  
বের পরমভক্ত ছিলেন। জনকরাজদ্বি-  
নাশ শিরে জটাঙ্কুর, গৌবার কমল-পুষ্প-  
বীজমালা; ও কটীতটে রক্তাশ্রয় ধারণ  
করিতেন। ওদিকে সমরে অসম সাহস,  
অপ্রতিমের বৈরাগ্য ও অদ্বৈত নৈপুণ্য ছিল,  
এবং মন্ত্রণায় পরিণামদর্শিতা, প্রাজ্ঞতা,  
উদ্যম ছিল। উদ্ভীপনারিষয়ে প্র-  
তিপত্তি আচরণে পরমধার্মিক ও সত্য-  
বিশ্বাসী রাজা ও অধীনবর্গের প্রা-  
নিকর মুরাণ-ভাজন ছিলেন। সমর-  
কালীন পৃথ্বীরাজের ভগিনীকে, পালিত  
করেন এবং তাঁহাকে সহিত ইহার স-  
বিশ্ব সৌহার্দ্য ও বন্ধুতা ছিল। সমর-  
কালে যথেষ্ট ভক্তি প্রদান করিতেন।

পূর্বেই উল্লেখ করা গেল যে সমর-  
শায়ী পুরিহর (বীরশায়ী) অশেষদ্বার নে-  
হারবাও জয়চন্দ্রের পক্ষাবলম্বী ছিলেন।  
পুরিহর বংশীয়েরা তুমার ও চোহান ব-  
ংশদ্বিগের করদ প্রজা ছিলেন। সমর-  
জয়চন্দ্রের কুমন্ত্রণায় বার্ষিক কর প্রদানে  
বিরত ও স্বাধীন হইতে উদ্যত হন। সমর-  
বীর পৃথ্বীরাজ অচিরে তদীয় গর্ব খর্ব ক-  
রিতা নিরমিত কর প্রদানে বাধ্য করিলেন।

ষোড়শ শতাব্দীতে কাশ্মীরের সমর-  
যুদ্ধ বিষয়ে অতি প্রসিদ্ধ ইহা। সমর-  
হারী পৃথু ও জয়চন্দ্রের অধীনে শাকিয়া  
বহুবল করে। আলার রাজপুত্রবাও উ-  
ভয় পক্ষেই যোগ দেয়। পৃথু দর বা দদ  
নামা আলার রাজাকে সমরে পরাভূত  
করিতা তৎকালে এক কীর্তিস্তম্ভ স্থাপন  
করেন। ফলতঃ কিছুদিনের মধ্যে মহা-  
বীর অথচ মন্ত্রণাকুশল পৃথ্বীরাজ সমর-  
রাজপুত্রদিগকে একপ্রকার বশভুক্ত  
করেন। কেহ ভয়ে, কেহ মৈত্রিতে  
যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া, তদীয় পক্ষ  
করিতে বাধ্য হন। পৃথুই কানি-  
জাদিগের জয়চন্দ্রের ভিন্ন আর কেহই তাঁ-  
হার সমরক ছিল না। এই জয়চন্দ্রের  
সহিত ক্রমাগত কলহে উভয় পক্ষ বিনবল  
হইয়া পড়ে, সেই সুযোগে ভারতের সর্ব-  
নাশ উপস্থিত হয়।

বায়েনার দারিদ্ৰ্য্য নামক রাজার দুই



কন্যাও তাঁর পুত্র ছিল। এক কন্যার  
পৃথীরাঙ্গ বিবাহ করেন। এই কন্যার নাম  
পৃথীরা। অপরাধ কন্যা যোগীরের রাজা  
বিবাহ করেন। তাঁর কন্যা কছেন যে, পৃ-  
থীরা যৌতুকস্বরূপ দিল্লীর আটজন প-  
রম রূপবতী সখী, ত্রিবিধী দাসী, পারস্য  
দেশজাত একশত অশ্ব, দুইটি গজ, দুইটি  
চর্য, ও একটি স্বর্ণরোপাখচিত বহুলা  
বস্যা প্রাপ্ত হন। তদ্ব্যতীত পৃথাকে কাষ্ঠ-  
নির্মিত শত পুস্তিকা, শত রথ, ও শত  
সুন্দরী প্রদত্ত হয়। কিন্তু সাহিমতনয়-  
র পুত্রের পৃথীরা দিল্লীরের যে মহা-  
রাজার সহিত তুলনায় এসকল  
সুখস্বাস্থ্য লক্ষ্য অকিঞ্চিৎকর। সর্বজোড়  
কায়সরকে পৃথী প্রধান সচিবের পদে নি-  
যুক্ত করেন; ইনি মন্ত্রণাস্বরূপতিতুল্য  
বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। চংখের বিষয়  
যে অন্যায়রূপে তাঁর পুত্রের মতিভেদ উপর  
হস্ত হওয়াতে অবশেষে আত্মহত্যা ক-  
রেন। পৃথীর নানা দ্বিতীয় জাতা একজন  
বাগী ও প্রধান রাজনীতিজ্ঞ ছি-  
লেন। ইনি প্রথমে রাজসমীপে অমাত্য  
রূপে নিযুক্ত হন, পরে যাহাঙ্গেরের  
শাসনকর্ত্ত্বক হইয়া বসিত হন। ইহার স-  
হিতই সাহাবুদ্দিনের প্রথম যুদ্ধ হয়, এবং  
সেই যুদ্ধেই ইনি প্রাণ পরিত্যাগ করেন।  
সর্ববন্ধি চাঁদরাও খানস্বরের বুদ্ধে প্রা-  
ধান সেনানী ছিলেন, ইহার বিবরণ  
বর্ণিত হইবে। মুঘলসম্রাটের  
পুত্রও বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

সম্রাটের পুত্রের শেষ জীবন। তাঁহার  
অভিনয়ের পূর্বে পৃথীর জীবনচরিত স-  
ম্প্রদে আমরা আরো দুই একটি বিবরণের  
উল্লেখ করি। পৃথীর সহিত জয়চন্দ্রের  
মনোবাদের প্রথম কারণ পৃথীর দিল্লীর  
সিংহাসনে আরোহণ ও অতির উন্নতি।  
ইহার যথাযথ বিবরণ বিস্তৃত হইয়াছে।  
নাগরকোটের প্রভুত সঞ্চিত ধন  
দ্বিতীয় কারণ; রাজস্বয়মজে পৃথীরাজের  
অনাগমন তৃতীয় কারণ; এবং পৃথীরাজের  
সহিত জয়চন্দ্র দ্বিতীয় পারিণয় দ্বিতীয়  
অসম্মতি চতুর্থ কারণ। আমরা ক্রমে এই  
তিনটি কারণের সংক্ষেপ বিবরণ লিপিবদ্ধ  
করিব।

নাগরকোটনগরে পূর্বতম কোন চপ-  
তির সঞ্চিত সপ্ততিলক্ষ স্বর্ণমুদ্রা নিহিত  
ছিল। পৃথীরাজ তাহা হস্তগত করার  
বাসনা করেন। কিন্তু জয়চন্দ্র যখন রাজ  
সাহাবুদ্দিন ও পত্নীরাজ ভীমদেবকে স-  
হায় করিয়া তাহার প্রতিবন্ধকতা করিতে  
চেষ্টা করেন। তখন দিল্লীর স্বীয় কুটুম্ব  
ও সচিব পৃথীরকে চিতোরনগরে যাত্রা  
স্বরূপ প্রেরণ করেন, এবং সম্রাটের দি-  
কটীক প্রার্থনা করেন। পৃথীর  
বিশ্ব প্রিয়জন তনয় কর্ত্তব্য হস্তে রাজ্যের  
কর্ত্তব্যবন্ধনের ভারপাল্য করিয়া পৃথীর  
সাহাবুদ্দিন সাহাবুদ্দিন ইন্দ্রপ্রস্থে প্রস্থান ক-  
রেন। প্রায় ৪ কোশ দূরে থাকিতে পৃ-

সম্রাট অমরনাথের পুত্র হইয়া স-  
ম্রাটের সমরশায়ী হইয়া গেলেন। উ-  
ভয়ে যুদ্ধপূর্বক এই স্থির করিলেন যে  
পৃথীরাঙ্গ ভীমদেবের দিক্কে যাত্রা করি-  
বেন, সমরশায়ী সাহাবুদ্দিন ও জয়চন্দ্রের  
অতিকূলে গমন করিবেন। এই যুদ্ধপূ-  
র্বক সমরশায়ী নাগরকোটে উপস্থিত  
হইয়া প্রবল শত্রুদলের সহিত ভুমূল  
সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। বহুদিন যুদ্ধ  
চলিতে লাগিল, কোন পক্ষেই জয় প-  
রাজয়ের সম্ভাবনা কিছু দৃষ্ট হইল না।  
ইতিমধ্যে পৃথীরাঙ্গ ভীমদেবকে পরাস্ত ক-  
রিয়া নাগরকোটে যাইয়া সমরশায়ীর  
অনুভব হইলেন। প্রজ্বলিত ত্রিযণ দাবা-  
নলে প্রবল-প্রভঙ্কের সংযোগ হইল;  
আর কার সাধ্য যে সে অনলভাষ্যের স-  
মুখে তিষ্ঠিতে পারে? জয়চন্দ্র ও সাহা-  
বুদ্দিন সত্তরই পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া পলায়নপরা-  
য়ণ হইলেন। নাগর কোটের বিপুল স-  
ম্পত্তি বিক্রয়নিগের হস্তগত হইল; কিন্তু  
সমরশায়ী তাহার কপর্দক ও স্পর্শ করি-  
লেন না, মল্লমই পৃথুকে অর্পণপূর্বক স্ব-  
রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্ত হইলেন।

দ্বিতীয়তঃ জয়চন্দ্রের অনজয়ুদ্ভী নামে  
এক পুত্রপুত্রী দুহিতা ছিল। কন্যা  
বহুবলী, কিন্তু মনোমত বর পাইয়া  
তখন রাজসভায় উপস্থিত পুত্রপুত্রী  
চরিত্রের কথা শুনিয়া লোকে  
গৌরবের সহিত লাগিলেন। পুত্র  
অপুত্র পুত্রী পুত্রী হইতে ভূপতি

রূপ কান্যকুজে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।  
কেবল জয়চন্দ্রের প্রাধান্য স্বীকার করিতে  
হইবে বলিয়া পৃথীরাঙ্গ তৎকালীন করি-  
লেন না। এই ব্যাপারের নিয়ম এই যে  
হোমোজের সমস্ত কার্য মুকুটধারিণীগের  
দ্বারা নিৰ্বাহিত হওয়া প্রয়োজন। পৃথী-  
রাঙ্গের অনুপস্থিতি নিবন্ধন হোমের ক্ষম-  
তার আশঙ্কা হইল। পরে পুত্র  
গের ব্যবস্থা লইয়া পৃথীরাঙ্গের  
প্রতিমূর্তি প্রস্তুত করাইলেন; এবং তা-  
হার উপর জাতকোষ বশত জয়চন্দ্র  
দ্বারবানের স্থানীয় করিয়া  
দ্বারে স্থাপন করাইলেন। লোক  
রায় এই সংবাদ পৃথীরাঙ্গের  
হইল। তিনি অবগম্য হইয়া  
কলেবর হইয়া সর্বমো কান্যকুজে উপ-  
স্থিত হইলেন। উভয় পক্ষে ঘোরতর  
সংগ্রাম উপস্থিত হইল। বীরকেশরী দি-  
লীধরের হস্তে অসুকেপম জয়চন্দ্র শীঘ্রই  
পরাজিত ও হতমান হইলেন। দ্বারস্থিত  
কাঞ্চন-প্রতিমা লইয়া পৃথীরাঙ্গ জয়চন্দ্রকে  
ইন্দ্রপ্রস্তে প্রত্যাগমন করিলে  
স্বয়ং অজহীন হইয়া

হইল; পৃথীরাঙ্গের প্রা-  
জয়চন্দ্রের বি-  
শেষ তাব অধিকতর প্রবল হইল। বিজয়ী  
পৃথু যখন পরাস্ত হুপতিরূপে পরিবেষ্টিত  
হইয়া হোমপ্রাঙ্গনে দণ্ডায়মান হইয়া  
সৈন্যদিগকে অনু-  
বোধ করিতে লাগিলেন। তদীয়  
অপুত্র পুত্রী হইতে ভূপতি



হইল; পুণ্ড্রবিভাগে নগরপাত করিলেন, অমরসিংহ জয়পুত্র স্বদেশীর চক্ষে আপন হস্ত মিলিত হইল।

জয়চন্দ্র যে অভিপ্রায়ে রাজস্বয়ং-জামুষ্ঠান করিলেন তাহা নিষ্ফল হইল; নিমন্ত্রিত রাজন্যবর্গমধ্যে অনঙ্গমুগ্ধরীর মনোমত বর মিলিল না। হোম-প্রাজ্ঞেন্দ্র যে বিজয়ী যুবকের প্রতি নগর আকৃষ্ট হইয়াছিল, যন তাঁহার পশ্চাতে গিয়াছে, মনোমত বরকে মনে মনে বরণ করিয়াছেন, অন্যবরে যন আর কেবল কেন? যজ্ঞ সমাপ্ত হইল, জয়চন্দ্র একদা হুঃখিত হইয়া পলায়নকে জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কাহাকে পতিত্ব বরণ করিবে? অনঙ্গমুগ্ধরী প্রথমতঃ কোনও উত্তর করিলেন না। পরিশেষে পিতার নিষেধাতির অতিক্রম করিতে না পারিয়া যে একটি নাম করিলেন, তাহা শুনিমাত্র জয়চন্দ্রের আপাদমস্তক ক্রোড়ে জ্বলিয়া গেল। চিরশত্রু পৃথ্বীরাজকে কন্যাসম্প্রদান অপেক্ষা তাহাকে জেলে নিমজ্জনও শ্রেয়ঃ। হুহিতাকে বাটী হাতে বন্ধ করিয়া দিলেন অনঙ্গমুগ্ধরী। হুহিতা হইয়া কোন দাসী-য়ের গৃহে গেল। কিছু দিন মধ্যে এই কথা পুথুরায়ের কর্ণগোচর হইল। তিনি বিবাহের প্রস্তাব করিয়া পত্রসহ চন্দ্রভাঁটকে কান্যকূজে প্রেরণ করিলেন। তিনি জানিতেন প্রাণসজো জয়চন্দ্র এ পত্রের সমত হইবেন না, অতএব প্রস্তাব করিতে হুতর অমুদয়ন করিয়াছেন।

চন্দ্রকে যুদ্ধে পরাভব করিয়া অঙ্গমুগ্ধরীকে স্বীয় রাজধানীতে লইয়া আসিলেন। মহাপহারোহে পরিণয় সাধা হইল। বিধাতার চক্র বুঝা উঠিল। কোন দল কী হুত্রে কি ঘটে লোকে তাহা অপ্লেও চিন্তা করিতে পারে না।

নবপ্রগরিণীর রূপলাবণ্যে বীরকুলধ্বজ প্রজারঞ্জক পৃথ্বীরাজ মোহিত হইয়া শৌর্ধা বীর্য বিস্মৃত হইলেন, প্রজাপালন ও রাজ্যশাসনে বিরত হইলেন। অমাত্যবর্গের হস্তে সমস্ত কার্য নাস্ত করিয়া সমস্ত দিন অন্তঃপুরেই অতিবাহিত করিতেন। রাজ্য-কার্যে হৃপতির ঈদৃশ ঔদাস্যবলোকনে রাজ্যমধ্যে নানা বিশৃঙ্খলা দৃষ্টিতে লাগিল। পশ্চিমে যে বিতস্তিপ্রমাণ ঘেষ দেখা দিয়াছিল, তাহা ক্রমে ক্রমে বৃহদাকার ধারণ পূর্বক ঘোরতর যনঘটাক্রমে, প্রচণ্ড প্রভঞ্জনরূপে ভারতাকাশে মহাসা উদয় হইল। ভারত-শত্রু সাহাবুদ্দিন-যবন ভারতবর্ষে দিগ্বিজয়রূপে পদার্পণ করিল। ইতিপূর্বেও একদা নাগরকোট নগরে উপস্থিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু সে অন্যভাবে। অর্থলোভে জয়চন্দ্রের মজ্জাগার আসিয়াছিল, অকৃতকার্য হইয়া প্রত্যাবর্তন করিয়াছিল। কিন্তু অকৃতকার্য হইলেও তখনই জানিয়া যায় যে পৃথুও জয়চন্দ্রের গৃহবিবাহের ভারত ক্রমে দুর্বল ও বীরশূন্য হইবে। অতএব হুতর যুবকের নাম প্রমাণ অবৈধ করিতে হইল, এইকণ কুলধ্বজ জয়চন্দ্রের জাম-

ভারতবর্ষের সর্বত্র উপস্থিত  
হইল।

যে গৃহ-বিবাদে দশাননের সর্বনাশ  
হইয়াছিল; যে গৃহ-বিবাদে কুকুল নি-  
র্মূল হইয়াছিল; পুনশ্চ ভারতে সেই  
সামাজিক রোগ যে দিন উপস্থিত হইল,  
সেইদিনই ভারতবাসী হিন্দুগণের মতক  
হওয়া উচিত ছিল। সেই দিনই জানা  
কর্তব্য ছিল যে সেই ভয়ানক রোগ চরমে  
কি শোচনীয় ফল প্রসব করিবে। কিন্তু  
হায়! কাহারই চৈতন্য হয় নাই! সেই  
পাপে অদ্য পাপী ভারতবর্ষে স্বেচ্ছের  
পদাঘাত। কুলজার জরচন্দ্র, কি করিলে?  
এ পাপের ভোগ কি তোমার ভোগিতে  
হইবেন? কিন্তু, আমরা কি লিখিতে কি  
লিখিতেছি? পাঠক, মার্জনা কর, শুন  
তৎপর কি হইল।

সাহাবুদ্দিন লাহোরের সীমায় আ-  
সিয়া উপস্থিত হইলে, তত্রতা শাসনকর্তা  
মহাবীর পুন্দির সসৈন্যে তদীয় পথানরোধ  
করিলেন। ঘোরতর সংগ্রামের পর পু-  
ন্দির নিহত হইল, বিজয়োৎসব যবন  
সেনা “আল্লাহ আকবর”। ঘোর রণ-  
নাদে দিগন্ত কম্পিত করিয়া সগর্বে পূ-  
র্বাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। এই  
বিবরণ পৃথ্বীরাজের কর্ণগোচর হইল,  
কিন্তু তাহাতেও তিনি বিপদ অনুভব ক-  
রিতে পারিলেন না। সাহাবুদ্দিন দিল্লির  
সীমায় পদার্পণ করিলেন, তখনও পৃথ-  
্বী রাজ নিদ্রায় নিমগ্ন। ক্রমে ধানেশ-

বের নিকটবর্তী নারায়ণ গ্রামে \* উপস্থিত  
হইয়া শিবির সংস্থাপন করিল। পৃথ-  
্বীরাজের প্রিয়পাত্র চন্দ্র ভাট বাইরা  
কুম্ভাবাদ তাঁহাকে প্রত্যাগমন করিল।  
শিবিরে নিমিত্ত শাকুলের দ্বারা পূর-সিংহ  
পৃথ্বীরাজ গর্জিয়া উঠিলেন। ইঙ্গিত মাত্র  
ঘোর রোলে রণশব্দ ও রণভেদী বা-  
জিয়া উঠিল; নানাদিকে অদীনরাজব-  
র্গকে আহ্বান করিতে দূত প্রেরিত হইল;  
শিক্ষিত সৈন্যদলের আক্ষালনে নগর  
টলমল করিতে লাগিল। তখন রাজ-  
পুতনায় দৈনিক শাসন-প্রথা† প্রচলিত  
ছিল, সুতরাং দেশে যত লোক, সকলেই  
সৈনিক, সকলেই সমর-কুশল, সকলেই  
সামরিক বিদ্যায় শিক্ষিত। সুতরাং দুই  
এক দিনে লক্ষাধিক সৈন্য সংগ্রহ হইল;  
এবং ক্রমেই অদীন নৃপতিবর্গও আসিয়া  
উপস্থিত হইলেন। পৃথুও জরচন্দ্রের গৃহ-  
বিবাদে বাঁহারা পৃথ্বীরাজের বিপক্ষ হি-  
লেন, ভারতের সাধারণ শত্রুদমন ক-  
রিতে হইবে বলিয়া, তাঁহারা শত্রুতা বি-  
শ্বাস হইয়া একত্রে বহুভাবে মিলিত হই-  
লেন। আচ্ছা! ভারতের এক দিন  
দিন গিয়াছে!

চিত্ররথ গন্ধর্বকর্তৃক প্রার্থোদন স-

\* বোধ হয় এলফিনষ্টোন প্রকৃতি  
ইংরাজ ইতিহাসলেখকের। ইহাকেই  
“টেরোরি” নামে অভিহিত করা হয়।

† Feudal system  
রাজহাজিরের ইতিহাস

শ্রীকৃষ্ণ হইলে, যুদ্ধিগির তাহাদি-  
গকে বুদ্ধ করিবার জন্য ভীমার্জুনকে  
কহিলেন। ভীমার্জুন ক্রুদ্ধ হ-  
ইলেন, “মহারাজ, আপনকার  
এ কিরণ বর্ষা আশ্রয় বুঝিতে পারি-  
না। যে শত্রু আমাদিগকে এত কষ্ট ও  
এত লাঞ্ছনা দিল, সে বিনষ্ট হইলেত প-  
রম আত্মাদের বিষয়। তাহাকে কিজনা  
উদ্ধার করিতে যাইব?” উদারচরিত্র-  
প্রশস্তমণি ধর্মতনয় সৌদররয়কে লাস্ত্রনা  
করিয়া কহিলেন—

“কহিলা যতেক পার্থ অন্যথা নাকরি।  
সে মম পরম শত্রু আমি তার অরি ॥  
আম্র পক্ষে ধরে বৃন্দ করিব যখন।  
তার শত সৌদর আমরা পঞ্চজন ॥  
সেই বৃন্দ হয় যদি পরণকগত।  
তখন আমরা ভাই পঞ্চোত্তর শত ॥”

কালীরাম দাস।\*

ধন্য যুদ্ধিগির! ধন্য অর্জুনসন্তান!  
ধন্য ভারতবর্ষ! আশা! একপ উদার ভাব  
এইক্ষণ আর দেখা যায় না। তাহাতেই  
ভারতের পুর্দশা। জয়চন্ডের সহিত  
আমরা কল্যাণীয়াজের অসংখ্য সৈন্য  
নাশ হইয়াছি। জয় সৈন্যনাথকে  
মধ্যে মাত্র ৬৪ জন জীবিত ছিল। যাছা  
হউক, তথাপি বিলক্ষ পদাতী বিলক্ষ  
অশ্বারোহী, এবং জিন্সহজ সমর-যাতন  
কালীচরিত্র “নামক  
লক্ষ্যকর এবং চরমভাগ  
দেখ।

লইয়া রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। চি-  
তোরাধিপ সমরশায়ী প্রধান সেনানীপদে  
বসিত হইলেন। তিন দিবস উভয় পক্ষ  
পরস্পরকে কিছুই বলিলেন না। চতুর্থ  
দিবস প্রভাতে যুদ্ধারম্ভ হইল।

সাহাবুদ্দিন শ্রী সৈন্যের পুরোভাগে  
অবস্থিতি উপবেশন পূর্বক, তাহাদিগকে  
সংবাদন পূর্বক কহিলেন, “বীরগণ!  
তোমরা জয়লোলুপ হইয়া স্বদেশ পরি-  
তাগ পূর্বক, শ্রীপুত্র আশ্রয় স্বজন পরি-  
তাগ পূর্বক, এই কাফেরের দেশে আ-  
সিয়া উপস্থিত হইয়াছ। তোমরা প-  
ঞ্জাব জয় করিয়াছ, লাহোর জয় করিয়াছ,  
এবং সিন্ধুদেশও জয় করিয়াছ সত্য; কিন্তু  
সে সকল স্থান তোমাদের স্বদেশ মধ্যেই  
বলিতে হইবে। এবং যেসকল বিপক্ষের  
সহিত যুদ্ধ করিয়াছ, তাহারাও আমাদের  
সমধর্মী এবং একইরূপ রণকৌশলসম্পন্ন।  
অন্য তোমরা প্রবল সিন্ধু নদের পর পারে  
উপস্থিত হইয়াছ, পৃষ্ঠদেশে খরজোতা  
কাগার নদী বহিতেছে; যদি তোমরা  
কাফের সৈন্য দেখিয়া ভীত হইয়া পলা-  
য়নে চেষ্টা কর, পলায়ন করিতে পারিবে  
না। কাগার তোমাদের পথ রোধ ক-  
রিবে, এবং কাফেরের হস্তে একজনও  
বক্ষা পাইবে না। যুদ্ধ করিয়া যদি পরা-  
ভূত হও, তাহাতেও যে ফল, যুদ্ধ না  
করিয়া প্রস্থানপরায়ণ হইলেও সেই ফল।  
পুত্ররাং শৃগালের ন্যায় প্রস্থান না করিয়া  
লিৎহ-বিক্রমে প্রাণপণে যুদ্ধ করাই আ-

ত । জয় পুরাজয়ের স্থিরতা  
আমার দোওয়ার জয় লাভ  
র, তবে এই সমুখস্থিত বি-  
ও ভারতের মণিকাঞ্চন তো-  
আমি তোমাদিগের প্রভু  
আমার ছইলে তোমরা  
ড কেইই বঞ্চিত  
র পরিশেষে বক্তব্য  
জয়ী ছইলে তোমাদের  
সলমান ধর্মেরই জয় । এই  
বিদ্রোহ প্রাণ ও যায়, তথাপি স্বর্গে  
সুরমা-নয়না পৈরীদিগের সহবাসে  
কিয়া শত্রু-কুরোটিতে সুস্বাদু সুরাপান  
করিতে পারিবে । মনোহর আলয়ে বাস ;  
সুমিষ্ট খাদ্য ; শত শত সুন্দরী বমণী ;  
এসকলই অনন্তকাল পর্যন্ত ভোগ করিতে  
পারিবে । \* এপৃথিবীর সুখ অল্পকাল  
স্থায়ী, কিন্তু স্বর্গীর সুখ অনন্তকাল স্থায়ী ।  
অতএব এ যুদ্ধের মৃত্যুও মঙ্গল । সুতরাং  
সাহসকর, অগ্রসর হও, শত্রুযুগে ক্ষেদন  
কর । ” ইহা কহিয়া শরাসন ছইতে একটি  
শর নিক্ষেপ পূর্বক পশ্চাৎস্থানে সরিয়া  
গেলেন । অশ্রুশরারী যম-অশ্বারোহীগণ  
“ আশ্বাহ আকবর ! ” বলিয়া গগন কা-  
পাইয়া নক্ষত্রবেগে শত্রুর অভিমুখে ধাবিত  
হইল ।

পৃথ্বীরাজ স্বীয় সৈন্যগণকে তিন  
ভাগে বিভক্ত করিলেন । দক্ষিণ-পা-

\* সেন্সকোরাণ ৭০, ১৪০, ১৪৯,  
১৫১, ২৭৮, ৪৪৯ পৃষ্ঠা দেখ ।

র্ষিক সৈন্যের ভার স্বহস্তে রাখিলেন, বাম  
পার্শ্ব মহাবীর চাঁদরাওয়ের হস্তে ন্যস্ত-  
করিলেন ; অধিকাংশ-অশ্বারোহী-সম-  
লিত সৈন্যের মূলভাগ বীরকুলচূড়ামণি  
সময়ে অটল সমরশায়ী অধীনে ছিল ।  
নির্জারিত হইল যে সমরশায়ী বিপক্ষ সৈ-  
ন্যের কেন্দ্রস্থান লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হই-  
বেন, এক্ষণে তাহাদিগকে ও অপরাপর মহ-  
াবীরের দিগকে কেন্দ্র রক্ষা ক-  
রিতে নিযুক্ত করিষ্যেন । ঠিক সেই সময়ে  
পৃথ্বীরাজ ও চাঁদরাও বিপক্ষের উভয় পার্শ্ব  
আক্রমণ করিবেন । এইরূপ সুব্যবস্থা ক-  
রিয়া পৃথ্বীরাজ এক ভীষণ সমর-মাত্রে  
আরোহণ করিলেন । এবং অসিচক্র  
নবার তাড়িতবেগে দৌলারাম করিয়া  
সৈন্যগণের চিত্তাকর্ষণ করিলেন । সকল  
নীরব, নিস্তব্ধ, স্থির ও অটল । তখন  
জলকান্তীর শত্রুসুখকর অশ্রু-উত্তেজী  
স্বরে কহিলেন “ রাজপুত্রকুল ললামবীর-  
বন্দ । তোমরা প্রাতঃস্মরণীয় বাণেশ্বর ও  
মহাবীর ঝুমানের বংশধর, এই কথাটি  
যেন স্মরণ থাকে । ” দুর্ভাগ্য হেচ্ছহুচাঁদ  
একবার বাণেশ্বরের দিকে অসি  
তেজ অশ্রুতর কামরূপী পতঙ্গ  
জ্বলন্ত অশ্বশাখার সহিত ছইতে আসিয়া  
এবার ঐ সৈন্যসমূহ লইয়া তোমাদিগকে  
পরাস্ত করিতে ; তোমাদের পুত্রকে  
অনাথ করিতে ; তোমাদের জমিনী  
জম্বুভূমিকে জয় করিতে আসিয়াছে ।  
একি সামান্য আপদ ! বীরপ্রহর রাজ-

স্থানে অবসর পদার্থ। আশ্চর্য্য, বেনমাতা  
রাক্ষসী ইহাদিগকে এখনও গ্রাস করেন  
নাই। আশ্চর্য্য, কুলদেবতা একলিঙ্গ মহা-  
দেব স্বীয় সর্বসংহারক শূলে ইহাদিগকে  
নির্মূল করেন নাই? দেবতারা দেখিবেন  
রাজস্থানে বীর আছে কি না? তাঁহারা  
তোমাদের শ্রুতের পরীক্ষা করিতেছেন?  
তবে কি আর এখনও মিত্রদের দণ্ডা-  
গম্যন থাকিবে? আর কি আরও কি  
পবিত্রা জন্মভূমিকে স্নেহের পুণ্ডে ক-  
লঙ্কিত দেখিবে? স্বীয় স্ত্রী পুত্রদিগকে  
ভীকরাও রক্ষা করে। কাপুকবেরাও স্বীয়  
কুলদেবতাদিগকে রক্ষা করে। আর অগ্নি-  
কুলসম্ভূত দেবসন্তান রাজপুত কি ভীক  
হইতেও অধম? বাপ্পারাওয়ের সঙ্গে সঙ্গে  
খুমানের সঙ্গে সঙ্গেই কি রাজস্থানের বী-  
রহ লোপ পাইয়াছে? পূর্ণীয়াতের শ-  
রীরে প্রাণ থাকিতে, তোমাদিগের ন্যায়  
সমর বক্রী বীরকুল তাঁহার সহায় থাকি-  
তে সে আশঙ্কা নাই। ঐদেখ শত্রুর  
তীক্ষ্ণশর শন শন করিয়া আসিতেছে, আর  
বিলম্ব কেন? দূত মুক্তিতে অসি ধারণ  
কর, দূত শত্রুর সন্মুখ হও। জয়  
আমর-নাশিনীকে। জয় দেবতার এক  
লিঙ্গ। \* ইহা

\* আমরা এখানে চরিত্রাখ্যায়কদিগের  
পদ্ধতি পরিচায় পূর্ণক কবিদিগের  
সরণ করিয়াছি। জয়কর ক্রিয়েন সেম্ভা-  
ফের যুদ্ধের পূর্বে উইলিয়ম ও ছেরল্ডের  
মুখে যে রূপ বক্তৃতা দিয়াছেন, (নর্দান-

হাডিলেন, সেই চক্রারের সহি  
জয় বীরগর্জন মিশিল, রণভে  
রোমে বাজিল। চতুর্দিকে “  
নাশিনী বেনমাতা,” “জয়  
লিঙ্গ” ভয়ঙ্কর রণনিদান  
অসি বন বন শব্দে বা  
মণ্ডল ঘোর কোলাহ  
রুহিত, অশ্বের হেঁসার  
স্বারোহীদিগের আশ্ফা  
ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।  
ও কলস্কুলে আচ্ছন্ন, মধ্যে মধ্যে  
“মার মার” “কাট্ কাট্” শব্দ হ  
ইতে লাগিল, কিন্তু কয়েক দণ্ড আর বি  
ছুই শ্রবণ বা দর্শন হইল না।

পূর্বনির্দেশ মতে সমরশায়ী শত্রু  
সৈন্যের কেন্দ্রভাগ, ও পূর্ণীয়াজ ও চাঁদ-  
রাও উভয় পার্শ্ব যুগপৎ আক্রমণ করি-  
লেন। সমর-মাতঙ্গ ও রাজপুত সৈন্য  
বিক্রম দেখিয়া মহম্মদীয় পার্শ্বিক সৈ-  
ন্যেরা ভীত হইল; এবং ক্রমে পৃষ্ঠভঙ্গ  
দিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। কেন্দ্রস্থলে  
তখন সাহাবুদ্দীন ও সমরশায়ীতে ঘোরতর  
যুদ্ধ চলিতেছে। বহুক্ষণ পরে সাহাবু-  
দ্দিন সমরশায়ীর উপর একত্র বেগে বর্ষা-  
কঙ্কোরেট ও থানাম ৪৫৫ ও ৪৬৮ পৃষ্ঠা)  
আমরা তাহারই অমুকরণ করিয়াছি।  
বোধ হয় ইহাতে ঐতিহাসিক সত্য  
কোন অপমান হয় নাই। ইহাতে  
যদি দোষী হয়, তবে অনেক চরিত্রাখ্য  
ও ঐতিহাসিকই দোষী।

ঘাত করিলেন যে, সেই আঘাতেই তাঁহার  
প্রাণনাশ হইত, সহসা তাঁহাকে অশ্রু-  
করিতা মহাবীর চাঁদরাও অগ্রসর হইলেন।  
তাঁহার রণকৌশলে মহাদীয় সেনারা বা-  
তিবাস্ত হইয়া পড়িল। তিনি এরূপ লম্বুহস্তে  
অসিচালন করিতে লাগিলেন যে, এক  
এক আঘাতে এক এক জনের মৃত্যু ভূমি-  
সাৎ করিতে লাগিলেন। এমন সময় দক্ষিণ  
পাশ্বে পরাস্ত করিয়া পৃথীরা জা সেইস্থানে  
উপস্থিত হইলেন। কিন্তু চাঁদরাওয়ের  
অন্ততঃ যুদ্ধকৌশল দেখিয়া পৃথী ও সমর-  
শারী নিশ্চেষ্টভাবে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁ-  
হার প্রশংসা করিতে এবং একএকবার  
উৎসাহ দিতে লাগিলেন। মৃত্যুপতিও মহা-  
বীর সমরশারীর উৎসাহ পাইয়া বিমুগ্ধ-  
নিত বিক্রমে চাঁদরাও বুদ্ধ করিতে লাগি-  
লেন। একজন বীরের তেজে অধীর বহু  
সৈন্যের নাশ দেখিয়া সাহাবুদ্দিন চাঁদরা-  
ওয়ের প্রতি এরূপ বেগে আঘাত করিলেন  
যে, ছিন্ন শির হইয়া সেই শূরশ্রেষ্ঠ রণভূ-  
মিতে পতিত হইলেন। প্রিয়তম সেনানীর  
মৃত্যু দেখিয়া শোকে ও ক্রোধে পৃথীরা  
স্বয়ং সাহাবুদ্দিনকে আক্রমণ করিলেন।  
হুই এক মুহূর্ত্ত মধ্যে তদীয় বিশাল খক্কোর  
আঘাতে যবনরাজ অধঃপত্ন হইতে ভূমিতে  
পতিত হইলেন। ভারতের নিত্য ক-  
পাল জাদিগাহে, ভারতের সর্বনাশ হ-  
ইয়া, তাই বলিয়াই কেবল তাঁহার প্রাণ-  
নির্যাস হইল। অধীর সৈন্যেরা অচেতন  
সাহাবুদ্দিনকে ফেলাইয়া বুদ্ধ ভঙ্গ দিয়া

মেঘপালের ন্যায় পলায়নপরায়ণ হইল।  
সমরশারী বিংশতি ক্রোশ পর্যন্ত তাহা-  
দিগকে অমুসরণপূর্ব্বক ইজ্রায়েলের সীমা  
হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। লজ্জা ও  
কোভে সাহাবুদ্দিন অবশিষ্ট কতিপয়  
সৈন্য লইয়া অশেষ প্রাধান্য করিলেন।

দাশেকের হইতে পরাস্ত ও  
হতমান প্রত্যাগমনের পর  
সাহাবুদ্দিন প্রমোদে প্রবৃত্ত হই-  
লেন বটে, কিন্তু সে অপমান দৃষ্ট অঙ্গার-  
বৎ তদীয় হৃদয়ে ধ্বংস করিয়া সর্বদা  
জ্বলিত। ফেরেস্তা কহেন “একদিনের  
তরে তিনি স্মৃতে নিম্না যান নাই; এবং  
জাগ্রত হইয়া ও কেবল শোকে ও লজ্জার  
দগ্ধ হইতেন।” \* যে সকল সৈন্য ও সৈ-  
ন্যপতি যুদ্ধক্ষেত্রে হইতে পলায়ন করিয়া-  
ছিল, তাহাদিগকে নানামতে অপমান ক-  
রেন এবং লাঞ্ছনা দিয়া অনেককে দেশ  
হইতে নিষ্কাশিত করিয়া দেন। এইরূপে  
হুই বৎসর গত হইল।

এই সময়মধ্যে তুরস্ক, তাজিক, আ-  
ফগান প্রভৃতি মুসলিমিত ১২০,০০০ অশ্বা-  
রোহী ও বহুসংখ্যক সশস্ত্র সৈন্য  
রিয়া বিত্তীয়বার্তা ভাষ্যমুখে ব্যাক-  
রিলেন। এই সৈন্যাদিগের মধ্যে অনেকের  
উক্তিয়ানুযায়ী, ও বহু রণভক্ত-  
কনে প্ররোচিত ছিল। \* দিল্লীরও

\* ব্রিগস ফেরেস্তা ১ম খণ্ড ১৭৩ পৃ।

† এই যাস যেনকত ভারত ইতি-

হাসে ৩ম খণ্ড ৩০ পৃ।

সাহাবুদ্দিনের অতিশয়শ্রদ্ধা করিতে অ-  
 প্রস্তুত ছিলেন না। সার্কিনত হিন্দু নৃপতি  
 দিল্লীখেরের অনুসার হইলেন, সর্বশুদ্ধ তিন-  
 লক্ষ অশ্বারোহী, তিন সহস্র সমরযোদ্ধা,  
 এবং অসংখ্য পদাতি সমভিযাহারে পুন-  
 র্কার থাকে সমরক্ষেত্রে কাগার নদীর  
 পূর্বপারে যাইয়া শিবির সংস্থাপন করি-  
 লেন। ভারতীয় ভূপতিগণের বিষয়ে  
 দৃঢ়বিশ্বাস, যবন বলিষ্ঠ অক্ষপ নাই।  
 ভাগিরথীর পবিত্র সলিল স্পর্শ করিয়া স-  
 কলেই শপথ করিয়াছেন, হয় যুদ্ধে জয়ী  
 হইব, নতুবা প্রাণত্যাগ করিব\*। হিন্দু  
 নৃপতিগণ সাহাবুদ্দিনকে বলিয়া পাঠাই-  
 লেন, “যদি তোমার স্বীর জীবনের  
 প্রতি বিক্রার অশ্রিয়া থাকে, তথাপি এত-  
 গুলি লোকের পরিবারদিগকে কেন অন-  
 র্থক অনাথ করিবে? যদি প্রস্থান করিতে  
 চাও, পথ পরিষ্কার আছে। যদি নিতা-  
 ন্তই মরিতে ইচ্ছা হইয়া থাকে তবে অশ্রুর  
 হও। আমরা দেবতার নাম করিয়া শ-  
 পথ করিয়াছি, রক্তনীমধ্যে প্রস্থান নাক-  
 রিলে নিশি অবস্থান মাত্র শত্রুবাহ-ভেদী  
 সমর-যোদ্ধা, অসংখ্য সৈনিক লইয়া জো-  
 য়াকে আক্রমণ করিব।\* এবং তোমার  
 হতভাগ্য সৈন্যকে পদে দলিত করি।\*  
 যুক্ত যবন যেন এই সগর্ভ বাক্যে ভীত  
 হইয়াছে, এই ভাণ করিয়া নতভাবে উত্তর  
 করিল, আমি ভাকু-আদেশে যুদ্ধ করিতে

আসিয়াছি। আপনাদিগের সহিত যুদ্ধ  
 করা আমার অভিপ্রেত নহে। তবে জা-  
 তার অসুখতি তিন্ন অদেশে প্রত্যাগমন  
 করিতে পারি না। যাহা হউক জাতার দি-  
 কট আপনাদের আদেশ লিখিয়া পাঠাই-  
 লাম, উত্তর আসাপূর্ণা যুদ্ধ কান্ত রাখি-  
 যেন। † এই চাতুরিপূর্ণ উত্তরে হিন্দু-  
 জগণ আশ্বাসে অধীর হইলেন। যারে  
 কালসপ রাখিয়া গৃহমধ্যে অশ্রুে দ্রবণ  
 সন্তোষে বিবিক্ত হইলেন।

যহা সমারোহে জোজ ও নৃত্য গীতে  
 প্রেরিত হইলেন। সকলেই নিরস্ত, সক-  
 লেই আশ্রমে মত, সকলেই অপ্রস্তুত।  
 মিলত্রে নিশীথ সময়ে যুক্ত যবন-পতি স-  
 সৈক্রে কাগার নদী পার হইয়া অতর্কিত  
 রূপে বিপক্ষ শিবির আক্রমণ করিল।  
 ক্রমমায়ে নৃত্য গীত নৃত্য হইয়া শিবির  
 মধ্যে মহাগণ্ডগোল উপস্থিত হইল। কিন্তু  
 বহুসংখ্যক সেনানী সেই অঙ্গ সগর ম-  
 ধোই প্রস্তুত হইয়া শিবির রক্ষা করিতে  
 প্রস্তুত হইলেন, ইতিমধ্যে অবশিষ্টেরাও  
 প্রস্তুত হইল। তখন সমস্ত হিন্দুসৈন্য চারি  
 শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া চতুর্কোণবাহ রচনা  
 করিল। সাহাবুদ্দিন বাহ ভেদ করিতে  
 অসমর্থ হইয়া পুনর্যর এক প্রত্যারণ-  
 রিপূর্ণ কোণে অবলম্বন করিলেন। বাহ  
 পরিত্যাগ পূর্বক হিন্দুসৈন্যগণ ছিন্ন ভিন্ন  
 হইবে, এই সিদ্ধান্ত করিয়া স্বীয় সৈন্যদিগকে

† এলফিনস্টোন ৩১১ পৃ; ৩ মার্চ

১৭৫ পৃ।

\* যাবেকৃত ভারতবর্ষ ১৭৫ পৃ।



প্রস্থান করিতে ইচ্ছিত করিলেন। তাহার।  
প্রস্থানের ভাগ করিয়া উর্জ্বাসৈ পশ্চাৎ  
হঠিয়া বাটতে লাগিল। হতবুদ্ধি হিন্দুসৈ-  
কগণ সেই হ্রতসিদ্ধির মর্মভেদ করিতে  
না পারিয়া বাহু ভঙ্গ করিয়া তাহাদিগের  
পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। রণজ-  
য়ুগ সাহাবুদ্দিন এই অবসরে খ্রীষ শরীর-  
রক্ষক বর্মধারী বাদশ সহস্র অশ্বারোহী  
সমভিব্যাহারে সেই ছত্রভঙ্গ হিন্দু সৈন্ত-  
গণকে আক্রমণ করিল। এইরূপে প্রভা-  
রিত হইয়া অগ্নিকাংশ হিন্দুসৈন্য হত  
নিহত ও বন্দীকৃত হইল; অবশিষ্ট প্রস্থান  
করিয়া প্রাণ রক্ষা করিল। দিল্লীস্থর  
অন্য বন্দীকৃত ও হত হইলেন। কিন্তু  
সেই ভয়ানক দুর্দশাপ্রাপ্ত হইয়াও চিতো-  
রাধিপ সমরশাসী ও তদীয় ভ্রমর কল্যাণ  
বীরের ন্যায় বহুকণ বুদ্ধ করিয়া সাহাবু-  
দ্দিনের অধিকাংশ সৈন্যসামন্ত সংহার  
করেন। অবশেষে খ্রীষ অধীনস্থ ত্রয়ো-  
দশ সহস্র সৈন্য ও পুত্র সমভিব্যাহারে  
সমুখ যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়া রণভূমিতে  
বীরশয়নে শায়িত হইলেন।

খানেশ্বরের যুদ্ধের সহিত সেন্নাকের  
যুদ্ধের অনেক বিষয়ে তুলনা করা যাইতে  
পারে। প্রথমতঃ সাহাবুদ্দিনের সহিত  
উইলিয়ম কক্সারের, পৃথিবীজের সহিত  
হেরল্ডের; পরন্তু সমরশাসী ও তদীয়  
ভ্রমর কল্যাণের সহিত গার্ণ ও সোরেন-  
ভ্রমর হেকোর প্রভৃতি সামন্তসৈন্যের সহিত পা-  
তলা যার। দ্বিতীয়তঃ যুদ্ধ-বিবাদ, এবং

হেরল্ড ও টকিংগের পরস্পর কলহে সাক্ষ-  
নেরা যেরূপ দুর্বল হইয়া পড়িয়া ছিল;  
পৃথু ও জরচলের আত্মকলহে রাজপুত  
জাতির ও তজপ দুর্বলতা হয়। তৃতীয়তঃ  
পোপের দ্বারা নিযুক্ত হইয়া উইলিয়ম  
যেরূপ ধর্মযুদ্ধ করিতে আসিয়াছেন, এবং  
হেরল্ড তাঁহাকে উচিত স্বত্ব হইতে বঞ্চিত  
করিতেছেন বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস ছিল;  
সাহাবুদ্দিন ও তজপ মুসলমান ধর্ম প্রচার  
করিতে ও পূর্ব পুরুষ গজাননপতির অধি-  
কৃতস্থান উদ্ধার করিতে আসিয়াছেন ব-  
লিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন। চতুর্থতঃ  
উইলিয়মের পুশিকিত নর্মাণ সৈন্যের স-  
হিত দেশহিতৈষী সাক্ষনেরা প্রাণপণে যুদ্ধ  
করিয়াও যেরূপ কিছু করিতে পারিয়া-  
ছিলেন; সাহাবুদ্দিনের শিক্ষিত সৈন্যের  
অগ্রেও রাজপুত সৈন্যগণ সেইরূপ পরাস্ত  
হইয়াছিল। পঞ্চমতঃ সেন্নাকের যুদ্ধেই  
যেমন সাক্ষনেরা সিংহাসনচ্যুত হন ও ইং-  
লেণ্ডে নর্মাণাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়; খানেশ-  
্বরের যুদ্ধেও তজপ আধীন হিন্দুরাজ-  
ত্বের ধ্বংস ও সেন্নাধিকারের স্বত্র পাতি  
হয়।

আমাদের আখ্যায়িকা সমাপ্ত হইল।  
কিন্তু যবনিকাপতনের পূর্বেই একটী  
কথা বলা প্রয়োজন হইতেছে। পৃথিবীজ-  
জের মৃত্যু হইলে তদীয় পত্নীদয় অল্পকি-  
তায় আরোহণপূর্বক তাঁহার অনুমৃত্যু হন।  
সাহাবুদ্দিনকে করপ্রদানে স্বীকৃত হও-  
য়াতে পৃথুর জনৈক পুত্র সিংহাসনে অধি-



বিভিন্ন। কল্পে জয়ন্তের পাণের  
প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছিল—তদীয় পাণে ভা-  
রতের অপরাপর হিন্দু রাজত্বের কি দশা  
হইয়াছিল, তাহা ইতিহাসেই বর্ণিত আছে,

এখানে তাহার পুনরুৎপত্তি নিশ্চয়োজন।  
ইহা হইতে কি ভারতবাসীর চক্ষু দান হইয়া-  
ছিল? ইতিহাসই একথার উত্তর প্রদান  
করিবে।

ক্রীষ্ণ—৪

## যবন।

“ যবন ” শব্দের উৎপত্তি কি এবং  
কোন দেশবাসিরাই বা “যবন” নামে অ-  
ভিহিত হইত, এপর্যন্ত ইহার স্থির মীমাংসা  
কেহই করিতে পারেন নাই। বাঙ্গলাদেশে  
হিন্দু ও মুসলমান এই দুই জাতির বাস;  
তন্মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা মুসলমান হইতে অ-  
ধিক। “হিন্দু” এই শব্দের মীমাংসা এক  
প্রকার হইয়াছে। সিন্ধুর অপভ্রংশ ইণ্ডুস  
হইতে হিন্দুশব্দের উৎপত্তি। হিন্দুগণ মুস-  
লমানদিগকে যবনশব্দে অভিহিত করেন।  
এবিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন  
মত। কেহ কেহ বলেন “যবন” শব্দের  
সহিত গ্রীক আণনিয়া ( Ionia ) শব্দের  
সৌসাদৃশ্য আছে; অতএব পূর্বে গ্রীকদি-  
গকেই যবন কহিত। কিন্তু এই কথাইযে  
তাঁহার প্রমাণ কি?

এবিষয়ের সত্য অনুসন্ধান করা একান্ত  
দুরূহ কার্য। অনুমান আমাদিগের প্র-  
ধান সম্বল। কিন্তু অনুমানের উপর নির্ভর  
করা যুক্তিসিদ্ধ বোধহয় না। প্রথমে যবন  
শব্দের উৎপত্তি নির্ণয় করিতে পারিলে,

যবনদিগের আদিমস্থান কোথায়ছিল সহ-  
জেই স্থির করা যাইবে, এবং তাহাদের আ-  
চার ব্যবহার জানিলে অনেক বিষয়ের সত্য  
আপনিই প্রকাশ হইবে।

( ১ ) দাড়ু—যু ( মিশ্রিত করা ) +  
অন=যবন।

“ যৌতি মিশ্রয়তি, মিশ্রীভবতি বা  
জাতিভেদাভাবাদিতি যবনঃ ”। যাহা-  
দিগের জাতিভেদ নাই তাহারাই যবন।

তবে কেবল মুসলমান কেন, অনেক  
জাতিকেই যবন বলা যাইতে পারে।

( ২ ) ( Synonymy ) সমবাক্য  
—সেই—সিন্ধু-অ। সিন্ধু মিশ্রিত করা।

“ গোমাংসখাদকো যশচ বিকল্পং  
বণ্ডভাষতে। ধর্ম্মাচারবিহীনশ্চ স্বেচ্ছইত্য-  
ভিদীয়তে ॥ ” বোধায়ন সূত্র।

যাহারা গোমাংস ভক্ষণ করে, বহু  
ভাষায় কথাবার্তা কহে এবং যাহাদিগের  
কোন ধর্ম্ম নাই, তাহাদিগকে স্বেচ্ছ কহে।

ইংরেজাদি ইউরোপীয় প্রসভা জাতি-  
দিগকেওও তবে স্বেচ্ছ বলা যাইতে পারে।

ইহাতে বোধ হইতেছে পূর্বে হিন্দুত্বের সমস্ত জাতিকে স্বেচ্ছ বা যবনশাস্ত্রের অধিহিত করিত। কিন্তু এক্ষণে সেই শব্দ কেবল মুসলমানদিগকেই বুঝায়।

(৩) যবনের আদিনিবাস—

(ক) অথ্য আর্থাবর্তের দক্ষিণপশ্চিম দিকে যবনদেশ। পরাশর।

(খ) যে রেখা লঙ্কাধীপকে বিভাগ করে তাহার ৬০° পশ্চিমে যবনদেশ।

বরাহ মিহির।

(গ) ভারতবর্ষের পশ্চিমে যবনদেশ।

বিষ্ণুপুরাণ।

ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে কাবুল, টাটরী, পারস্য, বাস্ত্রিয়া ইত্যাদি দেশ সকল পূর্বে যবনদেশ এবং তত্রত্য অধিবাসিদিগকে যবন কহিত। দেখা যাইতেছে “যবন” শব্দ নূতন নহে। বহু পূর্বকাল হইতে ইহার ব্যবহার আছে। তবে কেবল মুসলমানদিগকে যে যবন বলিত না, তাহা একপ্রকার স্থির নিশ্চয়, যেহেতু মুসলমান জাতির উদয়ের পূর্বহইতে একথা প্রচলিত দৃষ্ট হয়।

(৪) যবনদিগের আচার ব্যবহার—

(ক) “যবনান্ মুণ্ডিতশিরসোহর্জ-মুণ্ডান্ শকান্ প্রলম্বকেশান্ পারদান্ গুরু-বাৎশচ শস্ত্রধারিণঃ”। বিষ্ণুপুরাণ।

কিন্তু বিষ্ণুপুরাণরচনার কাল নিকটপণ করা অতীব ভুল হইবে। যদি এখানিকে বর্তমানের রচিত বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়, তবে নিঃসন্দেহই মুসলমানদিগকে যবন

বুঝায়; কিন্তু বিষ্ণুপুরাণ পুরাণ গ্রন্থ নহে।

অভিজ্ঞান শতকুলায় কালিদাস লিখিয়াছেন—

“এমো বাণাসম্ব হস্তাধিঃ জবগীহিঃ বণপুষ্পমালাধারিণীহিঃ পরিব্রজো ইদো এক আশ্রুদিশি পিঅবজাম্যো।”

দ্বিতীয় লোক পাঠান্তর।

মহারাজ দুয্যস্তের পরিচারিকাগণ যবনকন্যা ছিল। ইহাতে বুঝা যাইতেছে কালিদাস মুসলমানদিগকে যবন বলিয়াছেন। যেহেতু মুসলমানমহিলারা উত্তম সূতাকী, এবং প্রায় সূপতিগণ তাহাদিগকে রাখিতেন।

রঘুবংশে লিখিত আছে, রঘু দিগ্বিজয়ে নির্গত হইয়া পারস্যাদিগণতিকে পরাস্ত করিয়াছিলেন; এখানকার স্ত্রীলোকদিগকে কালিদাস যবনী বলিয়াছেন,—

“পারসীকাংস্ততো জেতুং প্রত্যস্তে স্থল-বস্তনী।

ইন্দ্রিয়াখ্যানিব রিপুংস্তদ্বজ্ঞানেন সংযমী ॥

যবনীমুখং দ্ব্যনাং সেধে মধুমদং ন সঃ।

বালাতপমিবাজ্ঞানামকালজলদোদয়ঃ ॥”

পানিনীপ্রণীত সিদ্ধান্ত কৌমুদী নামক ব্যাকরণে যবনবর্ণ বুঝাইবার নিমিত্ত একটি সূত্র দেওয়া হইয়াছে। যথা—

ইন্দ্র বধন ভব সর্ব কত্র সূত্র হিমমারণ, যব যবন মসুলাচাখ্যাণ আমুক্য (যবনাং লি পতাম্) যবনানাং লিপিব্যবধানী। ১। ১। ৪। ৪৬।

বহাতে বুঝা বাইতেছে যবনগণ হিন্দু-  
দিগের চিরপরিচিত।

ভোক্তরাজনভাসন কবি কালিদাস  
প্রণীত ( শকুন্তলারচরিতা কালিদাস লিখে )  
কালবিকার্মিমিত্র গ্রন্থে উল্লেখ আছে,  
যে মহারাজ পুষ্পমিত্র অশ্বমেধযজ্ঞ করি-  
রাছিলেন। তাঁহার অশ্ব সিদ্ধুনদী উ-  
ত্তীর্ণ হইয়া অপরকূলে উপস্থিত হইলে  
একদল যবন তাহাকে আক্রমণ করিয়া-  
ছিল।

যদিও ইহা এক প্রকার দ্বির সিদ্ধান্ত যে  
গ্রিক আইওনিয়া লোক হইতে যবন শব্দের  
উৎপত্তি, কিন্তু সংস্কৃতবিদ পণ্ডিতগণ এ-  
কথা বিশ্বাস করেন না। পুরাণে ইহার  
যে রূপ বীরাংশু আছে তাহাই তাঁহার।  
সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন।

শান্ত্রে দৃষ্ট হয় বৈদ্যভট্টমহাপুঞ্জ পিসধু  
তাঁহার ওকর গাভী ছরণ করেন এবং এই  
নিমিত্ত তাঁহাকে সমাজ হইতে বহিষ্কৃত  
করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু যদিও তাঁহার  
সন্তানসন্ততিগণ বেদবিধি অনুসারে, ধর্ম-  
কর্মাদুষ্ঠান করিতেন, তথাপি তাহাদিগকে  
যবন বলিত।

একদা সমররাজা ষোল্লি ডালজজ-  
দিগকে সমরে পরাস্ত করেন এবং যৌর  
অবমাননার চিক্কসরণ তাহাদের মন্তক  
মুণ্ডন করিয়া বাড়ী হইতে নিক্ষেপিত ক-  
রিয়া দেন। যথা—

“ অর্জমুণ্ডশিরসঃ কাংক্ষিতং সর্বমুণ্ডা-  
ধাপরাম্ । ”

কাংক্ষিতং অগ্রদরান কাংক্ষিতং মুক্তকচ্ছা-  
নধাপরাম্ । ”

এখানে প্রতিপন্ন হইতেছে যে যবন-  
চ্যুত ব্যক্তিদিগকে যবন কহিত।  
মহাভারতে দেখিতে পাওয়া যায় যবনজাতি  
বশিষ্ঠদেবু নন্দিনীর কন্যা হইয়া উপর  
হইরাছে।

কিন্তু যমালি আইওনিয়া দেবী, মহা-  
ভারত এবং অন্যান্য সংস্কৃতগ্রন্থে বাহাতে  
যবন শব্দের উল্লেখ আছে তাহাদের কাল  
নিকৃশণ করা যায়, তাহা হইলে এবিষয়ের  
মীমাংসা সহজ হইয়া পড়ে। কিন্তু একাধা  
একপ্রকার অসাধ্যসাধন।

( খ ) “ যবনানং শিরঃ সর্বং কাং-  
জামং তথৈবচ । ”

ব্রহ্মাওপুরাণ।

যবনজাতি তাঁহাদের সমস্ত মন্তক  
মুণ্ডন করে।

( গ ) যবনঃ শয়ানো ভুংক্বে । পাণিনি ।  
যবনজাতি শয়নাবস্থায় ভোজন করে।

যবনশব্দ।—

যবন-ব্রিহৎ—ধূনা

যবনপ্রিয়—কালমর্চিত

যবনাম্রজ—সোরা

যবনিকা—তাঁবু

যবনেষ্ট—বসু

যবনেষ্টা—খেকুর

যবনাস্ত্র—যবনদেশীর বোতা।

উপর উক্ত বিষয় ভূমি পরিচিতিতে  
বিবেচনা করিয়া দেখিলে সপ্রমাণ হইবে

বাক্তিগার সমীপবর্তী কোন দেশ যবন-  
দিগের আদি নিবাস । আমাদের শাস্ত্রে  
বর্ণিত আছে এই জাতি পূর্বে ক্ষত্রিয়  
ছিল ; কিন্তু কালক্রমে অশ্রম হইতে পণ্ডিত  
হইলে পণ্ডিত যবন নাম দেওয়া হয় ।  
একদা যবনরা নিত্য কঠিন কার্য  
নভে বেছেই আজ পর্যন্ত এই প্রথা প্রচ-  
লিত রহিয়াছে ; যদি কোন ব্যক্তি হিন্দু-  
শাস্ত্রানুযায়ী কার্য না করে তাহাকে স-  
মাজ হইতে বহিস্কৃত করিয়া দেওয়া হয় ।  
কেহ তাহার বাটীতে আহার করে না এক  
ছ'কাই ধূমপান করে না সকলেই তাহাকে  
ঘৃণা করে । তবে এক্ষণে আর তাদৃশ  
হিন্দুধর্মের মান সম্ভ্রম নাই । ইংরেজী  
শিক্ষা হিন্দুধর্মের মূলে কুঠারাঘাত করি-  
য়াছে । যদি এই ব্যক্তি কোন স্বযোগে  
পুনর্বার স্বপদ উদ্ধার করিতে পারিলেন  
তাহা, নতুবা ইহার সম্মুখ সম্মতিগণ কাল-  
ক্রমে নিজ ব্যবসায় অবলম্বন করিলে তা-  
হারাই যবন হইবে ।

মহাভারতে যবন শব্দের উল্লেখ আছে ।  
এই গ্রন্থে গ্রীকজাতির অজ্ঞানতার বহু-  
পূর্বের রচিত । বিশেষতঃ পুরাণে প্রমাণ  
পাওয়া যায় যে যবনগণ তুর্কস্বর সন্তান  
সন্ততি । পূর্বকালে সিন্ধুনদীর পশ্চিম  
পারাবর্ত দেশসমূহ হিন্দুদিগের অধিকার  
ও আবাসস্থান ছিল । তাহাদের মধ্যে এক  
দল ভারতবর্ষ জয় ও অধিকার পূর্বক ত-  
থায় আপনাদিগের প্রভুত্ব স্থাপন করেন ।  
তাহারা এই দেশের সৌন্দর্য রমণীয়তা

ও ধর্মরতা সম্বন্ধে মুগ্ধ হইয়া আর অ-  
ন্য দেশ প্রত্যাগমন করেন না । ক্রমে ক্রমে  
সমস্ত আদিম নিবাসিদিগকে পরাস্ত ও  
দূরীকৃত করিয়া সমগ্র আধিপত্যে আপন-  
দিগের আদিপত্য বিস্তারিত করিলেন ।  
তাঁহাদিগের যে অংশ স্বদেশে রহিয়া গেল  
তাঁহাকেই ইহারা যবন নামে অভিহিত  
করিলেন ।

এখানে ইহাদিগের প্রভুত্ব বিস্তারের  
সহিত জ্ঞানের বিস্তার হইতে লাগিল ।  
স্বর্গীয় সংস্কৃত ভাষা বাহাদিগের মাতৃ-  
ভাষা হওয়ায় তাহারা যে স্বল্প কালমধ্যে  
ভূবনবিখ্যাত হইলেন তাহা বিচির কি ?  
ক্রমে ক্রমে সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, জ্যো-  
তিষ, ধর্মশাস্ত্র ইত্যাদি বহুবিধ বিষয়ের আ-  
লোচনার সকলে মনোনিবেশ এবং তৎ-  
বিষয়ে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট পুস্তক রচনা করি-  
লেন । ওদিকে তাহাদের ভ্রাতৃগণের দিন  
দিন অপোতন হইতে লাগিল ; তাহারা  
আপনাদিগের তেজ ও বীৰ্য্য বিস্মৃত হইয়া  
নিচ ব্যবসায় অবলম্বন করিলেন, অপর্য্যে  
অবজ্ঞা প্রদর্শন এবং গোমাংস ইত্যাদি  
অখাদ্য ভক্ষণ করিতে লাগিলেন ; ইহাতে  
ভারতবর্ষবাসী হিন্দুগণ যে তাহাদিগকে  
ঘৃণা করিলেন তাহা আশ্চর্য্য নহে । সু-  
তরাং তাহারা এককালে তাহাদের সহিত  
আদান প্রদান বন্ধ করিয়া দিলেন । এবং  
তাহাদের নাম যেক্ষ ও যবন রাখি-  
লেন ।

পূর্বে যবনশব্দ দ্বারা যে কেবল মুস-

লম্বান জাতিকে বুঝাই না চক্ষু কণ বি-  
শিষ্টে মনুষ্য নীতি ইহা বুঝিতে পারিবেন।  
ইহঁদের জন্মরাস ও লম্বাজ ইত্যাদি সমস্ত জা-  
তিকেই যবন বলিয়া যাউত। ইহাতে কি বু-  
ঝায়? যে লম্বাজ জাতি হিন্দু ধর্ম্মানুযায়ী  
কার্য্য করিত না তাহাদিগকেই যবন বলিত।

হিন্দুগণ জাতি বিচারচারী এবং সত্য  
ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। এবং আপনাদিগের  
অন্ততঃ ক্ষমতাবলে কি রাজনীতি, কি সা-  
মাজিক নীতি, কি বৌদ্ধ, কি বুদ্ধকৌশল,  
কি শিল্প বিদ্যা, সমস্ত বিদ্যায় ভূমণ্ডলে অ-  
দ্বিতীয় ছইয়া উঠিলেন। বাস, মিহির, বা-  
ল্মিকী, বরাহ, কালিদাস, বশিষ্ঠ, পরাশর,  
নারদ, মনু, ঐক্কক ইত্যাদি অসামান্য ধী-  
শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ সেই কূলে জন্ম-  
গ্রহণ করিলেন, সুতরাং জাত্যভিমান ও  
আত্মাভিমান তাঁহাদের হৃদয়ক্ষেত্রে অ-

চ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। স্বজাতির ও স্বধ-  
র্ম্মের প্রতি তাঁহাদের প্রগাঢ় ভক্তি, ভাল  
বাসী ও সহানুভূতি জন্মিল; এবং তাঁহা-  
দের অন্তঃকরণে ষোর অহঙ্কারের উদয়  
হইল; এমনকি তাঁহারা পৃথিবীর অন্যান্য  
জাতিকে মনুষ্য বলিয়া গণনা করিতে  
অস্বীকার করিতেন। স্বধর্ম্মের প্রতি  
তাহাদের এত ভক্তি জন্মিয়াছিল যে তাঁহারা  
ভাবিতেন—ভাবিতেন যথার্থই, তাহা-  
দের ত্রম ছিল না—সেই ধর্ম্মই সকল  
ধর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠ। যাহারা সেই ধর্ম্ম মানিত  
না তাহাদিগকে অসভ্য, স্বেচ্ছ ও যবন ব-  
লিতেন। সুতরাং যবন নামে কোন একটি  
জাতি ছিল না। আর্য্যগণ হিন্দু ভিন্ন স-  
মস্ত জাতিতেই যবন বলিতেন।

ঐহরিমোহন মুখোপাধ্যায়।

## ভালমানুষ।

কহ বলিতে পার, কি করিলে “ভাল” হওয়া যায়? চলিত কথায় যাহাকে ‘ভালমানুষ’ বলে, অর্থাৎ সদস্য বিবেকশূভ, যৎপিওসদৃশ নিন্তেজ-হৃদয়, ‘মো’ বেচারী। ভালমানুষের কথা বলিতেছি না। পূর্বজন্মের বিশেষ পুণ্য না থাকিলে এরূপ ভালমানুষ হওয়া যায় না। সন্যস্ত বুদ্ধি, সন্যস্ত জ্ঞানিরা শুধু ‘ভালমানুষ,’—যিনি রঘুবংশের “জানে মৌন, কমা শকৌ, তাগে প্রাণা-বিপর্যয়ঃ” ইত্যাদি গুণে বিভূষিত হইয়া ‘ভালমানুষ,’ তাঁহার কথা বলিতেছি। যিনি বাক্যে সত্যবাদী, মনে অহমিকান্দী, কার্যে ফলপ্রসাদী,—যিনি পৃথিবীতে অজ্ঞাত, সমাজে অনাদৃত, পরিবার মধ্যে অবহেলিত হইয়াও সদানন্দ,—যিনি বিপদে প্রসন্ন এবং সম্পদে ধীর, তাঁহার কথা বলিতেছি।—যিনি কর্তব্যানুষ্ঠানে হিতাহিত বিবেচনা করেন না, যিনি সময়ের গতি অনুসারে স্বীয় কার্যের গতি নিয়মিত করেন না,—যিনি আশাবাক্যে বন্ধুকে উৎসাহিত করিয়া কার্যকালে পলায়ন করেন না, সেই সন্যস্ত মহাত্মার কথা বলিতেছি।

কি করিলে ভালমানুষ হওয়া যায়?

নীতিশাস্ত্র পাঠ করিলে, কত নীতি পড়িলাম, কত নীতি শ্রবণে দেখিলাম, কিন্তু কখনও দেখিলাম না যে, জ্ঞানের উন্নতির সহিত নীতির উন্নতি হইল। “সত্যকথা বলিও, মিথ্যা বলিও না” ইহাও কতবার কত প্রকার পড়িলাম, মিথ্যাকথার ফল ও কতবার ভুগিলাম, কতবার দেখিলাম; কিন্তু কখন সত্যবাদী হইতে পারিরাছি কি? কার্যকালে দেখিরাছি যে, নরনারী হিতোপদেশকারের কথাই সত্য হয়।

“ম ধর্মশাস্ত্রং পঠিতীতি কারণং

ন চাপি বেদাধ্যয়নং দুরাত্মনঃ।

অভাব এবাজ তথাতিরিচ্যতে

যথা প্রকৃত্য মধুরং গবাতঃ পুরঃ॥”

আরিস্ততলের সময় হইতে ইউরোপে নীতিশাস্ত্রের আলোচনা হইতেছে; কিন্তু ইউরোপের নীতি কিছুমাত্র বিশুদ্ধ হইয়াছে কি? সেই মিথ্যাকথা, সেই প্রতারণা, সেই স্বার্থপরতা, সেই নীচাশয়তা, এখনও আছে। তবে একমাত্র প্রভেদ এই যে, পূর্বকার অধিবাসীরা যখন নীতি শাস্ত্রের এত কৌশল জানিতেন, তখনও সত্যকথা বলিতেন, মিথ্যাকথা বলিতেন না, নীতির

তবে কিলে ভালমানুষ হওয়া যায় ? প্রাণোচনা দ্বারা ? কত হিন্দু দেখিলাম, কত প্রান্তস্বামী, নিরাশ্রয়, চন্দনচর্চিত, কত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দেখিলাম ; কত 'নেও-রাজওয়ারা' সুদীর্ঘ দাঁড়িবিশিষ্ট মুসলমান দেখিলাম ; রবিবারের সন্ধ্যাকালে কত আশ্রয়বিপরিভূত ব্রাহ্মজাতা দেখিলাম ; কত "ফুক কোটেড" মিসমরী 'পারসন' দেখিলাম ; কখনও ধর্মের সঙ্গে নীতি মিশ্রিত দেখিলাম কি ? ক্রীষ্টানেরা বলেন, এবং ব্রাহ্মেরাও দেখাদেখি বলিতে শিখিয়াছেন, যে মনুষ্য জগদীশ্বরের 'গ্রেস' (Grace) 'দয়াময়ের দয়া' না পাইলে ধার্মিক অশাশ্বিত্য বিশুদ্ধকরিত হইতে পারে না। এই জগদীশ্বরের ককণা পাইবার প্রধান উপায় 'উপাসনা'। 'এউপাসনা' ও ত অনেককাল করিলাম। উপাসনা-গৃহে বসিয়া জগদীশ্বরকে সাক্ষী রাখিয়া কতবার আন্তরিক প্রীতিজ্ঞা করিলাম, কখনও প্রীতিজ্ঞা পালন করিতে পারিলাম কি ? পৃথিবীর দাক্ষণ প্রাণোভনের দাক্ষাতে, সমস্ত প্রীতিজ্ঞা, সমস্ত জগদীশ্বর, সমস্ত উপাসনা, কোথায় উড়িয়া গেল। ইংরাজীতে এক প্রবচন আছে যে, "যদি জগদীশ্বরের সাহায্য চাও, তবে অগ্রে আপনি আপনার সহায় হও"। এ প্রবচন সাংসারিক উন্নতিসম্বন্ধে বেরূপ সত্য, নৈতিক উন্নতি সম্বন্ধেও সেইরূপ। শুদ্ধ উপাসনার সংস্কার আর মিলিবে না ; শুদ্ধ উপাসনার চরিত্রের উন্নতিও

না। "উপাসনা" অর্থাৎ সন্তোষকর বাক্যে মনুষ্য ভুলিতে পারে। আপনি রক্তপানী, আপনি বড় বিদ্বান আপনি বড় সুন্দর, এ সকল কথাই মনুষ্য ভুলিতে পারে। কিন্তু জগদীশ্বরের কথায় ভুলিবার পারা নহেন। তাঁহাকে কারো ভুলাই হইবে। চক্ষু মুদিয়া তুমি বড় সুন্দর, তুমি বড় জানী, তুমি বড় মহৎ বলিলে চলিবে না। \*

তবে কি করিলে ভালমানুষ হইবে ? এক উপায় আছে। যত্ন করিলে। এতোক মুহুর্তে, এতোক কার্যে স্বার্থভাগ করিতে হইবে। স্বার্থভাগ চারিদিকের মূলমন্ত্র। অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে স্পষ্ট বোধ হইবে যে, সকল প্রকার দোষের মূলেই এই স্বার্থভাগ আছে। লোকের মনে অকীর্ত্ত ক্রমতার আদিকা স্পষ্টীভূত কবিবার জন্য মিথ্যা কথার স্রষ্টি। লোকের নিকট ধার্মিক বলিয়া প্রতিপন্ন হইবার জন্য মিথ্যা কার্যের স্রষ্টি। যত কিছু দুর্ভর্য করি, সকলই আত্মাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য। জনমন্ বলেন যে, কেহ কেহ বিনা অভিপ্রায়ে, বিনা স্বার্থপ্রত্যাশায় দুর্ভর্য করে। কিন্তু আমাদের দৃঢ়

\* এস্থলে এরূপ বলা হইতেছে না যে উপাসনার কোন কার্যকারিতা নাই। উপাসনার অন্য অনেক প্রয়োজন থাকিতে পারে। কিন্তু শুদ্ধ উপাসনার চরিত্র উন্নত হয় না এই কথা বলা লেখকের অভিপ্রায়।

বিশ্বাস যে, যাঁহা তোমার আশ্রয়  
বিনা অভিপ্রায়ে, বিনা স্বার্থপ্রত্যাশায়  
দুঃখক্লান্তীর নিকট তাঁহা স্বার্থ  
ব্যতীত আর কিছুই নয়।

এই স্বার্থপরতার যে কত প্রকার  
মুক্তি আছে, তাঁহা বলিয়া শেষ করা যায়  
না। আমাদের প্রধান দেবতা বিষ্ণুর মশ  
অবতার; কিন্তু স্বার্থানুরাগের লক্ষ্যকোট  
অবতার। পরের উপকারে কিংবা পু-  
রের অপকারে এই একই দেবতার পূজা  
হয়। কেহ কর্তৃপক্ষের পদানুগরণ ক-  
রিয়্য, কেহবা তাঁহার অবাধাচারণ ক-  
রিয়্য। এই এক দেবতারই পূজা করেন।  
ধর্মের প্রবন্ধ ও নাস্তিকতার প্রবন্ধ এই  
একই দেবতার চরণে উৎসর্গীকৃত হয়।  
ইনি কখন বা মতের বেশ ধরিয়্য, কখন  
বা মিথ্যা কথার বেশ ধারণ করিয়্য, ক-  
খন বা তীকতার বেশে, কখন বা নিতী-  
কতার বেশে, ইহঁার সেবকদিগের নিকট  
উপস্থিত করেন। \*

ইউরোপের আধুনিক দার্শনিকেরা  
নীতির ভিত্তি স্বার্থানুসঙ্গানের উপর স্থা-  
পিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারা  
বলেন যে, বুঝিয়া দেখিলে পবহিতৈষিতা  
ও স্বার্থ চিন্তা একই প্রকার কার্যপ্রণালীর  
উপযোগী বলিয়া প্রমাণ হইবে। তাঁহাদের  
মতে স্বার্থে ও পরার্থে অবশ্যান্তরী বিস-

\* এতৎ সম্বন্ধে আরও অনেক  
কথা বলা যাউতে পারে। অন্যত্র বলি-  
বার ইচ্ছা রহিল।

ধানিত্যের অঙ্গাঙ্গী কার্য। স্বার্থ  
তাঁহাদের মতে পরের ইচ্ছা করিলে একটা  
বায়রে আপনাদের ইচ্ছা করা হয়। বিলের  
(Utilitarianism) এই মূল ভিত্তির উপ-  
র সংস্থাপিত।

এইমত সম্বন্ধে দুইটি আপত্তি উত্থা-  
পিত হইতে পারে। প্রথমতঃ, যে বুঝি বা  
যে জ্ঞান থাকিলে পরার্থের মধ্যে ও স্বার্থ  
দেখিতে পাওয়া যায়, সে বুঝি বা সে  
জ্ঞান অধিকাংশেরই হুস্তাপনীয়। মি-  
লের মত দুই চারি জন অমানুষপ্রতিভা-  
শালী ব্যক্তি ভিন্ন পরার্থে ও স্বার্থে এ-  
কত্র প্রতিপাদন অন্যের পক্ষে হুঃসাধ্য।  
এই মত সম্বন্ধে দ্বিতীয় আপত্তি এই যে  
পরার্থ ও স্বার্থের ভবিষ্যৎ একত্ব বুঝি-  
লেও স্বার্থ তাৎক্ষণিক সহজ নহে।  
বুঝিতে পারি যে জ্ঞানই বিদ্যালয়ের  
সাহায্য করিলে তাঁহাও আমাদেবই ইচ্ছা  
হওয়ার সম্ভাবনা, কিন্তু এই কথাটি বুঝিয়া  
করণে শ্রীর অসম্ভার হইতে টাকা বাঁচা-  
ইয়া বিদ্যালয়ের সাহায্য করিয়াছেন?  
সংস্কৃতে এক প্রবচন আছে। “কাচঃ  
কাচঃ মণির্মণিঃ” সমস্ত বুদ্ধি প্রয়োগ  
করিলেও কাচ কাচই থাকিবে এবং মণি  
মণি থাকিবে। সেইরূপ বতই কেন বুদ্ধি  
প্রয়োগ ককন না, মনুষ্যের মধ্যে আত্ম  
পর বলিয়া যে একটা প্রবলতা, তাঁহা থাকি-  
বেই থাকিবে। বত মন মনুষ্যের মনে  
মধ্য বিশ্বাস প্রবল ছিল, ততঃ পরার্থের  
মধ্যে স্বার্থানুসঙ্গান অমানুষের মত হই-



স্বাধীনতা। স্বাধীনতার কল্পনা  
হাই স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা এক  
পাশে করা হইতে পারিত। কিন্তু  
আমাদের মধ্যে এরূপ কোন পদ  
উন্নত বিশ্বাস নাই। সুতরাং এ  
স্বাধীনতার মধ্যে ও স্বাধীনতাকে  
স্বাধীন রাখা যায়। তবে স্বাধীনতা  
কুটুম্বকম্” বলিয়া মনে করিতে পারেন,  
তাঁহাদের কথা সত্য। তাঁহাদের নীতি-  
শিক্ষা সম্পূর্ণ হইয়াছে; তাঁহাদের জন্য  
এ প্রস্তাব লিখিত হইতেছে না। অন্য  
দেশে স্বাধীন হইউক, আশা করি দেশে  
স্বাধীন ও স্বাধীন এক বলিয়া বুঝা অসম-  
ভব। স্বাধীনতা কেমন, একরূপ অস-  
মভব। স্বাধীনতার মধ্যে একজাতা নাই,  
স্বাধীনতার চরিত্র স্বাধীনতাই প্রবল,  
স্বাধীনতা অন্য অলঙ্কার নির্মাণই স্বাধীনতার  
পৌকষের পরাকাষ্ঠা, তাঁহারা যে কখন  
স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা একই দেখিবেন, ইহা  
আশা করা ও বাতুলের কার্য। আজ  
পরের প্রভেদ যত আমাদের মধ্যে, এত  
আর অন্য কোন জাতিতে আছে কিনা  
সন্দেহ।

তবে স্বাধীন হইল, স্বাধীনতা গৌরব-  
তির উন্নতি সম্ভব। কিন্তু স্বাধীনতা  
শিখিবার উপায় কি? নীতিশাস্ত্র পাঠ  
করিয়া বা স্বাধীনতার উপাসনা করিয়া স্বাধীনতা  
শিখিতে পারি না। সংসারের  
প্রলোভন জয় করিব কিরূপ? এক উ-  
পায় আছে; সংসার হইতে বিজিত স্বা-

ধীনতা, সুতরাং প্রলোভন হইতে পাশ-  
খাড়া হইয়া স্বাধীনতা প্রলোভন হইতে  
সংসার হইতে দূরে বিজিত  
স্বাধীনতা করিয়া প্রাপ্তি লাভ  
কর। যদি প্রাপ্তি সম্ভব করিচ্ছ বলিয়া  
বুঝিতে পার, তবে পুনরায় সংসারে আ-  
সিয়া শিখিও। নতুবা বিজয় অরণ্যমধ্যে  
ই অনন্ত জগতের অনন্তলীলা ধ্যান ক-  
রিতে করিতে জীবন কাটাইও।

যদি কেহ কখন এ প্রবন্ধ পাঠ করেন,  
তবে তিনি বলিবেন “হাঁ এ নীতি বাঙ্গা-  
লির ছেলের বটে। ‘পলায়ন কর’ এ মহা-  
মন্ত্র বাঙ্গালির একচেটিয়া।” কিন্তু আ-  
মরা জিজ্ঞাসা করি যদি জয় করিতে না  
পারি, পলায়ন করিব না কেমন? জয়ের  
উদ্দেশ্যে আত্মরক্ষা, আমার পলায়নের উ-  
দ্দেশ্যে তাহাই। তবে যে জয়কে পলা-  
য়ন অপেক্ষা ভাল বলি, তাহার কারণ স-  
ত্য। শত্রুকে জয় করিলে ভবিষ্যতে  
তাঁহা হইতে বিপদের সম্ভাবনা অল্প।  
কিন্তু শত্রুর নিকট হইতে পলায়ন করিলে  
শত্রুকর্তৃক পুনরুৎপাদন অধিকতর সম্ভব।  
কিন্তু যেখানে পলায়নই প্রাণরক্ষার এক  
মাত্র উপায়, সেখানে পলায়নই জয়।  
পলায়ন করিতে পারি না বলিয়া রজপু-  
তের ধ্বংস হইয়াছে; পলায়ন করিতে  
জালে বলিয়া আধুনিক পাশ্চাত্য জাতি  
ভূমণ্ডলে আধিপত্য করিতেছে। যদি তো-  
মরা কেহ এমন থাক যে, শত্রুর সহিত

সুই করিতে পারিবে না ; তাহার ভাষায়  
হাতে আপত্তি নাই। কিন্তু মন সেহ আ-  
মার মত দুর্বল, অসহ্য শক্তিক হয়,  
তবে সে পলারন করিতে পারিবে না।  
এইভাবে আপত্তি করিতে না।  
আমাদের মত বীরপুরুষ হইয়া জয় গ্রহণ  
করে নাই।

কেহ হয়ত আপত্তি করিবেন যে, যদি  
সকলেই এইরূপ করিতে যায়, তবে সংসার  
চলিবে কিরূপে? দুর্গেশনন্দিনীর তিনো-  
তমার মত আমি বলি, "চলিয়া কাজ  
কি? এককাল যে চলিল এই দুঃখ।" সং-  
সার চলিবে কিনা তাহা আমি কি জানি?  
আমি আপনাকেই বাচাইতে পারি না। সং-  
সার স্বাভাবিক সৃষ্টি, সংসার পালন স্বাভাবিক  
কর্তব্য কর্ম, তিনি সংসারের কথা ভাবি-  
বেন। তুমি আমি সংসারের পরমাণু  
মাত্র। আপনার কর্তব্য সাধন করিতে  
পারি না, আবার সংসার। আর এক কথা;  
সংসারের অসারতা বুঝিলেই সংসার  
ছাড়া যায় না। সংসারে যে রাশি রাশি  
প্রলোভন রহিয়াছে, তাহারাই সংসার  
চালাইবে। যে শিল্পকুশল নির্মাতা এ  
সংসার সৃষ্টি করিয়াছিল, সে ইহার রক্ষার  
জন্য অগ্রেই সমস্ত উপাদান প্রস্তুত রাখি-  
য়াছিল। সংসার রক্ষার জন্য তোমার  
আমার যত্নক বিলোড়ন করিবার প্রয়ো-  
জন নাই।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, সমাজ হইতে  
বিচ্ছিন্ন থাকাই ভালমানুষ হইবার এক

উপায়। কিন্তু আরও এক  
কথা। তর্ক উপস্থাপিত হইতে পারে। যদি  
একজন জয় করা ভালমানুষের অর্থ হয়,  
তাহা হইলে সমাজশূন্য হানে থাকিয়া তা-  
হারই হওয়া যাইতে পারে না।  
সেখানে প্রলোভন নাই, সেখানে  
একাকারে সমাজে  
কোন এক কথা, কেহ বলে, "কি  
রূপ শিক্ষা করিতে পারে না।" শিল্প-  
কাল যাতুকোড়ে শয়ান রহিয়া সফর  
শিক্ষা করে না। তবে প্রলোভন হ-  
ইতে পারে। কিরূপে একাকারে প্রলোভন  
জয় করা যায়? যদি কেহ  
কখন জিতেন্দ্রিয় হইতে পারে, তবে  
তাহা কেবল সমাজে থাকিয়াই হইতে পারে।  
সংসার, সংসারের কথা ভাবি-  
করিবার পূর্বে অনেকবার সত্য হইবে,  
অনেকবার দাক্ষিণ্য হইবে, অ-  
নেকদিন খাদ্যের কর-ধারণ হইবে।  
সংসারশিক্ষার্থী অনেকবার জল নিশ্বাস  
হইবে, অনেকবার হাবুডুব খাইবে, অনেক  
বার অন্যের পুষ্ঠের উপর নির্ভর করিয়া  
সাহসের সহিত গভীর জলে যাইবে।  
এইরূপ যিনি বিশুদ্ধচিত্ত হইতে চাহেন,  
তাহাকেও অনেকবার অনেক প্রকার লো-  
ভের সহিত শিথিল হইবে, অনেকবার  
তাহারও পান-স্থলন হইবে, অনেকবার  
তাহাকেও দাক্ষিণ্য-মস্তাপ পাইতে হইবে,  
অনেকবার তাহাকেও "সাদুসল আমে  
আছে পাম্বাম" ইহা বুঝিতে ও ভাবার



যে ধার্মিক পুরুষ ধীরপদে মঙ্গল মন্দ গমনে সংসারের বিচরণ করিতেছেন, যে উনি সর্বদ্বৈবং বিচার করিয়া করিয়া কার্য করিতেছেন, উনিই কি সর্বদা সুখী? উহারও কি সুখের পরিবর্তে দুঃখলাভ হয় না? যদি সাংসারিক সুখের কথা বল, সে বিষয়ে পাপী ও পুণ্যবান উভয়েই সমান। পুণ্যবাণের ও দুঃখ সুখ দুইই হয়; পাপীরও দুঃখ সুখ দুইই হয়। জমী সিজার ও পরাজিত কেটো, জমী ওয়াশিংটন ও পরাজিত নেপোলিয়ন, দ্বীকৃত ল্যাটিমার ও সিংহাসনাভিষিক্ত ক্রমওয়েল, এবিষয়ের সাক্ষ্যস্থল।

আর একটি আপত্তি হইতে পারে যে, সাংসারিক সম্পদ সম্বন্ধে পাপীর অধিক না থাকিতে পারে, কিন্তু পাপীর মানসিক শান্তিসম্বন্ধে নিশ্চয়ই অনেক অভাব আছে। আন্তরিক নিকষেণ, পাপীর অভাব; এই অভাবের জন্ত সে অনাথ সুখের আলিঙ্গন ধাবিত হয়। যখন সমস্ত সুখের অধিকারী হইয়াও পাপী মনের উত্তেজা দূর করিতে পারে না, তখনই তাহার মনে পুণ্যাশিকার ইচ্ছা বলবতী হয়। একবারটির মধ্যে অল্প পুণ্যাগে সত্য আছে। কিন্তু পাপীর মনে অশান্তিও অধিক লক্ষিত হয় না। আমাদের মতন ধর্ম জ্ঞানীরাও তাহা ভাবিয়া থাকি। কিন্তু তাহা কাহাকে বলে? তাহা হলো যদি আমরা তাহা বুঝিতে পারি।

কেই, পুণ্যাগে চলিত। যে দেশে শান্তির সিন্ধু বলবৎ, সেদেশে পাপের সংখ্যা অল্প। দণ্ডবিধি প্রবর্তিত হওয়া অর্থাৎ আমাদের দেশে চুরি ডাকাতি অনেক কমিয়াছে। সেইরূপ যদি অন্তরের দণ্ডবিধির কোন ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে পাপের সংখ্যা এত বৃদ্ধি পাইতে পারিত না। মোল্‌জিম্ব নলেন, "Conscience is a coward" আমাদের ধর্মজ্ঞানের কোন সাহস নাই। পাপের পূর্বে ইহার নিবর্তনা এত অক্ষুণ্ণ বলিয়া বোধ হয় যে, লোকে ইহাকে অক্লেশে তাড়িত করিতে পারে। আবার পাপের পূর্বে ইহার তিরস্কার কোনরূপ দুঃখদায়ক হয় না। সুতরাং মানসিক শান্তি লক্ষ্যে যে অভাব তাহাও পাপীর বড় অধিক।

অতএব দেখা যাইতেছে যে শিক্ষার প্রধান নিয়ম যে অভাব তাহা পাপীর নাই। এই জন্য পাপের ও হাস দেখিতে পাওয়া যায় না। যদি এরূপ কোন প্রধান অভাব থাকিত, তাহা হইলে এতদিনে পৃথিবীতে সত্যব্রূণের আবির্ভাব হইত।

আর এক কথা, শিক্ষার জন্য এক নিয়মিক দৃষ্টান্ত। যিনি শিক্ষার জন্য অনেক পাপ হাফিয়াত করিতেছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে পুণ্যের পুণ্যীকরণ ভোগ করিতেছে; তাহা হইলে পুণ্য শিক্ষা করিতে অর্থাৎ ইচ্ছা হইত। কিন্তু সমাজে এরূপ পুণ্যের দৃষ্টান্ত করাটো যে-

শিক্ষা লাভের ব্যয়? তিনি বাহ্যিক দৃষ্টে  
জানি পুণ্যার্থী, তাহাকেও বিশেষ করিয়া  
দেখিলে ভক্ত সন্ন্যাসী বলিয়া লক্ষ্য  
ভীত হয়।

এই সকল কারণে পুণ্যকে শিক্ষার  
বল্য বলিয়া গণনা করা উচিত হয় না।  
এখানে শিক্ষার প্রধান নিয়ামক যে অভাব  
ও দৃষ্টান্ত সে দুইটিই নাই। সুতরাং যদি  
কেহ মনে করেন যে পাপ করিতে ক্রমে-  
ক্রমে পুণ্য শিক্ষা করিব, তাহা হইলে  
তাঁহার ইচ্ছা কখনই সফল হইবে না। এ-  
কটি সম্প্রদায় আছে যে, একজন মাতাল  
তাঁহার পিতাকে বলিয়া ছিল, “ বাবা  
তুমিও একদিন মদ খাইয়া দেখ, পরে  
আমাকে তিরস্কার করিও ” পিতা তদ-  
নুসারে একদিন মদ খাইয়া নিজেই মা-  
তাল হইয়া উঠিলেন। সেইরূপ যিনি  
পাপ করিতে করিতে পুণ্য শিক্ষা করিতে  
ইচ্ছা করিবেন, তিনি অবশেষে নিজেই  
যোর পাপী হইয়া উঠিবেন। অতএব  
প্রলোভন ছাড়া দূরে থাকাই পুণ্য শি-  
ক্ষার প্রদান করা যায় না।

সংসারের অধিকাংশ ভাল মানুষ হওয়া  
বৈ এক প্রকার অসম্ভব তাহা অনেক দা-  
র্শনিক স্বীকার করেন। বহুকাল হইতে  
এই পুণ্য শিক্ষার সম্বন্ধে দুইটি মত প্রচলিত  
হইয়া আসিতেছে। একটির নাম স্বাভা-  
ববাদ ( Instinct ) অপরটির নাম  
নিযুক্তিবাদ ( Predestination )। স্বাভা-  
ববাদ অনুসারে মানুষের নিজ ইচ্ছাই স-

কল কর্মের নিয়ামক। নিযুক্তিবাদ মতে  
মানুষ কর্তব্যব্রতের অধীন। স্বাভাবা-  
দীরা বলেন, আমি ইচ্ছা করিলে পাপও  
করিতে পারি, পুণ্যও করিতে পারি।

নিযুক্তিবাদীরা বলেন যে পাপ পুণ্য আ-  
মার ইচ্ছার অনধীন। আমি জগদীশ্ব-  
রের করগ্রস্ত ক্রীড়াপুতল মাত্র। তিনি  
আমার শিরে পাপ পুণ্যের ভার যেরূপ  
ন্যস্ত করিয়াছেন, তাহা আমি ইচ্ছা না  
করিলেও খটিবে, ইচ্ছা করিলেও খটিবেনা।

“ তথা হ্রদীকল হ্রদিস্থিতেন,

যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি। ”

এই দুইটি মতের মধ্যে কোনটি সত্য  
এবং কোনটি মিথ্যা তাহা নির্ণয় করা  
আমাদিগের ক্ষমতার অসাম্য। একজন  
ইহা বলিলেই পর্যাপ্ত হইবে, যে পুণ্য শিক্ষা  
এরূপ একদল দার্শনিক ছিলেন, যাঁহারা  
পাপ-পুণ্য মানুষের ইচ্ছার বহির্ভূত বলিয়া  
মনে করিতেন। ইহারা যে পুণ্য শিক্ষা  
অসম্ভব বোধ করিতেন, তাহা লক্ষ্যই বুঝা  
যাইতেছে। মিল স্বাভাববাদী ছিলেন;  
কিন্তু তিনিও স্বীকার করিয়াছেন, যে পু-  
ণ্য শিক্ষা অতীব কঠিন ব্যাপার। “ বাহ্য-  
মার্জিতবুদ্ধি, নির্দোষ, জ্ঞানী মহাপুরু-  
ষের নিকট অতীব কঠিন, তাহা বৈ তো-  
মার আমার নিকট এক প্রকার অসম্ভব  
বলিয়া বোধ হয়। তাহাকে কারে আকর্-  
ণের বিষয় করিয়া লওয়া যায় না। ”

নিযুক্তিবাদ অনুসারে পাপ পুণ্যের কথার  
কোন কোন দৃষ্টান্তই অসম্ভব বলিয়া ক-

লিবেল। কখন কখনও যে নির্যাস, কার্য সম্বন্ধেও তাই। 'যে অনেক কার্য করে, সে কতকগুলি কার্য আমার কবিতা' সেই করিবে।' এমতটি যদি সত্য হয়, তাহা হইলে সাংসারিক যে সমস্যা অ-পেক্ষা অধিকতর পাপী হইবে, তাহা সহজেই বোধ হইতে পারে।

এতলে, আমরা কি বলিলাম একবার তাহা স্মরণ করিয়া দেখা আবশ্যক বোধ হইতেছে। আমাদের যুক্তির প্রশংসা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

(১) স্বার্থত্যাগ শিক্ষাই ভাল মানুষ হইবার প্রধান উপায়।

(২) স্বার্থ ত্যাগ শিক্ষা সংসারে থাকিয়া হইতে পারে না। এজন্য সংসার ত্যাগ করা উচিত। কিন্তু সংসার ত্যাগ সম্বন্ধে একটি আপত্তি আছে :—

(ক) সকলে সংসার ত্যাগ করিলে সংসার চলিবে না।

(খ) সংসার ত্যাগ করিলে স্বার্থ ত্যাগ শিক্ষা করা যায় না। স্বার্থত্যাগ শিক্ষা সংসারে থাকিয়াই সম্ভব।

(৩) আপত্তিওন। (আমরা যখন সাধ্য দেখাইরাছি যে, সংসারে থাকিলে কোনরূপেই পুণ্য শিক্ষা করা যায় না।)

যদি কেহ এ প্রবন্ধ এতদূর পাঠ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন, কিজনা আমরা স্বার্থত্যা-

গকেই একমাত্র পথ বলিয়া মনে করিয়াছি। কিন্তু আমরা এক প্রবল প্রমাণ এই যে, এতকাল পৃথিবী চলিয়া আসি-তেছে, ওখাপি পৃথিবী ভাল মানুষের সংখ্যা অতি অল্প হইয়াছে। যদি সংসারে থাকিয়া ভাল মানুষ হওয়া যায়, তাহা হইলে এতদিন ভাল মানুষে সংসার পুরিয়া উঠিত।

অন্য কথা বলিবার পূর্বে আমরা ভাল মানুষের কি অর্থ করি, তাহা আরও একটুকু বিশদ করিয়া বলা উচিত বোধ হইতেছে। 'ভাল মানুষ' এ কথাটিতে প্রশংসাবাচক কিছুই নাই। সংসারের উপকার করিব, পৃথিবীর জ্ঞান বর্দ্ধন করিব, এসকল উদ্দেশ্য ভাল মানুষের নহে। ভাল করিতে পারি, না পারি, কাহারও অনিষ্ট করিব না; স্বার্থ করিতে পারি না পারি, কোন অসৎকার্য করিব না; মহৎকার্য করিতে পারি না পারি, অন্যায় কার্যে হস্তক্ষেপ করিব না; ইত্যাদি ভাল মানুষের উদ্দেশ্য। 'ভাল মানুষ' হইবে না যে পৃথিবীর এক প্রান্তে বা অন্য প্রান্তে পঞ্চাশ তাঁহার নাম প্রসিদ্ধ হউক, চাহেন না যে দেশে দেশে, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে তাঁহার কীৰ্ত্তি বিখ্যাত হউক। 'ভাল মানুষ' চাহেন নির্ভল্য প্রেম, রাগদেববিবর্জিত, শাস্ত্রানুযায়ী হৃদয়বৃত্তি। মনস্তত্ত্ব জানিত মুখই ভাল মানুষের জীবনের প্রধান লক্ষ্য। (ক্রমশঃ)



## বিবর্তন।

যেউন পরিচ্ছেদ।

বিজ্ঞেতার পুরস্কার।

‘ছিন্ন তুবারের মাথায় বালা বাজু দূরে ঝার,  
তাপদগ্ধ জীবনের ঝঞ্জাবাত্ত প্রহারে।’

পড়ে থাকে দূরগত জীর্ণ অভিল্যুপ যত,  
ছিন্ন পতাকাং মত ভগ্ন দুর্গ আকারে।’

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

পর দিন অপরাহ্নে সেই দুর্গোপরি  
অপরূপ সভা সমিবেশিত হইল। রোপা-  
বিসিদ্ধিত চারি স্তম্ভে উপর রক্ত বর্ণের  
চক্রাতপ, নীচেও রক্তবর্ণ বস্ত্রে মণ্ডিত  
রাজগর্দীর উপর রাজা জয়সিংহ ও রাজা  
শিবজী উপবেশন করিয়া আছেন। চারি  
দিক দৃষ্টান্তে পদুক লইয়া জ্ঞানী বৃদ্ধ দল  
জয়সিংহের সম্মুখে, সেই বন্দুকের কিরীট  
হাতে পতাকা অপরাহ্নের বাহু-  
ছিন্নোলে উজ্জ্বল করিতেছে। চারিদিকে শত  
শত লোক দিল্লীশ্বরের ও জয়সিংহ ও শি-  
বজীর জয়নাদ করিতেছে।

জয়সিংহ সহাস্য বদনে বলিলেন ‘আ-  
পনি দিল্লীশ্বরের পক্ষাবলম্বন করিয়া অ-  
বধি তাঁহার দক্ষিণহস্ত অরণ্য হইয়াছেন।  
এ উপকার দিল্লীশ্বর কখনই কিস্তি হই-

বেন না, আপনার সকল চেষ্টার জয়  
হইয়াছে।’

শিবজী। ‘যেখানে জয়সিংহ সেই  
খানে জয়।’

সভাসদগণ সকলে সাধুবাদ করিল।  
জয়সিংহ আবার বলিলেন ‘বোধ করি  
আমরা শীঘ্রই বিজয়পুর হস্তগত করিতে  
পারিব, আপনি এক রাত্রির মধ্যে এই  
দুর্গ অধিকার করিবেন তাহা আমি কখনই  
আশা করি নাই।’

শিব। ‘মুসলমানদিগকে সন্তোষ  
কর বিবেচনা করিয়াছিলাম, সেইসাথে স-  
কলে জাগ্রত ও সজাগ। পূর্বে কখনও  
দুর্গজয় করিতে পারা যায় করিতে হয় নাই।’

জয়সিংহ। ‘আজ যদি একদল যুদ্ধের  
সময় বলিয়া বোধ হয় সর্বদাই শত্রুরা স-  
সজাগ থাকে।’

শিব। ‘সত্য, কিন্তু এত দুর্গ জয়  
করিয়াছি, কোথাও সৈন্যগণকে এরূপ প্র-  
স্তুত দেখি নাই।’

জয়সিংহ। ‘শিখা পাইয়া ক্রমে সন্তক  
হইতেছে। কিন্তু সন্তকই বাহুক অথবা  
নাই বাহুক, রাজা শিবজীই পক্ষ অব-  
লম্বিত, শিবজীর জয় অবশ্যই।’

শিব। ‘যদি রাজ্যের জয়নাদে দুর্গ

জয় হইয়াছে। কিন্তু কী! রজনীর কতি জীবনে পূরণ হইবে না! সঙ্কল্প আক্রমণকারীর মধ্যে শকলত জনকে আমি আর এ জীবনে দেখিব না, সেরূপ দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ বিশ্বস্ত সেবা বোধ হয় আর পা-ইব না।' শিবজী, ক্ষণেক শোকাকুল হইয়া রহিলেন। পরে বন্ধীগণকে আ-নয়নের আদেশ করিলেন।

রহমৎখাঁর অধীনে সহস্র সেনা সেই দুর্গে দুর্গ রক্ষা করিত, কলাকার যুদ্ধের পর কে-বল তিনশত মাত্র জীবিত আছে। সকলের হস্তধর পশ্চাৎ দিকে বন্ধ, শ্রেণীবদ্ধ হইয়া সকলে সভাসম্মুখে উপস্থিত হইল।

শিবজী আদেশ করিলেন 'সকলের হস্ত খুলিয়া দাও। আকগান সেনাগণ! তোমরা বীরের নাম রাখিয়াছ, তোমাদের আচরণে আমি পরিতুষ্ট হইয়াছি। তো-মরা স্বাধীন। ইচ্ছা হয় দিল্লীখয়ের কাথো নিযুক্ত হও, নচেৎ আপন প্রভু বিজয়পুরের সুলতানের নিকট চলিয়া যাও,—আমার আদেশ—কেহ তোমাদিগের কেন্দ্রাণ স্পর্শ করিবে না।'

শিবজীর এই সদাচরণ দেখিয়া কেহই বিস্মিত হইল না; সকল যুদ্ধে, সকল দুর্গজয়ের পর তিনি বিজিতদিগের প্রতি যথাসম্মান প্রদান ও সদাচরণ করিতেন, তাহা সকলেরই কথন তাঁহাকে এ-কথা বলিতেন না। কিন্তু তিনি প্রাচ্য-জগতের অন্যতম শিবজীর মতের বি-জয়ী নহেন। রহমৎখাঁর পতন হইয়া

যত্নে বেতমতোয়া বিনোদীকরি ক-রিল।

পরে তিনি রহমৎখাঁর সহস্র সৈন্যকে আনিবার আদেশ করিলেন। হস্তধর পশ্চাৎ দিকে বন্ধ, শ্রেণীবদ্ধ হইয়া খজুর আঘাত, খাজুরে বিনোদীকরি হইয়া ক্ষত হইয়াছে, কিন্তু বীর তখনও সদর্পে স-ভাসম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেও, সদর্পে শিব-জীর দিকে চাহিলেন।

শিবজী সেই বীরশ্রেষ্ঠকে দেখিয়া স্মরণ আসন ত্যাগ করিয়া খজুর দ্বারা হস্তের রক্ত কাটিয়া ফেলিলেন, পরে ধীরে ধীরে বলিলেন—

'বীরপ্রধান! যুদ্ধের নিয়মানুসারে আপনার হস্তধর বন্ধ হইয়াছিল, আপনি এক রজনী বন্দীরূপে ছিলেন, আমার সে-দোষ মার্জনা কর, আপনি একগণে স্বা-ধীন। আপনার বীরত্বের কথা কি বলিব; জয় পরাজয় ভাগ্যক্রমে ঘটে, কিন্তু আ-পনার নায় যোদ্ধার সহিত যুদ্ধ করিয়া আমিই সম্মানিত হইয়াছি।'

রহমৎখাঁ প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রত্যাখ্যা করিতেছিলেন, তাহাতেও তাঁহার স্থির গর্ভিত মননের একটি পরও কম্পিত হয় নাই; কিন্তু শিবজীর এই অসামান্য ক্ষ-ত্রতা দেখিয়া তাঁহার হৃদয় বিচলিত হইল। যুদ্ধসময়ে শত্রুসম্মুখে কেহ কখনও রহমৎ-খাঁর কাতরতা-চিহ্ন দেখেন নাই, অসাম-ন্তের এই উল্লেখ শুধু হইতে হইত। কিন্তু পতিত হইয়া রহমৎখাঁ যুদ্ধ বিক্রিয়া



কথা বোঝান, দীর্ঘে দীর্ঘে বলিলেন—

‘আমি হিন্দু ও মুসলমানদিগের অধীশ্বর, যিনি পাদসাহের উপর পাদসাহ, জমীন্দারের উপর জমীন্দার, তিনি এই জন্য আপনাকে নতন রাজ্য বিস্তারের ক্ষমতা দিয়াছেন।’ রুদ্ধের মনন হইতে আর দুই বিন্দু জল পড়িল।

রাজা জয়সিংহ কহিলেন ‘পাঠান-রাজ! আপনারও উরুপদের যোগ্যতা আপনি প্রমাণ করিয়াছেন। দিল্লীশ্বর আপনার ন্যায় সেনা পাঠিলে আরও পর-রুদ্ধ করিবেন সন্দেহ নাই। দিল্লীশ্বরকে কি লিখিতে পারি যে আপনার ন্যায় বীরশ্রেষ্ঠ তাঁহার সৈন্যের একজন প্রধান কর্মচারী হইতে সম্মত হইয়াছেন?’

রহমৎখাঁ উত্তর করিলেন ‘মহারাজ! আপনার প্রস্তাবে আমি যথেষ্ট সম্মানিত হইলাম, কিন্তু আজীবন বাঁহার কার্য করিয়াছি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিব না; যত দিন এ হস্ত স্বজা ধরিতে পারিবে, বিজয়পুরের জন্য ধরিবে।’

শিবজী বলিলেন ‘তাঁহাই হউক। আপনি অন্য রাজি বিজাদ ককন, রণ্য প্রাতে আমার একদল সেনা আপনাকে বিজয়পুর পর্যন্ত নিরাপদে পৌঁছিয়া দিবে।’ এই বলিয়া রহমৎখাঁকে

চিত্র সন্ধান ও শুদ্ধতা করিবার জন্য একজন প্রহরীকে আদেশ দিলেন।

রহমৎখাঁ ছিরনেজে কণেক শিবজীর দিকে চাহিয়া বলিলেন ‘কজিরবর! আপনি আমার সহিত ভ্রাতৃত্ব করিয়াছেন, আমি অভ্রাতৃত্ব করিব না, আপনার নিকট কোন বিষয় গোপন রাখিব না। আপনার সেনার মধ্যে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখুন সকলে প্রভু ভক্ত নহে। কল্যা চূর্ণাক্রমণের গোপনানুসন্ধান আমি পূর্বেই প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, সেই জন্যই সমস্ত সেনা সমস্ত রাত্রি সসজ্জ ও প্রস্তুত ছিল। অনুসন্ধানদাতা আপনারই একজন সেনা। ইহার অধিক বলিতে পারি না, সভ্য লজ্জন করিব না।’ রহমৎখাঁ দীর্ঘে দীর্ঘে প্রহরীগণের সহিত প্রাণাদাতিমুখে চলিয়া গেলেন।

রোষে শিবজীর মুখমণ্ডল একবারে ক্রুদ্ধবর্ণ ধারণ করিল, মনন হইতে অগ্নি-ফুল্লিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল, শরীর কাঁপিতে লাগিল। তাঁহার বজ্রগণ বুঝিলেন একগুণে পরামর্শ দেওয়া রূপা; তাঁহার সৈন্যগণ বুঝিল অন্য প্রমাদ উপস্থিত।

জয়সিংহ শিবজীকে এতদূরদূর দে-খিয়া দীর্ঘে দীর্ঘে বলিলেন, ‘কাজ হউন, একের দোষে সমস্ত সৈন্যের ক্ষতি হইবে।’ পরে শিবজীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন ‘আপনি এই রহমৎখাঁকে নিরাপদে পৌঁছিয়া দিউন।’

সৈন্যগণ উত্তর দিল 'এক প্রহর রজনীতে।'

জয়। 'তাহার পূর্বে কেহই এ কথা জানিতে না?'

সৈন্য। 'রজনীতে কোম একটি দুর্গ আক্রমণ করিতে হইবে জানিতাম; এই দুর্গ আক্রমণ করিতে হইবে তাহা জানিতাম না।'

জয়। 'তাল, কোম সময়ে তোমরা দুর্গে পৌছিয়াছিলে?'

সৈন্য। 'অনুমান দেড় প্রহর রজ-  
নীর সময়।'

জয়। 'উত্তম। এক প্রহর হইতে দেড়প্রহর মধ্যে তোমরা সকলেই কি একত্র ছিলে? 'অনুক উপস্থিত নাই,' 'অনুক কোথায় গিয়াছে? 'অনুক আসিল না কেন?' তোমাদিগের মধ্যে এরূপ কথা হয় নাই? যদি হইয়া থাকে প্রকাশ কর। দেখ একজনের জন্য সহস্র জনের মামি অনুচিত; তোমরা দেশে দেশে পৃথক পৃথক আশ্রমে আশ্রমে মহাবীর রাজা শিবজীর সহিত যুদ্ধ করিয়াছ, রাজা তোমাদিগকে বিশ্বাস করেন, তোমরাও এরূপ প্রভু কখনও পাইবে না। আপনাদিগকে বিশ্বাসের বোণা প্রমাণ কর, যদি কেহ বিক্রোহী থাকে তাহাকে আনিয়া দাও যদি কেহ কল্য রজনীর হুছে যরিয়া থাকে তাহার মান কর, অথবা সন্দেহে কেন সকলের কান কপট হইতেছে?'

সৈন্যগণ জয়ন কল্যাণের কথা স্বরণ

করিতে লাগিল, পুরস্কারের কথা কহিতে লাগিল; শিবজীর রোষ/কিঞ্চিৎ হ্রাস হইল, কিন্তু কল্যাণ বলিলেন— 'মহা রাজ! অতঃপর আমার কপট প্রোতাকে বাহির করিয়া দিতে পারেন, আমি চিরকাল আপনাদের নিকট রানী থাকিব।'

চন্দ্রাও নামে একজন জুমলাদার অগ্রসর হইয়া দীর্ঘ দীর্ঘ বলিলেন,—

'রাজন! কল্য এক প্রহর রজনীর সময় যখন আমরা যুদ্ধযাত্রা করি, তখন আমার অদীন একজন হাবেলদারকে অনুসন্ধান করিয়া পাই নাই, যখন দুর্গ-তলে পৌছিয়া তখন তিনি আমাদের সহিত যোগ দিলেন।'

তীর্থগম্বরে শিবজী বলিলেন 'সে কে, এখনও জীবিত আছে?'

বিক্রোহীর নাম শুনিবার জন্য সকলে নিশ্চল।—একটি নিশ্বাসের শব্দ ও শুনা যাইতেছে না, সভ্যতলে একটি নৃমিহ্র পড়িলে বোধ হয় তাহার শব্দ শুনা যায়। সেই নিশ্চলতার মধ্যে চন্দ্রাও দীর্ঘ দীর্ঘ বলিলেন,— 'রঘুনাথজী হাবেলদার।'

সকলে নির্ঝাক, বিস্ময়গুস্ত।

চন্দ্রাও একজন এসিদ্ধ যোদ্ধা ছিলেন, কিন্তু রঘুনাথের আগমনাবধি সকলে চন্দ্রাওয়ের নাম ও বিক্রম বিস্মৃত হইয়াছিলেন। মানবপ্রকৃতিতে সর্বদা ন্যায় তীর্থ বলবতী প্রবৃত্তি আর নাই।

শিবজীর মুখমণ্ডল পুনরায় ককণ হইয়া উঠিল, ওড়ে বস্ত্র ছাপস করিয়া চন্দ্র-

রাওকে লক্ষ্য করিয়া সগোষে বলিলেন—

‘নিম্নুক, কপটাচারি! তোমার নিজস্ব রঘুনাথের যশোরালি লক্ষ্য করিয়ে না, রঘুনাথের আচরণ আমি খুবক্ষে দে, খিরাছি, কিন্তু মিথ্যা। নিম্নুকের শাস্তি টেনে রাখা দেখুক।’

—সেই বজ্রহস্তে শিবজী লৌহবর্ষী উত্তোলন করিয়াছেন সহসা রঘুনাথ সম্মুখে আসিয়া বলিলেন,—

‘বহুরাজ! প্রভু চন্দ্ররাজের প্রাণ সংহার করিয়ে না। তিনি মিথ্যাবাদী নহেন, আমার দুর্গতলে আসিতে বিলম্ব হইয়াছিল।’

আবার সভাস্থল নিমন্ত্ৰ। নিশেষে সমস্ত সৈন্য রঘুনাথের দিকে অবলোকন করিলে—

শিবজী কণকাল প্রস্তর-প্রতিমূর্তির দ্বারা নিমন্ত্ৰ হইয়া রহিলেন, পরে ধীরে ধীরে সলাটেটর শ্বেদবিন্দু মোচন করিয়া বলিলেন,—‘উঃ! আমি কি অগ্ন দেখিতেছি! তুমি! রঘুনাথ তুমি এই কার্য করিয়াছ! তুমি যে প্রাচীরলঙ্ঘনের সূত্র অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া একাকী অত্যাচার হইতেছিনে, পরে তিনশত সৈন্য মাত্র লইয়া দ্বিগুণ সংখ্যক আক্রমণকে গণ্ডিত করিয়াছিলে, তুমি বিক্রোহাচরণ করিয়া কান্দাদারকে পূর্বে আক্রমণ-সংবাদ দিয়াছিলে?’ শিবজীর নরক হইতে আমি বিহ্বল হইতেছি।

রঘুনাথ ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন, ‘প্রভু, আমি সে দোষে নিষ্ক্রেবী।’ দীর্ঘকাল নির্ভীক তরল বোঝা শিবজীর অমিষ্টকির সম্মুখে নিষ্কল্য হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, চক্ষের পলক পড়িতেছে না, একটি পত্র পর্যন্ত কম্পিত হইতেছে না। সভাস্থ সকলে, চারিদিকে অসংখ্য লোক সমূহে, রঘুনাথের দিকে তীব্র দৃষ্টি করিতেছে। রঘুনাথজী স্থির, অবিচলিত, অকম্পিত; উঁহার বিশাল বকঃস্থল কেবল গভীর নিশ্বাসে ক্ষীভ হইতেছে। কল্য যেরূপ অসংখ্য শত্রুমণ্ডে প্রাণীরাপরি একাকী দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, অন্য তদপেক্ষা অধিক সঙ্কট মধ্যে বোঝা সেইরূপ ধীর, সেইরূপ অবিচলিত।

শিবজী তর্জন করিয়া বলিলেন—  
‘তবে কি জন্য আবার আজী মজুন করিয়া এক প্রহর রজনীর সময় অনুপস্থিত ছিলে?’

রঘুনাথের গুঠ দ্বয় কম্পিত হইল, কোন উত্তর না করিয়া ভূমিবে দিকে চাহিয়া রহিলেন।

রঘুনাথকে নিকট দৃষ্টিয়া শিবজীর সম্মুখে বুদ্ধি হইল, নরনর পুনরায় রক্ত-বর্ষ হইল, ক্রোধকম্পিতস্বরে বলিলেন—

‘কপটাচারি! এই জন্য এরূপ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলে? কিন্তু কখনো শিবজীর নিকট ফসলা চোকা করিয়াছিলে?’

রঘুনাথ সেইরূপ ধীর অকম্পিত স্বরে বলিলেন,—‘হুজুর! হুজুর, কপটাচারি—

আমার বংশের রীতি নহে,—বোধ হয় এতু চতুর্দশ তরা। জানিতে পারেন।’ অন্য প্রথমে রঘুনাথ আপন বংশের উল্লেখ করিলেন।

রঘুনাথের স্থির ভাব শিবজীর ক্রোধে আহুতি স্বরূপ হইল, তিনি কৰ্কণভাবে বলিলেন—

‘পারিপট্। মিত্রিত চেতা বুধা। কু-  
মার্থ সিংহের আসে পক্ষিরা। পলারম ক-  
রিতে পার, কিন্তু শিবজীর জুলন্ত ক্রোধ  
হইতে পরিভ্রাণ নাই।’

রঘুনাথ ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন,  
‘আমি মহারাষ্ট্রের নিকট পরিভ্রাণ প্রাপনা  
করি না, মনুষ্যের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি  
না, জগদীশ্বর আমার দোষ মার্জনা ক-  
কন।’

কিণু প্রায় শিবজী বর্ষা উত্তোলন ক-  
রিয়া বজ্রনাগে আদেশ করিলেন,—

‘বিত্রোহাচরণের শাস্তি প্রাপনশু।’

রঘুনাথ সেই বজ্রমুষ্টিতে সেই তীক্ষ্ণ  
বর্ষা দেখিলেন, সেই অবিকলিত স্বরে ব-  
লিলেন,—‘যোদ্ধা মরণে প্রস্তুত আছে,  
বিত্রোহাচরণে সে করে নাই।’

শিবজী আর সহ্য করিতে পারিলেন  
না, অবার্ষ মুষ্টিতে সেই বর্ষা কম্পিত হই-  
তেছে একথা শব্দে রাজা জয়সিংহ তাঁহার  
হস্ত ধারণ করিলেন।

তখন শিবজীর মুখমণ্ডল কোমরে বি-  
কৃত হইয়াছিল, শরীর কম্পিত হইতেছিল,  
তিনি জয়সিংহের প্রতিও দৃষ্টিভঙ্গি সন্ধান

বিস্মৃত হইলেন, কুর্কণ স্বরে করিলেন—

‘হস্ত ভাগ্য ককন ; রাজপুতদিগের  
কি নিয়ম জানি না, জানিতে চাহি না,  
মহারাজীন্দ্রদিগের সনাতন নিয়ম—বিত্রো-  
হীর শাস্তি প্রাপনশু ; শিবজী সেই নিয়ম  
পালন করিবে।’

জয়সিংহ কিছুমাত্র ক্রুদ্ধ না হইয়া  
ধীরে ধীরে বলিলেন—‘কত্রিয়রাজ। অন্য  
যাহা করিবেন, কলা ত্যাগ অন্যথা করিতে  
পারিবেন না। এই যোদ্ধার অন্য প্রাণ-  
দণ্ড করিলেন চিরকাল সে জনা অনুতাপ  
করিবেন। যুদ্ধ-নিয়মে আপনি পারদর্শী  
কিন্তু রক্ত যে পরামর্শ দিতেছে তাহা অব-  
হেলা করিবেন না।’

শিবজী জয়সিংহের ভক্ততা দেখিয়া  
ইন্দ্রে অপ্রতিভ হইলেন, কহিলেন—‘জানি  
আমার পক্ষ বাকা মার্জনা ককন  
নাশ কখা কখন ও অরহেলা ক  
কিন্তু শিবজী বিত্রোহীকে ক্ষমা  
তাহা কখন মনে তাবে নাই।’ পরে র-  
ঘুনাথের দিকে চাহিয়া কহিলেন—

‘হাবেলদার ! রাজা জয়সিংহ তো-  
মার জীবন রক্ষা করিলেন; কিন্তু আমার  
সমুখ হইতে দূর হও, শিবজী বিত্রোহীর  
মুখদর্শন করিতে চাহে না।’ তৎকথাৎ-  
পুনরায় বলিলেন ‘অপেক্ষা কর ; দুই  
বৎসর হইল তোমার কোষের ঐ আমি  
আমি তোমাকে গিয়াছিলাম, বিত্রোহীর  
হস্তে আমার অমির অবমাননা হইবে না।  
প্রহরীগণ। আমি কাকিলা শও, পুনঃবি-

প্রোহিতকে উপ হইতে নিষ্কাশ করিয়া  
সত্য। প্রহরীগণ সেইরূপ করিল।

রঘুনাথের যখন প্রাণদণ্ডের আদেশ  
হইয়াছিল, রঘুনাথ সে সময়ে অরিষ্ঠলিত  
ছিলেন, কিন্তু প্রহরীগণ যখন আসি কা-  
ড়িয়া লইতেছিল, তখন তাঁহার শরীরে  
বৎ কল্মিত হইল, নয়নঘর আরক্ত হইল।  
কিন্তু তিনি সে ভীষণ উবেগে সংযম করি-  
লেন। শিবজীর দিকে একবার চাহিয়া মৃ-  
ত্তিকা পর্যন্ত শির মমাইয়া, নিশেক্ষে দুর্গ  
হইতে প্রস্থান করিলেন।

সন্ধার দ্বারা ক্রমে গাঢ়তর হইয়া জ-  
গৎ আরত করিতেছে, একজন পথিক  
একাকী বিশেষে পর্যন্ত হইতে অবতীর্ণ  
হইয়া প্রান্তরাভিমুখে গমন করিলেন।  
প্রান্তর পার হইলেন, একটি গ্রামে উপ-  
স্থিত হইলেন, সেটি পার হইয়া আর এ-  
কটি গ্রামে আসিলেন। অন্ধকার গ-  
ভীর্ণ হইল, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, রহিয়া  
রহিয়া নৈশ বায়ু বহিয়া বাইতেছে, অন্ধ-  
কারে সে পথিককে আর দেখা গেল না,  
তাঁহার পর আর কেহ সে পথিককে দেখি-  
তে পাইল না।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

চন্দ্ররাত্ত জুমলাদার।

‘আমি হইতে অন্য যদি কেহ  
অধিক গৌরব ধরে, দেখে যেন যেহ  
কদে জ্বলে হলাহল।’

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

চন্দ্ররাত্ত জুমলাদারের সহিত আমা-  
দের এই প্রথম পরিচয়, তাঁহার অসাধারণ  
দীপক, অসাধারণ বীৰ্য্য, অসাধারণ দৃঢ়  
প্রতিজ্ঞা। তাঁহার বয়স রঘুনাথ অপেক্ষা  
৫। ৬ বৎসর অধিক মাত্র, কিন্তু দূর হইতে  
দেখিলে সহসা তাঁহাকে পঞ্চত্রিংশৎ বৎ-  
সরের লোক বলিয়া বোধ হয়। প্রশস্ত  
ললাটে এই বয়সেই দুই একটি চিত্তার  
গভীর রেখা অঙ্কিত রহিয়াছে, মুস্তকের  
কেশ দুই একটি শুক্ল। নয়ন অভিশয়  
উজ্জ্বল ও তেজোব্যঞ্জক, কিন্তু চন্দ্ররাত্তকে  
বাঁহারা বিশেষ করিয়া জানিতেন তাঁহারা  
বলিতেন যে চন্দ্ররাত্তের তেজ ও সাহস  
যে রূপ দুর্দমনীয়, গভীর দূরদর্শী চিন্তা এবং  
ভীষণ অনিবার্য্য স্থির প্রতিজ্ঞাও সেইরূপ।  
সমস্ত মুখমণ্ডলে এই দুইটি ভাব বিশেষ  
রূপে ব্যক্ত হইত। দেখে যেন লৌহবি-  
নির্মিত ও অসীম পরাক্রান্ত, বাঁহারা চন্দ্র-  
রাত্তের অসীম পরাক্রম, বিজাতীয় ক্রোধ  
গভীর বুদ্ধি ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞার বিবর জ্ঞাত  
ছিলেন, তাঁহারা কখনই সেই অপভাবী  
স্থিরপ্রতিজ্ঞ ভরানক জুমলাদারের সহিত  
বিবাদ করিতেন না। এ সমস্ত ভিন্ন চ-  
ন্দ্ররাত্তের আর একটি গুণ বা দোষ ছিল  
তাঁহা কেহই বিশেষরূপে জানিত না।  
বিজাতীয় উচ্চাভিলাষে তাঁহার কদর দি-  
বারাত্র জ্বলিত। অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা  
আয়োজনের পথ আবিষ্কার করিতেন, অ-  
তুল্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সহিত সেই পথ অবলম-  
্বন করিতেন, যত্নরহিত যে পথ পরিত্যক্ত

করিতেন ; শত্রু হউক, মিত্র হউক, দোষী হউক, নির্দোষী হউক, অপকারী হউক বা পরম উপকারী হউক, সে পথের সম্মুখে যিনি পড়িতেন, উচ্চাভিলাষী চন্দ্রাও নিঃসঙ্কোচে পতঙ্গবৎ তাহাকে পদ-দলিত করিয়া নিজ পথ পরিষ্কার করিতেন। অল্প বালক রঘুনাথ ঘটনাবশতঃ সেই পথের সম্মুখে পড়িয়াছিলেন, তাহাকে পতঙ্গবৎ দলিত করিয়া জুমলাদার পথ পরিষ্কার করিলেন। এরূপ অসাধারণ পুরুষের পূর্ব রূপান্তর জ্ঞান আবশ্যিক ; মঙ্গল মঙ্গল রঘুনাথের বংশরূপান্তর কিছু কিছু জানিতে পারিব।

তাঁহার জঘরূপান্তর তিনি প্রকাশ করিতেন না, আমরাও জানি না, অতি উন্নত রাজপুত্রুলোদ্ভূত ব্রাহ্মণপুত্র বলিয়া আপনার পরিচয় দিতেন। রাজা যশোবন্ত সিংহের একজন প্রধান সেনানী গজপতি সিংহ চন্দ্রাওকে বাল্যকালে লালমপালন করিয়াছিলেন। অনাথ বালক গজপতির গৃহের কার্য করিত, গজপতির পুত্র কন্যাকে যত্ন করিত, ও সেই সংসারের মধ্যে থাকিয়া কালযাপন করিত।

যখন চন্দ্রাওয়ের বয়ঃক্রম পঞ্চদশ বর্ষ মাত্র, তখনই গজপতি তাঁহার গভীর চিন্তা ও বুদ্ধি, হৃদয়মণ্ডিত তেজ ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞা দেখিয়া আনন্দিত হইলেন, নিজ পুত্র রঘুনাথের ন্যায় চন্দ্রাওকে ভাল বাসিতেন, ও এই কোমল বয়সেই আপন অধীনে নৈমিক কার্যে প্ররত্ত করেন।

নৈমিকের ত্রুট ধার্য করিয়া অবধি চন্দ্রাও দিন-দিন যে বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিলেন তাহা দেখিয়া প্রাচীন যোদ্ধাগণও বিস্মিত হইত। যুদ্ধে যে স্থানে অতিশয় বিপদ, যে স্থানে প্রাণনাশের অতিশয় সম্ভাবনা, যে স্থানে শত্রু ও মিত্রের শব রাসীকৃত হইতেছে, বক্তৃত্রোত বহিয়া যাইতেছে, ধূলি ও ধূমে গগন আচ্ছাদিত হইতেছে, যোদ্ধার ভীষণ হুকারে ও জাতের আর্তনাদে কর্ণ বিনীর্ণ হইতেছে,—তথায় অস্থেবণ কর, পঞ্চদশ বর্ষের বালক নিঃশব্দে অস্তর-বীর্ঘ্য প্রকাশ করিতেছে। যুদ্ধে রব নাই, কিন্তু নয়ন অগ্নির ন্যায় জ্বলিত, ললাটে কুঞ্চিত ও বিজাতীয় ক্রোধচ্ছায়ার ক্লমবর্ণ। যুদ্ধ সমাপ্ত হইলে যে স্থানে যুদ্ধজয়ী সেনাগণ একত্র হইয়া রজনীতে গীত বাদ্য করিতেছে, হাস্য ও আমোদ করিতেছে,—চন্দ্রাও তথায় নাই ; অপ্সরাবী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বালক শিবিরের অন্ধকারে একাকী বসিয়া রহিয়াছে; অথবা কুঞ্চিত ললাটে প্রান্তরে বা নদীতীরে একাকী সায়ংকালে পানচারণ করিতেছে। চন্দ্রাওয়ের উদ্দেশ্য কতক পরিমাণে সন্নিহিত হইল, তিনি এক্ষণে অজ্ঞাত অস্ত্রশিল্প নছেন, তাঁহার পদবন্ধি হইয়াছে, গজপতি সিংহের অধীনস্থ সমস্ত সৈন্যের মধ্যে চন্দ্রাও এক্ষণে একজন অসাধারণ সাহসী তেজস্বী বীর বলিয়া পরিচিত। ঘরানাদারুণিক সহিত চন্দ্রাওয়ের উচ্চাভিলাষ ও গর্ব অধিকতর বৃদ্ধি পাইল।

সত্যজিৎ কলিকাতা থেকে চন্দ্রাওয়ের বি-  
ক্রম হওয়ায় গজপতি-বংশেরো নান্দিত্য ল-  
জিত হইলেন, বিজয়ের পন চন্দ্রাওকে  
নিকটে ডাকিয়া সকলের সম্মুখে যথোচিত  
সন্মান করিয়া বলিলেন ‘চন্দ্রাও! “অদা  
তোমার সাহসেই আমাদিগের যুদ্ধে জয়  
লাভ হইয়াছে, ইহার পুরস্কার তোমাকে কি  
দেখাই পারি?’ চন্দ্রাও মুখ অবনত করিয়া  
বিনীতভাবে বলিলেন ‘প্রভুর সাধুবাদে  
দাস যথেষ্ট পুরস্কৃত হইয়াছে, আর অ-  
ধিক সে কি চাহিতে পারে?’ গজপতি  
স্বপ্নেই বলিলেন ‘মনে ভাবিয়া দেখ,  
তোমার ইচ্ছা হয় প্রকাশ করিয়া বল। অর্থ,  
সম্পত্তি, পদবিক্রি,—চন্দ্রাও! তোমাকে  
আমার কিছুই অঙ্গের নাই।’ চন্দ্রাও ধীরে  
ধীরে নগন উঠাইয়া বলিলেন,—

‘রাজপুত্র বীর কখনও অঙ্গীকার অ-  
ব্যর্থ করেন না জগতে বিদিত আছে।  
বীরশ্রেষ্ঠ! আপনার কন্যা লক্ষ্মীদেবীকে  
আমার সহিত বিবাহ দিন।’

সত্যজিৎ সকলে নিরীক নিস্তব্ধ। গজ-  
পতির বাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া প-  
ড়িল, ক্রোধে তাঁহার শরীর কম্পিত হ-  
ইল। আসি কোথ হইতে অর্ধেক মিক্রো-  
বিত্ত করিলেন, কিন্তু সে ক্রোধ কথঞ্চিৎ  
সংযম করিয়া উচ্চহাস্য করিয়া কহিলেন—

‘অঙ্গীকার পালনে স্বীকৃত আছে,  
কিন্তু তোমার মহারাজী দেশে জন্ম, রাজ-  
পুত্রহৃতানিগের দত্তা মহারাজীনিগের  
সহিত পরিত্যক্ত হইতে উজ্জলমথো থাকি-

বার অভ্যাস নাই। অগ্রে লক্ষ্মীর উপযুক্ত  
বালস্বামী নির্বাণ কর, পরে মহারাজীর ভ-  
ক্তের সহিত রাগবংশীয়া বালিকার বিবাহ  
দিবার কর্তব্যাকর্তব্য বিবেচনা করা হইবে।  
এখন অন্য কোম মাজ্জা আছে?’

সত্যজিৎ সকলে উচ্চহাস্য করিয়া উ-  
ঠিল, চন্দ্রাও ধীরে ধীরে বলিলেন ‘অন্য  
কোম বাচ্চা একগুণে নাই, যখন থাকিবে  
প্রভুকে জ্ঞানাইব।’

সত্যজিৎ হইল, সকলে নিজ নিজ শি-  
বিরে গমন করিল। উদারচেতা গজপতি  
চন্দ্রাওয়ের প্রতি ক্রোধ অচিরেই বিস্মৃত  
হইলেন, সেদিনকার কথা শীঘ্র বিস্মৃত হ-  
ইলেন। চন্দ্রাও সে কথা বিস্মৃত হই-  
লেন না, সেই দিন সন্ধ্যার সময় ধীরে  
ধীরে আপন শিবিরে পাদচারণ করিতে  
লাগিলেন, প্রায় দুই দণ্ড এইরূপে পাদচা-  
রণ করিলেন, শিবির অন্ধকার, কিন্তু তাহা  
অপেক্ষা দুর্ভেদ্য অন্ধকার চন্দ্রাওয়ের জ-  
দয় ও ললাটে বিরাজ করিতেছিল। তাঁহার  
সে সময়ের ভাব বর্ণনা করিতে আশঙ্ক  
এশঙ্ক, যে সময়ে তাঁহার যুদ্ধের ভীষণ  
আকৃতি দেখিলে বোধ হয় অসং মৃত্যুও চ-  
কিত হইতেন।

দুই দণ্ডের পর চন্দ্রাও একটি দীপ  
জ্বালিলেন,—একখানি পুস্তকে সন্ধান কি  
লিখিলেন, পুস্তকখানি বন্ধ করিলেন, আ-  
বার খুলিলেন, আবার দেখিলেন, আবার  
বন্ধ করিলেন। কিছু বিকট হাস্য মুখ-  
মণ্ডলে দেখা গেল।



তাহার একজন বন্ধু ইতিমধ্যে শিবিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল ‘চন্দ্র! কি লিখিতেছ?’ চন্দ্রাও সহজ অবিচলিত স্বরে বলিলেন ‘কিছু নহে, হিসাব লিখিয়া রাখিতেছি, আমি কাহার নিকট কি ধারি তাহাই লিখিতেছি।’

বন্ধু চলিয়া গেল। চন্দ্রাও পুনরায় পুস্তকখানি খুলিলেন। সেইটি যথার্থই হিসাবের পুস্তক, চন্দ্রাও একটি খণের কথাই লিখিয়াছিলেন। পুনরায় পুস্তক বন্ধ করিয়া দীপ নিৰ্ব্বাণ করিলেন।

এই ঘটনার এক বৎসর পরে আরও একবার সহিত যশোবন্তের উজ্জয়িনী সন্নিবাসনে মহাযুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে গজপতি সিংহ হত হইলেন, কিন্তু যে তাঁহার বক্ষ বিদীর্ণ করে তাহা শত্রুহস্ত নিকিণ্ড নহে।

তাহার পর যখন যশোবন্তের রাজ্য সেই যুদ্ধে পতির পরাজয়ের কথা শুনিয়া ক্রোধে অন্ধ হইয়া দুর্গম্ভার কদ্ধ করিলেন, তখন একজন সংবাদ দিল যে গজপতি নামক একজন সেনানীর তীকতা ও কপটচাচরিতাভেই পরাজয় সাধন হইয়াছে। রাজ্য সে সময়ে বিচার করিতে অসমর্থ, আদেশ করিলেন যে কপটচাচারী সন্তান সম্ভূতি মাড়ওয়ার হইতে দূরীকৃত হয়, ও সমস্ত সম্পত্তি রাজ্যধীনে নীত হয়। গজপতির কপটচাচারিতার সংবাদ কে দিল তাহা স্পষ্ট প্রকাশ হইল না।

গজপতির অমাণা বালক ও বালিকা

মাড়ওয়ার হইতে দূরীকৃত হইয়া পদ-ভ্রমে অন্য দেশে মাইতেছিল, যশোবন্তের ব্যতিক্রম দ্বাদশ বর্ষ, লক্ষ্মীর নয় বৎসর মাত্র, সঙ্গে কেবল একমাত্র পুরাতন ভৃত্য। রাজ্যের ভয়ে হতভাগাদিগের প্রতি দয়া প্রকাশ করিতেও কেহ সাহস করিল না। পরিশেষে একদল দস্যু সেই ভৃত্যকে হত্যা করিয়া বালকবালিকাকে মহারাষ্ট্রদেশে লইয়া বাইল। বালক অল্পবয়সেই তেজস্বী; রজনীযোগে দস্যুদিগের শিবির হইতে পলায়ন করিল, বালিকাকে দস্যুপতি বলপূর্বক বিবাহ করিলেন। তিনি চন্দ্রাও!

তীক্ষ্ণবুদ্ধি চন্দ্রাওয়ের মনোরথ কতক পরিমাণে পূর্ণ হইল। গজপতির সংসার হইতে প্রভূত অর্থ ও মণি মাণিক্য আনিয়াছিলেন, খিষ্টার্ণ সায়গীর কিনিলেন, মহারাষ্ট্রে একজন সমাদৃত সম্রাট লোক হইলেন। ‘টাকা থাকিলে সব সাজে,—’ চন্দ্রাওয়ের বংশ এক পুরাতন রাজপুত-বংশ হইতে উদ্ভূত, এ কথা কেহ অবিশ্বাস করিল না, তিনি প্রসিদ্ধনামা রাজপুত গজপতি সিংহের একমাত্র হুঁহিতাকে বিবাহ করিয়াছেন সকলে দেখিতে পাইল, তাহার যথার্থ সাহস বিক্রম দেখিয়া শিবজী তাঁহাকে জুমলাদারের পদ দিলেন, তাহার বিপুল অর্থ সায়গীর ও খিষ্টার্ণ দেনিয়া সকলে তাঁহাকে সমাজে সমান করিলেন। চন্দ্রাও আরও দুই তিনটি বড় ঘরে বিবাহ করিলেন, বড় লোকের স-

হিত ঘিরিয়া লাগিলেন, বড় রকম ভাল  
করিলেন। আর কি করিলেন  
আমরা আশা করি ? যে সমস্ত স্মরণ  
আমরাই ‘বড় লোক’ হই,  
স্বাভাবিক শিরোভঙ্গ হই, পদ মর্মান্ব  
করি, সঙ্গে সঙ্গে দন্ত ও গাঙ্গীর্ষ্যও  
করি, — চন্দ্রাও তাহাই করিলেন।  
তবে চন্দ্রাও অসভ্য, তিনি শ্রহন্তে পি-  
তাম্বরপ গজপতিকে হনন করিয়া সে  
উন্নত বংশের সর্কনাশ করিয়াছিলেন —  
আমরা সূসভ্য, আমরা চাতুরী ও মোক-  
দ্দমা স্বরূপ স্মরণ উপায়ে কত সোণার  
সংসার ছার খার করি, কেহ নিম্মা ক-  
রিতে পারে না, কেননা এ সভ্য ‘আইন  
সঙ্গত’ উপায়। চন্দ্রাও অসভ্য, যুদ্ধে  
ভীষণ বিক্রম প্রকাশ করিয়া রাজাকে স-  
কল্য করিয়া আপন পদব্রজের চেষ্টা পাই-  
তেন, দেশে দেশে যশোবিস্তারের চেষ্টা  
পাইতেন। আমরা সূসভ্য, বক্তৃতা স্ব-  
রূপ বাগ্যুদ্ধে বা সংবাদপত্র স্বরূপ লেখ-  
নীযুদ্ধে ভীষণ বিক্রম দেখাইয়া রাজার  
নিকট উপাধি প্রাপ্ত হইবার চেষ্টা করি,  
অর্থাৎ ‘দেশহিতৈষী মহাজোক’ হইয়া  
উঠি। চারিদিকে জয়ধ্বনি বাজিতে থাকে,  
সংবাদপত্রের ভেরী বাজিতে থাকে,  
দেশে দেশে সে ধনি প্রতিধ্বনিত হইতে  
থাকে — আমরা ‘বড়লোক’।

### অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ ।

লক্ষীবাই ।

“স্বামী বনিতার পতি, স্বামী বনিতার গতি,  
স্বামী বনিতার যে বিধাতা ।  
স্বামী বনিতার ধন, স্বামী বনিতার অনাঙ্গন,  
কেহ নহে স্বামী মোকদ্দাতা ।”

মুহুম্মদাম চক্রবর্তী ।

দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রমের সময় রঘুনাথ দ-  
স্বাবেশী চন্দ্রাও দ্বারা আক্রান্ত হইয়া রা-  
জস্থান হইতে মহারাষ্ট্রদেশে নীত হইয়া-  
ছিলেন। এক দিন রজনীযোগে তিনি  
পলায়ন করেন, পার্বত্যকন্ডেরে, বৃনমণ্ডে,  
প্রান্তরে, বা গৃহস্থের বাড়িতে, কয়েক দিন  
লুক্কায়িত থাকেন, স্মরণ অনাথ অশ্রবণক  
বালককে দেখিয়া কেহই মুক্তিভিক্ষা দিতে  
পরামুখ হইত না।

তাহার পর পাঁচ ছয় বৎসর রঘুনাথ  
নানা স্থানে নানা কষ্টে অতিবাহিত ক-  
রিল। সংসার স্বরূপ অনন্ত সাগরে অ-  
নাথ বালক একাকী ভাসিতে লাগিল।  
নানা দেশে পর্যটন করিল, নানা লো-  
কের নিকট ভিক্ষা বা দাসহরতি অবলম্বন  
করিয়া জীবন সাপন করিল। পূর্ব গো-  
রখের কথা, পিতার বীরত্ব ও সম্মানের  
কথা, বালকের মনে সর্কদাই জাগরিত  
হইত, কিন্তু অভিমাত্রী বালক সে কথা,  
সে দুঃখ, কাহাকেও বলিত না, কখন ক-  
খন দুঃখভার সহ্য করিতে না পারিলে  
নিঃশব্দে প্রান্তরে বা পার্বত্যশ্রেণীর উ-

পবেশন করিয়া একাকী প্রাণ তরিয়াক্ষর-  
দন করিত, পুনরায় চক্ষের জল মোচন  
করিয়া স্বকার্যে যাইত।

বয়োবৃদ্ধির সহিত বংশোচিত ভাব  
হৃদয়ে যেন আপনিই জাগরিত হইতে লা-  
গিল। অল্প বয়স্ক ভৃত্য গোপনে কখন  
কখন প্রভুর শিরশ্রাণ মস্তকে ধারণ করিত,  
প্রভুর অসি কোবে খুলাইত। সন্ধ্যার স-  
ময় প্রান্তরে বলিয়া দেশীয় চরণদিগের  
গান উঠিলেই গাইত, নৈশপথিকেরা  
পর্বতভ্রমার সংগ্রাম সিংহ বা প্রতাপের  
গীত শুনিয়া চমকিত হইত। যখন অ-  
ষ্টাদশ বৎসর বয়স তখন রঘুনাথ শিবজীর  
কীৰ্ত্তি, শিবজীর উদ্দেশ্য, শিবজীর বীর্যের  
কথা, চিন্তা করিতেন। রাজস্থানের জায়  
মহারাজ্যবিশেষ স্বাধীন হইবে, শিবজী দ-  
ক্ষিণদেশে হিন্দুরাজ্য বিস্তার করিবেন,  
চিন্তা করিতে করিতে বালকের হৃদয় উৎ-  
সাহে পূর্ণ হইল, তিনি শিবজীর নিকট  
যাইয়া একটি সামান্য সেনার কার্য প্রা-  
র্থনা করিলেন।

শিবজী লোক চিনিতে অধিষ্ঠীয়, ক-  
য়েক দিনের মধ্যে রঘুনাথকে চিনিলেন,  
একটি হাবেলদারী পদে নিযুক্ত করিলেন,  
ও তাহার কয়েক দিবস পরেই তোরণদুর্গে  
পাঠাইলেন। পথে রঘুনাথের সহিত আ-  
মাদিগের প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল।

রঘুনাথ হাবেলদারী পদ পাইয়া-  
ছিলেন বলী হইয়াছে। রঘুনাথের শিব-  
জীর নিকট আগমনের সময় চন্দ্ররাও জুয়-

লাদারের অধীনে একজন হাবেলদারের  
মৃত্যু হয়, তাহারই পদ রঘুনাথ গ্রহণ ক-  
রেন। রঘুনাথ চন্দ্ররাওকে পিতার পুত্র-  
তন ভৃত্য ও আপন বালাবৃত্ত বলিয়া চি-  
নিলেন; পিতৃহন্তা, বা দম্ভাক্রপী, বা ভগি-  
নীপতি বলিয়া জানিতেন না, সুতরাং  
তিনি মানসে তাহার সহিত আলাপ ক-  
রিতে যাইলেন। চন্দ্ররাও রঘুনাথকে অ-  
ত্যর্থনা করিলেন, কিন্তু অগ্ন্যভাবী জুয়-  
লাদারের ললাট অল্প পুনরায় কুণ্ডিত  
হইল।

দিনে দিনে রঘুনাথজীর সাহস ও বি-  
ক্রমের বশ অধিক বিস্তার হইতে লাগিল,  
চন্দ্ররাওয়ের চিন্তা গভীরতর হইল। প-  
তঙ্গ বা কীট আমাদের পথের সম্মুখে  
আসিলে আমরা পদমঞ্চালন দ্বারা ভূতা-  
গ্যাকে হত করিয়া পথ পরিষ্কার করি—  
চন্দ্ররাও ও কোনদিন গোপনে রঘুনাথকে  
হনন করিয়া আপন পথ পরিষ্কার করিবেন  
ভাবিলেন। কিন্তু যখন রঘুনাথের বশো-  
রাশি তাহার নিজের বশকেও মান করিল,  
যখন লোকে বালকের সাহস দেখিয়া  
বিক্রমশালী চন্দ্ররাওয়ের বিক্রম ও বিমূর্ত  
হইতে লাগিল, চন্দ্ররাও তখন মনে মনে  
প্রতিজ্ঞা করিলেন ‘এ বালককে জীবন-  
তর শাস্তি দেওয়া আবশ্যক,—ইহার বশ  
বিনষ্ট করিব।’ চিন্তা করিতে করিতে  
চন্দ্ররাওয়ের নয়ন ধ্বংস করিয়া জুলিয়া  
উঠিল, মৃত্যুর ছায়া যেন সেই কুণ্ডিত ললা-  
টকে আবৃত করিল।

চন্দ্রাণ্ডের দ্বি-প্রতিজ্ঞা কখনও বিচলিত হইত না, গভীর মন্তুণা কখনও ব্যর্থ হইত না। অল্প বসুনাথস্বামী দৈবযোগে প্রাণে রক্ষা পাইলেন, কিন্তু বিজোহী, কপটাচারী বলিয়া শিবজীর কার্য হইতে দূরীকৃত হইলেন।

চন্দ্রাণ্ড শিবজীর নিকট কয়েক দিনের বিদায় গ্রহণ করিয়া বাটী যাইলেন। পাঠক চল চল, আমরাও এক বার বড়লোকের বাটী সভয়ে প্রবেশ করি।

জুমলাদার বাটী আসিলেন, বতি-ধারে নহবৎ বারিজেতে লাগিল, দাস দাসী শপথান্তে প্রভুর সম্মুখে আসিল, গৃহিণীগণ পতিকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য বেশ ভূষা করিতে লাগিলেন, প্রতিবাসীগণ সাংক্ৰান্ত করিতে আসিলেন, অচিরে চন্দ্রাণ্ডের আগমন বার্তা সমগ্র গ্রামে দ্রুত হইল।

সন্ধ্যাকালে চন্দ্রাণ্ড অন্তঃপুরে আসিলেন, লক্ষ্মীবাই ভক্তি ভাবে স্বামীর চরণে প্রণত হইলেন, পরে আহাতিদিগ আয়োজন করিয়া স্বামীকে আহ্বান করিলেন। চন্দ্রাণ্ড আহাতি বসিলেন, লক্ষ্মীবাই পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া ব্যঞ্জন করিতে লাগিলেন।

লক্ষ্মীবাই যথার্থ লক্ষ্মীস্বরূপা, শাস্তা, ধার্মা, বুদ্ধিমতী, পতিব্রতা। বাল্যকালে পিতার আদরের কন্যা ছিলেন, কিন্তু কোমল বয়সে বিদেশে অপরিচিত মো-

হেদে মধ্যে অস্পৃশ্য কঠোরতার স্বামী হইতে পড়িলেন, রক্ষা হইতে উৎসাহিত কোমল পুষ্পের ন্যায় দিন দিন কঠোর হইতে লাগিলেন। নয় বৎসরের বালিকার জীবন শোকাচ্ছন্ন হইল, কিন্তু সে শোক কাহাকে জানাইবে? কে ভুটী কথা বলিয়া সান্ত্বনা করিবে? বালিকা পূর্বে কথা স্মরণ করিত, পিতার কথা স্মরণ করিত, প্রাণের সহোদরের কথা স্মরণ করিত, আর গোপনে অশ্রুবর্ষণ করিত।

শোক পড়িলে, কষ্টে পড়িলে, আশ্রয়ের বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হয়, আমাদের হৃদয় ও মন শান্ত, সহিষ্ণু হয়। বালিকা হই এক বৎসরের মধ্যেই সংসারের কার্য করিতে লাগিলেন, স্বামীর সেবার রত হইলেন। হিন্দু-রমণীর পতি ভিন্ন আর কি গতি আছে? স্বামী যদি সুরুদয় ও সদয় হইলেন, মারী আনন্দে ভাসিয়া তাঁহার সেবা করেন, স্বামী নির্দয় বা বিমুখ হইলেও মারীর পতিসেবা ভিন্ন আর কি উপায় আছে? চন্দ্রাণ্ডের হৃদয়ে প্রণয় রমণী কোন পদার্থ ছিল না, অভিমান, ক্রিয়াংসা, উচ্ছাত্তিলাব, অপূর্ণ বিক্রমে সে হৃদয় পূর্ণ; তথাপি তিনি জীব প্রীতি নির্দয় ছিলেন না, দাসী লক্ষ্মীবাইয়ের প্রতি সদয় ব্যবহারই করিতেন, লক্ষ্মীও দাসী স্বরূপ স্বামীর যথেষ্ট সেবা করিতেন, স্বামীর স্বভাব জানিয়া সুস্বাদু ভাত খাতিতেন, একটি মিষ্ট কথা শুনিলে আপনাকে পরমা ভাগ্যবতী বিবেচনা করিতেন।

স্বামী ।

এইরূপে সংসারকার্যে ও পতিসেবায়া  
এক বৎসরের পর আর এক বৎসর অতি-  
বাহিত হইতে লাগিল, দীর্ঘ শাস্ত লক্ষ্মী  
যৌবনপ্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু সে যৌবন কি  
শাস্ত, নিকৰ্ণেণ। পূর্বের কথা প্রায় ভু-  
লিয়া গেলেন, অথবা যদি সাংসারকালে ক-  
খন রাজস্থানের কথা মনে উদয় হইত,  
বাল্যকালের অথবা বাল্যকালের ক্রীড়া ও  
প্রাণের ভ্রাতা বসুন্ধরার কথা মনে হ-  
ইত, যদি মিশ্রণে হই এক বিম্ব অশ্রু  
সেই অম্বর রক্তশূন্য গগনস্থল দিয়া গড়িয়া  
যাইত, লক্ষ্মী সে অশ্রু বিম্ব মোচন করিয়া  
পুনরায় গৃহকার্যে প্রবৃত্ত হইতেন।

ক্রমে চন্দ্ররাও আরও চারি পঁচটি দার  
পরিগ্রহ করিলেন, কাহারও উচ্চবংশের  
জন্ম, কাহারও বিপুল অর্থের জন্ম, কা-  
হারও বিস্তীর্ণ জায়গীরের জন্ম, এই সকল  
কন্যা গ্রহণ করিলেন । চন্দ্ররাও বালক  
নহেন, প্রণয় বা সৌন্দর্যের জন্ম কাহাকেও  
বিবাহ করেন নাই । তথাপি লক্ষ্মীবাই ঘ-  
রের ঘৃণিণী বটে,—তাঁহার অপরূপ সৌ-  
ন্দর্যের জন্ম নহে, তিনি প্রথম স্ত্রী ও প্র-  
সিদ্ধ রাজপুত্রবংশ-সমৃদ্ধতা এই জন্ম । চ-  
ন্দ্ররাও সকলকে ভূরি ভূরি গহনা, ভূরিভূরি  
কপড় ও বস্ত্রমূল্য বস্ত্রাদি দিতেন, কেহ কো-  
থা দাঁদাইলে অনেক দাস দাসী, অশ্ব, হস্তী  
পশুপক্ষাদি প্রভাকর সঙ্গে দিতেন, সক-

লেই জানিতে পারিতেম চন্দ্রাণ্ডের প-  
রিবার যাইতেছেন, এ সমস্ত আড়ম্বর  
তাহার আপনাদি বর্ষাদি স্বস্তির জন্য,  
রমণীদিগের মনস্তস্তির জন্য তত নহে।  
বার্টিতে সকল রমণীই পতিকে সমান ভয়  
করিতেম, দাসীর ন্যায় সকলেই প্রভুর  
সেবা করিতেম।

চন্দ্ররাজ আছারে বসিয়াছেন, লক্ষ্মী-  
বাই পাশে দণ্ডায়মান হইয়া ব্যজ্ঞন করি-  
তেছেন। লক্ষ্মীবাইয়ের বয়ঃক্রম এক্ষণে  
সপ্তদশ বর্ষ। অবয়ব কোমল, উজ্জ্বল ও  
লাবণ্যময়, কিন্তু দ্বয়ং কণিণ। অঙ্গুল কি  
সুন্দর সূচিকণ, যেন সেই পরিষ্কার শান্ত  
ললাটে তুলী দ্বারা ন্যস্ত। শান্ত, কোমল,  
কৃষ্ণ নয়ন দুটিতে যেন চিত্তা আপনার আ-  
বাসস্থান করিয়াছে। গাওস্থল সুন্দর, সু-  
চিকণ, কিন্তু দ্বয়ং পাণ্ডুরণ। সমস্ত শরীর  
শান্ত ও কণিণ। যৌবনের অপরূপ সৌ-  
ন্দর্য্য বিকাশিত রহিয়াছে, কিন্তু যৌবনের  
প্রফুল্লতা, উদ্ভাসিত কৈ? আহা! রাজসভ্যদের  
এই অপূর্ব্ব পুষ্পটি মহারাষ্ট্রে সেইরূপ  
সৌন্দর্য্য ও সুপ্রাণ বিতরণ করিতেছে,  
কিন্তু জীবনান্তাবে শুষ্ক, মতশির। পদ্মা-  
সমা লক্ষ্মীর ন্যায় লক্ষ্মীবাইয়ের চাক্ষুঃ নয়ন,  
সুদীর্ঘ কৃষ্ণ কেশভার, কোমল সুরগোল  
দেহ দেখিতেছি, কিন্তু যৌবনের প্রফুল্ল  
সুধাকিরণ নাই, জীবনাকাশ চিন্তামেঘা-  
চ্ছন্ন।

চক্রাণ্ড গজপতিকৈ হনন করিয়া-  
ছেন, লক্ষ্মী ওতনুৰ জাতিতেন না, কিন্তু

স্বাধীনতার জন্য পিতার বংশের সর্বনাশ করিরাছেন তাহা চন্দ্রাওয়ের আচরণে ও কখন কখন দুই একটি কথা হইতে বুঝিত্তি লক্ষ্মী বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তবে সে বিষয় কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে না।

একদিন চন্দ্রাও লক্ষ্মীকে জানাইলেন যে তাঁহার জ্যেষ্ঠা চন্দ্রাওয়ের অধীনে হাভেলদার হইয়াছে ও যশোলাত করিরাছে। কথাটি সাজ হইলে চন্দ্রাও ঈর্ষা হইলেন; লক্ষ্মী স্বামীকে জানিভেন, সে হাসি দেখিরা তাঁহার প্রাণ শুক হইয়া গেল।

রঘুনাথ কেমন আছেন, কি করিতেছেন, ইত্যাদি নানা ভাবনা সর্বদাই লক্ষ্মীর মনে জাগরিত হইত, কিন্তু স্বামীকে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেন না, স্বামী বাটি আসিলে তাঁহার অধীনস্থ পদাতিক বা দূতদিগকে অর্থে বশ করিরা গোপনে সংবাদ জানিভেন। তাঁহার মনে সর্বদাই ভয় হইত পাছে স্বামী জ্যেষ্ঠার অনিষ্টসাধন করেন। কি জন্য এরূপ ভয় হইত তিনি জানিভেন না।

একদিন স্বামীর দুই একটি মিষ্টবাক্যে প্রোৎসাহিত হইয়া লক্ষ্মী স্বামীর পদযুগলের নিকট বসিরা বলিলেন—‘দাদী’র একটি নিবেদন আছে কিন্তু বলিতে ভয় করে।’

চন্দ্রাও শ্রম করিরা তাবল চক্ষু

খুলিলেন, বলিলেন—

‘আমার জ্যেষ্ঠা বা-  
লক অজ্ঞান।’

চন্দ্রাওয়ের মুখ গভীর হইল।

লক্ষ্মী ভীত হইলেন, কিন্তু তথাপি ভাবিলেন কপালে যাহা থাকে আজ ব-  
লিব। প্রকাশ্যে বলিলেন—

‘কে আপনার ভ্রাতা, আপনারই অ-  
ধীন।’ চন্দ্রাও ক্রুদ্ধবরে বলিলেন—

‘না, সে আমা অপেক্ষাও সাহসী  
বলিরা পরিচিত।’

বুদ্ধিমত্তী লক্ষ্মী বুঝিতে পারিলেন তিনি যাহা ভয় করিতেছিলেন তাহাই ঘটিয়াছে,  
—চন্দ্রাও রঘুনাথের উপর বৎপূরোন্মত্তি  
ক্লেশ! ভয়ে কম্পিত হইয়া বলিলেন—

‘বালক যদি দোষ করে, আপনি  
না মার্জনা করিলে কে করিবে?’

চন্দ্রাও পক্ষবশ্বরে বলিলেন, ‘নি-  
র্বোধ জীলোকের নিকট চন্দ্রাও পরামর্শ  
লব না, বিরুদ্ধ করিও না।’

লক্ষ্মী বুঝিলেন চন্দ্রাওয়ের শরীরে  
ক্রোধের উত্তেক হইতেছে; অন্য বিষয়  
হইলে আর একটি কথা কহিতেও সাহস  
করিতেন না, কিন্তু জ্যেষ্ঠার জন্য স্নেহ-  
ময়ী ভয়ী কি না করিতে পারে? চন্দ্রা-  
ওয়ের পদে লুণ্ঠিত হইয়া রোমন্ব-  
লিরা বলিলেন ‘দাদীর নিকট ক্রোধ  
কখন রঘুনাথের আপনি কোন আশ্রয়  
করিবেন না।’

চন্দ্রাণ্ডের মন আনন্দে ভরপুর। তিনি লক্ষ্মীকে সঙ্গে করে পদাধার করিয়া গৃহ হইতে নিক্রান্ত হইলেন ।

তাঁহার পর চন্দ্রাণ্ড অদ্য প্রথম বাট আসিরাছেন, রত্ননাথের বাহা ঘটিয়াছে লক্ষ্মী তাহা জ্ঞানেন না, কিন্তু তাঁহার ভদ্র চিন্তাকুল, মুখ কুটিয়া কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন না, রজনীতে স্বামী নিমিত্ত হইলে ভৃত্যদিগের নিকট তাঁহার সংবাদ লইবেন যথেষ্ট স্থির করিয়াছিলেন ।

চন্দ্রাণ্ডের আহার সন্ধ্যাপন হইল, তিনি শয়নাগারে যাইলেন, লক্ষ্মী তাহুল হস্তে ভগ্না যাইলেন । চন্দ্রাণ্ড তাহুল লইয়া বলিলেন—

‘এখন যীও, আমার বিশেষ কার্য আছে, যখন ডাকিব, তখন আসিও।’ লক্ষ্মীর সহিত এই তাঁহার প্রথম সন্তান। লক্ষ্মী দীর্ঘে দীর্ঘে ধর হইতে বাহিরে যাইলেন, চন্দ্রাণ্ড সতর্ক ভাবে দ্বারকল্প করিলেন ।

দীর্ঘে দীর্ঘে একটি গুপ্তস্থান হইতে একটি বাজ বাহির করিলেন, সেটি খুলিলেন, একখানি পুস্তক বাহির করিলেন । দেখিতে বিলাবের পুস্তক । প্রায় দশ বৎসর পূর্বে গজপতি কর্তৃক যে দিন

সত্য অবমানিত হইয়াছিলেন, সে দিন সেই পুস্তকে একটি গুপ্তের কথা লিখিয়া ছিলেন, সেই পাত খুলিলেন, সুন্দর স্পষ্ট হস্তাক্ষর সেইরূপ সৌপামান হইয়াছে—

‘মহাজন . . . গজপতি ;

গুণ . . . . . অবমাননা ;

পরিশোধ হইবে তাঁহার জনের শোণিতে তাঁহার সম্পত্তি নাশে, তাঁহার বংশের অবমাননা ।

একবার, দুইবার, এই অক্ষরগুলি পড়িলেন ; অবহেলায় সেই বিকট মুখমণ্ডলে দেখা দিল, সেই স্থানে লিখিলেন ।

‘অদ্য পরিশোধ হইল ।’

তারিখ দিয়া পুস্তক বদ্ধ করিলেন । দ্বার উন্মোচন করিয়া লক্ষ্মীকে ডাকিলেন, লক্ষ্মী ভক্তি ভাবে স্বামীর নিকটে আসিলেন ; চন্দ্রাণ্ড লক্ষ্মীর হস্ত ধারণ করিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন “অনেক দিনের একটি গুণ অদ্য পরিশোধ করিয়াছি ।”

লক্ষ্মী শিহরিয়া উঠিলেন ।

চন্দ্রাণ্ডের সুন্দর অনিন্দনীয় হাসিবে অদ্য একটি ভুল হইল । এ গুণ পরিশোধ কার্য অদ্য সমাপ্ত হয় নাই,—আর এক দিন হইবে ।



শিক্ষা ও মানসিক পরিবর্তন ।

কোন পণ্ডিত বলিয়া গিয়াছেন যে, সমাজের স্বাধীনতা বৈলক্ষণ্য পন্থে আশা শিক্ষাপ্রসাদাৎ । স্বয়ংসম্মানে এবং বিজ্ঞানবিশ্ব তনয়ে এমন কোন পাঠ্যকা-  
 ন্ডেতে পাণ্ডিত্য যায় না, বাহ্যকে আশা  
 সত্যবজ্রাত পাঠ্যকা বলিয়া নির্দেশ ক-  
 রিতে পারি। যখন উভয়েরই পঞ্চমবর্ষীয়  
 বালক মাত্র, তখন উভয়েরই স্বভাব প্রায়  
 একরূপ। একই ধূল্যখেনা, প্রায় এক প্র-  
 কাশ্য প্রবোই অতিক্রমি, প্ৰস্মিত ত্রব্য না  
 পাইলে উভয়েরই ক্রন্দন ইত্যাদি নান্য  
 প্রকার একতা লক্ষিত হইয়া থাকে। কিন্তু  
 বয়োপ্রাপ্ত হইবা মাত্রই একজন গুরু লইয়া  
 মাঠে লাজল দিতে চলিল, আর অপর বি-  
 দ্যালয়ে ঢুকিয়া লেখা পড়া শিখিয়া নি-  
 উঠন ও লোকের আবিষ্কার সকল পরীক্ষা  
 করিতে লাগিল। এই সন্ধিস্থান হইতেই  
 তাহাদিগের বিভিন্নতার স্বরূপাত। রিপ্স  
 বৎসর পরে সেই একজন আকৃষ্ট হইয়া জ্যো-  
 তিস্বপণ্ডীর মিয়ামুসম্মান করিতে আ-  
 রম্ভ করিল, আর অপরের সেই মাঠে  
 সেই গুরু লইয়া জ্ঞানাতন। সুতরাং ই-  
 ত্যাদিগের স্বভাবভেদ ইতিপূর্বে প্রকটিত  
 ছিল, ইহা কোমর স্বভাবের দ্বারা  
 প্রকটন। স্বয়ংসম্মানে এবং বিজ্ঞানবিশ্ব

সহিত একত্রে লেখা পড়া শিখান যাইত, হয়ত তাহা হইলে সেও তাহার মত রিজ হইতে পারিত। প্রতিভার কথা স্বতন্ত্র, কারণ কুবককে ছাড়িয়া দিয়া সভাসমাজ অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে পাই যে, এক পণ্ডিতের দুই পুত্র সমান সৌভাগ্যশালী হইতে পারে না। তবে ইহা স্থির হইবে যে সকল অসভ্যজাতির মূর্খ ছইয়া থাকিব বলিয়া জন্মিয়াছে, এটি ঠিক কথা নহে। সভ্যজাতিদের সহিত যদি তাহারাও লেখা পড়া শিখিতে পার, সম্ভবতঃ তাহারাও সভ্যদের সহিত সমান আদান অধিকার করিতে পারে। এই জন্যই উক্ত পণ্ডিত বলিয়াছেন যে, সমাজের জ্ঞানগত বৈলক্ষ্য পনের আনা শিক্ষাপ্রসাদে। এই মতাবলম্বীরা আরও বলিয়া থাকেন যে বিদ্যাতার পক্ষপাতিত্ব আমরা দেখিতে চাহি না; এবং বাহ্যতে তাঁহাকে পক্ষপাতী প্রমাণ করে, তাহা বিশ্বাস করিতে ও চাহি না। মূল কথা, শিক্ষাই আমাদের গৌরব জ্ঞানগত বৈলক্ষ্যের কারণ।

এই মতটি ঠিক মত নাহে ইচ্ছা আ  
 দেখাইব। প্রথমতঃ এতৎসম্বন্ধে  
 একটি আনুষঙ্গিক কথার অবজ্ঞা  
 যৌজনীর বলিয়া বোধ হইতেছে।

সকলেই জানেন যে, আমাদের মানসিক ভাবের সহিত কতকগুলি শারীরিক অঙ্গগুলির সম্বন্ধ আছে। হৃৎপিণ্ড হইলে আমরা ক্রন্দন করি। ক্রন্দন না করিলেও মুখের অনেকটা বিকৃতি হয়—চক্ষু ছোট হইয়া যায়; চক্ষের তারা প্রায় অদৃশ্য হয়; নিশ্বাস প্রাশ্বাস প্রবলবেগে বহিতে থাকে; কপোল কুঞ্চিত হয়; মস্তকে ভার বোধ হয় এবং সাধারণতঃ হস্তোপরি মস্তক রাখিয়া থাকি। আক্লাদ হইলে চক্ষু দীর্ঘ হয়; হৃৎপিণ্ড উত্তেজিত হয়; উঠে এবং অঙ্গ অঙ্গ দন্ত বাহির হইয়া পড়ে। এইরূপ বিশেষ বিশেষ মানসিক ভাবের সহিত বিশেষ বিশেষ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সম্বন্ধ। \* অভ্যাসবশে এই সম্বন্ধ ক্রমে দৃঢ়ীভূত হইয়া যায়। কখন কখন আবার কোন কোন অঙ্গচালনা কোন কোন ভাবের সহিত আমরা ইচ্ছা পূর্বক সংলগ্ন করিয়া থাকি। এবং এই অঙ্গচালনাগুলি তাহাদিগের নির্দিষ্ট মানসিক ভাবের সহিত সময়ে একরূপ জড়িত হইয়া যায় যে, যখন মনে কোন ভাব উদ্ভূত হয়, তখন যেন তদানুযায়িক অঙ্গচালনাটি আপনি আসিয়া পড়ে। পূর্বে যেটি চেঁচানো ছিল এখন সেটি স্বভাব

\* সুবিজ্ঞ ডার্বিন সাহেব তাহার কৃত "Expressions of the Emotions" নামক গ্রন্থকে মানসিক ভাবের সহিত শরীরের ক্রিয়া সম্বন্ধ তাহা বিশদরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন।

বজাত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অনেকের অদ্ভুত সঙ্কে কতকগুলি ক্রিয়া আসে, সেগুলি এরূপ স্বাভাবিকমত বোধ হয়, যে কর্তার অজ্ঞাতে এবং কখন কখন অনিচ্ছায় তাহারা সম্পাদিত হইয়া থাকে, ইহা বোধ করি সকলেই দেখিয়াছেন।

আর এক কথা। পাঠক মাত্রেই জানেন, যে আমাদের ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা আমরা বহির্জগতের জ্ঞানলাভ করিয়া থাকি। তাহার উপায় একরূপ। মস্তিষ্ক হইতে আমাদের শরীরের চারিদিকে ধমনী সকল (Nerves) প্রবাহিত হইয়াছে। মস্তকটি যেন কেন্দ্র স্বরূপ। পৃষ্ঠ দণ্ড হইতে কতকগুলি ধমনী বাহির হইয়াছে, সেগুলিরও কার্য প্রায় মস্তিষ্ক নিঃসারিত ধমনীর মত। ইহারা আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি বহির্জগতের সংবাদ মস্তিষ্কে লইয়া যায়। এবং মস্তিষ্ক হইতে সংবাদ লইয়া আসিতে হইলে অপর গুলির প্রয়োজন। হস্তে কোন আঘাত লাগিলে প্রথম শ্রেণীর ধমনী মস্তিষ্কে সংবাদ লইয়া গেল যে, কষ্ট হইতেছে; যন বলিয়া হস্তকে সংবোধিত, এই আঘাত দ্বিতীয় শ্রেণীর ধমনী কর্তৃক প্রেরিত হইয়া পেশী সকলকে কুঞ্চিত করিল—কন হস্ত নড়িল।

আমরা ধমনী বা অন্য কোন শারীর-যন্ত্রের কার্যে তর তর করিয়া অনুসন্ধান

করিতে আরোজন করিয়া বলি নাই। \*  
আমাদিগের দোঁট কথা এই যে আমাদি-  
গের প্রত্যেক কার্যে ধমনী, পেশী প্রভৃতি  
শারীরিক যন্ত্রের সহায়তা আবশ্যক করে।  
একদা হঠাৎ পাঠক বুঝিয়াছেন যে, মনে  
কোন ভাব উদয় হইলে আমাদিগের শ-  
রীরের যে বিকৃতি জন্মে, তাহার কারণ  
এই যে, শরীরভাঙ্গুরে পেশীর কৃৎক্ষণ প্র-  
ভৃতি কতকগুলি কার্য হইতে থাকে।

সেই কৃৎক্ষণ প্রভৃতি কার্যগুলি সময়ে  
একরূপ অভ্যস্ত হইয়া যায় যে, ভবিষ্যতে  
সেই পূর্বের ভাব উদয় হইতে না হইতেই  
সেই কার্যগুলি দেখা দেয়। পূর্বে যে-  
খানে চেষ্টার প্রয়োজন হইত, এখন তাহা  
স্বতঃই হইয়া পড়ে। ইহাতে স্পষ্ট বোধ  
হইতেছে যে শারীরিক যন্ত্র সকল এক  
কর্ম করিতে করিতে কালক্রমে কিছু প-  
রিবর্তিত হইয়া যায়। বহু বহু বৎসরের  
পরে এই পরিবর্তন স্পষ্ট লক্ষিত হইয়া  
থাকে। \*

পেশী, ধমনী প্রভৃতি হইতে যন্ত্রিকের  
পরিবর্তন হইলেই প্রকৃত মানসিক পরি-  
বর্তন হইল। ইহাতে কেহ যেন না বু-  
ঝেন, যে আমরা মন এক যন্ত্রিক এক প-  
দার্থ বলিতেছি। বইতে পারে, মন য-  
ন্ত্রিকের বিকার বা কার্যকারিতা মাত্র,  
কিন্তু সে মত সমর্থন করা আমাদিগের

\* বহির্জগতের জ্ঞানলাভ সম্বন্ধে অ-  
বশ্য-জ্ঞাতব্য-বিষয় সকল শীর্ষক গ্রন্থ প্র-  
স্তাবে প্রকাশ করা যাইবে।

উদ্দেশ্য নহে। তবে কথা এই যে, য-  
ন্ত্রিকের পরিবর্তন হইলে আমরা অনুমান  
ও চাক্ষুষ প্রমাণের দ্বারা স্থির করিতে  
পারি যে পরিবর্তনটি সম্পূর্ণ হইয়াছে।

এই পরিবর্তন সম্বন্ধে অনেকে অ-  
নেকরূপ আপত্তি করিয়া থাকেন। কেহ  
কেহ বলেন যে, প্রকৃত পরিবর্তন সম্পূর্ণ  
অসম্ভব ও অবিদ্যমান। সহস্র বৎসর  
পূর্বে আমরা যেমন ছিলাম, এখনও ত  
তাহাই আছি—পরিবর্তিত দেখি না।  
রক্ষ লতা, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ এখন  
যেমন দেখিতেছি সহস্র বৎসর পূর্বেও  
তাহারা সেইরূপ ছিল, তাহার কি সন্দেহ  
আছে? আমরা এই আপত্তি নিরাকরণের  
জন্য দুই একটি কথা বলিব; এবং তৎসম-  
করি তাহাতেই আমাদিগের উদ্দেশ্য সম-  
পাদিত হইবে। রক্ষ লতার পরিবর্তন  
সম্বন্ধে আমরা অধিক বাক্য ব্যয় করিয়া  
প্রস্তাবটিকে পল্লবিত করিতে ইচ্ছা করি  
না, কারণ ইহাদিগকে সজীব বলিয়া স্বী-  
কার করিতে অনেকে কুণ্ঠিত। এবং  
সজীবের পরিবর্তন প্রমাণ করাই আমা-  
দিগের মুখ্য উদ্দেশ্য। তবে বাঁহাদের  
অভিকচি হয়, তাহার পণ্ডিতের ডার্বিন  
সাহেবরূত এতৎসম্বন্ধীয় পুস্তক \* পাঠ  
করিবেন। পশুদিগের সম্বন্ধে দুই একটি  
কথা বলিলেই পর্যাপ্ত হইবে। পৃথিবীর  
গভীরতম গহবরে এরূপ অনেক \* অজ

\* The Variation of Animals and  
Plants under Domestication.

পাওয়া গিয়াছে, যাঁহা আধুনিক কোন প্রাণীর অস্থি বলিয়া বোধ হয় না। ইহা হইতে কি এই অনুমান যুক্তিসিদ্ধ নহে, যে, কতকগুলি প্রাণী কতকগুলি নূতন জীবের জন্ম দিয়া এ পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে? অনেকে জানেন বন্যপশুকে গৃহপালিত করিতে পারিলে তাহাদিগের স্বভাব সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হইয়া যায়। ‘কোন ব্যক্তি একটা কী-প্রাণকে গ্লুত করিয়া কিয়ৎকাল শস্য ভক্ষণ করাইয়া রাখিয়াছিল। তাহাতে সেই ব্যক্তির জীবাংসা প্ররক্তি একপ্রকার দমন হইল যে তাহার বন্ধন মোচন করিয়া দিলে, সে গৃহের পাখি ইতস্ততঃ গমনাগমন করিত, এবং হস্তে করিয়া খাদ্য দ্রব্য দিলে আহার করিত, তাহাতে কাহারও হিংসা করিত না।’ এইরূপ ব্যক্তির বংশাবলী লক্ষ বৎসরের পরে যে বন্য ব্যাঘ্র হইতে ভিন্ন মূর্তিধারণ করিবে তাহাতে আর বিচিন্তা কি? মনুষ্য সম্বন্ধেই যে পরিবর্তন হয় নাই, তাহাই বা কেমন করিয়া বলি? অনেকেই জানেন উত্তাপের আদান প্রদানেই এই সংসার চলিতেছে। একখণ্ড উত্তপ্ত লৌহ কিয়ৎক্ষণ বাতাসে রাখিয়া দিলে তাহা শীতল হইয়া যায়। বায়ু লৌহকে উত্তাপ দিতেছে, লৌহ ও বায়ুকে উত্তাপ দিতেছে। কিন্তু লৌহ

† বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত ‘বাস্তবিক মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার’।  
অনুবাদ—আমিষ ভক্ষণ।

যে পরিমাণে উত্তাপ দিতেছে সে পরিমাণে পাইতেছে না—এই জন্যই তাহা শীতল হইয়া যায়। পৃথিবীও সর্বত্রই এই নিয়ম—উত্তাপের আদান প্রদান। সূর্য্য পৃথিবীকে উত্তাপ দিতেছে, পৃথিবী সূর্য্যকে উত্তাপ দিতেছে। সুতরাং ইহা সম্পূর্ণ সম্ভব যে এমন সময় আসিবে যখন সূর্য্য অপেক্ষাকৃত শীতল হইয়া যাইবে এবং পৃথিবীও অপেক্ষাকৃত উত্তপ্ত হইবে। সূর্য্যের ও পৃথিবীর তখন সমান উত্তাপ হইবে। তখন আর উত্তাপের আদান প্রদানে পৃথিবী চলিবে না। সুতরাং তখন আমাদের মত প্রাণী আর এ পৃথিবীতে নীলা বেলা করিবে না। এই সংসার তখন কোন নূতনজীবের ক্রীড়াঙ্গল হইবে। আমরা তাহাদিগের জন্ম দিয়া এ পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইয়া পড়িব। এক্ষণে জিজ্ঞাসা এই যে, যে জীব ভবিষ্যতে আমাদের স্থানাস্থিকার করিবে, তাহারা যদি আমাদের হইতে ভিন্ন হয় তাহা হইলে আমরা তাহাদিগের ভবিষ্যত, তাহাদিগের হইতে আমরা কেন ভিন্ন না হইব? বিজ্ঞানবিৎ টিন্ডল সাহেব বলিয়াছেন, যে যখন দেখা যাইতেছে মনুষ্যের আকার কমিতেছে, পরমাণু কমিতেছে, কিন্তু বুদ্ধি বাড়িতেছে, ইহাতে কি অনুমান হয় না, যে ভবিষ্যতে শরীর শূন্য জ্ঞানময় জীব সকল (Intellectual beings) এই পৃথিবীতে বিচরণ করিবে?\*

\* টিন্ডল সাহেবের অনুমানের স-

একজনকে পাঠক বুলিয়াছেন যে, সমস্ত মানবজাতির অন্তর্ভুক্ত নহে। আমরা তাঁর মত মানসিক গঠনের উল্লেখ করিব। সেটি এই যে, কেউ কেউ বলিয়া থাকেন যে, পাঠ্য-গ্রন্থের প্রকার, বা অন্য কোন উপায়ে যেমন একজনের মানসিক পরিবর্তন সম্ভব-উচিত হয়, কিন্তু কোন হিসাবে সম্ভাব্য মানসিক গঠন পিতার মত হয়? বাস্তবিক-এই প্রশ্ন ঐশ্বর্য্যইয়া, গৃহপালিত করিয়া তা-হার জিহ্বাংসা প্রবৃত্তিকে বলহীন করি-লায় যেন, কিন্তু কোন হিসাবে তাহার সম্ভাব্য, স্বজাতীয় আত্মবিক হিংসাপ্র-বৃত্তিকে লাভ না করিয়া জন্মদাতার কোমল মনঃপ্রবৃত্তিচরকে অনুকরণ করিবে? বিবে-চ্যামতাত্ত্বিক সম্বন্ধে পাঠক স্বয়ং পিতার ক-রিবেন। মনুষ্যের আকার ও পরিমাপ সম্বন্ধে আমাদিগের দেশীয় দুই একটি কথা উদ্ধৃত করিলাম। সত্যযুগে “মক্ষাগতাঃ প্রাণাঃ ইচ্ছামৃত্যুঃ একবিশতি হস্তপরিমিতো মানবদেহঃ লক্ষবর্ষং পরিমাপ্যঃ।” ত্রৈত্য “অস্থিগতাঃ প্রাণাঃ চতুর্দশহস্তপরি-মিতো মানবদেহঃ। দশম সহস্রবর্ষং পরি-মাপ্যঃ” দ্বাপরে রক্তগতাপ্রাণাঃ সপ্তহস্ত পরিমিতো মানবদেহঃ সহস্রাব্দ পরিমাপ্যঃ।” কলিযুগে “অন্নগতাঃ প্রাণাঃ সার্কিহস্ত-পরিমিতো মানবদেহঃ বিংশতাহিকশতবর্ষ পরিমাপ্যঃ।” ভাগবতে লিখিত আছে, কলিতে “ধর্ম্ম একপাদঃ। অধর্ম্ম শতপাদঃ। আয়ুঃ শতবর্ষাধি। রাজানশচ প্রজাত-ক্যাঃ।” শেষ কথাটি বড় মিথ্যা নয়।

চনা করিলে পাঠক দেখিবেন, এই আপ-ত্তিতে কিছুমাত্র সার নাই। সম্ভাব্য পি-তার মানসিক বৃত্তিচরের উত্তরাধিকার হইবে, ইহা কিছু হুতন কথা নহে। স-ম্ভাব্যের আত্মবিক গঠন জন্মদাতার আত্ম-বিক গঠনের মতই হইয়া থাকে, ইহাই সং-সারের নিয়ম। আমরা উদাহরণ স্বরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। কোন ভক্তলোকের এইরূপ অভিমান ছিল যে, য-খন সে গভীর নিদ্রা যাইত, সেই সময়ে তাঁহার দক্ষিণ হস্ত ধীরে ধীরে উঠিত। এবং অত্যন্ত উচ্চ হইলে প্রবলবেগে তাঁ-হার নাসিকার উপরে পড়িত। মাঝে মাঝে এইরূপ ঘটিত, এমন কি, ইচ্ছাতে প্রায়ই নাসিকাতে আঘাতজনিত বেদনা হইত এবং বেদনা বৃদ্ধির ভয়ে সময়ে স-ময়ে তাঁহার স্ত্রী তাঁহার হস্ত বাঁদিয়া দিতে বাধ্য হইতেন। এই ভক্তলোকের একপুত্র কলির শেষে মনুষ্য “হৃষিক্য” হইবে ইহাও লিখিত আছে। পুনশ্চ “ত্রিংশ-দ্বিশতবর্ষাণি পরিমাপ্যঃ কুলৌ মৃণাৎ।” আমাদিগের দেশে “এর পরে বেগুন গাছে আঁকশী (কোটা) দিতে হবে” বলিয়া একটি পৌরাণিকী কথা (কাহার কাহার মতে প্রবাদ) প্রচলিত আছে, তাহা বোধ করি নিতান্ত সত্য নয়। টিমডল সাহেবের মত ভাবের উত্থাপন স্বকীয় বক্তৃতায় বিশিষ্টরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে; বাহার ইচ্ছা হয় দেখিবেন।

শিতার এই 'কুঅভ্যাসের' উত্তরাধিকারী হয়। এই পুঞ্জের আবার এক কন্যা জন্মে, যিনি পুঞ্জের নিম্নোক্তকালে ঐরূপ অভ্যাসের বংশবর্তী হইত (১)। এইরূপ আরও অনেক ঘটনা শুনিতে পাওয়া যায়। সুতরাং দ্বিতীয় আপত্তির মূলচ্ছেদ হইল।

অতএব ইহা সপ্রমাণিত হইতেছে যে, সময়ে মনের সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তন একবারে বা একপুরুষে ঘটিতে পারে না। একজন সভ্য ব্যক্তির পরিবর্তন তাঁহার পূর্বতন শত শত পুরুষ কর্তৃক সময়ানুসারে সংঘটিত হইয়া আসিয়াছে; আর আমেরিকার একজন অসভ্যের এরূপ পরিবর্তন ঘটে নাই, কারণ তাহার পূর্বতন শত শত পুরুষ লেখা পড়া করিয়া বা অন্য কোন প্রকারে মানসিক পরিবর্তনের চেষ্টা করে নাই। সুতরাং এক্ষণে সেই সভ্য ও সেই অসভ্য মধ্যে যে পার্থক্য, তাহা কোনরূপেই একপুরুষে লোপ পাইবার নহে। অসভ্য যতই কেন চেষ্টা করুক না, সভ্যের মত তাহার মানসিক পরিবর্তন কখনই হইবে না। কারণ যাহার জন্ম কত শত বংশের প্রয়োজন, তাহা

কি একজনের চেষ্টায় ঘটা সম্ভবপর? সুতরাং সভ্য ও অসভ্য যে প্রভেদ, সে প্রভেদ আমরা সেই পুঞ্জের শিক্ষাজনিত প্রভেদ। কিন্তু সে শিক্ষা ব্যক্তিগত নহে, পুরুষগত।

এই জন্যই আমরা পূর্বে যে পণ্ডিতের মত উল্লেখ করিয়াছি, সেটিকে ঠিক সভ্য নহে বলিয়াছি। সে বহুটিকে আমরা মিথ্যা বলি নাই; কারণ আমাদিগেরও বিশ্বাস সমাজের বৈলক্ষণ্য শিক্ষাপ্রসাদাৎ—কিন্তু সে শিক্ষা ব্যক্তিগত নহে, বংশগত।

আমাদিগের কথার বাথার্থ্য প্রমাণের জন্য আমরা কয়েকটি উদাহরণের উল্লেখ করিয়া এপ্রস্তাবের উপসংহার করিব।

(১) সুপ্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী লেফ্টেন্যান্ট ওয়ালপোল সাহেব লিখিয়াছেন যে, মাণ্ডুইচ দ্বীপবাসী ছাত্রদিগের সম্বন্ধে তাহাদিগের শিক্ষকেরা এইরূপ বলেন;—প্রথম প্রথম তাহাদিগকে অত্যন্ত বুদ্ধিমান বলিয়া বোধ হয়। যতদিন সাধারণ এবং সহজ বিষয় সকল শিক্ষিত হইতে থাকে, ততদিন সকল কথাই তাহাদিগের কঠিন হয়। কিন্তু যেমন শিক্ষিত বিষয়গুলি গভীরতর হইতে থাকে, অমনি সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগের বুদ্ধির এবং চিন্তার ক্ষমতা সপ্রমাণিত হয় \*।

(১) গম্পটি ডারউইন র্ত্ত "Expressions and Emissions" নামক পুস্তকে পাওয়া গিয়াছে। গম্পটিও তাঁহার নিজের নহে। পুস্তকখানি আমাদিগের রিকর্ড এক্ষণে নাই; থাকিলে অত্রিকল অনুবাদ করিয়া দিতাম।

\* সকল দৃষ্টান্তগুলি স্পেন্সার র্ত্ত "Principles of Psychology" দ্বিতীয় মুদ্রাকরণ, প্রথমখণ্ড হইতে গৃহীত হইয়াছে।

অষ্ট্রেলিয়া সব্বদেও এই বিষয় লিখিত আছে ।

(২.) আমেরিকার নিগ্রোবালক এবং ইংরাজসন্তানের জন্য তির তির বিদ্যালয় নির্দিষ্ট আছে । ইহার বিশেষ কারণ এই যে, প্রথম প্রথম নিগ্রোরা ইংরাজতনয়ের সাক্ষাৎ শিক্ষামহত্তে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইলেও কিয়দূর গিয়া তাহাদের বুদ্ধির আর বিকাশ পায় না । এমন স্থলে আ-

মিয়া দাঁড়ায় যে, সেই স্থল হইতে ইংরাজ-সন্তানের সহিত একত্রে আর পদাশ্রিত হইতে পারেন । ইহাদের পক্ষে সুকঠিন হয় ।

আণ্ডামান ও নবখিলাও সব্বদেও এই রূপ কথিত আছে ।

অশ্বক্ষেপী হিন্দুদিগের বিদ্যালয় সব্বদেও এইরূপ একটি অপবাদ আছে ।

ক্রিঃ—

## বিষকন্যা ও বিধবা রমণী ।

আমরা 'বুদ্ধিরাক্ষস' পড়িবার সময় একটি আশ্চর্য্য কথা পাঠিয়াছিলাম ।

'রাক্ষসমন্ত্রী, চন্দ্রকুণ্ডের বধার্ঘ্য একটি পরম সুন্দরী কন্যা প্রেরণ করিলেন, চাণক্য তাহাকে দূরীভূত করিয়া দিলেন । রাক্ষসের অভিসন্ধি যে, রাজা সেই কন্যার রূপ লাভেণো মোহিত হইয়া তাহাতে আসক্ত হইবেন, সুতরাং শীঘ্র শীঘ্রই তাঁহার দেহ জীর্ণশীর্ণ হইয়া ধ্বংস হইবে । এদিকে চাণক্য পণ্ডিতও তেমনি ;—সেই যুবতি-শরীরের বর্ষ্য পান করিয়া একটি শ্বৈশ্বক মক্ষিকা প্রাণভ্যাগ করিল, তাহা দেখিয়া তিনি তাহাকে 'বিষকন্যা' স্থির করিয়া তৎক্ষণাৎ দূরীভূত করিয়া দিলেন ।'

এই অন্তর্ভুক্ত অশ্রুতপূর্ব্ব অসম্ভবপ্রায় অংশটুকু পাঠ করিয়া ঘন চমকিয়া উঠিল । তাহাতে লাগিলাম, এ কি অসম্ভব

কথা !—নাটকের মধ্যেও এত অসম্ভব বস্তু বিন্যাস !—অপার তাবনা-সমুদ্র গ-জ্জন করিয়া উঠিল, অনবরত চিন্তা-শ্রোত বহিতে লাগিল, আর কত কক্ষের কল্পনা তাসিরা আসিতে লাগিল । কতক পরি-ভাগ করিলাম, কতক সঞ্চয় করিলাম, কতক আরও বা ধরিতে পারিলাম না, তা-সিয়া গেল । যেগুলি সঞ্চয় করিয়াছি-লাম, কোমল আত্মীরে অমুরোধে আজ তাহা প্রকাশ করিলাম । 'বিষকন্যা ও বিধবা রমণী' এই মুকুট পরাইয়া বাহির করিলাম । ইহাতে যদি কাহারও অন্ত্রে আঘাত লাগে, কি করিল ? উন্নত যৌবন-রস যাহাদের শরীরে ধরিতেছে না ; যেন ওষ্ঠ, গণ্ড ফাটিয়া বাহির হইতে আসি-তেছে, তাহাদের কিছুতেই বেদনা লাগে না । সুতরাং আমি এই প্রলাপভূষা প্র-



বস্তুটি তাঁহাদিগের নিকট নিরপরাধী।

১য়।—যখন ধমনীতে যৌনরসের প্রভাব থাকে, তখন নহে; এক-দুই বেগে প্রবাহিত হইলে অনেকেরই অনুভব হয় যে, শরীর কেবল মলময়। কতকটা খাদ্য ভ্রমের বিকার মাত্র; শ্বেদ, ক্রন্দ, দৌর্গন্ধা, শিষ্ণাণ প্রভৃতি বিবিধ বিরূত মলে পরিপূর্ণ। সেই জন্যই বৌদ্ধ দার্শনিকেরা ইহাকে ‘পুকাশ’ সংজ্ঞা দিয়াছেন। কখন পুড়িতেছে কখন বা গলিতেছে।

২য়।—শারীরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা নির্ণয় করিয়াছেন, যে মনুষ্যের সর্বপ্রকার মলেই ক্ষতিকারক পদার্থ আছে। অভ্যন্তরের দূষিত বা বিষাক্ত পদার্থ সকল বর্ষ দ্বারা, নিশ্বাস দ্বারা ও বিষ্ঠা মূত্রের দ্বারা বহির্গত হইয়া যায়। দৈনিক উষ্ণতাও অনোর শরীরে ক্ষতিকারক বা ধাতু দূষক হইয়া থাকে। দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রবেশ করিলে তাহাও ক্রমে ক্রমে শরীরের হানি আনয়ন করে। অধিক কি—‘দেহাচ্ছৈব চুত্বা মলাঃ’ বাহ্য বাহ্য দেহ হইতে প্রচ্যুত হয়, তাহা তাহাই মল এবং তাহা তাহাই ক্ষতিকারক। তবে সে ক্ষতিকারক মল আপনার অনিষ্টকারক হয় না, আত্মদেহের পুত্ত্ব আত্মার হানি আনয়ন করেনা তাহার কারণ আছে। কি কারণ? স্বাস্থ্য প্রাপ্তি। বৈদ্যশাস্ত্রে লিখিত আছে, ‘বিষমপি স্বাস্থ্যগুণেন জ্ঞায়েৎ’ বিষও স্বাস্থ্য প্রাপ্ত হইলে নাশক

হয় না। অতএব স্বাস্থ্যের অর্থ কি? স্বাস্থ্যের অর্থ স্বাস্থ্য প্রাপ্তি। স্বাস্থ্য প্রাপ্তি হইলেই স্বাস্থ্য সংকুল নাম আসে। এই স্বাস্থ্যের মহিমা বুঝা ভার।

স্বাস্থ্যের বিষে (কাঠ বিষে) কীট জন্মে। কিন্তু সে বিষ তাহার হানি করেনা। কেমনা তাহা তাহার স্বাস্থ্য প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সেই বিষ যদি অন্য কীটের শরীর স্পর্শ করিতে পার তবে সে তৎক্ষণাৎ তাহাকে আত্ম প্রভাব দেখাইবে মনেই নাই। অতএব বিষ যখন স্বাস্থ্য প্রাপ্ত হইলে ক্ষতিকারক হয় না, তখন আর স্বাস্থ্য প্রাপ্ত শ্বেদ, দৌর্গন্ধা, উষ্ণনিশ্বাস প্রভৃতি ক্ষতিকারক হইবে কেন? অন্যেরই বা না হইবে কেন? ৩য়।—পলাতুকদিগের শরীরে এক প্রকার গন্ধ, মাংসাদি মনুষ্যদিগের গাত্রে এক প্রকার গন্ধ, উদ্ভিজ্জাতাদিদিগের শরীরে আর এক প্রকার গন্ধ, তাহা শ্বেদ-দ্রব গন্ধ—সকলকারই স্ব স্ব শ্বেদ গন্ধাদি সহ্য হইয়া গিয়াছে। এই নিমিত্ত তাহা তাহাদের অনিষ্ট করিতে পারে না। কিন্তু গন্ধ মৈত্রহর (দেহর) দিগের স্বাস্থ্য হইয়া গিয়াছে। সেই কারণে উহা তাহাদিগকে ক্রেশ দিতে পারে না। কিন্তু বাহ্য বাহ্য স্বাস্থ্যগত হয় নাই, অবশ্যই তাহা তাহার হানিকারক হইবে।

৪র্থ।—মনুষ্যদেহের রক্ত, রক্তাঙ্গি ও অন্ত্র মলদিগের পরিণামে দোষ জন্মে। তাহা বর্ষাদি দ্বারা বাহির হইয়া যায়,



না? জগন্নিবন্ধী...  
জীর্ণতা প্রবেশ করায়...  
সমাসেরূপ অলঙ্কার প্রাপ্ত রাধিকা-  
...  
সত্য হইলেই বিভাট।

১৭। আশী বাল্যকালে বালিকার  
পানিগ্রহণ করিয়াছিলাম। বাল্যবিবাহের  
একদিকে দোষ একদিকে গুণ। দোষ  
এই যে,—

উনযোড়শবর্ষায়ামপ্রাপ্তঃ পঞ্চবিংশতিম্।  
সুখাখণ্ডে পুমান্গর্ভং কৃষ্ণিত্বঃ স বিপজ্ঞতো।  
জাতো বা ন চিরজীব্যে জীয়েতা দুর্ল-  
লেন্দ্রিয়ঃ।

তস্মাদতশ্চালায়াং গর্তাধানং ন কার-  
য়েৎ ॥\*

যোড়শ বৎসরের হানবয়স্ক নারীর  
অপ্রাপ্ত পঞ্চবিংশবর্ষ বয়স্ক পুরুষের বীজে  
গর্ভ হইলে সে সন্তান বাঁচে না। যদি  
বাঁচে দীর্ঘজীবী হয় না। যদিও দীর্ঘজীবী  
হয়, তথাপি তাহার ইন্দ্রিয় সকল অতি দু-  
র্বল জন্মগ্রহণ করবে। এই ত বাল্যবিবাহের  
দোষ। কিন্তু গুণ কি? না স্বাস্থ্য-  
লাভ। আমি ১৬ বৎসর বয়সে অষ্টম  
বর্ষীয় কুমারী বিবাহ করিয়াছিলাম।  
তাহার বক্ত, শয্যা, নিশ্বাস, গাত্রতাপ,  
মেত্রভেজ, লব্ধ প্রভৃতি...  
স্বাস্থ্য হইয়া গিয়াছিল।...  
দোষগুণও তাহার...

উহার দোষ...  
আমার...  
দোষ। তবু হইলেও...  
হইত না।...  
হইলে হয়ত...  
ধবা হইতে হইত...  
থেকে দোজোবর...  
হইত। অতঃ...  
হইয়া থাকিতে...  
রাছে, পূর্বে ভাল ছিল, পরে...  
নারীর নিশ্বাসে শুকাইয়া গিয়াছে। না  
হয়, বিবর্ণ, বিশীর্ণ, কদম্বতাব, মতিচ্ছন্ন,  
হইয়া গিয়াছে। আঘাত-বহাও দৃষ্ট হই-  
য়াছে যে, পূর্বে কদম্ব ছিল, বিবাহের  
পরে সে নিম্ন নৈকজা লাভ করিয়াছে  
এবং বৃদ্ধিমানও হইয়াছে। শরীরের দো-  
ষের ন্যায় গুণও আছে। বিবাহকন্যা এবং  
অমৃতকন্যাও আছে। বিবাহকন্যা ও অমৃত-  
কন্যাও আছে। যাহা হউক, আমাদিগের  
এক প্রকার সত্য হইয়া গিয়াছে, কিন্তু  
যাহারা বিবাহ বিবাহ করিবেন, তাহাদের  
কি এই বিষয় একটুকু মাথান ঘুরিয়া উ-  
চিত নয়? স্বামী, নীজের দোষেও মরিতে  
পারে, তাহার দোষেও মরিতে পারে।  
যদি কোন স্ত্রীলোকের স্বামী তাহার ভা-  
র্যার বিষাক্ততা প্রাগত্যাগ করিয়া থাকে,  
তবেই ত শঙ্কর বিষয়। অতএব বিবাহের  
পূর্বে অন্ততঃ ইহা দেখা উচিত যে বিবাহের  
স্বামী কিরূপ অবস্থায় কত দিন ভোগ ক-  
রিয়া য়িয়াছে। অশুপভুক্তা যুবতী বিধ-

নাকে বিবাহ করিতে হয়, যেহেতু তখন  
অপত্যের দোষ গুণের স্বাস্থ্যসম্পাদন ক-  
রিতে সমর্থ নাই। নিম্নতিবদ্ধক বিশে-  
ষতঃ সে অবস্থাটি অধৈর্যের অবস্থা। যদি  
কাজের তীব্রদোষ থাকে, তাহা হইলে  
মহাভারতময়ঃ এর মধ্যেই অন্যতরের  
অধিক খরচা উঠিবে।

যদি বিধবা বিবাহ করিতে  
হয়, তাহা হইতে সাবধান হইয়া কড়াই উচিত।  
বিধবা রমণী দেখিতে অপসার মত হইতে  
পারেন, কিন্তু তাঁহার গুণে হয় ত অসি-  
দ্ধিত থাকিতে পারে। শাস্ত্রকারেরা ব-  
লেন, ‘তাসামমৃতভোজিত্বাৎ শ্বেদ-ক্লেশ-  
সৌন্দর্য-বিষ-খাসাদিরাহিত্যম্।’ অপ-  
সারী অমৃতভোজিনী বলিয়া তাঁহাদের  
শ্বেদ ক্লেশাদি নাই, তাঁহাদের নিখাসেও  
বিষ নাই। কিন্তু মম্বরমণীদিগের তাহা  
আছে। অতএব সাবধান—যে বিধবা  
জন্মে পতিবাতিনী বিবাহ না কর। প-  
তিপুত্রবাতিনীকে শাস্ত্রকারেরা ‘অবীরা’  
সংজ্ঞায় আখ্যান করিয়া থাকেন।

যে রমণীর বাতাসে স্বামী শুকাইয়া  
যায়, জীর্ণশীর্ণ হইয়া দেহত্যাগ করে, য-  
াহার ক্রোড়ের শিশু মৃদুশুক হইয়া জীবন  
বিসর্জন করে, ভুবনমোহিনী হইলেও তিনি

পতিপুত্রবাতিনী পুত্রবাতিনী। প-  
তিপুত্রকারেরা পতিপুত্রের অর্থ খাইতেও নি-  
বেধ করিয়াছেন।

যে নারীর দেহে বিষাক্ততা আছে,  
অপত্য আছে, অর্থবা কিঞ্চিদ-  
আছে, শাস্ত্রকারেরা অনুমান করিয়া তা-  
হার কতকগুলি লক্ষণ লিখিয়া গিয়াছেন।  
বিষ থাকিলেও তাহা পুঙ্খবহু  
করিতে পারিবে তাহা লিখিয়া গিয়া-  
ছেন।

‘নৌহহৎ কপিলঃ কন্যাং  
নাধিকাদীং ন লোমিনীম্। ইত্যাদিঃ  
বড় দুঃখিত হইলাম যে, শ্লোকগুলি  
সংগ্রহ করি নাই। যদি কেহ জানিতে  
ইচ্ছা করেন, আবার সংগ্রহ করিয়া উপ-  
হার দিব। একগুণে নিবেদন এই যে, যদি  
কেহ গর্ভিতা অবীরা পাঠিকা থাকেন,  
তাঁহার বেন প্রবন্ধলেখকের উপর ক্রোধ  
না করেন। দুঃখিনী পাঠিকা থাকেন,  
আমি তাঁহাকে বেদনা দিলাম এজন্য  
ক্ষমা প্রার্থনা করি। সকলই স্বভাবের  
কাণ্ড। পতিপুত্রবাতিনী পাঠিকাদিগকেও  
বলিতেছি, বিধ নাই বলিয়া অহঙ্কারে ভু-  
কাবে মটমটে হইবেন না।

শ্রীক—

## হিন্দুভূগোল।

### প্রথম প্রস্তাব—পৌরাণিক।

সকল বিলক্ষণরূপে প্রমাণ করিয়াছেন যে, দেশের নৈসর্গিক অবস্থা, অর্থাৎ জল বায়ুর উষ্ণতা, শীতলতা, ভূমির উৎপাদিকা শক্তি, প্রভৃতির দ্বারা দেশের লোকের চরিত্র গঠিত হয়। ভারতে সর্বকালে প্রকৃতি অতি উদার—প্রকৃতি যেমন কম্পাতক হইয়া শত হস্তে ভারতকে অসংখ্য ভিতরণ করিয়াছেন। এদেশস্থ ভূমি এত উর্বরা যে অসংখ্য পরিভ্রমণই প্রত্যেক পরিবারের জীবিকা নির্বাহ হইয়া থাকে। এইকণ নানা কারণে এদেশ নিরন্ন ও দরিদ্র হইয়াছে বটে, কিন্তু পূর্বে এদেশ প্রভূত ধনের আধার ছিল; এমনকি ঐশ্বর্য্য প্রভাবে এদেশ ‘স্বর্গভূমি’ ও ‘রত্ন যাত্রা’ প্রভৃতি নাম ধারণ করিয়াছিল।

যখন দেশে প্রভূত ধন সঞ্চিত হয়, তখন সর্ব শ্রেণীস্থ সকল লোকের পরিভ্রমণ করিবার আবশ্যতা থাকেনা। তখন স্বতন্ত্র এক শ্রেণীর লোক হন, তাঁহারা জীবনের অধিকতর সময়ই আশ্রয় আশ্রয়িত্ব অভিবাচিত করেন; শুধুমাত্র অল্প অল্প সংখ্যক ব্যক্তি আশ্রয়িত্ব মনোনিবেশ করেন। ভারতবর্ষ প্রাচীন

যদিগণ এই শ্রেণীস্থ শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। তাঁহারা বিদ্যার উন্নতি বিষয়ে কৃতসংকল্প হইয়া, বাহ্যজগৎ পরিভ্রমণ পূর্বক অন্তর্জগতেই মানসিক শক্তির পরিচালনা করিতেন। এরূপ করিবার যথেষ্ট কারণও ছিল। কারণ যেদেশে অল্প পরিভ্রমণ বা বিনা পরিভ্রমে জীবিকা নির্বাহ হইতে পারে, সেদেশে বিজ্ঞানের উৎকর্ষতা সম্পাদনে লোকের তত প্রয়োজন হয় না। প্রকৃতির সহিত যুদ্ধ করিতে হইলেই জ্ঞানিক সফলের প্রয়োজন, যেদেশে প্রকৃতি বিনা যুদ্ধে পরাজিতা দাসীর আকারে আজবহ, সেদেশে তদুপ সফলের আশঙ্ক্য কি? আর একটি কারণ আছে। সকল স্পেন দেশের অবস্থা বিচার করিতে যাওয়া তথায় পর্য্যবসারের এত প্রাধান্য ও যাজক সম্প্রদায়ের এত আধিপত্যের কারণ এই নির্দেশ করিয়াছেন যে, সেখানে প্রকৃতির যুষ্টি এত ভয়াবহ যে লোকে ভয়াবহতাই ভীত হয়, এবং সেই সকল যুষ্টিতে সাক্ষাৎ দেবযুষ্টি বলিয়া নির্দেশ করে। যে কারণে স্পেনে অবৈধ ধর্ম্ম বিধানের এত প্রাধান্য, তাহাশ কারণ এখানে বহুল পরিমাণেই পূর্বাবধি বর্তমান,

পুত্ররাং প্রাচীন মহর্ষিগণ বিজ্ঞানের চর্চা না করিয়া ধর্মশাস্ত্র ও মনস্তত্ত্বেরই উন্নতি সাধনে জীবন যাপন করিয়াছেন। শুদ্ধ বিজ্ঞান নহে, বিজ্ঞানের সহিত নিকট সম্পর্কে সম্পর্কিত ইতিহাস ভূগোল প্রভৃতির প্রতিও তাঁহারা কিছুমাত্র মনোযোগ করেন নাই। পুরাণানিতে এই দুই বিষয়ের যে কিঞ্চিৎ চেষ্টা দেখা যায়, তাহা এক কুসংস্কার ও কল্পিতভাবে পরিপূর্ণ যে তাহা হইতে সত্য উপলব্ধি করা যায় না।

এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন। আজিকালি এদেশে অনেক অশেষদ্বিতীয় জন্মিয়াছেন, তাঁহারা ন্যায় হোক বা অন্যায় হোক, সঙ্গত হোক, বা অসঙ্গত হোক, সর্ববিষয়ে এদেশের গৌরব বাড়াইতে ক্রটি করেন না। যে কোন নূতন কথা হোক না কেন, তাঁহারা অসম্মত মনে করিবেন, ইহা ভারতে অনেক পূর্বে প্রচলিত ছিল। অধিক কি ভারতে মুদ্রাবন্ধ ও কামানের ব্যবহার পূর্বে প্রমাণ করিতে তাঁহারা কুণ্ঠিত হন না। তাঁহাদিগের চেষ্টা মহতী, মনের ভাব উৎকৃষ্ট, তৎক্ষণা তাহাদিগকে সম্মান দায় করি। কিন্তু তাঁহাদের ন্যায় বিদ্যা বুদ্ধি সম্পন্ন না হওয়াতে তাহাদিগের পক্ষাদমুসরণে সাহসী হইতে পারি না। আমরা অন্য যে প্রস্তাবটির অবতারণা করিতেছি, অনেক দিন তাহার উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছি, কিন্তু আধুনিক বাস্তব রূপান্তরের সহিত এগুলির সামঞ্জস্য প্রদ-

র্শনে এতদিন রাখা চেষ্টা করিয়াছি। বাহ্যিক, প্রাচীন পণ্ডিতদিগের ভৌগোলিক যত্নের সারাংশ নিম্নে প্রকটন করা যাইতেছে; যদি ভারতবর্ষে বৈজ্ঞানিক আধুনিক ভূগোলের সহিত হইবার সম্বন্ধ প্রদর্শন করিতে সক্ষম হন, পরম আপ্যায়িত হইব।

পুরাণে সপ্ত স্বর্গ ও সপ্ত পাতাল অর্থাৎ চতুর্দশ ভুবনের \* বর্ণনা আছে। তন্মধ্যে সর্বলোকের অধিষ্ঠানভূতা এই যে পৃথিবী, ইহাই ভুলোক নামে খ্যাত। বিষ্ণুপুরাণে ভুলোকের এইরূপ বর্ণনা আছে;—

‘পঞ্চাশৎকোটিবিস্তারা মেঘমুর্খি মহামুনে।  
সপ্ততিষ্ঠ মহাত্মাণি বিজ্ঞোজ্জ্বারোপি ক-  
খাতে ॥’

অর্থাৎ পৃথিবীর বিস্তার পঞ্চাশৎ কোটি বোজন, এবং ইহার উচ্চায় (উচ্চতা) সপ্ততি মহাত্মা বোজন। পরন্তু লিঙ্গপুরাণে—  
‘পঞ্চাশৎকোটিবিস্তীর্ণা সমমুদ্রাধরা স্মৃতা।  
দ্বীপৈশ্চ সপ্ততিযুক্তা লোকালোকাকান্তা  
শুভা।’

অর্থাৎ এই পঞ্চাশৎ কোটি বোজনের

\* ভূলোকোপ ভুবলোকঃ স্বর্লোকশ্চ  
প্রকীর্ষিতঃ। মহর্জনস্তপশ্চৈব সভ্যলো-  
কশ্চ সপ্তমঃ। ইতি শিব পুরাণে ॥ অতঃ-  
বিতলং তলাতলং মহাতলং রসাতলং পা-  
তালমিতি ॥ ইতি ঋগ্ভাগবতে।

চতুর্দশভূতস্য মহাত্ম্যে কোটি উ-  
চ্চায়ে। কোশধরঃ গরুড়ো যো-  
জনঃ বিদ্রুঃ। ইতি বোধিনীত্রে।

যথোই সপ্তদ্বীপ ও সপ্তসমুদ্র আছে। পু-  
নশচ বৈষ্ণব পুত্রঃ—

‘পানগম্যন্ত যৎকিঞ্চিদ্ব্যস্তি বরগীময়ং।

সত্বলোকঃ সমাখ্যাতো বিস্তারোহ্য ম-  
য়োদিতঃ ॥’

অর্থাৎ পুৰ্ব্বোক্ত আরতনের মধ্যে যে যে  
বস্তু পদচালনের যোগ্য ও পৃথিবীময়  
আছে, তাহারই নাম ভূলোক। অতঃপর  
পৌরাণিকেরা প্রাকৃত সপ্তসমুদ্র ও সপ্তদ্বী-  
পের যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহার বিবরণ  
করা যাউতেছে। প্রকৃষ্টে একটি কথা  
বলা প্রয়োজন বোধ হইতেছে। পৌরা-  
ণিক ভূরতাস্ত্রের সহিত আধুনিক ভূরতাস-  
্ত্রের তুলনা করা যে বিড়ম্বনা মাত্র, একটি  
মাত্র দৃষ্টান্তের দ্বারাই পাঠক তাহা বু-  
ঝিতে পারিবেন। আধুনিক গণনামু-  
যায়ে পৃথিবীর ব্যাস ৭৯১২ মাইল, বা  
৩৯৫০ ক্রোশ, অতরাং উহার বিস্তার প্রায়  
১৯৬১ ক্রোশ, কিন্তু পৌরাণিক গণনা-  
মুযায়ে ২,০০০,০০০,০০০ ক্রোশ। এরূপ  
স্থলে তুলনা করিতে যাওয়াই বাতুলতা  
মাত্র।

কম্পনা-নিমগ্ন ধ্যানরত মহর্ষিগণ নগ্ন  
হুস্তি করিয়া, নিমিত্ত বিভ্রত বনমধ্যে উ-  
পবেশন পূর্বক পৃথিবীর জল ও স্থলভা-  
গের যে বিবরণ প্রকটিত করিয়াছেন, তাহা  
কেন ভুল, অসত্যের প্রমাণ প্রদান করিয়া  
কেন তাহা সত্য প্রমাণ করিয়াছেন? অলীক  
গণনা, অসত্য ভূগোলের সহিত তাহার  
কোনও সংঘর্ষ নাই। যদি কেহ বলিতে

চাহেন যে এসিয়া, ইরোরাপ, আফ্রিকা,  
আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, পলিনেশিয়া ও  
ওসনিকা, এই সপ্তভূভাগের সহিত পৌ-  
রাণিকদিগের সপ্তদ্বীপের মিল আছে;  
তাহাকে দূর হইতে সমস্তার করিয়া আ-  
মরা অন্যস্থানে চলিয়া যাইব। কারণ  
উদ্ভাসের নিকটস্থ হওয়া অবিদ্যের। আ-  
মরা কেন যে এরূপ কথা বলিতেছি, পা-  
ঠক একবার সপ্তদ্বীপ ও সপ্তসমুদ্রের বিব-  
রণ পাঠ করুন, তবেই বুঝিতে পারিবেন।  
সপ্তদ্বীপের নাম যথা,—জম্বু, প্লক,  
শাল্মলি, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক এবং পুষ্কর।  
আর লবণ, ইক্ষু, সুরা, সর্পি, দধি, দুগ্ধ ও  
জল এই সপ্তসমুদ্র। \*

‘জম্বুদ্বীপঃ সমস্তানামেতেবাং মধ্যসংস্থিতঃ।†’

জম্বুদ্বীপ সপ্তসমুদ্র ও ছয় দ্বীপের ম-  
ধ্যস্থানে সংস্থাপিত। এই দ্বীপে একটি  
জম্বুরূপ আছে, তাহার কলের নামামু-  
সারে এই দ্বীপের নাম হইয়াছে—

‘জম্বুদ্বীপস্য সাজম্বুর্নামহেতুর্নহামুনে।’  
অপর ছয়টি দ্বীপের নামও তত্তদ্বীপস্থিত  
বৃক্ষবিশেষের নাম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।  
শৈবপুরাণে যথা—

\* জম্বুপ্লক/ব্রহ্মো দ্বীপো শাল্মলি-  
শচাপরোহিত। কুশঃ ক্রৌঞ্চস্তথা শাকঃ  
পুষ্করশ্চৈব সপ্তমঃ ॥ এতেদ্বীপাঃ সমুদ্রৈস্ত  
সপ্ত সপ্তভিরাবৃত্তাঃ। লবণেক্ষু সুরাসর্পি  
দধোদানাম মাযতঃ। দুগ্ধোদন্ত প্রসং-  
খ্যাত শুভঃ স্বাদুদ উত্তরঃ ॥

† ইতি বৈষ্ণবে।



‘প্লক্ষদ্বীপে প্লক্ষরক্ষঃ শাল্মলী শাল্মলিঃ

স্মৃতঃ ॥

কুশদ্বীপে কুশস্তম্ভঃ ক্রৌঞ্চদ্বীপে মহা-

গিহিঃ ॥

শাকদ্বীপে শাকরক্ষঃ পুষ্করে পুষ্কঃ

স্মৃতঃ ॥

অতঃপর বিষ্ণুপুরাণে সপ্তদ্বীপ ও সপ্তসমু-  
দ্রের ঐক্যরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয়।

‘জম্বুদ্বীপঃ সমাভ্যাস লক্ষযোজনবিস্তরঃ ।

যৈত্রেয় বলয়াকারঃ স্থিতঃ কারোদধি-  
বহিঃ ॥’

লক্ষ যোজন বিস্তীর্ণ লবণসমুদ্র বল-  
য়াকারে জম্বুদ্বীপের বহির্ভাগ বেটন ক-  
রিয়া আছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণে কথিত  
আছে যে, জম্বুদ্বীপ হস্তাকার ও তাহার  
বাস লক্ষযোজন \* । লবণসমুদ্রের পর  
পারে দ্বিলক্ষ যোজন প্লক্ষদ্বীপ, তাহা ল-  
বণ সমুদ্রকে বেটন করিয়া আছে।

‘কারোদে’ যথা দ্বীপো জম্বু সংজ্ঞোভি-  
বেক্তিভঃ । সংবেক্যো কারোদধিঃ প্লক্ষদ্বী-  
পপ্তম্য স্থিতঃ ॥ জম্বুদ্বীপস্য বিস্তারঃ শত  
সাহস্রসম্মিতঃ । স এব বিগুণো ব্রহ্মণ  
প্লক্ষদ্বীপেহ প্যাসক্ততঃ ॥’

প্লক্ষদ্বীপের তুল্যায়তন অর্থাৎ দ্বিলক্ষ  
যোজন ইক্ষুসমুদ্র উক্ত দ্বীপকে বেটন ক-  
রিয়া আছে। আবার চতুলক্ষ যোজন  
বিস্তৃত শাল্মলি দ্বীপ এই ইক্ষু সমুদ্রকে বে-  
টন করিয়াছে।

\* লক্ষমেকং যোজমানাং হস্তোবিস্তার-  
দৈর্ঘ্যম্ ॥

‘প্লক্ষদ্বীপপ্রমাণেন প্লক্ষদ্বীপঃ সমাহতঃ।  
তথৈবেক্ষুরসোদেন পুষ্করিশামুকারিণী ॥

শাল্মলেন সমুদ্রোঃ সোদেন পুষ্করোঃ  
দকঃ ।

বিস্তারঃ বিগুণেনায়ং সর্বতঃ সংহতঃ  
স্থিতঃ ॥’

এই প্লক্ষদ্বীপ দ্বীপ চতুলক্ষযোজন  
বিস্তৃত স্বরাসমুদ্রের দ্বারা ; ইক্ষু সমুদ্র  
অষ্টলক্ষ যোজন বিস্তৃত কুশদ্বীপ দ্বারা ;  
কুশদ্বীপ অষ্টলক্ষ যোজন বিস্তৃত সর্পিস-  
মুদ্রের দ্বারা ; হস্তসমুদ্র বোললক্ষ যোজন  
বিস্তৃত ক্রৌঞ্চদ্বীপ দ্বারা ; ক্রৌঞ্চদ্বীপ  
বোললক্ষ যোজন বিস্তৃত দধিসমুদ্রের  
দ্বারা ; দধিসমুদ্র বত্রিশলক্ষ যোজন বি-  
স্তৃত শাকদ্বীপ দ্বারা ; শাকদ্বীপ বত্রিশ  
লক্ষ যোজন বিস্তৃত কীল্লমুদ্র দ্বারা ;  
কীরসমুদ্র চৌব্বিটলক্ষ যোজন বিস্তৃত  
পুষ্কর দ্বীপ দ্বারা ; পরিণেষে পুষ্করদ্বীপ  
আহ জলসমুদ্রের দ্বারা বেষ্টিত  
আছে। এই জলসমুদ্রের বিস্তারও চৌ-  
ব্বিটলক্ষ যোজন। \*

ই সরোদকঃ পরিবৃতঃ কুশদ্বীপেন সর্বতঃ ।

শাল্মলমাতু বিস্তারাদ্বিগুণেন প্রমাণতঃ ॥

তৎ প্রমাণেন সর্বাঙ্গা সমুদ্রোদেন সমাহতঃ ।

হস্তোদশসমুদ্রোঃ কুশদ্বীপেন সংহতঃ ॥

কুশদ্বীপস্য অষ্টলক্ষ যোজন বিস্তারঃ ।

ক্রৌঞ্চদ্বীপস্য বোললক্ষ যোজন বিস্তারঃ ॥

আহতঃ সর্বতঃ ক্রৌঞ্চদ্বীপ বোললক্ষ যোজন

দধিমতোদক শ্যাপি শাকদ্বীপেন সংহতঃ ॥

ক্রৌঞ্চদ্বীপস্য বিস্তারাদ্বিগুণেন প্রমাণতঃ ।

এখানে এক কথার উল্লেখ প্রয়ো-  
জন। ঋষিগণ যে ভৌগোলিক বিব-  
রণের কল্পনার ছড়াছড়ি করিয়াছেন,  
তাহা নহে। সপ্তদ্বীপ এবং সপ্তসমুদ্রের  
যেরূপ আয়তন ও সংস্থিতির কল্পনা করি-  
য়াছেন, তাহা পাঠ করিলে আশ্চর্য উপ-  
ভাস বোধ হয়। তৃতীয় গোল-  
তেও ইহাদের অগাধ বিশ্বাস। কৃতি-  
বাস পণ্ডিত যেমন রাসের সৈন্যসংখ্যার  
গণনা করিতে বাইরা, উত্তর, দক্ষিণ,  
পশ্চিম চারিদিকের সৈন্যসংখ্যার সমষ্টির  
বেলা 'বারাহজার' বলিয়া, শুভকরের  
পিতৃশ্রদ্ধ করিয়াছেন, প্রাচীন মহর্ষি-  
গণও তদ্রূপ, প্রথমে পৃথিবীর পরিমাণ  
পঞ্চাশকোটি যোজন নির্দেশ করিয়া,  
পরে সপ্তসমুদ্র ও সপ্তদ্বীপের পরিমাণে  
এত গোল করিয়াছেন যে, একটির সহিত  
অন্যের কোনও মিল নাই। আমরা  
এক দিগা দেখিতেছি যে, সপ্তসমুদ্র ও স-  
প্তদ্বীপের পরিমাণ সমষ্টি প্রায় বোল-  
কোটি যোজনের অধিক হয় না। যদি  
বল, স্বাদু জলসমুদ্রের পরে একটি দ্বিপদ

শাকদ্বীপের পরিমাণ সপ্তসমুদ্রের সমানতঃ।  
শাকদ্বীপ প্রায় সপ্তসমুদ্রের সমানতঃ।  
কৌরবদ্বীপের পরিমাণ সপ্তসমুদ্রের সমানতঃ।  
কিতঃ।  
ইন্দ্রদ্বীপের পরিমাণ সপ্তসমুদ্রের সমানতঃ।  
ইন্দ্রদ্বীপের পরিমাণ সপ্তসমুদ্রের সমানতঃ।  
ইন্দ্রদ্বীপের পরিমাণ সপ্তসমুদ্রের সমানতঃ।

বিশিষ্ট দেবতার আশ্রয়রূপ প্রভৃতির  
ও তৎপর লোকালোক পর্যন্তের উল্লেখ  
আছে, তাহা লইয়া ভূমণ্ডলের পরিমাণ  
সম্পূর্ণ; কিন্তু সাতটি দ্বীপ ও সাতটি স-  
মুদ্রের আয়তন ১৬ কোটি আর একটি ভূমি  
ও একটি পর্যন্তের আয়তন ৬৪ কোটি হ-  
ইবে, একথা আমরা সহজে বিশ্বাস ক-  
রিতে পারি না। অথবা একথা বলাই  
বাতলা, কেন না যাহার আমূল অবিস্ম-  
নীয়, তাহাতে আর বিশ্বাস অবিস্বাসের  
কথা কি? মহর্ষিগণ কেবল সপ্তদ্বীপ ও  
সপ্তসমুদ্রের আয়তন ও স্থিতি নিরূপণ ক-  
রিয়াই কান্স হন নাই, এই সকল দ্বীপের  
অধিবাসী, এবং তাহাদের অবস্থা ও ধর্ম  
প্রভৃতিরও বর্ণনা করিয়াছেন।

অথমতঃ জম্বুদ্বীপের জম্বুবৃক্ষ হইতে যে  
ফল পতিত হয়, তাহার রস একত্রীভূত  
হইয়া সেখানে জম্বুনদী নামে এক মহতী  
নদী হইয়াছে; সেই নদীর জল 'অমৃতবা-  
হকচাতে' \* অমৃতের ন্যায় মিষ্ট স্বাদ বি-  
শিষ্ট। জম্বুদ্বীপনিবাসীরা এই নদীর জ-  
লদ্বারা জলপান করে। তাহাতে—  
'নখেদোচ্চদৌর্গন্ধাং ন জরা নগ্রিয়ক্ষয়ঃ।

তৎপানস্বহমস্যাং জনানাং তত্র জা-  
য়তে ॥' ইতি বৈকবে।

তত্ত্ববাসিনীগের মন সর্বদা সুস্থ থাকে,  
কখনও অসুস্থতা ঘটেই উঠে না, এবং  
শরীরের প্রায় সকল রোগের হ্রাস হয়  
না ও জরা হয় না, অনেক পর্যন্তকাল

\* অমৃতবাহকচাতে



পার কোন কোন পর্বত ও নদীর  
কিঞ্চিৎ বিবরণ নিম্নে প্রকটন করা যাই-  
তেছে।

“সর্ব্ববাতৈক্যং দ্বীপানাং সপ্ত সপ্তৈব প-  
র্ব্বতাঃ।

সপ্তৈব নদাস্তেযাস্ত বর্ষাণি সপ্ত সপ্তৈব ॥  
নতু রোগা ন জরা ন শৌকা ন পরিভ্রমঃ।  
মানাং জিয়ং বিজানন্তি চক্রবাক সদর্শিনঃ।  
ত্রৈতাযুগে সময়কালঃ সর্ব্বদৈব মহামতে।  
প্লক্ষদ্বীপাদিসু ব্রহ্মণ্ শাকদ্বীপান্তকেযুৈব ॥  
পঞ্চবর্ষ সহস্রাণি জনাজীবন্ত্য নাময়াঃ ॥”

প্লক্ষদ্বীপ অবশি শাকদ্বীপ পর্য্যন্ত প-  
ক্ষদ্বীপে সপ্তসপ্ত পর্ব্বত, সপ্তসপ্ত নদী ও  
সপ্তসপ্ত বর্ষ আছে। ঐ সমস্ত বর্ষবাসিগণ  
অরোগ, অশোক, অজরা ও অপরিভ্রম।  
ইহারা অনাস্ত্রীসঙ্গ করে না, স্বামী স্ত্রী চ-  
ক্রবাক মিশ্রনের ন্যায়। ত্রৈতাযুগে লো-  
কদিগের যেরূপ অয়ুসকাল ছিল, ইহাদে-  
রও তদ্রূপ পঞ্চসহস্রবর্ষ পরমায়ু।

“একস্রজ মহাভাগ প্রথাতো বর্ষপর্ব্বতঃ।  
মানসোত্তর সংজ্ঞাসৌ মধ্যতো বলয়া-  
কৃতিঃ ॥

\* \* \* \* \*

বর্ষদ্বয়ন্ত মৈত্রেয় ভৌমঃ স্বর্গোহয়মুক্তমং।”

শাক দ্বীপের মধ্যভাগে বলয়াকারে  
মানসোত্তর নামে এক বর্ষ পর্ব্বত আছে।  
উহাতে দ্বীপসীমার দ্বারা বিভক্ত কৃ-  
ষি, এবং উহার উপর সুন্দর যে তাহার  
হিগকে ভূকণ্ডে পরিণত পারে।

পূর্বে যে কালের সপ্তদ্বীপ বিব-  
রণ করা গিয়াছে, তাহার পর পাঠ্যে, “সর্ব্ব-  
জন্তু বিবর্জিতাঃ” ইতি। এক “কাঞ্চনী-  
ভূমিঃ” আছে। তাহার পর পৃথিবীর  
সীমারূপে এক বৃহৎ ঠৈল আছে—

“অর্ষাচীনেতু তস্যার্শ্বে চরন্তিরবিরশ্ময়ঃ।  
পরার্শ্বেতু তমোনিত্যং লোকালোকন্ততঃ-  
শ্মৃতঃ ॥” ইতি।

উহার এক পার্শ্বে রবি রশ্মির গমন, অপর  
পার্শ্বে সূর্য্য কিরণের গমনাভাব। অপর  
প্রযুক্ত ঐ ঠৈলের নাম লোকালোক  
পর্ব্বত।

অনেকে অনুমান করেন যে, আধুনিক  
এসিয়াখণ্ডকেই প্রাচীন আর্গোরো-জম্বু-  
দ্বীপ কহিতেন; অপর ছয় দ্বীপের বিব-  
রণ কম্পিত হইলেও জম্বুদ্বীপের বিবরণ  
তাঁহারা সম্যক্ প্রকারে অবগত ছিলেন,  
এবং জম্বুদ্বীপ সম্বন্ধে অনেক রহস্য প্রকটন  
ও করিয়া গিয়াছেন। এই অনুমান নির-  
বচ্ছিন্ন জাতিমূলক না হইলেও সম্পূর্ণ অ-  
জ্ঞাত নহে। কারণ জম্বুদ্বীপের বিষয়ে  
আর্গোরো অনেক কথা কহিয়াছেন বটে,  
কিন্তু তাহার অধিকাংশেরই আধুনিক ভূতত্ত্বের  
সহিত ঐক্য নাই। যাহাইউক সে সকল  
বিচারে প্রস্তুত না হইয়া পুরাতন যেরূপ  
বর্ণন আছে, তাহাই অবিকল প্রকৃত কহি-  
তেছি। জম্বুদ্বীপ নামের উৎপত্তি—  
পুরাণে যথা—

“ভারতং প্রথমং বর্ষং ততঃ কিস্কিন্দ-  
মৃতং।

বিশিষ্ট পর্বতবিশিষ্ট বৈশিষ্ট্যবিশিষ্ট ।  
 রম্যকোমলবর্ণ বর্ণ তথৈবানুহিরময় ।  
 উত্তরঃ কুবেরবর্ষ তথৈবানুহিরময় ।  
 ইলাহুত্ব তথৈবানুহিরময় ।  
 মেরোঃ পূর্বেণভবতঃ কেতুমালক প-  
 শ্চিমে ।

নবসাহস্র মেরুকেমতেবাহু দ্বিজসমুদ্র ॥”  
 জম্বুদ্বীপের দক্ষিণাংশে হিমালয় প-  
 র্বত পর্বত এই ভারতবর্ষ, তদন্তরে কিশু-  
 ত্বত তদন্তরে হিরণ্যবর্ষ, তদন্তরে সুর্য্যকর চ-  
 তুঃপার্শ্বে ইলাহুত্ববর্ষ, ইলাহুত্বের পূর্বে  
 ভবতঃপর্বত ও পশ্চিমে কেতুমালবর্ষ, এই  
 তিনবর্ষের উত্তরে রম্যকবর্ষ, তদন্তরে হির-  
 গরবর্ষ, এবং তদন্তরে কুবেরবর্ষ । এই নয়  
 বর্ষের প্রত্যেকের পরিমাণ নয় সহস্র যো-  
 জন ।

উপরে যে হিমালয় ও সুর্য্যকর পর্ব-  
 তের উল্লেখ হইল, তন্মধ্যে হিমালয়ের বর্ণনা  
 স্থানান্তরে প্রদত্ত হইবে ; সুর্য্যকর বিবরণ  
 বিষ্ণুপুরাণে এইরূপ আছে—

“তস্যাপি পূর্বেমৈত্রেয় মধ্যে কনক প-  
 র্বতঃ ।

চতুরশীতি সহস্রা যোজনৈস্তস্যোচ্চৈঃ ॥  
 প্রাচীরঃষোড়শাংস্তা দ্বাত্রিংশদুর্জিবিত্ত্বতঃ ।  
 সূর্য্যোঃপাদপাণিরিকৈঃপাদপাণিরিকৈঃ ॥”

অর্থাৎ জম্বুদ্বীপের মধ্যভাগে সুর্য্যক-  
 র নামে এক পর্বত আছে । এই পর্বতের উচ্চতা  
 চতুরশীতি সহস্র যোজন, প্রাচীর ষোড়শাংস্তা  
 দ্বাত্রিংশদুর্জিবিত্ত্বতঃ । সূর্য্যোঃপাদপাণিরিকৈঃ  
 পাদপাণিরিকৈঃ । ইহার উচ্চতা ষোড়শাংস্তা  
 দ্বাত্রিংশদুর্জিবিত্ত্বতঃ । সূর্য্যোঃপাদপাণিরিকৈঃ  
 পাদপাণিরিকৈঃ । ইহার উচ্চতা ষোড়শাংস্তা  
 দ্বাত্রিংশদুর্জিবিত্ত্বতঃ ।

ত্রিশ সহস্র যোজন ; এবং সূর্য্যোঃপাদপাণিরিকৈঃ  
 পাদপাণিরিকৈঃ । ইহার উচ্চতা ষোড়শাংস্তা  
 দ্বাত্রিংশদুর্জিবিত্ত্বতঃ । সূর্য্যোঃপাদপাণিরিকৈঃ  
 পাদপাণিরিকৈঃ । ইহার উচ্চতা ষোড়শাংস্তা  
 দ্বাত্রিংশদুর্জিবিত্ত্বতঃ ।

“নচবর্ষতি পূর্জনোগিরেস্তস্য প্রভাবতঃ ।”  
 এই পর্বতে সূর্য্য প্রথমে উদিত হইয়া  
 তাপদামে অসমর্থ ; এবং ইহার অধিবা-  
 সীরা জরাজীর্ণ নহে । চন্দ্র সূর্য্য মনস্ত  
 প্রভৃতি তথা প্রকাশ হইতে পারে না ;  
 এবং মেঘ পর্বত সেখানে বারি বর্ষণ  
 করে না ।

পুনশ্চ বৈজবে—  
 “মেরোঃচতুর্দিশঃ তত্রনবসাহস্রবিত্ত্বতঃ ।  
 ইলাহুত্বং মহাতাগ চত্বারশ্চত্রে পর্বতঃ ॥  
 বিষ্ণুস্তারচিতামেরোঃপাদপাণিরিকৈঃ  
 কদম্বস্তেব জম্বুশ্চ পিপ্পলো বট এবচ ।

একাদশ শতায়ামঃ পাদপাণিরিকৈঃ ॥”  
 সুর্য্যকর চতুর্দিকে নয় সহস্র যোজন  
 বিস্তৃত ইলাহুত্ববর্ষ । এই বর্ষের চতুঃপার্শ্বে  
 চারিটি পর্বত । সেই প্রাচীর স্বরূপ শৈল  
 চতুর্দিকের উপরিভাগে ক্রমে পূর্ব, দক্ষিণ,  
 পশ্চিম এবং উত্তরদিকে কদম্ব, জম্বু, অশ্বখ,  
 ও বট বৃক্ষ আছে । উহার এক এক ব-  
 র্গের উচ্চতা একাদশ সহস্র যোজন ।

মহর্ষিগণ ওহুপরে নববর্ষের সীমা প-  
 ণ্ডিতগণ এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন যে,  
 হিমালয়, হেমকূট, পর্বত, নীল, শ্বেত,  
 পুণ্ড্র, মাল্যবান, ইত্যাদি পর্বত, এই অষ্ট  
 পর্বতের মধ্য পর্বতের নাম ইলাহুত্ববর্ষ বিস্তৃত

হিমবাহ, একবর্ষের লোক অপার বর্ষে  
বাইতে পারে না। ভারতবর্ষ, কম্পু-  
কবর্ষও হিমবাহের উত্তর সীমায় ক্রমে হি-  
মালয়, হেমকূট, এবং নিম্ন নামক অত্রি-  
ত্রয় অবস্থিত, ইহাদের দৈর্ঘ্য ক্রমে, ৮০,  
১০০, ও ১০০ সহস্র যোজন। কেতুমাল,  
ইলাবত, ও ভদ্রাখ এই বর্ষত্রয়ের উত্তর সীমা  
নীল পর্বতের দৈর্ঘ্য ও নিম্নের অগ্নয়  
লক্ষ যোজন। রম্যকবর্ষের উত্তর সীমা  
খ্যেত পর্বত নবতি সহস্র যোজন দীর্ঘ ও  
হিমবাহ বর্ষের উত্তর সীমা শৃঙ্গবান্ অশীতি  
সহস্র যোজন দীর্ঘ। এই ছয় পর্বতের  
প্রত্যেকটি হিমসহস্র যোজন উচ্চ ও হিমসহস্র  
যোজন বিস্তৃত। এবং দৈর্ঘ্যে ইহার  
পূর্ব পশ্চিম সমুদ্র স্পর্শ করিয়াছে। কিন্তু  
জম্বুদ্বীপের স্থূলতা নিবন্ধন কোথাও  
দৈর্ঘ্য কিঞ্চিৎ অধিক, কোথাও কিছু  
হীন। \*

\* জীমস্তাখ্যে। যন্মিন্নব বর্ষাণি নব-  
যোজন সহস্রাণ্যামান্যকভির্মধ্যান্দা গি-  
রিতঃ সবিভক্তানি ভবন্তি ॥ বৈষ্ণবেচ।  
হিমবান্ হেমকূটশ্চ নিম্নদ্যশ্চ সা দক্ষিণে।  
নীলঃ খ্যেতশ্চ শৃঙ্গীট উত্তরে বর্ষপর্বতঃ।  
লক্ষ প্রমাণে দ্বোমধ্যে দশদ্বীপান্তথা  
পরে। সহস্রদ্বিতয়োক্তায়াস্ত্র্যবদ্বিত্তাণি  
শতে ॥ বারাহে। জম্বুদ্বীপ প্রমাণেন নি-  
বধঃ পরিকীৰ্ত্তিতঃ ওম্মাক্ষ দশভাগেন  
কূটঃ প্রদীয়তে। হিমবান্ বিংশতিভাগে  
তন্মাদেব প্রদীয়তে। অত্রিভাগে হিমবান্  
শৈল আরাভঃ পূর্বপশ্চিমে ১০০০০০০০

বিষ্ণুপুরাণের স্থলান্তরে লেখা আছে  
যে, মালাবাণ ও গন্ধ বাদন পর্বত, উত্তরে  
নীল পর্বত ও দক্ষিণে নিম্ন পর্বত পর্যন্ত  
বিস্তৃত, এবং প্রত্যেকে চল্লিশ সহস্র যো-  
জন উচ্চ।

‘আনীল নিবধারানৌ মালাবদ্ গন্ধমা-  
দনৌ।

চত্বারিংশং সহস্রাণি পরিব্রজৌ মহীতলাং’

তদন্তর লিঙ্গপুরাণে এই সকল পর্ব-  
তের শোভা ও প্রস্থর্বা ইত্যাদি এইরূপে  
বর্ণিত আছে:—

‘হিমবৎপ্রমুখাশ্চাক্ষৌ মধ্যাদাপর্বতাইমে।

নানাদাতু পিন্ধাশ্চ নানারত্নাকরা শচৈব ॥

নানাপুষ্প কলোপেতা নানারুকগগারতাঃ।

ভূষণা দেবভোগ্যশ্চ ভূষাপ্যা মানবৈ-  
ভুবি।

হেমকূটেতু গন্ধর্ব্বা বিজেরা শচ্যপ্সরো  
গণাঃ ॥

সর্ব্বনাগাস্ত্রনিবধে শেষ বাহুকে তক্ষকাঃ ॥

নীলেন্দ্ৰ বৈদূর্য্যময়ে সিদ্ধ ব্রহ্মর্গমো মলাঃ।

দৈত্যানাং দানবানাঞ্চ খ্যেত পর্বত উচ্চতে ॥

শৃঙ্গবৎ পর্বতে চৈব শিঙগাং নিসরা  
শুভাঃ ॥

হিমবান্ দক্ষ মুখ্যানাং ভূতানাঞ্চীশ্বর মাচ।

সর্বাশ্রিত্ব মহাদেবো হরিণা ব্রহ্মণ্য শূরৈঃ ॥

গন্ধবাদন পর্বত মহাশ্বেতল পুরাণে

নিবৃত্ত আছে—

‘এই ক্রমেই নবৎ প্রমাণকৃত। অক্সাট্রা-  
জাত সমুদ্রো পূর্ব পশ্চিমো দ্বীপস্য

মহাদীপাবদ্বান্ বৃদ্ধি প্রকীর্ত্তিত ॥

‘স্বাস্থি বিদ্যাধরাণ্যাক পৰ্বতে গজ্জমাননে ।  
উদ্যমানি বিচিত্রাণি ভবদানি বহুনিচ ।  
ভেষু বিদ্যাধর বরা বিদ্যাধর্যশচ কৌতু-  
কাৎ ।  
বিহরন্তি স্রুং যত্রবাসুর্বহতি গজ্জরাম ॥  
সুগন্ধি পুষ্প সমুতান্ গজ্জানাদায় সৰ্বতঃ ।  
দেবাদৈতাদানবাসচ কদাচিদ্ যাস্তি-  
জীবৈঃ’

উপরি উদ্ধৃত সংস্কৃত পদগুলি এত  
সরল যে সংস্কৃতানভিজ্ঞ পাঠক রত্নের ও  
সহজে মর্ম্য গ্রহ হইবে, এই বিশ্বাসে আ-  
মরা বাঙ্গলায় অনুবাদ করিলাম না । এবং  
বর্তমান জেগীর প্রবন্ধ দীর্ঘ হইলে অনেক  
পাঠকের নিকটই নীরস বোধ হয় । অত-  
এব এস্থলেই প্রথম প্রস্তাবের উপসংহার  
করিলাম ।

জিজ্ঞাসা:—

## সংক্ষিপ্তসমালোচন ।

১। “মনোরঞ্জন-অপ্ৰ। জীবোগোস্ত্রনাথ  
দেব দ্বারা প্রণীত ও প্রকাশিত ।” গ্রন্থ-  
কার এই মনোরঞ্জন-অপ্ৰে বেদ বেদাঙ্গ  
প্রভৃতি বক্তৃতাভ্যন্তর মূল সত্য এবং সমাজ-  
রহস্য ও ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি বক্তৃতিভ্যন্তর মূল  
তত্ত্ব দিবাচক্ষে দর্শন করিতে চেষ্টা পাই-  
য়াছেন,—কিন্তু তিনি যে রূপ দেখিতে  
পাইয়াছেন, সেইরূপ দেখাইতে পারেন  
নাই । তিনি শেষ দেখিয়াছেন এই,—  
“নিরাকার নির্ঝিকার পদার্থ তাহা  
চেষ্টা করিয়া তাহাতে অপারগ হইয়া  
যেমন নীচকার্য্যে রত হয়, দেবদেবীর  
চিন্তা করিলে মন তেমন হয় না । \*\*\*  
অতএব তত্ত্বের উদয় হইলে যে সাকার  
বৃত্তি দেখিতে ইচ্ছা হয়, তাহার আর দৃষ্টি  
দেহ নাই । তত্ত্বসেবক ধর্ম্মপরা  
দ্বারা অসমীচ, অনন্ত ও অসীম পদার্থ  
কল্পনাবাস্তিত্ব বিদ্য বিবৃতি সীমালি

মনে ও পরিমিতবুদ্ধিতে ধ্যান বা ধারণা  
করা অসম্ভব বিধায় স্বষ্টি স্থিতি লয় দর্শন  
দ্বারা ঈশ্বরের তিন গুণের উদ্ভেক করতঃ  
তাহার প্রতিরূপস্বরূপ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহে-  
শ্বর ও তাহাদিগ হইতে অপর দেবদেবী  
কল্পনা করিয়া তাহাদিগকে ঈশ্বরজানে  
দৃঢ়তত্ত্ব করিবার স্বক্ষম ও সুচারুপথ প্রদ-  
শন করিয়াছেন । ”

এই উদ্ধৃত অংশের শেষভাগটি পড়ি-  
বার সময় ইচ্ছাকে আদালতের যোবকারি  
কিংবা পুলিশের রিপোর্ট বলিয়া ভ্রম জ-  
ঘিতে পারে । কারণ প্রচলিত বাঙ্গালায়  
একই বাক্যে করিয়া করতঃ, হইয়া হওতঃ  
ইত্যাদিরূপ অনন্তকোটি অসমাপিকা ক্রিয়া  
ভেদে আর স্থান পায় না, এবং বিধায়  
কর্তৃক অর্থগত শব্দও ব্যবহৃত হয় না ।  
কিন্তু এই অংশের শেষভাগেই এইরূপ ক্রিয়া-  
পদার্থের ব্যবহার প্রভৃতি শব্দ দৃষ্ট হইয়া



থাকে। উক্ত অংশে কম্পনাবৃত্তিত পদটি কি অর্থে কাহার বিশেষণ তাহা আবাদিগের বুদ্ধিগম্য হইল না। আমরা অবশ্য এতদ্রুপে প্রথিত ও লজ্জিত হইরাছি। কেন না, যাহা বুঝি না, তাহার সমালোচনা করা অনুচিত।

২। “শূরবালা—শূরবালা। স্বর্গীরা স্বর্ণলতা বিরচিত। হরিনাভি সাহিত্য-উৎসাহিনী সভা হইতে প্রকাশিত।” প্রমুখকর্তী যখন জীবিত নাই, তখন আমরা নিন্দা করিলেও তাহা তাঁহাকে স্পর্শ করিবে না, প্রশংসা করিলেও সে প্রশংসায় তিনি পুলকিত হইবেন না। সূতরাং আমরা কাহাকে আর কি বলিব? তিনি জীবিত থাকিলে, তাঁহাকে এইমাত্র বলিতাম যে, নাটক কাহাকে বলে তাহা না বুঝিয়া থাকিলেও তিনি মূল্যবান পদ্য রচনায় নিপুণ। অধ্বনিমিত্ত বালিকার পক্ষে ইহাই বিস্তর প্রশংসা।

৩। “আর্য্য-সংগীত।” এখানিকে আমরা দিগকে উপহার দিলেন, তাহা জানি না। কারণ প্রমুখকর্তা তাহার নাম প্রকাশ করেন নাই। কবিতাটি পড়িয়া বোধ হইল, হেমবাবুর কবিতাবলী সম্পূর্ণরূপে তাহার কণ্ঠস্থ হইয়াছে। তবে কথা এই, অনাদিত কবিতার পদাবলী যেরূপ কণ্ঠস্থ হয়, রস ও মাধুর্য্য সেইরূপ সহজে ছন্দাত হয় না।

৪। “নিষ্কলতক। কোমলগরু নিবাসিনী। জরজরী দাসী বিরচিত।

শ্রীভুবনমোহন বোম্বাইতে প্রকাশিত।”—পূর্নিমার শশী, প্রিয়তমের প্রতি, বিধবার সপ্ন এবং বসন্তসমাগম প্রভৃতি কতিপয় গদ্য ও পদ্য রচনার এই কৃত্তিকার প্রথিত, প্রমুখকর্তী বর্তমান কালের এক নাটকীয় বাঙ্গালার মঙ্গল শিক্ষিত লোক। তিনি শব্দের সহিত শব্দ গাঁথিবার কৌশল যেরূপ শিখিয়াছেন, যদি সেইরূপ গাঢ় শিক্ষা পাইতেন, তাহা হইলে তাহার লেখা এইরূপ এলান এলান এবং অনেক স্থলেই অর্থশূন্য ও উদ্দেশ্য শূন্য না হইয়া, যে সকল কথা ইদানীং সকলেই সকল পুস্তকে পড়িতে পারেন, তাহা তাহার পঠিপূর্ণ না রহিয়া। অধিকতর পঠিবোধ্য হইত। তিনি পিঞ্জর কব্জ সাহিত্যের জার পরের কথা না কহিয়া নিজের কথা কহিলে, শুধিবার জন্য লোকেই অধিকতর আগ্রহ জন্মিত, এবং লোকে বক্রীর কবিতা বালানিগের শিক্ষার পরিমাণ বুঝিয়া পাইত। এই পুস্তক সেই সকল আশার সাফল্য বিষয়ে,—“নিষ্কল তক।”

“প্রণয়পাগল, প্রথমখণ্ড। জীরজরীনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।”—রচনার নমুনা,—

“কামিনি।

পাগল করিলি আমারে

এমন মৌরভ মধু কে দিল তোমায়ে?

একটু নয়নান্তর হইলে অমনি

কেন পাগলিনী তুমি হয়ে সুবদনি।

মধুগন্ধ আবাহনে ডাক বারে বারে

পাগল করিলি আমারে।”

কতিপয় ভূস্বামী এই  
আমাদের সাহায্য করিয়াছেন, এবং  
বাক্যের পরিভাষার অকৃত্রিম বন্ধ বলিয়া  
পরিচিত। এই প্রসিদ্ধ বাক্য ইহা উপহার  
সকলেরই কতি পরিমার্জিত ॥

“মেয়েলী অর্থাৎ বজীর কামিনী-দি-  
নের ব্যবহৃত গাহন্য শ্লোক ও পদাবলী ।  
প্রথম ভাগ । জীললিতমোহন রায় কর্তৃক  
সংকলিত ।” এই গ্রন্থ হইতে দুই চারিটি  
মেয়েলী কথা পাঠকবর্গের, জন্ম নিম্নে উ-  
দ্ধৃত হইল ।

কতিপয় কিসের নই ।

মেয়েলী আমায় কিসের নই ॥”

কতিপয় কতিপয় কতিপয় ॥

কতিপয় কতিপয় কতিপয় ॥”

কতিপয় কতিপয় ॥

কতিপয় কতিপয় ॥”

কতিপয় কতিপয় ॥

কতিপয় কতিপয় ॥”

কতিপয় কতিপয় উক্তি নিতান্ত  
অসঙ্গত, ও অপ্রায্য । নিতান্ত জঘন্য জা-  
তির জীলোক কি পুরুষের মুখে ভিন্ন  
রূপ কথা প্রায় কোথাও শুনা যায় না ।

সংগ্রহকার তাঁহার ২৩৮, ২৩৯ প্রকৃতি  
নম্বরের উক্তি কোন জেনি মেয়েদের মুখে  
শুনিয়াছেন, তাহা তিনিই বলিতে পারেন ।  
অন্য কতকগুলি নিতান্ত প্রামাণ্য ও বীভৎস,  
যথা ৮৮নম্বর । আর এক কথা এই, যে

কতিপয় কতিপয় অর্থবা... আছে, তা-  
হা... মেয়েলী ইহা তাঁহাকে কে  
লিয়াছেন এই গ্রন্থ ময়মনসিংহের এক  
অতি প্রধান ভূম্যধিকারীকে উৎসর্গ  
দেওয়া হইয়াছে । এরূপ এই উৎসর্গ  
দেওয়া বঙ্গদেশ ভিন্ন পৃথিবীর অন্য কু-  
ত্রাপি প্রচলিত আছে কি না, তাহা আ-  
মরা জানি না । উৎসর্গ পত্রের প্রথমই  
লেখা আছে,—“আর্য্য ! মেয়েলী চি-  
রদিনই আপনার নিকট আদরের জি-  
নিস ।” বাঙ্গালি গ্রন্থকার বজীর ভূষা-  
মীকে ইহা না কহিয়া আর কি কহিবে ?  
কিন্তু বাঁহাকে এই গ্রন্থ উপহার দেওয়া  
হইয়াছে, তিনি উচ্চতর বিষয়ে অনুরাগী  
বলিয়াই সর্বত্র পরিচিত ।

৭ । “বিজ্ঞানসংগীত কাব্য, জীবদ্রব্যাধ  
পালিত কর্তৃক প্রণীত ।” এখানি সম্প্রতি  
মুদ্রিত নাই হইলেই ভাল ছিল । বঙ্গদেশের  
অনেক বুদ্ধিমান যুব—জানি না কি এক  
প্রলোভনে পড়িয়া, শিক্ষার সময়কে গ্রন্থ  
রচনার ব্যস্তিত করিতেছেন । সময়ের এই-  
রূপ অপব্যবহার সমাজের অনিষ্টকর ।  
যশস্বী হবার অকুশতাড়নাই অবশ্যই বনে-  
কের একটি অঙ্গ, কিন্তু বাঁহাদিগের স-  
হিত্য নাই, তাঁহারা জগতে প্রায়শঃই ব-  
শব্দী হন না । বিজ্ঞানসংগীত রচয়িতাও যদি  
আর দশ বৎসরকাল অপেক্ষা করিতেন,  
তাহা হইলে তাঁহার প্রকৃত উপকার হইত ।

## জীবনপ্রভাত ।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ ।

ঈশানী-মন্দির ।

“..... ছেহিলি অদূরে  
সরোবর, কুলে তার চক্কীর দেউল ।”

মধুসূদন দত্ত ।

পরাক্রান্ত জারগীরদার ও জুমলাদার চন্দ্ররাজ্যের বাতী হইতে কএক ক্রোশ দূরে ঈশানীর একটি মন্দির আছে। উচ্চ একটি পর্বতের শ্রেণীতে সেই মন্দির অতি প্রাচীনকালে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মন্দির-সম্মুখে প্রস্তরখাশি সোপানরূপে খোদিত ছিল, নীচে একটি পার্বত্যতরঙ্গিণী কুল কুল শব্দ করিয়া সেই সোপানের পদ প্রক্ষালন করিয়া বহিয়া যাইত। পুরাকাল অবধি অসংখ্য যাত্রী ও উপাসক এই পুণ্য-নদীতে স্নান করিয়া সোপান আরোহণ করিয়া ঈশানীর পূজা দিত, অদ্য পর্য্যন্ত মন্দিরের গৌরব বা যাত্রীসংখ্যা হ্রাস হয় নাই। মন্দিরের পশ্চাতে, পার্বত্যের পৃষ্ঠদেশে বহু পুরাতন বৃক্ষ ঘারা আবৃত, চূড়া হইতে নীচে সমতল ভূমি পর্য্যন্ত সেই রক্ষণশীল ভিন্ন আর কিছুই দেখা যাইত না। দিবাযোগেও এই বিশাল বৃক্ষ-শ্রেণী দীর্ঘ অন্ধকার করিত, সেই সুবিধ

চারিতে ঈশানী-মন্দিরের পূজক ও ব্রাহ্ম-গণের নিজ নিজ কুটীরে বাস করিত। সেই পুণ্য স্থান দৈনন্দিনেই বোধ হয় যেন তপস্য শান্তিরসে ভিন্ন অন্য কোন ভাবের উদ্বেগ হয় নাই, ভারতবর্ষের পবিত্র পুরাণ কথা বা বেদমন্ত্র ভিন্ন অন্য কোন শব্দ সেই পুরাতন পাদপ-রুদ্ধ শ্রবণ করে নাই। বহু যুদ্ধ, অসংখ্য ইহাংকাণ্ডে মহা-বাঈদেশ ব্যতীত এ বিপর্য্যস্ত হইতেছিল, কিন্তু হিন্দু কি মুসলমান কেহই এই ক্ষুদ্র শান্ত পার্বত্যমন্দির আহবের ভীষণ স্বরে কলুষিত করেন নাই।

রজনী এক প্রহরের সময় একজন পবিত্র একাকী সেই শান্ত কাননের মধ্যে বিচরণ করিতেছিলেন। পবিত্রের হৃদয় কি উদ্বেগ-পরিপূর্ণ। প্রাশস্ত ললাট কঙ্কিত, মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ, নয়ন হইতে উদ্ভাসিত অস্বাভাবিক জ্যোতিঃ নির্গত হইতেছিল। পবিত্র কণ্ঠে ক্রতবেগে এ-দিক ওদিক পদচারণ করিতেছিলেন, কণ্ঠে বা শব্দর ভাবে দণ্ডায়মান হইয়া আকাশের দিকে চাহিয়া রহিলেন। রোষে ওষ্ঠের উপর দন্তস্থাপন করিতেছিলেন, ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস অব্যবহিত হইতেছিল। রোষে, জিহ্বাংসারি বিবাদে, অদ্য রক্তমাখের হৃদয় প্রহরপ্রহর করিতেছিলেন।

অনেককণ পদচারণ করিতে লাগিলেন, শরীর একেবারে অবসন্ন হইয়াছে, তথাপি হৃদয়ের উদ্বোধন নিবারণ হয় না ; আশ্রিতবশতঃ কখন পাদপৈ তর দিয়া কণেক বিশ্রাম করেন, পুনরায় হৃতন চিন্তা উত্তেজিত হইয়া আশ্রিত বিস্মৃত হয়েন, পুনরায় শীত বেগে পদচারণ করেন। রঘুনাথ উদ্বৃত্তপায় ! এ ভীষণ চিন্তার আশ্রিত উপশম না হইলে রঘুনাথের বিবেচনাশক্তি বিচলিত বা লুপ্ত হইবে ! প্রকৃতি ভীষণ চিকিৎসক ! এই বিধম সংসারে শেলসম যে দুঃখ হৃদয় বিদীর্ণ করে, অগ্নিসম যে চিন্তা শরীর শোষণ ও দাহ করে, যে মানসিক রোগের ঔষধ নাই, চিকিৎসা নাই, প্রকৃতি চিন্তাশক্তি লোপ করিয়া তাহার উপশম করে। উদ্বৃত্ততাই কত শত হতভাগীর আয়োগ্য ! কত সহস্র হতভাগী এই আয়োগ্য দিবানিশি প্রার্থনা করে, কিন্তু প্রাপ্ত হয় না।

শরীর অবসন্ন হইল, রঘুনাথ অগত্যা একটি পাদপত্রে উপবেশন করিলেন— নিশ্চেষ্টভাবে স্বপ্নে ভর দিয়া উপবেশন করিলেন।

সেই পাদপত্রের অনতিদূরে কতকগুলি ব্রাহ্মণ পুরাণ পাঠ করিতেছিলেন। আহা ! সেই সঙ্গীতপূর্ণ পুণ্যকথা যেন শাস্ত্র নিশীথে শাস্ত্র কাননে জুড়ত বর্ধন করিতেছিল, নক্ষত্র-বিভূষিত নৈশ গগন-মণ্ডলে ধীরে ধীরে উদ্ভাসিত হইতেছিল। এখনও কাশী বা মথুরার পুরাতন পথে হুগো-

করে বা স্মৃতিস্রব সাংকালে সহস্র ব্রাহ্মণে সেই অমস্ত পুরাণ কথা বা বেদমন্ত্র পাঠ করেন ; যখন সেই পুণ্যধামে বহুদেশের বহুব্রাহ্মণ-সমাগম দেখি, সমাতন মন্দিরে সমাতন-ধর্মের গৌরব দেখি, সাংকালে আরতিশব্দ বা শত মন্দিরের ঘণ্টা ও শঙ্খ-রব গগনে হুগো উদ্ভাসিত হইতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরের ব্রাহ্মণেরা চারিদিকে উপবেশন করিয়া গভীরস্বরে বেদপাঠ বা পুরাণ অধ্যয়ন করিতে থাকেন, তখন আমি নৈশকাল বিস্মৃত হই, আধুনিক সময় ও আধুনিক জীবনের ভীষণ গুণ্ডোল বিস্মৃত হই, হৃদয়ে নানা স্বপ্নের উদয় হয়, বোধ হয়, যেন সেই প্রাচীন অর্থাবর্ত্তের মধ্যে বাস করিতেছি, চারিদিকে সেই পুরাকালের লোক, পুরাকালের সমাজ ও সভ্যতা, পুরাকালের শাস্তি ও স্মৃতিবৃদ্ধা।

সেই সময় মন্ত্র কথা,—পুণ্যকথা ; শাস্ত্রজব্রাহ্মণমুখোচ্চারিত হইয়া সেই শাস্ত্র নৈশ কাননে প্রাশ্রিত হইতে লাগিল, অচেতন পাদপত্রেও যেন সচেতন করিতে লাগিল, শাখাপত্র যেন সেই গীত কুতূহলে পান করিতে লাগিল, বায়ু সেই গীত বিস্তার করিতে লাগিল, মানবহৃদয় কখন বা প্রকুরিত, কখন বা উৎসাহিত, কখন বা গলিত হইতে লাগিল।

কত সহস্র বৎসর হইতে এই পুণ্যকথা ভারতবর্ষে হ্রসিত ও প্রাশ্রিত হইতেছে। স্বপ্নের স্বপ্নদেশে, ভূবারপূর্ণ কৈলাসবেষ্টিত দূর কান্দীয়ে, বীরপ্রহর রাজ-

হাম ও মহারাষ্ট্রভূমিতে সাগরপ্রফালিত  
করাট ও জাবিড়ে, সহস্র বৎসর অবদি  
এই গীত ধ্বনিত হইতেছে। যেন চির-  
লই এই গীত ধ্বনিত হয়, আমরা যেন এ  
শিক্ষা কখন বিস্মৃত না হই। গৌরবের  
দিনে এই অনন্ত গীতে আমাদের পূর্ব-  
পুরুষদিগকে প্রোৎসাহিত করিয়াছিল,  
ও অযোগ্য, মিথিলা, হস্তিনা, মগধ, উজ্জ-  
য়িনী, দিল্লী প্রভৃতি দেশ বীরত্ব ও যশে  
প্রাণিত করিয়াছিল। দুর্দিনে এই গীত  
গাইয়া সমরসিংহ, সংগ্রামসিংহ, প্রতাপ-  
সিংহ, জয়সিংহ শোণিত দিয়াছিলেন, এই  
মহাযুদ্ধে মুক্ত হইয়া শিবজী পুনরায় পুরা-  
কালের গৌরব সামনে যত্নবান হইয়াছি-  
লেন। অদ্য ক্ষীণ দুর্কাল হিন্দুদিগের আ-  
শ্বাসের স্থল, ক্রন্দনের স্থল, এই পূর্ব গীত  
মাত্র, যেন বিপদে, বিবাদে, দুর্কালতায়  
আমরা পূর্বকথা না বিস্মৃত হই, যতদিন  
জীবন থাকে যেন কদয় যন্ত্র এই গীতের  
সঙ্গে সঙ্গে ধ্বনিত হইতে থাকে।

নবা পাঠক! তুচ্ছ ইলিয়ড পাঠ ক-  
রিয়াছ, দাস্তে, সেক্সপীয়র, মিল্টন পাঠ  
করিয়াছ, সাদী ও ফররুসী পাঠ করিয়াছ,  
কিন্তু কদয় অর্ষণ কর, কদয়ের অন্তরে  
কোন কথাগুলি সরমতাবপূর্ণ বোধ হয়?  
কদয় কোন কথার ভূমিকতম আলোড়িত,  
প্রোৎসাহিত বা মুগ্ধ হয়? ভীষ্ম চার্যের  
অপূর্ব বীরত্ব-কথা! দুঃখিনী সীতার অ-  
পূর্ব পতিভক্তিকথা। এই কথা হিন্দুমা-  
ত্রের কদয়ের স্তরে স্তরে প্রাণিত রহি-

রাছে,—এ কথা যেন হিন্দুজাতি কখন  
বিস্মৃত না হয়।

পাঠক! একত্র বসিয়া এক এক বার  
প্রাচীন গৌরবের কথা গাইব, আধুনিক  
সময়ের রাজপুত ও মহারাষ্ট্রীয় বীরত্বের  
কথা শ্রবণ করিব, কেবল এই উদ্দেশ্য এই  
অকিঞ্চৎকর উপভাস আরম্ভ করিয়াছি।  
যদি সেই সমস্ত কথা শ্রবণ করাইতে সক্ষম  
হইয়া থাকি তবেই যত সফল হইয়াছে,—  
মত্রে পুস্তক দুইে নিষ্ক্ষেপ কর, লেখক  
তাঁহাতে ক্ষম হইবে না।

শান্ত কাননে পবিত্র পুরাণকথা ও সঙ্গীত  
রঘুনাথের তপ্ত ললাটে বারিবর্ষণ করিতে  
লাগিল। উদ্বিগ্নহৃদয় শান্তি সন্ধান করিতে  
লাগিল। হতভাগ্যর উন্নততা ক্রমে হ্রাস  
পাইল, সেই মহৎ কথার নিকট আপনার  
শোক ও দুঃখকি অকিঞ্চৎকর বোধ হইল।  
আপনার মহৎ উদ্দেশ্য ও বীরত্ব কি ক্ষুদ্র  
বোধ হইল! ক্রমে চিন্তাহারিনী নিদ্রা রঘুনা-  
থকে লক্ষ্যগ্ৰহণ করিলেন। রঘুনাথের আঁত  
অরম্ভ শরীর সেই রক্ষমূলে শরিত হইল।  
রঘুনাথ স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন।  
অ কি কিসের স্বপ্ন? আচ্ছ কি গৌর-  
বের স্বপ্ন দেখিতেছেন, দিন দিন পদো-  
ন্নতি, দিন দিন বিক্রম ও যশোবিস্তারের  
স্বপ্ন দেখিতেছেন? হয়। রঘুনাথের  
জীবনের মে-স্বপ্ন ভয় হইয়াছে, সে চিন্তা  
শেষ হইয়াছে, মরীচিকা-পূর্ণ সংসারের  
সে একটি মরীচিকা বিলুপ্ত হইয়াছে।

রঘুনাথ কি স্বপ্ন দেখিতেছেন?

ভেঙে পড়াকে বিনাশ করিতেছেন, ভূগ্ন জয় করিতেছেন, যোদ্ধার কার্য্য করিতেছেন, সেই স্বপ্ন দেখিতেছেন ? রঘুনাথের সে উদ্যম শেষ হইয়াছে, সে স্বপ্নও বিলুপ্ত হইয়াছে ।

একে একে যৌবনের উদ্যমগুলি বিলুপ্ত হইয়াছে, আশা-দীপ নিৰ্ব্বাণ হইয়াছে, এই অন্ধকার রজনীতে শান্ত বজ্রহীন যুবকের হৃদয়ে বহু দিনের কথা পূৰ্ব্ব জীবনের স্মৃতির ন্যায় জাগরিত হইতেছে ; শোক-ভারে হৃদয় আক্রান্ত হইলে, আশা, স্মৃতি, গৌরব আমাদের নিকট বিদায় লইলে, বজ্রহীন জনের যে কথা স্মরণ হয়, রঘুনাথ সেই স্বপ্ন দেখিতেছিলেন । স্নেহময়ী মাতার স্নেহসিক্ত মুখখানি মনে জাগরিত হইল, পিতার দীৰ্ঘ অবয়ব ও প্রশস্ত ললাট মনে হইল, বাল্যকালে সেই দূর মাড়গারে ক্রীড়া করিতেন, হাস্যরসিতে চারি দিক্ প্রতিলম্বিত করিতেন, সেই কথা স্মরণ হইল । সঙ্গে সঙ্গে বাল্যকালের সহচরী, শাস্ত্র, ধীর, প্রাণের ভগিনী লক্ষ্মীকে মনে পড়িল ; আহা সে স্নেহময়ী ভগিনীকে কি আর এ জীবনে দেখিতে পাইবেন ? আজি সে সোণার সংসার কোথায়, সে প্রকৃত আশালহরী কোথায়, এই শোকের দিনে, সম্ভাপের দিনে, যাচার সাস্থনা বাক্যে প্রাণ জুড়াইবে, এরূপ হৃদয়ের সহোদরা কোথায় ? নিদ্রিতের মুদিত নয়ন হইতে একবিন্দু অশ্রু ক্রটিতে গড়াইয়া পড়িল ।

নিদ্রিত রঘুনাথ সেই স্নেহময়ীর মুখ

খানি চিন্তা করিতে করিতে নয়ন উন্মীলিত করিলেন । কি দেখিলেন ? বোধ হইল যেন লক্ষ্মী স্বয়ং ভাতার শিরোদেশে আপন অঙ্কে স্থাপন করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন, কোমল শীতল হস্ত ভাতার ঊর্ধ্ব ললাটে স্থাপন করিয়া ভূগ্নের উৎসেগ দূর করিতেছেন, সহোদরের স্নেহ-পূর্ণ নয়নে যেন সহোদরের মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছেন । আহা ! বোধ হইল যেন শৌকে বা চিত্রায়, লক্ষ্মীর প্রকৃত মুখ খানি শুষ্ক হইয়াছে, নয়ন দুইটী নৈকরূপ স্থির, প্রশান্ত, মিত, কিন্তু শোকের আবাসস্থান !

রঘুনাথ নয়ন মুদ্রিত করিলেন, আর এক বিন্দু অশ্রুস্রাবণ করিলেন,—বলিলেন ‘ভগবৎ অনেক সন্ধ্যা করিয়াছি, কেন রূথা আশার হৃদয় ব্যথিত করিতেছ ?’—

যেন কোমল হস্তে রঘুনাথের অশ্রুবিন্দু নিমুক্ত হইল । রঘুনাথ পুনরায় নয়ন উন্মীলিত করিলেন, এ স্বপ্ন নহে,—তাহার প্রাণের সহোদরকে তঁহার মস্তক অঙ্কে ধারণ করিয়া সেই বক্ষস্থলে বসিয়া রহিয়াছেন ।

তবে রঘুনাথের হৃদয় আলোড়িত হইল ; তিনি লক্ষ্মীর হাত দুইটি আপন তপ্ত হৃদয়ে স্থাপন করিয়া সেই স্নেহপূর্ণ মুখের দিকে চাহিলেন ;—তাহার বাক-স্পর্শ হইল না, নয়ন হইতে দরবিগলিত ধারা বহিতে লাগিল, অবশেষে আর সম্বন্ধ করিতে না পারিয়া চীৎকার শব্দ করিয়া

রোমন করিয়া উঠিলেন। বলিলেন, 'লক্ষ্মী! লক্ষ্মী! তোমাকে কি এ জীবনে আবার দেখিতে পাইলাম? অন্য সুখ দূর হউক, অন্য আশা দূর হউক, লক্ষ্মী তোমার হৃৎতাগা জাতাকে নিকটে স্থান দিও, সে এজীবনে আর কিছু চাহে না।' লক্ষ্মী ও শোক স্মরণ করিতে পারিলেন না, জাতা হৃদয়ে আপন মুখ লুকাইয়া একবার প্রাণভরে কঁাদিলেন। অহ! এ তন্দ্রনে যে সুখ, জগতে কি রহু আছে, স্বপ্নে কি সুখ আছে যাহা অভাগীগণ সে সুখের নিকট তুচ্ছমান না করে?

পরস্পরকে বহুদিন পর পাইয়া পরস্পরে অনেককণ বা কষ্টগ্রা হইয়া রহিলেন। বহুদিনের কথা, বাল্যকালের কথা রহিয়া রহিয়া হৃদয়ে জাগরিত হইতে লাগিল, সুখের লহরীর সঙ্গিত শোকের লহরী ঘিশিত হইয়া হৃদয় উজ্জ্বলিতে লাগিল; থাকিয়া থাকিয়া মরবিগলিত ধারায় উত্তরের জন্য ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

ভগিনীর জ্ঞান এজগতে আর স্নেহময়ী কে আছে, জাতৃস্নেহের জ্ঞান আর পণ্ডিত স্নেহ কি আছে? আমরা সে ভীল-বাগা বর্জন করিতে অশক্ত, মল্লদয় পাঠক রঘুনাথ ও লক্ষ্মীর মনের ভাব অনুভব করুন।

অনেককণ পরে দুইজনের হৃদয় শীতল হইল; তখন লক্ষ্মী আপন অঙ্গুল দিয়া জাতার নরমের জল ঘোঁচন করিয়া বলি-

লেন, 'ভগিনীর ইচ্ছার কত অমূল্যতার পর আজ তোমাকে দেখিতে পাইলাম, অহা, আজ আমার কি পরম সুখ; দুঃখিনীর কপালে কি এত সুখ ছিল।' কণেক পর আপন অশ্রু বিন্দু বিমোচন করিয়া বলিলেন, 'তাই, এই শীতল বাতালে আর থাকিলে তোমার অর্থ হইবে, চন্দ্র মন্দিরের ভিতর যাই; আমি আর অধিককণ থাকিতে পারিব না।' উত্তরে গাত্রোথান করিয়া মল্লিকাভাস্তরে প্রবেশ করিলেন।

জাতা ভগিনী মন্দির-অভাস্তরে আসিলেন, লক্ষ্মী একটি স্তম্ভের পাশে উপবেশন করিলেন, শ্রান্ত রঘুনাথ পূর্ণিমা লক্ষ্মীর অঙ্গে মস্তক স্থাপন করিয়া শয়ন করিলেন, মৃদুস্বরে উভয়ে গভীর অন্ধকার রজনীতে পূর্ণ কথা কহিতে লাগিলেন। ধীরে ধীরে জাতার ললাটে ও দেহে হস্ত বুলাইয়া লক্ষ্মী কত কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, রঘুনাথ তাহার উত্তর কহিতে লাগিলেন। দম্বা-বস্ত্র হইতে পলায়ন করিয়া অনাথ্য বালক কোন কোন দেশে বিচরণ করিয়াছিলেন, কোথায় কি অবস্থায় ছিলেন, তাহাই বলিতে লাগিলেন। কখন মহারাজীর কৃষকদিগের সহিত চাষ করিতেন, কখন গৌ বৎস বা ঘেবপাল রক্ষা করিতেন, ঘেবের সঙ্গে সঙ্গে পক্ষতে, উপভাস্যকায়, বিস্তীর্ণ প্রান্তরে ভ্রমণ করিতেন বা নির্জনে বসিয়া চরণমিগের গীত গাইতেন। কখন সাগরকালে নদীকূলে এ-



কাকী বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে সেই গীত গাইয়া জনরকে শান্ত করিয়াছেন, কখন প্রভাতে অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া পূর্বকথা স্বপ্নে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়াছেন । পক্ষতসকল কঙ্কণ-প্রদেশে কএক বৎসর অবস্থিত করিয়াছেন, একজন মহারাজীর সৈনিকের অধীনে দীর্ঘ্য করিতেন, তাহার সঙ্গে সঙ্গে কখন কখন যুদ্ধক্ষেত্রে যাউতেন । বনোদ্ধার সহিত যুদ্ধ-বাবসীয়ে উৎসাহ বুদ্ধি পাইয়াছিল; অবশেষে মহামুভব শিবজীর নিকট উপস্থিত হইয়া সৈনিকের পদ গ্রহণ করেন । আজি তিন বৎসর হইল সেই কার্য্য করিয়াছেন, জগদীশ্বর জানেন তিনি কার্য্যে ক্রটি করেন নাই, কিন্তু সেই চন্দ্রাণ্ডের যত্নবশত অল্প অপমানিত হইয়া দেশে দেশে নিরাশ্রয়-রূপে ভ্রমণ করিতেছেন । এক্ষণে জীবনে তাঁহার উদ্দেশ্য মাত্র নাই, পিতার ন্যায় যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়া ঐ অসার জগৎ পরিত্যাগ করিবেন ।

জাতার দুঃখ-কাহিনী শুনিতে শুনিতে স্নেহময়ী তিনি নিঃশব্দে অরারিত অশ্রু-বর্ষণ করিতেছিলেন ; তিনি নিজের শোক সূচ্য করিতে পারেন, জাতার দুঃখে একেবারে ব্যাকুল হইলেন । যখন সে কথা শেষ হইল কথঞ্চিৎ শোক সঞ্চার করিয়া আপনার কি পরিচয় দিবেন তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন । চন্দ্রাণ্ডের উপর জাতার যে বিজাতীয় ক্রোধ তাহা তিনি বুঝিলেন, চন্দ্রাণ্ডের স্ত্রী বলিয়া পরিচয়

দিলে জাতার হৃদয়ে কি কষ্ট হইবে, তাহাও বুঝিলেন । ধীরে ধীরে অশ্রুজল মোচন করিয়া বলিলেন ;—

‘মহারাজ্যদেশে আশ্রয় অনতিপা-  
য়েই একজন সম্ভ্রান্ত মহারাজী জায়গীরদার  
তাহাকে বিবাহ করেন । নারী স্বামীর  
নাম করে না, কিন্তু গগনের শশধরের না-  
মই তাঁহার স্বামীর নাম, গগনের শশধরের  
নারী তাঁহার ক্ষমতা ও গৌরবজ্যোতি চা-  
রিত্রিকে বিকীর্ণ হইতেছে । তাঁহার বি-  
পুল সংসারে লক্ষ্মী মুখে আছেন, প্রভুও  
নারীর উপর অনুগ্রহ করেন, সে অনুগ্রহে  
দামী মুখে আছেন । এ জীবনে তাঁহার  
আর কোন বাসনা নাই, কেবল প্রাণের  
জাতাকে মুখে থাকিতে দেখিলেই তাঁহার  
জীবন সার্থক হয় ।

যখনাথের সংবাদ তিনি মধ্যে মধ্যে  
পাইতেন, তাঁহাকে একবার দেখিবার জন্য  
কত চেষ্টা করিয়াছেন । অদ্য সেই কা-  
মনায় মন্দিরে পূজা দিতে আসিয়াছিলেন,  
সুহৃদ্য মন্দির পার্শ্বে রক্ষমূলে পাণের জা-  
তাকে পুনরায় পাইলেন ।

এইরূপে আত্মপরিচয় দিয়া লক্ষ্মী জা-  
তার হৃদয়ে শেলসম দুঃখ উৎপাটন করিতে  
যত্ন করিতে লাগিলেন । লক্ষ্মী দুঃখিনী,  
দুঃখের ব্যথা জানিতেন । লক্ষ্মী নারী,  
দুঃখ সান্থনা করিতে জানিতেন । সহিষ্ণু  
হইয়া নিজ দুঃখ সঙ্কর ও সান্থনা দিয়া  
পরের দুঃখ দূর করাই নারীর ধর্ম্ম ।

অনেক প্রকার প্রবোধ বাক্য দিয়া জা-

তার মন শান্ত করিতে লাগিলেন। বলিলেন আমাদের জীবনই এইরূপ, সকল দিন সমান থাকেনা। ভগবান যেমুখ দিন তাহা আমরা ভোগ করি, যদি একদিন দুঃখ পাই তাহা কি সহ্য করিতে বিমুখ হইব? মানব জন্মই দুঃখময়, যদি আমরা দুঃখ সহ্য না করিব তবে কে করিবে? সুদিন দুর্দিন সকলেরই আছে,—দুর্দিনে যেন আদর। সেই বিধাতার নাম লইয়া নিজে শোক বিস্মৃত হই। তিনিই একদিন পিত্রালয়ে আমাদের সুখ দিয়াছিলেন, তিনিই অদ্য কষ্ট দিয়াছেন, তিনিই পুনরায় সে কষ্ট মোচন করিবেন।

লক্ষ্মী পুনরায় বলিতে লাগিলেন,—

‘ভাই! এ মৈত্রীশ দূর কর; এরূপ অবস্থায় থাকিলে শরীর কত দিন থাকিবে? আহোর নিত্রা ভাগ করিলে মনুষ্য-জীবন কত দিন থাকে?’

বধূনাথ। ‘থাকিবার আবশ্যক কি? যে দিন বিদ্রোহী বলিয়া সৈনিকের নামে কলঙ্ক পড়িল, সেই দিন সৈনিকের জীবন গেল না কি জ্ঞান?’

লক্ষ্মী। ‘তোমার ভগ্নী লক্ষ্মীকে চিরহুঁশি করিবে এই কি ইচ্ছা? দেখ ভাই আমার আর এ জগতে কে আছে? পিতা নাই, মাতা নাই, জগৎ সংসারে কেহ নাই। তুমিও কি হুঁশিণী লক্ষ্মীর প্রতি সমস্ত মমতা ভুলিলে? বিধাতা কি এ হতভাগিনীর উপর একেবারে বিমুখ

হইলেন? লক্ষ্মীর মনন হইতে আর কণা করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

বধূনাথ ক্ষুব্ধ হইয়া সম্মুখে লক্ষ্মীর হাত ধরিয়া বলিলেন, ‘লক্ষ্মী! তুমি আমাকে ভাল বাস, তাহা জানি, তোমাকে যে দিন কষ্ট দিব সে দিন যেন ইহুদীর আমার প্রতি বিমুখ হন। কিন্তু ভগিনি! এ জীবনে আর আমার সুখ নাই,—তুমি ক্রীলোক, সৈনিকের শোক বুঝিবে কি রূপে, জীবন অপেক্ষা আমাদের মৃত্যুই প্রিয়, মৃত্যু অপেক্ষা কলঙ্ক ও অপবন সহ-অসহ্যে কষ্টকর! সেই কলঙ্কে বধূনাথের নাম কলুষিত হইয়াছে।’

লক্ষ্মী। ‘তবে সেই কলঙ্ক দূর করিবার চেষ্টায় কেন বিমুখ হও? মহামু-ভব শিবজীর নিকটে যাও, তাঁহার কোপ দূর হইলে তিনি অবশ্যই তোমার কথা শুনিবেন, তাঁহার দোষ নাই, বুঝিবেন।’

বধূনাথ উত্তর করিলেন না, কিন্তু তাঁহার মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, চক্ষু হইতে অশ্রুকণা বহির্গত হইতে লাগিল। বুদ্ধিমতী লক্ষ্মী বুঝিলেন পিতার অভিমান, পিতার দণ্ড, পুত্রের বর্তমান। তিনি প্রাণ থাকিতে অন্যায় চরিত্র নিকট আবেদন করিবেন না। তবু বুদ্ধিমতী জাতীর অন্তরে তাব বুঝিয়া সেইরূপ প্রত্যাব করিলেন। বলিলেন, ‘মার্জনা কর, আমি ক্রীলোক, সমস্ত বুঝি না। কিন্তু যদি শিবজীর নিকট যাইতে অস্বীকার কর, কার্যদ্বারা কেন আপন মন রক্ষা কর না?

পিতা বলিতেম সেখানে সাহস ও প্রভু-  
তক্তি সমস্ত কার্যে প্রকাশ হয়, যদি বি-  
দ্রোহী বলিয়া তোমাকে কেহ সন্দেহ ক-  
রিয়া থাকে, অসিহন্ত কেন সে সন্দেহ  
খণ্ডন কর না ?

উৎসাহে রঘুনাথের নয়ন ধক্ ধক্ ক-  
রিতে লাগিল, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,  
'কিরূপে ?'

লক্ষ্মী। 'শুনিয়াছি শিবজী দিল্লী  
ধাইতেছেন, তথায় সহস্র ঘটনা ঘটিতে  
পারে, দূতপ্রতিষ্ঠা সৈনিকের আত্মপরিচয়  
দিবার সহস্র উপায় থাকিতে পারে।  
আমি জিজ্ঞাসক, আমি কি জানিব, বল ?  
কিন্তু তোমার পিতার ন্যায় সাহস, তাঁহা-  
রই ন্যায় বীরত্ব-প্রতিজ্ঞা করিলে তো-  
মার কোন উদ্দেশ্য না সফল হইতে  
পারে ?'

রঘুনাথের যদি অন্য চিন্তা বিষয় থাকে  
কিন্তু তবে বুঝিতেন কনিষ্ঠা লক্ষ্মী মানব-  
জন্ম-শাক্তে নিতান্ত অনভিজ্ঞ নহেন; যে  
ঐবধি আজি রঘুনাথের হৃদয়ে ঢালিয়া-  
ছিলেন, তাহাতে মুহূর্ত্ত মধ্যে শোকস-  
স্তাপ দূর হইল, সৈনিকের হৃদয় পূর্ণবৎ  
উৎসাহে ক্ষীত হইয়া উঠিল।

রঘুনাথ অনেককণ নিঃশব্দে চিন্তা  
করিলেন, তাঁহার নয়ন উল্লাসোৎকুল, মুখ-  
মণ্ডল সহসা মব গৌরব ধারণ করিল।  
অনেককণ পরে বলিলেন—

'লক্ষ্মী! তুমি বালিকা, কিন্তু তোমার  
কথা শুনিতে শুনিতে আমার মনে হুতন

ভাবের উদয় হইল। আমার জীবন আর  
নিকটেশ্য নহে, আমার হৃদয় উৎসাহশূন্য  
নহে। তর্গবান সহায় হইল, রঘুনাথজী  
বিদ্রোহী নহে, ভীক নহে, একথা জগতে  
এখন প্রচার হইবে। কিন্তু তুমি বালিকা,  
তোমার নিকট প্রথমস্ত কহি কেন, তুমি  
আমার হৃদয়ের ভাব কি বুঝিবে ?'

লক্ষ্মী ঈষৎ হাসিলেন, ভাবিলেন  
'রোগ নির্ণয় করিলাম আমি, ঐবধি দি-  
লাম আমি, তথাপি কিছু বুঝি না ?'  
প্রকাশ্যে বলিলেন, 'ভাই! তোমার উৎ-  
সাহ দেখিয়া আমার প্রাণ জুড়াইল। তো-  
মার মহৎ উদ্দেশ্য আমি কিরূপে বুঝিব ?  
কিন্তু বাছাই হউক তোমার কনিষ্ঠা ভগিনী  
যত দিন বাঁচিবে, তুমি পূর্ণমনোরথ হও,  
জগদীশ্বরের নিকট ইহাই প্রার্থনাকরিবে।'

রঘুনাথ। 'আর লক্ষ্মী! আমি যত  
দিন বাঁচিব, তোমার স্নেহ, তোমার ভাল-  
বাসা কখন বিস্মৃত হইব না।'

অনেককণ পরে লক্ষ্মী অধোবদনে  
দীর্ঘে দীর্ঘে কহিলেন,—

'আমার আর একটি কথা আছে,  
কিন্তু কহিতে ভয় হইতেছে।'

রঘু। 'লক্ষ্মী! আমার নিকট তোমার  
কি কথা বলিতে ভয় হয়? আমি তোমার  
সহোদর, সহোদরের নিকট কি ভয় ?'

লক্ষ্মী। 'চন্দ্রগাও নামে একজন জু-  
য়লাদির বোধ হয় তোমার অপকার করি-  
য়াছেন।'

রঘুনাথের হৃদয় দূর হইল, রোষে জি-

যাংসার ওঠের উপর দৃষ্ট স্থাপন করিলেন। বাকসুস্থি হইল না।

কম্পিতস্বরে দুঃখিনী লক্ষ্মী বলিলেন, ‘জুয়াংসা মহম্মদের অসুচি। তাই, অজ্ঞোকার কর কাঁহার অনিষ্ট করিবে না।’

রঘুনাথ কর্কশ ভাবে বলিলেন—

‘তিনি যদি আমার সঙ্গোদর ভ্রাতা হইতেন ওথাপি কপটাচারীকে মার্জনা করিতাম না,—এই অসি দ্বারা তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ করিব। সে পামরের নাম করিয়া কেন তোমার পবিত্র মুখ কলুষিত করিতেছ?’

লক্ষ্মী স্বভাবতঃ স্থিরপ্রকৃতি, শান্তা, ও বুদ্ধিমতী, কিন্তু স্বামীনিন্দা সহ করিতে পারিলেন না। সজল নয়নে সরোষে বলিলেন।

‘ভ্রাতার নিকট পূর্বের কখনও আমি কোন ভিক্ষা করি নাই; একটি কথা বলিলাম তাহা রাখিলে না; আমি পাপী-রসী, আমরা সকলে পামর; বিদায় দাও, আর জন্মের মত ভগিনীকে দেখিতে পাইবে না।’

সম্মুখে, সজলনয়নে রঘুনাথ বলিলেন, ‘লক্ষ্মী! লক্ষ্মী! তোমাকে কবে আমি মন্দ কথা বলিয়াছি? চন্দ্ররাওকে আমি মার্জনা করিতে পারি না, কেন সে ভিক্ষা করিতেছ?’

লক্ষ্মী ঝর ঝর করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে বলিলেন,—‘অনাথ! ভগিনীর প্রতি কত ভালবাসা আছে তাহাই জানিবার জন্য। তাই। তাহা জানিলাম।

এখনে বিদায় দাও, দুঃখিনীর অন্য ভিক্ষা নাই।’

রঘুনাথ সজলনয়নে অনেক কণ চিন্তা করিলেন, পরে বলিলেন, ‘লক্ষ্মী! চন্দ্ররাওয়ের জন্য তুমি কেন মাচুকা করিতেছ জানি না, তাহাকে কখনও মার্জনা করিব মনে করি নাই; কিন্তু তোমার নিকট অদেয় আমার কিছু নাই। এই ঈশানী-মন্দিরে প্রতিজ্ঞা করিতেছি চন্দ্ররাওয়ের অনিষ্ট করিব না। আমি তাহার দোষ মার্জনা করিলাম—জগদীশ্বর তাহাকে মার্জনা করুন।’

লক্ষ্মী হৃদয়ের সহিত বলিলেন ‘জগদীশ্বর তাহাকে মার্জনা করুন।’

পূর্বদিকে প্রভাতের আলোকছটা দেখা যাইল। লক্ষ্মী তখন অনেক অশ্রুবর্ষণ করিয়া সম্মুখে ভ্রাতার নিকট বিদায় লইলেন, বলিলেন—‘আমার সঙ্গে বাটীর অন্য লোক মন্দিরে আসিয়াছে এখনও সকলে নিদ্রিত আছে, এইক্ষণেই আমি না যাইলে জানিতে পারিবে। এখন চলিলাম, পরমেশ্বর তোমার মনোরথ পূর্ণ করুন।’

‘পরমেশ্বর তোমাকে স্বেচ্ছা রাখুন।’ এই বলিয়া সম্মুখে লক্ষ্মীর নিকট বিদায় লইয়া রঘুনাথও মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। লক্ষ্মীর নিকট বিদায় লইলাম, পাঠক! চল আমরা হতভাগিনী সরসুর নিকট বিদায় লইয়া আইসি।

নিঃশ পসিচ্ছেন।

বিদায়।

“যাও যুদ্ধে, তোমা এক করি অভিধেয়,

\* \* \* \*

“যাও যশোবিরচিত হইয়া আবার  
“এইরূপে আসি পুনঃদাঁড়াও সাক্ষাতে।”

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

অক্রমগুল হুগ্গ আক্রমণের দিন রঘুনাথের যাইতে কি জন্য বিলম্ব হইয়াছিল পাঠক অবশ্যই উপলব্ধি করিয়াছেন। সে যুদ্ধ, সে আক্রমণ, অতিশয় সফলোৎপন্ন, রঘুনাথ জানিতেন। সঙ্কটের সময় পশ্চাতে থাকা রঘুনাথের অভ্যাস ছিল না, সুরতায় সে যুদ্ধ হইতে ফিরিয়া আসিবেন কি না, সন্দেহ। যুদ্ধে যাইবার পূর্বে একবার প্রাণভরে হৃদয়ের সরযুকে দেখিবার ইচ্ছা করিলেন,—জীবনের মত একবার সরযুর নিকটে বিদায় লইবেন।

সঙ্কটের সময় ছাদে সরযু বালা ভ্রমণ করিতেছিলেন,—ধীরে ধীরে পশ্চাতে আসিয়া রঘুনাথ ডাকিলেন ‘সরযু’। সে শোকপূর্ণ স্বর শুনিয়া সরযু শিহরিয়া উঠিলেন, রঘুনাথের অশ্রু-আধৃত চক্ষু দুটি দেখিয়া ভীত হইলেন। উদ্বিগ্নপূর্ণ হৃদয়ে রঘুনাথের নিকটে আসিয়া দুই হস্তে রঘুনাথের হস্ত ধরিয়া বলিলেন,—

‘হি রঘুনাথ! তোমার চক্ষুতে জল কেন? তোমার কোন কষ্ট হইয়াছে? তোমার মাথা খাও, বল না, চক্ষের জল কে-

লিতেছে কেন?’ নিজের অঞ্চল দিয়া রঘুনাথের চক্ষু মুছিয়া দিলেন,—কিন্তু অগত্যা আপনীর চক্ষুতে জল আসিল।

রঘুনাথ যখন আশ্রয়স্বরূপ করিয়া বলিলেন,—‘না সরযু, কিছু নহে। তোমাকে যখন দেখি তখনই আমার হৃদয় পূর্ণ হয়, আমি কথা কহিতে পারি না।’ যে দিন প্রথমবার তোমাকে তোরণ-দুর্গে দেখিয়াছিলাম, সে দিন যেরূপ আমার শরীর হইতে প্রাণ তোমার দিকে ধাবিত হইয়াছিল,—এখন শতবার তোমাকে দেখিয়াছি, দিবানিশি তোমার মুখখানি মনে মনে দেখি,—এখনও প্রাণ সেইরূপ তোমার দিকে ধায় এখনও শরীর সেইরূপ অবসন্ন হয়। জগদীশ্বর! এমন পুণ্য কি করিয়াছি যে এ আনন্দময়ী পুষ্কে হৃদয়ে ধারণ করিব!’

সরযু কথা কহিতে পারিলেন না,—রঘুনাথের হস্তে, তাঁহার হস্ত সন্নিবেশিত ছিল, কেবল সেই হস্ত বর্ধাজ্ঞ ও কাম্পিত হইল, দেহযষ্টি বায়ুতড়িত পত্রের ন্যায় কাঁপিতে লাগিল, কমলীয় লজ্জার রক্তিত মুখমণ্ডল হেঁট করিলেন, যথেষ্ট চক্ষু দুটি জলে প্রাণিত হইল। উঃ! রঘুনাথের কথার সরযুর হৃদয়ে যে আনন্দলহরী বহিত হইল কে বর্ণনা করিতে পারে? জগতে কি আনন্দ আছে, স্বর্গে কি সুখ আছে, যে জন্য সরযু সে সুখের আনন্দ বিনিময় করিতে চাহেন?

দুই জনে কণেক পঙ্কজের হস্তধারণ

করিয়া শুদ্ধ হইয়া রছিলেন; শেষে রঘুনাথ বলিলেন—

‘সরযু! এখন বিদায় দাও।’

সহজ স্বরে এই কথাগুলি কহিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কণ্ঠস্বর কম্পিত হইল,—সরযু পুনরায় রঘুনাথের হৃদয়ের উদ্বেগ বুঝিতে পারিলেন না বলিলেন—

‘রঘুনাথ, তোমার মনে কি কথা আছে আমাকে বলিতেছ না; তাহা না হইলে সজ্জার সময় হঠাৎ আমাকে দেখিয়া চকুর জল ফেলিলে কেন,—তাহা না হইলে আবার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াই বিদায় চাহিতেছ কেন? হি হি তুমি আমার নিকট মনের কথা লুকাইতেছ, রঘুনাথ! সরযুর মনে এমন কথা কি আছে যে তুমি না জান?’

রঘুনাথ অদ্য মিনীথের যুদ্ধকথা গোপন করিবেন বিবেচনা করিয়াছিলেন, আর পাঠিলেন না, বলিলেন—

‘না সরযু, তোমার নিকট লুকাইবার রঘুনাথের কি আছে,—আজ,—আজ, আজ রাত্রিতে একটি সামান্য যুদ্ধে যাইতেছি সেই জন্য বিদায় লইতে আসিলাম, চিন্তা করিও না, পুনরায় কাল দেখা হবে।’

সরযু শিহরিয়া উঠিলেন, দাঁড়াইতে না

রঘুনাথের শরীরের উপর হেলিয়া

এবং তাঁহার হৃদয়ে আপন মস্তক

রিলেন; কথা কহিতে পারি-

রঘুনাথ বলিলেন সরযু নিরব,

অজ্ঞাত অশ্রুতে তাঁহার মুখ, বাত ও ব-  
ক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতেছে!

রঘুনাথ অনেক কথা বলিয়া সাবুনা করিতে লাগিলেন। বলিলেন,—‘হি সরযু, তুমি কেন মিথ্যা ভয় করিতেছ; আমি কত যুদ্ধে গিয়াছি, পুনরায় ত তোমার পার্শ্বে আসিবাছি, অদ্য এটি অতি সামান্য যুদ্ধ মাত্র। আর দেখ, আমরা পরাদীন, হুণিত, অপদাৰ্থ, মুসলমানেরা আমাদের রাজা, আমরা দাস; একথা শ্রবণ করিলে কাহার অন্তঃকরণ না বিদীর্ণ হয়, কে না নীরবে রোদন করে? পুনরায় হিন্দুরাজ্যের জন্য আমরা যুদ্ধ করিতেছি, যিনি নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, দুর্বলের বল, তিনি আমাদের সহায় হইবেন। আর যদিই এ যুদ্ধে হত হই, মনুষ্যভাণ্ডে ইহা অপেক্ষা কি মুখ হইতে পারে? তুমি রাজপুত কন্যা, রাজপুতের ন্যায় অদ্য আমাকে বিদায় দাও।’

ক্ষণেক রোদনে সরযুর হৃদয়ের উদ্বেগ শান্ত হইল, তিনি মস্তক তুলিয়া শান্ত নিঃশ্বাস পবিত্র নগনে রঘুনাথের দিকে চাহিয়া কহিলেন,—‘রঘুনাথ তোমার মহৎ উদ্দেশ্য জানি, যে দিন অবধি তুমি সেই উদ্দেশ্যের কথা আমাকে বলিয়াছ, সেই দিন অবধি কখনও তোমাকে যুদ্ধে যাইতে বিরত করি নাই। অদ্যও করিব না, কিন্তু নারীর প্রাণ, কখন কি ভাব উদয় হয় কে বলিবে, সহসা আমার মনে কেন বাধা পাইলাম, সহসা কেন চকুতে

জল আশিল জানি না। যাও রঘুনাথ  
বিলম্ব করিওনা; তোমার হৃদয় সাহসী,  
আশয় মহৎ ও উন্নত, যুদ্ধে চিরজয়ী হও,  
দেশ দেশান্তরে তোমার যশ, তোমার নাম  
প্রচারিত হউক, সরযু ও একাকিনী বসিয়া  
সেই বশোগীত গাইবে! জগদীশ্বর তো-  
মাকে জয়ী করুন! তিনি জগতের রাজা,  
বিনি যোদ্ধার তিরবন্ধু, তাঁহাকে প্রণাম  
করি।’

‘তিনি তোমাকে নিরাপদে রাখুন  
এই বলিয়া রঘুনাথ চলিয়া গেলেন। ছাদে  
সরযু একাকিনী দণ্ডায়মানা, রাজপুতবালা  
সাহস বাক্যে হৃদয়বলভকে বিদায় দিয়া-  
ছেন, কিন্তু তাঁহার হৃদয় শান্ত হইতেছে  
না, ঝর ঝর করিয়া নয়ন হইতে নীরবে  
অশ্রুবিন্দু পড়িতেছে।

কতকণ পর অন্ধকার প্রান্তরে অশ্বের  
পদশব্দ শ্রুত হইল; দূরে নিবিড় অন্ধকারে  
একজন অশারোহীর উন্নত আকৃতি বিলুপ্ত  
হইল। সরযু চাহিয়া চাহিয়া চাহিয়া  
আর কিছু দেখিতে পাইলেন না, সমস্ত  
নিশুঙ্ক ও অন্ধকার; তাঁহার হৃদয় শূন্য ও  
অন্ধকার। ধীরে ধীরে ছাদ হইতে নামি-  
লেন।

সেদিন অন্ধকারে সরযু নয়নের ঘনি  
ছারাইলেন, সেই দিন জীবনের জীবন  
ছারাইলেন।

এক দিন, দুই দিন অতিবাহিত হইল,  
রঘুনাথের কোনও সংবাদ পাওয়া গেল  
না। আশা প্রথমে কাণে কাণে বলিতে

লাগিল—‘রঘুনাথ যুদ্ধে বিজয়ী হইয়া-  
ছেন, রঘুনাথ রাজসম্মানিত হইয়াছেন,  
বিজয়ী শীত্ৰ উল্লাসিত হৃদয়ে সরযু পার্শ্বে  
আসিবেন, পরম কুতূহলে সরযুর হস্ত  
ধরিয়া যুদ্ধের গল্প বলিবেন।’ অশ্বের  
কুরশব্দ হইলেই সরযুর হৃদয় উবেগপূর্ণ  
হইত, তিনি গাবাক দিরা চাহিয়া দেখি-  
তেন, পুনরায় ধীরে ধীরে আসন গ্রহণ  
করিতেন। গৃহে দ্রুত পদবিক্ষেপ শু-  
নিলে সরযু চমকিয়া উঠিতেন, পুনরায়  
ধীরে বসিয়া থাকিতেন।

দিন গেল রজনী আসিল, পুনরায়  
দিবস আসিল, এক দিন, দুই দিন, তিন  
দিন গেল, রঘুনাথ আর আসিলেন না।  
সরযু সেই পথ চাহিয়া চাহিয়া আস্ত হই-  
লেন, আশা চিন্তায় পরিণত হইল, বানি-  
কার গণ্ডস্থল ক্রমে শুষ্ক হইল, চক্ষুস্তর  
ক্ষণে ক্ষণে জলপূর্ণ হইতে লাগিল; রঘু-  
নাথ আসিলেন না।

সে চিন্তার অবাক্তব্য যতন প্রকাশ  
করা যায় না; বালিকা কাহাকে সেকথা  
বলিবেন? নীরবে চিন্তা করিতে লাগি-  
লেন, নীরবে গাবাকপার্শ্বে দণ্ডায়মান পা-  
কিতেন, অথবা সায়ংকালে সেই ছাদে  
উঠিয়া সেই অন্ধকার পরিপূর্ণ প্রান্তরে  
দিকে চাহিয়া চাহিয়া আস্ত হইতেন।  
সেই উন্নত দেহ কি দূরে দেখা যাইবে  
সরযুর বোদ্ধা কি যুদ্ধ-উল্লাসে  
বিস্মৃত হইলেন? যুদ্ধে কি  
জল ঘটিয়াছে? কিসা অশ্রু



বীর নয়ন আধুত হইল, শুষ্ক গণ্ডস্থল দিয়া ধারা বহিয়া পড়িতে লাগিল।

সহসা বজ্রজন্যাস সংবাদ আসিল রঘুনাথ বিজোহী, বিজোহীচরণের অস্ত্র অবমানিত হইয়া দূরীকৃত হইয়াছেন। প্রথম মুহূর্তে সরযু চকিতের নায়িকা হইলেন, কথার অর্থ তাঁহার বোধগম্য হইল না। ক্রমে ল-লাট রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, রক্তোচ্ছ্বাসে মুখমণ্ডল রঞ্জিত হইল, শরীর কাঁপিতে লাগিল, নয়ন হইতে অশ্রুধারা বহির্গত হইতে লাগিল। দাসীকে বলিলেন “কি বলিলি, রঘুনাথ বিজোহী? রঘুনাথ মু-সলমানদিগের সহিত যোগ দিয়াছিলেন? কিন্তু তুই নিরোদ, তাকে কি বলিব, সমুখ হইতে দূর হ!” শাস্ত্র ধীর-স্বভাব সরযুকে এবিধ ক্রুদ্ধ দেখিয়া দাসী বি-স্মিত হইল, শশবাস্তে সরিয়া গেল।

ক্রমে যুদ্ধ হইতে একে একে অনেক সৈন্য আনিতে লাগিল, সকলে বলিতে লাগিল ‘রঘুনাথ বিজোহী!’ বার বার সরযু এই কথা শুনিতে লাগিলেন, তাঁহার সখীগণ সরযুকে এই কথা বলিলেন; রুদ্ধ জনার্দন সাকলোচনে বলিতে লাগিলেন যে, কে জানে সেই স্ত্রমর উদারযুক্তি-বাল-কের মনে এরূপ কুরতা ছিল? সরযু সমস্ত শুনিলেন, কোন উত্তর করিলেন না, রঘুনাথের বীরত্বে সত্যাত্ততার সরযুর যে স্থির অবিচলিত বিশ্বাস ছিল, মুহূ-র্তের জন্য তাহা বিলুপ্ত হইল না। তিনি কাহ্নকেও কোন উত্তর দিলেন না, তাঁ-

হার মুখমণ্ডল অস্ত্র আঘাত, নয়ন জল-শূন্য।

এইরূপে কয়েক দিন অতিবাহিত হইলে পর এক দিন সন্ধ্যার সময় সরযু সরোবরতীরে বাইলেন; হস্ত পদ প্রকা-লন করিয়া ধীরে ধীরে চিন্তিত ভাবে গৃ-হান্তিমুখে আসিতে লাগিলেন।

সহসা পশ্চিমদো-লেক নৈশ অন্ধকারে জটাজুটধারী দীর্ঘকায় একজন গোশ্বা-মীকে দেখিতে পাইলেন, ঈষৎ বিম্বিত হইয়া দাঁড়াইলেন। যত গোশ্বামীর দিকে দেখিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার তেজঃ পূর্ণ অবরব দেখিয়া সরযুর হৃদয়ে ভক্তির আবির্ভাব হইতে লাগিল।

ক্ষণেক পর একটি বিষয় চিন্তা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

‘প্রভু! একজন অসহায় নারী আ-পনার আশ্রয় যাচঞা করিতে আসিয়াছে, তাহাকে ক্ষমা করুন।’

গোশ্বামী সরযুর দিকে চাহিলেন, ক্ষণেক স্থির ভাবে দেখিয়া গভীরস্বরে বলিলেন।

‘রমণি, আপনার উদ্দেশ্য আমি অবগত আছি, কোন যুবক যোদ্ধার কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছেন।’

সরযু অধিকতর ভক্তি সহকারে ব-লিলেন,—

‘ভগবন্ আপনার গণনাশক্তি অসা-ধারণ,—যদি অনুগ্রহ করিয়া আশ্রয় কিছু বলেন তবে বাধিত হই।’

গোশ্বা। ‘জগতে সকলে তাহাকে বিদ্রোহী বলিয়া জানে।’

সরযু। ‘প্রভুর অজ্ঞাত কিছুই নাই। প্রকৃত অবস্থা কি?’

গোশ্বা। ‘মহরাজ শিবজী তাঁহাকে বিদ্রোহী জ্ঞানিয়াই দূর করিয়া দিয়াছেন।’

সরযুর মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হইল, আরক্ত নয়নে কহিলেন, ‘তপস্বী প্রবন্ধনা বিশ্বাস করিব, কিন্তু রঘুনাথকে বিদ্রোহী বিশ্বাস করিব না। গোশ্বামিন্ আমি বিশ্বাস করি।’

গোশ্বামীর নয়ন সহসা জলপূর্ণ হইল:—দীর্ঘে দীর্ঘে বলিলেন, ‘আরও কিছু আমার বল্লেখ আছে।’

সরযু। ‘নিবেদন করুন।’

গোশ্বা। ‘মুখ্য হৃদয় অবগত হওয়া মনুষ্যাগণনার অসাধ্য, যোদ্ধার হৃদয়ে কি ছিল জানিবার এক মাত্র উপায় আছে।’

‘শাস্ত্রে লিখে প্রণয়িনীর হৃদয় প্রণয়ীর হৃদয়ের দর্পণ স্বরূপ; যদি রঘুনাথের যথার্থ প্রণয়িনী কেহ থাকে, তাঁহার নিকট গমন করুন, তাঁহার হৃদয়ের ভাষা কি প্রিজ্ঞাসা করুন, তাঁহার হৃদয়ের চিন্তা মিথ্যাবাদিনী নহে।’ গোশ্বামী তীব্রদৃষ্টিতে সরযুর দিকে চাহিতে ছিলেন।

সরযু। আকাশের দিকে চাহিয়া বলিলেন, ‘জগদীশ্বর তোমাকে অন্যবাদ করি, তুমি আমার হৃদয়ে এতক্ষণে শান্তি

দান করিলে। সেই উন্নত চরিত্র যোদ্ধার প্রণয়িনী হইবার যে আশা করে, জীবন থাকিতে রঘুনাথের সত্যতত্ত্বে তাঁহার স্থির বিশ্বাস বিচলিত হইবে না। হৃদয়শেষ! জগতে তোমার অনায়াস নিন্দা ককক, কিন্তু একজন দুঃখিনী বিপদে সম্পদে চিরকাল তোমার যশোগান গাইবে।’ সরযুর নয়ন যুগল এতক্ষণে জলপূর্ণ হইল, গোশ্বামী অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়াছিলেন,—তাঁহার দুই নয়ন শুষ্ক ছিলনা, তাপসের শান্ত হৃদয় উৎকণ্ঠ হইতেছিল।

কণ্ঠে পর কণ্ঠে আত্মসংযম করিয়া গোশ্বামী বলিলেন,—

‘ভদ্রে! আপনার কথা শুনিয়া বোধ হইতেছে, যে আপনিই সেই যোদ্ধার প্রকৃত প্রণয়িনী। আমি দেশে দেশে পণ্ডিত করি, সম্ভবতঃ রঘুনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইতে পারে,—আপনার তাঁহাকে কিছু বল্লেখ আছে?’

গোশ্বামীর সমুখে রঘুনাথকে জনশ্রুতি বলিয়া সন্দেহন করিয়াছেন, স্মরণ করিয়া সরযু দীর্ঘ লজ্জিত হইলেন; কিন্তু সে ভাব স্মরণ করিয়া দীর্ঘে দীর্ঘে বলিলেন,—

‘প্রভুর সহিত তাঁহার সন্ততি সাক্ষাৎ হইয়াছিল?’

গোশ্বা। ‘কল্যা রজনীতে দশানী-মন্দিরে সাক্ষাৎ হইয়াছিল।’

সরযু। ‘রঘুনাথ আপাততঃ কি

করিবার প্রতিজ্ঞা বরিয়াছেন, প্রভু কি অবগত আছেন ?

গোশ্বা । ‘ নিজ বাহুবলে নিজকার্য-  
ক্ৰমে অনায়াস অধ্যয়ন তিরোহিত করিবেন  
অথবা সেই চেষ্টায় প্রাণদান করিবেন ।’

সরযু । ‘ ধন্য বীরপ্রতিজ্ঞা ! প্রভু !  
যদি তাঁহার সহিত আপনার সাক্ষাৎ হয়,  
বলিবেন, সরযু রাজপুত্রবালা, জীবন অ-  
পেক্ষা যশ অধিক জ্ঞান করে ! বলিবেন,  
সরযু বতদিন জীবিত থাকিবে রঘুনাথ কে  
কলঙ্ক শূন্য বীর বলিয়া তাঁহারই চিন্তা  
করিবে, তাঁহারই যশোগীত গাইবে, ।  
ভগবান অবশ্য রঘুনাথের যত্ন সফল করি-  
বেন ।’

গোশ্বা । ‘ ভগবান তাহাই করুন !  
কিন্তু ভদ্রে ! সন্তোর সর্বদা জয় হয় না,—  
বিশেষ রঘুনাথ যে দুরূহ উদ্যমে প্ররুত হই-  
তেছে, তাহাতে তাঁহার প্রাণসংশয় ও  
আছে ।’

সরযুর নয়নদ্বয় সহসা জলপূর্ণ হইল,  
কিন্তু তৎক্ষণাৎ সদর্পে সে জল মোচন  
করিয়া বলিলেন,—

‘ রাজপুত্রের সেই ধর্ম ! আপনি তাঁ-  
হাকে জানাইবেন যদি কর্তব্য সাধনে  
হৃদয়েশের প্রাণ বিরোগ হয়,—তাঁহার  
দাসী তাঁহার যশোগীত গাইতে গাইতে  
উল্লাসে নিজপ্রাণ বিসর্জন দিকে ।’

উভয়ে কণেক নিমন্ত হইয়া রহিলেন ;  
গোশ্বাবীর বাক্যশক্তি ছিল না । অনেক-  
কাল পরে সরযু জিজ্ঞাসা করিলেন,

‘ রঘুনাথ আর কিছু আপনার নিকট বলি-  
য়াছিলেন ?’

গোশ্বামী কণেক চিন্তা করিয়া উত্তর  
কল্পিত্বরে বলিলেন—“ আপনারকে জি-  
জ্ঞাসা করিয়াছেন, বিজোহী বলিয়া জ-  
গৎ যাহাকে ঘৃণা করিবে আপনি কি তা-  
হাকে হৃদয়ে স্থান দিবেন ? জগতে যা-  
হার নাম উচ্চারণ করিবে না, আপনি  
কি যমে যমে তাহার নাম স্মরণ করিবেন ?  
জগতে কি একজনমাত্র বিজোহী রঘুনাথকে  
মির্দোষী বলিয়া জানিবেন ;—ঘৃণিত, অ-  
বমানিত, দূরীকৃত রঘুনাথকে ঐ শীতল  
হৃদয়ে স্থান দিবেন ?’ সন্যাসীর কণ্ঠরোধ  
হইল ।

সরযু বলিলেন ‘ প্রভু ! সে বিষয় কি  
জিজ্ঞাসা করিতেছেন ? সরযু রাজপুত-  
বালা, অবিস্থাসিনী নহে ।’

গোশ্বা । ‘ জগদীশ্বর ! তবে আর  
তাঁহার হৃদয়ে কষ্ট নাই, লোকে যদি নন্দ  
বলে তিনি জানিবেন একজন এখনও রঘু-  
নাথকে বিশ্বাস করে !’

একণে বিদায় দিন ; আমি এই কথা-  
গুলি বলিলে রঘুনাথের হৃদয়ে শান্তিসেচন  
হইবে ।’

সকল নয়নে সরযু বলিলেন, ‘ আরও  
বলিবেন তাঁহার উন্নত উদ্দেশ্য আমি প্র-  
তিরোধ করিব না, অসিহস্তে যশের পাপ  
পরিষ্কার করুন, যিনি জগতের আদি পু-  
রুষ তিনি তাঁহার সহায় হইবেন ।’ আর যদি  
এই উদ্যমে তাঁহার কেনি অবদান ঘটে,

জানিয়ে, তাঁহার চিরবিধাদিনি সরবু ও  
এ অক্লিষ্টকর জীবন বিসর্জন করিবে।’

ঐতরে পুনরায় নীরব হইয়া রহি-  
লেন। সন্ধ্যা বলিলেন ‘প্রভু! আশা  
হৃদয় শান্ত করিয়াছেন, প্রভুর নাম স্মি-  
ত্বা করিতে পারি?’

গোস্বামী চিন্তা করিয়া বলিলেন,  
‘নীতাপতি গোস্বামী।’

রজনী জগতে গভীরতর অন্ধকার  
ঢালিতে লাগিল। সেই অন্ধকারে একজন  
গোস্বামী একাকী রাগগড় দুর্গাভিযুখে  
গমন করিতেছে।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

রাগগড় দুর্গ।

‘ধিক্ দেব রূপাশ্রিতা, অক্ষয় হৃদয়,  
এত দিন আছ এত অন্ধতমপুরে,  
কি ভাব, বিবাহ, বীর্ষা, সর্ব তেজাগিরা,  
কিসের কলঙ্কেতে ললাট উজ্জলি?’

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাজ্যে হটনার করেক দিন পর,  
শিবজীর তদানিস্তন রাজধানী রাগগড়ে  
রজনী দ্বিপ্রহরের সময় একটি সভা সা-  
ধিত হইয়াছে। শিবজীর প্রধান প্রধান  
মেনাপতি, মন্ত্রী, কর্মচারী ও দুইজন বি-  
চক্ষণ পুরোহিত ও শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ সভার  
উপস্থিত হইয়াছেন। পরাক্রান্ত যোদ্ধা,  
দীপ্তি সম্পন্ন মন্ত্রী, শীর্ণতম পুরোহিত

রজনী নায়শাস্ত্রী, সভাতল প্রোক্ষিত  
করিয়াছেন; যুদ্ধব্যবসায়, বুদ্ধিসঙ্গলমে  
বা বিদ্যাবলে ইহারাই শিবজীর চিরসহা-  
য়তা করিয়াছেন, শিবজী নায় ইহাদের  
ও হৃদয় স্নেহশাস্ত্রায়ে পূর্ণ, হিন্দুদিগের  
গৌরবসাধন জন্য ইহার দিনে দিনে মাসে  
মাসে বৎসরে বৎসরে অনিচ্ছ হইয়া চেষ্টা  
করিয়াছেন। কিন্তু অন্য সে চেষ্টা কো-  
থায়, সেই উৎসাহ কোথায়? সভাস্থল  
নীরব, শিবজী নীরব, মহারাষ্ট্রীয় বীরগণ  
অন্য মহারাষ্ট্রীয় গৌরবলক্ষ্মীর নিকট বি-  
দায় লইবার জন্য সমবেত হইয়াছেন।

অনেক পর শিবজী মুরেশ্বরকে স-  
ম্বোধন করিয়া বলিলেন—

‘পেসওয়ারী! আপনি তবে এই  
পরামর্শ দিতেছেন, সভ্যদের অধীনতা  
স্বীকার করি। তাহার অধীন জায়গী-  
রদার হইয়া থাকিব? মহারাষ্ট্রীয় গৌরব-  
রবি চিরাক্ষরে ময় হইবে?’

মুরেশ্বর। ‘মনুষ্যের বাহা সাধা  
আপনি তাহা করিয়াছেন, বিধির নিষেধ  
কে লঙ্ঘন করিতে পারে?’

পুনরায় সভাস্থ সকলে নীরব।

পুনরায় শিবজী বলিলেন—

‘অনন্দেব। যখন আপনি আমার  
আদেশে এই ক্ষুদ্র প্রদেশ রাগগড় দুর্গ  
নির্মাণ করিয়াছিলেন, তখন ইহা রাজ্য  
রাজধানী স্বরূপ নির্মাণ করেন, না সা-  
মান্য জায়গীরদারের আবাসস্থান বলিয়া  
নির্মাণ করেন?’

আবাজী স্বর্ণদেব, কৃষ্ণস্বরে উত্তর করিলেন—

‘কত্রিররাজ! ভবানীর আদেশে এক দিন স্বাধীনতা আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন, ভবানীর আদেশে সে চেষ্টা হইতে নিরস্ত হইয়াছেন, তাহাতে আক্ষেপ অবিধেয়। যখন রায়গড় নির্মাণ করিয়াছিল। মতখন কে জ্ঞানিত হিন্দুসেনাপতি জয়সিংহ সংগ্রামস্থলে উপস্থিত হইবেন? ঈশানী স্বয়ং হিন্দুসেনাপতির সহিত যুদ্ধ নিষেধ করিয়াছেন।’

অন্নজী দত্ত কহিলেন, ‘বহুরাজ! পূর্বেই আমরা দিল্লীশ্বরের অধীনতা স্বীকার করিয়া রাজ্য জয়সিংহের সহিত মন্ত্রিপালন করিয়াছি, সে বিষয় অদ্য পুনরুৎপাদন করিয়া আক্ষেপ করিলে ফল কি? যাহা অনিবার্য্য তাহা হইয়াছে, অধুনা আপনার দিল্লীশ্বরের কর্তব্যাকর্তব্যতা বিবেচনা করুন।’

শিবজী কহিলেন, ‘অন্নজী! আপনার কথা সত্য, কিন্তু যে আশা, যে উৎসাহ, যে চেষ্টা জন্মে বজ্রকাল্যবধি স্থান পাইয়াছে, তাহা সহজে উৎপাটিত হয় না;’ কণ্ঠে চিন্তার পব বলিলেন, ‘এ যে উন্নত পর্বতভ্রমী চন্দ্রালোকে লুপ্ত হইতেছে, বাংলা-বন্দু অন্নজী মালজী! এই পর্বত শৃঙ্গে আরোহণ করিয়া বা উপত্যকার জয় করিয়া স্বর্গের কৃত স্বর্গের আনন্দ হইতে তাহা কি অরণ্য হইবে? স্বাধীনতা স্বাধীন হইবে, ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবে, যুদ্ধিত্রি বা

হিমালয় হইতে সাগর কূল পর্য্যন্ত সমগ্র দেশ শাসন করিবেন! ঈশানী! যদি এ প্রশ্না অনীক স্বপ্নমাত্র, তবে এরূপ স্বপ্ন কেন বালকের জন্মের চকল করিয়াছিলে?’

এই কথা শুনিয়া সভাপ্রসঙ্গের জন্মের বিদীর্ণ হইল; সকলে নীরব, সভায় শব্দ মাত্র নাই,—সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে ঘরের এক প্রান্তে ঈর্ষ অন্ধকার স্থান হইতে একটি গভীর-স্বর প্রসৃত হইল, ‘ঈশানী প্রবঞ্চনা করেন না; রাজন! তীক্ষ্ণ হস্তে অসি ধারণ করুন, অধাবসায় সহিত এই উন্নত পথ অনুসরণ করুন,—স্বপ্ন এখনও সফল হইবে।’

চকিত হইয়া শিবজী চাহিয়া দেখিলেন, জটাজুটদারী, বিভূতি-ভূষিত অন্নবীন গোস্বামী সীতাপতি।

উৎসাহে শিবজীর নয়ন জ্বলিতে লাগিল, বলিলেন, ‘গৌসাক্ষিজী! হুজুর! উৎসাহ আমার জন্মে পুনরায় জন্মেছে,—বালা-কথা পুনরায় জন্মেছে। তাত, দাদাজী কানাই! শয়ান! শয়িত হইয়া আমাকে নিকটে আসিয়া বসিয়া করিয়া বলিয়াছিলেন ‘বৎস! যে চেষ্টা করিতেছ তদপেক্ষা মহতর চেষ্টা নাই। এই উন্নত পথ অনুসরণ কর, দেশের স্বাধীনতা সাধন কর, প্রাচীন গোস্বামীর পুণ্যকীর্তিকে রক্ষা কর, দেবদাসের কীর্তিকীর্তি পাপি প্রদান কর, ঈশানী

যে উন্নত পথ তোমাকে দেখাইয়া দিয়া-  
ছে, সেই পথ অনুসরণ কর।' বিশেষতঃ  
বহুসংখ্যক অদ্যাপি দাদাজীর গভীরস্বর  
আমার কর্ণ-কুহরে শব্দিত হইতেছে,—দা-  
দাজী কি প্রবঞ্চনা বাক্য উচ্চারণ করিয়া-  
রাহিলেন ?'

পুনরায় সেই গোশ্বামী সেই গভীর  
স্বরে বলিলেন,—‘কানাইদেব প্রবঞ্চনা  
বাক্য উচ্চারণ করেন নাই, উন্নত পথ  
অনুসরণ করিলে অবশ্যই উন্নত কললাভ  
হইবে,—পথমধ্যে যদি আমরা ভ্রমোৎ-  
সাহ হইয়া উদ্দেশ্য হারািয়া নিরন্তর হই,  
সে কি ভীত, দাদাজী কানাইদেবের প্রব-  
ঞ্চনা না আমাদের ভীকতা ?’

‘ভীকতা’ শব্দ উচ্চারণ মাত্র সভাতে  
গোলযোগ উপস্থিত হইল, বীরদিগের  
কোষে অসি কন্বানা শব্দ করিল,—  
কোনী চন্দ্রাও জুমলাদার গোশ্বামীর  
গলদেশ সজোরে ধারণ করিলেন। দী-  
তাপতি দীর, ভয়শূন্য,—দীয়ে দীয়ে আ-  
রাম বহুসংখ্যক চন্দ্রাওয়ের তন্তু ছাড়াইয়া  
দেন পতনহইবে সেই জুমলাদারকে দূরে  
মিথেন করিলেন। বিখ্যিত কুয়া স-  
কলে বুঝিলেন গোশ্বামীর চিদঙ্গী ন কে-  
বল বাগবজ্ঞে অতিরাহিত হয় নাই।

গোশ্বামী পুনরায় গভীরস্বরে বলি-  
লেন,—

‘রাজব! স্বাক্ষণের সময় তোমার  
ককন, যদি অন্যায় কথা উচ্চারণ করিয়া  
থাকি কমা ককন! কিন্তু বীরদিগের

সভা কি অলীক, করিয়রাজ। আপন  
বীর কদরকে জিজ্ঞাসা ককন! যিনি জার-  
গীন্দারের পদনী হইতে রাজপদবী গ্রহণ  
করিয়াছেন, যিনি অসিহস্তে বহু বিপদ,  
বহু সঙ্কট হইতে স্বাধীনতার পথ পরিষ্কার  
করিয়াছেন, যিনি পার্শ্বতে, উপত্যকায়,  
গ্রামে, অটবীতে, বীরত্বের চিহ্ন অঙ্কিত  
করিয়াছেন, তিনি কি সে বীর-বিশ্ব-  
রণ হইবেন, সে স্বাধীনতার আশ্রয়  
দিবেন? বালহুর্ঘ্যের ন্যায় যে হিন্দু-  
জোর কেবল চারিদিকে অঙ্গকার বিদীর্ণ  
করিয়া উদয় হইতেছে,—সে সূর্য্য কি  
অকালে অন্ত যাইবে? রাজন, হিন্দু-  
গৌরব-লক্ষ্মী আপনাকে বরণ করিয়াছেন,—  
আপনি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহাকে ত্যাগ ক-  
রিবেন? আমি ধর্ম্মবাসায়ী মাত্র, আ-  
মার পরামর্শ দিবার অধিকার নাই, স্বয়ং  
বিবেচনা ককন।’

সভাস্থ সকলে নীরব,—শিবজী নী-  
রব, কিন্তু তাঁহার নয়ন ধক্ ধক্ করিয়া  
জ্বলিতেছিল।

অনেক কণ পরে শিবজী গোশ্বামীর  
দিকে চাহিয়া বলিলেন—

‘স্বামিন্! আপনার লহিত অঙ্গ-  
দিনই আমার পরিচয় হইয়াছে,—আপনি  
দেন কি যথার্থ জ্ঞানী না কিন্তু নৈরব্য  
হইতে আপনার কণাধিক মিষ্ট, কদরে  
গভীরতর অধিক হইতেছে,—একটি কথা  
জিজ্ঞাসা করি,—হিন্দু গোশ্বামীর কু-  
ল প্রতাপ, বীর কনকোপ, অসিহস্ত

রাজপুত্রের, তাঁহার সন্তানকেও ব্রহ্ম-  
রূপ মৈন্য আত্মার কোষে রাখিবে।

সীতাপতি। রাজপুত্রের বিরোধ-  
বণ্য, কিন্তু মহারাজসিংহের প্রাণে  
অসি ধারণ করে না, জরসিংহের রূপান্তর,  
কিন্তু শিবজীও কত্রিরবংশে জন্মগ্রহণ ক-  
রিয়ান্ছেন। পরাজয় আশঙ্কা করিলেই  
শিবজী হয়। পুরুষসিংহ! বিপদ তুচ্ছ-  
করিয়া দেব সংহমন করিয়া, কার্যসাধন  
করুন, ভারতবর্ষে এরূপ হিন্দু নাই যে  
আপনার মশোগান না করিবে, আকাশে  
এরূপ দেবতা নাই যিনি আপনার মহা-  
রতা না করিবেন। সত্যস্থল পুনঃস্থিত।

শিবজী। ‘মানিলাম, কিন্তু হি-  
ন্দুতে হিন্দুতে যুদ্ধ করিয়া কথিরপ্রীতে  
দেশ প্লাবিত করিবে, সে কি মঙ্গল, সে  
পুণ্যকর্ম?’

সীতাপতি—‘না—কিন্তু সে পাপে  
কে পাতকী? যিনি স্বজাতির জন্ম, স্বধ-  
র্মের জন্ম যুদ্ধ করেন, না যিনি মুসলমান  
অর্থভূত হইয়া স্বজাতির বৈরতাচরণ করেন,  
তিনি?’

শিবজী পুনরায় নীরব হইয়া বসিলেন,  
প্রায় এক দণ্ড কাল নীরবে চিন্তা করিতে  
লাগিলেন, তাঁহার বিশাল হৃদয় কত ভী-  
ষণ চিন্তালহরীতে আলোড়িত হইতে ছিল,  
কে বলিবে? এক দণ্ড কাল পর দীরে  
মন্তক উঠাইয়া গভীর স্বরে বলিলেন,—

‘সীতাপতি! অন্য জামিনাম মহা-  
রাষ্ট্র দেশ এখনও বীরশূন্য হয় নাই, এ

খনও পরাধীন হইবে না। পুনরায় যুদ্ধ  
হইবে,—সে যুদ্ধের দিনে আপনাকে আপেকা  
বিচক্ষণ মন্ত্রী বা সাহসী সহযোগী আমি  
আশঙ্কা করি না। কিন্তু সে যুদ্ধের দিন  
এখনও আইসে নাই। আমি পরাজয়  
আশঙ্কা করিতেছি না, আমি নিশ্চিন্ত আ-  
শঙ্কা করিতেছি না, অন্য একটি কারণে  
আপাততঃ যুদ্ধে বিমূৰ্ত্ত হইতেছি, যুদ্ধ  
করুন।

‘বে মহাত্মত্ব ধারণ করিয়াছি তাহা  
সাধনার্থ কত যত্নসহ, কত গুণ উপায়  
অবলম্বন করিয়াছি, আপনার নিকটে অ-  
গোচর নাই। কত হত্যা করিয়াছি, কত  
সন্ধিবাক্য বিষয়ণ হইয়াছি, কত গণিত  
কার্যে শিবজীর নাম কলুষিত রহিয়াছে।  
দেব দেব, মহাদেব জানেন আপনার লা-  
ভের জন্য এ সমস্ত করিয়াছি,—হিন্দু-গৌ-  
রব পুনর্দগ্ধ হইবে, শিবজীর কেবল এই  
এক মাত্র উদ্দেশ্য।

‘অন্য হিন্দুধর্মের অবলম্বনস্বরূপ,  
হিন্দু প্রতাপের প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ মহারাজ  
জরসিংহের সতিত সন্ধি করিয়াছি,—শি-  
বজী সে সন্ধি লঙ্ঘন করিতে অপ্রারগ!  
বিদগ্ধীর সহিত কপটাচরণ করিয়াছি,—  
ভগবান্ সে পাপ ক্ষমা করুন,—মহানু-  
ভব রাজপুত্রের সহিত কপটাচরণ শিবজী  
জীবন থাকিতে করিবে না।

‘ধর্মাত্মা এক দিন আমাকে বলিয়া  
ছিলেন, সম্রাটপালনে যদি সমাজের হিন্দুধ-  
র্মের রক্ষা না হয়, তবে লঙ্ঘন হইবে।’



সেইকালেও আমি বিস্মৃত হইবাই,  
—সেইকালেও আমি বিস্মরণ হইব না।

সীতাপতি। আরংজীব যদি  
হাদের সত্যিকথা লঙ্ঘন করেন,  
আপনার পরামর্শ গ্রহণ করিলে  
শিবজী দুর্বল হস্তে পরাজিত হইবেন।  
কিন্তু জয়সিংহের প্রতি এই সত্য লঙ্ঘন  
করিতে শিবজী অপারগ।

সত্যসদৃ সকলে নীরব হইয়া  
লেন। কণেক পর অরাজী বলিলেন—

অরাজী। আর একটি কথা, আমি  
দিল্লি যাওয়া স্থির

শিবজী। সে বিষয়েও আমি জয়-  
সিংহকে বাকা দান করিরাছি।

অরাজী। ‘মহারাজ। আরংজীবের  
চতুরতা জানেন, তাঁহার কথা বিশ্বাস ক-  
রিবেন? তিনি আপনাকে কি মনো-  
রথে আহ্বান করিয়াছেন তাহা কি আ-  
পনি অনুভব করিতে পারেন না?’

শিবজী। অরাজী। জয়সিংহ স্বয়ং  
বাকা দান করিয়াছেন যে দিল্লি গমনে  
আমার কোনরূপ অনিচ্ছা ঘটিবে না।’

অরাজী। ‘কপটচাঙ্গী আরংজীব  
যদি আপনাকে বন্দী করেন বা হত্যা ক-  
রেন, তখন জয়সিংহ কিরূপে আপনাকে  
রক্ষা করিবেন?’

শিবজী। সঙ্গী লঙ্ঘনের ফল তিনি  
অপাই ভোগ করিবেন। সন্তজী।  
রাষ্ট্রভূমি বীরশাসিনী, আরংজীব

অভয় করিলেন অরাজী। ‘আমি যে যুদ্ধাঙ্গল  
প্রস্তুত হইবে আমার জলে। তাহা  
নিশ্চিত হইবে না। আরংজীব ও সমস্ত  
সৈন্য মারাজী। তাহাতে সন্দেহ হইয়া বা-  
কি। আপুর ফল নিশ্চয় ফলিবে।’

শিবজীকে স্থির প্রতিদেখিয়া আর  
কেই নিষ্পত্তি করিলেন না। কণেক পর  
শিবজী বলিলেন—

‘আমি একটি কথা আছে, পেশত-  
রাজী মুগ্ধকর। আবাজী স্বর্গদেব। অরাজী  
দত্ত। আপনাদিগের নায় প্রকৃত বন্ধু  
আমার অতি বিরল,—আপনাদিগের  
নায় কার্যকম বিচক্ষণ পণ্ডিত মহারাষ্ট্র  
দেশে বিরল। আমার অবর্তমানে মহা-  
রাষ্ট্র দেশ আপনারা তিন জনে শাসন  
করিবেন, আপনাদিগের আদেশ আমার  
আদেশের নায় সকলে পালন করিবে,  
একপ আজ্ঞা দিয়া যাইব।’

মুগ্ধকর, স্বর্গদেব ও অরাজী শাসনভার  
গ্রহণ করিলেন। অরাজী মালিকী তখন  
বলিলেন, ‘কত্রিয় রাজ। আমার একটি  
আবেদন আছে। ‘শাল্যকাল হইতে আ-  
পনার সঙ্গ ত্যাগ করি নাই, অনুমতি ক-  
কন, আপনার সহিত দিল্লি যাত্রা করি।’

সঙ্গল নয়নে শিবজী বলিলেন, মা-  
লিকী। তোমার নিকট আমার আদেশ কি-  
ছু নাই,—তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে।’

সীতাপতি কণেক পর বলিলেন—‘রা-  
জী। তবে আমাকে বিদায় দিল, আ-  
মাদের সাক্ষাৎ বহুতীর্থে যাইতে হ-

ইবে। জীবনকে নিরাপদে রাখুন।

শিবজী। 'নবীন' গোস্বামিন! কুশলে তীর্থযাত্রা করুন! বুদ্ধেব লম্বয় জীবনকে পুনরায় স্বরণ করিব, আপনাকে পোষ্য। প্রায়শ্চিন্তা আমি দেখিতে পারি। কাক্ষ্য করি না। আপনাকে মত অঙ্গ বয়সেই এরূপ তেজঃ, সাহস ও বীর্য আমি আর কাহারও দেখি নাই।

পরে, একটি দীর্ঘনিশ্বাস গ্রহণ করিয়া অপরিষ্কৃটস্বরে বলিলেন—‘কেবল আর এক জনকে জানিতাম!’

সত্য কথা হইল। শিবজী শরণাগারে যাইয়া বহুকণ চিন্তা করিতে লাগিলেন, নবীন গোস্বামীর উৎসাহবাক্যে বার বার মনে মনে উত্তেজিত হইতে লাগিল। ‘আমেকক্ষণের নিমিত্তকাল’ মিত্রগণ যেন সেই উৎসাহবাক্যে উত্তেজিত হইলেন, সেই বী-  
র্যবাক্যে উত্তেজিত হইলেন। কিন্তু স্বপ্নে  
স্বপ্নেই বসিয়া থাকিয়া ও রূপের  
সংকলন করি। শিবজী স্বপ্নে সেই উত্তে-  
জিত বাক্যে উত্তেজিত হইলেন, কিন্তু বক্তা  
কোনজন নবীন গোস্বামী নহে, বক্তা রঘু-  
নাথজী হাবেলদার।

## আর্য্যবর্ষেদ ।

অভাব ও প্রয়োজনীয়তা ই যাবতীর  
বিজ্ঞান ও আবিষ্কারের জনক জননী।  
অনাথা নদীমাতৃক মিসর দেশে জামি-  
তির বহুল প্রচার ও রূপণ-প্রকৃতি শীতক-  
টীবদ্ধে কৃষি বাগিচা ও শিম্পয়াদির  
আদি উদ্ভাবন দৃষ্ট হইত না। জগতে যথ-  
নই যে জাতি পরিতপ্ত অপরাপর জাতি অ-  
পেক্ষা উন্নত হইয়াছে, তখনই সেই জাতি,  
দেশ কাল ও জলবায়ুর ক্রিয়াভেদে, স্বীয়  
বিশেষ বিশেষ অভাব যোচনারূপে নতন উ-  
পায় উদ্ভাবন করিয়া, অপেক্ষাকৃত অসভ্য  
জাতির শিক্ষা হইয়াছে। উপরে যে শা-  
ব্দের উল্লেখিত হইল, তাহাও এইরূপ জাতি  
বিশেষের প্রয়োজনীয় দাবীতেই হইবে,

উহা শরীরমাত্রেয় সাধারণ প্রয়োজনভূত।  
প্রাচীনকালেও, যে সকল জাতি অতীত  
অসভ্যাবস্থায় ছিল, তাহাদেরও তৎকালে  
এইরূপ কিয়ৎপরিমাণে বিদিত ছিল।  
যাহার শরীর আছে, তিনিই ইহার জন্য  
কখনও না কখন ব্যাকুল হইয়াছেন। আ-  
র্য্যবর্ষেদ ও তৎক্রিয়াধিকভূত মানবশরীর  
এইরূপ অংশও নিয়মে সংবদ্ধ যে, একের  
অস্তিত্ব অপরের পরিচায়ক। কিন্তু তাৎক্ষণ  
আহমান অকিঞ্চিৎকর অসংবদ্ধ ভেষজ-  
তত্ত্ব একটি বিজ্ঞান বলিয়া পরিগণিত হইতে  
পারে না।

ইতিহাসালোকবর্তী হস্তে করিয়া কা-  
লের অঙ্গকার পূর্বে যে পর্য্যন্ত গমন করা

যায়, তৎকালে কবিদের বেদ ও পুরাণমো-  
দীচা প্রদেশের নিম্নতম প্রাচীনতম। এত-  
দূরেকা দূরত্বকালে কি ছিল, ভাবা ভাবি-  
বার কিছু পরিচয় দেয় না। অমিত্র  
আদৌ প্রাচীনতম যুগেদের কোনকটি  
বর্ণনা অবলম্বন করিয়া দেখাইব যে পুণ্ড্র  
প্রাচীনতম জাতি আখ্যায়িকায় প্রাচীন  
শাস্ত্রনামোচিত আয়ুর্বিজ্ঞান উদ্ভাবন ক-  
রিয়াছিলেন।

উপাসনারূপিত যেমন মমুষ্যের প্রকৃতি-  
গত, মমুষ্য ইহা একেবারে ছাড়িতে পারে  
নাই, বোধ হয় পারিবেও না, যোগোৎ-  
পত্তিও তজ্জন মানবপ্রকৃতির আদিবিকার-  
জন্মিত; এজন্যই বেদকবি বলিয়াছেন, বে-  
দ নিত্য ও আদিপুরুষ ব্রহ্মার কীর্তিত। আ-  
বার তাদৃশ হেতু নিবন্ধনই আখ্যায়িক ব্রহ্মা-  
কেই আয়ুর্বেদের আদিবক্তা বলিয়া বি-  
শ্বাস করেন।

পুরাণাদি হিন্দুশাস্ত্রে একপ প্রথিত  
আছে যে, সত্যযুগে লোকসকল নীরোগী  
ছিল। ত্রৈতার প্রারম্ভে ও সত্যের শেষ-  
ভাগে রোগ সঞ্চার হয়। অনেক নব্য-  
শিক্ষিত পাশ্চাত্য সভ্যতাবিশ্বাসী হয়ত,  
মোক্ক পৌরাণিক বাক্য শুদ্ধ কথানাস-  
ম্মত ও একেবারে অসংসারশূন্য বলিয়া  
উপহাস করিবেন; কিন্তু একটুকু শ্রীতির  
সহিত চিন্তা করিয়া দেখিলে, তিনি নিশ্চ-  
য়ই উহার সারথিতা অনুভব করিতে পা-  
রবেন। আয়ুর্বিজ্ঞানে একথা বলিব না  
যে, সেইকালে সমস্ত মমুষ্য একেবারে

স্বস্থ ছিল; কদাপি কালের আত্মভঙ্গ-  
জন্মিত ক্রেশ পাঠিতে হয় নাই; বরং ইহাই  
দেখাইব যে অতীত প্রাচীন ভারতসমাজেও  
রোগী শোক বর্তমান ছিল; কিন্তু, কথা  
এই যে, সত্যে নিরাময়ত সম্বন্ধে পৌরাণিক  
বাক্য একেবারে তাৎপর্যবিহীন নহে।  
যখন মানবসমাজ শিশু, যখন পল্লীগ্রামে  
প্রতি বর্গক্ষেত্রে দ্বিসহস্র লোকও থাকে  
নাই; যখন মানবজাতি প্রাচীনা বলিয়া  
জগতে পরিচিত হয় নাই; বালাবিবাহ,  
মদ্যপান ও অপরাধের সভ্যতাসূচক বি-  
লাসসামগ্রী যখন ভারতক্ষেত্রে দুর্লভতার  
বীজ বপন করে নাই, যখন ঢাকার অতি  
সূক্ষ্ম কাপাসবস্ত্র বিনিময়ে দূরতর বন্দন,  
বাংলোভন চতুর্বিময়ে ব্রহ্মস্রাব্য সেবন  
করিয়া আখ্যায়িক ক্রান্ত হইয়া নাই, সেই  
সময়ে নিশ্চয়ই বর্তমান উনবিংশ শতাব্দীর  
বহুবিধ রোগের স্রষ্টা ছিল না, অতি  
সাধারণ রকমের কোন কোন পীড়া ব্য-  
তীত প্রায়ই রোগ প্রাচুর্য ছিল না। এ-  
স্থলে 'নিরোগী' এই পদটি রোগহীনত-  
সূচক নহে; নগ্নের অঙ্গত অর্থই এস্থলে  
প্রযোজ্য।

মানব সমাজের বিস্তৃতির সঙ্গে অ-  
নেক দুঃখ ও আসিয়াছে, অনেক দুঃখ ও  
আসিয়াছে। যে দেশ যত জনাকীর্ণ হই-  
য়াছে, সাধারণতঃ সেই দেশই তত পীড়ার  
জ্বালায় জ্বলিয়াছে।

অতীত কালের তৎসময়কার যে  
অসংখ্য আয়ুর্বেদ তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইত-





হইত তাহারত সম্বন্ধই নাই । এতদ্ব্যতীত ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে বেদ ক-বিগণ সোমলতার অধিষ্ঠানভূত দেবের ও কল্পনা করিয়াছেন ; কারণ অনেক স্থলে সোমদেবের প্রার্থনা ও বিদ্যমান আছে \* আর্য্যবর্তবিদ পণ্ডিতগণ অশ্বিন কস্ত্র-দিয় নাম সোমকে কদাপি চিকিৎসক বলিয়া বর্ণন করেন নাই ; শুদ্ধ ওষধিপতি বলিয়াই পরিচুপ্ত হইয়াছেন । একে স্থানে স্থানে স্বাস্থ্য ও বললাভের নিমিত্ত কস্ত্রদেবের প্রার্থনা বর্তমান দেখা যায় ; পরবর্ত্তিগ্রন্থাদিতে “স্বয়ং কস্ত্রেণ ভাষিতম্” বলিয়া অনেক তৈলবটিকার প্র-শংসাদ্বনিও বিদ্যমান আছে । অন্যতর সের কবি গুৎসমদ বলিয়াছেন ‘হে কস্ত্র ! তৎপ্রদত্ত স্বাস্থ্যরক্ষক ওষধি দ্বারা যেন আমরা শত শত শীত বাঁচিয়া থাকি ; ওষধিতক দ্বারা তুমি আমাদের সম্ভ্রানগ-ণকে বলান্বিত কর । কারণ শুনিতে পাই তুমিই চিকিৎসকদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ’ । এতদ্ব্যতীত এই যে আত্রেয় ধনুস্তরি, সূক্তত এমন কি বাতটপ্ত পক্ষান্ত ইহাকে অশ্বিন ইন্দ্রাদির নাম বৈদ্যশাস্ত্রীভূত ক-রেন নাই । কিন্তু রসেশ্বর মারসংগ্রহাদি

\* যানঃ শংসো অবরুযো ধৃষ্টি  
প্রণতমর্জনা রক্ষাণো ব্রহ্মণস্পতিঃ । সধা-  
বীরো ন বিবাক্তি যমিত্রো ব্রহ্মণস্পতিঃ  
সোমো বিবেতি বর্ত্তংসো দেবামো অ-  
দীব্যা বহুবিৎ পুষ্টিবর্জনঃ বনঃশিবভু-  
বস্তরঃ । স্বধেন সধাশ্রিতঃ ।

অনেক আধুনিক গ্রন্থে ইহার ভূমি ধনি  
প্রাপ্ত হওয়া যায় । এরূপ অনুমিত হয় যে ক-  
স্ত্রকারগণ পূর্বাচার্য্যদের এই ভ্রমাত্মক  
পাইয়া বেদোন্নিখিত কল্পদেবকে আর্য-  
শেন ব্যবসায়ী ও মহাদেবকে পরম বৈদ্য  
বলিয়া আপনাদিগের আরাধ্যদেবমাহাত্ম্য  
কীৰ্ত্তন করিয়াছেন ।

চুপ্তিগণ যে অতি প্রাচীন কাল হ-  
ইতে এতদব্যবসায়ের উন্নতিকল্পে নিযুক্ত  
হইতেন স্বকৈ তাহার আভাস পাওয়া  
যায় \* বাস্তব, যে প্রাণালীতে ভারতীয়  
আর্য্যবর্ত্তজান পদপল্লবকল পুষ্পাদিতে সু-  
শোভিত হইয়া একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষে পরি-  
ণত হইয়াছে, তাহার মূল সূত্র—আপার  
উর্ধ্বরতা বিধায়ক সার বীজাদি বৃক্ষের স-  
ময়েই নির্দিষ্ট হইয়াছিল । ইয়ুরোপীয় প-  
ণ্ডিতগণ স্বাতিপ্সিত গণনানুসারে স্বকৈর  
কাল খৃঃ জন্মের পূর্ব ২০০০ বৎসরের  
অন্যন বলেন । সূত্রাং যে আর্য্যবর্ত্তের  
দুই একটি গলিত পত্র আজও প্রাপ্ত হই-  
তেছি, অন্ততঃ ৪০০০ বৎসর পূর্বে তাহার  
বীজ বপন সম্পন্ন হইয়াছিল । রোগ মাত্র  
নাধারণতঃ জলের উপাদেয়তা, বহুবিধ  
জলজ পদার্থের রোগাপহারিনী শক্তি,  
উষ্ণকরণত রোগচিকিৎসা, বিশেষতঃ চক্ষু-  
রোগাপদমন, ও রাস্তার আর্য্যবর্ত্ত ব্যব-  
সায়ের উন্নতিকল্পে ওজাবধানের আবশ্য-

\* শত্রে রাজন্ ভিবজঃ সঞ্চয়ুর্জী  
গভীরা শ্রমতিষ্ঠে অস্ত \* \* \* \* \*  
বাকঃ ।

কত সেই পুরাকালেই আৰ্যমণ্ডলের নি-  
জী জ্ঞানগোচর হইয়াছিল। তখন জাতি-  
ভেদও হয় নাই, ব্যবসায় ভেদও হয় নাই।  
একই ব্যক্তির সন্তান স্ব স্ব কচি অনুসারে  
উপজীবিকার উপায় অবলম্বন করিতে।  
জন্মক বেদ কবি এই বলিয়া আত্মপরিচয়  
দিয়াছেন, 'আমার পিতা চিকিৎসক,  
মাতা তুল্য প্রস্তুতকারিণী এবং আমি  
কবি।' ভারতে ব্রাহ্মণ সন্তান কেবল  
যাজ্ঞান্যাদিনাদি বাতীত ব্যবসায়সত্তর অবল-  
ম্বন করিতে পারিবেন না, তৎকালে এমন  
কোনও সামাজিক অনুশাসন ছিলনা।  
কে কি ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া জীবিকা  
নির্ভর করিল, সমাজ তদনুসন্ধানে কা-  
ছাকে প্রশংসা বা নিন্দা করিবার জন্য  
আকুলিত হইত না।

### ব্রাহ্মণ বৈদ্যায়ুর্বেদ

বা

### মিশ্রায়ুর্বেদ।

হিন্দু শাস্ত্রানুসারে সত্যের শেষভাগে  
ত্রেতার প্রারম্ভে রোগোৎপত্তি হয়। পূর্বে  
উক্ত হইয়াছে, যে সত্যের অন্তিম, রোগ-  
হীন বোধক নছে, রোগের বিরুদ্ধ বা-  
জক; এতলেও রোগোৎপত্তি রোগবা-  
ত্বলা বোধক জ্ঞান করিতে হইবেক। এই  
সময়েই ভগবান্ ধনুস্তরির জন্মগ্রহণ করিলেন।  
ধনুস্তরির জন্ম বিবরণ পৌরাণিক কাহিনী  
মিশ্রিত হইলেও উহার কাব্যনিকাংশে  
কান প্রতিভা ( Poetical genius ) ও  
সমুদায়ের ঐতিহাসিক সারবস্তা বিলক্ষণ

বিদ্যমান আছে। আৰ্য্যভূমিতে ধনুস্তরির  
আদি বৈদ্য।

ইহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে  
যে যে কালে সমস্ত গ্রাম, নগর, উপনগর,  
নানাবিদ মহামারিতে ব্যতিব্যস্ত, নিক-  
পায় ভাতুর অসহ্য ব্যাধিধ্বংস হইতে  
মুক্তহইবার কোনও পন্থা না দেখিয়া এ-  
কেবারে হতাশ, সেই সময়েই অতি কুশল  
ককণাপরায়ণ বৈদ্যলাভ, সমস্ত প্রাণীর  
তয়ানক পীড়া নিবারণের অঘোষণায় উ-  
পায় লাভ, ভারতক্ষেত্রের ধর্মশীল মনুষ্য  
জনগণে দয়ারনিধান বজ্রলময় ঈশ্বরের বিশেষ  
ককণা বলিয়া প্রতিভ হওয়া বিশ্বাসের বি-  
ষয় নহে। ভারতবাসী এই জন্মই ধনুস্ত-  
রিকে অযোনিমস্তব বলিয়া বিশ্বাস  
করেন। ধনুস্তরির অনামুখী প্রতিভাই  
তাঁহাকে নারায়ণরূপী বলিয়া ভার-  
তের পূজোপহার প্রদান করিয়াছিল।  
একই ব্যক্তির দ্বারা এক সময়ে বহুস্থান-  
ব্যাপক মারী নিবারণ অসম্ভব; সুতরাং  
বাধ্য হইয়াই শীত্র শীত্র অনেক আৰ্য্যমণ্ড-  
ল আয়ুর্বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন ও তত্ত্বাবসায় অবল-  
ম্বন করিয়া বহু লোকের বিগদশাস্তি ক-  
রিতে লাগিলেন। এই সময়ে ব্রাহ্মণ বৈদ্য  
কত্রির দ্বিজ মাত্রই আয়ুর্বেদ ব্যবসায় অ-  
বলম্বন করিতেন; কিন্তু কালান্বয়ে ধনুস্ত-  
রির সন্তান পরম্পরা বংশবাহুল্য-হওয়াতে  
ও ব্যবহারজীবদের অনুশাসন ভয়ে ব্রাহ্ম-  
ণকত্রিাদি তত্ত্বাবসায় পরিভাগ করেন।  
যাহা হউক, এই সময়ে প্রথমভাগ ব্রাহ্ম-



গাদি বিজগণ ও পরভাগে বৈদ্যগণ তথা-  
বসায়ী ছিলেন বলিয়া ইহাকে মিত্রকাল  
নামে অভিহিত করা গেল ।

ধন্বন্তরি অমৃতচাৰ্য্য ।

অন্য, গাকর ও মার্কণ্ডেয় পুরাণানু-  
সারে ভগবান্ ধন্বন্তরি ত্রেতাযুগের প্রা-  
রম্ভে সমুদ্ভূত হইলেন । এইরূপ প্রাপ্তি আছে  
যে, একদা মহর্ষি গালব \* সমিংকুশাহ-

\* সুদিক্তির উবাচ ।

ধন্বন্তরিমহাভাগ অমরেশঃ কথং পুরা ।

অভবচ্চক্কিতো বিজ্ঞস্তম্বে বদ মহামুনে ॥

ঐত্রেয় উবাচ ।

ভোরাঞ্জেয় যথা জাতো ধন্বন্তরিঃ হৈবতু ।

মহর্ষিগালবো নাম কাষ্ঠদত্তাহরোবনম্ ॥

জগাম তত্র ভ্রমণাদতিশ্রান্তো বভূব সঃ ।

ততো নিরীক্ষয়ামাস তৃষ্ণাতুর কলেবরঃ ॥

বনস্যচ বহির্ভাগে কন্যামেকাং দদর্শ সঃ ।

জলপূর্ণ ঘটং নীড়া গচ্ছতীং পিতৃমন্দিরং ॥

তাংদৃষ্টা কটচিন্তোহসৌ বভাসে মুনিপুঙ্গবঃ ।

হে কনো ত্বংজলং দেহি প্রাণরক্ষাং কু-  
শমে ।

ততঃ সা কলশং ভূমৌ নিধার্য্য তিষ্ঠদ্রুতয়া ।

গালবশ্চাক্কিতো যেন স্নাত্বা তেয়ং পপৌ-  
চতৎ ।

প্রোবাচ চাপি হে কনো ত্বং সংপুত্রবতী-  
ভব ॥

ততঃ প্রোক্তবতী কন্যা ন মে পাণিগ্রহোহ-  
ভবৎ ।

স্বামিনিবরচাহ কাড়ং কিং নাম তে বদ ।

রণার্থ ভ্রমণ করিতে করিতে এক নরো-

পাশ্বে উপস্থিত হইলেন । এইশান্ত মুনি

তৃষ্ণাতুর হইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া

দেখিলেন যে, বনবহির্ভাগে একটি কন্যা

জলপূর্ণকুন্ত কক্ষে করিয়া গৃহে বাইতেছে ।

মুনিবর তদ্বর্ণনে ছট্টিচিৎ হইয়া বলিলেন

হে কনো ! আমি নিতান্ত তৃষ্ণাতুর,

ভ্রমণ করিয়া আমার প্রাণরক্ষা কর ।

প্রাঙ্গণভক্তিপরায়ণা জলকুন্ত প্রদান ক-

রিলে মহর্ষি গালব স্থান করিয়া যথেষ্ট

উবাচ পুনরনুশা বৈশ্যকন্যা হ্যহং বিভো ।

বীরভদ্রাভিধানাচ জানীহি মুনিপুঙ্গবঃ ॥

ততো বিচিন্ত্য স মুনি স্তামাদায় জগামহ ।

ঋষীগমগ্রতো নীড়া রতান্ত মবদন্তদা ।

আকর্ণ্য তে মহারাজ উচুর্হর্ষিত মানসঃ

তত্রং কৃতং মনে হুনমানীতেয়ং যতন্তয়া ।

বৈশ্যায়ং বীরভদ্রায়ং ধন্বন্তরিভূমিযাতি

ইত্যুক্ত্বা তেহপি মনুরঃ কুসপুত্তলিকং ততঃ

কন্যা ক্রোড়ে দদ্রুন্তয়া বেদমুখ্যার্থাতং কুশে

প্রাণপ্রতিষ্ঠা মপ্যাসাচকুঃ পুঙ্গবকার্ত্তিম্ ।

ততোহভবৎ কাঞ্চনরাশি গৌরং

বালোতি সৌম্যাক্তিরেব তম্যাঃ

ক্রোড়ে বিলোটাক্যব স্ততঃ মুনীন্দ্রাঃ

প্রাপ্তমুদং বেদতঃ এষ জাতঃ ।

বৈদ্য স্ততোহয়ং জননী কুলেচ

দ্বিত শুভোহয়ং ইতি প্রসিদ্ধঃ

এবমুক্ত্বা ততঃ সকেমুনয়ে দেবরপিণঃ

অমৃতচাৰ্য্যমপ্যাসাচকুঃ বৈশ্যভিধানকম্ ॥

\* \* \* অমৃতচাৰ্য্যমিত্যেকোক্ত

পুরাণ বচনানি ।

জল গ্নান করিলেন। এবং অতি পরি-  
তোষ লাভ করিয়া বলিলেন হে কন্যা  
আমার পরিতোষ হেতু তোমার সংপুত্র  
লাভ হউক। কন্যা বিস্মিত হইয়া বলি-  
লেন, ভগবান্ আমার যে বিবাহ হয় নাই।  
গালব পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, বৈশ্য  
কন্যা বলিলেন, আমার নাম বীরভদ্রা।  
আমি বৈশ্যকন্যা। অধিবর তাঁহাকে সঙ্গে  
নিয়া মুনিসমাজে সমস্ত রত্নান্ত বর্নন করি-  
লেন, সকলে হর্ষিত হইয়া বলিলেন, মুনি-  
বর, আপনি বাড় মঙ্গল করিয়াছেন এই  
বীরভদ্রার গর্ভে ধনুস্তরি জন্মগ্রহণ করি-  
বেন এই বলিয়া সকলে কুশপুত্রলিকা  
নির্মাণকরতঃ বীরভদ্রার ক্রোড়ে অর্পণ  
করিলেন ও বেদমন্ত্র জপ করিয়া ইহার  
প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিলেন। অমনি অতি  
সৌম্যরূতি কাঞ্চনরাশি গৌর বীর-  
বালক বীরভদ্রার ক্রোড়দেশ আলোকিত  
করিল। মুনিগণ স্কটচিত্তে বেদ হইতে  
জাত বলিয়া ইহার নাম বৈদ্য রাখিলেন,  
এং জননীক্রোড়ে স্থিত বলিয়া ইনি অ-  
শ্বষ্ঠ নামে প্রসিদ্ধ হইলেন।

সহস্রয় সন্ধিবেচক পাঠক সহজেই বু-  
ঝিতে পারিবেন যে অশ্বষ্ঠ বংশ প্রবর্তক  
ভগবান্ ধনুস্তরির জন্মবিবরণ কেন পুরাণ  
কবি এবিধ অলৌকিক উপাশাস ও অ-  
লঙ্কারমিশ্রিত করিয়া বিবৃত করিয়াছেন।  
যিনি অসাধারণ অলৌকিকশক্তিসম্পন্ন,  
সকলেই তৎসম্বন্ধীয় সমস্ত বিষয় অলৌ-

কিক বলিয়া মনে করে। পুরাণ কবি  
এজন্যই ধনুস্তরিকে অযোনিমন্তব ও অ-  
রায়ণাংশ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন \*।  
যাহা হউক এবিধ পুরাণ ইতিহাস হ-  
ইতে সার গ্রহণ করিলে সংক্ষেপতঃ এই  
মাত্র জানা যায় যে তৃক্ষাতুর মহর্ষি গা-  
লবের পিপাসা শান্তি করিয়া শূশীলা বৈ-  
শ্যকন্যা গালব দত্ত পুত্রলাভরূপ বর প্রাপ্ত  
হয়েন †। কিন্তু অসং অবিবাহিত এবং  
মহর্ষি বাকাও মিথ্যা হইবার নহে, সু-  
তরাং সমাজ কলঙ্ক অবশ্যস্তাবী; ইত্যা-  
কার চিন্তা করিয়া সত্বিনয়ে সমস্ত মনঃ-  
শক্তি গালবকে নিবেদন করিলেন। গা-  
লব অপরাপর মহর্ষিদিগের পরামর্শানু-  
সারে বীর ভদ্রাকে বিবাহ করিলেন।  
বলা বাহুল্য যে তৎকালে ব্রাহ্মণাদির অ-  
স্তরজাতীয়া কন্যার পাণিগ্রহণ শাস্ত্র  
সঙ্গত ছিল। ধনুস্তরি এই বীর ভদ্রার  
গর্ভে ও গালব ঔরসে জন্ম গ্রহণ করেন।  
ডরবাজ প্রভৃতি মহর্ষিগণ একত্র হইয়া  
ইহাকে আত্মবেদ ব্যবসায় দান করেন।  
মহৌজা অমৃত্যুচার্য এইরূপ ইন্দ্র হইতে  
আত্মবেদ শিক্ষা করিয়া বৈদ্য বংশের মূল  
সংস্থাপক হয়েন।

\* ত্রৈলোক্য জাহ্নবীতোয়ং বৈদ্যোনা-  
রায়ণঃশ্রয়ম্।

† পাঠক মনে রাখিবেন যে সেই-  
কালে কন্যাগণ সর্বদাই অশ্রু বরসে বি-  
বাহিত হইতেন না।

## বয়ঃসন্ধি।

So our lines glide on : the river ends, we don't  
know where, and the sea begins, and then there is  
no more jumping ashore.

George Eliot.

একাকী বসিয়া সাদ্ধাগগণের মধুর  
শোভা নিরীক্ষণ করিতেছিলাম। সুবর্ণ  
রঞ্জিত সহস্র মেঘখণ্ড আকাশে ইতস্ততঃ  
বিকিণ্ড ছিল। নীলাকাশে দুষ্কফেণ শুভ্র  
বলাকাপংক্তি কালিন্দীর নিকট বন্ধে  
স্বৈতকুমুমদামবৎ ভাসিয়া যাইতেছিল।  
মুহূ পবনসঞ্চারে মেঘখণ্ড বিশেষ ঈষৎ  
অপসারিত হইল। পাঠক, স্বর্ণ-সীধি  
বিভূষিত কোম প্রিয় শ্যামাজীর মুখ-কান্তি  
অতৃপ্ত নয়নে নিরীক্ষণ করিয়াছ? নি-  
টোল ললাট প্রদেশে, যেখানে উজ্জ্বল স্ব-  
র্ণকান্তি শ্যাম মাদুরীতে মিশিয়া যায়,  
সেই স্থানের সেই শোভা কি কখনও  
দেখিয়াছ? যদি দেখিয়া থাক, তবে  
আমি সেই আসন্ন প্রদোষ সময়ে গজা  
পুলীনে বসিয়া মেঘপ্রান্তে নীলাকাশের  
যে প্রশস্ত শোভা দেখিতেছিলাম তাহার  
আভাস পাইবে।

আরও তো অনেকবার সাদ্ধাগা-  
শের এই পরম রমণীয় শোভা দর্শন করি-  
য়াছি; তবে আজি এ বিস্ময়ভা কেন?  
চিহ্নের এ মুহূ চাক্ষুস্য, চকুর এ অপূর্ব

রাগরাস্ত্রি কেন? বহুদিন গত হইল  
আর একবার এই শোভার নবীনত্রে মো-  
হিত হইয়াছিলাম। সে দিবস আমার  
জীবনে এক চিরস্মরণীয় পরিবর্তন সংঘ-  
টিত হয়। গভীর নিশিথে তমসারত ক-  
ক্ষের গবাক উন্মুক্ত করিলে যেমন ক্ষু-  
বৎচন্দ্রিকারশি অকস্মাৎ কক্ষ আলো-  
কিত করে;—অদূরবিকশিত কুমুমসৌরভ-  
বাহী মুহূবায়ুস্ত্রোত কক্ষ আমোদিত করে;  
সে দিবস আমার হৃদয়ের নিগুঢ় প্রদেশে  
সেইরূপ শারদচন্দ্রমাসিক, কুল-কুমুম-সুর-  
ভিত, অব্যক্তপ্রকৃতি এক নূতন ভাবের  
সঞ্চার হয়। সে দিবস আমি কৈশোর-  
সীমা অতিক্রম করিয়া, যৌবরাজ্যে প্রথম  
পদক্ষেপ করিয়াছিলাম; সে দিবস আ-  
মার জীবনে নির্যদনদীসজ্জবৎ অপূর্ব  
বটনা সংঘটিত হয়। নীলাকাশে বিদ্রাঘ  
বেগাবৎ আজি তাহার মধুর স্মৃতি স্বর্ণকান-  
লের জন্য হৃদয় আলোকিত করিয়াছে।

এখন আমি কৈশোরসীমা অতিক্রম  
করিয়া যৌবরাজ্যের অনেক দূর অগ্রসর  
হইয়াছি। আমার জীবনের এক অদ্ব

অক্লান্ত হইয়াছে, দ্বিতীয় অর্ক এখনও শেষ হয় নাই । উজ্জলরক্তি ভাবরাগ লইয়া এখনও রক্তভূমিতে বিচরণ করিতেছি । সাধু প্রকৃতির যুগ্মশাসনে সু-কার্য্য করিয়া কখনও নরজীবনে দৈব-সুখময় প্রদর্শন করিতেছি ; এবং গতির রজনীতে হৃদয়ের নিগূঢ় প্রদেশে আত্মপ্র-সাদের বিমলদ্যোতি অতীব করিয়া একাকী আত্মোদ্বোধন করিতেছি ; কখনও বা কূট প্রকৃতির দুর্ব্বার প্রয়োচনার ক্রুত পরিচালিত হইয়া মানবচরিত্রে নরক-মূলত কলঙ্কক্ষেপ করিতেছি, এবং অসু-তাপের দুর্গুণবিন্দু বিদগ্ধ হইতেছি, এই ভাবে জীবন যাইতেছে । কিন্তু হৃদয় আজি কিছু বিচলিত হইয়াছে ; ভূতকা-লের এক মধুর দৃশ্য আজি অকস্মাৎ উ-হাতে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে ।

কোটি কোটি লোকেরতো কিশোর বয়স চলিয়া গিয়াছে । কিন্তু কেহ কি বিরলে নীরবে মনোসংযোগে একবার ভাবিয়া দেখিয়াছে যে, কোন অলক্ষ্য সূত্র অবলম্বন করিয়া যৌবনভাব তোমার হৃদয়কে অধিকার করিয়াছে? তোমার অজ্ঞা-জ্ঞানকে কোন্ সময়ে তোমার হৃদয় কুটু-লম্বাভ পরিহার করিয়া যৌবন কুসুমের নববিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে? আজি তো-মার হৃদয় যৌবনগর্ভোদ্ভাসিতা তপ্ত গ-জের তরঙ্গভঞ্জে বিহ্বল; কিন্তু তুমি কি ব-লিতে পার, কোন সময়ে নবপ্রারুণের প্রথম দাগ তোমার চিত্তভূমি সিক্তিত ক-

রিয়া প্রথমে কীণ প্রবাহিত হইয়াছিল? অনেক দিন চলিয়া গিয়াছে, তাই বলিয়া কি জীবনের সর্বপ্রধান ঘটনা স্বরূপ এই সন্তোষাগরসম্ময় কখন সংঘটিত হইয়া-ছিল, তাহার অনুসন্ধান করিবে না?

মানব জীবনে বয়ঃসন্ধি নিরূপিত ক-রিবার কি কোন নির্দিষ্ট রেখা আছে? এমন কি কোন নির্দিষ্ট কাল, চিহ্ন কিম্বা কার্য্য আছে যে, যাহা লক্ষ্য করিয়া প্র-ত্যেক জীবনের এই অভূতপূর্ব্ব, অপূনঃ-মস্তাবী সন্ধিস্থল নির্দেশ করা যাইতে পারে? বয়োধিকাতা প্রকৃত যৌবনের প-রিচায়ক নহে; তুমি বিংশতিবর্ষ অতিক্রম করিয়াছ বলিয়াই যে তুমি যৌবরাজ্যে প্রবেশ করিয়াছ এমন নহে । সংসারে নিজীব, কীণায়তন, এবং আজন্মরোগক্রিষ্ট কত লোক আছে, কিন্তু কেহই তাহানি-গকে যৌবনশালী বলিয়া উপহাস ক-রিবে না । শরীরগুণি যৌবনলুচক নহে । কেহবা পঞ্চবিংশবর্ষ বয়সে মৈসূর্ণিক কা-রণে পঞ্চদশবর্ষীয় বালকের, নায় কী-ণাল; কেহবা পঞ্চদশবর্ষ বয়সেই সর্বপ্র-কার শারীরিক সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠে । তবে কি বিদ্যা এবং বুদ্ধিকেই যৌবনের আনন্দ বলিব? তাহাও দুষ্কিসঙ্গত হয় না । একবিংশতি বর্ষে কেহ বা বিশ্ববি-দ্যালয়ের সর্বোচ্চ পরীক্ষায় সমুত্তীর্ণ হই-তেছেন; কেহবা আবাসিকা নির্দিষ্টমনে জীবন উৎসর্গ করিয়াও অভিলষিত সিদ্ধি করিতে সমর্থ হয় না । তখন কি বলিব যে

পশ্চাদ্ভুক্ত হস্ততাগা আমরণে যৌবরাজ্যে  
প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হয় নাই? কেহ কেহ  
বলিবেন যে, জীবনে ধর্মতাবের গভীরতা  
লাভই যৌবনপ্রাপ্তিবৃদ্ধক, এ নির্দেশও  
নিতান্ত জয়সম্মূল। তাহা হইলে ধ্রুব এবং  
প্রজ্ঞাদ অপর্যাপ্ত বয়সেই প্রাপ্ত যৌবন  
হইয়াছিলেন বলিতে হইবে। আর উন্নত  
শ্রুতি, উদ্ধতবিক্রম রত্নাকরকে বালক ব-  
লিতে হয়। তবে দেখা যাইতেছে যে,  
বয়স, বিদ্যা, বুদ্ধি কিংবা ধর্মতাব প্রভৃতি  
মানবজীবনে যৌবনতাব আনয়ন করেনা।  
তবে সর্বজন স্পৃহণীয় এই কমনীয়  
সময়ের আনন্দতা কে? কোন্ পটনা, কোন্  
চিহ্ন অবলম্বন করিয়া আমরা এই মধুর  
সমসংসার গণনা করিব।

আমি নরনারীর জীবনে যৌবনতাব  
সংসারের এক মাত্র কারণ ও সময় অব-  
ধারণ করিয়াছি; তাহা সম্পূর্ণ আকস্মিক।  
স্ত্রী কিংবা পুরুষ বিশেষের প্রতি অকপট  
দৃষ্টিতে চোঁতা যখন একের হৃদয়ে অন্য-  
তরের প্রতি কোন অভূতপূর্ব, অজ্ঞাত  
প্রকৃতি নবতাবের সংসার হয়, তখন হই-  
তেই যৌবন আরম্ভ গণনা করিতে হইবে।  
সে ভাব, না প্রীতি সমুৎ, না প্রেম প্র-  
ণোদিত; তাহা স্নেহ হইতে স্বতঃনির্গত  
নহে, কিন্তু ভক্তিপ্রসূত অথবা ভীতি-  
দীপ্ত নহে, অথচ তাহাতে পরস্পর গাঢ়  
সংস্রিক্ত এই সকল বৃত্তি পরিলক্ষিত হয়।  
ভাবুক সেই সুবোধিত তাবের প্রকৃতি বু-  
ঝিতে সক্ষম হইবে।

অন্তে এই ভাবের কি সংজ্ঞা প্রদান  
করিবে, বলিতে পারি না; কিন্তু আমি  
ইহাকে পূর্বরাগ বলিয়া থাকি। পূর্ব-  
রাগ বলিলে আধুনিক সংস্কৃত সমাজে  
আমাদের নিকট কেবল প্রাপ্ত বয়স্ক নর  
নারীর মধ্যে অন্যায়ের প্রতি প্রেমভি-  
দ্য বলিয়া প্রতিরমান হয়। আমি  
পূর্বরাগের এ ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট নহি।  
পূর্বরাগ প্রণয়ে পরিণত হইতে পারে,  
কিন্তু পূর্বরাগ প্রণয় নহে। প্রীতি স-  
ঙ্কোচতাব পরিশুদ্ধ। কিন্তু পূর্বরাগ  
অন্যায়ের মধ্যে লজ্জার মূহ প্রভাব অনু-  
ভূত করাইবে। যে কখনও পূর্বরাগের  
আভাস অনুভব করে নাই, সে ভাবি  
প্রণয়পাত্রের নিকট গমন করিতে, তাহার  
সঙ্গে আলাপ করিতে সম্পূর্ণ স্বাধীন।  
আত্মীয়স্বজন জ্ঞানে নিয়মিত এবং সরল  
আচরণে সে কখন লজ্জার অনুপ্রভাবও আ-  
কৃষ্ট হইবে না। কিন্তু যখনই কৌমারমূলত  
স্বচ্ছহৃদয়ে পূর্বরাগের আভাস অগিয়া  
পতিত হইবে, তখনই তাহার মুখনাথনা  
অদৃশ্যিত প্রভাবিত হইয়া উঠিবে। অ-  
নির্দিষ্টহেতু মূহ লজ্জার কম আবরণে  
অকস্মিক নরনবিভ্রম লুকায়িত হইবে।  
এবং হৃদয়ের নিগুঢ়তম প্রশান্ত প্রদেশে  
এই আকস্মিক আবেগের সাক্ষাৎ কারণ  
আধিকার করিতে সে সম্পূর্ণ অসমর্থ হ-  
ইবে। প্রকৃত প্রণয়ে লজ্জার আধিপত্য  
নাই। প্রণয়ী অমানচিত্তে, স্থিতমুখে প্রণয়-  
ভাজনের সম্মুখীন হইবে এবং অকস্মিক

এই আশ্রয় গ্রহণ করিতে সঙ্কুচিত  
হইবে না। সংসারের বাধা, গুরুগত্যা,  
সমাজের লালসার কারণে বিরত করিতে  
পারিবে না। জ্যেষ্ঠত্ব পূর্বত প্রাপ্ত  
হইতে যদি একবার বেগে প্রধাবিত হয়,  
তুঙ্গশৈল সংবাদ্য প্রাপ্ত হইলেও দুর্জয়  
বেগ কলপ্রপাতরূপে তাহা অতিক্রম ক-  
রিয়া সহস্রোত্তর বিক্রমে পুনর্বার নিজ  
পন্থার অনুসরণ করিবে। আমি এমত বলি-  
তেছি যে, সকল প্রণয়ীই কল, মান আ-  
ত্মীয় কুটুম্ব, গৃহ সংসার পরিভ্যাগ করিয়া  
অভিলষিত পাত্রের অনুসরণ করিবে।  
কিন্তু কলময় আশ্রয় নহে, প্রণয়ের অধীন।  
প্রণয় যেখানে, কলময় সেখানে স্বতঃ প্রধা-  
বিত হইবে। শরীর পিঞ্জরবদ্ধ হইতে পারে,  
কিন্তু কলময়ের অক্ষুণ্ণ বিহার নরশাসনবহি-  
তৃত্ব। তবে এমন বহিঃপ্রণয়ী থাকিতে পা-  
রেন, যিনি প্রণয়োৎসবে আত্মরখোৎসর্গ  
করিয়াও চিত্তের ঠৈর্য্য এবং শান্তি রক্ষা  
করিতে সমর্থ হন। যিনি পূর্বরাগ  
অনুভব করিয়াছেন, তিনি রাগ ভাজ-  
নকে স্বেচ্ছতর জানে মনে মনে তাঁহার  
আরাধনা করিবেন; আর যিনি প্রণয়ী  
হইয়াছেন, তিনি প্রণয় পাত্রের সমকক্ষ,  
অথবা তাঁহাকে সমকক্ষ বলিয়া বিশ্বাস  
করেন। পূর্বরাগ যেরূপ প্রীতি কিম্বা  
প্রেম নহে, তেমনি উহা সুখ ভক্তি, ভীতি  
কিংবা স্নেহসমুদয় নহে।

নর নারীর জীবনে কখন যে এই মা-  
নসমুদয় আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহার

কোন নির্দিষ্ট সময় নাই। কেহবা  
লৌকিক যৌবন অনেক দিন লাভ করিয়াও  
এই অপূর্বভাবের আধিকারী হয় না।  
আবার কেহবা অতি অল্প বয়সেই উহার  
মোহ প্রভাবে উদ্ধগত হইয়া উঠে।  
কিন্তু যে বয়সেই হউক না কেন, যখন  
যে মুহূর্ত্তে ইহার আভাস অনুভূত করে,  
সেই মুহূর্ত্তেই তাহার অসংপ্রসার জীবন-  
শ্রোত যুগসংলাপী নিরন্তর প্রকৃত পরিভ্যাগ  
করিয়া উত্তালতরঙ্গকুলা পূর্ণ গঙ্গার কল-  
প্রবাহে উদ্বেলিত হয়। ঠেকেশ্বর মনস্ত-  
মুগ্ধভাব, অক্ষুটপ্রকৃতির পরামুগ্ধতন, যৌ-  
বনোদ্যমে সংসারপর্যবেক্ষণে এবং স্বা-  
বলঘনে পরিণত হয়। আশ সন্তুষ্টি কৌ-  
মার্য্যের নীরবে অশ্রাবিসর্জন করিতে  
করিতে বিদায় গ্রহণ করিয়া ভূতকালে  
বিলীন হইয়া যায়; এবং সংসারভার  
মস্তকে ধারণ করিয়া হাস্যমুখে নবযৌবন  
মানবহৃদয় অধিকার করে। কলা বালক  
ছিল, আজি যুবা হইলে! আজি হইতে  
শারদচন্দ্রমায় কলম্ব থাকিবে না; এবং  
শিতরশ্মী শীতলতর অনুভূত হইবে। আজি  
হইতে ক্ষুটকুমুমে নবরাগাব্যাক্তি ও গভী-  
রতর সুরভি নিঃসৃত হইবে; এবং বনবি-  
হঙ্গ নিবাসে নৃতন তন্ত্রী মুরালাপ প্রভ  
হইবে।

যদি পুরুষ হও, তাহা হইলে কানি-  
নীর মুখমণ্ডলে নৃতন শোভা দেখিতে পা-  
ইবে। এত দিন যেখানে সাদারগ সৌন্দর্য্য  
দেখিতে, আজি প্রকৃতির সৌন্দর্য্য ক-





সোমরস পান করিতে নিষেধ ছিল। ইহা সকল যোগীরাই সম্বন্ধে পুণরাবৃত্তি করিয়াছেন। এ বিষয়ে তাঁহারা কতদূর কৃতকার্য হইয়াছেন, তাহা উক্ত সোসাইটির সাময়িক পত্রিকার \* প্রত্যেক পৃষ্ঠাই সপ্রমাণ করিয়া দিতেছে। এবং বর্তমান আন্দোলনে তাঁহারা কতদূর কৃতকার্য হইবেন, তাহা ভবিষ্যতের তমসাময়ী গুহায় নিহিত। সে যাহা হউক, আমরা বহু দিন হইতে বিবিধ প্রকারে গ্রন্থ আলোচনা দ্বারা এবং নানা প্রকারে অনুশীলন করিয়া, সোমরস সম্বন্ধে যে সকল প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহা প্রকাশ্যে, বর্তমান প্রস্তাবে, তাহা বিবৃত করিয়া প্রতিপাদ্য করিতে প্ররত হইলাম। বহুদিনের অধ্যয়ন পরিশ্রমের পর, সোমরস সম্বন্ধে আরও কিছু জানিতে পারিয়াছি, তাহা বাক্যবোধের পাঠকগণ এবং আনুষ্ঠানিক সোসাইটির সভ্যদিগের নিকট উপদেশ বাক্যে বিবেচিত হইবে, এই ভরসায় আমরা এ গুরুতর প্রস্তাবের অবতারণা করিলাম।

সোমরস, আর্কান্সবিদিগের এক প্রকার পানীয় জব্য। ইহা সকল যোগীরাই সেবা ছিল। ব্রাহ্মণ, ক্রিষ্ণ, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি বর্ণই ইহা পান করিত। সংসারত্যাগী, যোগী, সন্ন্যাসী-

\* Journal of the Asiatic Society, Bengal.

সকলে ইহা পান করিতে নিষেধ ছিল। ইহা সকল যোগীরাই সম্বন্ধে পুণরাবৃত্তি করিয়াছেন। ইহা—

“যুগে যুগেইপি কৰ্ত্তব্যে যোগীনাং যোগসাধনং। পিরেৎ সোমরসং পান্যম্। আয়ুর্ধোদ্যাবলপ্রদং॥” (শিবস্মৃতিঃ)

পূর্বকালে সোমরস যজ্ঞস্থলে ব্যবহৃত হইত। সোমরস কাহারও গৃহে পান করিবার নিয়ম ছিল না। দেবতা মন্দিরে, কোন পীঠ স্থানে, বা ছয় যজ্ঞস্থলে ইহা পান করিতে হইত, তদ্বিন্ন অন্যত্র পান করিবার নিষিদ্ধ নিয়ম ছিল। যদি কেহ কোন স্থলে, সোমরস পান করিবার জন্য অভিলষী হইতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে সেই স্থলে দেবারাধনা করিয়া সেই স্থানটিকে পবিত্র করিয়া লইতে হইত। অগ্নি যজ্ঞের আয়োজন করিয়া লইতে হইত। যজ্ঞে যে সকল ত্রব্য দেবোদ্দেশে প্রদান করা হইত, তাহার মধ্যে সোমরস প্রদান। অগ্নি সোমরস প্রদান না করিলে যজ্ঞ-ক্রিয়ার অমুষ্ঠান হইত না। সকল যজ্ঞেই যে সোমরস প্রদান করা হইত এমত নহে। কোন কোন যজ্ঞে দেওয়ার রীতি ছিল, তাহা পরে বলা হইতেছে।

আর্কান্সবিদিগের মধ্যে নানা প্রকার যজ্ঞ-অমুষ্ঠানের রীতি প্রচলিত ছিল। তন্মধ্যে দেখা যায় প্রাচীন ভারতে ৬৭ প্রকার যজ্ঞ ছিল। সেই সকল যজ্ঞ আবার ৩১০৩ ভাগে বিভক্ত ছিল, তাহাদের নাম—  
১. তপস্বী। এই ৬৭ প্রকার যজ্ঞ-অমুষ্ঠানের

বেদীর শেষ বেদীতে সেই সকল বেদীর আকার যোড় ও প্রকার, যথা, এককোণী, ত্রিকোণী, চতুর্কোণী, অষ্টকোণী, বৃত্তা এবং দন্তী। বেদীর আকার এই ছয় প্রকার। ইহার মধ্যে এককোণী, ত্রিকোণী, চতুর্কোণী ও দন্তী এই ৪ প্রকার বেদী যে যে যজ্ঞে নির্ধিত হইত, তাহাতেই সোমরসের ব্যবহার ছিল। অন্য যজ্ঞে ব্যবহৃত হইত না। বেদীর মধ্যস্থলে একটি বৃত্ত গম্বুকৃৎ থাকে। ব্রাহ্মণ (পুরোহিত) বেদীর এক পাশে উপবেশন করিয়া সর্বপ্রথমে প্রজ্জ্বলিত অগ্নি মধ্যে সোমরস নিক্ষেপ করিতেন। তদনন্তর সোমরসের পূজা ও সোমদেবতার আরাধনা করিবার অন্যান্য অনুষ্ঠান আরম্ভ হইত। যজ্ঞমুষ্ঠান শেষ হইলে, আরাগণ সকলে মিলিয়া \* সোমরস পান করিতেন। সোমরস একটি পাত্রে ফেলিয়া, তাহাতে বেদী মধ্যস্থ অগ্নিকুণ্ডের কিঞ্চিৎ তন্ম্যাবশেষ মিশ্রিত করা হইত, তাহার পরে তাহা পান করা হইত।

যজ্ঞের পুরোহিত প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ড মধ্যে সোমরস নিক্ষেপ করিয়া সোমদেবতার আরাধনা করিতেন, এবং অপরাপর দেবতার নামোচ্চারণ করিতেন। কোন দেবতার উদ্দেশেই উপাসনা করা হইত; তাহার অর্থ এইরূপ—‘হে সোম! তুমি আমাদের রক্ষক, তুমি আমাদের প্রভু। তুমি যজ্ঞস্থলে দিয়া রথসহ উপস্থিত হও।

\* তত্ত্ববেদিনি পত্রিকা।

আমরা সোমরস গ্রহণ করি।’ ইত্যাদি। এই সকল ছন্দোবদ্ধ শ্লোক বা উপাসনার শ্লোক তন্ত্রিসমাজে উচ্চৈঃস্বরে গান করা হইত। উপনীতমান শ্রবণোন্মত্তের প্রতি তাঁহাদের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। অতি শুদ্ধ শ্রবণযোগে উচ্চারণের সময় তাহা হইলে, তাঁহারা আপনাদিগকে প্রত্যাবার-প্রাপ্ত ও প্রশস্ত-শক্তি মনে করিতেন এবং তজ্জন্তু সোমরস পানে তাঁহাদের তৃপ্তি হইত না। \* এই উপাসনার গানে তাঁহারা তিন প্রকার বৈদিক স্তব ব্যবহার করিতেন। তাহা এই—উদাত্ত, অনুদাত্ত এবং শ্রুতি। এখনকার উদাত্ত, মুদাত্ত ও তারাকে ইহাদের প্রতিনিধি স্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে। উদাত্ত—নিগম, অনুদাত্ত—শ্লোক এবং শ্রুতি—সাঁ ও ম, এইগুলির সহিত ঐক্য হয়। শ্রুতি কখন কখন মড়ক ও পক্ষীর সহিত ঐক্য হয়। এইরূপ একটি চিহ্ন (১) বেদের মন্ত্রের উপরে থাকিলে উদাত্ত মন্ত্রে বৃষ্টিতে হইবে। এইরূপ একটি চিহ্ন (২) যদি বৈদিক মন্ত্রের উপরে থাকে তাহা হইলে শ্রুতি এবং যদি নিম্নে থাকে তাহা হইলে অনুদাত্ত বৃষ্টিতে হইবে। আবার এই গান করিবার সময় বাদ্যেরও প্রচলন ছিল। তখন যদিও বিশুদ্ধ বাদ্যের স্রুতি হয় নাই, কিন্তু স্বগবেদ দেখা যায় তৎকালীন যজ্ঞিরা সোমরস আরাধনাকালীন এবং

\* Muir's Sanskrit Text.

সোমরস পানকালীন পুলোকিত হইতে গীত বাঙ্গা করিতেন। বৈদিক বাণেশ তালের কিছু নমুনা আমরা দিতেছি।—  
যথা হা, হী হী হা; হা হী হী হী হী হা;  
হাং হীং বুহা। পম্ পশো পং পং; হাং  
উং হুং, ইত্যাদি। এই প্রকার গীত বাঙ্গা  
করিতে করিতে আয়োদে সোমরস পান  
করা হইত।

যাহা হউক, এক্ষণে, সোমরস ত্রি-  
নিষটা কি এবং কোথায় পাওয়া যায়,  
দেখা আবশ্যক। এ বিষয়ে পণ্ডিতমণ্ডলীর  
মধ্যে নানা প্রকার মত ভেদ হইয়াছে।  
কেহ কেহ ইউরোপীয় কুলও স্বভাবের  
বশবর্তী হইয়া গতানুগতিক পাণ্ডিত্য  
প্রকাশ করিতে ও ছাড়েন নাই। আবার  
কেহ কেহ বা একেবারে হাস্যকর মতা-  
বলীর সৃষ্টি করিয়া হান্ত্যাপন হইয়াছেন।  
যাহা হউক, সোমরসসম্বন্ধে কতিপয়  
সংকৃতশাস্ত্রবিৎ জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিতের  
মত এ স্থলে কিয়ৎ পরিমাণে আলোচনা  
করিলে বোধ হয় অযুক্তিসম্মত হইবে না।

পণ্ডিতবর সারউইলিয়ম জোন্স ও  
হোমরেশ উইলশন সাহেব বলেন, সোমরস  
এক প্রকার রূকের পাতার রস। পুত্রসিদ্ধি  
রাজস্থানইতিহাসলেখক টড সাহেব, নি-  
র্দেশ করেন যে, ইহা এক প্রকার রূক  
বুলের রস \*। মাজাজবাসী জনৈক  
সোলজি পণ্ডিত বলিয়াছেন, ‘ওডুচী’

\* ভারতীয় গ্রন্থাবলী। ১ম খণ্ড।

১৮ পৃষ্ঠা।

প্রাচীন কাল সোমরস বহু  
হইত। আয়ুর্বেদীয় ত্র্যম্বকিয়ারে, বা-  
মুনহাণী অথবা ত্র্যম্বকিয়ারে সোমলতা ব-  
লিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। কাহারও মতে  
সোমরস ফলবিশেষের রস মাত্র। পু-  
রোগ্য ইংলিশম্যান সম্পাদক বলেন, রস-  
বর্ণের এক প্রকার লতা সোমলতা বলিয়া  
উল্লিখিত হয়। ঐ লতার রস স্নিগ্ধ, পু-  
গন্ধ, এবং তাম্রমধুর \* অধ্যাপক গুন সা-  
হেব গ্রীসদেশীয় সূর্যলতার (Sunplant)  
সহিত এই সোমলতা ও সোমরসের  
তুলনা করিয়াছেন। এই রসে মাদকতা  
শক্তির বৃদ্ধি হয়, ইহা উত্তেজক এবং  
প্রচণ্ড পুরার (Strong wine) ন্যায়  
কার্য করে। † একজন অধ্যাপক ব-  
লিয়াছেন, সোমরস কপিত ত্র্যম্বকিয়ার।  
আর একজন মহাত্মা বলেন, সোমরস—  
স্রে দিগগ || বৈদ্যে লিখিত আছে, সোমল-  
তার রস তৃণিকর, মাদক, হর্ষজনক পুষ্টিকা-  
রক, রোগ নাশক এবং স্নিগ্ধ। যথা—

\* “The ‘some’ plant of the Vedas  
was the *Aclepias Acida* of Roxburgh,  
now known as the twining plant with  
few leaves; and with clusters of small  
and fragrant flowers. It yields a  
mild, acid, milky juice, and grows  
in various parts of India.” The Eng-  
lishman, 23rd July, 1873. And also  
Vide “Lecture on the Religious sects  
of India” P 32. by R. N. Datta.

† Green's Vedic literature. V, 1 P 2.

(ক) অধোমিস্ত্র ইন্দ্র বোমঃসরা মা-  
দরিকবঃ । তন্মা মধঃ মুদঃ ।

(খ) গরক্ষানো অবিহা বসুবিং পু-  
ষ্টিবর্জনঃ ।

পণ্ডিত কালীকমল সাক্ষীভৌম ব-  
লেন, “সোমলতা নামক লতা বিশে-  
ষের মূল হইতে সোমরস নির্গত হয়। ইহা  
ব্রহ্মের ন্যায় ক্ষেত ও তরল। \*\*\* ইহা  
দীপ্তিমত সেবন করিলে, মনুষ্য লাভাশুভ  
ও দৌৰ্ভাগ্যবী হয়। এবং প্রভুল ক্ষমতা  
শালী ও পুষ্টিকার হয়।” অমাত্যক ও-  
য়েবর কহেন, “দীপ্তিমত ঔষধের ন্যায়  
সোমরস সেবন করিলে শরীর কন্দর্পের  
ন্যায় কাণ্ডি ধারণ করে এবং শরীরে প্র-  
ভুত বল হয়। একবার সোমরস সেবন  
করিয়া এক দমে ৫।৬ ক্রোশ যাওয়া  
যায়।” \* বেদ পাঠে জানা যায়,  
সোমরসের বর্ণ জলের ন্যায় তরল এবং  
ব্রহ্মের ন্যায় গাঢ়। বেদের “সন্তে প-  
রাংসি সমুচ্চ রাজা” এবং “রাজো-  
মূতে বকগসা ব্রতানি বৃহস্পাতেবঃ তব  
সোমধাম”—প্রভৃতি শ্লোক প্রাচীন ইহার  
ব্রহ্মের ন্যায় গাঢ় এবং জলের ন্যায় তর-  
ল প্রতাপ হইতেছে।

সোমরস যে সোমনামধের এক প্র-  
কার লতার রস এই বিষয়ে সন্দেহ থাক-  
তেছে না। এই লতা পার্শ্বী প্রদেশে  
জন্মিয়া থাকে। বেদে ও ইহা পার্শ্বীর  
বলিয়া কথিত আছে যথা;—“যংমানৈঃ

সামুখ্যাক্তং ভূর্বা ল্পষ্ট কর্তৃঃ। তদি-  
ক্ষ্যার্থং চেততি যুগ্মেন বৃষ্টি রেচতি।”  
এই সোমরস উজ্জল (Sparkling) এবং  
দেখিতে সুন্দর। মর্কসি বাল্মীকি, রাম  
চন্দ্রের রূপ বর্ণনার স্থলে বলিয়াছেন,  
‘সোমবৎ প্রিয়দর্শনঃ।’ অর্থাৎ সো-  
মের ন্যায় দেখিতে সুন্দর। এতদ্বারা  
সোমলতা ও সোমরসের সুন্দর শ্রী প্র-  
তিপাদ্য হইতেছে। হরিবংশ, মহাভারত  
প্রভৃতি গ্রন্থে ও এইরূপ উল্লেখ আছে।  
অথর্ববেদে লিখিত আছে, অর্ঘ্যে যেতপ  
অমৃত, মর্তে সেইরূপ সোমরস। যোগ  
শাস্ত্রে আছে, “পবনাতাসযোগ সা-  
ধনা কবিলে যে ফল পাওয়া যায়, একবার  
সোমরস সেবন করিলে তদ্রূপ ফল পা-  
ওয়া যায়।”

কোন কোন পণ্ডিত বলেন, সোমলতা  
বা সোমরস এখন আর পৃথিবীতে পাওয়া  
যায় না। সোমলতানে পার্শ্বী নামক  
তাঁহার প্রতিনিধি স্বরূপ গ্রহণ করিতে  
হয়। এই পার্শ্বী নামক চি দেব উচিত।  
পার্শ্বী নামক পৃথিবীর অমৃত শাস্ত্রে,  
পার্শ্বী নামক জল বলিয়া লিখিত  
আছে। অমরকোষে এবং ঋগ্বেদে ইহার  
প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা—(ক) “পবঃ  
কিলঃসমমৃত মিভামঃচোষঃ। (খ) অপু-  
শ্বমৃতমপুঃ ভেষজমপুঃ তেজঃপ্রশস্ত-  
য়েদেবা ভগতবাকিনঃ। ঋগ্বেদ। ১।২৩।  
১২ (গ) অপুঃম সৌমো অত্রদীপ্ত  
বিদ্যাদি ভেষজ। অগ্নিক বিশ্বজন্তবঃ আ-

পক্ষি-বিশেষজ্ঞঃ। ১। ২৩। ২০খগেন্দ্র”  
উহে, এত অনুসন্ধান ও পরিশ্রমের পর  
সোমরস কি জল বলিয়া প্রতিপন্ন হইল ?  
ইহা বিশ্বাস করিতে বুদ্ধি প্রতিহত হয়,  
মনর সমুচিত হয়। শাস্ত্রে, পার্থিবামৃত  
অর্থে জল বলিয়া উল্লেখ আছে কিন্তু সো-  
মরস যে জল তাহা কোথাও উল্লিখিত  
হয় নাই। সোমাতাবে জলের ব্যবহারের  
কথাও কোথাও দেখি নাই। অতএব এ  
মতটি বিশ্বাস বা সংযুক্তিসঙ্গত নহে।

জর্জগ দেশীয় কতিপয় পণ্ডিত, Asci, &  
Acilia কেই সোমলতা বলিয়া উল্লেখ ক-  
রেন। ইহা কতদূর বিশ্বাসযোগ্য বলিতে  
পারি না। অপর কেহ কেহ সোমলতাকে  
পুঁইশাক বলিয়া নির্দেশ করেন। মাঘ-  
বেদের যজুর্বিংশ ব্রাহ্মণের এক আখ্যানি-  
কায় উক্ত হইয়াছে যে, সোমলতা পৃথি-  
বীতে আর উৎপন্ন হয় না। এজন্য অন্য  
জ্যোতীষ্য ইহার প্রতিনিধি করিয়া যজুর্হলে  
আনয়ন করিতে হয়। প্রতি এত্রে সো-  
মাতাবে পুতিকা (পুঁই) শাকের বিধি  
আছে। যথা—“সোমাতাবে পুতিকা-  
মভিসুয়াৎ।” যজুর্বিংশ ব্রাহ্মণ, প্রকৃতি  
প্রাচীন সংস্কৃতগ্রন্থে সোমাতাবে পুতিকা-  
বিধানের অনেক শ্লোক আছে। জ্যোতীষ্য-  
বেদের একস্থলে ‘পুতিকরঞ্জলতা’ সো-  
মলতা বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। বেদে  
সোমলতার আকার বৈরূপ বর্ণিত হই-  
য়াছে, তাহা পুঁইশাক বলিয়াই আ-  
বিশ্বাস জন্মে। পুতিকা শাকের

উদ্ভ (আঁশ) থাকে সোমলতার তাহাই  
ছিল। ইহাকে সোমতন্তু কহে। যথা—  
‘অণ্যায়ম মন্দিরম সোম বিশেষভিরং-  
ভিঃ। ত্বানঃ সূক্ষ্মবস্তনঃসেদারবে।’  
( ১৩ অধ্যায়ঃ। ১০ সূক্তঃ। ) অতীত  
হাগ সাহেব পুনঃ হইতে যে সোমলতা  
আনিয়া ছিলেন, তাহার আকার পুতিকা  
শাকের সহিত অনেকটা একা হইয়াছিল।  
কিন্তু তাহার আশ্বাদ অতীব তিক্ত এবং  
দুর্গন্ধ যুক্ত। \* অনেকে বলিয়াছেন  
ইহা প্রকৃত বৈদিককালীন সোমলতা  
নহে। †।

সে বাছাইটুক, আমার দৃঢ়বিশ্বাস এই  
যে, সোমলতার আকার বন-পুঁই শাকের  
ন্যায়। কিছুদিন পূর্বে আমি কতিপয়  
পণ্ডিতের সহিত বেলগাছিয়ায় গিয়াছি-  
লাম; তথায় সোমরসের উল্লেখ হওয়াতে,  
বানিরালাল বাজি নামধেয় জনৈক পা-  
কৃত্য দেশীয় মোহান্ত আমাদের এক  
লতা দেখাইয়া ছিলেন, তাহা আকৃতিতে  
কৌমল পুতিকা শাকের মত। আমরা  
৪ : ৫ জন্মে উহা আশ্বাদন করিয়া ছিলাম,  
তাহার স্বাদ ইবৎ অন্ন মধুর বলিয়া বোধ  
হইল। উহার পত্র পুতিকা শাকের পা-  
তার মত; কিন্তু তত রুচনোৎকর্ষ। আমি,  
ক্রম বশতঃ, উহাকে প্রথমপুঁইশাক বলিয়া  
বিশ্বাস করিয়াছিলাম, কিন্তু বাস্তবিক  
তাহা নহে। উহা পুঁইজাতীয় বটে,।

\* Aid. Br. Vol II P 439.

Edinburgh Review Vol LX, No IV

বন-পুং ইয়ের সহিত অনেকাংশে সাদৃশ্য আছে। (\*) এই মোহান্ত প্রতিদিন উহার রস প্রায় একছটাক পরিমাণে পান করেন, তাহাতে তাঁহার মেশা হয়। তিনি পূর্বে গাঁজা, চরস, এবং অহিকেন সেবন করিতেন, কিন্তু এই রস সেবন করা অবধি তাঁহার এ সকলের আর প্রয়োজন হয় না। মোহান্ত আমাকে উহা উপঢৌকন দিয়াছিলেন। আমি তাহা ভারতবর্ষীয় শুল্কোন্নতি সভার (†) বিলাতস্থ পৃষ্ঠপোষক জীযুক্ত মেম্বার্স জুইট্‌নি বড্‌ এবং কোম্পানীকে সপ্তমে পাঠাইয়া ছিলাম। তাঁহারা বহুদিগ প-রীক্ষা দ্বারা বলিয়াছেন ইহা প্রকৃত বৈদিক কালীন সোমলতা বটে। (‡) স-প্রতি পাণ্ডুরা রেলওয়ে স্টেশনের নিকট-বর্তী এদিনা মস্কিনের নিকট এক প্র-কার লতা দৃষ্ট হইয়াছিল। এই লতা তীক্ষ্ণত দেশীয় এক প্রকার লতার সহিত ঐক্য হয়। তীক্ষ্ণত দেশীয় লোকেরা এই লতাকে বৈদিককালীন লতা বলিয়া বিশ্বাস করে। তীক্ষ্ণত দেশে এই লতার নাম “মা-

নীর’। \* তত্রতা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী প্রতি-তেরা বানিহের ফেরপ রূপ ও গুণ বর্ণনা করেন, পাণ্ডুরা প্রাণা লতা অনেকাংশে তদ্রূপ। ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানীর কর্মকর্তা গার্ড উহা প্রাপ্ত হইয়া উদীয় রস আশ্বাদন করিয়াছিলেন। উহার আকৃতি ও আকৃতি সোমরসের ন্যায় প্রতীত হয়। ইহার স্বাদ অন্নমধুর। ইহা মাদক, কৃৎ-পিপাসোদ্দীপক, উদরের পীড়ানাশক, বিষয় এবং তৃপ্তিদানক। ইউরোপীয়েরা ইহাকে *Semita genia* কহিয়াছিলেন। বাস্তবিক তাহা নহে। আমি উহা রীতি-মত আশ্বাদন এবং পরীক্ষা করিয়া উহাকে *Genus moi ntee* বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া-ছিলাম। আশ্বর্ষের বিষয় এই, বানিয়া লাল বাজির প্রদর্শিত সোমরসের সহিত ইহার অনেক সাদৃশ্য আছে। যাহা ইউক, সোমলতার আকার অনেকটা যে বনপুং ই শাকের মত সে বিষয়ে আমার কিছুই সন্দেহ নাই।

পূর্বকালে নামী প্রকার সোমলতা ছিল। এক্ষণে যতদূর অনুসন্ধান দ্বারা জানা গিয়াছে, তাহাতে দেখিয়াছি, এখন ২৪ প্রকার সোমলতা পাওয়া যায়। অন্বেষণ করিলে ইহা মিলিতে পারে। এই ২৪ প্রকারের নাম এই,—অংশুমান, ভুজ্জমান, চন্দ্রমা, রাজতপ্রভা, দুর্দালীম, কনোরাম, খেতাক, কলকপ্রভা, প্রভামবান,

\* History of Thibet, by Colonel Rayne P 86, and Buddha in Thibet, P 17

† সোমপ্রকাশ। ৯ই আশ্বিন ১২৮৪।

‡ ভারতীয় জ্যোতিষনী। ১ম খণ্ড

৯৯ পৃষ্ঠা এবং Proceedings of the pre-liminary meeting of the I. E. Im-provement Society, P 7

\* History of Thibet, by Colonel Rayne, P 93.

সকল পক্ষের, অংশবান, সরঞ্জাম, সামগ্রী, গাছপাড়া, গাছপাড়াইটেট, কাগজ, লক্ষ্য, অমিটোম, টের, গাছপাড়া, গাছপাড়া, উড়ুপাড়া। এই সকল সোমলতার প্রত্যেকের ১৫টি অ-সিক পত্র হয়। লতা ও আকারে বড় দীর্ঘ নচে কিন্তু বড় সূন ও সরস। “ম-গাসোম” নামক সোমলতার বিংশতিটি পত্র দেখা গিয়াছে। এই সকল লতার পাতা শুক্ল পক্ষে ক্রমে এবং ক্রম পক্ষে পতিত হয়। অমাবস্যাতে সমুদায় পত্র নষ্ট হইয়া কেবল মাত্র লতাবশিষ্ট থাকে। এই সকল লতার তেজ শরৎকালে কিছু প্রখর হয়।

শান্ত্রে আছে, হিমালয়, মহা, মা-হেস্ত, মলয়, জী, দেবগিবি, পারিপাত্র, বিদ্ধ এবং বিতস্তা নানী নদীর উত্তরে যে

সকল পক্ষের আছে, তথায় সোমলতা পাওয়া যায়। সিন্ধু নামক মহানদে, কাশ্মীরের মানসসরোবর, দেবগিবি না-মক হ্রদে সোমলতা প্রাপ্ত হইতে দেখা অথবা বেদ দেখা যায়। তন্মধ্যে আছে, দাক্ষিণাত্যের কোম কোম পার্বত্য প্রদেশে এবং ভারতবর্ষের অনেক স্থানে, বিশেষ মহাবনে কিম্বা কোন বনময় প্রদেশে ইহা পাওয়া যায়। আনুবেদে আছে, ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রদেশে প্রচুর পরিমাণে সোমলতা জন্মায়। পশ্চিম ভারতে সোমলতার নামে একটি স্থানও প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু তথায় অনুসন্ধান করিয়া সোমলতা পাওয়া যায় নাই। ফলতঃ যতদূর জানা গিয়াছে, তাহাতে বোধ হয়, সোমলতা জল এবং স্থল উভয় স্থানেই জন্মায়। (কৃষ্ণঃ)

## ভারতে আর্ষজাতি ।

যে আর্ষজাতির গৌরব-প্রভাব অদ্যাপি ভারত গৌরবান্বিত, যে আর্ষজাতির বিদ্যা ও নীতিজ্ঞান জগৎপ্রতিষ্ঠা, যে আর্ষজাতির বিন্দুমাত্র বিবরণ অদ্যাপি অনুসন্ধানের বিজ্ঞানজগৎ কৌতূহল-শিখা প্রদীপ করে, যে আর্ষজাতির ভূমিসাচ্ছন্ন ইতিহাসের কণিকামাত্র উদ্ধারার্থ কত কত মহাপ্রবীণী জীবনের সার সময় অকাতরে ব্যয় করিতেছেন, এবং যে আর্ষজাতির সম্ভাবন ব-

লিয়া আমরা সংসারে চিরদিন সমাদৃত রহিয়াছি, সেই আর্ষজাতি কোথা হইতে কিরূপে ভারতবর্ষে শুভাগমন করিলেন তাহা জানিতে কাহার না প্ররুতি জন্মে? সেই প্ররুতি কথঞ্চিৎ চরিতার্থ করিতে চেষ্টা করাই উপস্থিত প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

আমাদের ধর্মশাস্ত্রের বহুতর আছে আর্ষ শব্দের উল্লেখ আছে। তৎসম্বন্ধে ব্রাহ্মণ, কত্রি ও তৈশ্য আর্ষ এবং



হেরা অমার্য্য বলিয়া উক্ত হইয়াছেন।  
যথা, কাভ্যায়ন-কৃত শ্রুতের ভাষা—  
‘‘শ্রুততুর্থাবর্ণঃ আৰ্য্যশ্চৈব বর্ণিকঃ।’’  
এবস্থিধ বর্ণ-বিভাগ দৃষ্টে অনুমান হয় যে,  
আৰ্য্যদিগের আগমনের পূর্বে ভারতে যে  
সমস্ত জাতি বাস করিত, তন্মধ্যে শূদ্রেরাই  
প্রধান। আৰ্য্যেরা ভারতবর্ষে প্রবেশ  
করিয়া ইহার প্রাচীন অধিবাসীদিগকে  
বিজিত ও বিদূষিত করেন; সম্ভবতঃ শূদ্র-  
দিগের নিরীহতা বা অনাগুণে বশীভূত  
হইয়া তাহাদিগকে হিন্দুসম্প্রদায় মধ্যে  
গ্রহণ করেন। সে যাহাইউক হিন্দুশা-  
স্ত্রের ন্যায় অন্যান্য অনেক জাতির গ্রন্থা-  
দিতে আৰ্য্যানামের উল্লেখ দেখা যায়, এবং  
ঐসমস্ত জাতিরাও আপনাদিগকে আৰ্য্যানামে  
পরিচিত করেন। হিন্দু, পারসীক, গ্রীক,  
রোমক, জর্জণ, কেল্ট প্রভৃতি কয়েকটি  
জাতিতে আৰ্য্য-বংশোদ্ভব বলিয়া সিদ্ধান্ত  
হয়। উল্লিখিত জাতিসমূহের ভাষা পর্ধা-  
লোচনা করিলে তন্মধ্যে কতকগুলি শব্দের  
সাদৃশ্য লক্ষিত হয়, তন্মধ্যে ঐরূপ অনুমান  
সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। ভাষাতত্ত্ব পণ্ডিত  
গণের গবেষণা দ্বারা এক প্রকার দ্বিতীকৃত  
হইয়াছে যে, স্কৃত, আৰ্য্যজীক, গ্রীক, লাতিন,  
জর্জণ প্রভৃতি কতপয় ভাষা এক মূল ভাষা  
হইতে উৎপন্ন। যদিও ঐ মূল ভাষা অ-  
জ্ঞাপি বর্তমান দেখিতে পাওয়া যায় না, ত-  
থাপি ঐ কর্তব্যের সাদৃশ্যদর্শনে উহাদি-  
গকে একবর্গে স্থাপন বলিয়া অনুমান হয়।  
অনেকে বলেন যে, সম্ভবতঃ

হইতেই ঐ ভাষা সমূহের উৎপত্তি হই-  
য়াছে; তাহাই হইলে অবশ্যই সকলে আপন  
আপন ভাষার শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনে যত্নবান  
হইবে এবং পরিশেষে উদ্দেশ্যাবিষয়ের সি-  
দ্ধান্ত করা দুঃস্থ হইয়া উঠিবে। পূর্বোক্ত  
ভাষাগুলির পরস্পরের সৌসাদৃশ্য দর্শনে  
এক হইতে অন্যের উৎপত্তি প্রতীয়মান হয়  
না। বাঁহারা ঐ ভাষাগুলির সম্যক্ অনু-  
শীলন করিয়াছেন, তাঁহারা ইহা নিঃ-  
সংশয় বুঝিতে পারেন যে, উহারা একই  
ভাষা, কেবল স্থানভেদে উচ্চারণের  
বৈলক্ষণ্য জন্মিয়াছে। এসম্বন্ধে অধিক  
স্থানব্যয় বা অধিক বাগাড়ম্বরের প্রয়ো-  
জন নাই সুতরাং আমরা এবস্থিধ দুইটিমাত্র  
শব্দ উল্লেখ করিব।

সম্পর্কবাচক	সংখ্যাবাচক
সংস্কৃত— পিতৃ	সপ্তম্
লাটিন—পাট্র	সেপ্টেম্
গ্রীক—পাট্র	হেপ্টা
জর্জণ—ফাতের	সেপ্ত
আৰ্য্যজীক * পৌতর	হপ্তন

আৰ্য্যদিগের যে সময়ের কথা হই-  
তেছে তখন তাঁহারা উক্ত সভ্যতার আদর্শ  
ছিলেন না; কিন্তু মানব সমাজ যতই কেন

\* পারসীকদিগের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থের  
নাম হাবস্তা। কেহ কেহ উহাকে জেন্দ্গা-  
বেস্তা বলেন। উহা যেরূপ ভাষার লি-  
খিত তাহা পারসীক ভাষা হইতে বহুল বি-  
ভিন্ন। অবশ্যই ভাষা আৰ্য্যজীক বলিয়া  
উল্লিখিত হইল।

অন্যত্র ইতি ন্যাক্ষত্রিক প্রথমেই তা-  
হাদের সম্পর্কহীন ও সংখ্যাবাচক শব্দের  
প্রয়োজন হইবে। এই কারণে আমরা স-  
ম্পর্ক ও সংখ্যা-প্রতিপাদক দুইটি মাত্র শ-  
ব্দের উল্লেখ করিলাম।

এতজপে ভাষার প্রকৃতি আলোচনা  
করিলে উপলব্ধি হয় যে, মূলে উক্ত জাতি-  
সমূহ একস্থানে থাকিয়া এক ভাষায় ক-  
থোপকথন করিতেন। ক্রমশঃ জনসংখ্যা  
বৃদ্ধি হওয়ার স্থানের অসংকুলান জন্য তাঁ-  
হারা নানা দিগদেশে প্রস্থান করেন।  
স্থান পরিবর্তন সহ, ঘটনাপরম্পরা বাঁহা-  
দের প্রতি বাদৃশ অনুকূল হয়, তাঁহারা তা-  
দৃশ জাতীয়োন্নতি সাধনে সমর্থ হন। জা-  
তীয়উন্নতিসহ জাতীয়ভাষাও বিস্তার রূপা-  
ন্তরিত হইয়া থাকে। অধুনা এই সমস্ত  
ভাষার যে বিভিন্নতা লক্ষিত হয়, উহাই  
তাঁহাদের হেতু। যৎকালে প্রাচীন জাতি  
একান্তভুক্ত পরিবারের ন্যায় একস্থানে  
বাস করিতেন, সে সময় তাঁহাদের ভাষার  
যে সকল শব্দের বহুল প্রয়োজন ছিল, অ-  
ধুনা দেখা যায় তত্র শব্দ নিশ্চয়ই দূর-  
দেশগত আর্ধ্যগণের ভাবাসমূহে সমভা-  
বেই রহিয়াছে। সুতরাং শব্দবিদ্যার  
অপার মহিমা বলে \* ইহা স্থির হইয়াছে  
যে, প্রাচীন কালে আর্ধ্যজাতি একস্থানেই  
বাস করিতেন। এক্ষণে দেখা আবশ্যিক  
সেই স্থান কোথায় সম্ভবিত ছিল।

\* শব্দ-বিদ্যা বা ভাষাতত্ত্বের ভাষা-  
বিদ্যায় সম্বন্ধিত।

ইহা সর্ববাদিসম্মত যে, আসিয়াখ-  
ণ্ডেই মনুজাতির আদিম নিবাস স্থল। এ-  
খান হইতেই অন্যান্য খণ্ডে মনুজাতির  
হইয়াছে। যদি এক জাতি মনুজাতি ইউ-  
রোপখণ্ডে গ্রীস, ইটালী, জার্মানি প্রভৃতি  
দেশে এবং আসিয়াখণ্ডের পারস্য ও ভা-  
রতবর্ষে অবতারিত হইয়া থাকেন, তাহা  
হইলে অবশ্যই তাঁহারা এই সমস্ত বিভিন্ন  
দেশের মধ্যবর্তী কোন স্থানে বাস করি-  
তেন। সে স্থান কোথায়? আর্ধ্যগণ আ-  
সিয়াখণ্ডের অন্তর্ভূত কোন শীতপ্রধান  
দেশে বাস করিতেন, তাহার সন্দেহ  
নাই। এখনও দূরদেশবাসী আর্ধ্যগ-  
ণের ভাষার শীতবাচক শব্দের সমদিক  
বাহুল্য ও সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। এই স্থান  
ভারতবর্ষের উত্তরদিকে সংস্থিত। কারণ,  
ভারতীয় বহুগ্রন্থে দৃষ্ট হয় যে, ভারতের  
পশ্চিমোত্তরদিক দিয়াই আর্ধ্যেরা এখানে  
আসিয়াছিলেন। ইহা প্রতিপাদিত হই-  
য়াছে যে গ্রীক ও রোমকেরা উত্তরপূর্ব  
দেশ হইতে গমন করিয়া গ্রীস ও ইটালী  
দেশে উপনিবেশ সংস্থাপন করেন \* সু-  
তরাং আর্ধ্যদিগের আদিম বাসস্থান নির্ণয়  
করিতে হইলে, আসিয়া মধ্যদেশে ভার-  
মিত আমরা পাঠকগণকে Maxmuller's  
Lectures on the Science of Languages  
নামক ২খণ্ড মনোজ্ঞ পুস্তক অধ্যয়ন ক-  
রিতে অনুরোধ করি।

\* Prichard's History of  
mankind Vols III

ভেদে উত্তর পশ্চিমস্থ এবং গ্রীস ইটালীর পূর্বেত্তরস্থ কোন শীতপ্রধান স্থান নির্ধারণ করা আবশ্যিক। অন্তবতঃ বেলুটান পর্বতের পশ্চিমে ও অসু নদীর প্রান্তবর্ণের সম্মিলনে যে শীতপ্রধান ও উষ্ণ ভূভাগ দৃষ্ট হয়, তাহাই আৰ্য্যগণের আদিম নিবাসভূমি। প্রাণিদানসহ ভূচিত্র দর্শন করিলেও একথা মনে উদয় হয়। সেই হিমালয়পরিবৃত মানবকুলের আদিম বাসস্থান হইতে আৰ্য্যগণ বিচ্ছিন্ন হইয়া ক্রমশঃ দেশে দেশান্তরে অবস্থান করেন।

কোন পথ দিয়া আৰ্য্যেরা প্রথমে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন তাহাই এক্ষণে নির্ণয় করা বিধেয়। পারসীক পৰ্য্যটনশ্রেণী আইমর্গ-বরজো নামে একস্থান স্থিতি প্রথম দেশ বলিয়া কীর্তিত আছে। ঐস্থান আমু ও সাইহুন নদী সম্মিলিত। আৰ্য্যেরা প্রথমে যে দেশে বাস করেন তাহাই সূচক স্থান মধ্যে প্রথম বলিয়া প্রাচীন গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার কোনও সন্দেহ নাই। আৰ্য্যেরা ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন স্থানোদ্দেশে প্রস্থান করেন। উক্ত গ্রন্থে সেরূপ অনেক স্থানের নামোল্লেখ আছে। সেই গ্রন্থেই ভারতীয় অন্যান্য স্থানের প্রসঙ্গ করিয়া পূর্বে, হপ্তহিন্দু ও হরখিতি নামক দুইটি ভারতবর্ষীয় স্থানের উল্লেখ দেখা যায়। সপ্তসিন্ধু ও সরস্বতী আধুনিক হপ্তহিন্দু ও হরখিতি নামকরণের রূপান্তর ভিন্ন কিছুই নহে। সুতরাং পঞ্জাব প্রদেশেই যে আৰ্য্য-

গণ প্রথম পদার্পণ করেন তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। বেদে অন্যান্য স্থানের নামোল্লেখের পূর্বে সপ্তসিন্ধু নাম পাওয়া যায় \* পঞ্জাবের পশ্চিমে গান্ধারী ও উত্তরে বাঙ্লীক দেশ প্রাচীন কালে হিন্দু সমাগম ছিল তাহার নিদর্শন আছে। অদ্যাপি হিন্দুকুল পূর্বে সিরিয়ারোশ নামে এক হিন্দুজাতি দৃষ্ট হয়। এতদ্বারা আৰ্য্যগণের ভারতের উত্তরপশ্চিমদিক দিয়া প্রথমে পঞ্জাবে অধিবাস স্থাপন ঘটনা সুচাকরূপে সমর্থিত হইতেছে।

পঞ্জাবে আৰ্য্যসম্প্রদায় মধ্যে ধর্ম, আচার, ব্যবহার প্রভৃতি সম্বন্ধে যোরতর মতান্তর উপস্থিত হয় এবং তজ্জন্য তাঁহাদের মধ্যে দাক্ষণ কলহ ও বিচ্ছেদের আবির্ভাব হয়। পুরাণে ও কয়েকখানি বৈদিক ব্রাহ্মণে যে দেবাত্মের বুদ্ধপ্রসঙ্গ বর্ণিত আছে, তাহা আৰ্য্যগণের এই গৃহকলহ ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই কলহ

\* সিন্ধু, তাহার পঞ্চ শাখা এবং সরস্বতী এই সপ্ত নদীর বিদ্যমানতা হেতু পঞ্জাবের সপ্তসিন্ধু বা হপ্তহিন্দু নাম হইয়াছে।

† গান্ধার অধুনা কাণ্ডাহার। প্রতারাষ্ট্র গান্ধাররাজ তনয়া গান্ধারীকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

‡ বাঙ্লীক অধুনাতন বাঙ্লক। এই দেশে শান্তনু রাজার জাত। রাজত্ব করিয়াছিলেন।

জগৎকল্লি, যতান্তরিত আর্থা, প্রভৃতি  
করিয়া, পারস্যদেশে গমন করেন;  
তাহারা পারসীক নামে খ্যাত। অবশিষ্ট  
আরোহা জমশৎ প্রভৃতি বসতি বিস্তার  
করিয়া, বিদ্যার আলোচনার  
মদ-মারো পারস্যেই প্রথম প্রথম কাল  
যাপন করেন।

কালের কি অপরিমিত ক্ষমতা! প্রকৃ-  
তি কি বিস্ময়াবহ আবর্তন! পরিবর্তনের  
কি অমোঘ গতি! কোথায় গঙ্গা-যমুনা  
ভদ্রীরের লীলাভূমি আর্ধ্যাবর্ত, কোথায়  
টাইবার-সলিলবিদ্যোত রোম রাজ্য।  
কোথায় চির-ভূয়ারারত অত্রঙ্গ হিমা-  
শ্রির মালভূমি, কোথায় গিরিবর আশ্বে-  
বিশোভিত আর্মিনি দেশ! কোথায় পুণা  
সলিল-সংগঠিত, জামধর্মনিকেতন প-  
বিত্র বারাগমী ক্ষেত্র, কোথায় বিলাস-আ-  
বাস-ভূমি প্রকৃতির প্রিয় বজ্রহন সিরাম  
নগর! কি আশ্চর্য! কি বিস্ময়জনক!  
অবিস্তীর্ণ বীচিমাল্য বিকোচিত অনন্ত সা-  
গর, সমুদ্রত স্রুদ্র বিস্তৃত ভূদর, দূরব্যাপী  
দ্রুত মলভূমি, ভয়াল জন্তু সমাকুল গহন  
কামন, কলনাদিনী স্রোতস্বতী, প্রকৃতির  
পরম রমণীয়তার ভাণ্ডার স্বরূপ মনোহর  
ব্রহ্ম সমূহ আর্ধ্যজাতির অধুনাতন নিবাস-  
ভূমি সকল পরস্পর বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখি-  
য়াছে। ফলতঃ তৎসমস্তই একজাতির  
লোকের নিবাসস্থল। ওত্রত্য অসিকাহন  
মানবের বিরায় একই শোণিত প্রবাহিত।  
একই স্থান হইতে সেই মানববৃন্দ সকা-

রিত। তাহারা একই ভাষায় কথোপক-  
থন করিতেন, একই সামাজিক নিয়মে  
সঞ্চালিত হইতেন, একই রাজ-শাসনের  
অধীন ছিলেন, একইরূপ কার্যে সকলের  
আসক্তি ছিল। কিন্তু কি ভয়ানক প-  
রিবর্তন! অন্য আর সে মানবগণ মধো  
কয়েকটি শতাব্দের সাধারণ ভিন্ন আর কিছু-  
রই সাম্য নাই। আজ আমরা কেহ কা-  
হাকে আপনার বলিয়া চিনি না। আজ  
আমরা পরস্পর পরস্পরকে পর হইতেও  
পর বলিয়া মনে করি। আজ আমাদের  
ধর্ম, সমাজনিয়ম, রীতি, নীতি, সম-  
স্তই বিজাতীয় পরিবর্তন পরিগ্রহ করি-  
য়াছে। এখন তাহাদের ভাষা শুনিলে  
আমরা পক্ষীর ভাষা মনে করিয়া স্থির ন-  
রনে চাহিয়া থাকি, তাহাদের উন্নতি ভা-  
বিলে স্তম্ভিত হই। আমাদের অধোগতি  
স্মরণ করিলে বাণিত হই। আজ পরস্পর  
আর্ধ্য-শোণিত-সমুৎপন্ন জাতি সমূহ সম্পূর্ণ  
বিভিন্ন। আজ তাহাদের মধ্যে সহানুভূতি  
নাই, ভ্রাতৃত্ব নাই। অধিক কথা কি,  
আমাদের বোঝাই ও মাল্লাজহু পারসীক  
ভ্রাতৃগণের সহিত আমাদের সর্বাপেক্ষ।  
হিন্দু-সম্পর্ক; তাহারা তাহাই জানেন  
কই? আমরাই বা তাহা জানি কই?  
কিন্তু এ সকল জাতিতে স্থানের বিভিন্নতা  
ব্যতীত অন্য কোন পার্থক্য নাই, থাকেও  
উচিত নহে। হিন্দু, জর্মণ, গ্রীক, পার-  
সীক প্রভৃতি জাতি সমূহ একই জাতি।  
আমাদের সকলের পরস্পর চির কালে

বিভিন্ন জাতভাবে বৃদ্ধ শাকিবীর সম্পর্ক । আমাদের সম্পর্ক উচ্ছেদ করিবার নহে, অস্বীকার করিবার নহে, বিলুপ্ত হইবার নহে । তবে এ ভিন্নভাব কেন ? আইস প্রদেশীরগণ আমরা আমাদের বিদেশস্থ অজাতীয় জাতগণের সহিত মমতা সংস্থাপনে প্রবৃত্ত করি, তাঁহাদের সহিত মিশ্রিয়া

কিন্তু তাঁহাদিগকে আমাদের সহিত মিশ্রিত হইতে নাহি, আমাদেরই হর্ষে তাঁহাদিগকে হামাই, তাঁহাদিগের বিপদে আমরা কাদি । আইস সকলে মিলিয়া আর্ঘ্য নামে পুনরায় জগত মাতাইয়া তুনি—এখন আমরা দিগকে বকে ধারণ করি। আমরা মনে কখন ।

জিনা:—

## জয়পুর ।

ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজপুতদিগের শাসনসময়াদি একটি কুপ্রথার প্রচলন হইয়া আসিতেছে । তদনুসারে রাজধানী কি প্রধান নগরের নামেই রাজ্য বা প্রদেশের নামকরণ হইয়া থাকে । করদ বা মিত্ররাজ্যগুলি ইংরেজশাসনের সম্পূর্ণ অধীন না হইয়াও তাহাদের সংগ্রহে এই কুপ্রথার হস্ত হইতে পরিভ্রাণ পায় নাই । রাজপুতানা প্রদেশে মাড়বার ও মিরার রাজ্য যথাক্রমে তত্ত্ব প্রদেশের রাজধানী যোধপুর ও উদয়পুর নামে সর্বসাধারণ সমীপে পরিচিত । জয়পুর নগরের নাম হইতে যে রাজ্যটিকে জয়পুর রাজ্য বলিয়া সকলে অবগত আছেন, তাহার প্রকৃত নাম চুণ্ডার । অথর্বের মহাদেবের নাম হইতে উহার আর একটি নাম অথর হইয়াছে । কলতঃ রাজপুতগণের মধ্যে চুণ্ডার ও অথর নামই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ।

চুণ্ডার বা জয়পুর মিরাররাজ্য সমূহ প্রাচীন নহে সত্য, কিন্তু মানসতম সম্বন্ধে তদপেক্ষা কোন অংশেই হীন নহে । উভয় রাজ্যের অধিনায়কই হর্ষাবংশাবতংশ রঘুকুলতিলক রামচন্দ্রের বংশজাত । লববংশীয় নরপতিবর্গ মিরার রাজ্য সংস্থাপনপূর্বক চতুর্দিকে সুরিকার বিস্তার করিয়া বাস করেন এবং কুশবংশীয় নৃপতি বিশেষদ্বারা চুণ্ডার রাজ্য সংস্থাপিত হইয়া অত্ৰাপি কালের উপর রাজত্ব করিতেছে ।

রাজপুতকুলচার্যাদিগের আত্মহুসারে নিরূপিত হইতেছে যে কুশবংশীয় নৃপতিবিশেষ পৈতৃক রাজধানী পত্তিত্যগ পূর্বক শোননদীর তটে রোহিস নামে এক দ্বর্গ সংস্থাপন করিয়া বাস করেন । কিন্তু কোন সময়ে এই দ্বর্গ সংস্থাপিত হইয়াছিল তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না । এই দ্বর্গ কতিপয়

পুণ্ডরীকেশ্বর বাসের পর ৩৫১ সম্বৎ-  
সংখ্যে (খ্রঃ ১১৫) কুশসন্তানগণের মধ্যে  
নল \* নামে জনৈক প্রসিদ্ধ নামা তুপতি  
নিষদ নামে এক নগর সংস্থাপন করেন,  
অধুনা ঐ নগর নরবার নামে প্রসিদ্ধ।  
ঐ প্রদেশে এরূপ কিস্বদন্তীও প্রচলিত  
আছে যে, কুশসন্তানগণ কর্তৃক রোটস্  
দ্রুগ নামে নিষদ নগর সংস্থাপনের মধ্যবর্তী  
কালে তাহার আর দুইটি নগর সংস্থাপন  
করিয়াছিলেন। প্রথমটির নাম লাহার  
এবং দ্বিতীয়টির নাম গৌরালিগর। এই  
কিস্বদন্তী নিতান্ত উপেক্ষণীয় মতে। এক  
জনের বহু পরিবার কখনই চিরদিন এক-  
স্থানে একত্রে বাস করিতে পারে না।  
তদ্বোধে কাহারও স্বতন্ত্র বাসের ইচ্ছা হই-  
লেই তিনি স্থানান্তর অনুসন্ধান করিবেন  
ইহাতে বিচিত্র কি? সে যাহা হউক,  
কোন ব্যক্তি দ্বারা লাহার ও গৌরালিগর  
সংস্থাপিত হয়, তাহার কোন সংবাদ পা-  
ওয়া যায় না। নিষদ নগরে নলরাজ হ-

\* সংস্কৃত ভাষায় নলরাজ ও তদীয়  
মহিষী দমরস্তীর যে অপূর্ব উপাখ্যান প্র-  
চারিত আছে, আকবর বাদশাহের আ-  
জামুসারে আবুল ফজলের ভ্রাতা ফৈজি  
ঐ উপাখ্যান পারসী ভাষায় অনুবাদ ক-  
রেন। বার্লিন নিবাসী পণ্ডিতা প্রাণা  
বসু ঐ অনুবাদ দৃষ্টে ঐ অপূর্ব উপাখ্যান  
ইউরোপে প্রথম প্রচার করেন। সংস্ক-  
তাহারাগী ইউরোপীয় পণ্ডিতবর্গ তাহার  
পর খুবই প্রাপ্ত হন।

ইতে ত্রয়োত্রিংশ পুণ্ডরীক উপাধি ধারণ  
পূর্বক যুগে বাস করেন। কোন নরপতি  
এই নতুন উপাধি স্বীকৃত নামে সংযোজিত  
করেন, তাহা কোন ইতিহাসে প্রাপ্ত হয়  
যায় না। \* কিন্তু কুশসন্তানগণ কচবহ †  
বংশ নামে বিখ্যাত। কচবহেরা প্রতি  
বৎসর মহাসমারোহে স্বর্গের আরাধনা  
করিয়া থাকে। নিয়মিত দিবসে তাহার  
অষ্ট-অষ্ট-সংযোজিত রথে স্বর্গমুখি আ-  
রোহণ করিয়া নগর মধ্যে অতি সমা-  
রোহ পূর্বক ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে।

নলরাজ ইহাতে ত্রয়োত্রিংশ পুণ্ডরীক নর-  
পতি সোরা সিংহ একটি অপাগু পুত্র  
সন্তান রাখিয়া মানবলীলা সংবরণ ক-  
রিলেন তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা সেই শিশুকে  
বধনা করিয়া নরবার রাজসিংহাসন অ-  
ধ্বংস করিলেন। সোরা সিংহের মহিষী পু-  
ত্রের ভাবি অমঙ্গল আশঙ্কায় তাকে  
মস্তকে লইয়া অতি দীনবেশে নগর হইতে

\* লেপ্টেনেন্ট কর্ণেল টড বলেন, অতি  
প্রাচীন রাজপুত জাতিয়েরা পাল উপাধি  
দ্বারা অভিহিত হইতেন।

† কচবহ ইহাতে 'কচবহ' নামের  
উৎপত্তি হইয়াছে। কুশসন্তান দিগের  
মধ্যে কোন প্রাচীন পুণ্ডরীকেশ্বরের সং-  
স্রবাপন্ন হইয়াছিলেন তাহা আমরা অব-  
গত নহি। টড কহেন অজমীরের রাজ-  
পুত্রেরা ঐ নামে বিশেষ বিখ্যাত। বোধ  
হয় বিবাহ হুত্রে ঐ নাম অষ্টকেতবে সং-  
লগ্ন হইয়া থাকিবে।

বহির্গত হইলেন। রাজমহিষী এইরূপ দীর্ঘকালে বহুদূর ভ্রমণ করিয়া নিতান্ত ক্লান্ত বোধ হওয়ায় খোয়াং নগরের নিকট পথপ্রান্তে শিশু সন্তান রক্ষা করিয়া কণ্ঠস্থ কুখাতৃক্ষা নিবারণমানসে ফল মূল আহরণে চেষ্টিত হইলেন। ইত্যবসরে এক কাল সর্প আসিয়া বালকের শিরে ফণা বিস্তরণ পূর্বক ছত্রবৎ আচ্ছাদন করিয়াছে। রাজমহিষী হঠাৎ আসিয়া এই ভীষণ অবস্থা দর্শনে ভীতিসংবলিত চিৎকার স্বনি করিয়া উঠিলেন। এই ব্যাপার এক ব্রাহ্মণেরও নয়নপথে পতিত হইয়াছিল। তিনি ইহাকে কোনমতে চুলক্ষণ মনে করিলেন না। তিনি ভয়ানক শিশু-জ্ঞানীকে সপোষন করিয়া করিলেন “কল্যাণি! এই ব্যাপারকে চুলক্ষিত মনে করিয়া ভীত হইও না। এ সুলক্ষণ সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। ইহাকে সম্পূর্ণ সুলক্ষণ মনে করিয়া পুলকিত হওয়া উচিত। এই লক্ষণ দর্শনে প্রতীতি হইতেছে যে, ভবিষ্যতে এই বালক রাজা ও ভূমি রাজ্যমাতা হইবে।” \* মহিষী ক-

\* বাহ্যিক মস্তকে সেপে ছত্রধারণ করে সে রাজা হয়, অনেকেই এরূপ একটি সংস্কার বদ্ধমূল আছে। এই চুলক্ষণের কিছুই মূল পাওয়া যায় না। অমুমান হয় বখন বহুদেব কৃষ্ণকে নন্দালয়ে রাখিতে বাইতেছিলেন সেই সময় যে পাণ্ডাল হইতে অনন্ত দেব-আসিয়া তাঁহার মস্তকে ফণা বিস্তরণ পূর্বক ছত্রধারণ করি-

হিলেন “উপস্থিত বিপদে আমি যাত্ৰ পর নাই ব্যাকুল হইয়াছি, কুখাতৃক্ষা মুখগায় হইয়াছি, ভবিষ্যতের ভাবনায় আমার কি হইবে। আপাততঃ প্রাণ রক্ষার কোন উপায় দেখিতেছি না” দয়াজ-চিত্ত ব্রাহ্মণ, মহিষীর এবিধ কাতর ঘটনালবণে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া খোয়াং নগরের পথ দেখাইয়া মহিলা পুত্রসহ খোয়াং নগরে উপনীত হইয়া পথিমধ্যে তত্রত্য রাজমহিষীর পরিচারিকার সাফল্য পাইয়া তৎসঙ্গে রাজবাটীতে উপনীত হইলেন এবং আপনাব্যতীত স্বীকার করিয়া তথায় দামী রাখিলেন, সেই অবধি এই লক্ষণের স্মৃতি হইয়া থাকিবে। বনবিষ্ণুপুরের রাজাদের সম্বন্ধেও এরূপ একটি গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। এ প্রদেশের অনেক জীমুস্তলোক সম্বন্ধেও এরূপ গল্প প্রচলিত আছে। নাটোরে রাজা ও নড়াইলের রতন বাবুদের সম্বন্ধেও অনেক অসম্ভব কথা শুনা গিয়াছে। মনুষ্যবুদ্ধির অগম্য ও নিতান্ত অবিদ্বন্দীয় ব্যাপারটি প-রিণাম শুভ ঘটনা সম্বন্ধেও এরূপ গল্পের স্মৃতি হইয়াছে তাহার সম্ভেদ নাই। লক্ষ্যপাত দর্শনে অশুভ, ভেঁকে সর্পগ্রাস করিতেছে তদর্শনে শুভ প্রভৃতি ব্যাপার সমূহে যে শাস্ত্র হইতে অবগত হওয়া যায়, সর্পের ছত্র ধারণে রাজসিংহাসন উপস্থিত হইতে পারে সেই শাস্ত্রেরই পত্রান্তরে অধিত্যক বিবেচিত হওয়া নিতান্ত কলঙ্কজনক।



হুজি অবলম্বনে দিন বাপন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে রত্নসি নামক অসভ্য মীনা জাতীয় এক রাজা খোংএর রাজসিংহাসনের শোভা সম্পাদন করিতেছিলেন। সেই অসভ্য মীনারাজার গৃহে সূর্য্যবংশীয় রাজপুত্র প্রতিপালিত হইতে লাগিলেন।

মীনারাজের পাঁচক অশুপ-  
হিত থাকায় ঐ রাজপুত্রমহিলা পাঁচ  
কণ্ঠে নিযুক্ত হন এবং মীনারাজ সেই  
শুপক স্রাবাদি আত্মব করিয়া পরম পরি-  
ভোষ প্রাপ্ত হইয়া পাঁচিকাকে নিজ স-  
মীপে আহ্বান করত তাঁহার পরিচর গ্ৰি-  
জ্ঞাসা করেন। রাজমহিষী মীনারাজ  
সমীপে কিছুই গোপন করিলেন না।  
তিনি তাঁহার দ্রবস্থার সকল কথাই প্র-  
কাশ করিয়া কহিলেন। মীনারাজ সেই  
পরিচরে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে  
ভাগিনী বলিয়া সম্বোধন করিলেন, এবং  
ভদ্রবধি নরবার রাজমহিষীও তৎপুত্রকে  
ভাগিনী ও ভাগিনেররূপে সমস্তে প্রতি-  
পালন করিতে লাগিলেন। এই বালকের  
নাম চোল রাজ। বালক বয়োবৃদ্ধিসহ-  
কারে নিজ পিতার দ্বারা মীনারাজ ও  
অপর্যাপ্ত পৌরজনের তৃপ্তিসাধন করিতে  
লাগিলেন।

এই সময়ে দিল্লীর সিংহাসনে তুয়ার-  
বংশীয় নৃপতিবিশেষ উপবিষ্ট ছিলেন।  
ভারতবর্ষীয় অমান্য রাজমহা ঐ তুয়ার  
বংশীয় দিল্লীরকে রাজ্যদ্বিজ বলিয়া

পূজা করিতেন, এবং তাঁহার ভুক্তির জন্য  
অনেকে কর প্রদানও করিতেন। মীনা  
রাজও যথাযোগ্য কর প্রদানপূর্ব্বক নৃপে  
রাজ্য ভোগ করিতেন। একদা মীনারাজ  
স্বয়ং দিল্লীধামনে অসমর্থ হওয়ার রাজ-  
কর প্রদানের জন্য প্রিয়তম চোল রাজকে  
প্রেরণ করিলেন।

মীনারাজ কি অশুভকণ্ঠেই কচুব-  
হুবক চোল রাজকে দিল্লীতে প্রেরণ করি-  
য়াছিলেন! নিমেষের জন্যও তাঁহার  
মনে এক্রপ ভাবের উদয় হয় নাই যে, কিছু  
দিন পরে ঐ যুবককর্তৃক তাঁহার সর্পি-  
নাশ সাধিত হইবে। তিনি দুই দিবা  
কাল সর্প পোষণ করিয়াছিলেন! তিনি  
অমৃতভ্রমে কালহুত পান করিয়াছিলেন।

কচুবহুবক একাদিক্রমে পাঁচ বৎ-  
সর কাল দিল্লীনগরে মীনারাজের প্রতি-  
নিধিস্বরূপ বাস করেন। এই সময়ে তিনি  
খোংএর সিংহাসনের প্রতি লোলুপ হন।  
মীনারাজ যে তাঁহাকে অপত্যনির্দেশে  
প্রতিপালন করিতেছেন তাহা একবারে  
বিস্মৃত হইয়া, তিনি তাঁহার দুবভিসন্ধি  
কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য কতকগুলি  
অজাতীয় উদ্ধতস্বভাব সহচর সংগ্রহ ক-  
রেন। এই পররাজ্যাপহারক দস্যু চোল  
রাজ সেই সকল অনুচর সমভিষাঘারে  
খোংএ নগরে আসিয়া উপস্থিত হন।  
চোল রাজের দলবল দেখিয়াও মীনারাজের  
মনে কিছুমাত্র সন্দেহ উপস্থিত হয় নাই।  
সংকর্ষের সময়ে সচরাচর মিলিয়া উঠে

না, কিন্তু দুর্ভাগ্যে প্রবেশিত করিতে লোকের অভাব নাই। মীনরাজের কুলাচাৰ্য্য আসিয়া অল্পতরু চোল রাজের মন্ত্রী হইল। তাহারই—সেই মহাপাষণ্ডেরই—মন্ত্রণার দিবালীর দিন সেই দুর্ভাগ্যে সিদ্ধ করিবার সংকল্প গ্ৰহণ হইল। প্রাচীন প্রথা-মুসারে রত্নমিরাজ দিবালীপকৌপলকে স্বাগণসমভিষাচারে এক সরোবরে জল-ক্রীড়া করিতেছিলেন। তিনি ভ্রমেণ্ড জা-নিত্তে পারেন নাই যে তাঁহার জন্মের মত জলক্রীড়া শেষ হইবার সময় উপস্থিত হই-  
রাছে। এদিকে উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া অল্পতরু কচুবহু যুবক স্বাগণ-সমভিষাচারে ঐ সরোবরে সমুপস্থিত হইলেন এবং হ-  
ঠাৎ আক্রমণ পূর্বক মীনরাজকে সংবংশে নিৰ্বংশ করিয়া খোগং নগর অধিকার করিলেন। বিশ্বাসঘাতক কুলাচাৰ্য্যও তাঁ-  
হার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায় নাই। “যে-  
বাক্তি একজন উপকারকের প্রতি অবি-  
শ্বাসী হইতে পারে, সে অপরের নিকট কোন অংশেই বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না।” এই কথা বলিয়া চোল রাজ স্বহস্তে তাহার মস্তকচ্ছেদন করিলেন। আমরা বলি কুলাচাৰ্য্য মহাশয়ের উপযুক্ত পুরস্কার হইয়াছিল। তিনি যেমন নরাসম, তাঁহাকে বিশ্বাস করিলে পরিণামে বিপদের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল। সহস্র সংকর্ষণেও এ কলঙ্ক-  
টিকা অপনীত হইবার নহে। চোলরাজ এবং অকারে কলঙ্ক-ডালি শিরে ধারণ ক-  
রিয়া দুর্ভাগ্য রাজ্যের স্বত্বপাতি করিলেন।

দুর্ভাগ্যের অধিকারশাস্ত্র প্রধান মীনরাজ-  
তীর অধাকের অধীন ছিল, বোম্বাই পতনে  
সমগ্র রাজ্যের মূলভিত্তি কম্পিত হইয়া  
উঠিল।

বর্তমান জয়পুর নগরের প্রায় পঞ্চদশ  
কোশ পূর্বদিকে বানাগা নদীতটে দে-  
ওদা নগরে একজন ব্রহ্মজর বংশীয় রাজ-  
পুত্র রাজা রাজা করিতেম। তাঁহার এক-  
মাত্র হুহিতা ছিল, চোলরাজ তাঁহার পাণি-  
গ্রহণ প্রার্থনার তথায় উপস্থিত হইলেন।  
দেওসারাজ এই বলিয়া চোল রাজের প্রা-  
র্থনা প্রত্যাখ্যান করেন, “আমরা উভ-  
য়েই স্বর্বাংশীয়, এবং ‘অন্যাপি’ এক-  
শত পুত্র অতিক্রান্ত হন নাই। অতএব  
এবিবাহ শাস্ত্রনিষিদ্ধ। আমি এরূপ শা-  
স্ত্রবিক্রম কর্য্য অনুমোদন করিতে পারি  
না।” \* পরিশেষে বিচার দ্বারা শাস্ত্র বি-

\* ব্রহ্মজর বংশীয়েরা রামচন্দ্রের  
ক্লেজাপুত্র মন্দের বংশ বলিয়া পরিচয় দেয়।  
ব্রহ্মজর কুলাচাৰ্য্যদিগের গ্রামে রাম হইতে  
বিক্রম পর্য্যন্ত ছাপ্পান পুরুষ এবং নল হ-  
ইতে চোল রাজ পর্য্যন্ত তেরিশ পুরুষ ব-  
লিয়া লিখিত আছে। পূর্বে লিখিত হ-  
ইয়াছে, ৩৫১ সংবৎ অর্থাৎ বিক্রমের ৩৫১  
বৎসর পরে নলরাজ নিধন নগর প্রতিষ্ঠা  
করেন। এক্ষণে দেখা উচিত যে বিক্রম  
হইতে নল পর্য্যন্ত কয় পুরুষ হইতে পারে।  
যদি প্রত্যেক রাজার রাজত্ব কালের ষট্  
পড়তা বাইশ বৎসর ধরা যায়— (এই ব্রহ্মজর  
প্রায় সমস্ত রাজ্যে ধরা হইয়া থাকে)

মোহিতার অপনয়ন হইলে দেওসাদিগণি  
চোল রায়েই সহিত আপনীর রূপসাবিধা-  
বতী কন্যার বিবাহ দিলেন, এবং পুত্র  
সন্তানের অভাবপ্রযুক্ত জামাতাকে রাজ্য  
পৰ্যন্ত সমর্পণ করিলেন। এক্ষণে 'চোল  
রায় খোগং ও দেওসা উভয় সিংহাসনের  
অধিকারী হইলেন। অতরাং তাঁহার দল-  
বলও অত্যন্ত প্রবল হইল। সেই সঙ্গে সঙ্গে  
রাজ্যলাভ লালসা হুজি হইতে লাগিল।  
এই সময়ে মীনাজাতীয় দেবো সন্তানদের  
অধাক নাথুরাও মোচ নগরে রাজপাট  
স্থাপন করিয়া স্থখে রাজ্য করিতেন।  
তৎপ্রতি চোল রায়ে লোভ পড়িল।  
দলবলসহ মোচ নগর আক্রমণ করিয়া  
জয়ী হইলেন, এবং খোগং অপেক্ষা মোচ  
নগরের সমধিক শোভা দর্শনে তথায় রা-  
জপাট সংস্থাপন করিলেন, এবং পূর্ব-  
পুরুষ পুরুষ-প্রধান রামচন্দ্রের নামে ঐ  
নগরের নাম রামগড় রাখিলেন। এক্ষণে  
চোল রায় চুত্তার রাজ্যের মধ্যে খোগং,  
দেওসা ও মোচপ্রদেশের অধিকারী হইলেন।

ইহার পর চোলরায় আজমীরাদিপু-  
ত্রি রূপসাবিধাবতী হুজিতা মরোণীর পা-  
ত্রিগ্রহণ করিলেন। তাঁহার পূর্ব পত্নী  
তাঁহাইলৈ বোড়শ পুরুষ মাত্ৰ ব্যবধান  
দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব ৫৬+১৬+  
৩৩=১০৫ পুরুষ হইল। রায় হইতে  
চোল রায় পর্যন্ত একশত পাঁচ পুরুষ  
বংশধর-বংশে বিবাহপাত্র বিকল্প হইতে  
পারে না।

এ সময়ে জীবিতা ছিলেন কিনা তাহাও  
কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। আমরা  
তাঁহার গর্ভস্থ কোন সন্তানের ও পরিচয়  
পাই না। একদা চোল রায় মরোণী  
মহিলাসহ জাহাজী-মাতা দেবীর পূজাবন্দ-  
নাদি করিতে গমন করিয়া ছিলেন। মীনা-  
জাতিদিগের তাঁহার উপর আতঙ্কোদ  
ছিল তাহার উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া এ-  
কাদশ সহস্র সৈন্য সমবেত করিয়াছিল।  
তাঁহার সকলে প্রত্যাগমন কালে চোল  
রায়কে আক্রমণ করিল। তাঁহার সহিত  
অধিক সৈন্যসামন্ত ছিলনা, তথাপি প-  
লায়নপরায়ণ হইয়া রাজপুত্রবীরা শত্রু-  
দলের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতে  
লাগিলেন। শত্রুগোণিতে সমরাজন প্লা-  
বিত করিয়া অবশেষে তাঁহাদের হস্তেই  
মীনালীলা সমাপন করিলেন। মরোণী  
স্বামীশোকে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া অব-  
শিষ্ট সন্তরণ সমভিব্যাহারে স্বদেশে  
পলায়ন করিলেন। তৎকালে তিনি অ-  
ন্তর্কৃতী ছিলেন। কনকল নামে তাঁহার  
এক পুত্র জন্মে। ঐ পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া  
চুত্তারদেশের অনেক অংশ মীনাদিগের  
হস্ত হইতে অপহরণ করেন। তাঁহার পুত্র  
ইন্দল রাও পিতৃদুস্তান্ত্রাসারে চুত্তারের  
অনেক অংশ হস্তান্তর করেন। মীনাজা-  
তীর প্রধান সন্তানদের নাম সুসাবত,  
ঐ সুসাবতসন্তানদের অধাক ভট্টরাও  
অবধে বাস করিতেন, তিনিই মীনাজাতীর  
সর্বদয় কর্তা ছিলেন। ইন্দলরাও তাঁ-

হাকে পরাজিত করিয়া অধিকার করেন এবং মীনাজাতীর মঙ্গল সম্প্রদায়কে পরাভূত করিয়া গাইরবাটী প্রদেশ নিজ অধিকারে সংযোজিত করিলেন।

মৈদলরাও পরলোক গমন করিলে পর তদীয়পুত্র হনুদেব সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তিনিও পিতৃপুরুষদিগের দৃষ্টান্তানুসারে অনেক মীনাসম্প্রদায়ের সর্বনাশ করিলেন। তদীয় পুত্র কুন্তলদেব রাজধানীর চতুর্দিকবর্তী পার্বত্য প্রদেশ স্বাধিকার ভুক্ত করিয়া ছিলেন। তিনি উত্তর প্রদেশের চোহান বংশীয় নরপ-

তির কন্যার পাণিগ্রহণাভিলাষে উপায় গমন করিতে উদ্যত হইলে তাহার মীনা প্রজারা একবাক্যে কহিল যে অধিকারের মীমা অতিক্রম করিয়া যাইতে হইলে নহ-বৎ প্রভৃতি রাজচিহ্ন তাহাদের হস্তে নাশ করিতে হইবে। কুন্তলদেব এতবাক্যে অস্বীকৃত হইলে একটি সংগ্রাম উপস্থিত হইল। এই যুদ্ধে মীনা জাতীর সমগ্র ক্ষমতা বিলুপ্ত হইয়া গেল। এই সময় হইতে সমগ্র চুগ্রার রাজ্য মধ্যে চোলরাসের বংশীয়দিগের আর দ্বিতীয় প্রতিবন্দী রহিল না। (ক্রমশঃ।)

## অমৃতে গরল।

জগতের নিয়ম অতি অদ্ভুত। যাহা যত আবশ্যকীয় সংসারে তাহার তত অনাদর, আর যাহা যত অপ্রয়োজনীয় তাহার মূল্য ও আদর তত অধিক। মৃত্তিকা তুণ লৌহ এবং ছীরক, কাচ ও মূল্যবান প্রস্তর তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থল। আমরা যুক্ত জনা মৃত্তিকা পরিভাগ করিতে পারি না, ভূমি আমাদের আশ্রয়, অবলম্বন ও চিবসঙ্গী। মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া মানব গণ আজীবন ভূমিতেই বিচরণ করে, যাহা নির্ধারণ হইতে আরম্ভ করিয়া আহার্য বস্তুর উৎপাদনাদি জীবন ধারণোপযোগী সমস্তই মৃত্তিকার সম্পত্ত্ব হয়, অথচ মৃত্তিকার কত অনাদর। হুমায়ীর

বক্তৃতা সকলের উপমের 'মাটি বা কাদা' অনাদৃত পদার্থ 'লোহ'। প্রকৃতি প্রতি যুক্তিতে মৃত্তিকাকে পদ মর্দিত ও অনাদৃত হইবার জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন। লৌহ আর একটি উপকারী বস্তু। যে যুগে বসিয়া আছি তাহা প্রস্তুত করিতে, যে ক্ষেত্রে লৌহ রক্ষা করিতেছি তাহা ভূমি হইতে উৎপাদন করিতে, যাহাতে আশ্রয় হয় এমন অস্ত্র গঠনে, এমন কি যে সেলখনিটি হস্তে লইয়া লিখিতেছি, যে বাক্যটির উপর কাগজ রাখিয়াছি, যে কাগজে বসিয়া আছি এ সমস্ত বস্তু প্রয়োজনোপযোগী করিতে লৌহই প্রধান সাধন। অথচ লৌহের মূল্য অল্প, লৌহ

অপরিহৃত ও অনাদৃত। করুণ পুরুষ 'লো-  
হার কাঠিক!' কঠিন হৃদয় 'লৌহ-  
দল!' এইরূপ তৃণ ও আশাদের প্রত্যেক  
মুহুর্তের অবলম্বন হইয়া ও অনাদৃত ও অব-  
মানিত হইয়া আছে। তৃণ এত সামান্য  
যে মাঁহা আমরা সামান্য বোধ করি তা-  
তাই তৃণ। আবার অন্যদিকে হীরকা-  
দির বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখ।  
হীরক চুস্তাপা ও বহু মূল্য। বাহ্যিক  
সৌন্দর্য্য ভিন্ন তাহার গুণ নাই, কাচ কাটা  
ভিন্ন কার্গ্য নাই; অথচ সম্রাটগণ পরম  
যত্নে তাহা মস্তকে ধারণ করেন। কাচ  
এবং মরকতাদি প্রস্তরের ও সেই অবস্থা।

অতি প্রয়োজনীয় বস্তুর অনাদর দে-  
খিয়া চিন্তাশীল চিত্ত বাধিত হয়, এইমাত্র।  
তাহাতে মনস্ত জগতের ক্রেশ হয় না।  
কিন্তু অমৃত গরল উৎপাদন হইলে তা-  
হাতে পৃথিবীর সকলেরই কোভ ও পরি-  
তাপের কারণ হয়। কবিগণি প্রস্ফুটিত  
গোলাপ পুষ্পের সৌন্দর্য্যে ও সুগন্ধে  
শোভিত হইয়া সরল হৃদয়া গুণবতী ললনার  
হসিত মুখজীর সহিত তুলনা করেন, আ-  
বার রঞ্জে ও রুশে কটক মিটক করিয়া  
তাঁহার হৃদয় পরিতপ্ত হয়। সৌন্দর্য্যমীর  
কুসুমমোহিনী রূপরাশি দেখে মধ্যে জীন  
হইলে, পূর্ণচন্দ্র রাত্রে দেখিলে, অথবা  
সবুজ শোভিত ক্ষেত্র সকল বৈদ্য তাপে  
দহন ও জ্বলি হইয়া গেলে তাঁহার হৃদয়  
নিভাও বাধিত হয়। প্রান্তরের পূর্ণ স-  
রোবর হইতে জল কমিয়া গেলে তিনি

মনে কষ্ট অনুভব করেন, শিশিরে বৃষ্টি-  
সকল পাত্রহীন হইলে তাঁহার মন ক্রিষ্ট  
হয়। গাঢ় অন্ধকার রজনীর অথবা গভীর  
গিরিগর্ভের গভীর ভাব বখন তাঁহার  
হৃদয়কে উন্নত চিন্তায় নিমগ্ন করে, তখন তিনি  
দূর নিকৃষ্টের কোকিল কুঞ্জে কর্ণপাত  
করিতে অনিশ্চুক ছন, এবং প্রকৃতির স্ব-  
তন্ত্র স্বতন্ত্র অবস্থার মূঢ়ন মূঢ়ন স্বর্থ ও  
বিবিধ প্রকার ক্রেশ অনুভব করেন। তিনি  
কবি, বাহু জগৎ ও অন্তর্জগৎ উভয়ই তাঁ-  
হার কীড়ার নিকেতন। তাঁহার চিন্তা  
ও ভাব সকল সামান্য বুদ্ধির অগম্য।  
কিন্তু কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিয়া দে-  
খিলে, কাবোর সাহায্য না লইয়া কবির  
প্রদর্শিত পথ অনুসরণ না করিয়া, এই  
গদাময় পৃথিবীর কার্যকলাপের প্রত্যেক  
অধ্যায়ে পদাময় মহাকাব্য অপেক্ষা অনেক  
শ্রেষ্ঠ ও উচ্চ, অনেক আশোদনজনক ও  
দুঃখ জনক বিষয় ইত্যন্তঃ বিকিণ্ড রহি-  
য়াছে একথা সকলেরই হৃদয়ঙ্গম হইবে।  
এই সুখাগার সংসারামৃতে কত গরল  
আছে তাহার পরিমাণ করিয়া উঠা ক-  
ঠিন। কিন্তু ভ্রান্ত মামব আত্মীবন সে  
গরলই জমত বলিয়া লেগন করে।

দম্পত্য অপত্য লালনার সর্বদা ঈশ্ব-  
রের উপাসনা করিতেছেন। সন্ন্যাস পা-  
রমর্ষ্যর সদয় হইয়া একটি পুত্র সন্তান  
প্রদান করিলেন। বালকটি এক দুই তিন  
দিন করিয়া বাড়িতে লাগিল। তাহার  
শান্তোজ্জ্বল রূপরাশি, স্বাভাবিক বুদ্ধি এবং

বিশ্ববিদোহন সহ্যসা বদন জনক জন-  
নীকে প্রকল করিতে লাগিল। প্রকটো-  
মুখ পঙ্কজের মরোহারিনী শোভার মায়া  
শোভমান বদনকমলে, সুকোমল পলাস-  
পুষ্পের পলাসবৎ রক্তিমাক্ত মুখে যখন  
মৃদু মধুর আশ আশ মা, বা প্রভৃতি সুধা-  
কণা প্রকাশ পাইতে লাগিল তখন তাহার  
ভাগ্যবতী জন্মী ও দোভাগ্যশালী জ-  
নক যে কি অনির্বচনীয় সুখ সন্তোষ ক-  
রিতে লাগিলেন তাহা অভিনব সুন্দারমা-  
ভকারী ব্যক্তিমাত্রেরই কদম্বজম্ব করিতে  
পারেন; আর ঈশ্বর যাহাদিগকে সেই  
অশাশ্বত রত্নে বঞ্চিত করিয়াছেন কপণ্যের  
অভুনাতিতুলীতে সেই চিত্র চিত্রিত করিয়া  
তাঁহারা আরও অধিক বৃদ্ধিতে পারেন।  
সেই পার্থিব স্বর্গ, সেই নন্দন কামন,  
সেই জীবন-পারিজাত তাঁহাদের জীবনের  
অমৃতসিন্ধু,—অনন্ত, স্রোতময় এবং নিত্য।  
কিন্তু হায়! সেই অমৃতসমুদ্র বঞ্চিত হইয়া  
যে গরল উঠিতে পারে সংসারসার ধান-  
বর্ণণের তাহা কি মনে হয়? নির্দয় কাল-  
কীট তাঁহাদের কদম্বমিহীত ঐ কুসুমটির  
রস ছিন্ন করিলে তাঁহাদের যে কি অবস্থা  
হইবে তাহা কি তাঁহারা স্বপ্নে করেন?  
লোকে মক্ষিকার কথা দোষ দেয়, মক্ষিকা  
অমৃতভাণ্ডে অন্ধের মায়া প্রবেশ করিয়া  
লোভজন্য আত্মজীবন বিনাশ করে, মা-  
নবর্ণণ কি তাহা করে না? সংসার সেই  
অমৃতভাণ্ড, ইহাতে যে প্রবেশ করিয়াছে  
তাঁহারই জীবন লোকে মক্ষিকার মত হইবে।

আবার দেখ, সেই ত্রুটি বড় হইতে  
লাগিল। জ্ঞান ও ধর্ম তাহার আত্ম  
উন্নত হইল। সন্তোষ জনয়ে আপন জনক  
জননীর সেবা করিতে লাগিল। তাঁহা-  
দের কদম্ব কেমন সুখ! 'বালভাষিত'  
ও 'পুত্রপণ্ডিত' উভয়ে অমৃত। কিন্তু  
অমৃতের গরল আছে। চটাই তাহার  
কদম্বে দুঃপ্রতি ও দুঃশাসন সঞ্চার হইল।  
পিতৃভক্তি কদম্বের আর স্থান পায়না, রক্ত-  
জ্ঞাত ভাব আর মনে হয় না। এই রূপে,  
পাপাত্মা আরম্ভক যখন নিশীথ সময়ে  
প্রজানন্দসল শান্ত স্বভাব পার্থক্য স্রোত  
আপন জনক রক্ত সাজেহানকে তাঁহার  
অবশিষ্ট জীবনের কমা কারাকন্ড করিয়া  
ছিল তখন কি পিতৃকদম্বের অমৃতসমুদ্রে  
গরল উদ্ভিত হয় নাই? যখন ভ্রাতৃবৃদ্ধি  
উদ্ভূত স্বভাব পরশুরাম পিতৃ আজ্ঞা পা-  
লম জনা, দয়া, ধর্ম, রক্তজ্ঞতা, ভক্তি, মমতা  
বিসর্জন দিয়া আপন জননীর শিরে কুঠা-  
রাঘাত করিয়াছিল; যখন পাপপরায়াণ  
রোমস্রোত অজ্ঞাতশ্রম অনাগতবুদ্ধি বাঁ-  
নক রাজ্যলালসায় আপন জননীর শির-  
চ্ছেদ করিয়াছিল তখন কি অমৃতের গরল  
প্রকাশ পায় নাই? যেমন প্রদীপের এক  
পিঠ অন্ধা, তেমনই জগতের একদিকে  
অমৃত অন্য দিকে গরল। এই কথা হইতে  
অস্বাভাবিত পাওয়া অসাধ্য। বালক না-  
সিকাগণ পিতা মাতার অহসান্যে কান-  
মান হইয়া যে অপরিণীত আত্মক অমৃত  
করে তাহাও সন্দেহ অনিবার্য।

তের অঞ্চলের নিয়মের মততাপকে  
এমন স্বরূপে কণ্ঠে বালক বালিকা  
অন্যসঙ্গে সংসারামলের অসহ্য তাপ তা-  
পিত হইয়াছে তাহা গণনা করিয়া শেষ  
করা যায় না। বিমাতার বিপরীত মন্ত-  
ণার ভক্তিকাজন জনকের আজ্ঞাক্রমে  
নব যৌবনের প্রথম সময়, যুথের প্রভাব-  
কাল, অধ্যয়নকাল, অল্পময় ও তর্জনা-  
নকীর সঙ্গিত মহারথো যাপন করিলেন।  
যে পিতা জনোপদেশ প্রদান পূর্বক ত-  
নয়ের হৃদয় কন্দর আলোকিত করিবেন,  
বর্ষবিধর শিক্ষাদান করিয়া পার্থিব অ-  
মৃত পান করাষ্টবেন তিনি কত সময়ে আ-  
পন সন্তানদিগকে দুর্ভাগ্যমন্ত্রে দীক্ষিত  
করিয়া এবং অসংখ্যক শিক্ষাদান করিয়া  
তাহাদের সুখামৃতে গরল উৎপাদন কবি-  
য়াছেন। কুকর্মেত্রের মধ্যস্থিত দুর্ভোগ-  
ধনাদির পতন এবং ইতীনার রাজবংশ  
বিমাশ এ সমস্তই দ্বুতরাষ্ট্রের মন্তণার বি-  
ষয় কল। সংসার এমনই আশ্চর্যস্থান  
যে ইহাতে জননী কর্তৃক পুত্রহত্যাও অ-  
নেক সময় প্রত্যক্ষ হয়।

বাল্যকাল অজানাবস্থায় অজিবারিত  
হয়। যদি বল “বালক মুখ দুঃখ কি-  
ছুই বুঝিতে পারে না, সুখাপাইলে জ্ঞান  
করে, মৃত্যু অমোর দুঃখের সময় ও হা-  
সিতে থাকে। সেই সর্বাপেক্ষা সুখী”  
তাহা হইলে যুবো ও পশুতে প্রভেদ  
থাকে না। অন্তঃসমনোমুখ বিবাহের  
কাল হইলে অমর অপেক্ষাকৃত স্থির, শান্ত

এবং সুন্দর হইলেও তাহা কণ্ঠস্থারী বলিয়া  
এবং রক্তমাংস মেঘমিশ্র কিরণ মালারমা  
সেই অভিজ্ঞতা চিন্তামিশ্র বলিয়া মুখকর  
নহে। মানব জীবনে যদি যুথের সময়  
থাকে তবে সে যৌবনকাল। যৌবনই  
মানব জীবনের অমৃত। যখন জ্ঞানভূতা  
প্রবল থাকে, যমোহরিত গুলি বিকাশ  
প্রাপ্ত হয়, মধ্যাহ্নের প্রকৃতির ন্যায় জীব-  
নের চতুর্পার্শ্ব উজ্জ্বল বোধ হয় সেই সম-  
য়ই সর্বাপেক্ষা যুথের সময়। শরীর বলিষ্ঠ  
ও কার্যক্ষম, যন সতেজ ও প্রকৃত, আশা  
অমল, সকলই যমোহর, সুতরাং মানব  
জীবনে যৌবন যুথের কাল। যুবক যাহা  
মনে করে তাহাই করিতে পারে, অসাধ্য  
সাধন করিতে পারে সুতরাং সে সুখী, তা-  
হার জীবন অমৃতময়।

কিন্তু যে কবি প্রমিথিয়নের ও ইপি-  
মিথিয়নের সহিত মানবজীবন নিরবচ্ছিন্ন  
দুঃখময় করিয়াছেন, যিনি আদমের স্ত্রী  
ইভের প্রলোভনে আদমের সহিত পৃথিবীস্থ  
সকলের জীবনের পাপ ও দুঃখ আনয়ন  
করিয়াছেন, তাহার জ্ঞানিতেন যৌবনা-  
মৃতেও গরল আছে। যেখানে যত সুখ  
সেখানে তত দুঃখ, যত হাসি তত কান্না,  
অমৃত যত গরলও তত। যৌবনে সংপ্র-  
কৃতি সতেজ হয় সত্য, কিন্তু কুপ্রকৃতি নি-  
দ্রিত থাকে না। পাপময় সজ্জ, দে-  
মিকের আকর্ষণও অধিক। এই জন্য যৌ-  
বনে অধিকাংশ লোকের চিত্ত কলুষিত  
হয়। প্রিয়ের আকর্ষণে পশিত



পেরিক্লিড এলিসিবাউডেস নামক একটি  
রূপবান ও বুদ্ধিমান বালককে প্রতিপালন  
করেন। তাঁহাকে শিক্ষিত কঠিতে সজ্জ-  
কিশোর বিজ্ঞান বুদ্ধি ও তাঁহার রাজনীতি  
শাস্ত্র উভয় মিলিত হইয়াছিল। এলিসি-  
বাউডেসের নাম বীর সম্বন্ধ, নৃত্য, সূচক  
পুঙ্খব্রীমে আর ছিল না। তিনি যে-  
খানে বাউডেস দেখাশোনা দেবোপম  
পূজালাভ করিতেন। তাঁহার মূখ্য সরো-  
বর পূর্ণ বলিয়া বোধ হইল। দেশভুক্ত  
সকলে একবাক্যে তাঁহার প্রশংসা করিতে  
লাগিল। কিন্তু সে সূখের সাগরে তরঙ্গ-  
বাহিন, সে চন্দ্র রাত্রে শুভ হইল, সে সূখ-  
তরঙ্গী ডুবিয়া গেল। যে বুদ্ধি স্বপ্নে  
ছিল তাহা কূপে ধাবিত হইল : তিনি  
আপন দেশের বিহীনতা পরিচায়ক করিয়া  
স্বজাতীয় সকলের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করি-  
লেন। পরিশেষে সেই গৌরবও পাপ-  
ময় জীবন, কলঙ্কিত পূর্ণচন্দ্র কি জিবার  
ক্ষুদ্র পল্লিতে ক্ষয়বিদারিতা অবস্থার পর্য-  
বসিত হইল। আপেক্ষাবাদী টাইমস যে  
ভাবে মনুষ্যগণের বন্ধু হইয়াও পরিশেষে  
তাঁহাদের শত্রু হইয়াছিলেন, তাহাও কা-  
হারও অবদিত নাই। বাইরের জীবন  
আর একটি দৃষ্টান্ত। এইরূপে মানবজীব-  
নের বসন্ত কালেও হৃৎপিণ্ডের সন্ধ্যাত স-  
জ্ঞাপন। সেই পবিত্র অমৃত গরল  
উঠে।

রক্ত পূর্ণ কন্যাকি পরিহাসবর্ণে বে-  
জিত হইয়া ক্ষুদ্রাঙ্গমে কোকিল মূখ ক-

প্পনা করা যায় সকলই সম্ভোগ করিলেন।  
সমুখে যোগা পূর তাঁহার জীবনের অ-  
সম্মত, তাঁহার সমস্ত আশার সম্ভাব  
প্রতিমূর্তি স্বরূপ। কিন্তু সহসা সেই সূ-  
খের আকাশে কাল মেঘ উঠিয়া চতু-  
র্দিক আচ্ছন্ন করিয়া, মৃত্যু ভীষণবেশে  
শয্যাপাশে দণ্ডায়মান হইয়া দণ্ডাচালনা  
করিতে লাগিল। পূর্ব অমৃত অজ্ঞাত  
দর্পণের নাম জীবনের অমুষ্টি পাপকারী  
গুলি একটি একটি করিয়া মরণের সমুখে  
উপস্থিত করিতে লাগিল। ওঃ! কি শো-  
চনীয় অবস্থা! জীবনের সমস্ত, চিরবিহ্বাসী  
অমৃতস্তির কি ভয়ানক বিহ্বাসঘাতকতা,  
কি ভয়ঙ্কর কার্য। যে জীবন এককাল  
শারদীর রজনীর নাম শরৎসখীর কো-  
মলী সম্ভোগ করিতেছিল, নিদাঘের পবন-  
মাধুর্যে, বসন্তের কুসুমবনায় প্রীত হ-  
ইতেছিল তাহার আশ্চর্য পরিবর্তন উপ-  
স্থিত হইল। তাঁহার জীবনামৃত গরলময়  
হইল। 'উল্গি' 'জ্যোৎস্না' 'মৃত্যু' 'ই'  
প্রভৃতির পরিণাম এইরূপই হইয়াছিল।

সমুদ্র মধ্যদিয়া অর্ণবরোহণে গমন  
সময়ে অমুকুল বায়ুতে যেকণ সহায়তা  
করে এই সংসার সমুদ্রে প্রগল্ভী সম্বন্ধ-  
বীর গকে অমুকুল স্থিরপ্রসাদ স্বামী ও  
তরঙ্গ। আগেকের সরল ও সদয় হইলে  
জীব বেকত সূখ তাহা অতিকূল স্বামীর  
সভা সৌভিত্র অনোর বুদ্ধিমত্তা হইবার  
নয়। বাহার মর্ম্মহলে উল্লেখজনিত রূপ  
অমুকৃত হইয়াছে সে ভিন্ন কোনো কোমল

করিয়া বুঝিবে? যে চিরকাল অশুভল  
স্বাধীকৃত স্বেচ্ছা-সুখ অনুভব করে, স্বাধী প্র-  
তিফুল হইলে যে তাহার কত ক্লেশ হইত  
সে তাহা বুঝিতে পারে না। সুখীর সুখ  
বুঝিতে দুঃখীর কল্পনাট উপযুক্ত মধ্যস্থ।

যে পুণ্যলীল মহাত্মা স্বন্দরী সতী স-  
হস্রাবধীর সারল্যশোভিত জনস্বভাবের  
অধিতীয় অধীশ্বর, যিনি প্রিয়বাদিনী ও  
প্রিয়কারিণী প্রণয়িনীর শরীরের ও মনের  
সৌন্দর্য্যে বিমোহিত থাকেন, যাঁহার সুখ  
বিশুদ্ধ ও জনস পবিত্র, তাঁহার কি দেব-  
জন্মকর্মণীয় অবস্থা। প্রসন্নসলিলা জা-  
হ্নবীর অবিরামবাহিনী ধারাসকল তমাল-  
তালীবিরাজিত লবঙ্গলতাপরিবেষ্টিত নি-  
ভুত নিকুঞ্জ প্রফুল্ল করিয়া যেমন তরতর  
নাগে প্রবাহিত হয়, সেই ললনার প্রণয়দারা  
প্রবলকান্তের শাস্তি নিকেতন রুদ্রস তেমনই  
দ্বিধা ও উৎকল্ল করিয়া অবিরামধারায়  
বহিতে থাকে। প্রকৃত দাম্পত্যপ্রণয় অপা-  
র্ষিব মহাভূত। সেইরূপ রাজার গৃহেও দু-  
র্লভ, অগত তাহাতে সময়ে সময়ে অতি স-  
মান্য পূর্ণকুটীরও আলোকিত হয়। জাহ্নবা  
পতি উভয়ে উভয়ের সর্বস্ব, উভয়ে উভ-  
য়ের শিরোরত্ন। “তত্ত্বসা কিমপি ত্রয়ং  
যোহহি যস্য প্রয়োজনঃ।” যখন ন-  
বীম প্রণয়ের প্রমত্ত করমাধুর্য্য নবশ্রি-  
ণীত দম্পতীকে পৃথিবীতে স্বর্গসুখ প্রদান  
করে, যখন স্বাভিনবকত্রের বারিবিন্দুধর  
সামান্য কথা শুনিও পরস্পরের নিকট  
প্রত্যেক শব্দ মূল্যবান করিয়া তুলে, তখন

কি অনির্বচনীয় সুখ। প্রিয়ভকার শরীর  
স্পর্শে প্রেমনিহবল রামচন্দ্র কখন বলি-  
রাছিলেন—

“বিনিমেষেতুং শকোন সুখমিতিবা দুঃখমি-  
তিবা

প্রবোধং নিশ্চিন্তা কিমু বিষবিসর্পং কিমু-  
মদং।

তবস্পর্শে স্পর্শে মমহি পারিমুচ্ছিত্রয়-  
গণো

নিকারৈশ্চতলাং ত্রয়তি সমুখীলয়তি চ।”  
পবিত্র প্রণয়ী অর্দ্ধনিমীলিত নয়নে সেই  
রূপ ভাব সর্বস্বাট অনুভব করেন।

“অনৈতং সুখদুঃখয়োঃকৃতং সর্বাক-  
বদ্যং য

দ্বিশ্রামো হৃদয়স্য যত্র জরস্য ব্যথিত-  
হ্যোরসঃ।

কালেনাবরণতয়া পরিণতে যৎস্বৈকসার-  
দ্বিতং

তত্রং প্রেম সূর্যাসুপসা কণমপ্যেকং তি-  
তৎপ্রাপাতে।”

এই দেবদ্রলভ প্রণয় কি অনির্বচনীয় প-  
দার্থ। প্রণয়ীসুগলের শরীর ভিন্ন হইয়া  
ও মনের মিলনে দুইকে কেমন এক করিয়া  
ফেলে! পরস্পরের অস্তিত্ব কেমন পর-  
স্পরে লীন! যেমন তারসংযুক্ত বাদ্য  
যন্ত্রের একটি তার করস্পর্শ হইলে সমী-  
পস্থ অপরাটিও ধ্বনিত হইয়া উঠে, শোক,  
দুঃখ, সুখ, সন্তোষ, হর্ষ, বিষাদ, আশ্রয়,  
প্রয়োজন প্রভৃতি সেইরূপ উভয়ের হৃদয়  
এক ভাবে সুগলৎ ব্যক্ত করে। বিদ্যা-

তের গতি, চকুর নিমেষ, কল্পনার রথ কিছুই ভুত ক্রত নয়। এরূপ সুখের অবস্থা প্রাপ্ত হইলে কাহার স্বর্গ লাভের বাসনা হয়? পার্থিবসুখের চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়া কে আর অন্য বিষয় মনে করে? যখন প্রণয়ের গন্তীর নদী প্রশান্তভাবে প্রবাহিত হয়, তখন সৈকতস্থ চিত্রা-কণা সকল কেন না বিদৌত ও বিদূরিত হইবে? সেই আতঁপূর্ণা কমলোন্মীলনের সৌ-ম্যমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া কে তাহার উট-ভাঙাতিনী মনে করে?

কিন্তু নমুযোর দুর্ভাগ্যক্রমে সে নদীতেও তরঙ্গ আছে, সে আকাশেও বজ্র আছে, সে অমৃতের গরল আছে।

মহারাজ রামচন্দ্র পার্থিব সমস্ত সুখের অধিকারী হইয়াও আপন প্রাণাবিকা প্রিয়তমাপ্তির বিরহযন্ত্রণায় কত দক্ষবিদগ্ধ হইয়াছিলেন, রোমাধিরাজ টাইটমুও মো-করজ্ঞানমুরোদে প্রিয়া ইত্দিদনয়াকে জ-ঘোব মত পরিত্যাগ করিয়া অপরিণীত কষ্ট পাইয়াছিলেন।

প্রণয়ের রম্যকাননের পবিত্রপুষ্প সু-ন্দর হইলেও অনিত্য; সুগন্ধি হইলেও ক-টককৃৎ, মধুময় হইলেও বিষমিশ্র। সন্দেহ ও দ্বিধার বস্তুতে অনবরতঃ আন্দোলিত এবং বিরহাদি নির্ঘম কীট সবলের ভীষণ দং-শনে জর্জরিত হইয়া সেই সুসুখগুলি অকালে শুক হইয়া যায়। আবিলার্ভের ক্রত সমস্ত সুখ উৎসর্গ করিয়া ইলাইজার কি অবস্থা হইয়াছিল। অথেলোর হৃদয়শশী ডেনি-

জিমনোনা কিরূপে অন্তর্মিত হইয়াছিল, এবং হোমিও ও জুলিয়েট কিরূপে অবস্থায় জী-নের অবসান করেন পাঠক মনে করিয়া দেখুন। অমৃতের প্রতিবিম্বই গবলমিশ্র।

মৈসরললনা ক্লিওপেট্রার পবিত্রজী-বনসরোবরের অতিরস্থানী সুখকমল শীত্রে পর্যুন্মিত হইয়াছিল; রাজী মেরিও আ-পাতমধুর পবিত্রামবিবে জীবন উৎসর্গ করিয়া পৃথিবীর নিকট অকালে বিদায় লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। একদিকে প-বিত্র আদর্শ পবিত্রতা পাবিত্রী প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখার জীবন বিসর্জন করিয়াছিলেন, অন্যদিকে সেরেখা আফগানের স্বন্দরী ল-লনা স্বামীবধের কারণ হইয়া বিলাসবা-সনা চরিতার্থ করিলেন। কিন্তু যে যেকূপ ভাবেই অমৃতপান করুন না কেন পরি-ণামবিষ সকলের ভাগ্যেই ঘটিল।

দুর্ভাগ্যবাতলো প্রসে'জন নাই। যে সকল শোচনীয় অবস্থা প্রতিদিন আমাদের নগনগোচর হইতেছে, তাহাতে অমৃতের গ-রল কেন না দেখিতে পান? দালবিদবধর বারিশূন্য মকময়জীবনে সুখবারির অভাবে হৃদয়ভেদী ত্রাহি ত্রাহি শব্দে কাহার না চিত্ত ব্যথিত হয়। সেই অতুল্য বেলপুষ্প নিদারবিব প্রচণ্ডকিরণে শুক দেখিয়া কে না ক্রেশ অনুভব করে। জীবনের সুখ-প্রাপ্তি বিসর্জন দিয়া যে সমস্ত হতভাগা যুবক উন্মত্তবৎ দেশে দেশে বিচরণ করে, তাহাদের সুখময় অতীতজীবনের-তুলনায় সেই ভগাবৎ সময় কি সহনীয় নয়?

কালের বচৌরশাসিনে জীবনবন্ধন ছিন্ন  
হইয়া গেলে প্রণয়ীযুগে জীবিত  
থাকে তাহার অবস্থায়ত কষ্টকর, উভয়ে  
জীবিত থাকার সময় একে অন্যতরুৎক প-  
রিতাক্ত ও অনাদৃত হইলে তাহা হইতেও  
অধিক কষ্ট। সে যত্ননা অসহ্য,—ভীষণ  
নরকায়। শিথগুরু নানক আপন প্রণ-  
য়িনীকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহাতে  
সেই হতভাগিনীর ক্ষদ্রে যত না কষ্ট হই-  
য়াছিল, এটনিকরুৎক পরিতাক্ত অষ্টেতি-  
য়ার কষ্ট তদপেক্ষা অধিক হইয়াছিল।  
হেলেনের জগদ্বিখ্যাত রূপমাদুরীতে মে-  
নিলসের জীবন যে পরিমাণে মধুগয় হই-  
য়াছিল, পেরিসের আচরণে তাহার সহিত  
তুলনায় শতগুণাধিক ক্লেশ হইয়াছিল স-  
ন্দেহ নাই। জীবনের সমস্ত সুখ উৎসর্গ  
করিয়া বাহাকে আপন বলিয়া উপাসনা  
করা যায়, যে অভীষ্ট দেবতার অনুগ্রহের  
করে আত্মসমর্পণ করিয়াও তৃপ্তি জন্মে না  
এবং যাহার প্রসাদ লাভ জীবনের এক-  
মাত্র লক্ষ্য হয়, সে অকারণে অনাদর ক-  
রিয়া অন্যের হইলে, উঃ কি ভয়ানক প-  
রিতাপের বিষয় হয়।

“হায়! সরমের কথা আমার স্নেহের লতা  
পতিভাবে অনাজনে প্রাণনাথ বলিল  
মরমের বাধা মম মরমেই রহিল।”

সংসারের এই অমৃতময় অংশের এক  
পার্শ্বে এইরূপ জরানব বৃদ্ধ, অন্য পার্শ্বেও  
হলাহল।

“মতি! কি কব মরম কথা।

প্রণয় ভাবিয়া পাষণ চাপিয়া

মরমে পাইনু বাধা ॥

কুসুম কলিকা জিনিয়া বালিকা

ছিলাম যখন সুই

প্রণয় কেমন্ জিনি নাই আমি

শৈশব আমোদ বই।

মধুকর ত্রমে বিকাশিনু দল

ভাসিয়া যৌবন জলে

নিদাকণ কীট পশিয়া মরমে

শুকাল বিকচ দলে।

মতি! যার প্রাণ যার দংশন জ্বালায়

বাঁচিলে পরাণে আর

জীবন মৃণাল এই ছুরিকায়

কাটিব করেছি সারা।”

হুই পার্শ্বে বিষ, মদ্যস্থনে যে অমৃত  
তাঁহা নির্ভয়ে কে কতক্ষণ পান করিতে  
পায়? হতাশের আক্ষেপ, বিরহীর বি-  
লাপ, নিরাশ প্রণয়ের আর্তনাদ, বিদবার  
মধুঘাতি শোকবাকা, অনাদৃত প্রণয়ীর  
পরিণাম, এ সমস্তই হলাহল। কোন্ মৌ-  
ভাগাশীল পুরুষ অথবা মৌভাগাশালিনী  
রমণী এই সমস্ত যত্নগার একটি দ্বারাও  
পীড়িত না হইয়া সুখে জীবন যাপন ক-  
রিতে পারেন? দূর হইতে এই রাজ্য  
শান্তি নিকেতন বোধ হয় সত্য, কিন্তু সর্ব্বা,  
দেহ, অসংস্কৃতি, সন্দেহ, ভয়, বিশ্বাসঘাত-  
কতা কদহ প্রভৃতিতে এ রাজ্য হতভাগ্য  
হল, যে কণেকের ভয়ানক প্রণয়রাজ্য  
বিশুদ্ধ শান্তি রূপে সমস্তের দ্বারাও অমৃত  
হলাহল।

অমৃতের জ্বালা নিবারণ করিতে মধু-  
বন্ধুর আশ্রয় লইলাম। ঋতুিকার সময়  
নৌকা যেমন 'কোল' প্রাপ্তে নিরাপদ  
হয়, প্রবল বাতায় আন্দোলিত সংসার  
মাগরে বন্ধুর আশ্রয়ও তেমনই নিরাপদ  
স্থান। যখন হৃদয় নানা কারণে উত্তাক্ত  
ও উত্তপ্ত, তখন মৃদুমন্দসমীরণবাহি পুষ্প  
সৌরভের মধুরতায় এবং মলয়ানিলের  
শৈত্যে বন্ধুর বচনপরম্পরা হৃদয় দ্বিষ্ট  
করিল। মাতা যাহা পারেন নাই, পিতা  
যাহা করেন নাই, নিক্রম ভ্রাতৃষেহের  
মধুময় ভাবেও যাহা সার্থিত হয় নাই,  
প্রণয়িনীর প্রণয়োপহারেও যাহা লাভ  
করা যায় নাই, বন্ধুর প্রদান্য বচন মাধুর্যে  
তাঁহাটী সম্পাদিত হইল। সে প্রকোমল বাঁহ  
যুগলের উজ্জ্বলতার সুশীতল আলিঙ্গনে  
শরীর শীতল হইয়া গেল। "দয়িত্বস্বন-  
বস্ত্রিতং হৃণাং, নখলু প্রেমচলং স্নহজ্ঞানো"  
হৃদয় যথার প্রেমালিঙ্গন জগতে অতুল্য  
পদার্থ। সুহৃদের তৃপ্তি নাই। চক্ষু যাহা  
হাকে সুন্দর দেখে, বাহ্যকে প্রিয়ভাষী  
জ্ঞানে কর্ণ সেই বচন সুধা সত্যকভাবে  
পান করে, হৃদয় যাহার হৃদয়ের অনুপ-  
মেয় মধুর চিত্র আশ্রয়ের সহিত দারুণ  
করে, সে হৃদয় বহনীর পদার্থ। বন্ধুর  
অন্যায়ও বন্ধুর।

জগৎকে অমৃতের আশ্রয় না করিয়া  
সুহৃদকে অমৃতের আশ্রয় গ্রহণ করিবে  
এই পৃথিবীতে তাঁহার জন্য হইলেও তিনি  
স্বর্গবাসী। মর্ত্য লোকে ভাগ্যস্বীকার ক-  
রাইতে সম্ভবে। যে মৌ ভাগ্যশীল পুরুষ  
সেই সুখ লাভ করেন, তিনিও দেব।

মম্বোর কপালদোষে সে মধুও বিস-  
মিত। বীরকলাপ্রাণ্য জুলিয়স সিজরের  
পবিত্র বক্ষঃস্থল তাঁহার আশ্রিত এবং তাঁ-  
হার অনুগ্রহে প্রতিপালিত ক্রটস্ বখন  
শানিত শস্ত্রে বিদীর্ণ করিয়াছিল; নিশীথ  
সময়ে আপন গৃহে অতিথি ভাবে উপস্থিত  
নিদ্রিত স্বীয় প্রভু উদ্ভাবকে বখন ভ্রূ-  
চার আকবেগে অতি হৃৎস্রের ন্যায় হত্যা  
করিয়াছিল; যখন যুনানীর বীরকৃষ্ণর কে-  
শরী নিতান্ত নিকপাশ হইয়া আজ সমর্পণ  
করিলে সেই কর্মনিপতিত কেশরীকে  
চিরদিনের জন্য কোন ভ্রূচার আশ্রিন-  
তায় বঞ্চিত করিয়াছিল, তখন কি সে অ-  
মৃতের গরল উঠে নাই? মির জাকরের  
প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার অদৃশ্য দি-  
বাদের পতন হইল; আরজিবের প্রতি  
সন্দেহ লম্বেহর্ষন্য স্মরণে অসত্যকথা-  
কায় তাঁহার ভ্রাতৃগণ অকালে কাল স-  
দনে এমন করিলেন।

প্রাক্ মেহ ও ভ্রাতৃবৎসলতা অমৃতের  
সহোবর হইলেও তাঁহা হইতেও গরল  
উৎপিত হয়। অীরজিবে অমৃত লক্ষ্যণের  
প্রতি অপরিণীম বাৎসল্য প্রদর্শন করিয়াও  
বখন লক্ষ্যসমূহের গৃহে গমন করিয়া-



মস্ত অমৃত প্রসূত হইয়া সেই অবিরাগ  
সুখ আভ্যন্তরীণ ঢালিয়া দিয়া অনন্ত আভ্য-  
মুখে গমন করিতেছে, স্বপ্নের পার্শ্বে তেম-  
নই আবার ভীষণ ও ভীষণতর অশ্রু-  
মুখ জগৎ আঁদার আঁদার আঁদার করিয়া  
মৃতের হৃদয়ে ও যেন ভীতি উৎপাদন করি-  
তেছে। একদানে নরপ্রসূত বালকের কল্যা-  
ণার্থ মাদল্যবাদ্য বাজিতেছে, নবদম্পতীর  
পরিণয় জনা আমোদে, আনন্দমিশ্র কো-  
লাহলে দশদিক উল্লসিত ও ধ্বনিত করিয়া  
তুলিতেছে; আবার অন্যদানে গুজলো-  
কাতুরা জননীর স্বরবিদারক শোকসূচক  
ক্লেশধ্বনিতে অথবা নবমৈথবাবিদম্বালি-  
কার হাহাকার শব্দে সংসার উদাস ক-  
রিয়া উঠাইতেছে। কোন স্থলে এগরের  
সুখময়মিলনপ্রতীকায় সুখের দিব্যস্বপ্নে  
নিদ্রা নিদ্রাতে ইতর বিশেষ না করিয়া  
এগরীয়ণ সময় উদ্ভাপন করিতেছে, অ-  
ন্যত্র নিরাশ এগরের হতাশ শব্দে অথবা  
অনাদৃত অসমানিত ও কলঙ্কিত এগরের  
পাকিল পরিণামে কাহারও জীবন দুগার  
অসমানিত হইতেছে। একদিকে আশা  
মুহুম্বদ পাদকেপে স্বর্গীয় বিদ্যাদরীর ন্যায়  
মধুর হাসি ছানিয়া তালে তালে হৃত্য  
করিতেছেন, পুলকবিছারিত নরমের মো-  
ছিনী ভাজিতে সকলের মন মোহন করি-  
তেছেন, অন্যদিকে কুপোষন দোষে হতা-  
পর্ণ করিয়া আকালজরতরনে নিরাশার  
নীল নিখিল কলমে কলমে সকলের মনে  
ভীতি উৎপাদন করিতেছে। একদিকে

প্রভু প্রিয়তম প্রদোশ সকল জাতি,  
জুতি, বহুল, মালতী, গোলাপ, পদ্ম  
প্রভৃতি মনোহর কুসুম শযায় শোভিত  
আছে, গুণকৌকিলের মধুর কুসুমে শায়া  
বুলকুলের মোহন ধ্বনিতে চতুর্দিক উৎকল  
করিতেছে, অন্যদিকে সাহায্যের ভীষণ  
মকছুঁড়িতে জল পিপাসায় ত্রাহি ত্রাহি  
শব্দে হতা ভাগা পথিক আর্তনাদ করি-  
তেছে। নিদাঘের নির্গল দিবা ঋতিকা  
বিজী করিতেছে, শরতের সুধার কোমল  
কালমেঘে ঢাকিয়া কেনিতেছে। রজনী  
প্রভাত হইতেছে দিবাভাগ আবার তম-  
সীরজনীতে লীন হইতেছে। সংসারে চ-  
তুর্দিকে ইতস্ততঃ বিকিপ্ত অমৃত কণারও  
অভাব নাই, আবার তাহার সঙ্গে সঙ্গে  
হলাহলও প্রচুর রহিয়াছে। ছায়া যেমন  
বস্তুর অনুগামী হুঃখও তেমনই সুখের অ-  
নুগামী। যে অরুচীন ব্যক্তি এই প-  
রীকা ভূমি সংসার ক্ষেত্রে অধিরত ভাবে  
নিশুদ্র সুখ সন্তোষের বাসনা করে তাহার  
চিত্ত কখনও সুখী হইতে পারে না। হৃদয়  
কখনও হইবার নর একপা বিবরে আশা  
কবিতা জীবন শান্তিহীন করিলে পাপ  
যতই পুণ্য লাভ হয় না, তুফা রক্তি বা-  
তীত তাহার সমতা হয় না। যদি সুখ-  
পান করিতে বাসনা থাকে তবে সুদর্শন  
চক্র দেখিয়া ভীত হইওনা, তাহা হইলে

“সুখা যুরগণ ভোগা

অমৃতের পরিগ্রহ সার

বিকলিত তামসে অনিগণ উভে বসে



ভেদে ভাগ্যে কেবল চীৎকার।”

এই কবিতাটি সার্থক হইবে,—চীৎকার করিয়া জীবন ভেদকর অতিবাহিত করিতে হইবে। যদি অসুখ করিতে

অভিলাষ থাকে তবে গরলখানেন সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তুত হও। এই সংসারে সুখাপারী মৈথিল মাহাপুরুষ মাত্রই নীলকণ্ঠ!

জীব—

## জীবন জীবিত।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

পৃথুরায়ের দুর্গ।

“চলোই চাওয়া দেখ,

যোদ্ধা, যোদ্ধা এক এক

কাল পরাজয় করি দেয়ুষ্টি ধরিয়া।

\* \* \* \*

জন্মিবে গুরুমণ্ডল,

বীর যোদ্ধা অগণন,

রাখিবে ভাঙে নাম ক্ষতিপূর্বে আঁকিয়া।”

হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়।

১৬৬৬ খৃঃ অব্দের বসন্তকালে পঞ্চাশত

অশ্বারোহী ও এক সহস্র পদাতিক মাত্র লইয়া শিবজী দিল্লীর নিকটে উপস্থিত হইলেন। নগরের প্রায় ছয় কোশ দূরে শিবির সংস্থাপিত করিয়াছেন, সেনাগণ বিশ্রাম করিতেছে। শিবজী চিন্তিত মনে এদিক ওদিক পরিভ্রমণ করিতেছেন। দিল্লী আসিয়া কি ভাল করিয়াছেন? মুসলমানেরা অধীনতা স্বীকার করা কি বীরোচিত কার্য হইয়াছে? এখনও কি প্রত্যাশবর্তনের

উপায় নাই? এইরূপ সহস্র চিন্তা শিবজীর মহৎ হৃদয় আলোড়িত করিতেছে। বোদ্ধার মুখমণ্ডলও গম্ভীর ললাট চিন্তায় খায় অঙ্কিত,—বিপদকালে, যুদ্ধকালেও কেহ শিবজীর মুখমণ্ডল এরূপ চিন্তাক্রান্ত দেখে নাই।

শিবজীর সঙ্গে সঙ্গে কেবল তাঁহার তেজস্বী উগ্রাশ্রভাব নয় বৎসরের বালক শম্ভুজী ভ্রমণ করিতেছেন, এক একবার পিতার গম্ভীর মুখমণ্ডলেরদিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন, পিতার হৃদয়ের ভাব কতক কতক বুঝিতে পারিতেছিলেন।

রঘুনাথপুত্র নারায়ণজী নামক শিবজীর পুরাতন মন্ত্রী কিছু পশ্চাতে পশ্চাতে আসিতেছিলেন।

দুইজনে অনেকক্ষণ ভ্রমণ করিতেছিলেন। শিবজীর হৃদয় ভ্রমণ চিন্তায় বা-  
তিবাস্ত ও উৎক্লিষ্ট। অনেকক্ষণ পর তিনি মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

“নারায়ণজী আপুনি কখনও দিল্লীতে আসিয়াছিলেন।”

রঘুনাথ । ‘বালাকালে সিন্ধীনগর দেখিয়াছিলাম ।’

শিবজী । ‘তবে সমীপে ঐ বহু বিস্তৃত প্রাচীরের ন্যায় কি দেখা গেল ? তেছে বলিতে পারেন । আগনি অগ্ন্যময় হইয়া ঐদিকে চাহিয়া রহিয়াছেন কি জন্য ?’

রঘুনাথ । ‘মহারাজ ! ভারতবর্ষে শেষ, হিন্দুরাজ্য পৃথুরায়ের দুর্গ প্রাচীর দেখা যাউতেছে ।’

শিবজী বিস্মিত হইয়া বলিলেন, ‘হায় ! এই সে পৃথুরায়ের দুর্গ ! এই স্থানে তাঁহার রাজধানী ছিল ! এই স্থানে তিনি একবার ঘোরীকে পরাস্ত করিয়াছিলেন । হা ! নায়শাক্তী !

‘সেদিন ঐ প্রাচীরের প্রত্যেক গুহ হইতে বিজয়পতাকা উড়ান হইয়াছিল ঐ মকড়মিষ্টলে প্রশস্তনগর বিজয়বাদ্য শব্দিত হইয়াছিল, সমরবিজয়ী হিন্দুসেনার কোলাহলে গগনমার্গ বিদীর্ণ হইয়াছিল । সে দিন, হিমালয় হইতে কাবেরী পর্যন্ত হিন্দুবিরগণ সবল হস্তে স্বাধীনতা রক্ষা করিত,—হিন্দুললনাগণ উল্লাসে স্বাধীনতা গান গাইত । কিন্তু স্বপ্নের ন্যায় সেদিন গত হইয়াছে, ঐ পুরাতন দুর্গের নিকট পৃথুরায় অন্যায় সময়ে হত হইলেন, পুণ্য ভারতস্থান অন্ধকারে আবৃত হইল । দিবসের আলোক গত হয়, পুনরায় দিবস আইসে, নীতকালে বিলুপ্ত পত্র কুম্ব বসন্তে আবার দেখা যায়, ভারতের গৌরব দিন কি আর দেখা দিবে না ?’ একদিন

চরসা করিয়াছিলাম, সেই-গৌরবের দিন আবার আসিবে, সে আশা কি ফলবতী হইবে ?’

শিবজী অকারণ নীরব হইয়া রহিলেন ; তাঁহার হৃদয় চিন্তায় আলোড়িত হইতেছিল । অনেককাল পর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, ‘দেবদেব, মহাদেব ! যে দিন বনগণ জয়লাভ করিল, সে দিন তোমার হস্তে প্রচণ্ড ত্রিশূল নিশ্চেদ বা নিস্রিত ছিল ? সংহারক ! কেন ধর্মবিশ্বাসিদিগকে সংহার করিলে না ?’

রঘুনাথ । ‘কে বলিবে, কেন ?’ বাহারা হিন্দুরাজ্য বিনাশ করিলেন, তাঁহারা হিন্দু-দেবমণ্ডলীর ও অবমাননা করিতে ক্রটি করেন নাই ;—সেই ভাবনাপাতকের প্রমাণ অক্ষয় প্রস্তরে খোদিত আছে, সে পাপের প্রতিশোধ এখনও হয় নাই ।’

বর্ষম্পৃত্যবধি শিবজী জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘নায়শাক্তী ! আপনার কথা আমি বুঝিতে পারিতেছি না, কোথায় সে প্রমাণ খোদিত আছে ?’

রঘুনাথ, ‘সরিকটে’ এই বলিয়া অনতিদূরে একটি পুরাতন প্রস্তরনিখিত দেবমন্দিরে শিবজীকে লইয়া গেলেন, বলিলেন, চারিদিক অবলোকন করুন ।’

শিবজী । ‘দেখিতেছি মধ্যে প্রাঙ্গণ, চারিদিকে সুন্দর প্রস্তরস্তম্ভসার । একটি সুন্দর দেবমন্দির ছিল,—কালে ভগ্ন হইয়াছে । দেবের অবমাননা-চিহ্ন কোথায় খোদিত আছে ?’

রঘুনাথ। তঁর কুতবখানার একটা তত্ত্ব ভয় হয় নাই, —তাহার উপর অকৃত দেবমূর্তিগুলিও ভয় হয় নাই, কিন্তু নিরীক্ষণ করুন, একটা মূর্তির ও মুখমণ্ডল দুটো ছইবে না। কালে শুভ্র তাজিরা ফেলিত, ধর্ম-বিদ্বেষী যবনেরা শুভ্রগুলি ধাক্কাগাছে কিন্তু লক্ষ্য দেবমূর্তির মধ্যে প্রত্যেক মূর্তির মুখমণ্ডল মাত্র সহস্রে ভয় করিয়াছে। রাসনা, যে দেশ বিদেশ হইতে লোক আনিয়া চিরকাল দেখিতে পাইবে, যশ-গাণ-হিন্দুদের অবমাননা করিয়াছে, — যৎ দিন এই অক্ষর শুভ্রসার থাকিবে, তত দিন জগতে হিন্দুধর্মের অবমাননা ঘোষণা করিবে।

“অতাপি সেই পুরাতন মন্দিরের স্মরণ শুভ্রসার বিনামান রহিয়াছে, অতাপি অতিশুভ্রে বহু দেবমূর্তি অকৃত রহিয়াছে—প্রত্যেক মূর্তির মুখমণ্ডল বিরুত বা ভয়, প্রথম মুসলমান আক্রমণকারীদিগের ভীষণ ধর্ম-বিদ্বেষের পরিচয় দিতেছে।”

শিবজীর স্বভাবতঃই হিন্দুধর্মের অতিশয় ভক্তি ছিল, এই শুভ্রসার দেখিতে দেখিতে তাহার নয়ন আরক্ত হইয়া উঠিল, শরীর কাঁপিতে লাগিল। রঘুনাথ নায়নাঙ্গী আরও বলিতে লাগিলেন,—

“এ দিকে হিন্দুর অবমাননা, অন্য দিকে যবনের গৌরব। এই যে সমুদ্রে উন্নত শুভ্র আত্মা ভেদ করিয়া উঠিয়াছে

এটা কুতবখানার মন্দিরের দিক দিল্লী-নিগের-পরাণে উগাইয়াছে ঘোষণা করিতেছে! এই হিন্দুর আলোচনা প্রভৃতি যবন হাজার হাজার বছরের উপর কি রূপ উন্নত হিন্দুর প্রভুর স্বর্গাশ্রম নির্মিত হইয়াছে; এই একটা মসজিদ প্রস্তুত হইতেছিল, এ পুরাতন হিন্দু-দেবালয় ভয় হইয়া উহারই প্রস্তর দ্বারা মসজিদ উঠিতেছিল। সমগ্র ভারতবর্ষে এইরূপ! সকল স্থানে পরাভূত হিন্দুদিগের গৌরবচিহ্ন একে একে বিনশিত হইতেছে, তাহার উপর বিজয়ী যবনের গৌরবস্বত্ব উদ্ভিত হইতেছে। এই কুতবখানার উপর আলোচনা করুন, মসজিদ, গৌরবস্থানের গৌরবস্থান,—দুই দিকের অপূর্ণ অভ্যর্থনা প্রাসাদ ও স্বর্গাবাসী লকিত হইয়াছে কিন্তু পূর্বাঞ্চলের হস্তিনাপুর, ইন্দ্রপুর, তুলা ইন্দ্রপ্রস্থ বিলীন হইয়াছে,—তাহার একটা শুভ্র বা একটা মন্দিরও নদনগরচর হইবে না।”

নিঃশব্দে শিবজী ও শম্ভুজীও রঘুনাথ-পশ্চাদ্ কুতবখানার উপর উঠিলেন,—সেইরূপ উন্নত শুভ্র বোধ হয় জগতে আর নাই। নিঃশব্দে পূর্ণহৃদয়ে শিবজী চারি দিকে চাফিতে লাগিলেন;—এই স্থানে কি জগৎবিখ্যাত হস্তিনাপুর ও ইন্দ্রপ্রস্থ ছিল, এখানে কি প্রাতঃসংগীত সুধিতা; জাতুমহি বাস করিয়াছিলেন,—এখানে কি সেই পূণ্যকালে সেই পুণ্যলোক রাজত্ব করিয়া নসাগরা ধরার আশা-গৌরব বি-

স্তায় করিয়াছিলেন, বরষি বেসখাস কি এই স্থানে অধিবাস করিয়াছেন? ডীআ-চার্কা, জোপাচার্কা, অজুর্ন, ভারতের অ-তুল্য বীরস্বন্দ কি ইহা? আপন-বীর্ষ প্রকাশ করিয়া আশ্রয়লোভ করিয়াছেন,—কুন্তী, জোপদী, গাঙ্গারী, ভারতের প্রাতঃসংগীরা ললনাগণ কি এই স্থান পবিত্র করিয়াছিলেন?—শিবজীর বাক্ষপ্তি রোধ হইল, দুই নয়ন দিয়া জল বহিতে লাগিল,—গদগদস্বরে বলিলেন,—

‘দেবতুল্য পূর্বপুরুষগণ! আপনাদিগকে প্রণাম করি। আমাদের বাহু বল-হীন, আমাদের নয়ন তিমিরাক্রান্ত, আমা-দের জ্বর ক্ষীণ। ঐ নীল নভোমণ্ডল হইতে কিসের হইয়া আলোক দান করন,—যেন হিন্দুধাম পুনর্বার উন্নত করিতে পারি,—যেহে সেই উদ্যমেই যেন মৃত্যু হয়। এ জীবনে অন্য কোন আকাঙ্ক্ষা নাই।’

শিবজীর জ্বর ও পূর্ণ হইল, তাঁহারও পূর্ণ হইল জীবন। জল পড়িতে লাগিল।

শিবজী চারিদিক দেখিতে লাগিলেন, ছয় শত বৎসরাবধি মুসলমানগণ রাজ্য করিয়াছেন, তাহার চিত্ত যেন সেই স্থানে আকৃষ্ট হইয়াছে! অসংখ্য মসজিদ, অসংখ্য মুসলমান সজ্ঞাটের গোবস্তান, অথবা অসংখ্য ভগ্ন ও দুর্গ প্রাসাদের অবশিষ্টাংশ সেই কুতুবখানার হইতে আধ-নিখিল হইয়াছে। ছয় কোশ পথ বরাপিয়া

দেখা যাইতেছে। কতকাল, হিন্দু ও যবনের মধ্যে বিত্তিরতা জানেন না,—শত শত বৎসরের সহস্র সহস্র মানবকীটে যে সমস্ত হত্যাাদি নির্যাস করে, ছেলার তৃপ্তি-সাৎ করিয়া যায়।

সৈনিক হইতে ময়ন দিয়া শিবজী পুনরায় সেই পৃথুর দুর্গ প্রাচীরের দিকে দৌড়িলেন, অনেক কণ চাখিয়া চাখিয়া রত্ননাথের দিকে কিরিয়া কহিলেন—

‘নারায়ণ! বাল্যকালে কখনও দেশের কথা শুনিলাম, পৃথুরারের দ্বার যেন যে কথা শুনিলাম, অস্ত্র যেন তাই ক-রনে দেখিতেছি! বোধ হইতেছে যেন ঐ ভগ্ন দুর্গ প্রাসাদপূর্ণ, বহুজনাগণের ন-তাকা ও তোরণ-শোভিত একটি বিস্তৃত নগর। যেন ব্রাহ্মসভার পাত্রমিত্রবৈষ্ণব হইয়া রাজা বসিয়া আছেন—বাহিরে রত্ন দূর দেখা যায়,—পথে, ঘাটে, বাসিতে প্রাঙ্গণে, নদী-তীরে নাগরিকগণ আসনে উৎসব করিতেছে! যেন বহুবিলীন বা-জারে ক্রয়ক্রয় হইতেছে,—উজ্জ্বল লোকে আনন্দে নৃত্যগীত করিতেছে, স-রোবর হইতে ললনাগণ কলস করিয়া জল নাইয়া যাইতেছে, প্রাসাদ সমুখে সেনাগণ মসজিদ দগায়মান রহিয়াছে, অথ, হস্তী, বৎস দগায়মান রহিয়াছে ও বাদ্যকর সা-নন্দে বাস করিতেছে! যেন প্রভাতের সূর্য্য এই অপরাধ দেশের উপর সূর্য্যের রশ্মি বর্ষণ করিতেছেন,—যেন এসত সন্ধ্যের সন্ধ্যা-অনধোরিত্র সূর্য্য রাজসভার প্রবেশ করিল।

‘অপানি কখনো পুত্র বলিল, মহারাজ। মহম্মদ ঘোর আপমানের রাজ্যের অর্দ্ধংশ বাত্র লইয়া সন্ধি স্থাপন করিতে সম্মত আছেন তাহাতে আপনাকে কি মত?’

‘মহামুজব চোহান উত্তর করি-

‘যেব খুবাবেব আকাশে অন্য একটি সূর্য্য দিবে, — পুত্ররায় সেই দিন আপনাকে অন্য হাজ্জাকে স্থান দিবে।’ মহামুজব তাহা শুনি জয় জয় নাদে সেই প্রশংসা প্রসাদ লাভিত হইল, — জয় জয় নাদে প্রমত্ত নগর পরিপূরিত হইল।

‘কুত পুত্ররায় বলিল ‘মহারাজ। মহামুজব অশুর মহাশয় মহম্মদ ঘোরের সহিত সন্ধি করিয়াছেন, — আপনাকে মুক্ত করিয়া দিতে বাটের সৈন্য একত্রিত করিতে পারিব।’

‘মহামুজব উত্তর করিলেন, ‘অশুর মহাশয় আপনাকে ইসলাম জামাই দেন ও বন্দী করিয়া আনিয়া যাইতেছি, — অবিলম্বে আপনাকে করিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিব।’

‘অবিলম্বে চোহান সৈন্য এই প্রশংসা শুনি হইতে নিশ্চিন্ত হইল, — তেহেরীর যুদ্ধে মরন ও বাটের সৈন্য পুত্ররায়ের সহিত যুদ্ধে ডুবিয়া ধূলিকণ্ডে উড়িয়া যেন, — হেরত কোন কঠোর পদধূলি গ্রহণ করিয়া ক রমেন।’

‘কণেক পরে মহামুজব ভাগ করিয়া

বলিলেন— ‘হুমায়ুন। সেই দিন আমাকে গিয়াছে; কিন্তু তথাপি এখানে মণ্ডারমান হইলে, অমানিগের পুত্র পুত্রবর্গের অধিনায়কীর্তি অরণ করিলে অপ্রত্যাশায় মন কুব আশা মনে উদয় হয়। এই বিশাল কীর্তিকেত্র চিরদিন তিমিরায়ত থাকিবে না; ভারতের পূর্বদিন এখনও উদ্ভিত হইতে পারে। জগদীশ্বর কয়কে অরোগ্য দান করেন, দুর্বলকে বলদান করেন; জীব পদদলিত ভারতমন্ত্রকে তিনি উন্নত করিতে পারেন।’

নিঃশব্দে সকলে কুতবমিনার হইতে অবতীর্ণ হইলেন; নিঃশব্দে শিবিরান্তি মুখে বাইলেন।

### ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

রামসিংহ।

‘বাপের সমুদায় বীর, সমান সমান।’

কাশীরামসিংহ।

শিবকী ও তাঁহার পুত্র সমুদায় বীরের উপবেশন করিয়া আছেন একত্র মনে একজন প্রহরী আসিয়া বলিলেন—

‘মহারাজ জয়সিংহের পুত্র রামসিংহ অন্য একজন সৈনিক সহিত সত্ৰাট-আদেশে মহারাজকে দিনিতে আহ্বান করিতে আসিয়াছেন। উত্তরে যারে মণ্ডারমান আছেন।’

শিব। ‘সাঁপেরে লইয়া আসিয়া দাও।  
উগ্রবর্তন লক্ষ্মী বলিলেন—

আপনাকে আহ্বান করিতে আত্মজীব  
কেবল দুইজন মাত্র দূত পাঠাইয়াছেন ?  
এ অসম্মাননা সঙ্গ্য করিবেন ?

শিবজী ও আত্মজীবরূপে এই অসম্মান-  
নার মনে মনে ক্রুদ্ধ হইলেন, কিন্তু সে  
ক্রোধ প্রকাশ করিলেন না। কণেক  
পরই রামসিংহ শিবিরে প্রবেশ করি-  
লেন। রাজপুত্রবৃক পিতার নারীভে-  
দ্য ও বীর, পিতার নারী ধর্মপরাগণ ও  
সত্যপ্রিয়। তীক্ষ্ণবুদ্ধি শিবজী বৃকের  
মুখমণ্ডল দেখিয়াই তাঁহার উদার ও অক-  
ণ্ট চরিত্র বুঝিলেন, তথাপি আত্মজীবের  
কোন কু-অভিসন্ধি আছে কি না, দ্বিতী  
প্রবেশে বিপদ আছে কি না, কথাগুলি  
জানিবার প্রয়াস করিলেন। রামসিংহ  
পিতার নিকট শিবজীর বীর্ষ্য ও প্রতাপের  
কথা অনেক শুনিয়াছেন, সবিস্ময় নরনে  
মহারাজে বীর পুত্রবৃকের নিকট অবলোকন  
করিলেন। শিবজী রামসিংহকে আনি-  
জন ও যথোচিত সম্মানপুষ্পের অভ্যর্থনা  
করিলেন। কণেক পর রামসিংহ ক-  
হিলেন—

‘মহারাজকে পূর্বে আমি কখনও  
দেখি নাই, কিন্তু পিতার নিকট আপনাকে  
বিশেষভাবে বিস্তারিত শুনিয়াছি, অতএব আপ-  
নার জ্ঞান অসংশয়িত ধর্মপরাগণ বীর-  
পুত্রবৃকে দেখিয়া আমার মন সার্থক হ-  
ইল।’

শিব। ‘আমার ও অতঃপর সৌ-  
ভাগ্য। আপনার পিতার ভুলার বিচক্ষণ,

ধর্মপরাগণ, বীরপুত্র রাজপুত্র  
ও বিরল, দ্বিতী আগমনের সময় যে তাঁহার  
পুত্রের সহিত লাক্ষ্য হইল ইহা সুলক্ষণ  
সন্দেহ নাই।’

রাম। ‘মহারাজ দ্বিতী আগমন ক-  
রিতেছেন শুনিয়াই মন্ত্রটি আমাকে আপ-  
নার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, কখন মন্ত্র  
প্রবেশ করিতে অভিসন্ধি করেন ?’

শিব। ‘প্রবেশ সম্বন্ধে আপনি কি  
পরামর্শ দেন ?’ শিবজী তীক্ষ্ণবুদ্ধির  
রামসিংহের দিকে চাহিতেছিলেন।

অকণ্ট স্বরে রামসিংহ উত্তর ক-  
হিলেন—

‘আমার বিবেচনার এইকণ্ট প্রবেশ  
করা বিধেয়, বিলম্ব হইলে বায়ু উত্তপ্ত  
হইবে, ত্রীষ্ম সংস্করণ হইবে।’

রামসিংহের সরল উত্তর শুনিয়া শি-  
বজী ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন—

‘সে কথা জিজ্ঞাসা করি নাই, আ-  
পনি দ্বিতীতে অধুনা বাল্য করিতেছেন,  
আপনার নিকট কোন ও সংবাদ অবিস্ত  
নাই আমার পক্ষে দ্বিতী প্রবেশ কতদূর  
বুঝির কার্য্য তাহা আপনি অবশ্যই জা-  
নেন।’

উদারচেতা রামসিংহ এতকণ পর  
শিবজীর মনোমত ভাব বুঝিয়া ঈষৎ হাস্য  
করিয়া বলিলেন—

‘কহা কখন, আমি আপনার ত-  
দেখা পূর্বে বুঝিতে পারি নাই।  
আপনার অসত্য হইলে পিতার

বাস করিতাম, নিজের অসির উপর নির্ভর করিতাম, অসির তুলা প্রকৃত বন্ধু আর নাই। কিন্তু এ বিফল অভ্যাস,—পিতা আপনাকে যখন দিল্লী আসিতে পরামর্শ দিয়াছেন তখন আপনি আসিয়া তালই করিয়াছেন। তিনি অবিভীর্ণ পণ্ডিত তাঁহার পরামর্শ কখনও বাতিল হয় না।

শিবজী বুঝিলেন দিল্লীতে তাঁহাকে কত করিবার জন্য কোনও কল্পনা হয় নাই, অথবা যদি হইয়া থাকে রামসিংহ তাহা জানেন না। তখন পুনরায় বলিলেন—

‘হাঁ আপনার পিতাই আমাকে আসিতে পরামর্শ দিয়াছেন,—আমার আসিবার সময় তিনি আরও বাক্য দান করিয়াছেন, তাহাও বোধ হয় আপনি অবগত আছেন।’

রামসিংহ,—‘আজি। দিল্লী আগমনে আপনার কোনও বিপদ হইবে না, কোনও অমিট হইবে না, সে বিষয়ে তিনি আপনাকে বাকাদান করিয়াছেন, সে বিষয়ে তিনি আমাকে ও আদেশ করিয়াছেন।’

শিব। ‘তাঁহাতে আপনার কি সত্য?’

রাম। ‘পিতার আদেশ অবশ্য পালনীয়, রাজপুত্রের ন্যাকালজেন আদর,—পিতার বাক্য যাহাতে লজ্জান না হয়, আপনি নিরাপদে অর্দেশে যাইতে পারেন, সে বিষয়ে দানের যত্নের কোনও ভ্রম হইবে না।’

শিবজীর মন নিকষেগ হইল। আর সন্দেহ না করিয়া সেবা দিয়া বলিলেন—

‘তবে আপনারই পরামর্শ গ্রহণ করি; বিলম্ব করিলে বায়ু উত্তপ্ত হইবে, চলুন এইক্ষণই দিল্লী প্রবেশ করি।’

অতিরে সকলে দিল্লীর অভিমুখে চলিলেন।

সমস্ত পথ পুরাতন মুসলমান প্রাসাদের ভগ্নাবশেষে পরিপূর্ণ। প্রথম মুসলমানেরা দিল্লী জয় করিয়া পুথুরায়ের পুরাতন দুর্গের নিকট আপনাদিগের রাজধানী নির্মাণ করিয়াছিলেন, সুতরাং প্রথম সত্রাটদিগের মসজিদ, প্রাসাদ ও সমাধি-মন্দিরের ভগ্নাবশেষে সেই স্থানে দৃষ্ট হয়। কালক্রমে নূতন নূতন সত্রাট আরও উত্তরে নূতন নূতন প্রাসাদ ও রাজবাটী নির্মাণ করিতে লাগিলেন, ক্রমে নগর উত্তরাভিমুখে চলিল। শিবজী যাইতে যাইতে কত প্রাসাদ কত মসজিদ ও মিনার, কত স্তম্ভ ও সমাধি-মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখিলেন, তাহা গণনা করিতে পারিলেন না। রামসিংহ শিবজীর সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিলেন ও মানা স্থানের পরিচয় দিতে লাগিলেন, উভয়ে উভয়ের গুণের পরিচয় পাইলেন, উভয়ের মধ্যে অতিরে মৌজদা জন্মিল। তীক্ষ্ণবুদ্ধি শিবজী বিচরিলেন, যদি দিল্লীতে কোনও বিপদ হয়, একজন প্রকৃত বন্ধু পাইব।

পথিমধ্যে মোদীবংশীর সত্রাটদিগের



প্রকাণ্ড মন্দির সকল দৃষ্ট হইল, প্রত্যেক মন্দির কবরের উপর এক একটি গম্বুজ ও অট্টালিকা নির্মিত হইয়াছে। আকৃষ্টগণদিগের গোঁড় স্বৰ্ণা যখন অন্তিমিত হয়, তখন এই স্থানে দিল্লী ছিল, পরে আরও উত্তরে সরিরা গিয়াছে।

তাহার পর হুমাউনের প্রকাণ্ড সমাধি মন্দির। তাহার পরে “চৌবটখরা” অর্থাৎ খেত-প্রস্তর-বিনির্মিত চতুঃবক্ষি স্তূপযুক্ত প্রকাণ্ড মন্দির অট্টালিকা। তাহার পশ্চাতে অসম্ভা গোরস্থান। পুখুরায়ের দুর্গ হইতে আধুনিক দিল্লী পর্য্যন্ত আসিতে আসিতে শিবজীর বোধ হইল যেন সেই পথেই ভারতবর্ষের ইতিহাস অঙ্কিত রহিয়াছে। এক একটি প্রাসাদ বা অট্টালিকা সেই ইতিহাসের এক একটি পত্র, এক একটি গোরস্থান এক একটি অক্ষর, করাল কাল সেই ইতিহাসলেখক; নচেৎ এরূপ অক্ষরে ইতিহাস কেন লিখিত হইবে?

শিবজী আরও আসিতে লাগিলেন। দিল্লীর প্রাচীরের নিকটে আসিলে রামসিংহ সগর্বে একটি মন্দির দেখাইয়া বলিলেন,—

‘রাজন, এই যে মন্দির দেখিতেছেন,—শিখা জ্যোতিষ গণনার্থ এই মান-মন্দির নির্মাণ করিয়াছেন; বহুদেশের পণ্ডিতেরা এই মন্দিরে আসিয়া রজনীতে নক্ষত্র গণনা করেন।’

শিখা। ‘আমিবার শিখা যেরূপ

বিজ্ঞ, জগতে এরূপ সর্বজনসম্মত কোনও অতি বিরল; তিনিই হইলেন পূর্ণা কাশীনাথের তিনি এরূপ মান-মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।’

রাম। ‘এই আশা করিলেন সত্য।’ আরও দিল্লীর প্রাচীরের ফিতর সকলে প্রবেশ করিলেন।

প্রবেশ করিবার সময় শিবজীর বোধ হইল,—তিনি অর্থ খায়াইলেন। একবার পশ্চাৎ দিকে চাহিলেন, এরূপ মনে চিত্তা উদয় হইল যে ‘এখনও স্বাধীন আছি, পরকণ্ঠেই বন্দী হইতে পারি।’ তৎক্ষণাৎ স্বর্গপরায়ণ জয়সিংহের নিকট যে বাকাদান করিয়াছিলেন তাহা স্মরণ হইল, জয়সিংহের পুত্রের উদার মুখমণ্ডল দেখিলেন,—ভবানীর মাত্র লইলেন ও নিজ কোষে ‘ভবানী’ নামক অসিকে যেন মনে স্মরণ করিয়া দিল্লীর প্রবেশ করিলেন।

স্বাধীন মহারাষ্ট্রীয় যোদ্ধা সেই মুহূর্তে বন্দী হইলেন।

## চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ।

দিল্লীনগর।

‘ঘরে ঘরে বাজিছে বাজনা।  
নাচিছে নৃত্যকী-বল, গাইছে প্রজন্মে  
গায়ক; নাচকে লয়ে কেহিছে নাচকী—  
খল খল খল হাসি মধুরম্বরে।’

কিন্তু রা'র মৃত্যুতে রত তেজ শীঘ্রপানে।  
 হারের হারে ঝোলে মালা গাঁথা কলকুলে  
 গৃহাঙ্গে উড়িছে ধ্বংস; ব্যতীর্ণনে বাতী;  
 জন্মজ্যোতঃ রাজপথে বহিছে কলৌলো।  
 মধুসূদন নত।

সিন্ধী অদ্য মনোহর শোভা ধারণ করিয়াছে। আরজীব স্বয়ং জীকজমকপ্রিয় ছিলেন না, কিন্তু রাজকাৰ্য্য সাধনার্থ সন্মত সময়ে জীকজমক আবশ্যক; তাহা বিশেষরূপে জানিতেন। অদ্য শিবজী দরিত্র মহাপ্রৌঢ়ের হস্তে পিপুল অৰ্ঘ্যশালী মোগল রাজধানীতে আনিয়াছেন; মোগল-নিগের ক্ষমতা সম্প্রতি ও অৰ্ঘ্যের প্রাচুর্য দেখিলে শিবজী আপন হীনতা বুঝিতে পারিবেন, মোগলনিগের সহিত যুদ্ধের অসম্ভাবিতা বুঝিতে পারিবেন, এই উদ্দেশ্যে আরজীব অৰ্ঘ্য প্রচুর জীকজমকের আদেশ দিয়াছিলেন। সন্ধ্যার আদেশে দিনোদগতী উৎসবের দিনে কুল-ললনার ন্যায় অপূৰ্ণ বেশধারণ করিয়াছে।

শিবজী ও রামসিংহ একত্রে রাজপথ অতিবাহন করিতে লাগিলেন। পথদ্বিগা অসংখ্য অর্থারোহী ও পদাভিক গমনাগমন করিতেছে, নগর লোকারণ্য হইয়াছে। বণিকগণ বাজারে দোকানে বহুলা পণ্য-জমা রাশি করিয়া রাখিয়াছে; উৎকট প্রস্তুত বহুলা স্বৰ্ণ-রৌপ্যের অলঙ্কার, অপূৰ্ণ স্বাদ্য সামগ্রী, অপৰ্যাপ্ত গৃহসুন্দর জবা দেখিতে দেখিতে শিবজী রাজপথ অতিবাহন করিতে লাগিলেন। কোথাও

যুদ্ধের উপর দিয়া নিশান উড়িজেছে, কোথাও সুপরিচ্ছদে যুদ্ধের বাতাস বহিয়া চহিয়াছে, কোথাও বা গাঁথ ক দিরা কুল-কামিনীগণ প্রসিক্কা মহারাষ্ট্র বোন্ধাকে দেখিতেছে। গুণে অসংখ্য শকট, শিবিকা হস্তী ও অশ্ব; রাজা মনুদাদার, দেব, আমীর ও ওমরাহগণ গমনাগমন করিতেছেন; অর্থারোহীগণ তীব্রবেগে যেন মগর কাঁপাইয়া যাঠিতেছে; সুল্লার অলঙ্কার ও রক্তবর্ণ প্রস্তুত হইয়া শুণ্ড নাড়িতে নাড়িতে গজেন্দ্রগমনে গজেন্দ্রগণ চলিয়া যাঠিতেছে; হস্তকার শক্রে শিবিকা বাহকগণ যেন অর্থারোহীর পদমধ্যাদা চাঁৎকার শব্দের দ্বারা প্রচার করিয়া চলিয়া যাঠিতেছে। শিবজী এরূপ নগর কখনও দেখেন নাই, কোথায় পুনা বা রায়গড়। যাঠিতে যাঠিতে রামসিংহ দূরে তিনটি খেত গম্বুজ দেখাইয়া বলিলেন—

‘ঐ দেখুন জুমা মস্জিদ! সন্ধ্যাট শাহজিহান জগতের অৰ্থ একত্র করিয়া ঐ উন্নত প্রগল্ভ মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন—‘তু মগাছি ওরূপ মস্জিদ জগতে আর নাই।’ শিবজী বিস্ময়াৎকুল-লোলনে দেখিলেন রক্তবর্ণ প্রস্তুত নির্মিত পিত্তল স্থাপিত ব্যাপিয়ার মস্জিদের প্রতির দেখা যাঠিতেছে। তাকার উপর সুল্লার খেত-প্রস্তুত-বিনির্মিত তিনটি গম্বুজ ও দুই দিকের দুই বিনার যেন গগন ভৈরব করিয়া উঠিয়াছে।

এই অপরূপ মস্জিদের সম্মুখেই রাজ-

আসাদ ও দুর্গের বিভিন্ন রক্তবর্ণ প্রস্তর-  
 নির্মিত প্রাচীর দৃষ্ট হইল । দুর্গের প-  
 শ্চাতে যমুনা নদী, সম্মুখে দুর্গ ও সমুদ্র-  
 দৈব মতো, বিভিন্ন রাজপথ শঙ্কপূর্ণ ও  
 লোকাক্ষণ্য । সেই স্থানের দ্বারা আর এ-  
 কটি স্থান ভারতবর্ষে ছিল না, ভগতে ছিল  
 কি না, সম্ভব । দুর্গের প্রাচীরের উপর  
 সহস্র নিশান বাস্থপথে উড়িতেছে, যেন  
 ভগতে যোগল সম্রাটের ক্ষমতা ও গৌরব  
 প্রকাশ করিতেছে ! দুর্গদ্বারে একজন প্রা-  
 ধান মনসাদারের প্রাপ্ত শিবির ; মনসাদ-  
 দার দুর্গদ্বার রক্ষা করিতেছেন । সম্মুখে  
 সেনা রেখায় রেখায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে,  
 বন্দকের কিরীচশ্রেণী দুর্গাটাকে অক্ষুণ্ণ  
 করিতেছে, প্রত্যেক কিরীচ হইতে রক্তব-  
 ন্ত্রৈব নিশান বাস্থপথে উড়িতেছে । দুর্গ  
 সম্মুখে অসংখ্য লোক অসংখ্য প্রকার জব-  
 জব বিক্রয় করিতে আসিয়াছে, দুর্গপ্রা-  
 চীর হইতে মসজিদ প্রাচীর পর্যন্ত ও উত্তর  
 দক্ষিণে যতদূর পথ দেখা যায় সমস্ত শঙ্ক-  
 পূর্ণ ও লোকাক্ষণ্য । অশ্বারোহী, গজা-  
 রোহী বা শিবিকারোহী ভারতবর্ষের প্রা-  
 ধান প্রধান পদাভিযুক্ত পুরুষ বহুমোক-  
 সমস্তিত হইয়া বহু সমারোহে সর্কদাই দু-  
 র্গদ্বার দিয়া ভিতর বা বাহিরে আসিতে  
 ছেন । উচ্চাধিগের পরিচ্ছন্ন শোভায় নয়ন  
 আনন্দিত হইতেছে, লোকের কলরবে কর্ণ  
 বিনীত হইতেছে । সকল শব্দকে নিবৃত্ত ক-  
 রিয়া যথোযথো শিবিরের মধ্য হইতে কা-  
 মালের শব্দ নগর কম্পিত করিতেছে ও

রাজাধিরাজ আলমগীর অর্থাৎ ভগতের  
 অধিপতির ক্ষমতাবাহী ভগৎসংসারে প্র-  
 চার করিতেছে ।

বিন্দুয়াৎকুল লোচনে কণেক এই স-  
 মস্ত ব্যাপার দেখিয়া শিবজী রামসিংহের  
 সহিত দুর্গদ্বার-অতিক্রম করিয়া দুর্গ প্র-  
 বেশ করিলেন ।

প্রবেশ করিয়া শিবজী যাহা দেখি-  
 লেন তাহাতে বিস্মিত হইলেন । চতুর্দিকে  
 বিভিন্ন “কাংখামার” অসংখ্য শিল্পকা-  
 রগণ রাজ-বাগ্গায়া মানানিধ জবা প্রস্তুত  
 করিতেছে,—সমুদ্র সূর্য ও রোপ্য অতি  
 বস্ত্র, মণ্ডল মসলিন বা ছিট,—বহুমূল্য  
 গালিচা, চম্রাতপ, তাহু বা পরদা, সুন্দর  
 পরিধের, উষ্ণব, শাল, বা গাঁদাবরণ, অ-  
 গুরুপ সূর্য খোপা ও মণিমানিকোর বে-  
 গম-পরিধের আলঙ্কার, সুন্দর চিত্র, সুন্দর  
 কাককারী, সুন্দর কাঠ বা খেত প্রস্তরের  
 গৃহানুকরণ জবা, রাশি রাশি নীল, পীত,  
 রক্তবর্ণ বা হরিদ্র প্রস্তরের নানারূপ খে-  
 লনা জবা, কত বর্ণনা করিব ! ভারতবর্ষে  
 যত অপূর্ণ শিল্পকার ছিল, সম্রাট-আ-  
 দেশে তাহার মাসিক বেতন পাঁচরা প্র-  
 তিদিন দুর্গে কার্য করিতে আসিত । স-  
 ম্রাট রাজকার্যার্থ বা নিজ প্রয়োজনের  
 জন্য যে কোন বস্ত্র আবশ্যক বোধ করি-  
 তেন, বিলাসিনী বেগমগণ সমস্ত বস্ত্র  
 “ফরমায়েশ” করিতেন, আসাদকাশিদি-  
 গের বাহা কিছু প্রয়োজন হইত, সমস্ত এই  
 স্থানে প্রস্তুত হইত ।

শিবজী এসময় দেখিবার সময় পাই-  
ইলেন না। অসম্ভব লোকের কথা নিয়া  
“দেওরাম আম” নামক উর্তু প্রাকৃত র-  
কুর্ধ প্রাকৃত-বিনির্মিত প্রাসাদের নিকট  
আসিলেন। সত্ৰাট সত্ৰাচর এই স্থানেই  
সত্ৰা জীবনশয়ন করেন, —কিন্তু অদ্য যেন  
শিবজীকে প্রাসাদের সমস্ত গোঁরব দেখা-  
ইবার জন্যই, —সারও ভিতরে পুন্ডর খে-  
ত প্রাকৃত-বিনির্মিত, নামাক্ষয় সলঙ্কারে অ-  
লঙ্কৃত জগতে অতুণা “দেওরাম আম”  
নামক প্রাসাদে সত্ৰাচর করিয়া-  
ছিলেন। শিবজী প্রাসাদে বাইলেন,  
দেখিলেন প্রাসাদের ভিতর রত্নমাণিকা-  
বিনির্মিত সুধারাম প্রাতিষাঠী ময়ূর-  
সিংহাসনের উপর সত্ৰাট আরংজীব উপ-  
বেশন করিয়া আছেন, সত্ৰাটের চারি  
দিকে রৌপ্যবিনির্মিত রেল, তাহার সমুখে  
স্তারতবর্ধের অগ্রগণ্য রাজা, মনসবদার,  
ওমরাহ ও বীরপুরুষ এবং অসংখ্য লোক  
নিশাঙ্গে নতায়মন রহিয়াছে। রামসিংহ  
শিবজীর পরিচয়-সাম করিয়া রাজসদনে  
উপস্থিত হইলেন।

শিবজী অদ্য দিল্লীনাগরের অসাধারণ  
শোভা দেখিয়াই আরংজীবের উদ্দেশ্য  
বুঝিতে পারিয়াছিলেন, একগুণে রাজস-  
দনে আসিয়া সেই বিষয় আরও স্পষ্ট-  
ভাষায় জানাইল। তিনি বিংশতি বৎসর  
কুব্ধ হুজুর করিয়া আশাধার ও স্বজাতির  
অধীনতা রক্ষা করিয়াছিলেন, তিনি স-  
প্রতি সত্ৰাটের অধীনতা স্বীকার করিয়া

বুঝে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন, তিনি  
এতদূর স্বীকার করিয়া মহারাষ্ট্রেশ্বর হ-  
ইতে সত্ৰ টেকে দর্শন করিতে দিল্লী পর্য্যন্ত  
আসিয়াছেন, সত্ৰাট তাঁহাকে এইরূপে  
আহ্বান করিলেন ? সামান্য সেনাপতি-  
কেও ইহা অপেক্ষা সম্মান করিতেন,  
শিবজী প্রত্য একজন সামান্য কর্তৃচাণী  
নার মতভাবে রাজসদনে দণ্ডায়মান।  
শিবজীর পক্ষীতে উচ্চ শোণিত বহিতে  
লাগিল, —কিন্তু একগুণে নিকপার। সা-  
মান্য রাজকর্তৃচাণীর ন্যায় সত্ৰাটকে  
‘ওলসীম’ করিয়া রীতিমত ‘মজর’  
সাম করিলেন। আরংজীবের দূর উদ্দেশ্য  
সাধন হইল, —ভগৎ সংসার জামিল, শি-  
বজী জামিল, শিবজী ও আরংজীব সম-  
কক্ষ নহেন, দাসের প্রভু সহিত, কণিগের  
পালিতের সহিত যুদ্ধ করা মূর্থতা।

এই উদ্দেশ্য সাধনায় আরংজীব ‘ম-  
জর’ গ্রহণ করিয়া কোন বিশেষ সমাদর  
না, করিয়া শিবজীকে ‘পাঁচ হাজারী’  
অর্থাৎ পঞ্চ সহস্র সেনার সেনাপতিদ-  
গের মধ্যে স্থান দিলেন। শিবজীর নয়ন  
তখন স্তম্ভিত প্রজ্জ্বলিত হইল, শরীর ক-  
ম্পিত হইতে লাগিল, তিনি প্রভুর উপর দ-  
স্তখ্যাপন করিলেন, অশ্রুতে স্নেহে বনিলেন  
শিবজী পাঁচ হাজারী ? সত্ৰাট যখন  
মহারাষ্ট্রে বাইলেন, দেখিবেন শিবজীর  
অধীনে কত পাঁচ হাজারী আছে ? দেখি-  
বেন, তাহার দূর হস্তে অসিধারণ করে  
না। শিবজীর পাঁচ হাজারী

এই কথা শুনিতে পাইল, সত্ৰাটের কাণে  
এ কথা উঠিল।

অস্বাস্থ্য আবশ্যকীয় কার্য সম্পাদন  
হইলে সভা ভঙ্গ হইল। সত্ৰাট যাত্রো-  
দ্বান করিয়া পার্শ্বস্থ উচ্চ শ্রেত-প্রস্তরবি-  
মির্জিত বেগম মহলে গেলেন, নদীর স্রো-  
তের স্রাব দুর্গ হইতে অসংখ্য লোকস্রোত  
নির্গত হইতে লাগিল, যে যাহার আবাস  
স্থানে যাইল, সাগরের স্রাব বিস্তীর্ণ দি-  
ল্লীমগরে অচিরে লোকস্রোত লীন হইয়া  
গেল।

শিবজীর আবাসের জন্য একটি বাটি  
নির্দিষ্ট হইয়াছিল; রোষে, অভিমানে স-  
জ্জার সময় শিবজী সেই বাটিতে আসি-  
লেন, একাকী বসিয়া চিন্তা করিতে লা-  
গিলেন।

কণেক পর রাজসদন হইতে সংবাদ  
আসিল যে অন্য সত্ৰাটের সম্মুখে শিবজী  
যে কথা উচ্চারণ করিয়াছিলেন, সত্ৰাট  
তাঁহা শুনিতাছেন। সত্ৰাট শিবজীকে  
অন্য দণ্ড দিতে ইচ্ছা করেন না, কিন্তু ভ-  
বিষাতে শিবজী রাজসাক্ষাৎ পাইবেন  
না, রাজসভায় স্থান পাইবেন না।

শিবজী বুঝিলেন, ভবিষ্যৎ আকাশ মেঘা-  
চ্ছন্ন হইতেছে; নান্দে যেরূপ সিংহকে ধরি-  
বার জন্য জ্বালপাতে, ক্রুর দুর্ভবুদ্ধি আরং-  
জীব সেইরূপ ধীরে ধীরে শিবজীকে বন্দী  
করিবার জন্য যন্ত্রণাজাল পাতিতেছেন।  
এ জাল বিদীর্ণ করিয়া কি পুরস্কার লা-  
ভ করিব? পুরস্কার নীরবে

প্রায় এক দণ্ডকাল চিন্তা করিতে লাগি-  
লেন।

শেকের্দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহি-  
লেন, ‘হা সীতাপতি গোম্বামিন! মিত্র-  
প্রবর! চির যুদ্ধের পরামর্শ তুমিই দিয়া-  
ছিলে,—তখন তোমার পরামর্শ গ্রাহ্য ক-  
রিলাম না, তোমার গরীবনী কথা এখনও  
আমার কর্ণে শব্দিত হইতেছে।—আরং-  
জীব! সাবধান! শিবজী এ পর্যন্ত তো-  
মার নিকট সত্য ঘোষন করিয়াছে,—তা-  
হার সহিত যত্ন সহ অচরণ করিও  
না, কেননা শিবজীও সে বিদ্যায় শিশু  
নহেন। যদি কর, ভাবানী মাক্ষী থাকুন,  
মহারাজীদেগে যে সমরানল প্রজ্জ্বলিত ক-  
রিব, তাহাতে এই সুন্দর দিল্লীমগর, এই  
বিপুল মুসলমান সাম্রাজ্য দগ্ধ হইয়া যা-  
ইবে।’

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

দিল্লীতে আগন্তুক।

“কে তুমি—

বিভূতি-ভূষিত অজ।”

যদুহৃদয় দত্ত।

কয়েক দিনের মধ্যে শিবজী আরং-  
জীবের উদ্দেশ্য স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন;  
শিবজী আর অশেষে না যাইতে পারেন,  
চিরকাল দিল্লীতে বন্দী হইয়া থাকেন,  
মহারাজীয়েরা আর কখনও আর্মিন না হয়,  
এই আরংজীবের উদ্দেশ্য। শিবজী সত্ৰা-

টের এই কপটচরণে যৎপরোনাস্তি কষ্ট হইলেন, কিন্তু রোষ গোপন করিয়া দিল্লী হইতে প্রস্থানের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন ।

শিবজীর চিরবিধ্বস্ত মন্ত্রী যখনাথ পণ্ডিত মায়শাক্তী সর্বদা শিবজীর সহিত এই বিষয় আলোচনা করিতেন, ও নানারূপ উপায় উদ্ভাবন করিতেন ।

অনেক বৃত্তি করিয়া উভয়ে স্থির করিলেন যে প্রথমে দেশ প্রত্যাগমনের জন্য সম্রাটের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করা বিধেয়,—অনুমতি না मिलে অন্য উপায় উদ্ভাবন করা যাইবে ।

মায়শাক্তী পণ্ডিতপ্রবর, ও বাক্পটুতায় অগ্রগণ্য, তিনি শিবজীর আবেদন রাজ-সদনে লইয়া যাইতে সম্মত হইলেন—

আবেদন পত্রে শিবজী যে যে কারণে দিল্লীতে আগমন করিয়াছিলেন তাহা বিস্তারিতরূপে লিখিত হইল । শিবজী যোগল সৈন্যের সহায়তা করিয়া যে যে কার্য সাধন করিয়াছিলেন, আরঞ্জীব যে যে বিষয় অস্বীকার করিয়া শিবজীকে দিল্লীতে আবাসন করিয়াছিলেন তাহাও স্পষ্টাক্ষরে দর্শিত হইল । তাহার পর শিবজী প্রার্থনা করিলেন যে, ‘আমি যে কার্য সাধন করিতে অস্বীকার করিয়াছি তাহা এখনও সাধন করিতে প্রস্তুত আছি, বিজয়পুর ও গলখন্দ-রাজ্য সম্রাটের অধীনে আনিতে বস্তুতঃ সক্ষম সাধ্যা করিব । অথবা যদি

সম্রাট আমার সহায়তা গ্রহণ না করেন, অনুমতি দিন আমি নিজের জায়গীরে প্রত্যাবর্তন করি, কেন না হিন্দুত্বের জল বায়ু আমার পক্ষে ও আমার সঙ্গীর সৈন্যের পক্ষে যৎপরোনাস্তি অস্বাস্থ্যকর, এদেশে আমাদের থাকা সম্ভব নহে ।’ যখনাথ মায়শাক্তী এইরূপ আবেদন পত্র সম্রাটসদনে উপস্থিত করিলেন, সম্রাট উত্তর পাঠাইলেন, উত্তরে নানা কথা লিখা আছে কিন্তু শিবজীর প্রত্যাগর্তনের অনুমতি নাই । শিবজী স্পষ্ট বুঝিলেন তাঁহাকে চিরবন্দী করাই সম্রাটের একমাত্র উদ্দেশ্য । তখন দিন দিন পলায়নের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন ।

উপর উক্ত ঘটনার কয়েক দিন পর এক দিন সম্রাটের সময় শিবজী গবাক্ষ-গার্বে চিন্তিতভাবে উপবেশন করিয়া আছেন । স্বর্গা অন্ত দিরাছে কিন্তু এখনও অন্ধকার হয় নাই, রাজপথ দিগন্তে দিগন্তে স্রোত এখনও অবিরত বহিয়া চলিতেছে । কত দেশের লোক কতরূপে পলায়িত কত কার্যে এই রাজধানীতে বাসিয়াছে ! দিল্লী অসংখ্য দৈনিকের বাসস্থান, সর্বদাঃ প্রশস্ত পথ দিয়া দুই এক জন সৈনিক যাইতে দেখা যাইতেছে । কখন কখন দুই এক জন ছোজা মোগল সদর্পে যাইতেছেন, অপেক্ষাকৃত রক্তবর্ণ শত শত দেশীয় হিন্দু বা মুসলমান সর্বদাই বহুশ্রুত ভয়ংকরিতেছে, দুই এক জন রক্তবর্ণ কাফ্রীও কখন কখন দেখা যাইতেছে । পাঠসা আ-

হব, তাতার ও তুর্ক দেশ হইতে বণিক বা  
মস'ফের এই সমৃদ্ধ নগরীতে গমনাগমন  
করিতেছে, মুসলমান বা হিন্দু সেনাপতি  
রাঁজা বা মনসবদার বহুলোক সমন্বিত হ-  
ইয়া মহাসমারোহে হস্তী বা অশ্ব বা শি-  
বিকার অ'রোহণ করিয়া যাইতেছেন, ত-  
নপেক্ষা উচ্চরবে বিক্রেতাগণ আপন আ-  
পন পণ্য দ্রব্য মন্তকে লইয়া চীৎকার ক-  
রিতেছে, এতদ্ভিন্ন সহস্র অন্যান্য লোক  
সহস্র কার্যে জলের জোড়ের ন্যায় যা-  
তায়াত করিতেছে।

ক্রমে এই জনশ্রোত হ্রাস পাইতে  
লাগিল। দিল্লীর অসংখ্য দোকানদার  
আপন আপন দোকান বন্ধ করিতে লা-  
গিল। নগরের অনন্ত কলরব যেন ক্রমে  
হ্রাস প্রাপ্ত হইল, দুই একটি বাতীর গবাক্ষ  
হিতর হইতে দীপশিখা দেখা যাইতে লা-  
গিল, অনন্ত হৃদয়শ্রণীর মধ্যে দূরস্থ অট্টা-  
লিকাগুলি ক্রমে অন্ধকারে আবৃত হইতে  
লাগিল। আকাশে দুই একটি তারা দেখা  
দিল, পশ্চিমদিকে রক্তিমাজ্জটা আর নাই,  
শিবজী পূর্বদিকে চাহিলেন ;—দিল্লীর  
উন্নত প্রাচীর, তাহার পর শান্ত বিস্তীর্ণ  
দিগন্তপ্রবাহিণী যমুনা নদী সাহরকালের  
নিশ্চক্ৰতার অনন্ত সাগরাভিমুখে বহিয়া  
যাইতেছে।

সেই নিশ্চক্ৰতার মধ্যে জুম্মা মসজিদ  
হইতে আজানের পবিত্র শব্দ উদ্ভূত হইল,  
যেন সে গভীর শব্দ ধীরে ধীরে চারিদিকে  
বিস্তীর্ণ হইতে লাগিল, যেন ধীরে ধীরে

মানবের মন আকর্ষণ করিয়া গগনে উদ্ভিত  
হইতে লাগিল। শিবজী মুসলমান-পক্ষ-বি-  
দ্বেষী, কিন্তু মুহম্মদের জন্যও শুদ্ধ হইয়া সেই  
সাহরকালীন সুদূর উচ্চারিত গভীর শব্দ  
শ্রবণ করিতে লাগিলেন। অন্ধকারে পু-  
নরায় চাহিলেন, কেবল জুম্মা মসজিদে  
শ্বেতপ্রস্তর-বিনির্মিত গম্বুজ সুনীল আকা-  
শপটে অল্পকট দেখা যাইতেছে, কেবল  
প্রাসাদের রক্তবর্ণ উন্নত প্রাচীর যেন দূরে  
পর্কতশ্রেণীর মত দৃষ্ট হইতেছে। এতদ্ভিন্ন  
সমস্ত নগর অন্ধকারে আচ্ছাদিত, নৈশ  
নিশ্চক্ৰতার শুরু।

রজনী গভীর হইল, কিন্তু শিবজীর  
চিন্তাহর এখনও ছিন্ন হইল না। অন্য  
পূর্ব কথা একে একে হৃদয়ে জাগরিত হ-  
ইতেছিল। বালাকালের সুহৃৎবর্গ, বাল্য-  
কালের আশা, ভরসা, উদ্যম ;—সাহনী  
উন্নতচরিত্র পিতা শাহজী, পিতৃতুলা বাল্য-  
সুহৃদ মাদাজা কানাইদেব, গরীয়সী মাতা  
জীজী।—যিনি মহারাষ্ট্রের জয়ের ভবি-  
ষ্যদ্বাণি বলিয়াছিলেন, যিনি বীরমাতার  
ন্যায় বালককে বীরকার্যে ত্রুতী করিয়া-  
ছেন, বিপদে আশ্বাস দিয়াছেন, আবর্ষে  
উৎসাহ দিয়াছেন।

তাঁহার পর যৌবনের উন্নত আশা,  
ভীষণ কার্য-পাল্পেরা, দুর্গ-বিজয়, দেশ-  
বিজয়, রাজ্য-বিজয়, বিপদের পর বিপদ,  
বৃদ্ধের পর যুগ, অগুরু কয়লাভ, দোকঁঠ  
প্রতাপ, দুর্দমনীয় উচ্চাভিলাষ। বিংশ  
বৎসর পর্যালোচনা করিলেন, প্রতি বৎ-



হয় অপূর্ণ বিজ্ঞে বা অসমসাহসী কার্যে  
অকৃত ও সমুজ্জ্বল।

সে কার্য-পরম্পরা কি বার্থ? সে  
আশা কি মারাবিনী?—না এখনও ভবি-  
ষ্যৎ-আকাশে গৌরব-মন্ডল লীন ও ছি-  
ন্নোচ্ছিন্ন। এখনও ভারতবর্ষে যখন রাজ্যের  
অবসান হইবে, হিন্দু রাজতন্ত্রের মস্তকে  
উপর রাজত্ব উদ্ভূত হইবে?

এই প্রকার চিন্তা করিতেছিলেন, এ-  
রূপ সময়ে ত্রিপুরার রাজ্যের ঘণ্টা বাজিল,  
রাজপ্রাসাদের নাগরীখানা হইতে সে শব্দ  
উদ্ভূত হইয়া সমস্ত বিস্তীর্ণ নগর ব্যাপ্ত  
হইল, নৈশ নিশ্চিন্ততার গভীর শব্দ বহুদূর  
পর্যন্ত প্রসারিত হইল।

আকাশগর্ভে সে শব্দ এখনও লীন হয়  
নাই, এরূপ সময়ে শিবজী উদ্ভীষিত গবা-  
ন্ধব্বারে একটি দীর্ঘ মনুষ্যমূর্তি দেখিতে  
পাইলেন; কক্ষপথ অন্ধকার আকাশ-পাটে  
যেন দীর্ঘ-নিশ্চেষ্ট প্রতিকৃতি!

বিম্বিত হইয়া শিবজী মগ্ন হই-  
লেন, সেই আকৃতির প্রতি তীব্রদৃষ্টি করি-  
লেন, কোষ হইতে অসি অর্ধেক বহির্গত  
করিলেন। অপরিচিত আগন্তুক তাহা  
গ্রাস না করিয়া, লক্ষ্য না করিয়া, ধীরে  
ধীরে গবাক্ষ ভিতর দিয়া যুঁহে প্রবেশ  
করিলেন, ধীরে ধীরে ললাট ও জুয়ুগলের  
উপর হইতে নৈশ শিশির ঘোচন করি-  
লেন।

শিবজী তীক্ষ্ণ-ব্রহ্মে দেখিলেন, আগ-  
ন্তকের মস্তকে জটাজুট, শরীরে বিভূতি;

হস্তে বা কোষে অসি বা ছুরিকা বা কোন  
ও প্রকার অস্ত্র নাই;—তবে আগন্তুক  
শিবজীকে হত্যা করিবার জন্য সম্ভ্র-  
ান্ত্রিত চর নহে। তবে আগন্তুক কে?

তীক্ষ্ণব্রহ্মে অন্ধকার ঘরের ক্রিয়ার  
শিবজীকে লক্ষ্য করিয়া আগন্তুক বলি-  
লেন,—

‘মহারাজের জয় হউক।’

অন্ধকারে আগন্তুকের আকৃতি দে-  
খিয়া শিবজী তাঁহাকে চিনিতে পারেন  
নাই, কিন্তু তাঁহার কণ্ঠশব্দ শ্রবণমাত্র চি-  
নিতে পারিলেন। জগতে প্রকৃত বন্ধু  
অতি বিরল, বিপদের সময়, চিন্তার সময়  
এরূপ বন্ধুকে পাইলে হৃদয় হুতা করিয়া  
উঠে। শিবজী মীতাপতি গোলামীকে  
প্রণাম ও মন্ত্বেহে আনিজন করিয়া নি-  
কটে বসাইলেন, একটি দীপ জ্বালিলেন,  
পরে অতিশয় উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা ক-  
রিলেন।

‘বন্ধুপ্রবর! রাঙ্গগড়ের সংবাদ কি?  
আপনি তথা হইতে কবে কিরূপে আসি-  
লেন? এতদূরেই বা কি প্রয়োজনে আ-  
সিলেন, ও আদ্য নিশীথে মহাসা গবাক্ষদ্বার  
দিয়া আসিবারই বা অর্থ কি?’

মীতাপতি উত্তর করিলেন, ‘মহা-  
রাজ! রাঙ্গগড়ের সংবাদ সমস্ত কুশল;  
আপনি যে সচিব প্রবরের হস্তে রাজ্য-  
ভার ন্যস্ত করিয়াছেন তাহাতে অমূল্য  
হইবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু এ বিষয় আমি  
বিশেষ জানি না, কেন না আপনি রাঙ্গ-

গড় পরিভাগ করিবার পরে অধিক কাম আমি ওখায় ছিলাম না। পূর্বেই আপন কে বলিরাছিলাম, আমার কণ্ঠার ব্রত সাধনার্থে আমাকে দেশে দেশে পূর্বটন করিতে হয়—সেই প্রয়োজনেই যথুয়া প্রভৃতি তীর্থস্থান সর্বসমর্থ দিল্লী আসিয়াছি। প্রভুর সহিত যখন সাক্ষাৎ করি তখনই আমার সৌভাগ্য, নিবাই কি, নিশাই কি ?

শিব। ‘তথাপি কোনও বিশেষ কারণ না থাকিলে গরাক দিয়া দ্বিপ্রহর নিশীথে আসিতেমনা। কি কারণ প্রকাশ করিয়া বলুন।’

সীতা। ‘নিবেদন করিতেছি। কিন্তু পূর্বে জিজ্ঞাসা করি প্রভু আসিয়া অধি কুশলে আছেন ?’

শিব। ‘শারীরিক কুশলে আছি,—শত্রুদ্রোহে মনোর কুশল কোথায় ?’

সীতা। ‘প্রভুর সহিত ও মস্ত্রটের সন্ধিই আছে, আপনার শত্রু কোথায় ?’

শিবজী ইতঃ হাস্য করিয়া বলিলেন, ‘মর্পের সহিত ভেকের সহিত সন্ধি কতক্ষণ স্থায়ী ? সীতাপতি ! আপনি অবশ্যই সমস্ত অবগত আছেন আর আমাকে বলিয়া দিবেন না। যদি রায়গড়ে আপনার বিরোধযোগী পরামর্শ শুনিতাম তাহা হইলে কখনদেশের ভ্রমণ পর্বত ও উপত্যকার মধ্যে হিন্দুধর্মের জন্য অদ্যাপি ও যুদ্ধ করিতে পরিতাম, খল মস্ত্রটের কথার বিশ্বাস করিয়া আপনার মধ্যে পড়িতাম না,—দিল্লীনিগরে বন্দী হইতাম না।’

সীতা। ‘প্রভু আশ্বস্তিকার করিবেন না, যযুয়া আত্মই জাতির অধীন, এ জগৎ ভ্রমপরিপূর্ণ। বিশেষ এ বিষয়ে আপনার দেশ মাত্র নাই, আপনি সন্ধি-দীক্ষা বিশ্বাস করিয়া সমাচরণ প্রদর্শন পূর্বক এ স্থানে আসিয়াছেন, তিনি অসদাচরণ ও কপটাচরণে দোষী, জগদীশ্বর জ্ঞানী ভীষ্ম সমুচিত দণ্ড দিবেন। প্রভু! খলতার জয় নাই,—অদ্য আরংজীব যে পাপ করিয়া আপনাকে কব্ধ করিবার আশা করিয়াছেন সেই পাপে সবংশে নিধন হইবেন। মহরাজ ! আপনি রায়গড়ে যে কথা বলিরাছিলেন, মহারাষ্ট্র-দেশে সে কথা এখনও কেহ বিশ্বাসে গ্রহণ নাই ;—আরংজীব যদি কপটাচরণ করেন তবে মহারাষ্ট্রদেশে যে যুদ্ধাঙ্গ প্রজ্জ্বলিত হইবে, সমস্ত মোঘল সাম্রাজ্য তাহাতে দগ্ধ হইয়া যাইবে।’

উৎসাহে, উল্লাসে শিবজীর মন জ্বলিতে লাগিল, তিনি বলিলেন,—

‘সীতাপতি ! সে ভরসা এখনও লোপ হয় নাই। এখনও আরংজীব শিবের মহারাষ্ট্রজীবন লোপ পায় নাই।’  
‘কিন্তু হায় ! যে সময়ে আমার বীরাজ্য-গণ সৈন্যেরা মোঘলদিগের সহিত তুফুল সংগ্রামে লিপ্ত হইবে, সে সময়ে আমি কি দূর দিল্লীনিগরে নিশ্চেষ্ট বন্দী করণ থাকিব ?’

সীতা। ‘যবে গগনসংকীর্ণ-সাম্রাজ্য আরংজীব জালদার কব্ধ করিতে পারি-

গেল, তখন আপনাকে বন্দী রাখিতে পারি-  
ত্বের, তাহার পক্ষে নহে।’

শিবকী ঈশৎ হাস্য করিলেন; পরে  
দীরে দীরে বলিলেন ‘ তবে বোধ করি  
আপনি কোন পল্লারনের উপায় উদ্ভাবন  
করিয়াছেন, তাহাই বলিবার ক্রমা এরপ’  
গুণভাবে অন্য রজনীতে আমার গৃহে  
আসিয়াছেন।’

সীতা। ‘ প্রভু উদ্ভবকি, প্রভুর নি-  
কট কিছুই গোপন রাখিতে পারি এরপ  
সম্ভাবনা নাই।’

শিব। ‘ সে উপায় কি ? ’

সীতা। ‘ অন্ধকার রজনীতে প্রভু অ-  
ন্যায়সে ছদ্মবেশে গৃহ হইতে বহির হ-  
ইতে পারেন। দিল্লীর চাচিকিকে উচ্চ  
প্রাচীর, কিন্তু পূর্বদিকে একদু’মে সেই  
প্রাচীরে লৌহশলাকা স্থাপিত হইয়াছে,  
তদ্বারা প্রাচীর উন্নয়ন করা মহারাষ্ট্রীয়  
বীরের অসাধ্য নহে। অপর পার্শ্বে ক্ষুদ্র  
তরীতে অস্ত্রজন বাহক আছে নিম্নে মধ্যে  
মথুরায় পহুছিবেন। তথায় প্রভুর অনেক  
বন্ধু আছে, অনেক হিন্দু-দেবালয়ে অস্ত্রের  
ধর্মাত্মা প্ররোচিত আছেন, তথ্য হইতে  
প্রভু অন্যায়সে স্বদেশে যাইতে পারি-  
বেন।’

শিব। ‘ আমি আপনাদের উদ্যোগে  
যথেষ্ট বাধিত হইলাম, আপনি যে প্রকৃত  
বন্ধু তাহার আর একটি মিলনশ্রম পাটলাম।  
কিন্তু যখন কখন প্রাচীর উন্নয়নের সময়  
কেহ আমাকে দেখিতে পাইল, তখন প’

লাগল চুঃসাধ্য, — আরংজীব হস্তে নিষ্কর  
হুত্ব।’

সীতা। ‘ প্রাচীরের যে স্থানে লৌহ-  
শলাকা দেওয়া আছে তাহার অনতিদূরে  
আপনার সৈন্যের মধ্যে দশজন খকাহস্তে  
ছদ্মবেশে লুকায়িত আছে। যদি কেহ  
প্রভুকে দেখিতে পায় বা গতিরোধ করে,  
তাহার মৃত্যু নিশ্চয়।’

শিব। ‘ ভাল, নৌকার গমন কালে  
তীরস্থ কোম প্রহরী যদি সন্দেহ প্রযুক্ত  
নৌকা ধরিতে চাহে ? ’

সীতা। ‘ অস্ত্রজন নৌকাবাহক ছদ্ম-  
বেশী আপনারই অস্ত্রজন যোদ্ধা। তাহা-  
দিগের শরীর বর্ম্মচ্ছাদিত, তুণ পত্রিপূর্ণ।  
সহস্রা নৌকা কেহ রোধ করিতে পারে  
তাহার সম্ভাবনা নাই।’

শিব। ‘ মথুরায় পহুছিয়া যদি প্র-  
কৃত বন্ধু না পাই ? ’

সীতা। ‘ আপনাদের পেশওয়ার ড-  
গিনীপতি মথুরায় আছেন, তিনি আপনাদের  
চির-পরিচিত ও বিশ্বস্ত তাহা আপনিই  
জানেন। আমি অন্য তাঁহার নিকট হ-  
ইতে আসিতেছি, তিনি সমস্ত প্রস্তুত রা-  
খিয়াছেন, তাহার পর পাঠ করুন।’

বস্ত্রের ভিতর হইতে একখানি পত্র  
বাহির করিয়া শিবকীর হস্তে দিলেন। শি-  
বকী ঈশৎ হাস্য করিয়া পত্র ফিরাইয়া  
দিয়া বলিলেন—

‘ আপনি পাঠ করিয়া শুনাম। ’ সী-  
তাপতি লজ্জিত হইলেন, তাহার তখন স্ব-

কণ হইল যে শিবজী আপন মাম লিখ-  
তেও ক্রামিতেন না, কখনও সেনাপড়া  
লিখেন না।’

সীতাপতি পত্র পাঠ করিয়া শুমাই-  
লেন। বাহা বাহা আবশ্যিক, যুরেশ্বরের  
কটু সমস্ত স্থির করিয়াছেন পত্রে বিত্তি  
লিখা আছে। শুনিয়া শিবজী বলিলেন—

‘গোশ্বামিন্! আপনার সমস্ত জীবন  
বাগযজ্ঞে অতিবাহিত হইয়াছে কখনই  
বোধ হয় না, শিবজীর প্রাধান্য মন্ত্রীও আ-  
পনার অপেক্ষা সুন্দররূপে উপায় উদ্ভাবন  
করিতে পারিত না। কিন্তু এখনও একটি  
কথা আছে। আমি পলাইলে আমার  
পুত্র কোথায় থাকিবে, আমার বিশ্বস্ত  
মন্ত্রী রঘুনাথ পুত্র, প্রিয় সুহৃদ অরজী মা-  
লজী,—আমার সেনাগণ কোথায় থাকি-  
বে? ইহারা কিরূপে আরংজীবের কোপ  
হইতে পরিত্রাণ পাইবে?’

সীতা। ‘আপনার পুত্র, প্রিয় সু-  
হৃদ ও মন্ত্রীর আপনার সহিত অদ্য র-  
জনীতেই যাঠিতে পারে;—আপনার সে-  
নাগণ দিল্লিতে থাকিলে হানি নাই,—  
আরংজীব তাহাদিগকে লইয়া কি করি-  
বেন, অগত্যা ছাড়িয়া দিবেন।’

শিব। ‘সীতাপতি! আপুনি আরং-  
জীবকে জানেন না; তিনি ত্রাতৃদিগকে  
বধ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিয়া-  
ছেন।’

সীতা। ‘যদি আপনার সেনাগণের  
উপর কঠোর আদেশ দেন, কোন্ মহা-

রাষ্ট্র এরূপ ভীক যে আপনার নিরাশ্রয়  
বার্তা শ্রবণ করিয়া উন্নতের সহিত প্রাণ  
বিসর্জন না করবে?’

শিবজী কণেক-নীরবে চিন্তা করি-  
লেন। পরে মূঢ় যীরে যীরে বলি-  
লেন—

‘গোশ্বামিন্! আমি আপনার চেউ।  
আপনার উদ্যোগের জন্য আপনার নিকট  
চিরবাধিত হইলাম, কিন্তু শিবজী তাহার  
দিশ্রু ও চিরপালিত ভূয়দিগকে বিপদে  
রাখিয়া আপনার উদ্ধার চাহে না; এরূপ  
ভীকতার কার্য কখনও করিবে না। সীতা-  
পতি! অন্য উপায় উদ্ভাবন করুন, নচেৎ  
চেউ। ত্যাগ করুন।’

সীতা। ‘অন্য উপায় নাই।’

শিব। ‘তবে সময় দিন, শিবজীর  
এই প্রথম বিপদ নহে, উপায় উদ্ভাবনে  
কখনও পরাভূত হয় নাই।’

সীতা। ‘সময় নাই! অন্য রজ-  
নীতে প্রভু পলায়ন করুন; নতুবা কল্য  
আপনার পলায়ন নিষিদ্ধ।’

শিব। ‘আপনি কোন্ যোগবলে  
এরূপ জানিলেন জানি না, কিন্তু আপনার  
গণনা যদি যথার্থ ও হয় তথাপি শিবজীর  
অন্য উত্তর নাই;—শিবজী আগ্রিত প্র-  
তিপালিত লোককে বিপদে রাখিয়া আ-  
ত্মপতিভোগ করিবে না। গোশ্বামিন্! এ  
কত্রিরের ধর্ম নহে।’

সীতা। ‘প্রভু! বিশ্বাসঘাতকের  
নাতিদান করা কত্রিরের ধর্ম, আরংজী-

যকে শান্তি দান করুন,—সেইদূর মহারাষ্ট্র দেশে প্রভাববর্তন করুন, তথ্য হইতে সাগরতরঙ্গের ন্যায় সমরতরঙ্গ প্রবাহিত করুন, অচিরে আরংজীবের সুখস্বপ্ন ভগ্ন হইবে, অচিরে এই পাশপূর্ণ সাম্রাজ্য অতল জলে মগ্ন হইবে।’

শিব। ‘সীতাপতি! যিনি জগতের রাজা তিনি বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি দিবেন, আমার কথা অবধারণা করুন, তাঁহার অধিক বিলম্ব নাই;—শিবজী আশ্রিতকে ত্যাগ করিবে না।’

সীতা। ‘প্রভু! এখনও এ প্রতিজ্ঞা ত্যাগ করুন, এখনও বিবেচনা করিয়া আদেশ করুন, কল্য বিবেচনার সময় থাকিবে না,—কল্য আপনি বন্দী।’

শিব। ‘তাড়াই দউক;—শিবজী আশ্রিতকে ত্যাগ করিবে না, শিবজীর প্রতিজ্ঞা অবিচলিত।’

সীতা। ‘তবে আদেশ দিন, আমি বিনায় তই।’ অতিশয় ক্ষণ দুঃখের স্বরে সীতাপতি এই কথাগুলি বলিলেন। শিবজী চাহিয়া দেখিলেন তাঁহার নয়নে জল-বিন্দু।

তখন সন্মুখে সীতাপতির হস্ত ধরিয়া বলিলেন—‘গৌসামিন্! দোষ গ্রহণ করিবেন না; আপনার যত্ন, আপনার চেষ্টা, আপনার ভালবাসা আমি জীবন থাকিতে তুলিব না; রায়গড়ে আপনার বীর পরামর্শ, দিল্লীতে আমার উদ্ধার, আপনার এতদূর উদ্যোগ চিরদিন আ-

মার হৃদয়ে জাগরিত থাকিবে! বিদায় কি জন্ম? যতদিন দিল্লীতে থাকিবেন আমার এই অটলিকার থাকুন, এখানে আমার বিপদ আছে, আপনার নাই।’

সীতা। ‘প্রভু! আপনার মিত্র-বাক্যে যথোচিত পুরুষত হইলাম; জগদীশ্বর জানেন আপনার মিত্রের কা ভিন্ন আমার আর অন্য অভিলষাই; কিন্তু আমার ব্রত অলঙ্ঘনীয়, ব্রত সাধনের জন্য নামান্বানে নানাকার্য্যে যাইতে হয়, এখানে অবস্থিতি অসম্ভব।’

শিব। ‘এ কি অসাধারণ ব্রত জামি না। কিন্তু দিবসে এক দিনও আপনার সাক্ষাৎ পাইলাম না; রজনীযোগে অন্ধকারে এইরূপ রক্তচন্দ্রমারূত হইয়া জটাধারণ করিয়া এক এক বার দেখা দেন, দুই একটি বাক্যে আমার হৃদয় পর্য্যন্ত আলোড়িত করেন, পুনরায় কোথায় চলিয়া যান আর দেখিতে পাই না! সীতাপতি! এ কি কঠোর ব্রত ধারণ করিয়াছেন?’

সীতা। ‘সমস্ত এক্ষণে কিরূপে বিস্তার করিয়া বলিব, সাধনের একটি অঙ্গ এই যে, দিবসে রাজদর্শন নিবিদ্ধ।’

শিব। ‘ভাল এ ব্রত কি উদ্দেশ্যে ধারণ করিয়াছেন?’

ক্ষণেক জিহ্বা করিয়া সীতাপতি বলিলেন,—‘আমার ললাটে একটি অমঙ্গল লিখন আছে,—আমার ইচ্ছা দেবতা, বাঁচাই আমি কাল্যাকাল হইতে প্রাণের সহিত পূজা করিয়াছি, বাঁচার নাম জপ

করিয়া জীবন দিতে আমি আনন্দ বোধ করিব, বিধির নির্বন্ধে তিনি আমার উপর অসম্ভব ! সেই অসম্ভাব ঋণার্থ এই ব্রত ধারণ করিয়াছি।’

শিব। ‘এ অমঙ্গল কে গণনা করিয়া আপনাকে জানাইল ? কেবা আপনাকে অমঙ্গল ঋণার্থ এ ব্রত ধারণ করিতে বলিল ?’

সীতা। ‘কার্যাবশতঃ আমি অসুস্থই প্রথমটি জানিতে পারিলাম ; ঈশানী-মন্দিরে একজন সতী সাদী যোগিনী আমাকে এই ব্রত ধারণ করিবার আদেশ করিয়াছেন। যদি সফল হই, তবে সে ভগিনীসম স্নেহময়ীর সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ করিব ; যদি ঋণার্থ না হই তবে এ অকিঞ্চিৎকর জীবন ত্যাগ করিব। যাঁহার সন্তোষার্থ জীবনধারণ করিতেছি, তিনি অসম্ভব থাকিলে এ জীবনে আবশ্যক কি ?’

শিবজী দেখিলেন, গোস্বামীর নয়নে জলবিন্দু,—তাহার নিজের চক্ষুও শুষ্ক রহিল না ; বলিলেন—

‘সীতাপতি ! যাহা বলিলেন যথার্থ ; যাহার জন্য প্রাণপণ করি তাহার তিরস্কার, তাহার অসম্ভাব অপেক্ষা জগতে সম্বভেদী দুঃখ আর নাই।’

সীতা। ‘প্রভু কি এ বাতনা কখনও ভোগ করিয়াছেন ?’

শিব। ‘জগদীশ্বর আমাকে ধাক্কা কখন, আমি একজন নিরক্ষর বীর-

পুরুষকে এই বাতনা করিয়াছি,—সে বালকের কথা মনে হইলে এখনও আমার সময়ে সময়ে হৃদয়ে বেদনা হয়।’

প্রায় উদ্বিগ্ন-কক্ককণ্ঠে সীতাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন—‘তাহার নাম কি ?’

শিবজী বলিলেন, ‘রঘুনাথজী ছাবেলদার।’

শিবজী বলিলেন, ‘রঘুনাথজী ছাবেলদার।’ ঘরের দীপ সহসা নির্বাপন হইল।

শিবজী প্রদীপ জ্বালিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, এমন সময় অতি কটোচ্ছারিত স্বরে সীতাপতি বলিলেন, ‘দীপ অনাবশ্যক,—বন্ধন,—শ্রবণ করিতেছি।’

শিব। ‘আর কি বলিব ! তিন বৎসর অতীত হইয়াছে সেই বালকবেশী পুরুষ আমার নিকট আসিলে ও গৈমিকের কার্যে প্রবৃত্ত হয়। তাহার বদনমণ্ডল উদার। সীতাপতি ! আপনারই নাগ তাহার উন্নত ললাট ও উজ্জ্বল নয়ন ছিল। বালকের বয়স আপনার অপেক্ষা অল্প ; আপনার নাগ সুস্থির প্রকরতা ছিল না, কিন্তু সেই উন্নত হৃদয়ে আপনার নাগই দুর্দমনীয় বীর্য ও অকতোভয়তা সর্বদা বিরাজ করিত ! আপনার বসিষ্ঠ উন্নত দেহ যখন দেখি,—আপনার পরিষ্কার কণ্ঠস্বর যখন শুনি, আপনার বীরোচিত বিক্রম যখন আলোচনা করি, সেই বালকের কথা তখনই হৃদয়ে জাগ্রিত হয়।’

‘তাহার পর ?’

‘সেই বালককে যে দিন প্রথম দেখি-

লাম, সেই দিন প্রকৃতপক্ষে বলিয়া চিনিলাম; সেই দিন আমার নিজের একখানি অসি তাহাকে দান করিলাম;—রঘুনাথ সে অসির অবমাননা করে নাই। বিপদের সময় সর্বদা আমার ছায়ায় নায় নিকটে থাকিত, যুদ্ধের সময় হৃদয়বীর ভেঙ্গে লত্ন-রেখা ভেদ করিয়া মৃত্যুস্তর তুচ্ছ করিয়া সিংহনাদে অগ্রসর হইত। এখনও বোধ হয় তাহার সেই বীর আকৃতি সেই গুচ্ছ গুচ্ছ কৃষ্ণকেশ, সেই উজ্জ্বল নয়ন; আমি দেখিতে পাইতেছি।

‘তাহার পর।’

‘এক যুদ্ধে আমার জীবন রক্ষা করিয়াছিল, অন্য এক যুদ্ধে তাহারই বিক্রমে হৃগ্ন জয় হইয়াছিল, কত যুদ্ধে আপন অসাধারণ পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছিল।’

‘তাহার পর।’

‘আর জিজ্ঞাসা করেন কি জনা; আমি একদিন ডখে পতিত হইয়া সেই চিরবিধ্বাসী অনুচরকে অবমাননা করিয়া কার্য্য হইতে দূর করিয়া দিলাম; শেষ পর্য্যন্তও রঘুনাথ একটিও কর্কশ কথা উচ্চারণ করে নাই। তাহার সময়ও আমারদিকে মন্তক নত করিয়া চলিয়া গেল।’ শিবজীর কণ্ঠকন্ড হইল, নয়ন দিয়া অশ্রু বহিয়া পড়িতে লাগিল।

অনেকক্ষণ বেহ কণা কহিতে পারি-

লেন না; অনেকক্ষণ পরে সীতাপতি বলিলেন—

‘আক্ষেপের কারণ কি? দোষীর দণ্ডই রাজধর্ম্ম।’

‘শিব। ‘দোষী! রঘুনাথের উন্নত চরিত্রে দোষ স্পর্শে না, আমি কি কৃষ্ণে জ্ঞাত হইলাম, জানি না। রঘুনাথের যুদ্ধস্থানে আসিতে বিলম্ব হইয়াছিল, আমি তাহাকে বিদ্রোহী মনে করিলাম। মহা-বৃত্তব, জয়সিংহ পরে এ বিষয় অনুসন্ধান করিয়াছিলেন,—জানিয়াছেন যে তাহার একজন পুরোহিতের নিকট রঘুনাথ যুদ্ধ-পূর্বে আশীর্ব্বাদ লইতে গিয়াছিল, সেই জন্মাই বিলম্ব হইয়াছিল। নির্দোষীকে আমি অবমাননা করিয়াছিলাম; শুনিয়াছি সেই অবমাননার রঘুনাথ প্রাণত্যাগ করিয়াছে। যুদ্ধে সে আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছিল, আমি তাহার প্রাণ বিনাশ করিয়াছি।’

শিবজীর কথা সাজ হইল; তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন; অনেকক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন।

অনেকক্ষণ পরে ডাকিলেন—‘সীতাপতি! কোনও উত্তর পাইলেন না। কিংবদন্তি হইয়া প্রদীপ জ্বালিলেন,—সীতাপতি ঘরের মধ্যে নাই! সীতাপতি গোঁস্বামী মহাশয় অদৃশ্য হইলেন কি জন্য? সীতাপতি গোঁস্বামী কে?’



## জীর্ণোদ্ধার।

অর্থাৎ।

প্রাচীন আৰ্য্যজাতির জ্ঞান সমালোচনা।

সলিল।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পুরাতন আৰ্য্যদিগের জ্ঞানানুসন্ধান মানসে আমরা 'জীর্ণোদ্ধার' ইত্যভিধের মুকুটোপর্ণ করিয়া একটি প্রস্তাব আরম্ভ করি। \* নানা কারণে প্রস্তাবটি সম্পূর্ণ করিতে পারি নাই। সম্ভ্রতি তাহার পুনরারম্ভ করিলাম।

তৎকালে উহা কি পর্য্যন্ত প্রকাশ হইয়াছিল, তাহার আংশিক পরিচয় প্রদান করিতেছি; ফল, প্রস্তাবপাঠের পূর্বে পাঠকবর্গ একবার সেই প্রস্তাবটি দেখিয়া লইবেন ইহা আৰ্য্যদিগের অনুরোধ। দ্বিতীয় অনুরোধ এই যে এরূপ আকারের অর্থাৎ ঋণ প্রস্তাব বলিয়া অর্ধেক বা অবসারণার বশ হইবেন না।

হস্তির কারণ, মেঘের স্তর ও স্তরীভূত মেঘের নাম ঐরাবত, এই সকল বিষয় পূর্ব প্রস্তাবে উল্লিখিত হইয়াছে। 'মেঘ-সোপরি যো মেঘঃ স ঐরাবত উচ্যতে' এই শাস্ত্র-বচন দ্বারা জানা যাইতেছে যে

\* ১২৮৩ শালের কৃত্তিক। অগ্রহায়ণ থাকের বাত্মব দেখ।—

ঐরাবত হস্তির জল বর্ষণ আর স্তরীভূত মেঘের জল বর্ষণ অভিন্ন কথা। হস্তি শব্দটি স্তরীভূত মেঘের রূপক মাত্র। জল-বর্ষণকারী তাদৃশ মেঘেরই রূপক নাম ঐরাবত, অপর নাম 'অভ্রমাতঙ্গ।'

'জলানানাকরোণবঃ'—জল মা-ত্রেয়ই প্রধান আকর সমুদ্র। ভূ-বাস্ত্য ও সামুদ্রিক জল সৃষ্টিকরণ দ্বারা বা-স্পীভূত ও মেঘরূপে পরিণত হইয়া কালে হস্তিরূপে পৃথিবীতে নিপতিত হয়, এই বাগ্যার তৎকালীয় কোন আখ্যেই অ-জ্ঞাত ছিল না।

তরল পদার্থ মাত্রেই নিম্নগামী; সু-তরাং পর্বতাদি উচ্চস্থানের পবিত্র জল রাশি একত্রিত হইয়া নিম্নে প্রবাহিত হয় বলিয়া তাহাদিগের নাম 'নিম্নগা।' প্রবাহের অপ্সর ও বনহ অনুসারে কেহ নদ কেহ নদী আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে।

ইহা মনে করিবেন না যে হস্তির জলই নদ নদীর একমাত্র কারণ। কোন কোন নদী, উৎস-প্রবাহ দ্বারাও উৎপন্ন

থাকে। যেসকল জল, পৃথিবীর অন্তরীকরণ শক্তি দ্বারা অভ্যন্তর-প্রবিক্ত না হইয়া ছিন্নময় পথে সরল ভাবে প্রবাহিত হয়, তাহাই কোন বিশেষ ছিন্ন দ্বারা উৎপত্তি হইলে উৎস নামে অভিহিত হয়। এই উৎস কোন স্থানে ফোয়ারার ন্যায় উর্দ্ধে উঠিয়া ভূমিতে পুনঃপতিত হইয়া নিম্নে গমন করে, কোথাও বা কুণ্ডরূপে পরিণত হইয়া তথা হইতে অধোগমন করে। পরন্তু যেখানে উৎস উৎপন্ন হয়, সেই স্থানটিই নদীর সোনি অর্থাৎ উৎপত্তি ভূমি। নদীসকল যেখানে প্রথম উৎপন্ন হয়, সে স্থানে তাহার আয়তন অতি অল্প থাকে। ক্রমে অগ্রসারিণী হইয়া অন্যান্য প্রবাহের সংযোগ ও কোমল মৃত্তিকার ভেদ হেতু বিপুল বিস্তারতা লাভ করে।

কোন কোন নদী পশ্চিমদে অত্যুচ্চতা হইয়া কিয়দূর গমনকরতঃ পুনরায় প্রকাশ্য প্রবাহে আত্মপ্রকাশ করে। পুরাকালের আর্যেরা এইরূপ নদীকে 'অন্তরীহিনী' এবং যেস্থান দিয়া তাহারা প্রবাহিত হয় সেই স্থানগুলিকে 'বিদগ্ধ' আখ্যা প্রদান করিয়া গিয়াছেন। ইহা যোপীর ভূতত্ত্ববেত্তারা বলিয়া থাকেন, যে নদী পশ্চিমদে নিম্নে কোমল মৃত্তিকা ও উপরে অতি দৃঢ় পর্বতখণ্ড প্রাপ্ত হয়, সেই সকল নদীই উৎস্থানে নিম্নস্থ কোমল মৃত্তিকা দৌত করিয়া পৃথিবীর অন্তর্ভাগ দিয়া প্রবাহিত হয়।

পুরাতন আর্যেরা যখন বিশেষ বি-

শেষ প্রবাহের নামকরণে প্ররত হইয়াছিলেন, তখন তাহারা নিম্নলিখিত প্রবাহের উপর নদী আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। 'যে জলপ্রবাহ উচ্চস্থান হইতে নির্গত হইয়া অতি সহস্র গজ অর্থাৎ অসূ্যন দূর ক্রোশ স্থান ব্যাপ্ত হইতেছে তাহারা নদী। এতদপেক্ষা নূ্যন প্রবেশগামী প্রবাহ, নদী নামের যোগ্য নহে।'

নদী সমূহের গতি সরল নহে। ভূমির দৃঢ়তা ও তরল পদার্থের স্বভাব অনুসারে নদী সকলের গতি সর্পের ন্যায় কুটিল হইয়া থাকে। প্রবল সমূহের গতি যদি কুটিল না হইত, তাহা হইলে তাহাদের বেগের এক প্রাণাধী জমিত যে তদ্বারা দেশের বস্তুর অনিষ্ট সংঘটিত হইত।

বর্তমানকালের দ্বৈপায়ন পুস্তকের নদী সকলের বিশেষ বর্ণনার নিমিত্ত তদীয় প্রবাহের গতি বিশেষকৈ তিন প্রকারে বিভক্ত করিয়া থাকেন। এক পার্বত্য—ইহা পার্বত্য তটে পরিবেষ্টিত ও সমদিক বেগ বিশিষ্ট; দ্বিতীয় মধ্যম—ইহা সমভূমি স্থিত মধ্য বেগ বিশিষ্ট ও সর্পের ন্যায় কুটিলগামী। তৃতীয় সমভূমি—ইহা সমভূমি স্থিত এবং গম্যস্থান সকল কোমল মৃত্তিকা বিশিষ্ট হওয়ায় তাহারা সজম কালে প্রায় বহুদূর-বিভক্ত ও তথায় বি-কোণ ভূমির উৎপাদক।

এতদ্ব্যতীত পুরাতন পণ্ডিতেরা পতিন ভাগ না করিয়া চারিভাগ কল্পনা করিয়া গিয়াছেন। শীতপ্রবাহ, গ্রীষ্মপ্রবাহ, বৃ-

সুবাহিনী ও অন্তঃসলিলবাহিনী বা বিনশন। ভারতবর্ষে—যত মন নদী আছে, পুরাতন পণ্ডিতেরা তত্তাবহের বিশেষ পরীক্ষা করিয়া ছিলেন। কোন নদী কি-রূপ প্রভাব বিশিষ্ট এবং কিম্বদন্তি গণ্যক্রান্ত তাহা তাঁহারা পর্যবেক্ষণদ্বারা নির্ণয় করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। হিমালয়-প্রভব নদী সকলের জল অশুদ্ধ এবং বিক্ষা ও স্ফা প্রভৃতি পর্বত-প্রভব নদী জল বিশেষ রোগজনক, ইত্যাদি গুণগুণবর্ণনা শ্রুতগ্রন্থের ৪৫ অধ্যায়ে বহুপরিমাণে আছে এবং কোন নদী কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে তাহাও বর্ণিত আছে; বাহুলা ভয়ে তৎসমুদয় সংগ্রহ করিলাম না এবং সেরূপ সংগ্রহ প্রাপ্ত্যবের উদ্দেশ্যও নহে।

সলিলের সহিত চন্দ্রমণ্ডলের এক আশ্চর্য্য সম্বন্ধ আছে। এই আশ্চর্য্য সম্বন্ধের প্রকৃত রূপ ও কারণ কি? ইহা আমরা জানি না। তিথি-বিশেষে যেমন সমুদ্রজল উচ্ছ্বসিত হয়, তেমনি মনুষ্য শরীরের রস নামক জলও উচ্ছ্বসিত হয়। সুস্থ ব্যক্তি ইহা অনুভব করিতে পাকেন বা না পাকেন, জলীয় গীড়াগ্রস্ত ব্যক্তিরা ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। চন্দ্র-কলার হাস রুজি অনুসারে সাগর-জলের হাস রুজি (ক্ষী-তোপচরতা) হয়, পুরাতন আখ্যোরা যে দিন ইহা জানিতে পারিয়া ছিলেন, সেই দিনেই জলরাশি সাগরের “সমুদ্র” এই আখ্যা প্রদান করিয়া ছিলেন। ইহা “সমুদ্র” শব্দের ব্যুৎপত্তির অবগত হওয়া

যায়। পরন্তু চন্দ্রের সহিত সলিলের যে সম্বন্ধ আছে এবং বিশেষ বিশেষ প্রকার হাস রুজি অনুসারে লিঙ্গ সলিলের হাস রুজি হয়, ইহার স্পষ্ট বিবরণ আশ্চর্য্যজনকত প্রাচ্য মধ্যে অদ্যাপি দেখিতে পাই নাই। বাহা কিছু পাইয়াছি, তাহা অলীক কল্পনা বলিয়াই উল্লিখিত হইল। খেতভূমির পল্লব-দীপ্য পণ্ডিতেরা বলেন, চন্দ্রের আকর্ষণ দ্বারা সমুদ্রের জল উচ্ছ্বসিত হয়। ইহারা আরও বলেন যে, পৃথিবী ও চন্দ্র উভয়েরই আকর্ষণ শক্তি আছে; চন্দ্র পৃথিবীর আকর্ষণ দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া আপন কক্ষার পরিভ্রমণ করেন। পৃথিবী যেমন চন্দ্রকে আকর্ষণ করে, চন্দ্রও তেমনি পৃথিবীকে আকর্ষণ করে। পরন্তু চন্দ্রের আকর্ষণেই পৃথিবীর গাত্র-লগ্ন সমুদ্রের-জল তরল পদার্থ বলিয়া উচ্ছ্বসিত হয়।

পৃথিবীর যে ভাগ যখন চন্দ্রের নিম্নে অবস্থিত করে, তখন সেই ভাগস্থিত সমুদ্র-জল উচ্ছ্বসিত হয়। পরন্তু ঠিক এই রূপে হইলে অছোরাবের মধ্যে একবার মাত্র জোয়ার হইবার সম্ভাবনা। ফলতঃ উক্ত কালের মধ্যে দুইবার জোয়ার হওয়া সর্ব প্রত্যক্ষ। সুতরাং উহার মধ্যে অপর একটি হৃদয় কারণ থাকা নির্ণয় করিতে হইবে। তাহা এই—

পৃথিবীর যেভাগ যখন চন্দ্রের নিম্নে থাকে, তখন তাহার সেইভাগ, অর্থাৎ ভাগ অপেক্ষা নিকট হয়; সুতরাং সেই ভাগস্থ জল চন্দ্রের আকর্ষণে আকৃষ্ট

এইরূপে জলজাতির জল আকর্ষণের ক্ষমতা প্রকাশিত হয়। এই নিমিত্ত উক্তরূপেই এক সময়ে জোয়ার উৎপন্ন হয় এবং উক্ত জোয়ারের পার্শ্বের জল সরিয়া গেলেই পার্শ্বদ্বয়ে ভাঁটা হইয়া থাকে। এইরূপেই দিবারাত্রের মধ্যে দুইবার জোয়ার হয়। অপিচ, যে সময়ে জোয়ার হয়, সেই সময়ে উক্তরূপে পৃথিবীর উত্তর ভাগের জল মত ও উত্তর হইলে পৃথিবী অণুরক্তি ধারণ করিতে পারে বটে, কিন্তু চন্দ্রের নিয়ত গমন ও পৃথিবীর নিয়ত ঘূর্ণন যেতু লগুজের এক স্থানের জল চন্দ্রমণ্ডলের আকর্ষণ দ্বারা স্ফীত হইতে হইতে চন্দ্র অন্য স্থানের উপর উদিত হয়; সুতরাং সমুদ্র জলের স্ফীততা কণকালের অধিক দ্বিতীকৃত হইতে পারেনা। এজন্যই তৎকালে পৃথিবী অণুরক্তি ধারণ করিতে পারেনা।

ঐদৃশ্যের জাতির এবস্থিৎ বর্ণনার অনুরূপ বর্ণনা বোধ হয় কোন সঙ্কত প্রাপ্ত নাই। আমরা যতদূর দেখিয়াছি, তদনুসারেই ইহা বলিতেছি। ফল, চন্দ্রমণ্ডল যে সমুদ্রজলস্ফীততার কারণ, তাহা জলজাতির উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। জল ও চন্দ্রমণ্ডল বস্তুটি অন্যান্য বিষয়গুলি 'চন্দ্রমণ্ডল' নামক প্রস্তাবে ব্যক্ত করিল। এক্ষণে চিকিৎসার উপযোগী কল্পিত জল গুণ বর্ণনা করিয়া প্রস্তাবের উপসংহার করিতেছি।

চিকিৎসাশাস্ত্র, জলকে প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করেন। আন্তরীক ও

ভৌম। আকাশগুত বৃষ্টি-জলের নাম 'আন্তরীক' আর তাহা পৃথিবীস্থ হইলে 'ভৌম' বলিয়া আখ্যাত হয়। আন্তরীক জলের কি রস আছে, তাহা নির্দেশ করিয়া বলা যায় না। ফল, এই আন্তরীক জল, অমৃততুল্য উপকারক।—আত্মরক্ষিকর, তৃপ্তিকর, ধাতুপোষক, মনঃস্থৈর্য্যকারক, জঘনাশক, এবং ক্রান্তি ও পিপাসা-হর—ইত্যাদি বহুগুণসমায়ুক্ত। ভৌমস্থানবিশেষে, বিশেষ বিশেষ লক্ষণাক্রান্ত হইয়া থাকে; তদ্বিবরণ লিপিবদ্ধ করা নিঃপ্রয়োজন। সংক্ষেপে এইমাত্র নির্দিষ্ট করা যাইতে পারে যে, মৃত্তিকাসংস্পৃষ্ট হয় বলিয়া অনেক পরিমাণে মৃত্তিকার গুণ বর্তে; সুতরাং যে দেশের বা যে স্থানের মৃত্তিকার যে রূপ গুণ, তদনু জল ও কিয়ৎংশে তজ্জল লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া জানিতে হইবেক। আন্তরীক জলই সর্বোত্তম হিতকারী, অভাবে আকাশ-গুণ-বহুল-স্থান জল হরণ্য। আকাশ-গুণপ্রধান স্থানের জলে কোন বিশেষরূপ রসবত্তা অনুভব হয় না এবং তাহা লঘু হইয়া থাকে।

পুঙ্খানুপুঙ্খিত 'আন্তরীক' জলের আবার চারি প্রকার প্রভেদ আছে। 'ধার' 'কার' 'ভৌম' এবং 'হৈম'।

ধার—বৃষ্টিধারার জল। কার—কৃত্রিম জল। \* ভৌম—কুণ্ডিকা। হৈম

\* এখানে কৃত্রিম জল কি! তাহা বুঝি না। প্রাচীন কালেও কি বাষ্প জমাইয়া জল করিবার চেষ্টা ছিল?

বয়স্ক জল । এই চকুদৃশ্য জলের মধ্যে 'ধাৱ' জলই পথা ও সেবায় । অন্যগুলি অপথা ও প্রায়শঃই সেবার অযোগ্য ।

ধাৱ জল দুই প্রকার । গাঙ্গ ও সামুদ্র । সমস্ত বৰ্ষাকাল ব্যাপিয়া যে বৃষ্টি-ধারা পতিত হয়, মনে করিবেন না সকল সময়ের বৃষ্টির জল সমান । মেঘেবাও ভিন্ন ভিন্ন মাসে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার জল বৰ্ণন করিয়া থাকে । শাস্ত্রে লিখিত আছে যে মেঘেরা 'গাঙ্গজল' প্রায় আধীন মাসেই বৰ্ণন করিয়া থাকে ; এবং অন্যান্য মাসে কখনও বৰ্ণন করে ।

'অধ্বিন মাসের বৃষ্টির জল, গাঙ্গ-জল, আর তাত্র মাসের বৃষ্টির জল সমু-দ্রের জল, একথা কিন্তু বিশ্বাস হইবে । কিরূপেই বা জানা যাইবে ?

'দুর্যোযপি পরীক্ষণং কুর্সীত'—দুই প্রকার জলেরই পরীক্ষা করিবে, পরীক্ষা করিলেই গাঙ্গজল কি সামুদ্রজল জানা যাইবে । বৃষ্টিজলের গাঙ্গ ও সামুদ্র অবরোধের নিমিত্ত নিম্নলিখিত পরীক্ষা নিৰ্ব্বাচিত আছে । যথা—

শালি ধানোর পরিষ্কার তুল লইয়া তাহা না এবে যায় এরূপ করিয়া পাক কর । সেই অন্ন পিণ্ডাকৃতি করিয়া তাহা টাদি রপার পাত্রে রাখ । টাটকা থাকিতে থাকিতে তাহা বৃষ্টির সময় বা-হিরে রাখিয়া দাও । এক মুহূৰ্ত্ত অ-ৰ্থাৎ অমূল্য দুই দণ্ড রাখিলেও যদি সেই

অন্নপিণ্ডের রঙ একে একে এবং অন্য কোন প্রকার ক্লেদ তাহা লক্ষ্য না হয়, তাহে সেই বৃষ্টির জলকে "গাঙ্গ" বলিয়া গ্রহণ কর । আর যদি শীত শীতই বিবৰ্ণ হইয়া যায় সিক্ত ( যোম ) ও ক্লেদের মত কোন প্রকার পদার্থ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে সে বৃষ্টির জল "সামুদ্র" জানিয়া পরি-জ্ঞান কর । গাঙ্গ বৰ্ণের জল উপকারী আর সামুদ্র বৰ্ণের জল অপকারী । কিন্তু অন্যান্য মাস অপেক্ষা অধ্বিন মাসের স-মুদ্রজলবৰ্ণন অপেক্ষাকৃত ভাল বোধ হয় । এখন সকল মাসেই সামুদ্র জলবৰ্ণন হয়, মেলেরাই এক্ষণে মলারিক্ট বায় ( ম্যাল-রিয়া ) হইয়া দাঁড়াইয়াছে ।

শীত, গ্রীষ্মাদি কালের নিমিত্ত 'ধাৱ' জল ধরিয়া রাখা আবশ্যক । রাখিবার নিয়ম এইরূপ—বৃষ্টির সময় উত্তম পরিষ্কার শুষ্ক বস্ত্র টানাইয়া দাও । নীচে সুবর্ণপাত্ৰ, রৌপ্যপাত্ৰ কি মৃৎপাত্ৰ অথবা কাঁচপাত্ৰ রাখ । জলপূৰ্ণ হইলে তুলিয়া রাখ, কোন-রূপ বিকার প্রাপ্ত হইবে না । সুপরিষ্কৃত মৃৎপাত্ৰ হইতে ধৃত করিলেও হইতে পারে ।

এরূপ জলের অভাবে কাষে কাষেই 'ভৌম' জল ব্যবহার করিতে হয় ; সুতরাং ভৌম জলের বিবৰ্ণও কিঞ্চিৎ ব্যক্ত করা যাইতেছে । ভৌমজল প্র-ধানতঃ সপ্তপ্রকার । সপ্তবিধ ভৌমজলের দোষ গুণ ও জল পরিষ্কার নিয়মাদি আ-নানী প্রস্তাবে ব্যক্ত করা যাইবে ।

## প্রেততত্ত্ব ।

(প্রথম প্রস্তাব)

আজি কালি সভাসমাজে প্রেততত্ত্ব লইয়া মহা গোলযোগ বাধিয়াছে। একদিকে ইয়োরোপ ও অপরদিকে আমেরিকা এই ভৌতিক তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন হইয়াছেন। যোগনিরত ঋষিগণও বড় সাধানে লোক নহেন। তাঁহারা মহামহোপাধায় পণ্ডিত ও সভাসমাজের আদর্শ হল। তাঁহাদিগের বিজ্ঞান ও দর্শনজ্ঞানে সভাজগৎ মুগ্ধ। সুতরাং শীঘ্রই যে তাঁহারা তাঁহাদিগের কঠোর তপস্যার ফল পাইবেন, এরূপ আশা বড় অসম্ভব নয়। তাঁহারা আশানুরূপ ফল পাইল বা নাই পাইল, কিন্তু যে টুকু পাইয়াছেন তাহাতেই মুগ্ধ ও আশ্চর্যান্বিত হইতে হয়। দেহশূন্য আত্মার সহিত তাঁহারা কথা কহিতে পারেন। এবং সেই আত্মার সহায়েই ভূত, পিষাৎ ইছকাল ও পরকালের সমস্ত ঘটনা জানিতে পারেন। ব্যাপারটি বড় সাধারণ নয়। মুনি ঋষিগণ যে পরকালের অস্তিত্ব সম্বন্ধে স্থির করিয়া কখন বলিতে পারিলেন না যে, পরকাল আছে বা পরকাল নাই, সেই পরকালের ভাড়া নক্ষত্র পর্যন্ত এই সকল বিদেশীয় পণ্ডিতেরা অস্পন্দিত জানিতে পারিয়াছেন। কেবল তা-

হাই নহে; এই সকল আত্মারা উক্ত পণ্ডিতদিগের একান্ত বাস। আহুত ইইবা মাত্রই তাঁহারা পণ্ডিতদিগের সমক্ষে আবির্ভূত হন। এবং তাঁহাদিগের ইচ্ছানুরূপ প্রার্থনাসমুত্তর দিয়া চলিয়া যান।

উপর্যুক্ত বিবরণ পাঠ করিয়া অনেকেই যে সন্দিহান হইবেন, আশ্চর্য্য নহে। অনেক ভাবিবেন, ঘটনা কিরূপ পরিমাণে অতিরঞ্জিত হইয়াছে। হয় প্রস্তাবলেখক ময় প্রস্তাবের মূলপুস্তকলেখক, মাহা হউক, একটা কারখানা করিয়াছেন। সাধারণেরূপ মনে করিবেন, তাঁহাদিগকে এইমাত্র বলুবা, যে তাঁহারা কিছুকাল অপেক্ষা করেন। আমাদিগের প্রস্তাবের সার্থক ব্যাখ্যার জন্য আমরা যে সকল ঘটনার উল্লেখ করিব, এবং প্রেতসম্বন্ধীয় যে সকল দুঃস্বপ্ন দিব, তাহাতেই তাহাদের এ ভ্রম দূর হইবার সম্ভাবনা।

কিন্তু একদিকে যেমন প্রেতপক্ষসমর্থনার্থ অত্রাহ জন্মিয়াছে, অন্যদিকে আবার কতকগুলি ব্যক্তি এই মতের উচ্ছেদসাধন জন্য খজাহস্ত হইয়াছেন। তাঁহাদিগের কয়েকজন প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধীয় কতকগুলি ঘটনা অলীক বলিয়া নির্দেশ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। উভয় পক্ষেই তত্ত্ব এবং

উভয় পক্ষেই মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতবর্গ  
আছেন। স্মরণ্য তাঁহাদিগের কোন প-  
ক্ষই অবলম্বন না করিয়া আমরা সাধারণতঃ  
প্রেরণ সম্বন্ধে কএকটি কথা বলিব।

অতি প্রাচীন কাল হইতে প্রেরণের অ-  
স্তিত্বে বিশ্বাস জনসমাজে চলিয়া আসি-  
তেছে বলিয়া রুক্ষ, পণ্ডিত, মুর্থ সকলেই  
সকল সময়ে সকল প্রদেশে প্রেরণের প্রতি  
যথেষ্ট সম্মান করিয়া আসিতেছেন। বিশেষ  
বাল্মীকীর মত ভূত, প্রেত, পিশাচ প্রভৃ-  
তির বড় অশুভ। অশুভ রুক্ষ, বটরুক্ষ  
বা কোন নিম্নরুক্ষ ইহাদিগের বাসস্থান।  
এবং যে সকল বাণীতে এই প্রকারের রুক্ষ  
আছে সেবাটির জীলোকদিগকে বড় শশ-  
ঙ্কিত থাকিতে হয়। কোনরূপে অপদস্থ  
হইলে ইহারা গৃহস্থদিগের কাছারও না  
কাছারও অন্ধে চাপিয়া এ অপমানের  
প্রতিহিংসা লন। এইরূপ পিশাচ-  
ক্রান্তদিগের যোজা নামধারী একপ্রকার  
চিকিৎসকও আছেন। তাঁহারা মন্ত্রপ্র-  
ভাবে গৃহের মঙ্গল স্থাপন করিতে পা-  
রেন। এবং প্রেরণের চতুর্দশ পুত্র বা-  
ছাতে গৃহের ত্রিসীমার আর আসিতে না  
পারে সে রূপ বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন।  
কিন্তু প্রেরণ বিষয় এই যে বজীরভূত এবং  
রোজায় বিশ্বাস শিক্ষিতদিগের মধ্যে নাই  
বলিলেই হয়। তাঁহাদিগের একাধিপত্য  
জীলোক এবং অশিক্ষিতের মধ্যে। অ-  
শিক্ষিতদিগের মধ্যেও অনেকে আবার ই-  
হা মূলতঃ জানে। বজীর ভূত যে বা-

স্তবিক দুই মুখা, এবং রোজায়মহাশয়ের  
বকরহরি, ইহা অনেক পুরী হইতে বঙ্গের  
সাধারণ বিশ্বাস। বাণীতে ভূতের উৎপা-  
দ হয় বলিলেই অনেকে বলিয়া থাকেন, বা-  
ণীর জীলোকদিগকে সাবধান করিও।

কিন্তু কোন বাণীর যত কেন মিথ্যা  
হউক না, তাহার অভ্যন্তরে কিছু না কিছু  
সত্য থাকিলেই থাকিবে। সত্যশূন্য মিথ্যা  
এজমতে সম্ভবে না। আমরা দেখিতেছি,  
যেখানে একদল কোন মতকে কিন্তু মতি-  
ছের উদ্ভাবনা বাসনা উড়াইয়া দিতে চা-  
হেন, আর দল সেই মতেরই বিশেষ পক্ষ-  
পাতি। স্মরণ্য সেই মতের মধ্যে কিছু  
না কিছু সত্য অবশ্য আছে, নহিলে এত  
লোক তাহারতত্ত্ব হইত না।

এই জন্যই আমাদিগের জিজ্ঞাস্য যে,  
বজীর ভূতদিগের কোনরূপ অস্তিত্ব না থা-  
কিলেও ইহাদিগের অস্তিত্বে বিশ্বাসের  
জন্ম কোথা হইতে থাকিল? এই বি-  
শ্বাসের মূল আশ্রয় অমরত্ব। দেহমধ্যে

\* কিছু দিবস পূর্বে কোন রোজা  
এক গৃহে ভূত ছাড়াইতে গিয়া ভূতের আ-  
হারের জন্য দক্ষিণ প্রার্থনা করিয়াছিল। গৃহ-  
স্বামী ভূতকে বিশেষ জর করিবার জন্য দ-  
ক্ষিতে পারা মিশাইয়া দিয়াছিল, পরদিবস  
দেখিল যে রোজা মুখে লাল কাটিতেছে।  
এই ঘটনাটি কোন সম্ভাব্যিক সংবাদ পত্রে  
দৃষ্ট হয়। এরূপ ঘটনার অপ্রতুল নাই।

† "Falsity has a nucleus of real-  
ity" — H. Spencer.



আত্মা বলিয়া কোন স্রুতজ্ঞ পদার্থ থাকে কি না? যদি থাকে সে কোথায় থাকে, কেন থাকে, কি উদ্দেশ্যে থাকে? তাহার কোন প্রমাণ আছে কি না? এসকল প্রশ্নের উত্তর দিতে আমাদের সময় নাই, সাধ্যও নাই। বাহ্য দর্শনেন্দ্রিয়ের অতীত, তাহার মীমাংসা কে করিবে? এই কথা মীমাংসার জন্য কোন দুই পণ্ডিতের মত ঠিক মিলিল না। কথায় আছে ‘নাসৌ মুনির্বস্যা মতং ন ভিন্নং’। এই জন্য আত্মার অস্তিত্বসম্বন্ধে কোনরূপ প্রমাণ আমরা দিব না। তবে ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিব যে, আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস সাধারণ বিশ্বাস। সকল সমাজের অভ্যন্তরেই এই বিশ্বাস দেখিতে পাওয়া যায়। হয়ত দুই চারি জন এই বিশ্বাসের শত্রু, কিন্তু দুই চারি জনের মত ধর্তব্য নহে। তাহাদিগের মত সমাজের মত নহে। সমাজ তাহার জন্য দায়ী হইতে পারেন না। সাধারণের মতই সমাজের মত।

সুতরাং মৃত্যুর পর যদি আত্মা থাকে, তবে সে কোন না কোন স্থানে থাকিবেই থাকিবে। যদি এতদূর হয়, তবে মানুষের সহিত সাক্ষাৎ কেন না করিবে? যে মানুষদেহ ধারণ করিয়া মানুষের সহিত আলাপ করিয়া এতদিন কাটাইল, সে কি একদিনে সব ভুলিয়া যাইবে। যেই ইচ্ছা লোক ছাড়িল, অমন কি সকলকে স্মৃতির অন্ধকারগহবরে নিক্ষেপ করিবে। মানুষ ডাকিলে সে কেন না আসিবে? কিন্তু

যে সে ডাকিলে আসিবে না। সে যাহাকে ভাল বাসে সেই ডাকিলেই আসিবে। বাজার রোজা না ডাকিলে আসিবে না; বিলাতে ও ইউনাইটেড স্টেটে মধ্যস্থ (Medium) না ডাকিলে আসিবে না। আবার যেমন তেমন করিয়া ডাকিলে আসিবে না। আয়োজন করিয়া ডাকা চাই। এই কারণে প্রেতাহ্বানের জন্য নানা স্থলে নানারূপ আয়োজন হইয়া থাকে।

আমরা রোজাদিগকে পূর্বে যে পরিহাস করিয়াছি, ইহাতে হয়ত অনেক মনে করিয়াছেন, রোজাদিগের নিত্য দু-ভাষা যে বাজার জমিয়াছে। বিলাতে জমিলে তাহারাও ‘গুগার’ ‘গু’ দিয়া চমিয়া যাইত। লেখকেন বিশ্বাস আছে যে, বিলাতের সকলই ভাল, বাজার কি-ছুই ভাল নহে ইত্যাদি। বাস্তবিক তাহা নহে। বাজারও আমরা দুই চারি জন সম্যাসীর কথা বিশ্বস্তহৃদে শুনিয়াছি, এবং আরও অনেকের কথা সংবাদপত্রে পাঠ করিয়াছি। ইহারা পিশাচসদ্ব নামে পরিচয় দিয়া থাকে। ইহাদিগের ঘটনাবলী দেখিলে শুনিলে আশ্চর্যান্বিত হইতে হয়। আমরা যথাস্থানে ইহার কতকগুলি দৃষ্টান্ত দিব। অন্যদিকে আবার বিলাতের সকলই যে ভাল তাহা নহে। ইচ্ছা করিলে আমরা ইহার শত শত দৃষ্টান্ত দিতে পারি। আমরা একত্রীভূত রাজ্য (United States) হইতে একটিমাত্র ঘটনা উদ্ধৃত করিতেছি। ফ্লিট নামক একজন

সাহেব উক্তস্থানে একজন মধ্যস্থ বলিয়া পরিচিত। প্রেতের সহিত তাঁহার বিশেষ প্রণয়, এবং এই ব্যবসায়ের তিনি বিপুল অর্থোপার্জনও করিয়াছেন। তিনি পরলোক হইতে সংবাদাদি আনিয়া দেন। জীবিত মনুষ্যেরা যদি তাহাদিগের মৃত বন্ধু, পিতা, মাতা, প্রণয়িনী প্রভৃতি স্বজনদিগের সহিত কথোপকথন করিতে ইচ্ছা করেন, ফ্রিট সাহেব তাহার মধ্যস্থ হইয়া সহায়তা করিতে পারেন। তাঁহার সাহায্যের পদ্ধতিটা এইরূপ—যাহার কথা কথিয়ার প্রয়োজন, তিনি পরলোকস্থ আত্মীয়ের নামে পত্র লিখিয়া উত্তমরূপে বন্ধ করিয়া ফ্রিটের হস্তে দেন। পরদিন পত্র ফিরিয়া পান। পত্র বহির্দিকে পূর্বমত বন্ধ। কিন্তু পত্র খুলিয়া দেখেন যে, পত্রের সহিত মৃত আত্মীয়ের উত্তর রহিয়াছে। কেহ প্রণয়িনীকে লিখিতেছেন, কেহ তোমার সঙ্গে দেখা হইবে; কেহ পিতাকে লিখিতেছেন, আমার জীবনপথ সুখপূর্ণ বা কষ্টকর ইত্যাদি; এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাহার যথাসম্ভব উত্তর পাওয়া থাকেন। সম্প্রতি এই ঘটনার একটি বাখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। এই বাখ্যা প্রকাশের কারণ ফ্রিট সাহেবের সহিত তাঁহার বনিতার মনবিচ্ছেদ। বিশ্বাস-বাহিনী বনিতা এক্ষণে সাধারণকে জানাইতেছেন যে, তাঁহার স্বামী পত্র খুলিবার একটি অভূত যন্ত্র নির্মাণ করিয়াছেন। এবং তদ্বারা সকল পত্র খুলিয়া আপন

মনোমত উত্তর লিখিয়া পত্র পুনশ্চ পূর্বমত বন্ধ করিয়া পত্রপ্রেরককে ফিরিয়া দেন \*। এইটু গেল আধুনিক সভ্যতম জাতিদিগের প্রতত্ত্ব। যদি এতদূর হস্তান্তরে হস্তাণ্য বন্ধদেশে যে রেজি-দিগের সময়ে সময়ে পশার হইবে তাহার আশ্চর্য্য কি? বিদেশীয়দিগের সকলই ভাল, এ কথা আমরা বলি না, বাঁহারা বলেন তাঁহাদিগেরই জন্য এই দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিলাম। ইচ্ছা থাকিলে এই মত আরও কতশত উদ্ধৃত করিতে পারিতাম।

প্রতত্ত্ববাদীরা ক্ষমা করিবেন, সকলেই যে এইরূপ এ কথা আমরা বলিতেছি না। বিলাতে ও ইউনাইটেড-স্টেটেও এক সম্প্রদায় আছে, বাঁহাদিগের শিক্ষা ও আবাসগারে বাস্তবিক আমরা মুগ্ধ। পৃথিবীতে ভাল মন্দ উত্তরই একত্র মিলে। ভাল মন্দ না কইলে কিছুই হইতে পারে না। যে হিন্দুধর্ম অলঙ্ঘন করিয়া চৈতন্য প্রভৃতি মহাত্ম্যের অক্ষয় যশঃ রাখিয়া গিয়াছেন, সেই ধর্মের ঘোহাই দিয়া কতলোক পাপ মোপানে শব্দভরণ করিতেছে। যে তীর্থে ভক্ত পূজা করিতে যায়; সেই থানেই পাপের ছড়াছড়ি। দেবতা সান্নিধ্যে পাপ হয় না বলিয়া হুটু ভক্তের নামে কালি দেয়া। যেখানে মহাত্মা রামমোহন রায়ের নাম, সেখানে এখন কি বলিতে লজ্জা করে।

\* Indian Mirror—Saturday—2nd  
June. 1877—সম্পাদকীয় ভূক্ত।

কিন্তু বাঁহারা এই অন্দের জন্য ডালর নিন্দা করেন তাঁহারাও ভ্রাত। বাঁহারা তাঁর স্থানের পাপ দেখিয়া হিন্দুধর্মের নিন্দা করেন, বা আধুনিক গোঁড়া ব্রাহ্মণদের অশ্রুণ দেখিয়া প্রকৃত ধর্মের উজ্জ্বল সাধন করিতে প্রস্তুত, তাঁহাদিগকে আমরা কি বলিয়া ডাকিব? এই জন্যই প্রেততত্ত্ব-মধ্যে এত ভণ্ডামি দেখিয়াও সকলেই যে এইরূপ ভণ্ড তাঁহা আমরা বলিতেছি না। রবার্ট হোয়ার\*, সারজর্জট, ফজ, জে-ডেভিস প্রভৃতি মহাত্মারা যে সম্ভ্রানে সাধারণকে বঞ্চনা করিবেন ইহা আমরা অশ্রুণ বিশ্বাস করি না।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, প্রেততত্ত্ববাদীদিগের মূলমন্ত্র দেহশূন্য আত্মার সত্তি কথোপকথন। এই তত্ত্ব-বিজ্ঞানের প্রারম্ভেই ইউনাইটেড স্টেটে এক ভয়ানক আন্দোলন হয়। যখন মেসমার (Mesmer) সাহেব প্রথমতঃ ভৌতিক শক্তির দ্বারা মানুষকে অজ্ঞান কারবার উপায় উদ্ভাবন করেন, সেই সময়ের আন্দোলনও প্রায় এইরূপ হইয়াছিল; প্রথমে মেসমারকে কত লোকে কত কথা বলিয়াছিল, কত পরিহাস করিয়াছিল, কিন্তু তাঁহার উদ্ভাবিত মত এখন পর্য্যন্তও সমান অবস্থায় দাঁড়াইয়া আছে †। প্রেততত্ত্ববাদীরা বলেন দেখ

আমাদিগের মত প্রথমে ইউনাইটেড স্টেটে উদ্ভাবিত হয়; তখন লোকে শু-নিলে হাসিত, পরিহাস করিত। এখন সেইমত বিলাতে ইন্ডেটে হইয়াছে। মাল সাংগা না হইলে কি বিলাতে যার \* এক দিন মেসমেরিসমের মত আমাদিগের প্রেততত্ত্বও পুঞ্জিত হইবে।

যখন কেহ কোন ঘটনা দেখিয়া তা-হার বাখ্যায় প্রবৃত্ত হয়, তখন প্রথমতঃ দেখা উচিত ঘটনাটি সত্য কি না? ইহা দার্শনিক হ্যামিলটন সাহেব † বলিয়াছেন যে, এক বার শিক্ষিতদিগের মধ্যে মহা গোলাযোগ বাধিয়াছিল। জীবিত মৎসা অপেক্ষা মৃত মৎসা ওজনে ভারী কেন? এই প্রশ্ন লইয়া নানা যুগির নানা রূপ মত প্রকাশিত হইল। কিন্তু কোন উত্তরই সন্তোষজনক হইল না। শেষে একজন সাহেব ঘটনাটি সত্য কিনা পরীক্ষা করিয়া দেখেন সন্নিবিষ্ট। মেসমেরিসম যখন আবিষ্কৃত হইল, তখন পণ্ডিত মণ্ডলী ঘটনা সত্য কিনা প্রথমতঃ পরীক্ষা সভার সভাপতি হইয়া মেসমেরিসম (Mesmerism) সম্বন্ধে কতগুলি স্থলর উপদেশ দেন। বাস্তব্য ভয়ে সেগুলি এখান উদ্ধৃত হইল না। অষ্ট্রেলি The Indian Daily News — 27th January-1877—Extracts.

\* ১৮১০ খৃষ্টাব্দের পরে ইউনাইটেড স্টেট হইতে প্রেততত্ত্ব বিলাতে যার।

† Lectures on metaphysics.

\* Robert Hare M.D. Professor of Chemistry in the University of Pennsylvania.

† সুবিখ্যাত ফজ সাহেব একটি

আরম্ভ করেন, যখন তাঁহারা দেখিলেন যে, ঘটনা সম্বন্ধে আর কোন সম্ভব হইতে পারে না; তখন নানা মূর্খের নানারূপ বাখ্যা প্রকাশ। পরিশেষে হ্রদ্বিখ্যাত ব্রেড ( Mr. Braid ) সাহেবের বাখ্যাই ইহার মূলকারণ প্রকাশ করিয়া দেন।

প্রত্যন্ত সঙ্গীতের অনেকগুলি ধর্মী পরীক্ষিত হইয়াছে। কতগুলি পরীক্ষার তীক্ষ্ণ সত্য করিতে পারে নাই। যেগুলি সত্য করিয়াছে তাহার অনেকরূপ বাখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। প্রত্যন্তব-

দীদিগের বাখ্যা। এই যে সকল পোতের কার্য। আমরা অমান্য বাখ্যাগুলির সারবত্তা ভবিষ্যতে বিবেচনা করিব। কিন্তু তাহার পূর্বে, ঘটনাগুলি পাঠকদিগের সম্মুখে উপস্থিত করা উচিত। তাঁহারা দেখুন ঘটনাগুলি বাখ্যা করিবার উপযুক্ত, না কিন্তু মস্তিষ্কের উদ্ভাবনা মাত্র। আমরা এপত্র শেষ করিলাম। প্রত্যন্ত সম্বন্ধে আমরা বাহা বলিব, তাহা এই উগ্রম সম্ভাবনাকেই বুঝাইবে। প্রত্যন্তদিগের সহিত আমাদের কোনও সম্বন্ধ নাই।

শ্রীম, লা, শেঠ।

## সংক্ষিপ্তসমালোচন।

১। “ভারত যান। ভারতের গা-চিন এবং বর্তমান অবস্থা সঙ্গীতের এবং দেশানুরাগোদ্দীপক একশত গীত। জীরাঙ্গ-রক্ষা রায় বিরচিত।”—এই গীতমালা একটি উপদেশ বস্তু। ইহাতে যে সকল গীত নিবদ্ধ হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই প্রশংসার;—রচনা প্রাঞ্জল, শব্দবিন্যাস মধুর এবং সমস্তই অক্লেশ-রচিত। কিন্তু হৃৎকের বিষয় এই যে, এই গীতগুলি অন্যান্য অংশে এইরূপ প্রশংসনীয় হইয়াও, উদ্দীপনার অভাবে প্রাণশূন্য হইয়াছে। গ্রন্থকার যদি কোন অপরিচিতনামা নূতন ব্যক্তি হইতেন, তাহা হইলে আমরা একথা বলিতাম না। ভাদৃশ হলে শুধু প্রশংসা দিতাম। আমরা গ্রন্থকারের অভিধান করি-  
তাম। কিন্তু আমাদের বহুদিনের পরি-

চিত স্রষ্টা বাবু রাক্ষসের রায় যখন এই গ্রন্থের রচয়িতা, তখন ন্যায়ের অনুরোধে এবং বোধ হয় প্রণয়েরও অনুরোধে, তাঁহাকে ইহা জানান আশা করি যে, ভারত-গানের কোথাও প্রকৃত উদ্দীপনার ক্ষুদ্র নাই, এবং উদ্দীপনার অভাবে ইহার মা-ধুর্যে মদিরা নাই, ইহার বিলাপে বেদনা নাই, এবং ইহার ললিতপদ্যবর্ণনায় প্রায় অধিকাংশস্থলেই কবিতার প্রকৃত প্রাণনাশ।

বাগ্মী সকল সময়েই উদ্দীপনার উপা-সক। কারণ যে বল্ভ্যায় উদ্দীপনা নাই, তাহা যার পর নাই অতিমধুর হইলেও প্রাণের মর্ম্মস্থান স্পর্শ করিতে সক্ষম না। কবি সকল সময়ে উদ্দীপনার উপা-সনা করেন না। সাধারণতঃ কবিই তাঁহার আরাধ্য বস্তু, অথবা তাঁহার

লিকার সৌন্দর্য ফলাইতে পারিলেই তিনি  
আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করেন। কিন্তু  
যে সময়ে কবি, কোন বিষয়ের বর্ণনা ক-  
রিতে না যাইয়া, জাতীয়জনদের নির্বাণে-  
মুখ বন্ধিকে পুনরুদ্বোধন করিতে অভিলাষী  
হন, তখন উদ্দীপনাই তাঁহার উপাস্য দে-  
বতা। রাজকুমার বাবুর ভারতগানে উদ্দী-  
পনার যৌহময়ী মদিরা আছে কি না,  
তাহা পাঠকবর্গ নিম্নোক্ত গীতগুলি নি-  
বিস্তৃতিতে পাঠ করিলেই অনুভব করিতে  
সমর্থ হইবেন।

আড়ানা-বাহার—রূপক।

এখনো কি হেতু, শশী! মুখভরা মুহু হাসি  
নিরখি তোমার, বল, কি এর কারণ?  
সপ্ত সত বর্ষ আগে তুমি যে উজ্জ্বল রাগে  
রঞ্জিতে ভারত-কান আজো কি তেমন?  
কথাখাণ্ড, মাথাখাণ্ড, চিরতরে কিরেযাণ্ড,  
কানিবার দিনেহাস, ছি ছি একেমন?  
ককরোখা কিছু নয়, কলঙ্কের পরিচয়  
এহাসে প্রকাশ হ'ল;—হেসনা এমনিও

সারঙ্গ—একতালী।

হে দিবাকর! সর সর সর,  
জলদে লুকাও নিজ কলেবর,  
দিবা দ্বিপ্রহরে ভারত কাতর,  
অধীর পরাণ, আকুল কায়;  
এক আঁখি-বারি ঝর ঝর ঝরে,  
সুখে স্বপ্নে ঝরে তব করে,  
কলঙ্ক-বিদা কীর্ণ কলেবরে  
ভারত রাঁচিবে, হায়!

কণ্ঠ শুকা'য়েছে দাকণ পিঙ্গাসে,  
দেহ শুকা'য়েছে চিত্তের হুতালে,  
হৃদি শুকা'য়েছে শোকের নিশ্বাসে,  
আশা শুকা'য়েছে নিরাশা-বায়;  
এ হেন-বিপদে—এ হেন দশায়,  
কেন তুমি, ভায়ু! আকাশের গায়?  
সর সর সর;—মর-মর-প্রায়

ভারত জননী কাতরে চায়। ১৬

ভৈরব—আড়চৌতাল।

যা উড়ে পাখি রে! ডেক না, ডেক না  
ও মধুর বোলে তমালে;  
জাগিবে ভারত, জাগিবে হুত শোক,  
ভাসিবে আঁখি জলজালে।  
হৃৎকের প্রভাতে হৃৎকের সঙ্গীত  
কেন তোর গল, বল, ঢালে;—  
এবে রে তোমার স্বধার স্বধার  
বিষধার ভারত-ভালে। ১৭

রামকেলী—স্রব্বিতালী (টিম) তেতালী।

জন্ম ফুলকুলরাগি মধুমুখি কমলিনি!  
ফুটিয়ে হেস মা আর সরসে রে সুহাসিনি!  
তুমি যে সরসী-জলে হাসি'ছ বদন তুলে,  
ও যে ভারতের অশ্রু, উথলে দিন যামিনী।  
মম অমুরোদে আজ, কর, কুল! এই কাজ,—  
হাসির বদলে কান্দ, মুদিয়া নয়ন;—  
ভারতাত্মসরসীতে, তোমার স্বধাশ্রুতা'তে  
কেবল মিশিতে থাক;—কান্দ খালি, রে  
নলিনী! ৪  
এই শেষোক্ত গীত দুটি স্বরূপে ও বলা

কবিতা। প্রথমোক্ত দুইটিও কাব্যার্থে নিতান্ত নীর নহে। কিন্তু ইহার এক-টিতেও কি উদ্দীপনার লেশমাত্র অনুভূত হয়? উদ্দীপনা অস্বিক্ষুদ্র, উহা ফুলের মধু নহে;—উদ্দীপনা মূর্তিমতী তাকিত-শক্তি, উহা আবশ্যময়ী জ্যোৎস্না নহে। যদি ভারতসংগীতেও সেই উদ্দীপনা পরি-ক্ষুদ্র না হইল, তবে উহা আর কিসে ক্ষুদ্রি লাভ করিবে? ভারতমাতার দুঃখ সমুজ্জের ন্যায় গভীর। যে গভীর দুঃখগীতি সমুজ্জের শোকোন্মত্ত তরঙ্গমা-লার ন্যায় গভীর নিঃশ্বনে বিলাপ ক-রিবে;—সমুজ্জতটবাহি নৈশসমীরণের ন্যায় অলৌকিক নিঃশ্বনে রোদন করিতে রহিবে। নহিলে, তাহা ভারতগান নহে।

জাতীয় উদ্দীপনার এইরূপ সংগীত কোন দেশেই সকল সময়ে ফোটে না; বিরহের গীত, মানের গীত অথবা তরল দুঃখের তরল গীতের ন্যায়, সেই সকল অন্তর্ভেদি অপূর্ণ গীত যখন তখন এবং যেখানে সেখানেই বাহির হয় না। কিন্তু তাদৃশ জাতীয় গীত, ফরাশি রাষ্ট্রবিপ্ল-বের মার্শেলিস নামক গীতের ন্যায়, মনুষ্য কণ্ঠ হইতে যখনই নিঃসৃত হয়, তখনই তাহা হৃদয়ের পর হৃদয়ে আহত ও প্রতি-হত হইয়া, এমনতর বহুশিখার ন্যায় সর্বত্র প্রসারিত হইয়া পড়ে, এবং যাহার প্রতি-পার্শ্বে প্রতিধ্বনিত হয়, তাহাকেই উদ্দীপিত ক-রিয়া তুলে।

২। “কবিত্ব। দাসিক পত্রিকা।

পাইক পাড়া মর্শারি হইতে প্রকাশিত।” আমরা দুর্ভাগ্য বশতঃ এই পত্রিকা খানির প্রথম সংখ্যা দেখিতে পাই নাই। কিন্তু ইহার দ্বিতীয় সংখ্যা দ্বারা পড়িয়াই আমরা নিরতিশয় প্রীতলাভ করিলাম। আশা-দিগের বিবেচনায় ইহার কলমধর পরিব-র্জিত হওয়া কর্তব্য, এবং বঙ্গদেশের সর্ব-ত্রই এইরূপ প্রয়োজনোপযোগী সাময়িক পত্রিকার আদর হওয়া উচিত।

৩। “তত্ত্বকোমুদী, পাক্ষিক প-ত্রিকা। কলিকাতা, সাধারণ ব্রাহ্ম-সমা-জের কার্যালয় হইতে প্রকাশিত।” অ-মরা এই পত্রের মতামত লইয়া আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি না। কিন্তু ইহার বা-জালা এমনই বিশুদ্ধ ও মধুর, প্রাজ্ঞ ও প্রীতিপ্রদ যে, আমরা সাধারণ সাহিত্য সমাজের নিকট ইহার যশোগান না ক-রিয়া নিরত থাকিতে পারিলাম না। শু-নিয়াছি, বাবু শিবনাথ শাস্ত্রি প্রভৃতি ক-তিপয় সুনিপুণ লেখকের সহিত এই পত্রিকার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। যদি সেই সম্পর্ক স্থায়ী হয়, তাহা হইলে দিন-দিন ইহার অধিকতর উন্নতি হইবে। তা-দৃশ সুকচিসম্পন্ন, চিত্তাশীল ব্যক্তিরা ই-হার সম্পাদকতায় নিযুক্ত থাকিলে, ধর্ম-বিস্বক সাম্প্রদায়িক পত্রিকাও সুপাঠ্য হইতে পারে।

৪। “দৈব-মর্তা। ঢাকা, বৃহদবস্ত্রে মুদ্রিত।” এই গ্রন্থে চরিত্র, কাব্য, রাজ-ভক্তি, ভাগ্যস্বীকার ও সহায়ত্ব প্রভৃতি

বিবিধ বিষয়ের কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধ  
নিবেশিত হইয়াছে। রচনা এইরূপ,—

“স্বপ্নের আশ্রয় মনেতে হৃদয় ইচ্ছায় দি,  
এই কি আমি?”—“বিশ্বাস-মানে, চিন্তার  
অতীত, বুদ্ধি-মগ্নতা, কল্পনার অগোচর  
বা পীর ইতলোকে পরলোকে আত্মগত্যা  
করিতে লাগিল।”—পুনশ্চ, “সহ্যমুভূতি  
বিশ্বাসের ক্ষেত্রে চড়িয়া লোক হইতে লোক-  
স্তরে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। বিশ্বাসের  
মান না চলিলে সহ্যমুভূতিও চলে না।”—

প্রায়শ্চর্যের মত ও উপদেশ এইরূপ,—

“এই যে আমরা ইংরেজগণ-মণ্ডলের  
শাসনামলীমে অবস্থান করিতেছি, ইহাই আ-  
মাদিগের সার্বভৌমিক উন্নতির প্রচুর নি-  
দান। এতৎপ্রভাবে যদি আমাদের অ-  
স্তরে রাজতন্ত্রের কুসুম না ফুটে, তবে আ-  
মাদিগের কোন নরকে যে বসতি হইবে,  
তাঁহা নরকাদিগণই অবগত রহিয়াছেন।  
আমরা যে এখনও তাঁহা জানি না, ইহাই  
আমাদিগের তপ্তির ভেতু।”

এইরূপ প্রায়, প্রায়ের এইরূপ রচনা এবং  
রচনার এইরূপ ভাবাদি সম্বন্ধে সমালোচ-  
কের অনেক কথা বক্তব্য থাকিতে পারে।  
বক্তব্য কিছু না থাকুক, অন্ততঃ ‘আত্মগত্যা’  
প্রভৃতি শব্দের অর্থ কি,—এবং প্রায়কার  
কাহাকে নরকাদিগণ বলেন, আর সেই নর-  
কাদিগণই বা কিরূপে ‘অবগত রহিয়াছেন’  
ইত্যাদি বিষয়ে প্রায়শ্চর্যের নিকট উপদেশ

সইবারও প্রবৃত্তি করিতে পারে। কিন্তু  
পরিণামদর্শী সুবিজ্ঞ প্রায়কার তাহারও পথ  
রাখেন নাই। তিনি বিজ্ঞাপনে প্রথমেই  
নিখিরা রাখিয়াছেন যে,

“যে সমুদয় রচনা হাতে সরিষা  
হইয়াছে, তাহা স্বকপোলকল্পিত বলিয়া  
প্রায়কার অনুভব করেন নাই। তাঁহার  
দৃঢ় প্রত্যয় এই যে, ঐশ্বরিক প্রক্রিয়া ভিন্ন  
এমন রচনার উৎপত্তি হইতে পারিত না।”

এই কথার উপর আর কথা নাই। য-  
হ্মদ যেমন কোরাণকে ঐশ্বরিক প্রক্রিয়ার  
রচনা বলিয়াছেন, প্রায়কারও যখন তাঁহার  
এই প্রায়শ্চর্য্যকে সেইরূপ বলিয়া নির্দেশ  
করিয়াছেন, তখন কে এমন সাহসী, কে  
এমন উদ্ধত, কে এমন পরীভ্রমণ,—এবং  
হায়! কেই বা চক্ষুঃস্বপ্নে এইরূপ অন্ধ যে,  
এতদূত অলৌকিক বস্তুর সমালোচনা ক-  
রিতে গিয়া আপনা হইতে বিপদে পড়িবেন?  
কিন্তু তথাপি এই একটিমাত্র কথা আমা-  
দিগের বক্তব্য যে, প্রায়ের নামটি সর্ব্বা-  
শেই সাহিত্যবিষয়ক স্মৃতির বিকল্প হই-  
য়াছে। সাহিত্য লৌকিক সাহিত্য পড়িয়া  
ভাষা শিক্ষা করেন, তাঁহাদিগের বিবেচ-  
নার দৈবলতার পরিবর্তে ইহার নাম দি-  
বালকা হওয়া উচিত ছিল। কারণ, যদিও  
দৈবশব্দের এক অর্থ ‘দেবতাসম্বন্ধীয়’—  
কিন্তু ইহার আর এক অর্থ উৎপাদি, এবং  
হৃৎগাদ্যবশতঃ সেই অর্থই অধিকতর প্রচলিত।



## অগ্নি।

কিছুপূর্বে জমকদ্ব্যোম—অর্থাৎ মৃত্তিকা, জল তেজ অগ্নি এবং আকাশ, এই কএকটি মূল বা অমিশ্র পদার্থ বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছিল। রসায়ণ শাস্ত্রের উদ্ভবের পূর্বে এ মহাভ্রম কেবল যে হিন্দুদিগের ছিল তাহা নহে। হিন্দুরা ব্রহ্মার পূজা করেন, পারশিকেরা ও তাহারই উপাশক, গ্রিক বা রোমকেরাও অগ্নির পূজা করিতেন। পূর্বের লোকের বিশ্বাস ছিল এই ভ্রমাত্মক পঞ্চভূত, ঈশ্বরের অবতার, এবং মুক্তিমান দেবতা। সুতরাং এই বিশ্বাস বা ইচ্ছাদিগের প্রবল স্বাভাবিক শক্তির উপর লক্ষ করিয়া আধুনিক মানব-গণের পূর্ব পুরুষগণ ইচ্ছাদিগের প্রতি মহা ভক্তি করিতেন। আমাদিগের কথা দূরে থাকুক, পেরিপেট্রিসিয়ন \* দিগের হুম্ম বুদ্বিতেও ইহার আদ্যম, অবিনশ্বর অমিশ্র এবং মূল পদার্থ বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। এমন কি মিলটন পর্যন্তও ইচ্ছাদিগের মৌলিকত্ব এবং অমিশ্রত্ব স্বীকার করিতেন। পাঠকগণ ‘প্যারাডাইসলস্টের’ দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২৩৪ লোকটি পাঠকরিয়া দেখিবেন। মেল সাহেবের অনুবাদেও ইহার কথা আছে। খৃস্টের ১৫৫ পৃষ্ঠায় ইহার কথা আছে এবং তাঁহার অনু-

লিখিত আছে—“অবিশ্বাসীরা জানেনা, যে পৃথিবী কেবল একটি পরমাণুপুঞ্জ মাত্র, কঠিন পদার্থ সর্ব ব্যাপ্ত অনন্ত জলরাশীর এক পাশ্বে পড়িয়া ছিল, এবং সেই জল দ্বারা স্বর্গাদি ও ভূচর ক্ষেত্র প্রভৃতি সমস্ত প্রাণীর মজ্জা আমি করিয়াছি”—ফলতঃ এ মহাভ্রমের হস্ত হইতে মুসলমান দেব-মহম্মদের ও নিষ্কৃতি ছিলনা। কিন্তু কালের প্রবল তরঙ্গাভিঘাতে ক্রমেই এ সকল কু-সংস্কার তিরোহিত হইতেছে। জল যে গর্ভ করিতেন আমি আদি, আমি অমিশ্র, অমর, এবং স্বাধীন, হাইড্র্যান, এবং অক্সিগ্যান ইহার জন্মদাতা বলিয়া আবিস্কৃত হওয়াতে সে গর্ভ চূর্ণ হইয়াছে। বাহাইউক জল, বায়ু, পৃথিবী প্রভৃতি মিশ্র না হইলেও প্রকৃতিভূত পদার্থ। বুকিলাম, জল তবে পদার্থ স্বীকার করিলাম মৃত্তিকাও তবে পদার্থ, এবং বায়ুও বটে, কিন্তু অগ্নি কি? অগ্নির রহস্য ভেদ বহুকাল পর্যন্ত হয় নাই, আদিতে এসম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত, তাহাতেই আমরা বলি অগ্নি তবে কি? যে অগ্নি ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেও জল মৃত্তিকা-দ্বয় ন্যায় একটি পদার্থ ছিল,—এখন নাকি আর তাহা মূলে পদার্থই নয়! ইউরোপীয় বিজ্ঞানশাস্ত্রজ্ঞগণ বলেন যে কোন প্রকারের অগ্নিই হউক না কেন, স্বাভাবিক

জ্বলিত, বা উত্তাপজ) উহা নিম্নলিখিত  
খণ্ডসমূহ, বিক্রমশীল, সহ্য-মতিবান  
অত্যন্ত প্রসারকম, অতীত স্থিতিস্থাপক,  
পদার্থ মাত্রকেই সংকোচন বা বিস্তার ক-  
রিবার ক্ষমতাসম্পন্ন, সর্বশরীরে প্রবেশকম,  
এবং তাহাদিগকে রূপান্তর করিবার গুণ-  
যুক্ত, ও তাহাদিগের যোগবিধানকম,  
এবং তাহাদের পর প্রদর্শিত সমস্ত গুণপরি-  
হারকম। বাহ্যিক সত্ত্ব সমূহের সহিত অ-  
গ্নির এই অস্তিত্বের নাম (Stahl) বা  
ফিলোসফি (Philosophy) নিত্যগ্নি রাখি-  
তে, অগ্নি পদ্ধতির (Fixed fire)  
বল অগ্নি কহেন। ঐ সাহেবের মত  
এই, মনে কর একাধী চকমকী পাথর  
আছে উহাতে গৌহারা আঘাত করিলে  
অগ্নি নির্গত হয়, ঐ অগ্নি কোথা হইতে  
আসিল, যদি বল, আঘাতে পরমাণুর সং-  
ঘাত হইয়াছে তাহাতেই তেজস্করণ উৎ-  
পত্তি হইয়াছে। ঐ সাহেব বলিবেন তবে  
স্বীকার করিতে হইবে চকমকী জ্বলনীয় প-  
দার্থ, তবে যে উহা জ্বলিয়া উঠে না, ইহার  
কারণ কি? সুতরাং উহা গৌণ অগ্নি, অ-  
র্থাৎ উহার পরমাণুসমূহ অগ্নিগুরিত।  
ঐ সাহেবের সমকালে এক দলে বলি-  
তেন, উহা অগ্নির পরমাণু এবং এক প্র-  
কার কাঁচ জাতীয় মৃত্তিকায় সংগঠিত, অ-  
পর দল বলিতেন উহা শুষ্ক অগ্নির অস্তিত্ব  
নির্ধৃত। আধুনিক পদ্ধতির বলেন যে  
উহা অগ্নির পরমাণু করিবার আপেক্ষিক  
কারণ, — পরমাণুতে সংঘাত

নাগিয়া ভরানক বেগে বস  
পরমাণুর গতি হয়, সেইমতিজ।  
পই অগ্নি। বতকণ পরমাণুগণ।  
হইবে ততকণ তাহার কার্য প্রকাশ হইতে  
থাকিবে, সুতরাং যে পরিমাণ আঘাতে  
চকমকী হইতে অগ্নি নির্গত হয়, উহাতে  
উহার সমস্ত পরমাণুর তুমুল গতি হয় না।  
ঐ চকমকীর একদেশে কর্তব্য বতটুকু হয়,  
ক্রিয়া ততটুকু প্রমাণে প্রকাশ পায়। অগ্নি  
বা অগ্নিক পরিমাণ সকল বস্তুরই জ্বলন  
কার্য প্রকাশমান হইয়া থাকে। উহা  
তদ বস্তুর রাসায়নিক সংযোগের বৈক-  
ল্য প্রযুক্তই ঘটিয়া থাকে।

বাহ্যিক, বা সাহেবের (Phlogis-  
tion) কি তাহাই আমরা বুঝাইবার চেষ্টা  
করিব। সকল বস্তুরই অধিক কি অগ্নি প-  
রিমাণ অগ্নি উৎপাদন বা অগ্নি ধারণ ক-  
রিবার স্বভাব আছে বস্তুর যে গুণ ঐ-  
কালে প্রকাশ হয় তাহারই নাম (Phlogis-  
tion) বা জ্বলন জ্বলনীয় কিম্বা রাসা-  
য়নিক রস বলিলেও উহার প্রকৃত অর্থ বোধ  
হয় না। বাহ্যিক উহাকে আরো ভাল  
করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিব। তীক্ষ্ণ-  
ধার তরল (Fluid) বাতীত কিছুই  
গলিত হইতে পারে না। কিন্তু স্বভাবে  
অগ্নি অপেক্ষায় অবকারী আর কিছুই  
নাই। অতএব অগ্নিই জীব-বীজ, বা  
জীবন। জল যেমন  
অন্য বস্তু অবকারী  
বল মাত্র দান করিয়া

তাতেই স্থিতি পাইয়া থাকে।  
বদ্ধ অগ্নি। পানির  
মিলিতে, জল লবণকে ওড়িতে  
যাই, ত্র্যবেক জ্বলনশীল করিবার জন্য  
খা সাহেবের Phlogiston ও তাহাই।  
ইহার কার্য গন্ধক, তৈল, এবং পাথরিয়া  
কয়লাতে অধিক পরিমাণে প্রকাশ পায়,  
যতরাং উহারাই খা সাহেবের মতে অগ্নি-  
ধারক। তবেই তাহার মতে, অগ্নি স্থায়ী,  
নিত্য, এবং পদার্থহীনবাসী বলিয়া প্রতি-  
পন্ন হইতেছে।

( Boerhave ) বোয়েরহেভে সাহেব  
অগ্নি এইপ্রকার প্রকার-ভেদ করেন। এ-  
কটি মূল অগ্নি, অর্থাৎ শুদ্ধ অগ্নি, এবং অ-  
ন্যপেক্ষিক, অপরী আপেক্ষিকী, অর্থাৎ  
অন্য বস্তুর যোগে কার্য প্রকাশ করে।  
তাহার মতে উত্তাপের মুখ্য কারণই মূল্যমি।  
উত্তাপ অগ্নি হইতে বিভেদ্য নহে। উত্তা-  
পের পরিমাণ, অগ্নির পরিমাণ বিশেষ।  
যাহা অগ্নি তাহাই উত্তাপ। কঠিন বস্তুর  
অনুপ্রসারণ, এবং ত্র্যব বস্তুর অনুসংকোচন,  
ক্রিয়া মূল্যমির দ্বিতীয় ফল। একখানি লৌহ  
উত্তপ্ত হইলে, ইহার বিস্তৃতি বর্দ্ধিত  
হয়, এবং উত্তাপ অধিকপরিমাণে দিলে  
পুনরায় আরো বর্দ্ধিত হয়, আবার শিথিল  
হইলে, সংকুচিত হয়। এবং পূর্বে  
যত বড় ছিল তাহাই হয়। স্বর্ণকে গা-  
লাইনে পূর্ণ হইতে অধিক স্থান গ্রহণ  
করে। একটি ঘক নদীর  
যদি তাহার উত্তাপ দিলে

স্থান লইয়া ছিল, তাহার বিস্তৃত ওণ  
অধিক হইতে উঠিবে।

বস্তুর অগ্নি বিস্তৃতির কারণ বোয়েরহেভে  
সাহেবই আবিষ্কার করেন। প্রথমতঃ যথা।

ত্র্যব ত্র্যব্য যতটুকু হয়, যে পরিমাণ অ-  
গ্নিতে যত অধিক বিস্তৃতি লাভ করিবে,  
কঠিন ত্র্যব্য, ঠিক সেই পরিমাণ সময়ে,  
এবং সেই পরিমাণ অগ্নিতে সেই বিস্তৃতি  
লাভ করিতে পারিবে না।  
অন্যথা হইলে তাপমাপক  
হইতে পারিত না, কেননা

যে সময়ে এবং যে উত্তাপে পানির  
লাভ করিত, নলের অভ্যন্তরস্থ রক্ত, ও জল  
ঠিক ঐ সময়ে এবং ঐ উত্তাপে তাপ  
বিস্তৃত হইত। বিতীর্ণতঃ। ত্র্যব ত্র্যব্য যত  
লঘু হইবে, অগ্নি তাপে উহার তত বিস্তার  
হইবে। তিনি বলেন, বায়ুর ন্যায় লঘু  
বস্তু বিরল, অতঃ উহার ন্যায় আর কোন  
ত্র্যব্য অধিক ছড়াইয়া পড়েন।  
রেই ঐ ওণ সুরাসার বা স্পিরিট অব ও-  
রাইনের অধিক। তিনি আরো বলেন, প্র-  
কৃতিতে যত প্রকার শক্তি এবং গতির উৎ-  
পত্তি হয়, অগ্নিই তাহার কারণ। তাহা  
হইতে অগ্নিকে স্রুতজ করিয়া লইলে সমস্ত  
যত পদার্থ অচল হইয়া পড়িয়া থাকিত।  
এবং অগ্নির অভাবে, জল, তৈল, সুরাসার  
জীব-দেহ, উদ্ভিদ সমস্তই কঠিন, জীরনশীল  
এবং অকর্মণ্য হইয়া যাইত। যদি  
রগ শীতপ্রবাহে, জগতের সমস্ত  
বিনাশ হইয়া যায় তাহা হইলে, এই জগ-

জগৎ দুর্গ ও হিরকের নাম যাহা হইয়াছে।  
ময় একটি স্থপাংকার বস্তু হইয়া থাকিবে।  
কিবে। এবং অগ্নিপ্রয়োগে ইহা হইয়া  
প্রকৃতি হইবে।

বোয়েরহেভের কণিত, মূল্যমি সং-  
রক্ষণ বা গ্রহণ করিতে হইলে, সে  
জাণ্ডের আহার বা বাস যোগাইতে হয়  
না। যদি-কিয়ং পরিমাণ কোন সৌগন্ধিক  
তৈলময় পদার্থ হইতে ব্যবহারিক স্থ-  
চাল্য বাস্তুতৎকণাৎ (উহা হইতে ভয়ানক  
হইয়া উঠিবে। তিনি বলেন কতক  
কোন উপায়ে মূল অগ্নির ফল জানা যা-  
ইতে পারে। যথা সকলেই জানে, চক্কর  
ও শোহের ঘর্ষণে, অগ্নি উৎপত্তি হয়, অ-  
র্থাৎ এক প্রকার অন্ত্র প্রবাহ কতক বিষম সং-  
যাত পাইলেই তাহা হইতে অগ্নি উঠিবে,  
এই জন্য হস্ত টানিলে নবনীত তাহা হ-  
ইতে স্তম্ভ হয়। ছুরি কি সুর মানাইবার  
সময় অগ্নিস্ফুল্জি নির্গত হয়,—এই সকল  
কারণ প্রদর্শন করিয়া তিনি প্রমাণ করিতে  
চাহেন যে, অগ্নি মৌলিক পদার্থ। নতুবা  
যাহাতে অগ্নি ছিল না তাহা হইতে অগ্নি  
কখনই জাত হইবার সম্ভাবনা নহে।

যদি অত্যন্ত শীতের দিনে একখানি  
শ্বর্ণখালী আর একখানি স্বর্ণখালীর সহিত  
বলপূর্বক ঘর্ষণ করা যায়, তবে ঘর্ষণে ঘ-  
র্ষণে মহাউত্তপ্ত হইয়া রক্তবর্ণ এবং গ-  
রমি উপক্রম হইলেও কিসিই প্রায়  
ও তাহার গুণের ধ্বংস হইবে না, কেবল  
আরও বেশী হইবে, বা ক্ষীণ হইবে, ই-

হাতে এই উপলব্ধি হয় যে,  
একটিমাত্র অণুও অগ্নির  
বা পরিবর্তিত হয় না।—কেন না  
হাতে পূর্ব হইতেই আছে। ঘর্ষণ মর্দনের  
ফলে এইমাত্র হয় যে, যাহা পূর্ব হইতে  
স্থিতি করিতেছে তাহারই কিয়দংশ সংগ্রহ  
করিতে বা আনিতে পারা যায়, উহার  
ফল এরূপ নহে যে, উহা হইতে অগ্নি অ-  
গ্ন্যাইতে বা করিতে পারা যায়। তবে,  
আমরা এই পর্যন্ত করি যে অপ্রজ্বলিতকে  
জ্বালিত করি, এবং বস্ত্তান হইতে সংগ্রহ  
করিয়া কোন সঙ্কীর্ণস্থানে কোন বিশেষ  
উদ্দেশ্য স্থাপন করি।

এতদ্বাতিত বোয়েরহেভে সাহেব আরো  
বলেন যে, যেরূপ নিভায়া অনন্তকাল  
ইতে অহরহ সর্বত্রব্যো প্রবো স্থিতি করি-  
তেছে উহা মৃত্তিকার অভ্যন্তরেও তদনুরূপ  
অবস্থায় বিরাজিত আছে। তিনি বলেন  
৪০ বা ৫০ ফিট মৃত্তিকার নিম্নদেশ  
এত উষ্ণ যে তথায় বরফ থাকিতে পারে  
না, তাহা হইতে আরো গভীরতর প্রদেশ  
এতদধিক উষ্ণ যে তথায় ক্ষণকালও তিষ্ঠিতে  
পারা যায় না। মৃত্তিকার গভীরতম প্র-  
দেশের এই উষ্ণ ভাব দৃষ্টে তিনি বলেন,  
যে ভূগর্ভে আর একটি অগ্নির আকর বা  
সুর্ভ আছে। তাহাতেই, যাহারা ভূ-  
গর্ভে বা পৃষ্ঠে জগে তাহাদের জীবন রক্ষা  
এবং গতি বিধান করিতেছে এমন কি ভূ-  
গর্ভে অগ্নি ব্যতীত আর কিছুই  
নাই। এই মহা অনল, অনন্ত কাল

হইতে নিরাস করিতেছে। তিনি ইহাও বলেন, ভূচর, খেচর, জলচর, প্রভৃতির ন্যায় অগ্নিচর জীব পর্যাপ্ত আছে। বহুকাল পোষিত বৃহৎ অনল কুণ্ড, অত্যাৎকৃষ্ট আতশ পাথর দ্বারা পরীক্ষা করিলে এই সকল জীব দেখা যায়, এই সকল অনলবাসী জীবের নাম (Salamander) সালামাণ্ডর। এখন দেখা যাইবে বোঁএরহেভে সাহেবের যুক্তি নিয়ম কতদূর সঙ্গত।

তাহার পরবর্তী রসায়ণবিদেরা অগ্নিময় কার্বোর চারিটি তাপাংশ পরিমাণ করিয়াছেন। প্রথমটি মানবশরীরের আত্যাবিক উষ্ণতার তুল্য, বা যে পরিমাণ উষ্ণত্রে কপোত ডিম্ব হইতে ছানা বাহির হয়। ডিম্বের সহিত একটি তাপ পরিমাপক যন্ত্র রাখিয়া তত্পরি একটি কপোতিনীকে বসাইয়া এই তাপাংশ পরিমিত হইয়াছে। কোন কোন রাসায়নিক আবার এই পরিমাণ উত্তপ্ত দায়ক আন্তন, কপোতিনীর পরিবর্তে ডিম্বের চতুর্দিকে রাখিয়া তদ্বারা ডিম্ব ফুটাইয়াছেন। অত্যন্ত গ্রীষ্মের সময় স্বর্ধা কীরণ শরীরে লাগিলে জ্বালা করে, বা যে পরিমাণ উত্তাপে চর্মে বেদনা হয়, অথবা যে পরিমাণ উত্তাপে চর্মে ফোঁকা পড়ে, কিন্তু তদ্বারা শরীরের কোন অংশের স্বংশ বা অভাব হয় না, ইহা তাপের দ্বিতীয় পরিমাণ। এই পরিমাণ তাপেই মনুষ্যরক্তে স্লেচ্ছবৎ এক পদার্থ (Serum) জন্মে এবং ডিম্বের—অবীভূত প্রবলতঃ কঠিন হয়, সময়ে সময়ে এই পরিমাণ উ-

ত্তাপেই আবার ভয়ানক গাত্র দাহ হইতে পারে, ইহাও নির্দিষ্ট হইয়াছে। যে পরিমাণ উত্তাপে জল অতিশয় গরম হয়, ইহা উত্তাপের তৃতীয় পরিমাণ। তাহার বিবেচনা করেন উত্তাপের চতুর্থ পরিমাণ সম্পূর্ণ অটল। কেন না, তাহা বহু উত্তাপ সহিতে পারে অর্থাৎ পুনঃপুনঃ উত্তাপে উত্তপ্ত করিলে (শাঙ্কর যুগ ইন্দ্রিয়া যাপন উত্তিতে দিলেও) যে পরিমাণ তাহার উত্তাপ রুদ্ধ হইবে, আর হাজার কাঠ দগ্ধ করিলে, কি আরো উত্তাপ দিলে কিছুতেই তাহার পরিমাণ রুদ্ধ হইতে পারে না। এই সকল প্রাচীন রাসায়নিক বোধ হয় জানিতেন না যে, সমুদ্র সমতল স্থানের উষ্ণ জলের উত্তাপ, নীচ গিরির উপরিভাগের উত্তপ্ত জলের উত্তাপ, হইতে হ্রাসতর। আর পেপিন \* সাহেব উত্তাপের পরিমাণ সম্বন্ধে যে গ্রন্থ প্রকাশ করেন, তাহার যুক্তিনিচয় ও সম্ভবতঃ সিন্ধু বা পরীক্ষিত নহে। যে উত্তাপে ধাতু বা অন্য কোন জব্যকে স্বংশ বা অবীভূত করিতে পারে, তাহা উত্তাপের চতুর্থ পরিমাণ।

উত্তাপের চতুর্থ পরিমাণ যে কিরূপে নিরূপিত হইল বুঝিতে পারা যায় না। তাপপরিমাপক যন্ত্র ও বোধ হয়, এত প্রচণ্ড উত্তাপে বিনষ্ট হইয়া যাইতে পারে। যে সময়ে এই সকল মত প্রচলিত হয় বোধ

\* প্রবন্ধ দীর্ঘ হইবে এই ক্ষেত্রে উক্ত ভ্রমাত্মক মত অপ্রকাশিত রহিল।

হয় '৩৭৫ ডিগ্রির অনলপরিমাপক যন্ত্রের ( Wedge wood's Pyrometer ) সর্জন, যা সেবিষয়ের চিন্তা কাহারও মনে উদয় হয় নাই, ইহারই প্রমাণিত হইতে পারিল যে তাহার পরে তাহার পরিমাণ কেবল মাত্র তাহার এবং তাহার প্রকারভেদে পরিমাণ নির্ণয় করা যায়। কিন্তু তাহার উত্তাপের উত্তাপের পরিমাণ জানিবার যদি তাহারিগের কোন উপায় ছিল না তবে ইহা তাঁহার কিরূপে জানিলেন?— বাহ্যিক প্রাচীন রসায়নশাস্ত্রজ্ঞ মণ্ডলীর মতে উত্তাপের এই শেষ পরিমাণ। কিন্তু তাহার পরবর্তী বিজ্ঞানতত্ত্বজ্ঞসম্প্রদায়, আর একটি পরিমাণ বন্ধি করিয়া, উত্তাপের প্রথম পরিমাণ স্থির করিয়াছেন। এই উত্তাপে, স্বর্ণ হইতে ধূম এবং বাষ্প নির্গত করায়। ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে মন্টের সিরাজহোমেন্ড ( M. Tschirnhausen ) প্রমাণ করিয়াছেন যে, স্বর্ণ উত্তাপে একবারে বাষ্প হইয়া উড়িয়া যাইতে পারে। তাহার পর এই অগ্নিময় দৃশ্য, তাপিক ( Caloric ) নামে এক সূক্ষ্ম তত্ত্ব লীলা করিতে থাকে। সিরাজহোমেন্ডের পরে তাপিকই অগ্নিজনক বলিয়া গণ্যকরণ কর্তৃক নির্ণীত হয়। বাহ্যতে, উত্তাপের অমুভূতি প্রকাশমান করে, তাহারই নাম "তাপক" রাখা হইয়াছিল। এই তাপকই বরফকে গলিত করে, জল উত্তপ্ত করে এবং লৌহকে রক্তোত্তপ্ত করিয়া

তুলে। তবে এই উত্তাপক কি? ইহাকে কি তবে পদার্থ বলিব, না কি বলিব? উত্তাপসম্বন্ধে বহু মতভেদ আছে। তন্মধ্যে প্রথম দুইটি পরীক্ষিত এবং প্রমাণিত বলিয়া, অদ্যাপি মানবের বিশ্বাসক্ষেত্রে সজীব রহিয়াছে। একটি ( Theory of Emission ) উৎক্ষেপণ অনুমান, দ্বিতীয়টি ( Theory of Undulation ) গতিতরঙ্গ অনুমান।

প্রথম অনুমান। উত্তাপের কারণ ভূতাত্ত্বিক, বায়ুর ন্যায় বা বায়ু হইতে উহা সূক্ষ্ম তরল এক শরীর হইতে শরীরান্তরে গমনকম, এবং উহার পরমাণু নিত্য অসিদ্ধান্ত অস্বাকর্শনাবস্থাপন্ন। (In a state of repulsion) এই সূক্ষ্ম ধার তরল, সকল অবস্থায়ই মূল পরমাণুর সহিত বাস করে, অণু কাহারও সহিত প্রকৃতরূপে সংযুক্ত হয় না। এই হিসাবে উত্তাপক নামক যে সূক্ষ্ম ধার তরল, তাহা বস্তু, কিন্তু ভৌতিক উত্তাপক প্রমাণতঃ দিন দিন জীর্ণবস্থা পাইতেছে। তাপকের পরিমাণ বা মুক্তি পরিমাপনীয় নহে। এমন মহা সূক্ষ্ম কোন যন্ত্র অদ্যাপি মানববুদ্ধিতে প্রাপ্ত হয় নাই বাহ্যতে উহার পরিমাণ করা যাইতে পারে বা উহার অরূপ-অবগত হইতে পারা যায়। আমাদিগের ক্ষমতা যখন উহার পরিমাণ করিবার সাধ্য নাই তখন আমাদিগের ইহাও বলা উচিত নহে, যে উহার গুরুত্ব নাই। কিন্তু ইউরোপীয় গণিতেরা এখন অনেকেই বলেন যে মূল্যেই উহার গুরুত্ব নাই।



গতি-তরঙ্গ, বা দ্বিতীয় অনুমান এই যে—পরমাণুর উত্তাল তরঙ্গাভিঘাতে,—উত্তাপ উপস্থিত করে। সে তরঙ্গ প্রবাহিত হইয়া; অত্যন্ত লঘু, স্থিতিস্থাপকগুণবিশিষ্ট একটি তরল পদার্থের সাহায্যে অন্য বস্তুর পরমাণুতে প্রবিষ্ট হয়, ইহাকেই ইথর (Ether) বলে। যেরূপ বায়ু মণ্ডলে শব্দতরঙ্গ জোড়া করিয়া বেড়ায়, সেইরূপ ইথর মণ্ডলে পরমাণু তরঙ্গোৎপাদিত উত্তাপও হৃত করিয়া বেড়ায়। যে জেবোর পরমাণুতরঙ্গ তবে যত বিস্তারময় এবং যত জটিলবেগবিশিষ্ট, সেই বস্তুর শরীর তত অধিক উত্তাপযুক্ত হয়। উত্তাপের হ্রাস বন্ধি কেবল পরমাণুতরঙ্গের গতির অনুপাতানুসারেই হইয়া থাকে, আর কিছুই নহে। প্রথম অনুমান মতে, উত্তাপক জড় পদার্থকে পরিত্যাগ করিলেই তাহার স্নিগ্ধ সম্পাদিত হয়। দ্বিতীয় অনুমানসিদ্ধ ফল তাহা নহে। পরমাণুগণ তরঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া প্রশান্ত মুষ্টি ধারণ করিলেই তত্তৎ শরীরের দেহ শীতল হয়। এই দ্বিতীয় অনুমানে এই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, শব্দের ন্যায়, অগ্নিও বস্তুত্ব সম্পন্ন নহে। কেবল বায়বীয় তরঙ্গাভিঘাতের অনুভূতি বা দমক মাত্র। ‘শব্দ’ ও গতি বাতীত কিছু নহে। যদিও প্রাচীন ইউরোপীয় বিজ্ঞানশাস্ত্রে \* শব্দ এবং গতির মূল নির্দিষ্ট

\* প্রদেশীয় বিজ্ঞান শাস্ত্রে কোন কথা আমি অবগত নহি। লেখক।

নাই—তথাপি ‘শব্দ’ গতি (Motion) মাত্র বলিয়া অনুমিত হওয়া সর্বথাই যুক্তিযুক্ত। অবগতস্বক্কে যিনি বিকৃত অপ্রিনিবেশ প্রদান করিবেন—উহার উৎপত্তি যে কেবল সাধারণ গতি হইতে, তাহারই মনে এরূপ একটি ভাব উপলব্ধি হইবে। যদিও শব্দ কেবল মাত্র গতি তথাপি আমরা সচরাচর বলিয়া থাকি—শব্দ যাইতেছে, শব্দ উঠিত হইতেছে। উত্তাপ, আলো, বিদ্যুৎ ইহারা যে কেবল গতি মাত্র এবং বস্তু নহে তাহা কাহারও মনে ধারণা বরাইবার জন্য এখন বোধ হয় আর আমাদেরকে অধিক আগ্রাস স্বীকার করিতে হইবে না।

গতিতরঙ্গিক, ‘বেজানিন’ সম্প্রদায়ের মতে অগ্নি বস্তু নহে, কার্য, পারিপাশ্রবিক গতি। ইহা কি ভৌতিক পদার্থ, কি রাসায়নিক পদার্থ, কি বহুত্ব, কি ক্ষুদ্র, কি ভার, কি লঘু, কি তাল, কি জর, কিছুই নহে। ইহার সংস্পর্শে ইথর (Ether) অনুতরঙ্গমালা হইতে উত্তাপকে বহন করিয়া তাহার সমষ্টিতে অনল রচনা করে।

অগ্নি বলিতে গেলেই একবারে স্বভাবের কতগুলিন প্রকৃতিবৈক্য—যথা—উত্তাপ, রূপান্তরক্রিয়া, বিস্তারক্রিয়া, এবং ব্যাপ্তিক্রিয়া প্রভৃতি। কাহারও মতানুসারে ইহা (Caloric) উত্তাপকের কার্য। এবং কাহারও মতে—কেবল পরমাণুর তরঙ্গে বা গতিতে এরূপ হইয়া



থাকে। দহনশীল পদার্থের দহন ক্রিয়াকেই অগ্নি বলিতে হইবে। যাহাতে ইথর সংমিশ্রিত অক্সিজেন ( অক্সিজেন ) কিছু অধিক পরিমাণে থাকে, বা কোশলে কোমল বস্তুকে উত্তম ধর্মাক্রান্ত করা যায় তাহাই দহনশীল পদার্থ।—তাই বলিয়া যে ঐ বস্তু বায়ুর মধ্যে রাখিয়া দিলে যে অগ্নি নিঃসৃত হয় তাহা নহে। যাহাতে অগ্নি গুণ আছে যে অগ্নি বা অধিক গুলি ইহার পরিপূর্ণ অক্সিজেন বায়ু শোষণ করিতে পারে, বা উহার ক্ষতি কিছা প্রজ্বলন ক্রিয়ায় অভাব ঘটাইতে পারে, তাহাও এক প্রকার দাহ্য। এমন বস্তু কি সূচরার আমরা দেখিতে পাই না যাহার প্রত্যেক উত্তাপ আছে, অথচ যাহা ধীরেই দহন করে জ্বলে যে তাহাতে শিখা, বা অগ্নি প্রকাশ জ্বলন ক্রিয়া প্রকাশ না পাইয়া কেবল মাত্র তাহার শারীরিক দহনীয় বস্তু হইতে নিঃশেষিত হইয়া যায়? তাহাতে অগ্নিশিখার অনুপস্থিতি স্বত্রে তাহা সামান্য দহনশীল পদার্থ নহে।

একটি স্তিমিত দহন ক্রিয়া সমস্ত উষ্ণ রক্তসম্পন্ন জীব জন্তু শরীরেও হইতেছে। অনাহারে জীবদেহের উত্তাপকে ক্ষীণতর করে, এবং তাহার দীর্ঘকাল অনাহারে থাকিলেও, যত দিন দেহের দাহ্য পদার্থ নিঃশেষিত না হয়, ততদিন পুড়িতে থাকে, যখন দাহ্য সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষিত হয় তখনই জীবদেহ ভয়ঙ্কর শীতলভাব ধারণ করে তাহাই তাহার মৃত্যু। জীবদেহের

শক্তি ও দেহ, অজারক ( Carbon ) এবং উদজান, ( Hydrogen ) তাহাদের, আহারীয় দ্রব্যে প্রচুর থাকে বলিয়া ক্রিমার কয়লাব্যতীত যেরূপ শক্তি বিহীন হইয়া পড়ে, ঘোটকেরও বাঁস এবং ঘব বা বুটের অভাবে তদবস্থাপন্ন হইতে হয়। এবং দস্তা না থাকিলে বোলতাইক \* যন্ত্রেরও শক্তি লোপ হয়।—কোনও রসায়নশাস্ত্রজ্ঞ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, যেখানে ধাতু দ্রব্যাদি গলান যায়, সেখানে ১০ হইতে ২০ গুণ পর্যন্ত কাঠ দাহন করিয়া ঐ স্থান জীব দেহের তুল্য উত্তপ্ত হয়। মেচুসী ( Mathuici ) সাহেব পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, বোলতাইক যন্ত্রে দস্তার অভাবেও তৎক্ষণাৎ একটি ভেক মারিয়া তাহা হইতে অধিক পরিমাণে রসায়নিক কার্য উৎপন্ন করা যাইতে পারে। ( ভেক জীবিত থাকিলে কার্য আরো অধিক পরিমাণে প্রকাশমান করা যাইতে পারে ) যাহাহউক ইহাতেই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, দহনক্রিয়া হইতেছে অথচ অনেক সময় আমরা বস্তুর বাহ্য অবয়ব দেখিয়া বুঝিতে পারি না। দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়, যে রসায়ন প্রভাবে কেমন আশ্চর্য্য আলো বিকিরিত হইয়া। শরিকগণকে মুগ্ধ করে অথচ ঐ রসায়নিক অমল প্রকৃত পক্ষে কোনরূপ পদার্থ

\* ( Volta ) বোলতা সাহেব যে বৈদ্যুতিক যন্ত্র প্রস্তুত করেন তাহারই নাম বোলতাইক বাটারী।

দহন করে না। ইহা কেবলমাত্র রাসায়নিক যোগের এবং দাহের সহিত অস্বাভাবিক বা-  
সুর ( অক্সিজনের ) সামীপ্যাকর্ষণে-  
পাণ্ডিত ফল।

অগ্নি বস্তু বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে  
না, স্তরস্বাকর্ষণ বা শক্তি ইহার মূল  
কারণ। আমরা সচরাচর মাধ্যাকর্ষণেরই  
কার্য স্বভাব উপলব্ধি করিতে পারি, ইহা  
ব্যতীত অন্যান্য আকর্ষণশক্তির প্রভাব  
তত স্পষ্ট অনুভূত হয় না। বৈজ্ঞানিক  
সাধন, রসায়ন উদ্ভাবন, এবং পরীক্ষা প্র-  
ভৃতি দ্বারা মাত্র বুঝা যায়।

তাপ, আলোক, বিদ্যুৎ, চৌম্বক, রা-  
সায়নিক সংযোগ, এবং গতি ইহারাই  
নৈসর্গিক শক্তি বলিয়া স্বীকার্য। স্তরস্বাক-  
র্ষণ এই সমস্ত শক্তির অন্যতরের পরিষ্কৃষ্ট  
ক্রিয়া মাত্র। গতিতত্ত্ব আরও বলেন,  
যে এই সকল শক্তির যে কেবল বিশেষ  
পারস্পরিক সম্বন্ধ আছে তাহা নহে, ই-  
হারা সকলেই এক সূত্র হইতে উদ্ভূত হই-  
য়াছে। এবং ইহাও অনুমিত হইয়াছে  
যে ইহাদের যে কোন একটি আপনার সম-  
শক্তি আর একটি শক্তি সঞ্চার করিতে  
পারে। বিদ্যুতে, রসায়ন যোগ, চৌম্বক  
শক্তি, উত্তাপ বা গতি, উৎপাদন করিতে  
পারে। আবার গতিতেও উত্তাপ উৎপা-  
দিত পাবে। যথা ঘর্ষণে, স্কটচকে আ-  
গুন লাগিতে পারে, পাথরে ঘর্ষণে সান-  
ইলে ফুলিয়া নির্গত হয়; কয়লায় ঘর্ষণে  
তাপ বা কটুক্রা চান্দ্রক কোটের

তুল্য বৈজ্ঞানিকের সহিত ঘর্ষণ করিলে  
বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। আবার আলোকে  
বিদ্যুৎ, গতি, এবং শক্তি উৎপন্ন করিতে  
পারে। এবং উত্তাপেও যথাক্রমে আলো,  
বিদ্যুৎ এবং গতির উৎপাদন করিতে  
পারে। নৈসর্গিক শক্তি পরিবর্তন সহ-  
কারে যেরূপ রূপান্তর প্রাপ্ত হয়, বীজ-  
গণিতের পরিবর্তন এবং যোগসাধন-প্র-  
ক্রিয়াতে ( The Law of permutation  
and combination ) তাহার সীমা নির্ধা-  
চিত হইতে পারে। আপাততঃ প্রস্তাব-  
বাহুল্য-ভয়ে আমরা তাহার প্রক্রিয়া প্র-  
দর্শন করিতে ক্ষান্ত রহিলাম, কেবল মাত্র  
বৈজ্ঞানিক পত্র ব্যতীত, উহা সাহিত্যিক  
পত্রিকার উপযুক্তও নহে।

এইক্ষণ আবার বলিতেছি অগ্নি কি ?  
উত্তর। উহা প্রাকৃতিক শক্তি নিচয়ের  
একটি প্রকাশমান ক্রিয়া মাত্র। উত্তাপের  
অত্যন্ত বৃদ্ধি হইলেই, ঐ উত্তাপের শক্তিও  
বৃদ্ধি হয়, অবশেষে এই মহাশক্তি হইতে  
নিখা এবং ধূম উদ্গীরিত হইতে থাকে।

আমরা শক্তির কারণ বাখ্য্য করি-  
লাম না বলিয়া যদি পাঠকগণ, এই উত্তরে  
সন্তুষ্ট না হয়েন, তথাপি অন্ততঃ তাঁহাদি-  
গের এইটি ধারণা হইবে যে, বস্তু গুণ স-  
ম্পন্ন, নিত্যমি, ও তাৎকালিক প্রভৃতি বিষয়ে  
প্রাচীনগণ যে মত প্রকাশ করিয়াছেন  
তাহা ভ্রমমূলক।

আমরা যাহা জানি বা দেখি সমস্তই  
সংযোগাৎপাদিত শক্তির ফল,—কিন্তু

আমরা গতি দেখি না। আমরা  
গতি এবং গতিজনিত কার্য দেখি। আ-  
মরা কোন বস্তুর কোন বিশেষ পরিবর্তন  
বা রূপান্তরিত অবস্থা জানিতে পারি—

এবং তাহারই একটি পরিবর্তন বা রূপান্তর-  
শীলতার নাম সাধারণ উত্তাপ। সেই  
উত্তাপের প্রকৃত স্বরূপ অদ্যাপি অপ্রকা-  
শিত আছে—

## \* মহামায়ার চিত্রপট ।

সুখতি পবন-রূপে ধীরে ধীরে  
করি আরোহণ,  
উত্তরিল ত্রস্তপূরে আরতির প্রতিধনি  
মধুর নিকণ ।  
ভীরতীর আসন বেড়িয়া,  
ধুরিয়া ধুরিয়া,  
ভ্রমিতে লাগিল পার্থিব শব্দ  
যেন পথ ছাড়াইয়া ।  
কল্পনা সুন্দরী  
আপনার করণস্থ ছুটি  
ধীরে ধীরে একত্রিত করি, কহিল,  
“বৎসরান্তে পুনঃ দেখি, তারতে তোমার  
ভারত বাসীরা স্মরিল ।”  
ভারতীয় ইন্দ্রবর আঁখি দুটি  
ঈষদ ফুটিল ;  
অতুল অপরোক্ষে, উবার রেখার ন্যায়  
হালি প্রকাশিল ।  
ঈশ্বরহৃৎ যিনি বরণ  
অমনি সানন্দ,  
বকে তুলি সে শুভ প্রতিমা খানি  
অনন্ত শূন্যে ছুটিল তখন ।

জ্যোতির্হীন তারা ;  
অত্র অঙ্গে বহিল গলিত স্বর্ণের শতধারা,  
সুন্দর ;  
মুহুর্তে নাখিল রূপ শ্যামলবসনা  
চাক বদ্বের উপর ।

অমনি চৌদিকে কিরণ ছুটিল,  
সংগীততরঙ্গে দিগন্ত ডুবিল,  
স্বর্গীয় মৌরভে ভুবন ভরিল,  
আহা কি আনন্দ আজ !  
বহুদিন পরে অশ্রু-জল মুছি  
পরেছে বঙ্গ মোহন সাজ ।

সাজিল বঙ্গ কি স্মরণ সাজে !  
মরিকি মধুর আরতি বাজে !  
উজ্জ্বল বাজিছে বাঁকর শঙ্ক,  
টিণ্ টিণ্ টিণ্ ঘনটা কোলে,  
আহা মরি যেন মায়ের অঙ্গে  
নেত্রিত-শিশুর চুপুচুপু দোলে !

আহা কি আনন্দ আজ !  
জয়জয়া জীবন মলিন বসন  
পরেছে বঙ্গ-কুসুমসাজ !

বাছিয়া বাছিয়া অঙ্গুলী তরিতা

চন্দনচর্চিত কুসুম লইয়া,

তক্তিরসে গাঁলে, ঢালিছে সকলে,

ভারতীর চাক চরণ কমলে !

ঘরে ঘরে যেন জ্যোৎস্নাবসনা, শান্তি

সুধাময়ী করিছে বিরাজ !

আহা কি আনন্দ আজ !

মহাভাগা মায়া কল্পনারে

করিয়া সহায়,

মুহূর্ত্তে সে রঙ্গভূমি অপরূপ

করিয়া মাজায় ।

পদ্মের আকারে

পদ্ম পুষ্পে গড়ে

পরিষ্কার করি সুরসর আসন,

লতা পাতা দিয়ে

সুন্দর করিয়ে

গড়ে স্তম্ভাবলী নয়নরঞ্জন ।

তরুণি নীল অপরাজিতায়

শারদ নিশার আকাশের প্রায়

চাক চন্দ্রাতপ খুলাইল ;

মধ্যে মধ্যে তার গুচ্ছ গুচ্ছ খেলি

নক্ষত্রের ন্যায় বসাইল ।

লইয়া গোলাপি গোলাপের কলি

তার চারি ধারে, সারি সারি,

বসাইয়া কুটুম্ব চামেলী

ঝুলাল ঝালর ডায় ;

নন্দন কুসুমে নয়নাভিরাম

শোভিলা মুহূর্ত্তে বাণী

মায়ায় মায়ায় ।

ওই শুন শুন ! কে গাইছে গল্প ।

তত্ত্ব তত্ত্ব নাচে তান লয় মান !

হয় রাগ সহ হুজিগ রাগিনী

আহা কি সুরসর মিলিল রে !

জড়া মৃত্যু পাণ জঙ্ঘাল জড়িত

ভব মকভূমে কেরে আঁকিত,

এহেন সুধার সংগীতলহরী

জুড়াইতে প্রাণ উঠাল—রে !

ভেজস্বী মুরতি, যেন বিদ্যাপতি

মহাশয় আসি প্রণাম করিলা,

দেবতাবাহিত পাদপদ্ম দু'টি

ধীরে মাতা তার শিরে ছোঁয়াইল ।

মহর্ষির শিরে শোভে জটাভার,

শুভ শঙ্কট আসি পড়েছে উরমে ;

মুখে রাম রাম শব্দ অনিবার,

ঢল ঢল দেহ যেন তক্তিরসে !

তাঁহার পশ্চাতে মেঘের বরণ

মহাকাশ এক মহর্ষি আনিয়া

ধীরে বরদার বন্দীলা চরণ ;

আশীষিলা মাতা ঈশদ হাসিরা

রসে অঙ্গ ভরা নয়ন চাইল

সংগীত সলিলে দ্বিত্ব করি প্রাণ

মুগ্ধরিসা লতা কুটাইয়া কুল

দেখা দিলা গয়ে হুবক ধীমান

সাক্ষাৎ হুবক প্রণাম করিবার

আপনার বীণা সুরক কলস

তুলি বীণাপানী যুবকের

হে হুবক ! তুমি ধন্য

মৃদল মধুর বীণা বাজাইয়া,

ভরসা করে গিয়ে বিরহ সংগীত,  
কে আছিল? শোক তরঙ্গ তুলিয়া  
প্রকৃতির আজ করিল প্রাণিত।  
তাহার পশ্চাতে কল্পবর্ণ কার,  
বিদেশীর বেশে ওকে দেখা দিল?  
অভিনয়তানে কি মধুর গায়।  
মৃত বঙ্গে যেন চেতনা ঢালিল!

সম্মুখে সবে বাঁধি স্বীয় স্বীয়  
তন্ত্রী তার  
গাইল হর্ষে, মহামায়ার মায়া  
বোকা ভায়।

অগ্নি সম্মুখে শোভিল অতুল  
সুখদাম বনহলী।  
স্ববকে প্রবকে ফুল আছে ফুটি  
শাখে শাখে ফল ফুলি।  
প্রকৃতির সেই মোহাগের বনে  
একিরে একিরে হেরি।

অজস্র প্রব লক্ষ্যের প্রায়  
খরাসনে এক নারী।  
সুখদাম দেখনা এ কি ভীষণ  
রূপহলে দেখা যায়।  
তাই সেই মহা জ্যোতিষান যোদ্ধা  
শুইয়া শরণযায়।  
স্বাভাবিক ফিরিয়া আঁধি, কর  
একবার দরশন,  
সেই অজস্র ভিত্তি কুহমে ঘেরা  
ওই শান্তি নিকেতন।  
অভাবের ছবি তুহন মোহিনী

অজস্র তবু ঢাকা,  
আলবালে জল কহিছে সিঁফন  
বদনে লজ্জার রেখা।  
আবার এদিকে শ্যামলপুলিন।  
যমুনা বহিছে ঘীরে;  
পাগলিনী প্রায় এক-রমণী ওই  
কাদে বসি তার তীরে।  
মহামায়া একি দেখালে স্বপন  
এমনত দেখি নাই।  
বাজি পুটে শত বীর্ষাবতী নারী  
দেখে মনে ভয় পাই।  
কটীদেশে আঁটা শরাসন; শিরে  
রতন চূড়া নাচিছে।  
রহি-রহি রোষে ধনুক টকারে  
হস্তে শূল আঁকালিছে।

মহামায়া মায়া বোকা ভায়।  
পরিবর্তিল দৃশ্য পুনর্বার।  
নিবিল দেউটী হ'ল আঁধার।

হস্তে ভাঙ্গা লাঠি,  
অঙ্গে মাথা মাটি,  
উক খুক কেশ,  
পাগলিনী বেশ,  
অঞ্চল ধরায়,  
হৈলার দুটায়,  
দেহ লতা শীর্ণ,  
শরীর বিবর্ণ,  
জ্যোতিষীক-তারা,  
অপাঙ্গেতে ধারা,

কাঁপিতে কাঁপিতে,  
পড়িতে পড়িতে,  
একটি রমণী আইল উথায়।  
সজল নয়নে মুখাইলা বাণী ;—  
‘কে তুমি মা ? তুমি কাহার রমণী ?  
তব দশা দেখে বুক কেটে যায় !’

মুছি অশ্রু জল,  
চাপি বক্ষস্থল,  
যস্তির উপর,  
রাখি-অঙ্গ ভর,  
ভয় ভরে মরি  
কহিলা ক্ষুদ্রারী ;—  
“আমার কাহিনী  
শুনিবে কি বাণী ?  
আমার বেদনা  
কেহত বোঝে না !  
তুমি কি বুঝিবে ?  
মোরে কি চিনিবে ?

‘স্মৃতি’ নাম ধরে এই অভাগিনী !  
যদি মোর প্রতি এত দয়া তব  
এসো সঙ্গে মোর, এসো বীণাপাণি,  
গত দৃশ্য কিছু তোমারে দেখাব।’  
ঈবদ হাসিয়া, কহিলা ভারতী  
‘দেবতা আমরা ;

দিব্য চকু খরি, এক দৃষ্টি হেরি,  
সঙ্গাঙ্গরা ধরা।

সেই দিব্য চকু তোমারেও আমি  
করিমু প্রদান,  
দূর দৃশ্য স্মৃতি দেখিবে এখন  
যেন চক্রে বিদ্যমান।

অশ্রু জলধারা বয়ে বয়ে মুক্তি  
কহিলা রমণী কাহ্নে ;  
‘অলকী সঙ্গীত শ্রবণে  
কহিলা কি সৌন্দর্য্য আছে।’

ওই দেখ মাগো যমুনা বহিছে  
আঁধারে ঢাকিয়া কাশ।  
বীচিরবচ্ছলে কালিন্দী কাতকে  
বিবাদ সংগীত গায়।  
এই যমুনার স্ফটিক সনিলে  
প্রভাতে সন্ধ্যায় মরি,  
মন্দাকিনী জলে বিদ্যাধরী প্রায়  
ভেসেছে প্রেমোদ-তরী !

এই যমুনার শ্যামল পুলিনে  
বিচিত্র চিত্রিত কত,  
শত সৌধমালা ছিল দাঁড়াইয়া  
স্বর্গীয় পরীর মত !  
সেই যমুনার সেই সে পুলিনে  
আজি কি দেখিতে পাই।

মহা মকতুমি অনন্ত আশান  
শূন্য শূন্য সব ঠাঁই !  
যেখানে সেখানে ভয় অট্টালিকা  
পড়ে আছে স্তূপাকার !  
লতা পাতা ঘেরা এই স্তূপোপরি  
কিরাও আঁখি তোমার।

ওই স্তূপে বসি অশ্রুময়ী শোক,  
কাদিয়া জুড়ায় প্রাণ !

ছিন্ন তত্ত্ব কটে ভয় বীণে বাঁধি  
ভয় কটে করে গান !

ওই দেখ মাগো মহা তীর্থ স্থান  
কুককোত দেখ ওই,

হৃদয়ের কাছে বল মা আশায়  
 কতক পাতক কই ?  
 নবীন মনোবীৰ্য্য মূর্তিমান,  
 ভীমলেন মহাকাশ ;  
 লজ্জা লভ্য কি মা ভীষ্ম মহাবীর  
 নিমিত্ত তির নিম্রায় ?  
 দেখ প্রান্তরের প্রান্তভাগে ওই  
 ত্রিময় মহাবীর,  
 ধূলার লুটায় পর্শ্বতের প্রায়  
 তার অকাণ্ড শরীর ।  
 ভীম শরাসন শতধনু হুগে  
 পড়িয়া রয়েছে ভূমে ;  
 কভু যেন বীর নরম মুদ্রিয়া  
 অচেতন ঘোর ঘূমে !  
 কভু যেন কোণে তরু কটি আঁটি  
 উঠিয়া বসিতে চায় ;  
 ভয় বাহু ভাঙ্গি তখন আবার  
 ভূতলে পড়িয়া যায় !  
 এই হতভাগ্য এক দিন মাগো  
 ভারত দেখে ছিল ।  
 'বীর রস' নাম কালচক্রে পড়ি  
 ইহার এদণ্ড হলো !

এই শোক দৃশ্য দেখিতে দেখিতে  
 অপাঙ্গে বাণীর অশ্রু দেখা দিল ;  
 মায়ার মায়ার আঁধার নাশিতে  
 জ্যোতির্ময়ী মূর্তি আসি দাঁড়াইল ।

ভুবন মোহিনী  
 আইলা রমণী

তুম্বর যেন মাধুরী মাখা !  
 শতচন্দ্র যিনি  
 মে বদনখানি  
 নিবিড় কুন্তলে অর্জেক ঢাকা !  
 আস্য ভরা হাসি,  
 হেন জ্যোৎস্না রাশি,  
 অপাঙ্গে বিজলি জ্বলে !  
 কোহিনূরে ছায়  
 পরাজি প্রভায়  
 একটি হীরক গলে !  
 মহা মূল্য কত  
 রত্ন শত শত  
 জ্বলিছে সর্পাঙ্গে তার,  
 খচিত রতনে  
 কৌশিকি বসনে  
 সজাজ ঢাকা বামার !  
 স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না রাশি  
 ঘেরে মুখশশি  
 হস্তে বিভ্রাত মশাল ।  
 মুহূর্তে সে আলো  
 দিশি উজলিল  
 হরি আঁধার ভরাণ ।  
 অন্য এক করে  
 রত্ন বীণা ধরে,  
 দাঁড়াল প্রতিমা স্থির ;  
 বীর পাদমূলে  
 পুতিয়া মশালে  
 ধীরে নোয়াইল শির ।  
 সমোহন মন্ত্রে  
 বাঁধি বীণা বস্ত্রে



শিখ কেশের স্তব্ধতা ;  
শিখ কেশের স্তব্ধতা  
শিখ কেশের স্তব্ধতা  
শিখ কেশের স্তব্ধতা

‘উঠ উঠ মাগো !

ধরাসন ভাগো !

তব দশা ছেয়ে যদি ফেটে যায় ।

চিরদিন কাক সমান না যায় ।

ঝাড় ধূলি ঝাড়

নব বস্ত্র পড়

রাজরাণী তুমি কেন হেন বেশ ।

কেন ধূলিমাখা এ চাঁচর কেশ !

তব পায়ে ধরি

মুহু অশ্রুবারি ।

বিশুদ্ধ অধরে একবার হাসো !

একবার মুখ তরঙ্গেতে ভাসো !

উঠ উঠ মাগো !

দেখ পূর্বভাগো !

তপ্ত কাকনের আভায় শোভিল ।

কাল নিশি তব বুঝি মা পহাদ ।

বলি যা শোনো মা !

কৈদোন্না কৈদোন্না !

মোর কথা রাখ ‘আশা’ মোর নাম

সৈধ্যার পূর্ণ হবে মনস্কাম ।

নিরবিলা বীণা । ক্রোধ তরে

ভয়বাত্ত যুগে করি বশ

ভয় ধ্বংস—যোড়া দিয়ে

উঠিতে চাহিল বীর রস,

নির্দয় বিধির কি বিচার

হায় হস্ত ভাঙ্গি পড়ি গেল !

অন্তর্জান আশা বাণী সব

যাঃ রে মারার মারা কুরাল ।

শ্রীদী—

## জীবনপ্রভাত ।

ষড়্বিংশ পরিচ্ছেদ ।

আরংজীব ।

‘আপনি কাটারি মারি আপনার পায় ।

অহঙ্কার করে ডিঙ্গা ডুবা লি দরিয়ায় ॥

বুদ্ধিমান হয়ে জান ছারালি হতভাগা ।

শিঠেকৈসে মনস্কামে বাধি তাগ ।

সর্বপাশে পাইব হতমুখ ।

বসে কান হুইয়া পাইব হতমুখ ॥’

‘আপনি কাটারি মারি আপনার পায় ।

পর দিন প্রায় এক প্রহর বেলায় স-  
ময় শিবজীর নিজা ভবন হইল, জাগরিত  
হইয়াই রাজপথে একটি গোলযোগ শুনি-  
লেন, উঠিয়া গবাক দিয়া নিম্নদিকে চাহি-  
লেন, বাহা দেখিলেন তাহাতে চকিত ও  
স্তম্ভিত হইলেন,—

দেখিলেন বাটির পশ্চাতে দুই পাখি,  
সমুখ দ্বারে অস্থূল প্রহরীগণ সওয়ায়াল  
রহিয়াছে, বিশেষ পরিচয় না পাইলে ব-  
হিরের বাক্যকে যুহে প্রবেশ করিতে নি-

জেহেব। গৃহের লোককে বাহিরে বাইতে দিতেছেন। দেখিয়া সীতাপতির কথা শ্রবণ হইল, কল্যাণিণি পলাইতে পারিতেন, অন্য আরংজীবের বন্দী।

তখন বিশেষ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন; জানিলেন যে, তিনি সত্ৰাটের নিকট স্বদেশ বাইবার প্রার্থনা করিয়া অবধি আরংজীবের মনে সন্দেহের উত্থেক হইয়াছিল, সেই সন্দেহপ্রযুক্তই সত্ৰাট নগরের কোতোয়ালকে আদেশ করিয়াছিলেন, যে শিবজীর বাটীর চতুর্দিকে দিবারাত্র প্রহরী থাকিবে, শিবজী বাটী হইতে কোথাও বাইলে সেই লোক সঙ্গে সঙ্গে বাইবে, সঙ্গে সঙ্গে কিরিয়া আসিবে। শিবজী তখন বুঝিতে পারিলেন যে, হিতৈষী সীতাপতি গোস্থানী গণনা দ্বারা বা কোনও অনুসন্ধান আরংজীবের এই আদেশের কথা জানিতে পারিয়া পূর্বেই শিবজী পলায়নের সমস্ত আয়োজন করিয়া রাজনী দ্বিপ্রহরের সময় সংবাদ দিতে আসিয়াছিলেন। মতে সীতাপতিকে সহস্র ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন।

আরংজীবের কণ্ঠাচারিতা এত দিনে স্পষ্ট প্রত্যক্ষমান হইল। প্রথমে শিবজীকে বহু সমাদর পূর্বক পত্র লিখিয়া দিমিতে আত্মসম্মান করিলেন,—শিবজী আসিলে তাঁহাকে রাজ সত্কার অবমাননা করিলেন, পরে রাজসত্কার বাইতে নিষেধ করিলেন, তৎপরে দেশে প্রত্যাবর্তন করিতে নিষেধ করিলেন, তৎপরে

বন্দী করিলেন। ইহা শুনিয়া শিবজী সর্প গো মহিষাদি উদ্ভেদক দ্রব্যাদি যেরূপ আপন দীর্ঘ শরীর ভেদ করিয়া জড়াইয়া জড়াইয়া তাহাকে বশীভূত করে, পরে ইচ্ছানুসারে দংশন করে, ক্রুর আরংজীবও সেইরূপ তপটতা-জালে শিবজীকে ক্রমে সম্পূর্ণ অধীন করিয়া পরে বিনাশ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। মানসচক্ষে অতীত ও বর্তমান সমুদায় ঘটনা মুহূর্ত্তমধ্যে দৃষ্টি করিয়া শিবজী শত্রুর নিগূঢ় উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলেন, বুঝিয়া রোমে অভিমানে গর্জিয়া উঠিলেন। ক্রতপদনিক্ষেপে সেই গৃহে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, তাঁহার অদরৌচের উপর দস্ত স্থাপিত রহিয়াছে, নয়ন হইতে অশ্রুস্রুজি বাহির হইতেছে। অনেকক্ষণ পর অর্জিস্কৃৎ স্বরে বলিলেন—

‘আরংজীব! শিবজীকে এখনও জান না; চতুরতায় আপনাকে অধীতীয় মনে কর, কিন্তু শিবজীও সে বিদ্যায় বালক নহে। \* \* এই রূপ এক দিন পরিশোধ করিব,—দক্ষিণাত্য হইতে হিন্দুস্থান পর্যন্ত সমরাস্ত্র প্রজ্জ্বলিত হইবে।’

অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বিবস্ত্র মস্তী রমুনীখপন্তকে ডাকাইলেন। প্রাচীন ন্যায়শাস্ত্রী উপস্থিত হইলেন, শিবজীর আজায় সমুখে উপবেশন করিলেন।

শিবজী বলিলেন—‘আজ্ঞা করুন, আমি আরংজীবের সহিত যুদ্ধ করিব,—এই খেলা আরংজীবের সহিত হইবে।’

আপনার প্রাণদে শিবজী এ খেলার অপরিণক নহে,—খেলিবে।

‘অন্য আমরা বন্দী হইয়াছি, আনি কল্য রজনীতে ইহার সংবাদ পাইয়াছিলাম; কিন্তু অমুচরবর্গকে পূর্বে পরিজ্ঞান না করিয়া আমার আত্মপরিজ্ঞানের ইচ্ছা নাই, সে বিষয়ে আপনার উপদেশ কি?’

ন্যায়শাস্ত্রী অমেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন—‘আপনার অমুচরদিগের স্বদেশ গমনের জন্য সত্ৰাটের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করুন, এক্ষণে আপনাকে বন্দী করিয়াছেন, আপনার অমুচরসংখ্যা বড় হ্রাস হয় তাহাতে সত্ৰাট আত্মাদিত ভিন্ন দুঃখিত হইবেন না। আমি বিবেচনা করি অনুমতি চাহিলেই পাইবেন।’

শিবজী ক্ষণেক চিন্তা করিয়া বলিলেন—‘মন্ত্রির, আপনার পরামর্শই শ্রবণে, আমারও বোধ হয় ধূর্ত আরংজীব এবিসয়ে আপত্তি করিবেন না।’

সেই মর্মে একখানি আবেদন পত্র প্রেরিত হইল; শিবজী যাহা মনে করিয়া ছিলেন তাহাই ঘটিল; শিবজীর অমুচর সকল দিল্লী হইতে প্রস্থান করিবে শুনিয়া সত্ৰাট আত্মাদিত হইয়া তাহাদিগের সমস্ত এক একখানি অনুমতি-পত্র দান করিল। শিবজী কএক দিন মধ্যে সেই অনুমতি পত্র প্রাপ্ত হইলেন, মনে বড় বলিলেন,—

‘মুর্খ! শিবজীকে বন্দী রাখিবে? এখন একজন অমুচরের বেশ ধরিয়া ইহার

মধ্যে একখানি অনুমতিপত্র লইয়া দিল্লী ত্যাগ করিলে কি করিতে পার? বাহা হউক অমুচরবর্গ এখন নিরাপদে যাইবে, শিবজী আপনার জন্য উপায় উদ্ভাবনা করিতে সক্ষম।’

\* \* \* \*

পাঠক! যিনি অসামান্য চতুরতা বুদ্ধিকৌশল ও রণনৈপুণ্যে ভ্রাতৃগণকে পরাস্ত করিয়া, বৃদ্ধ পিতাকে বন্দী করিয়া দিল্লীর ময়ূরসিংহাসনে আরোহণ করিয়া ছিলেন, যিনি কাম্বীর হইতে বঙ্গদেশ পর্যন্ত সমস্ত আর্ঘ্যাবর্তের অধিপতি হইয়াও পুনরায় দাক্ষিণাত্যদেশ জয় করিয়া সমগ্র ভারতের একাধীশ্বর হইবার মহৎ সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, যিনি অদ্য চতুরতার দ্বারা মহাবীর শিবজীকেও বন্দী করিয়াছিলেন, চল একবার সেই জুর, কপটাচারী, অথচ সাহসী, দুঃদর্শী আরংজীবের প্রাসাদভাস্তরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার মনের ভাবগুলি নিরীক্ষণ করি।

রাজকার্য সমাধা হইয়াছে, আরংজীব ‘গোসলখানা’ নামক সভাঘরের পার্শ্ব একটি ঘরে উপবেশন করিয়া আছেন। সেটি মন্ত্রিদিগের লিখিত ও প্যারামর্শের স্থল, কিন্তু অদ্য আরংজীব একাকী বসিয়া চিন্তা করিতেছেন, কখন কখন ললাটে গভীর চিন্তার রেখা দেখা যাইতেছে, কখন বা উজ্জ্বল নায়ক-চরিত্রের অধরে রোষ, অভিমান, অসন্তোষের লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে, কখন বা

সম্রাটজনিত সম্বোধনে সেই ওয়াংগু হা-  
সরেখার অঙ্কিত হইতেছে। কি  
করিতেছেন? আপন বুদ্ধিতে সমস্ত  
হিন্দুধর্মের একাধীশ্বর হইয়াছেন, সেই  
কথা স্বয়ং করিতেছেন? হিন্দু ধর্মের  
আরও অবমাননা অথবা রাজপুত্র বা মহা-  
রাষ্ট্রদিকে আরও পদদলিত করিবার স-  
ঙ্কল্প করিতেছেন? শিবজীকে বন্দী ক-  
রিয়া মনে মনে উন্মাদিত হইতেছেন?  
জানি না সম্রাটের কি চিন্তা। তাঁহার স-  
ভার মধ্যে, ভারতবর্ষের মধ্যে কোনও  
লোক, কোনও সেনাপতি, কোনও মন্ত্রীকে  
সম্মিষ্টমনা আরংজীব কখন সম্পূর্ণ বিশ্বাস  
করিতেন না,—যনের ভাব বলিতেন না।  
নিজের বুদ্ধি প্রার্থ্যে সকলকে পুত্তলিকার  
ন্যায় চালাইবেন, সমগ্র দেশ সুন্দর শাসন  
করিবেন, আরংজীবের এই উদ্দেশ্য। বা-  
স্তবিক যেরূপ নিজ মস্তকে এই জগৎ ধারণ  
করিতেছেন, বিশ্বাস চাহেন না, কাহারও স-  
হায়তা চাহেন না, আরংজীব নিজের অসা-  
ধারণ মানসিক বলে ভারতমাতাজ্যের শা-  
সনকার্য্য একাকী বহনকরিবার মানস করি-  
য়াছেন। আরও পরামর্শ দিয়াছিলেন,  
সম্রাটের উপবেশন করিয়াছিলেন,  
একশ লক্ষ একজন সৈনিক ও স্লাম ক-  
রিয়া বলিল—

‘সম্রাটের জর হউক! জহাঁপনা!  
দানেশমন্ড কখন আপনার সুভাসকে আ-  
খ্যাত না করিয়া উত্তীর্ণ হইবে, বারদেলে স-  
কলকে জানাইবে।’

সম্রাট দানেশমন্ডকে আনিতে আজ্ঞা  
দিলেন, চিত্তারোখাগুলি ললাট হইতে অ-  
পসৃত করিলেন, সুন্দর হাস্য মুখে ধারণ  
করিলেন।

দানেশমন্ড আরংজীবের মন্ত্রী ছিলেন  
না, রাজকীয় পরামর্শ দিতে সাহস ক-  
রিতেন না। তবু তিনি পারস্য ও আ-  
রবী ভাষায় অসাধারণ পণ্ডিত, সুতরাং স-  
ম্রাট তাঁহাকে অতিশয় সম্মান করিতেন,  
কখনো কোন কোন কথার বাকচতুর  
পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতেন। উদারচেতা  
দানেশমন্ড প্রায়ই উদার সরল পরামর্শ  
দিতেন; আরংজীবের জ্যেষ্ঠ দারি বিনয়  
বন্দী হইলেন, দানেশমন্ড তাঁহার প্রাণর-  
ক্ষার পরামর্শই দিয়াছিলেন। এবিধ  
পরামর্শকুটিল আরংজীবের মনোগত হ-  
ইতনা,—আরংজীব তাঁহাকে অস্পৃহিত ও  
জদূরদর্শী বলিয়া মনে করিতেন,—তথাপি  
তাঁহার বিদ্যা ও ধন ও পদ-মর্যাদার জন্য  
সমাক আদর করিতেন। সরলস্বভাব বুদ্ধ  
দানেশমন্ড সম্রাটকে অভিবাদন করিয়া  
উপবেশন করিলেন।

বলিলেন—

‘এ সময়ে জহাঁপানার সহিত সাক্ষাৎ  
করিতে আসা দানের দ্রুততা,—  
এ সময় সম্রাট রাজকার্য্যে  
করেন। তবে যে আসিয়াছি,—  
আপনি অনুগ্রহ করেন এই নিমিত্ত; পারস্য  
কবি সুন্দর লিখিয়াছে, ‘স্বর্গের নিকে  
জগতের সকল প্রাণী সকল সময়ে চাহিয়া

দেখে, স্বর্গ কি ভাষাতে বিরক্ত না বিরণ  
দানে বিরত হয়? ”

জাহাঙ্গীর সহানুভূতি বশিলেন, “না-  
নেশমন্দ! অন্যের দায়িত্ব তোমার হইবে,  
আপনি সর্ব সময়েই সমাদরে পারি।”

এইরূপ মিষ্টালাপ শেষ করিলে পর  
দানেশমন্দ অন্য কথা আনিলেন; বলি-  
লেন,—

‘জাহাপনা! ‘আলমগীর’ নাম সা-  
র্থক করিবেন। সমস্ত হিন্দুস্থান আপনার  
পদতলে রহিয়াছে, এক্ষণে দাক্ষিণাত্য  
জয় করিতেও বড় বিলম্ব নাই।’

ঈশ্বর হাস্য করিয়া আরংজীব বলি-  
লেন—

‘কেন, সে বিষয়ে আমার কি উদ্দেশ্য  
দেখিলেন?’

দানে। ‘দক্ষিণদেশের প্রধান শত্রু  
আপনার পদতলে।’

আরং। ‘শিবজীর কথা বলিতে-  
ছেন? হাঁ ইন্দুর কলে পড়িয়াছে।’  
তৎক্ষণাৎ আপন মন্তব্য গোপনাপ্নে বলি-  
লেন, ‘দানেশমন্দ আপনি আমাদের উ-  
দ্দেশ্য অবশ্যই জানেন, দেশের প্রধান প্র-  
ধান ব্যক্তিকে সর্বদাই সম্মান করা আমার  
উদ্দেশ্য। শিবজী ধৃত বিদ্রোহী ইউক,  
যেহা বটে তাহাকে সম্মানার্থে দিল্লীতে  
আনিয়াছিলাম। রাজসভায় সমুচিত স-  
ম্মান করিয়া তাহাকে বিদায় দেওয়াই আ-  
মাদের উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু সে এরূপ গৃহ-  
যে রাজসভায় অসদাচরণ করিয়াছিল।

আমি তাহাকে বন্দী করিতে বা তাহার  
প্রাণ লইতে নিতান্ত অনিচ্ছুক, সুতরাং  
অন্য শাস্তি দিয়া দেওয়া রাজসভায়  
আমিতে নিবেদন করিয়াছিলাম। এখন  
শুনিতেছি, যে দিল্লীর মধ্যেই সে অনেক  
সন্ন্যাসী ও বিদ্রোহীর সহিত পরামর্শ করে  
সুতরাং কোনও রূপ অনিষ্ট করিতে  
না পারে এই জন্যই কোতওয়ালকে দৃষ্টি  
রাখিতে কহিয়াছি। কয়েকদিন পর স-  
ম্মান পূর্বক বিদায় দিব।’

দানে। ‘সম্মাটেন এ আদেশ ক্রিয়-  
অতিশয় আশ্চর্য্যজনক হইল।’

আরং। ‘কেন?’ আরংজীবের মুখে  
সেইরূপ হাস্য,—কিন্তু তীক্ষ্ণ নয়নে দানেশ-  
মন্দের মুখের দিকে চাহিতেছিলেন, তা-  
হার অন্তরের ভাব বুঝিবার চেষ্টা করিতে  
ছিলেন।

উদারচেতা দানেশমন্দ বলিলেন, ‘স-  
ম্মাটকে পরামর্শ দি আমার কি সাধা,  
কিন্তু জাহাপনা! যদি শিবজীর এতি দয়ালু  
আচরণ না করিতেন; তাহা হইলে মন্দ  
লোকে নানারূপ অত্যাতি করিত, বলিত,  
যে শিবজীকে আব্দান করিয়া বন্ধ করা  
মায়সম্মত নহে।’

আরংজীব ঈশ্বর কোণা সন্দোপন ক-  
রিয়া সেইরূপ হাস্যবদনে বলিলেন,—

‘দানেশমন্দ, মন্দ লোকের কথায়  
দিল্লীরের ক্ষতি হইল নাই, তবে সুবিচার  
ও দয়া সিংহাসনের শোভন, সুবিচার ক-  
রিয়া শিবজীর কোষের জন্য তাহাকে স-

তর্ক করিয়া দিব, পরে দয়াপ্রকাশে তাঁহাকে সমস্যানে বিদায় দিব।’

দানে। ‘এরূপ সদাচরণেই জাহাপনা প্রাপিতামহ আকবর দেশ শাসন করিয়াছিলেন, এরূপ সদাচরণে আপনারও খ্যাতি ও ক্ষমতা দিন দিন বৃদ্ধি পাইবে।’

আরং। ‘সে কিরূপ?’

দানে। ‘সম্রাটের আগোচর কিছুই নাই। দেখুন, আকবরশাহ যখন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন সমস্ত সাম্রাজ্য শত্রু-সমূহ ছিল; রাজস্থানে, বিহারে, আন্ধ্রপ্রদেশে সর্বস্থানেই বিদ্রোহী ছিল। দিল্লীর সম্রাট স্থান ও শত্রুশূন্য ছিল না। তাঁহার মৃত্যুকালে, সমস্ত সাম্রাজ্য নিশেত্র ও নির্বিরোধ হইয়াছিল,—যাহারা পূর্বে পরম শত্রু ছিল, সেই রাজপুতরাই বাদশাহের অধীনতা স্বীকার করিয়া কাবুল হইতে বঙ্গদেশ পর্যন্ত দিল্লী-ধ্বজের বিজয়-পতাকা উড্ডীন করে! এ জয়সাধন কিরূপে হইয়াছিল? কেবল কাবুলে? কেবল সাহসে? তৈমুরের বংশে কাহারও সাহস বা বাস্তবলের অভাব নাই,—তবে আর কেহ এরূপ জয়সাধন করিতে পারেন নাই কি জন্য? না জাহাপনা! কেবল সদাচরণেই এরূপ জয়লাভ হইয়াছিল। তিনি শত্রুনিগের প্রতি সদাচরণ করিতেন, অধীন হিন্দুদিগকে বিশ্বাস করিতেন, হিন্দুরাও এবিধ সম্রাটের বিশ্বাসভাজন হইবার চেষ্টা করিত, মান-সিংহ, টোড়র মল, বীরবল প্রভৃতি হিন্দু-

রাই মুসলমান সাম্রাজ্যের স্তম্ভ স্বরূপ হইয়াছিলেন। উক্ত ব্যক্তিকেও অবিশ্বাস করিলে সে ক্রমে অধর হইয়া যায়। অধম শত্রুরের প্রতি ও সদাচরণ ও বিশ্বাস করিলে জাহারা ক্রমে বিশ্বাসযোগ্য হয়; মানবের এই প্রকৃতি,—শত্রুর এই লিখন। আমাদের দক্ষিণদেশের যুদ্ধে শিবজী অনেক সহায়তা করিয়াছেন, জাহাপনা! তাঁহাকে সম্মান করিলে তিনি যত দিন জীবিত থাকিবেন, ততদিন তিনি দক্ষিণদেশে মোগল সাম্রাজ্যের স্তম্ভ স্বরূপ থাকিবেন।’

দানেশমন্দ কি জন্য সম্রাটের পছন্দ সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন, পাঠক, বোধ হয়, এতক্ষণে বুঝিয়াছেন। দিল্লীধ্বজ শিবজীকে আশ্বাস করিয়া বন্দী করায় জানী ও সদাচারী মুসলমান সভাসদ মাজেই লজ্জিত হইয়াছিলেন; দানেশমন্দকে সম্রাট সমাদর করিতেন, তিনি কোনরূপে কথাক্ষলে সম্রাটের কুপ্রবৃত্তি ও মন্দ উদ্দেশ্য তাঁহাকে দেখাইয়া দিবার জন্য উৎসুক হইয়াছিলেন। শিবজীর প্রতি ভ্রাতাচরণ করিয়া সম্রাট তাঁহাকে স্বদেশে যাইতে দেন, দানেশমন্দ এই উদ্দেশ্যে আসিয়াছিলেন। দানেশমন্দ জানিতেন না যে হস্তদ্বারা প্রকাণ্ড ভূধরকে বিচলিত করা যায়, কিন্তু পরামর্শ দ্বারা আরহজীবের দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ও গভীর উদ্দেশ্যগুলি বিচলিত করা যায় না।

দানেশমন্দের উদার সারগর্ভ কথা

ওলি কুটিল আরংজীবের নিকট অতিশয়  
নির্বোধের কথাই মায় বলিলেন।

তিনি ক্রোধ হাস্য করিয়া বলিলেন,—

‘হাঁ, দানেশমন্ড! আপনি যেরূপ  
শাস্ত্রবিশারদ, মানব-জন্মগত সেরূপ পাঠ  
করিয়াছেন, দেখিতেছি। দক্ষিণদিকে শি-  
বজী স্তম্ভ স্থাপিত করিবেন, রাজস্থানে ত  
বিজ্রোহিণী স্তম্ভ স্থাপন পূর্বকই করিয়াছে;  
কাশ্মীর পুনরায় স্বাধীন করিয়া দিব, ও  
বঙ্গদেশে পাঠানদিগকে পুনরায় সমাদর  
পূর্বক আস্থান করিব,—এই চতুঃস্তম্ভের  
উপর মোটিল সাম্রাজ্য স্থাপন ও স্ফূট  
স্থাপিত হইবে।’

দানেশমন্দের মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হইল,  
তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, ‘সম্রাটের  
পিতা দাসকে অনুগ্রহ করিতেন, সম্রাটও  
যথেষ্ট অনুগ্রহ করেন, সেই জন্য কখন  
কখন মনের কথা বলি,—নচেৎ জহাঁপ-  
নাকে পরামর্শ দি, এরূপ বিদ্যাবুদ্ধি নাই।’

আরংজীব দানেশমন্ডকে নির্বোধ  
সরল জানিয়াও, তাঁহার সেই সরলতার  
জন্য তাঁহাকে ভাল বাসিতেন,—তাঁহাকে  
কষ্ট দিরাছেন দেখিয়া বলিলেন,—

‘দানেশমন্ড! আমার কথাই দোষ  
গ্রহণ করিও না। আকবরশাহ বুদ্ধিমান  
ছিলেন, সন্দেহ নাই, কিন্তু কাকের ও মুস-  
লমানকে সমান চক্ষে দেখিয়া তিনি কি  
ধর্মসম্বন্ধে আচরণ করিয়াছিলেন? আর  
একটি কথা জিজ্ঞাসা করি,—আমাদের  
সামান্য দৈনিক কার্য সম্পাদনকালেও

দেখিতে পাই যে, আপনি করিলে যেরূপ  
কার্য হয় পরের হস্তে সেরূপ হয় না। এ-  
রূপ বিভিন্ন সাম্রাজ্য শাসন কার্যও সেই-  
রূপ পরের উপর বিশ্বাস না করিয়া স্বয়ং  
সম্পাদন করিলে কি ভাল হয় না? নিজ  
বাহুবলে যদি সমগ্র ভারতবর্ষ শাসন ক-  
রিতে সমর্থ হই, কি জন্য ঘৃণিত ক-  
দিগের সহায়তা গ্রহণ করিব? আরং-  
জীব বালাবস্থা অবদি নিজ অসির উপর  
নির্ভর করিয়াছে, নিজ অসি দ্বারা সিংহা-  
সনের পথ পরিষ্কার করিয়াছে, নিজ অসি-  
দ্বারা দেশ শাসন করিবেন, কাহারও স-  
হায়তা চাহিবেন না, কাহাকেও বিশ্বাস ক-  
রিবেন না।’

দানেশমন্ড। ‘জহাঁপনা! স্বহস্তে দৈ-  
নিক কার্য নিৰ্বাহ করা যায়, কিন্তু এরূপ  
সাম্রাজ্য শাসন কি সহায়তা ভিন্ন সম্পা-  
দিত হয়? বঙ্গদেশ, দক্ষিণদেশ প্রভৃতি  
স্থানে কি সর্ব সময়ে আপনি বর্তমান থাকিতে পারেন? অন্য কাহাকেও নিযুক্ত  
না করিলে কার্য কিরূপে সম্পাদিত  
হইবে?’

আরংজীব। ‘অবশ্য ভূত নিযুক্ত ক-  
রিব, কিন্তু তাহারা চিরকাল ভূতোর ন্যায়  
থাকিবেন, যেন প্রভু হইতে না চাহে।  
অত্যাচারি বাহাকে অধিক ক্ষমতা দি-  
কলা সে সেই ক্ষমতা আমার বিচার-  
বহার করিতে পারে। অদ্য বাহাকে অ-  
ধিক বিশ্বাস করিব, কলা সে বিশ্বাসঘাত-  
কতা করিতে পারে; এ অবস্থায় সমস্ত



ও বিশ্বাস অলো ন্যস্ত না করিয়া আপ-  
নাতে রাখাই ভাল। দানেশমন্ড! তুমি  
যখন অশ্বে আরোহণ কর, অশ্বকে বলগা  
ও গুণের দ্বারা সম্পূর্ণ বশীভূত কর, যে-  
দিকে কিরাও সেই দিকে যাইতে বাধ্য  
হয়। সজ্ঞাটেরও সেইরূপে শাসন করা  
হইবে, কাহাকেও বিশ্বাস করিও না,  
কাহারও হস্তে ক্ষমতা ন্যস্ত করিও না,  
সমস্ত ক্ষমতা নিজ হস্তে রাখিবে, কর্তৃত্ব  
ও সেনাপতিদিগকে সম্পূর্ণরূপে বশীকরণ  
পূর্বক তাহাদিগের নিকট কার্য গ্রহণ  
করিবে।'

দানে। 'প্রভু! মনুষ্য অর্থ নহে,  
তাহাদিগের মহত্ব আছে, নিজ নিজ স-  
ম্মান-জান আছে।'

আরও। 'মনুষ্য অর্থ নহে তাহা  
জানি; সেই জনাই অশ্বকে বলগা দ্বারা  
চালাই, মনুষ্যকে উন্নতির আশা ও শান্তির  
ভয়ের দ্বারা চালাই। যে উত্তম কার্য  
করিবে তাহাকে পুরস্কার দিব, যে অধম  
কার্য করিবে তাহাকে শাস্তি দিব। পু-  
রস্কার-আশা ও শাস্তি-ভয়ে সকলে কার্য  
করিবে; ক্ষমতা, বিশ্বাস, মন্ত্রণা, আর-  
জীব নিজ ছন্দে ও নিজ বাহুবলে ন্যস্ত  
রাখিবে।'

দানে। 'প্রভু! পুরস্কার-আশা ও  
শাস্তি-ভয় ভিন্ন মনুষ্যহৃদয়ে ত অন্য ভাবও  
আছে। মনুষ্যের মহত্ব আছে, উজ্জাতি-  
লাভ আছে, নিজ সম্মান-জান আছে।  
যে অধম কার্য করে, সে কোন

রূপে কেবল কার্য সমাধা করিয়া নিরস্ত  
থাকুক; কিন্তু যাহাকে আপনি সম্মান  
করেন, সমাদর করেন, ক্ষমতা দিয়া বি-  
শ্বাস করেন, সে আপনাকে সেই সমাদর  
ও বিশ্বাসের উপযোগী প্রমাণ করিবার  
জন্য প্রত্যুকার্যে নিজের ধন, মান, প্রাণ  
পর্যন্ত দান করিয়াছে, এরূপ উদাহরণ ও  
শাস্ত্রে দেখা যায়।'

আরও জীব সহাসো বলিলেন,—

'দানেশমন্ড! আমি তোমার ন্যায়  
শাস্ত্রজ্ঞ হই; কবিতায় যাহা লিখে তাহা  
বিশ্বাস করি না। মানবপ্রকৃতি আমার  
শাস্ত্র; মানবের মহত্ব আমি অঙ্গ দেখি-  
রাছি। শঠতা, কপটতা, বিশ্বাসঘাতকতা  
অনেক দেখিয়াছি। সেই শাস্ত্র পাঠ ক-  
রিয়া আমি নিজ হস্তে ক্ষমতা রাখিতে  
শিখিয়াছি, সেই জন্য কাকেরদিগের উ-  
পর জিজিয়া কর স্থাপন করিয়াছি, বি-  
জ্রোহোমুখ রাজপুত্রদিগের উপর কঠোর  
শাসন করিব, মহারাষ্ট্রদেশ নিগ্নাক ক-  
রিব, বিজয়পুর ও গালখন্দ জয় করিব, হি-  
মালয় হইতে সমুদ্র পর্যন্ত আরও জীব এ-  
কাঙ্ক্ষী শাসন করিবে, কাহারও সহায়তা  
লইবে না, আলমগীর নিজের নাম সার্থক  
করিবে।'

উৎসাহে সজ্ঞাটের নরন উজ্জ্বল হই-  
য়াছিল, তিনি মনের গভীর অভীষ্ট কখন  
কাহারও নিকট প্রকাশ করিতেন না, অজ্ঞ  
কথায় কথায় অনেকটা হঠাৎ প্রকাশ ক-  
রিয়া ফেলিয়াছিলেন! এতদ্বিধা তিনি দা-

নেশমন্দের উদার চরিত্র জানিতেন, তাঁহার নিকট দুই একটি কথা কহিলে কোনও হানি নাই, জানিতেন।

কণেক পর দ্বন্দ্ব হাঙ্গা করিয়া আরও জীব বলিলেন,—‘সরসম্ভাব বন্ধু! অদ্য আমার অভীষ্ট ও মন্ত্রণা কিছু কিছু বুঝিতে পারিলে?’

ভীক্ষুবন্ধি আরও জীব যদি আপনার গভীর মন্ত্রণা কিয়দংশ ভাগ করিয়া সেই দিন সরল দামেশমন্দের সরল পরামর্শ গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে ভারতবর্ষে মুসলমান সাম্রাজ্য বোধ হয় এত শীঘ্র রূপ প্রাপ্ত হইত না!

এইরূপ কথোপকথন করিতেছিলেন এমন সময়ে মৈনিক পুনরায় আসিয়া সংবাদ দিল—

‘রামসিংহ জহাঁপানার সাক্ষাৎ অভিলষী, স্বারদেশে দণ্ডায়মান আছেন।’

সম্রাট আদেশ করিলেন,—‘আসিতে দাও।’

কণেক পর রাজা জয়সিংহের পুত্র রাজসদনে উপস্থিত হইলেন।

রামসিংহের সহিত পাঠকের পূর্বের পরিচয় হইয়াছে। আকৃতি দীর্ঘ ও উন্নত, ললাট প্রশস্ত, নয়নযুগল উজ্জ্বল ও তেজঃপূর্ণ, সমস্ত অবয়ব যৌবনকান্তিতে শোভিত, যৌবন রলে বলিষ্ঠ। যুবক ধীরে ধীরে বলিলেন—

‘সম্রাটের সহিত এক্ষণ সময়ে সাক্ষাৎ করা বাঞ্ছনীয় ব্যক্তির পক্ষে অবিশেষ, কিন্তু

পিতার নিকট হইতে অতিশয় গুরু সংবাদ আসিয়াছে, প্রভুকে জানাইতে আসিলাম।’

আরং। ‘আপনার পিতার নিকট হইতে আমরাও অদ্য পত্র পাইয়াছি ও সমস্ত সংবাদ অবগত আছি।’

রাম। ‘তবে সম্রাট অবগত আছেন যে পিতা সমস্ত শত্রু পরাজিত করিয়া, শত্রুদেশ বিদীর্ণ করিয়া রাজধানী বিজয়পুর আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু নিজের সৈন্যের অসুস্থতা বশতঃ সে নগর অপর্যাপ্ত হস্তগত করিতে পারেন নাই, বিশেষ গল-খন্দের ফলতঃ বিজয়পুরের মহারথ নেকনাম খাঁ নামক সেনাপতিকে বহুসংখ্যক সৈন্যসমেত প্রেরণ করিয়াছেন।’

আরং। ‘সমস্ত অবগত হইয়াছি।’

রাম। ‘চতুর্দিকে শত্রুশক্তি হইয়া পিতা সম্রাটের আদেশে এখনও যুদ্ধ করিতেছেন, কিন্তু এ যুদ্ধে জয় অসম্ভব, প্রভুর নিকট আর অসংখ্যক সৈন্যের জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন।’

আরং। ‘আপনার পিতা বীরপ্রাণী। তিনি নিজের সৈন্য বিজয়পুর হস্তগত করিতে পারিবেন না?’

রাম। ‘মস্তকের বাহা সাধা, পিতা তাহা করিবেন; শিবজী পূর্বে পরাস্ত হয়েন নাই, পিতা তাঁহাকে পরাস্ত করাইবেন; বিজয়পুর পূর্বে আক্রান্ত হয় নাই, পিতা ততদূর যাইয়া সেই নগর আক্রমণ করিয়াছেন, এখন আপনাকে

অশ্রুধারা সৈন্য-সহায়তা প্রার্থনা করিতে-  
ছেন। তাহা হইলেই সমস্ত কার্য শেষ  
হয়, দক্ষিণদেশে মোগল সাম্রাজ্য বিলুপ্ত  
ও দূর্ভীত হয়।’

এরূপ অবস্থায় অন্য কোর সম্রাট  
সেই সহায়তা প্রেরণ করিয়া দক্ষিণাত্য-  
দেশবিজয়কার্য সমাধা করিতেন। আ-  
রংজীব আপনাকে বহুদূরদর্শী ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি  
মণ্ডিত করিলেন, তিনি সে সহায়তা প্রেরণ  
করিলেন না—বলিলেন—

‘রামসিংহ ! আপনার পিতা আমা-  
দের স্নহদপ্রবর, তাঁহার বিপদের কথা শু-  
নিয়া বৎপরোনাশি শোকাকুল হইলাম,  
তাঁহাকে পত্র লিখিবেন যে, তিনি নিজের  
অসাধারণ বাহুবলে জয় সাধন করিবেন,  
সম্রাট দিবানিশি এইরূপ আকাঙ্ক্ষা ক-  
রেন; কিন্তু এখন দিল্লীতে সেনাসংখ্যা  
অতি অল্প, আমি সহায়তা প্রেরণ করিতে  
অক্ষম।’

রামসিংহ কাতরস্বরে বলিলেন, ‘জই-  
পনা ! পিতা দিল্লীখবরের পুরাতন দাস,  
‘আপনার কালে, আপনার পিতার কালে  
অসংখ্য যুদ্ধ হুকিয়াছেন, অনেক কার্য সা-  
ধন করিয়াছেন; দিল্লীখবরের কার্যসাধন  
ভিন্ন তাঁহার জীবনের অন্য উদ্দেশ্য নাই।  
এই ঘোর বিপদে আপনি কিঞ্চিৎ সা-  
হায়া দান না করিলে, তিনি বোধ হয়,  
সর্বসময়ে নিধনপ্রাপ্ত হইবেন।’ রামসিংহ-  
এর কণ্ঠ কঁক হইল, তাঁহার মননে জল-  
বিন্দু উদ্ভিত হইল।

বালক ! জনবিশ্রুতে আরংজীবের গ-  
ভীর উদ্দেশ্য, দৃঢ়মন্ত্রণা বিচলিত হয় না।

সে উদ্দেশ্য—সে মন্ত্রণা কি ? রাজা  
জয়সিংহ অতিশয় ক্ষমতামালী প্রতাপা-  
বিত সেনাপতি, তাঁহার অসংখ্য সৈন্য, বি-  
স্তীর্ণ বংশ, অনন্ত দৌর্দণ্ড প্রতাপ ! আ-  
জীবন তিনি নিরন্তর দিল্লীখবরের কার্য  
করিয়াছেন বটে, কিন্তু এত ক্ষমতা কোন  
সেনাপতির থাকা বিধেয় নহে; সম্রাট এ-  
তদূর জয়সিংহকে বিশ্বাস করিতে পারেন  
না। এম্বুদ্ধে যদি জয়সিংহ সার্থকতা লাভ  
করিতে না পারিয়া অবমানিত হয়েন, তবে  
সে প্রতাপ ও বশের কিঞ্চিৎ ভ্রাস হইবে।  
যদি সর্বসময়ে বিজয়পুর সম্মুখে মন্দি হইলেন,  
দিল্লীখবরের হৃদয়ের একটি কণ্টকোদ্ধার  
হইবে। উর্দুনাবের জালের ন্যায়া আরংজীব  
এর উদ্দেশ্যগুলি বহুবিস্তীর্ণ ও অব্যর্থ, হাদা  
জয়সিংহ-কীট তাহাতে পড়িয়াছেন, উ-  
দ্ধার নাই।

জয়সিংহ বহুকালাবধি দিল্লীখবরের  
কার্যে জীবন পণ করিয়াছেন বটে, সে-  
জন্য কি সূক্ষ্ম মন্ত্রণাজাল অন্য ব্যর্থ হইবে?

জয়সিংহের উদারচরিত্র সুবকপুঞ্জ স-  
ম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া রোদন করিতেছেন  
বটে, বালকের রোদনের জন্য কি দূরদর্শী  
সম্রাট উদ্দেশ্য ত্যাগ করিবেন?

দয়া মারা প্রভৃতি শত্রুমার মনোরঞ্জন-  
সমূহ আরংজীব বিশ্বাস করিতেন না, নিজ  
হৃদয়েও স্থান দিতেন না; আত্মপথ পরি-  
ভ্রমার্থ অন্য একটি পতঙ্গ সরাইয়া ফেলি-

লেন, কল্যা একজন মহোদয় জাতাকে হ-  
মন করিলেন, উভয় কাঁধাই একই প্রকার  
ধীর নিকষেণ হৃদয়ে করিতেম ! একদিন  
পিতা, ভ্রাতা, ভ্রাতৃপুত্র আত্মীয়বর্গ সেই  
উন্নতিপথে পড়িয়াছিলেন, দীর্ঘে দীর্ঘে তাঁ-  
হাদিগকে সরাইয়া দিয়াছিলেন। পিতাকে  
মায়াবশতঃ জীবিত রাখেন নাই, জ্যেষ্ঠ  
ভ্রাতা দারাকে ক্রোধবশতঃ হত্যা করেন  
নাই, সে সমস্ত বালকোচিত মনোহস্তি তাঁ-  
হার ছিল না। পিতা জীবিত থাকিলে  
ভবিষ্যতে উদ্বেগের সম্ভাবনা নাই, আপন  
উদ্দেশ্যসাধনে কোন প্রতিবন্ধক হইবে না,  
তিনি জীবিত থাকুন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জী-  
বিত থাকিলে উদ্দেশ্যসাধনে প্রতিবন্ধক  
হইতে পারে ; জন্মাদ। তাহাকে সরাইয়া  
সমুদ্র আশ্রমধীরের পদ পরিষ্কার করিয়া  
দাও।

মহুগায়াধনের জন্য অসংখ্যক  
যে অরসিংহ সৈন্য হত হইবেন ; তিনি  
ভাল কি মন্দ, বিশ্বাসী কি বিদ্রোহী অনু-  
সন্ধামে আবশ্যক নাই, তিনি মনেন্দ্রে য-  
রিবেন। এই পরিচ্ছেদ-বিবৃতি সময়ের পর  
কএক মাসের মধ্যেই দিল্লীতে সংবাদ  
আসিল, অবমানিত, অকুণ্ঠ অরসিংহ  
প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

অরসিংহের পর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ ক-  
রিলে রাজ্যস্থির হইলেন—

‘‘অনু-প্রসার একটি আত্মা  
আছে।’’

‘‘অনু-প্রসার একটি আত্মা  
আছে।’’

করিয়াছিলেন, পিতা তাহাকে বাকসাম  
করিয়াছিলেন যে দিল্লীতে শিবজীর কো-  
নও আপদ ঘটবে না।

অরসিংহ। ‘‘আপনার পিতা সে কথা  
আমাদের অবগত করাইয়াছেন।’’

রাম। ‘‘রাজপুত্রদিগের মধ্যে বা-  
কসাম করিয়া তাহা লজ্জন হইলে অতিশয়  
নিন্দার বিষয়। পিতার প্রার্থনা ও দা-  
সের প্রার্থনা যে প্রভু শিবজীর যে কোন  
ও দোষ হইয়া থাকে, ক্ষমা করিয়া তাঁ-  
হাকে বিদায় দিন।’’

অরসিংহ জীব ক্রোধ সম্বরণ করিয়া দীর্ঘে  
দীর্ঘে বলিলেন, সমুদ্রের যাত্রা উচিত কার্য  
সমুদ্র ত্যাগ করিবেন, সে বিষয়ে আপনি  
চিন্তিত হইবেন না।

অরসিংহ ক্রোধে দানেশমন্দের সঙ্কট  
কথোপকথনের পর সমুদ্রি বেনামমন্ডলে  
যাইলেন, দানেশমন্ড ও রামসিংহ ক্রমশঃ  
আসাদ হুতে নিরুত্তর হইলেন।

শিবজী নামে দ্বিতীয় একটি কীট স-  
মুদ্রের সেই বিস্তীর্ণ মন্ত্রণাজালে পতিত  
হইয়াছেন ; দানেশমন্ড ও রামসিংহ তাঁ-  
হাকে উদ্ধার করিতে পারিলেন না।

অরসিংহের যে দোষ শিবজীরও সেই  
দোষ ; শিবজীও সন্ধিস্থাপনাবধি প্রাণ-  
পণে দিল্লীর কার্য করিয়াছেন নিজ সৈন্য  
দ্বারা অনেক ভ্রূগ দিল্লীর অধীনে আনিয়া  
ছিলেন, কিন্তু তাঁহারও বিপুল ক্ষমতা  
অরসিংহ কোনও ভ্রূগের উত্তর দিল্লীর

কমলা নান্দ করিতে পাহারার দায়িত্ব  
কেও বিশ্বাস করেন না।

হাহাকে অবিশ্বাস করা যায়, তাহার  
ক্রমে অবিশ্বাসের যোগা হয়। আরং-  
জীবের জীবিতকালের মধ্যেই মহারাজী-  
মেরা ও দিল্লীর চিরবিখ্যাত রাজপুতেরা,  
দিল্লীর বিকজে যে ভীষণ যুদ্ধানল প্রজ্জ্ব-  
লিত করিল, যোগল সাম্রাজ্য তাহাতে  
দগ্ধ হইয়া গেল।



সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

পীড়া।

“দূরে গেল জটাজুট।

মধুসূদন দত্ত।

শিবজীর অতিশয় সঙ্কটজনক পীড়া  
হইরাছে, সন্ধ্যা দিল্লীনগরে এ সংবাদ  
প্রচারিত হইল। দিবা নিশি শিবজীর  
গৃহের গবাক ও দ্বার বন্ধ, দিবা নিশি চি-  
কিৎসক আসিতেছেন। এ ভীষণ রো-  
গের উপশম না হইলে, অলং বেরূপ রোগ  
রুজি হইরাছে কল্যাণপাশ্র্বে জীবিত থাকা  
অসম্ভব। কখন কখন বা সংবাদ রাষ্ট্র  
হইতেছে যে শিবজী আর নাই! রাজপুত  
দিয়া বহুসংখ্যক লোক গমনাগমন করিত  
ও সেই বন্ধ গবাকের দিকে অঙ্গুলি নি-  
র্দেশ করিত, অথারোহী সৈনিক ও সেনা-  
পতিগণ ক্ষণেক অশ্রুধামুইয়া প্রহরীদি-  
গের নিকট শিবজীর সংবাদ জিজ্ঞাসা

করিতেন; শিবিকারোহী রাজা বা মনস-  
বদার শিবজীর গৃহের সম্মুখে আসিয়া এ-  
কবার উঠিয়া সেই দিকে দৃষ্টিপাত করি-  
তেন; শিবজী কিরূপ আছেন, তিনি উ-  
দ্ধার পাইবেন কি না, তিনি কল্যাণপাশ্র্বে  
জীবিত থাকিবেন কি না, এইরূপ নানা  
কথা নগরবাসী সকলেই বাজারে, পথে,  
ঘাটে, সর্বসময়ে আন্দোলন করিত। আ-  
রংজীব সর্বদাই শিবজীর রোগের সমা-  
চার জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইতেন, তথাপি  
গৃহের চারিদিকে যে প্রহরী সন্নিবেশিত  
ছিল তাহা পূর্বমত রাখিলেন। লোকের  
নিকট শিবজীর রোগের বিষয় আক্ষেপ  
প্রকাশ করিতেন, মনে মনে সর্বদাই তা-  
বিতেন, “যদি এই রোগেই শিবজীর মৃত্যু  
হয়, তাহা হইলে আমার বিশেষ কোন  
নিন্দা না হইয়াই অনাগাসে কণ্টকোদ্ধার  
হইবে।”

সন্ধ্যাকাল সমাগত, এরূপ সময়ে এক-  
জন প্রাচীন সম্ভ্রান্ত মুসলমান হাকিম শি-  
বির হইতে শিবজীর গৃহদ্বারের নিকট অ-  
বতীর্ণ হইলেন। প্রহরীগণ জিজ্ঞাসা ক-  
রিল, ‘কি উদ্দেশে শিবজীর সাক্ষাৎ প্রা-  
র্থনা করেন?’ হাকিম উত্তর করিলেন,  
‘সম্রাটের আদেশ অনুসারে রোগীর চি-  
কিৎসা করিতে আসিরাছি।’

শিবজী শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন,  
তাহার ভৃত্য সংবাদ দিল যে সম্রাট এক-  
জন হাকিম পাঠাইয়া দিয়াছেন।

বুদ্ধি শিবজী তৎক্ষণাৎ বিবেচনা করিলেন, কোনরূপ বিশ্বপ্রয়োগের জন্য সত্যটি এ কাণ্ড করিতেছেন ; ভৃত্যকে আদেশ করিলেন,—

‘হাকিমকে আমার সেলাম জানাইও ও বলিও হিন্দু কবিরাজে আমার চিকিৎসা করিতেছে, আমি হিন্দু, অন্যরূপ চিকিৎসা ইচ্ছা করি না। সত্যটির এই অনুগ্রহের জন্য আমার কোটি কোটি ধন্যবাদ জানাইবেন।’ কিন্তু ভৃত্য এই আদেশ লইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইবার পূর্বেই হাকিম অনাহুত হইয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন।

শিবজীর হৃদয়ে জোড় সন্ধ্যার হইল, কিন্তু তাহা সন্দোপন করিয়া অতি ক্ষীণ মূহুর্ত্তে হাকিমকে অভ্যর্থনা করিলেন, ত শাযাপার্শ্বে বসিতে আদেশ দিলেন। হাকিম উপবেশন করিলেন।

আকৃতি দেখিলে এরূপ লোকের প্রতি কোন প্রকার সন্দেহ হইতে পারে না। বয়স অনেক হইয়াছে, অতি ক্ষুদ্র শরীর লবিত হইয়া উরঃস্থল আরও কমিয়াছে ; মস্তকোপরি প্রকাণ্ড উকীল, হাকিমের স্বর ধীর ও গভীর। বলিলেন—

‘মহাশয় ! ভৃত্যকে যে আদেশ করিয়াছিলেন, তাহা শ্রুত হইয়াছি, আমার চিকিৎসা ইচ্ছা করেন না ; তথাপি মানবজীবন রক্ষা কর। আমাদের ধর্ম, আমি স্বর্গসাধন করিব।’

শিবজী মনে মনে আরও ক্রুদ্ধ হই-

লেন, ভারিলেন, অ বিপদ কোথা হইত আসিল ? কিছু বলিলেন না।

হাকিম ‘আপনার শরীর কি ?’

কাতর স্বরে শিবজী বলিলেন, ‘জানি না এ কি ভীষণ পীড়া ; শরীর সর্বদাই অগ্নিবৎ জ্বলিতেছে, হৃদয়ে বেদনা, সর্বস্থানে বেদনা।’

হাকিম গভীরস্বরে বলিলেন, ‘পীড়া অপেক্ষা জ্বাংসার শরীর অধিক মূল্য, হৃদয়ের বেদনা অনেক সময় মানসিক ক্রেশ-সঞ্চারিত ; আপনার কি সেই পীড়া ?’

বিস্মিত ও ভীত হইয়া শিবজী এই অপরূপ হাকিমের দিকে চাহিলেন ; মুখ সেইরূপ গভীর, কোনও ভাবই লক্ষিত হইল না। শিবজী নিকটর হইয়া রহিলেন। হাকিম তাহার হস্ত ও শরীর দেখিতে চাহিলেন।

শিবজী আরও ভীত হইলেন, অগত্যা হস্ত ও শরীর দেখাইলেন।

অনেকক্ষণ অতিশয় মনোনিবেশ পূর্বক পরীক্ষা করিয়া হাকিম উত্তর করিলেন,—

‘আপনার বচন বেরূপ ক্ষীণ, নাড়ীও সেইরূপ ক্ষীণ নহে, ধমনীতে শোণিত সঞ্চারে সঞ্চালিত হইতেছে, পেশীগুলি পূর্ববৎ দৃঢ়বল। আপনার এসমস্ত কি প্রবঞ্চনা মাত্র ?’

পুনরায় বিস্মিত হইয়া শিবজী এই অপরূপ চিকিৎসকের দিকে চাহিলেন, চিকিৎসকের মুখ মণ্ডল গভীর ও অকম্পিত, কোনও ভাব লক্ষিত হইল না। শিব-

শিবজীকে ক্রমে উক্ত শৌণ্ডিক সঞ্চালিত হইতে লাগিল, কিন্তু ক্রোধ সঞ্চার করিয়া গুনহারা কবিরের বলিলেন,—

আগমি যেরূপ আদেশ করিতেছেন, অন্যায় চিকিৎসাক্ষণও সেইরূপ বলেন; এ মহৎ পীড়া বাহ্যলক্ষণশূন্য, কিন্তু দিনে দিনে তিল তিল করিয়া আমার জীবন নাশ করিতেছে ।’

হাকিম লগ্নেচ চিন্তা করিয়া বলিলেন,—

‘বালফলায়লা ও লায়লুন’ নামক লামাদের যে প্রকাণ্ড চিকিৎসাশাস্ত্র আছে তাহাতে এক মহত্ব এক পীড়ার বিবরণ নির্দেশ আছে; তাহার মধ্যে কয়েকটি বাহ্যলক্ষণশূন্য পীড়ার কথা লিপিত আছে । একটির নাম ‘হাকিমাতু সামাকাতা হওয়ারা রাশি হা’ । বালকেরা এই পীড়া ভোগ করিয়া চুরি করিয়া মহত্ব ভক্ষণ করে, ইহার চিহ্নেমা প্রহার । আর একটির নাম ‘বকসুতনে আমিরী উশারং কার্দ’, কয়েদাধন কাজ না করিবার জন্য এই পীড়া ভোগ করে, ইহার চিকিৎসা নিরুৎসাহন । তৃতীয় এক প্রকার বাহ্যলক্ষণশূন্য পীড়া আছে, শত্রুহস্ত হইতে পলাতন কাম বন্দীদিগের সেই পীড়া ঘটে, তাহারও ঔষধ নির্দেশ আছে; আমি তাহাই আপনাকে দিতেছি ।’

শিবজী এ সমস্ত শাস্ত্রকথা বিশেষ বুঝিতে পারিলেন না, কিন্তু হাকিম তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও চতুর, শিবজীর মনের ভাব বুঝি-

রাছেন তাহা শিবজী বুঝিতে পারিলেন । ইতিকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘সে ঔষধি কি?’

হাকিম উত্তর করিলেন, ‘সে একটি উৎকৃষ্ট ঔষধিও বটে, উৎকৃষ্ট বিনও বটে রকুল আলমিনার নাম লইয়া তাহাই আপনাকে দিব, যদি রোগ যথার্থ হয়, অব্যর্থ ঔষধিতে তৎক্ষণাৎ পীড়া আরোগ্য হইবে, যদি প্রতারণা হয় অব্যর্থ বিধে তৎক্ষণাৎ প্রাণনাশ হইবে ।’ এই বলিয়া হাকিম ঔষধি প্রস্তুত করিতে লাগিলেন ।

শিবজীর স্বকম্প হইল, ললাট হইতে স্নেদবিন্দু গড়িতে লাগিল ! ঔষধি সে-মনে গ্রহীত হইলে তাহার প্রতারণা প্রচারিত হইবে, সেবন করিলে নিশ্চয় মৃত্যু ।

হাকিম ঔষধি প্রস্তুত করিয়া আনিল, শিবজী বলিলেন, ‘মুসলমানের গুট পানীয় আমি পান করিব না;’ মজোরহস্ত-সঞ্চালনে পাত্র দূরে নিক্ষেপ করিলেন ।

হাকিম কিছুমাত্র কষ্ট হইলেন না । ধীরে ধীরে বলিলেন, ‘একপ মজোর হস্ত লগ্নালন ক্ষীণতার লক্ষণ নহে ।’

শিবজী অনেকগণ অতি কষ্টে ক্রোধ সঞ্চার করিয়াছিলেন, আর পারিলেন না । মহাশয় উঠিয়া বলিলেন, ‘রোগীকে উপহাস করিবার এই শাস্তি,’ বলিয়া মস্তকে চপেটাঘাত করিলেন ও হাকিমের শুভ্র শাশ্রু মজোরে আকর্ষণ করিলেন ।

বিগ্নিত হইয়া দেখিলেন সেই মিসরী শাশ্রু সমস্ত খসিয়া আসিল, চপেটাঘাতে



উকীম দূরে নিকট হইল, তাঁহার বাসা  
স্বল্প তরঙ্গী বাগীচি ছিল, কিন্তু কুরিয়া  
হাস্য করিয়া উঠিল।

কটে অনেকগুলির হাস্য সম্বরণ করিয়া  
ঘরের দ্বার বন্ধ করিলেন। পরে শিবজীর  
নিকটে আসিয়া উপবেশন করিয়া বলি-  
লেন,—

‘প্রভু কি সর্বদাই চিকিৎসককে  
এইরূপ পারিতোষিক দিয়া থাকেন ?  
তাঁহা হইলে রোগীর মৃত্যুর পূর্বে দেশের  
চিকিৎসক নিঃশেষিত হইবে।’ বজ্রসম  
চপেটাঘাতে এখনও মগ্নক দুর্ভিত হই-  
তেছে।’

শিবজী সহাস্যে বলিলেন, ‘বন্ধু,  
সিংহের সহিত খেলা করিলে কখন কখন  
আহত হইতে হয়। বাহা হউক তোমাকে  
দেখিয়া কতদূর আশ্চর্য্যাদিত হইলাম বলিতে  
পারি না, এ কয়দিনই তোমাকে প্রত্যাশা  
করিতেছিলাম, এখন সংবাদ কি বল।’

তন্ন। ‘প্রভুর সমস্ত আদেশ সম্পা-  
দিত করিয়াছি, একে একে নিবেদন করি-  
তেছি।

‘সম্রাট যে অনুমতি পত্র দিয়াছিলেন  
তদ্বারা আপনার অনুচরবর্গ সমস্তই নিরা-  
পদে দিল্লী হইতে নিষ্কান্ত হইয়াছে।’

শিব। ‘সে জন্য জগদীশ্বরকে ধন্য-  
বাদ করি। এখন আমার মন শান্ত হইল,  
আমি আপনার পুত্রদের জন্য ভত ভাবি-  
না; গর্মানবিহারী গকড়পাকী সামান্য পি-  
ঞ্জরেক হইয়া থাকে না।’

তন্ন। ‘সেই সমস্ত অনুচর দিল্লী হ-  
ইতে নিষ্কান্ত হইয়া যোশামীর বেশ-  
ধরিয়া মথুরা ও রুম্মাবনে অবস্থিতি করি-  
তেছে; মথুরায় অনেক দেবালয়ে পুরো-  
হিতগণও প্রতাহ আপনাকে প্রতীক্ষা ক-  
রিতেছে। আমি দিল্লী হইতে মথুরার  
পথ বিশেষরূপে দৃষ্টি করিয়াছি, যে যে  
স্থানে যেরূপ লোক সন্নিবেশিত করিবার  
আদেশ করিয়াছিলেন তাহাও করিয়াছি।’

শিব। ‘চির বন্ধু! তুমি যেরূপ কা-  
র্য্যদক্ষ অবশ্যই আমরা নিরাপদে স্বদেশে  
বাইতে পারিব।’

তন্ন। ‘দিল্লীর প্রাচীরের বাহিরে  
আপনি যেরূপ একটি তীব্রগতি অশ্ব রা-  
খিতে বলিয়াছিলেন তাহাও রাখিয়াছি,  
যেদিন স্থির করিবেন, সেই দিনে সমস্ত  
প্রস্তুত থাকিবে।’

শিব। ‘ভাল।’

তন্ন। ‘রাজা জয়সিংহের প্রে রাম-  
সিংহের নিকট গিয়াছিলাম, তাঁহার  
পিতা আপনাকে যে বাক্যদান করিয়াছি-  
লেন তাহা স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলাম।  
রামসিংহ পিতার ন্যায় সত্যপ্রিয় ও উদার-  
চেতা, শুনিয়াছি স্বয়ং সম্রাটের নিকট যা-  
ইয়া আপনার জন্য সাফল্যরূপে আবেদন  
করিয়াছিলেন।’

শিব। ‘সম্রাট কি বলিয়াছেন?’

তন্ন। ‘বলিলেন সম্রাটের দ্বারা ক-  
র্তব্য তাহা করিবেন।’

শিব। ‘বিশ্বাসঘাতক! কপটা-

চরী। এখনও একদিন শিবজী ইহার প্রতিশোধ দিবে!

তম। ‘রামসিংহ সে বিষয়ে বিফল-  
প্রবৃত্ত হইয়াছেন বটে, কিন্তু যুবক সরোষে  
আমার নিষট্ বলিলেন, যে রাজপুত্রের  
বাক্য অন্যথা হয় না, অর্থ দ্বারা সৈন্যদ্বারা  
যে রূপে পারেন, তিনি আপনার সহায়তা  
করিবেন, তাহাতে যদি তাঁহার আশা যায়  
তাহাতেও স্বীকার আছেন।’

শিব। ‘পিতার উপযুক্ত পুত্র!  
কিন্তু আমি তাঁহাকে বিপদগ্রস্ত করিতে  
চাহি না, আমি পলায়নের যে উপায় উ-  
দ্ভাবন করিয়াছি তাহা তুমি তাঁহাকে জা-  
নাইয়াছ?’

তম। ‘জানাইয়াছি, তিনি জানিয়া  
অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন, এবং আপনার স-  
ম্পূর্ণ সহায়তা করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।’

শিব। ‘ভাল।’

তম। ‘এতদ্বির দানেশমন্ড প্রভৃতি  
যাবতীর আরংজীবের সভাসদকে মিষ্ট  
কপাস বা অর্থদ্বারা, বা নগ্ন দিয়া আপ-  
নার পক্ষবর্তী করিয়াছি। দীর্ঘকাল হিন্দু  
কি মুসলমান একত্র বড় লোক কেহ নাই,  
মিনি আপনার পক্ষবর্তী নহেন; কিন্তু  
আরংজীব কাহারও পরামর্শ গ্রাহ্য করেন  
না।’

শিব। ‘তবে সমস্ত প্রস্তুত! আমি  
আরোগ্য লাভ করিতে পারি?’

সহাস্যে তমজী বলিলেন, ‘আমার  
সারি বিজ্ঞ হাকিম বধন আপনার পীড়ার

চিকিৎসা করিয়াছে, তখন পীড়া  
কি থাকিতে পারে? কিন্তু আপনার  
পানের জন্য হৃদয় মিষ্ট শরবৎ প্রস্তুত  
করিয়াছিলাম, সমস্তটা নষ্ট করিলেন?’

শিবজী বলিলেন, ‘বন্ধু, আর এক  
পাত্র প্রস্তুত কর।’ তমজী সেই পাত্র  
লইয়া পুনরায় শরবৎ প্রস্তুত করিলেন;  
শিবজী পান করিলেন,—সহাস্যে বলি-  
লেন, ‘চিকিৎসক! আপনার ঔষধি যে-  
রূপ দিউ সেইরূপ ফলদাগী, আমার পীড়া  
একেবারে আরাম হইয়াছে।’

তম। ‘তবে এখন প্রস্থান করি।’  
শিবজীকে সম্মুখে আলিঙ্গন করিয়া পুন-  
রায় উদ্দীপ্ত ও শ্রদ্ধাধারণ করিয়া তমজী  
গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

দ্বারদেশে প্রহরী জিজ্ঞাসা করিল,  
‘পীড়া কিরূপ দেখিলেন?’

হাকিম উত্তর করিলেন, ‘পীড়া অতি-  
শয় সন্তোজনক, কিন্তু আমার অব্যর্থ ঔষ-  
ধিতে অনেক উপশম হইয়াছে; বোধ করি  
অপ্যদিনের মধ্যেই শিবজী এ ক্লেশ হইতে  
সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিবেন।’

হাকিম শিবিকাযোগে চলিয়া গৈ-  
লেন, এক প্রহরী অতকে বলিল,—

‘এ হাকিম বড় ভাল, এত বৈদ্যে যে  
পীড়া আরাম করিতে পারিল না,—হা-  
কিম একদিনে তাহা আরাম করিল কি  
রূপে?’

দ্বিতীয় প্রহরী উত্তর করিল, ‘হবে না  
কেন, এ যে রাজবাটীর হাকিম?’

## অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ ।

আরোগ্য ।

‘এত শুনি উত্তর কণ্ঠে শুদ্ধ হয়ে ।  
কহিতে লাগিল পুনঃ প্রণাম করিয়ে ॥  
হে বীর, কমল চক্ষে কর পরিহার ।  
অজ্ঞানের অপরাধ ক্ষমিবা আমার ॥

কাশীরাম দাস ।

উপরি উক্ত ঘটনার কএকদিন পর  
নগরে সংবাদ প্রচারিত হইল যে শিবজীর  
শীড়ার কিছু উপশম হইয়াছে । নগরে  
পুনরায় ধুমধাম পড়িয়া গেল ; সকলেই  
সেই কথা কহিতে লাগিল । কেহ কেহ  
শিবজীর আরোগ্যে দুঃখিত হইলেন ; কোন  
কোন মহদাশর মুসলমান এই সংবাদ পা-  
ইয়া সুখী হইলেন । পপে, ঘাটে, দো-  
কানে, মসজিদে সকলেই এই কথা কহিতে  
লাগিল ; আরংজীব এ সংবাদ শুনিয়া  
যথোচিত সন্তোষ প্রকাশ করিলেন ।

নগরে ধুমধাম পড়িয়া গেল ! শিবজী  
ব্রাহ্মণদিগকে রাশি রাশি মুতা দান ক-  
রিতে লাগিলেন, দেবদাসেরাও পাঠা-  
ইতে লাগিলেন, চিকিৎসক সকলকে অর্থ-  
দানে সন্তুষ্ট করিলেন । বাজারে আর  
মিষ্টান্ন রহিল না, শিবজী রাশি রাশি মি-  
ষ্টান্ন ক্রয় করিয়া দিল্লীর সমস্ত বড় লো-  
কের বাটিতে পাঠাইতে লাগিলেন । পরি-  
চিত সমস্ত লোকের নিকট পাঠাইতে লা-  
গিলেন, এমন কি প্রতি মসজিদে ফকীর-  
গণের সেবনার্থ প্রচুর পরিমাণে মিষ্টান্ন

পাঠাইতে লাগিলেন । সন্ধ্যার মনে বা-  
হাই থাকুক, অন্য সকলেই শিবজীর এই  
বদানতা ও সদাচরণে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার  
প্রশংসা করিতে লাগিলেন । ‘দিল্লীকা-  
লাজ’র ছড়াছড়ি হইতে লাগিল, তা-  
হাতে আর কেহ ‘পস্তাইয়া’ ছিল কি  
না বলিতে পারি না, কিন্তু আরংজীব অতি  
শীঘ্রই পস্তাইয়াছিলেন !

শিবজী কেবল মিষ্টান্ন প্রেরণ করিয়া  
সন্তুষ্ট হইতেম না, মিষ্টান্ন ক্রয় করাইয়া  
নিজের গৃহে আনিতেম ও অতি প্রকাণ্ড  
প্রকাণ্ড আদার সমস্ত নির্মাণ করাইয়া স্বয়ং  
মিষ্টান্ন সাজাইয়া প্রেরণ করিতেন । সে  
আদার কখন কখন তিন চারিঘাত দীর্ঘ হ-  
ইত, ৮ কি ১০ জন লোকে বহিয়া লইয়া  
যাইত । কএক দিন এইরূপে মিষ্টান্ন  
বিতরিত হইতে লাগিল ।

একদিন সন্ধ্যার সময় এইরূপ দুইটি  
প্রকাণ্ড মিষ্টান্নের আদার শিবজীর গৃহ  
হইতে বাহির হইল । প্রহরীগণ জিজ্ঞাসা  
করিল,—

‘এ কাহার বাটিতে যাইবে ?’ বাহ-  
কেরা উত্তর করিল, ‘বাজা জরসিংহ-স-  
দনে ।’

প্রহ। ‘তোমাদের প্রভু আর কত  
দিন এরূপ মিষ্টান্ন পাঠাইবেন ?’

বাহ। ‘এই অন্যাই শেষ ।’

মিষ্টান্নের ভার লইয়া বাহকগণ চলিয়া

গেল ।

ককেশ্যের জীবিত একটি শব্দও

স্বামে সজ্জার অঙ্কারে সেই দুইটি আখার নামাইল। বাহকগণ চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, জনমাত্র নাই, শব্দমাত্র নাই, কে-বল সজ্জার বায়ু রহিয়া রহিয়া বহিয়া যা-ইতেছে? বাহকেরা একটি ইঙ্গিত করিল, একটি আখার হইতে শিবজী, অপরটি হইতে শম্ভুজী বাহির হইলেন; উভয়ে জগ-দীপকে ধন্যবাদ দিলেন।

বিলম্ব না করিয়া উভয়ে ছদ্মবেশে দিল্লীর প্রাচীরভিত্তিতে যাইলেন। সজ্জার সময় লোক ভাতি অল্প, তথাপি, রাস্তাপথে এক একজন লোক যখন নিকট দিয়া যায় শ-ম্ভুজীর ক্ষয় ক্ষয়ে, উদ্বেগে, দৃষ্টি করিয়া উঠে। শিবজীর চিরকীবন একরূপ বিপ-দপূর্ণ, তাঁহার পক্ষে কিছুই নতন নহে; তথাপি তাঁহার ও ক্ষয় উদ্বেগশূন্য ছিল না।

কম্পিত হৃদয়ে প্রাচীর পার হইলেন, একজন প্রহরী জিজ্ঞাসা করিল, ‘কে যায়?’

শিবজী উত্তর করিলেন, ‘গোলাম্বাদী। হরেণাম হরেণাম হরেণাম কেবল।’

‘কোথা যাইতেছ?’  
‘মথুরা তীর্থস্থানে। কলৌ নাস্ত্যেব, না-স্ত্যেব, নাস্ত্যেব গতিরমাথা।’

প্রাচীর পার হইলেন।

প্রাচীরের বাহিরেও অনেক হুঁয়াদি ছিল, অনেক ধনাত ও উচ্চপদস্থ লোক বাস করিতেন। সেখানে পথে রাখিয়া শিবজী ও শম্ভুজী

পথ অভিধান করিতে লাগিলেন। ‘হ-রেণাম হরেণাম—ইত্যাদি।’

দূরে একটি রক্ষতলে একটি অশ্ব বন্ধ রহিয়াছে দেখিলেন। অতি সতর্কভাবে সেইদিকে যাইলেন, দেখিলেন, তন্নগ্নী-বর্নিত অশ্বই বটে।

জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘ভাই, অশ্ব-ক্ষক! তোমার নাম কি?’

‘জানকীনাথ,’

‘কোথা যাইবে?’

‘মথুরা,’

শিবজী বলিলেন, ‘হাঁ এই অশ্ব বটে। শিবজী অশ্ব আরোহণ করিলেন, পশ্চাতে শম্ভুজীকে উঠাইয়া লইলেন, মথু-রার দিকে চলিলেন। অশ্বক্ষক পশ্চাৎ পশ্চাৎ পদব্রজে চলিতে লাগিল।

অঙ্কার নিশীথে, নিঃশব্দ পল্লী বা প্রান্ত দিয়া নির্দাক ভয়া শিবজী পলারল করিতেছেন। আকাশে নক্ষত্রগুলি মিট-মিট করিতেছে, অ'প অ'প মেঘ এক এক দ্বারা গগন আচ্ছাদিত করিতেছে, বর্ষা-কালে পূর্ণ হুয়া নদী প্রবলবেগে বাহিয়া যাইতেছে, পথ ঘাট কর্দম বা জ-লপূর্ণ। শিবজী উদ্বেগপূর্ণ হৃদয়ে পলা-য়ন করিতেছেন।

দূর হইতে অশ্বের পদশব্দ শ্রুত হইল; শিবজী লুকাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সে স্থানে বৃক বা কুটির নাই, অগত্যা অ-শ্বের গমন করিতে লাগিলেন।

তিন জন অধারোহী বেগে দিল্লী

আমি নিশ্চয় বলিতেছেন। তাহাদিগের  
সহায়তা করিতে বসি। দুই হইতে শিব-  
জীকে আঁখিতে পাইয়া সেই দিকে অগ্র-  
সর হইলেন। শিবজীর কদম উদ্বেগে  
হস্ত প্রসারিত লাগিল।

নিকটে আসিয়া একজন অশ্বারোহী  
প্রিজাসা করিলেন—‘কে যার?’

শিব। ‘গোশ্বামী।’

অশ্বারোহী। ‘কোথা হইতে আসি-  
তেছ?’

শিব। ‘দিল্লী নগর হইতে।’

অশ্বারোহী। ‘আমরা দিল্লী নগর যা-  
ই; কিন্তু পথ হারাইয়াছি, আমাদিগের  
মধ্যে আসিয়া পথ দেখাইয়া দাও, পরে  
কুয়ার যাইও।’

শিবজীর মস্তকে ঘেন বজ্রাঘাত হইল;  
দিল্লী যাইতে অস্বীকার করিলে সৈনিকেরা  
বল প্রকাশ করিবে, বিবাদের সময় সহসা  
শিবজীকে চিনিলেও চিনিতে পারে; কে-  
ননা দিল্লীতে এরূপ সৈনিক ছিল না যে  
শিবজীকে দেখে নাই। আর দিল্লীতে  
পুনর্গমন করিলে সহস্র বিপদ। ইতিকর্ত্ত-  
ব্যবিমুঢ় হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন।

একজন অশ্বারোহী সম্মুখে আসিয়া  
শিবজীর সহিত কথা কহিয়াছিল; অপর  
দুইজন অশ্বারোহীরে পরামর্শ করিতেছিল।  
কি পরামর্শ?

একজন বলিল, ‘এ অর আমি  
জানি,—আমি দক্ষিণদেশে শায়েস্তাখাঁর  
অধীনে অনেক দিন যুদ্ধ করিয়াছি,

আমি নিশ্চয় বলিতেছি—আমি গোশ্বামী  
নহে।’

অপর জন বলিল, ‘তবে কেন?’

‘আমি সন্দেহ করি এ অর শিবজী,  
দুইজন মহুমোর, কষ্টকর যুদ্ধে অপর  
হয় না।’

‘দূর মুখ! শিবজী দিল্লীতে বন্দী  
হইয়াছে।’

‘সেইরূপ আমরাও মনে করিয়াছি-  
লাম যে শিবজী সিংহগড় দূর্গে আছে,  
সহসা একদিন রক্তনীযোগে পুনঃ স্বংস  
করিয়া গিয়াছিল।’

‘ভাল, মস্তকের বজ্র তুলিয়া দেখি-  
লেই সকল সন্দেহ দূর হইবে,’

সহসা একজন অশ্বারোহী আসিয়া  
শিবজীর উচ্চৈষ দূরে নিক্ষেপ করিল, শি-  
বজী চিনিলেন শায়েস্তাখাঁর অধীনস্থ এক-  
জন প্রধান সেনানী।

যদি হস্তে কোনরূপ অস্ত্র থাকিত শি-  
বজী একাকী তিনজনকে হত করিবার  
চেষ্টা করিতেন। কিন্তু হস্তেও একজনকে  
মুক্তি আঘাতে অচেতন করিলেন, একদা  
সময় আর দুইজন অলি হস্তে নিকটে  
আসিয়া শিবজীকে ধরিয়া ভূতলশারী ক-  
রিল।

শিবজী নির্যাক! ইচ্ছা দেখতাকে অ-  
রণ করিতেছিলেন। আবার বন্দী হই-  
বেন, বিদেশে বন্দী হইয়া আরও কী  
করুক হত হইবে। তিনি চিন্তিত হই-  
লেন। শিবজীকে ধরিলেও তিনি

জন্মে আশুতর হইল। বলিলেন, 'সেই  
সেই' কহাৎ, জীবনে একমনে আপনার  
পূজা করিয়াছি, হিন্দুধর্ম রক্ষার্থ যুদ্ধ করি-  
য়াছি, একমুখে আপনার যাহা উদ্দেশ্য  
হইবে তাহা করি। আশা, ভয়না,  
উদ্বেগ আর দুঃখের মধ্যে বিলুপ্ত হইল।

সহসা একটি শব্দ হইল, শিবজী সে-  
খিলেন; একজন অখারোহী তীরবিদ্ধ হ-  
ইয়া ভূতলশায়ী হইলেন। আর একটি  
তীর, আর একটি তীর; শিবজীর তিন  
জন শত্রুই ভূতলশায়ী। তিন জনই গাত-  
জীবন।

যে দিক হইতে তীর আসিল, শিবজী  
সেই দিকে চাহিয়া দেখিলেন,—দেখি-  
লেন অশ্বরক্ষক জানকীনাথ।

অশ্বরক্ষক নিকটে আসিল;—শিবজী  
বিম্বিত হইয়া দেখিলেন অশ্বরক্ষকবেশে  
সীতাপতি গোলামী।

সীতাপতিব্রাহ্মণকে প্রণাম করিয়া  
কহিলেন 'শিবজীর প্রভুত বন্ধু। আপনি  
না হইলে এদানকে কে রক্ষা করে?  
সেইসকল সীতাপতি! অশ্বরক্ষক বলিয়া  
যদি ব্রাহ্মণের অবমাননা করিয়া থাকি  
কমা বকন, অদ্য শিবজী আপনার কৃপার  
জীবন দান পাইল।

অশ্বরক্ষকবেশধারী ধীরে ধীরে শিব-  
জীর পদতলে পতিত হইয়া অঙ্গপূর্ণ মরমে  
কহিলেন।

'প্রভু! কৃপা করুন; আমি  
অশ্বরক্ষক হইয়াছি। সীতাপতিও নহি,—

আপনার পুরাতন ভ্রাতা রঘুনাথকে বধ করি-  
য়াছি। প্রভুর নিকট শত অপরাধ করি-  
য়াছি কিন্তু প্রভু ক্ষমা না করিয়াছেন।  
কে ক্ষমা করিবে?

শিবজী আর সত্বরণ কহিলেন না,  
সেন না,—বালিকার মায়  
ক্ৰন্দন করিয়া রঘুনাথকে বধ করিয়াছেন  
কহিলেন, কহিলেন 'রঘুনাথ! রঘুনাথ!  
তোমার নিকট যে পাণ করিয়াছি তা-  
হার ক্ষমা নাই, তোমার শ্রুণের পরিশোধ  
নাই। শিবজীর জীবনের বন্ধু। আর যেন  
শিবজী এজীবনে তোমাকে না হারায়।

অদ্য নিশীথে রঘুনাথের ব্রত উদ্ভা-  
পন হইল, শিবজীর ক্ষোভ দূর হইল,  
পরম্পরের হৃদয়ে পরম্পর শান্তি লাভ  
করিলেন।

## উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রাসাদে।

"কি দাক্ষিণ্য বৃকের বাণী।  
যে দেশে হাইব যে দেশে না শুনি পাপ  
পিরিতের কথা।  
সই! কে বলে পিরিতি ভাল।  
হাসিতে হাসিতে পিরিতি করিয়া কাদিয়া  
জন্ম গেল  
কুলবতী হইয়া কুলে দাঁড়াইয়া যে ধনী  
পিরিতি করে।  
তুহের অনল যেম লাঙ্গাইয়া এমতি পুড়িয়া  
সরে।

হাসি বিমোহিনী, এ মুখে দুঃখিনী, প্রেমে  
হুল হুল আঁখি।  
চতীদাস কহে, সে গতি হইয়া, পরান  
সংশয় দেখি ॥”  
চতীদাস।

সীতাপতি গোলামীর মিকট  
সইয়া রাজপুতবালা গৃহে আসি-  
লেন, কিন্তু গৃহে আসিয়া সরযু দেখিলেন  
হৃদয় শূন্য। কে না আমে প্রথম কষ্ট  
বসিও অতিশয় ভীষণ ও দুর্ভাগ্যবান, কিন্তু  
ভ্রাতার পর সেই কথা স্মরণ করিলে হৃ-  
দয়ে যে দুঃখ উজ্জলিতে থাকে, নীরবে নগন  
হইতে যে অশ্রু বহির্গত হইতে থাকে সেই  
শোক অধিক মর্ষভেদী। জগতের যথো-  
চিত্তজনের প্রথম বিচ্ছেদ ঘটিলে আমরা  
খালকের ভায় উর্জঃস্বরে রোদন করিয়া  
উঠি, জ্ঞানপূন্যের মায়া ভূমিতে গড়াগড়ি  
দি,—সে প্রথম শোক-উজ্জ্বল সেই আ-  
ত্মবোধেই মিশ্রিত হয়। কিন্তু দিবস যা-  
ইলে, মাস গাত হইলে, বৎসর অতিবাহিত  
হইলে, সেই প্রিয়জনের কথা যখন স্মরণ  
হয়, নীরবে রজনীর অন্ধকারে যখন হৃদয়  
আপনি শোকপারাধারে ভাসিতে থাকে,  
নামের দ্বার যখন উন্মোচিত হয়, নীরবে  
অশ্রুবিধু পড়িতে থাকে,—তঃ মনুষ্য-  
জীবনে সেই বাতনাই অসহ্য। প্রিয়জ-  
নের মুখ যেনে পড়ে, ভ্রাতার বাক্যগুলি,  
কার্যপারম্পর্য, স্নেহ, ভালবাসা, একে  
এক হৃদয়ে জাগরিত হইতে থাকে, নি-  
শ্চয় রজনীতে সেই পূর্ব কথা একে একে

উদয় হইতে থাকে, তখনই হৃদয় শূন্য হয়,  
আমরা বালিকার ন্যায় নিরাশ্রয় হইয়া  
নীরবে রোদন করিতে থাকি।

দিন গেল, সপ্তাহ গজ হইল, মাস অ-  
তিবাহিত হইল, সরযুর চিত্তা দিনে দিনে  
মর্ষভেদী হইতে লাগিল। অন্ধকার নি-  
শীথে কখন কখন বালিকা একাকী গা-  
ন্ধপার উপবেশন করিয়া সন্ধা হইতে  
দ্বিপ্রহর পর্যন্ত, দ্বিপ্রহর হইতে প্রাতঃকাল  
পর্যন্ত কত চিন্তা করিত কে বলিবে? কত  
কথা একে একে স্মরণ হইত, কতবার নী-  
রবে নগন হইতে দীর্ঘ নীরে অশ্রুবিধু প্র-  
বাহিত হইত। নীরবে সেই গান্ধা নিরা-  
পথপানে চাহিয়া থাকিতেন, সে পথ  
নিরা হৃদয়বন্দ আর আসিলেন না।

কখন বা সেই পর্বতসঙ্কুল কঙ্কণদেশ  
মনে জাগরিত হইত, সেই ভোরণ-দুর্গ  
মনে উদয় হইত। সরযু একাকী ছাদে  
আসীন রহিয়াছেন, সন্ধার ছায়া ক্রমে  
গগন ও জগৎ আশ্রয় করিতেছে, সন্ধার  
বাঁহু বহিয়া বহিয়া সরযুর কেশ লইয়া  
কোড়া করিতেছে;—এমত সময় সেই দী-  
র্ঘাকার উদার মুক্তি যুবক যেন আকাশ-  
পটে দেবচিত্রের মায়া দৃষ্ট হইল। সর-  
যুর হৃদয় শিহরিয়া উঠিল, বালিকার হৃদয়  
মব মব ভাবে উৎক্লিষ্ট হইতে লাগিল।  
অন্য তিন বৎসর অতীত হইয়াছে কিন্তু  
সে মুক্তি সরযুর হৃদয় হইতে অপনীত হয়  
নাই।

ভ্রাতার পরদিন সেই পুণ্যস্থানে



কেশবলাল আরে সরযুর নিকট বিয়া  
লাইয়াছিলেন, সন্তরে ধীরে ধীরে সরযুর  
কণ্ঠে যে কণ্ঠমালা দোলাইয়া দিয়াছিলেন,  
জীবন থাকিতে সরযু কি তাহা বিস্মৃত  
হইতে পারেন? পুনরায় কি সে বীর  
সরযুর কণ্ঠে কণ্ঠমালা পরাইয়া দিবেন,  
পুনরায় কি সরযু সেই জননবল্লভকে দে-  
খিতে পাইবেন?—নীচবে সরযু দীর্ঘনিঃ-  
শ্বাস ত্যাগ করিলেন, নীরবে গণ্ডস্থল দিয়া  
অশ্রু বহিতে লাগিল।

কখন বা অপরাহ্নে একাকী সরযু  
আত্মকামনে ভ্রমণ করিতেন, ভ্রমণ করিতে  
করিতে কত কথা হৃদয়ে জাগরিত হইত।  
হৃদয়ের উপর হইতে কণ্ঠে কণ্ঠে  
মুহুরে প্রেমগীত গাইতেছে, সেই গীত শু-  
নিয়া একদিন রঘুনাথ কাণে কাণে সরযুকে  
কি কথা বলিয়াছিলেন স্মরণ হইল; সর-  
যুর মুখে বিষাদের হাসি আসিল। আর  
এক দিন ঐ বিশাল আত্ম বৃক্ষতলে বসিয়া  
রঘুনাথ ও সরযু একত্রে একটি সুমিষ্ট  
আত্ম তক্ষণ করিয়াছিলেন, খাইতেছিলেন  
আর পরস্পরে পরস্পরের দিকে স্নেহে  
চাহিতে ছিলেন, সে কথা হৃদয়ে জাগ-  
রিত হইল। ঐ কণ্ঠক বনের তিতর দিয়া  
আর এক দিন রঘুনাথ স্বয়ং কতবিকৃত  
হইয়াও একটি স্নদের বনাপুষ্প চয়ন করিয়া  
সরযুর কেশে সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন,  
পারে কি মিস্ত্রেরে বলিয়াছিলেন, “স-  
রযু! কি অপরূপ বনদেবীর রূপধারণ  
করিয়াছ।” আহা! সে স্মৃতির আর কি

সরযু আর শুনিবেন, পুনরায় কি রঘুনাথ  
হুংখিনীর জন্য পুষ্প চয়ন করিবেন, হু-  
তাগিনীর ভাগ্যে কি এরূপ সুখ আছে?  
সরযু শোকে বিবশা হইলেন, নয়ন হইতে  
দুই চারি বিন্দু জল টস টস করিয়া ক্রান্তিতে  
পতিত হইল, নীরবে আপনার অঞ্চল দিয়া  
নয়ন মুছিলেন। ক্রথা চোঁটা, আবার  
চিন্তা আসিল, আবার নয়ন পূর্ণ হইল।

কখন কখন রজনী দ্বিপ্রহরের সময়  
সহসা হৃদয়ের ঘোর উল্লাসিত হইত, তাত্ত  
মাসের নদীর ন্যায় শোকপারাবার উচ্চ-  
লিয়া উঠিত। তখন কেহ দেখিবার নাই,  
সরযু প্রাণভরে কাঁদিতেন, প্রাণের মাসের  
ধারার ন্যায় নয়ন হইতে অজ্ঞাত কারিগর  
বহিতে থাকিত। রঘুনাথের মধুময় মুখ,  
মধুময় কথা মনে পড়িত, একটি কথার পর  
অন্য কথা মনে উদয় হইত, শোকতরঙ্গের  
পর শোকতরঙ্গ হৃদয়ের উপর বহিয়া যা-  
ইত,—উপাধানে মুখমণ্ডল আবৃত করিয়া  
বালিকা বিবশা ব্যাকুলহৃদয়া হইয়া দরবি-  
গলিত ধারায় উপাধান সিক্ত করিত। র-  
জনী প্রভাত হইত, প্রাতঃকালের রক্তিম-  
চ্ছটা পূর্বদিকে দেখা দিত; বাঁকুরা  
তখনও চিন্তাবিদগ্ধা, অথবা শোকে বিবশা  
হইয়া জুড়িত রহিয়াছেন।

প্রাতঃকালে পুষ্প চয়ন করিতে উ-  
চ্ছানে যাইতেন, প্রফুল্ল পুষ্পগুলি একে  
একে চয়ন করিতেন, হৃদয়ে স্থাপন করি-  
তেন, আর কি চিন্তা করিতেন কে বলিবে?  
চিন্তা করিতে করিতে পুনরায় পুষ্পের

দিকে চাহিতেম, পুষ্পদলগত প্রাতঃশি-  
শিরবিন্দুর সহিত দুই একটি পরিষ্কার স্বচ্ছ  
অক্ষবিন্দু মিশাইয়া বাইত । সায়েংকালে  
ধীণা হস্তে করিয়া কখন কখন গীত গাইতেম;  
—আহা সে যে শোকের গীত, জ্যোত্-  
সিগের নয়নেও জল আসিত । বাল্যকালে  
রাজপুত চরণসিগের নিকট যত শোকের  
গীত শিখিয়াছিলাম তাহাই গাইতেম,  
ভিখারিণীর গীত গাইতেম, দুঃখিনীর  
গীত গাইতেম, অনাখিনীর গীত গাই-  
তেম, সায়েংকালের নিশুঙ্কতার সেই গীত  
ছাদ হইতে ধীরে ধীরে নৈশ আকাশে  
উড়িত হইত, ধীরে ধীরে বায়ুমাংগে বি-  
লুপ্ত হইত, গীতের সহিত গায়কীর নয়ন  
হইতে বিন্দু বিন্দু জল নির্গত হইত, অথবা  
শোকপারাবার সহসা উখলিয়া উঠিত,  
গায়কীর কণ্ঠকজ হইত, গীত সহসা লীন  
হইয়া বাইত ।

দিবারাত্রি শোকচিন্তা শেষ হইত না,  
দিবারাত্রি সেই পথেরদিকে সরসুবালা  
চাহিয়া থাকিতেন, সে পথ দিয়া হৃদয়ব-  
ল্লভ আর আসিলেন না ।

বসন্তকালে রঘুনাথ বিদায় হইয়া-  
ছেন, সে বসন্তকাল অতিবাহিত হইল,  
স্বকণ্ঠ পক্ষীগুলি একে একে কুলার হ-  
ইতে উড়িয়া গেল । বৃক্সসমূহে ফুলের  
পুষ্পগুলি একে একে অদৃশ্য হইল, গ্রীষ্ম  
কাল মানায়, বসন্তকাল মিশিয়া যানব  
রূপী আনন্দিত হইল, হৃদয়বল্লভ লো-  
ভিত করিল ।

হিয়া রহিয়াছেন—সে পথে রঘুনাথ  
দর্শন দিলেন না ।

আকাশে মেঘাভরণ হইল, ক্রমে বর্ষার  
ধারা আরম্ভ হইল, মদ-মদী জলাশয় পূর্ণ-  
কলেবর হইল, ক্ষেত্রে সুন্দর শস্য শোভা  
পাইতে লাগিল, জলে বাট, বিল, প্রভৃতি  
প্লাবিত হইল ! সেই প্রান্তরের উপর সরসু  
একদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছেন, হৃদয়ে  
কি এখনও কাষাসিক্তি লাভ করেন না,  
হৃদয়েশের কি এখনও সরসুকে মনে  
আছে ? হৃদয়ে কি কুশলে আছেন ?  
জলে নয়ন প্লাবিত হইল,—আর দেখিতে  
পাইলেন না ।

ক্রমে ক্রমে বর্ষার জল অপসৃত হইল,  
আকাশ পরিষ্কার হইল, নিশীথে শরৎ  
উদয় হইয়া গগনে ও জগতে জ্যোতিঃ বি-  
স্তার করিতে লাগিল । সরসুর হৃদয়বল্লভ  
কবে পরিষ্কার হইবে, হৃদয়নাথ কবে শি-  
শানাথের ন্যায় উদয় হইয়া সরসুর মনে  
আনন্দজ্যোতিঃ বিস্তার করিবেন ? সরসু  
পথ চাহিয়া রহিলেন, হৃদয়নাথ আসি-  
লেন না !

একটি ভীষণ চিন্তায় ক্রমে সরসুর শ-  
রীর শুষ্ক হইতে লাগিল, হৃদয়বল্লভ পা-  
বর্ণ ধারণ করিল, নয়ন কালিদায়িত্ব হ-  
ইল । সরলস্বভাব জরার্দন এখনও সরসুর  
হৃদয়ের কথা কিছু জানেন না, সরসুর  
শরীরের অবস্থা দেখিয়া হৃদয়বল্লভ  
চিন্তিত হইলেন, কারণ অসুস্থতার কারণ  
নাগিলেন ।



যেদিন জমার্দন এই কথা শুনিলেন, তাঁহার কলেবর ক্রমে কম্পিত হইতে লাগিল। গৃহে আসিয়া কন্যাকে বর্ণোচিত ভিত্তিকার করিয়া বলিলেন—

‘শাশীমসি, তোর জন্ম কি আমি এই বৃদ্ধ বয়সে অবমানিত হইব? তুই আমার নিকলঙ্ক কুলে কলঙ্ক দিবি? আমার বাটি হইতে দূর হ।’

ধীরে ধীরে অশ্রুপূর্ণনয়নে সরসু উত্তর করিলেন—

‘শিতা! আমি অবোধ, যদি আপনার নিকট কখন কোনও দোষ করিয়া থাকি মার্জনা করুন, কিন্তু জগদীশ্বর আমার সহায় হউন, আমাহইতে আপনার অবমাননা হইবে না।’

এ কথার অর্থ তখন জমার্দন বুঝিলেন না, এ কথার অর্থ তাহার পর দিন রহু বুঝিতে পারিলেন।

সেই দিন অন্ধকার নিশীথে সপ্তদশবর্ষীয়া বালিকা একাকিনী পিতৃগৃহ ত্যাগ করিলেন, একাকিনী সংসারের বিস্তীর্ণ সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন।

ত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

কুটীরে।

হুঃখে শ্রুখে খুলনা শরৎকাল তাবে।

আশ্বিনে আসিবেন প্রভু দেবীর উৎসবে॥

কার্তিক মাসেতে হইল হিমের প্রকাশ।

গৃহে মাঝি আগনাখ করি বসবাস।

মুহুরাম জন্মভূমি।

শরৎকালের প্রাতের কমলীর আলোকে বেগাবতী নদী মদী বহিয়া যাইতেছে, স্বর্ষ্যকিরণে জলের হিমোল হাস্য করিতে করিতে যাইতেছে। সেই সুন্দর নদীর উত্তর পাশে সুন্দর শশাকের বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে, কৃষকের পূজার যেন সন্তুষ্ট হইয়া যেদিনী সেও হরিৎ পরিচ্ছদে হাস্য করিতেছে। উত্তর ও পূর্বদিকে সেইরূপ শ্যামবর্ণ ক্ষেত্র অথবা সুদূরে দুই একটি গ্রাম দৃষ্ট হইতেছে, দক্ষিণ ও পশ্চিমে পর্য্যন্তরাশির উপর শরৎকালি স্বর্ষ্যকিরণে অপূরণ শোভা ধারণ করিতেছে।

সেই নদীতলে শামলকেন্দ্রেবেষ্টিত একটি সুন্দর গ্রাম সম্মিলিত ছিল, গ্রামের এক প্রান্তে একটি কৃষকের কুটীরের নিকট একটি বালিকা নদীতলে খেলা করিতেছে, নিকটে একজন দাসী দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ক্রমকণ্ঠী গৃহকার্য্যে ব্যস্ত রহিয়াছে।

গৃহ দেখিলে কৃষককে সন্তোষ বলিয়াই বোধ হয়। প্রাঙ্গণে দুই একটি গোলাঘর রহিয়াছে, পাশে চারি পাঁচটি গাছ বাঁধা রহিয়াছে, বাটির ভিতর তিন চারিখানি ঘর, বাহিরে একখানি বড় ঘর। দেখিলেই বোধ হয় গৃহস্থানী কৃষক হইলেও গ্রামের মধ্যে একজন ‘মাতব্বর’ লোক,—ব্যবসা ও মহাজনী কার্য্যও কিছু কিছু করিয়া থাকে।

বালিকা সপ্তদশবর্ষীয়া, শ্যামবর্ণ, চক্কল,

একবার উজ্জ্বলনয়না। একবার দীপ্তি-  
দোঁড়ানোড়ি করিতেছে একবার মাতা যে  
ঘরে রন্ধন করিতেছেন, তথায় দোঁড়াইয়া  
বাইতেছে, এক একবার বা দাসীর নিকট  
আসিয়া তাহার হস্ত ধরিয়া কোন কথা  
কহিতেছে অথবা প্রফুল্লতার হাস্য হাসি-  
তেছে।

বালিকা বলিল, ‘দিদি, আর না কা-  
লুকের মত ঘাটে যাই, কাপড় দিয়া মাছ  
ধরিব।’

দাসী। ‘না দিদি, মা বারণ করি-  
য়াছেন, ঘাটে যেও না।’

বালিকা। ‘মা টের পাবে না।’

দাসী। ‘না ছি, মা যা বারণ করেন  
তা করিতে নাই, মার কথা কি অনাথা  
করে।’

বালিকা। ‘আজ্ঞা দিদি, মা কি তো-  
রও মা হয়?’

দাসী হাসিয়া বলিল—‘হয় বৈ কি?’

বালিকা। ‘না সত্য করিয়া বল।’

দাসী। ‘সত্যই মা হয়।’

বালিকা। ‘না দিদি, তুই যে বামু-  
ণের মেয়ে, আমরা তো বামুণ নয়।’

দাসী বালিকাকে চুপন করিয়া বলিল  
‘এতদূর যদি জান তবে জিজ্ঞাসা কর  
কেন?’

বালিকা। ‘জিজ্ঞাসা করি, তবে  
তুই মাকে মা বলিও কেন?’

দাসী। ‘যিনি আমাকে খাইতে প-  
রিতে দিচ্ছেন, যিনি আমাকে থাকিবার

স্থান দিয়াছেন,—যিনি আমাকে মেয়ের  
মত লালনপালন করেন তাঁকে মা বলিব  
না ত কি বলিব? এ জগতে আমার অন্য  
স্থান নাই, মা আমাকে জগতে স্থান দি-  
য়াছেন।’

বালিকা। ‘ছি দিদি, তোর চক্ষে  
জল কেন, তুই কথার কথায় কাঁদিস্ কেন  
দিদি?’

দাসী। ‘না দিদি কাঁদব কেন।’

বালিকা। ‘তোর চক্ষে জল দেখলে  
আমার চক্ষে জল আমে কেন দিদি?’

দাসী বালিকাকে পুনরায় চুপন ক-  
রিয়া বলিল,—‘তুমি যে আমাকে ভাল  
বাস।’

বালিকা। ‘আর তুই আমাকে  
ভাল বাসিস্?’

দাসী। ‘বাসি বৈ কি।’

বালিকা। ‘বরাবর ভাল বাসবি,  
কখনও আমাকে ভুলবি নি?’

দাসী। ‘না, আর তুমি, দিদি তুমি  
আমাকে ভাল বাসবে, কখনও ভুলিবে  
না?’

বালিকা। ‘না।’

দাসী। ‘হাঁ তুমি আমাকে একদিন  
ভুলবে।’

বালিকা। ‘কবে?’

দাসী। ‘যবে তোমার বর আ-  
সবে।’

বালিকা। ‘সে কবে?’

দাসী। ‘আর তুই একবৎসরের মধ্যেই

বালিকা। ‘না দিদি, তখনও কোথাও ভুলিব না, বরের চেয়ে তাকে অধিক ভাল বাসব। আর তুই দিদি,—তোর যখন বর আসবে তখন আমাকে ডুবুঝি?’

দাসীর চক্ষে পুনরায় জল আসিল, তাহা মোচন করিয়া একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া, ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল,—

‘না তখনও ভুলব না।’

বালিকা। ‘বরের চেয়ে আমাকে অধিক ভাল বাসবি?’

দাসী হাস্য করিয়া বলিল ‘সমান সমান।’

বালিকা। ‘তোর বর কেবে আসবে দিদি?’

দাসী। ‘ভগবান্ জানেন! ছাড়, রাত্রার বেলা হইয়াছে, আমি যাই।’ দাসী অন্ন প্রস্তুত করিতে গেল।

পাঠক বলা অনাবশ্যক যে, অনাথিনী সরস্বতীলা জগতে আর স্থান না পাইয়া একজন কৃষকের বাটীতে দাস্যব্রতী স্বীকার করিয়াছিলেন। কৃষকের কিছু সম্পত্তি ছিল, মহাজনি ছিল, নাম গোকর্ণনাথ। গোকর্ণের অন্তঃকরণ সরল ও স্নেহযুক্ত, নিরাশ্রয় ব্রাহ্মণকন্যাকে নিজের বাটীতে আশ্রয় দিতে স্বীকার করিলেন। গোকর্ণের গৃহিণীও স্বামীর পুণ্ড্র; নিরাশ্রয় ভ্রাতৃ ব্রাহ্মণকন্যাকে দেখিয়া অবধি নিজের কন্যার ন্যায় লালন পালন করিতেন। সর্বদাও রুতজ হইয়া গোকর্ণ ও তাঁহার স্ত্রীর ঘণ্টোচিত্র পূজাদর করিতেন, নিজে হই-

বেলা অন্ন প্রস্তুত করিতেন, বালিকার তদ্ব্যবধারণ করিতেন, স্নতরাং কৃষক ও কৃষক-পত্নীর কার্যের অনেক লাঘব হইল, তাঁহারও দিন দিন সরস্বতী উপর অধিক প্রসন্ন হইতে লাগিলেন।

রঘুনাথের অবর্তমানে যদি সরস্বতী কোথাও স্নেহের সম্ভাবনা থাকিত, তবে উদারস্বভাব গোকর্ণনাথ ও তাঁহার সরল গৃহিণীর বাটীতে থাকিয়া সরস্বতী পরম সুখ লাভ করিতে পারিতেন। গোকর্ণের বয়সক্রম ৪৫ বৎসর হইবে কিন্তু চিরকাল নিয়মিত পরিভ্রম করিতেন বলিয়া এখনও শরীর সুবদ্ধ ও বলিষ্ঠ। গোকর্ণের একটি পুত্র শিবজীর সৈনিক, বহুদিন অবধি বাটি ত্যাগ করিয়াছে; শেষে যে একটি কন্যা হইয়াছিল, পিতামাতা উভয়েই তাঁহাকে ভাল বাসিতেন। প্রাতঃকালে গোকর্ণ কৃষিকার্য্যে বা অন্য কার্য্যে বাহির হইয়া যাইতেন, সরস্বতী গৃহের সমস্ত কার্য্য নির্বাহ করিতেন। গৃহিণী অনেক সময় বলিতেন, ‘বাহু, তুমি ভ্রাতৃলোকের মেয়ে, একপা পরিভ্রম করিলে তোমার শরীর থাকিবে কেন? তোমার করিতে হইবে না, আমিই করিব।’ সরস্বতী সর্বদা উত্তর করিতেন, ‘মা, তুমি আমাকে যেরূপ যত্ন কর, তোমার কাজ করিতে পরিভ্রম হয় না, আমি জন্ম জন্ম তোমার সেবা করিব, তুমি আমাকে এইরূপ স্নেহ করিও।’ স্নেহধাক্কায় সরলস্বভাব বদ্ধ গৃহিণীর নরমে জল আসিত, কৃষক অন্ন গৃহিণী বলিতেন,

সরযু। বাছা তোর মত মেয়ে কখন  
দেখি নাই, তোমার মত আমাদের জাতির  
একটি মেয়ে পাই, তবে আমার ছেলের  
সঙ্গে বিবাহ দি।' পুত্র অনেক দিন  
গৃহ ত্যাগ করিয়াছে, সে কথা শ্রবণ  
করিয়া প্রাচীনা কণেক রোদন করি-  
তেন।

ত্রিপ্রহরের সময় যখন গৌকর্ণ ও তাঁ-  
হার গৃহিণী গৃহের দ্বার বন্ধ করিয়া বি-  
শ্রাম করিতেন, সরযু বালিকাকে ঘুম পা-  
ড়াইতেন, পরে দীপ্তি দীপ্তি স্নেহ গৃহের  
পার্শ্ববর্তী ক্ষুদ্র বিশাল একটি আত্মকান-  
নের তলে বসিয়া কখন বা হতা কাটি-  
তেন, অনেক ক্ষণ চিন্তামগ্ন থাকিতেন।  
বিশাল আত্মকাননের ছায়া অনেক দূর  
পর্যন্ত ব্যাপ্ত থাকিত, ত্রিপ্রহরের মূহ ব্যা-  
প্ত হইতে স্নান মগ্ন শব্দ আকর্ষণ ক-  
রিত, হুই একটি কাপোত বা ঘুঘু সেই ছা-  
য়ার ডালে উপবেশন করিয়া মৃদুস্বরে গীত  
গাইতে থাকিত, সেই স্নান শব্দ পাদ-  
পঙ্কজায় সরযু একাকিনী বসিয়া অনন্ত  
চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন। ছয় মাস অতীত  
হইয়াছে হৃদয়বল্লভ স্বাক্ষরসীমানে গিয়া-  
ছেন, রঘুনাথ কেবল আসিবেন, অনাথিনী  
কত দিন পথ চাহিয়া থাকিবেন? এত  
দিন কি সরযুকে স্মরণ আছে? হৃদ-  
কালে, বিজয়ের কালে কি একবার স্মরণ  
করেন যে, দূর মহারাষ্ট্র দেশে একজন  
অভাগিনী তাঁহার পথ চাহিয়া আছেন,  
তাঁহার আশ্রয় জীবনী ধারণ করিয়া আ-

সরযু। আর অনন্ত সৌন্দর্য, অনন্ত সুখ।  
নে মুখে রত হইয়া কি হৃদয়ের বালা-  
কালের প্রতিজ্ঞা ভুলিলেন?

তৎকর্ণ বিদায়ের কথা স্মরণ হইল,  
বিদায়ের সময় সরযুর হস্ত ধরিয়া রঘুনাথ  
যে স্নেহের কথা গুলি বলিয়াছিলেন  
তাহা স্মরণ হইল। না, রঘুনাথ দাসীকে  
ভুলিবেন না, তাঁহার প্রণয় অবিচলিত!  
কার্যাসিদ্ধ হইলেই আসিবেন।

ঐ রক্তের পক্ষীর মত সরযু যদি এক-  
বার পক্ষ পাায়, তাহা হইলে এই ক্ষণেই  
সেই দূর দিল্লীতে উড়িয়া যায়, যথায় হৃদ-  
য়েশ বসিয়া আছেন তথায় যায়, তাঁহার  
হৃদয়ে মস্তকখানি রাখিয়া সরযু একবার  
প্রাণতরে ক্রন্দন করে।

এই রূপ নানা চিন্তায় দিবস অতিবা-  
হিত হইত, বৈকালে পুনরায় গৃহকার্য ক-  
রিতেন, সায়াংকালে যখন গৌকর্ণ পরি-  
বারের মধ্যে বসিয়া পুত্রের কথা, যুদ্ধের  
কথা করিতেন, অবশেষে বতী সরযু বালি-  
কাকে কোড়ে লইয়া মনোনিবেশ করিয়া  
সেই কথা শুনিতেন।

এইরূপে এক মাস, দুই মাস অতিবা-  
হিত হইল। এক দিন সায়াংকালে গো-  
কর্ণনাথ গৃহিণীর নিকট বসিয়াছেন, এক  
প্রান্তে সরযু বালিকাকে কোড়ে করিয়া  
বসিয়া রহিয়াছেন, এরূপ সময়ে গৌকর্ণ  
বলিলেন,—

‘গৃহিণী, শান্ত হও, আজ সুসংবাদ  
আছে।’



মুহুরী। ‘আমি তোমার মুখে  
কুল চন্দ্রের পিতৃপুত্রের মত  
সংবাদ পাইয়াছি।’

গোক। ‘শীত্ৰই পাইব, পুত্র শিব-  
জীর সহিত দিল্লী গিয়াছিল,—অদ্য শুনি-  
লাম দুই বাদশাহের হস্ত হইতে পলাইয়া-  
ছেন, দেশে আসিতেছেন, আমাদের তী-  
মজী অবশ্য তাঁহার সঙ্গে আসিবেন।’

মুহুরী। ‘আজ্ঞা ভগবান্ তাহাই  
করুন, প্রায় একবৎসর হইল বাছাকে না  
দেখিয়া যে ঘন কি অবস্থায় আছে তাহা  
ভগবানই জানেন।’

গোক। ‘তীমজী অবশ্যই আসিবে,  
সে রঘুনাথজী হাবেলদারের অধীনে  
কার্য্য করিত, রঘুনাথজীর সম্বাদ পাই-  
য়াছি।’

সরযুর হৃদয় সূতা করিয়া উঠিল, উ-  
ষেগে শ্বাস রুদ্ধ করিয়া তিনি গোকর্ণের  
কথা শুনিতে লাগিলেন। গোকর্ণ বলিতে  
লাগিলেন,—

‘যে দিন রঘুনাথকে বিজোহী বলিয়া  
শিবজী দূর করিয়া দেন সে দিন পুত্র আ-  
মাদের কি বলিয়াছিল মনে আছে?’

মুহুরী। ‘আমি মেয়ে মানুষ আ-  
মার কি অত মনে থাকে?’

গোক। ‘পুত্র বলিয়াছিল ‘পিতা,  
রঘুনাথজী যদি বিজোহী হয়েন তাহা হ-  
ইলে আমি যেন কখনও খজা ধারণ ক-  
রিতে না পারি। আমি হাবেলদারকে  
চিনি, তাঁহার ন্যায় বীর শিবজীর বৈমন্যে

আমি নাই, কি ভয়ে পতিত হইয়া রাজা  
তাঁহার অবমাননা করিবেন,—পশ্চাৎ  
জানিবেন, তখন রঘুনাথের ভণ্ড জানিতে  
পারিবেন’ পুত্রের কথা এত দিনে সত্য  
হইল।’

সরযুর হৃদয় উল্লাসে উষেগে দ্রুত দ্রুত  
করিতে লাগিল, তিনি ঘন ঘন শ্বাস কে-  
লিতে লাগিলেন, তাঁহার মস্তক হইতে  
শ্বেদবিন্দু বহির্গত হইতে লাগিল। এ  
উষেগ অসহ্য।

গোকর্ণনাপ বলিতে লাগিলেন—

‘রঘুনাথজী ছদ্মবেশে রাজার সঙ্গে  
সঙ্গে দিল্লী গিয়াছিলেন, আপন কৌশলে  
রাজাকে উদ্ধার করিয়াছেন, আপন সম্পূর্ণ  
নির্দোষিতা প্রমাণ করিয়াছেন; শুনিয়াছি  
শিবজী মাস্তানয়নে আপন নোংবের ক্ষমা  
চাহিয়াছেন, রঘুনাথকে জাতি বলিয়া আ-  
লিঙ্গন করিয়াছেন, হাবেলদারের পদ হ-  
ইতে একেবারে ‘পাঁচ হাজারী’ করিয়া  
দিয়াছেন। সহরে অন্য কথা নাই, হাটে  
বাজারে অন্য কথা নাই, গ্রামে অন্য কথা  
নাই, কেবল রঘুনাথের বীরত্ব কথা শু-  
নিয়া সকলে জয় জয় নাদে গলাবান দি-  
তেছে।’

আনন্দে, উল্লাসে সরযুর হৃদয় একে-  
বারে উৎফিষ্ট হইয়া উঠিল,—রমণী আর  
সহ্য করিতে পারিলেন না, চীৎকার শব্দ  
করিয়া মুচ্ছিতা হইয়া ভূমিতে পতিত  
হইলেন।

## একত্রিংশ পরিচ্ছেদ ।

অন্ধ দর্শন ।

“বঁধু কি আর বলিব আমি ।

মরণে জীবনে, জননে জনমে, প্রাণনাথ  
হইও তুমি ॥

তোমার চরণে আমার পরাণে বাঁধিল  
প্রেমের ফাঁসি ।

সব সমাপিয়া এক মন লইয়া নিশ্চয় ছ-  
ইলাম দাসী ॥

ভাবিয়া দেখিলাম এ তিন ভুবনে আর  
কেহ মোর কাছে ।

দ্বাধা বলি কেহ অধাইতে নাই, দাঁড়াব  
কাহার কাছে ॥

একলে ওকলে গোকুলে দুকলে,  
আপনা বলিব কাহ্ন ।

শীতল বলিয়া শরণ লইলাম ও দুটি  
কমল পার ?”

চণ্ডীদাস ।

অনেক শুভ্রবার মরয়ু চেতনা প্রাপ্ত  
হইলেন, হৃদয়ে সহসা বেদনা পাইয়াছি-  
লেন বলিয়া গৌরব ও তাঁহার স্রোতে ডু-  
লাইলেন কিন্তু সেই অবধি উত্তরে মরয়ুর  
আহার নিষা নিয়মানুসারে হইত না, দিন  
গণিতেন, প্রহর গণিতেন, দণ্ড গণিতেন,  
সময়ে সময়ে পদ শব্দে চকিত হইতেন ।  
চিন্তায় ও অতিশয় উষ্মেগে শরীরে রো-  
গের সঞ্চার হইতে লাগিল ।

এক দিন, দুই দিন, মশ দিন, একমাস  
অতিবাহিত হইল, রঘুনাথ আসিলেন না ।

তখন মরয়ু আর লম্বা করিতে পারিলেন  
না ; চিন্তায় শরীর ক্রীণ হইয়াছে, মধ্যে  
মধ্যে শরীর জ্বালা করিত, মধ্যে মধ্যে  
মূচ্ছা যাইতেন ।

রঘুনাথ জীবিত আছেন মরয়ু তাহা  
জানিলেন, রঘুনাথ তবে আসেন না কেন?  
মরয়ুকে কি বিস্মৃত হইয়াছেন ! বজ্রাঘা-  
তের ন্যায় মরয়ুর হৃদয়ে এই ভীষণ চিন্তার  
আঘাত হইল ।

দিন দিন এই নূতন চিন্তা প্রবলতর  
হইতে লাগিল, অবশেষে মরয়ু স্থির বুঝি-  
লেন, বিজয়ী, গৌরবান্বিত রঘুনাথ অভা-  
গিনী দুঃখিনীকে আর চাহেন না । উঃ  
শেলসম এ চিন্তা প্রগল্ভীর হৃদয়কে ব্য-  
ধিত করে ! মরয়ুর গঞ্জে জগৎ অন্য  
শূন্য ! জীবন অদ্য অন্ধকারময় !

উদ্ভ্রাদিনী ভূমিতে লুটাইয়া বলিতেন  
—“হৃদয়েশ ! কেন বালাকালে অমিক  
কপায় বালিকার মন জুলাইয়াছিলে ?  
কেন বিদায়কালে অমধুর আশাবাক্যে অ-  
বলাকে বুঝাইয়াছিলে ? তুমি পুরুষ, অদ্য  
তোমার পদোন্নতির সহিত নব নব উ-  
দ্দেশ্য হইতেছে, নূতন উদ্যম, নূতন আশা  
উদয় হইতেছে—জগৎ প্রশস্ত, তোমার  
কার্য্যপাল্লার ও বিস্তীর্ণ ও অব্যাহিত । কিন্তু  
অভাগিনী নারীর কি আছে ? হৃদয়ে হৃ-  
দয়ে যে আশা তুমি স্থাপন করিয়াছ, অ-  
ভাগিনী সেই আশা এখনও চিন্তা করি-  
তেছে । যতুকাল অরধি সেই আশা স-  
ম্বতনে গোপন করিবে । বালিকার প্রেম

লইয়া যৌবনে একদিন খেলা করিয়া অ-  
চিরে সে কথা বিস্মৃত হইলে, বালিকা সে  
কথা বিস্মৃত হইতে পারে না; পুরুষের  
খেলা,—রমণীর মৃত্যু।

কখন বা বিপ্রহর রজনীতে শোকা-  
ন্তবাল্য ক্রন্দন করিয়া উঠিতেন, বলিতেন—

‘হা নাথ! জগত যখন আমাকে  
তাগ করিয়াছিল, লোকে যখন নিন্দা ক-  
রিয়াছিল, পিতা যখন তিরস্কার করিয়াছি-  
লেন, তখন আমি সহ্য করিয়াছিলাম।  
হৃদয়েশ্বর! শেষে কি তুমিও অভাগিনীকে  
তাগ করিলে? দুঃখিনী তোমার নিকট  
কি দোষে দোষী? তুমি আমার জন্য কষ্ট  
স্বীকার করিয়াছ। নাথ! আমি কি কষ্ট  
স্বীকার করি নাই? পিতা গালি দিয়া-  
ছেন, অন্য লোকে গন্দ বলিয়াছে, হৃদ-  
য়েশ! তোমার কথা স্মরণ করিয়া সকল  
সহ্য করিয়াছি। তোমার জন্য সংসার  
হারাইয়াছিলাম, জগৎ তুচ্ছ করিলাম, পি-  
তৃগৃহ ত্যাগ করিলাম, দেশে দেশে দাসী-  
বেশে ভিক্ষা করিয়াছি; এখন কি শেষ  
আশা ছিন্ন হইল! বিধাতা, তুমিও কি অ-  
ভাগিনীকে তাগ করিলে?’

পুনরায় বলিলেন, ‘বিধাতা যদি চি-  
রদুঃখিনী করিতেন, কায়িক পরিশ্রমে যদি  
জীবন ধারণ করিতে হইত, ভয়কূটরে যদি  
বাস করিতে হইত, ভিক্ষা করিয়া যদি  
দিন যাপন করিতে হইত, হৃদয়েশ! সরস্ব  
তোমাকে পাইলে এ সমস্ত উল্লাসে সহ্য  
করিত। পিতা দূর করিয়াছেন, মাতা বা-

ল্যাকালে তাগ করিয়াছেন, জনন্যথ,  
তাহা সহ্য করিয়াছি। লোকে আমাকে  
কলঙ্কিনী বলিয়াছে, জগতে নিন্দা করি-  
য়াছে, নাথ, তাহাও সহ্য করিয়াছি, তো-  
মার চিন্তা করিয়া সমস্ত সহ্য করিয়াছি,  
জগতে একপা কি আছে অভাগিনী তো-  
মার জন্য যাহা সহ্য করিতে না পারে?  
যোগ, শোক, পরিতাপ, বিধাতা যে  
কোন ক্রোশ এ দুঃখিনীকে দিতেন, নাথ!  
তোমাকে পাইলে সমস্ত সহ্য করিতে পা-  
রিতাম। কিন্তু সরস্বর জীবন এখন শূন্য।  
নাথ, চিরজীবী হও, তোমার যশ, তো-  
মার মান, তোমার ধনের সীমা থাকিবে  
না, অনেক দাসী পাইবে, কিন্তু সরস্বর  
ন্যায় কেহ ভোল বাসিতে পারিবে না!  
আমার আর অধিক দিন বাঁচিবার নাই,  
জগদীশ্বর তোমাকে সুখে রাখুন।’ নয়ন-  
জলে বালিকা শরীর আত্ম করিল। শেষে  
শান্ত হইয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলি-  
লেন—‘বাল্যকালে মাতাকে হারাইলাম,  
যৌবনে ধর্মপরাগণ পিতা হারাইলাম।  
নাথ! অন্য তুমিও অভাগিনীকে পাগে চৈ-  
লিলে। তোমাকে নিন্দা করি না, জীবিত  
থাকিতে সরস্ব যেন তোমার নিন্দা না  
করে। অন্য তুমি বড় লোক, অনেক  
ভাগ্যবতী তোমার পার্শ্বে বসিবে, অভা-  
গিনী সরস্বর বাল্যকালে মনে একদিন এ-  
কটি আশার উদয় হইয়াছিল, দুঃখিনী  
তাহা ত্যাগ করিয়াছে, অচীরে জীবন  
ত্যাগ করিবে।’

‘এই রূপ দিবানিশি চিন্তা করিতেন, আহা! নিজা ভাগ করিয়া ভূমিতে লুটাইতেন, অথবা উঠকোম্বরে রোদন করিয়া উঠিতেন।’

গোকর্ণ ও তাঁহার স্ত্রী অনেক শুষ্কাকারিতে লাগিলেন, কিন্তু সরসুর ক্ষমতা শাস্ত হইল না; তাঁহার ক্ষমতার কথাও কেহ জানিতে পারিল না। ক্ষমতায় অতিশয় বেদনা, প্রায় মর মাস হইতে এইরূপ পীড়া হইয়াছে, বেদনা আসিলে রোদন না করিয়া থাকিতে পারেন না, কেবল এইমাত্র সরসু বলিতেন। সরসু স্বভাব সুস্থিতির ভাষা বিশ্বাস করিতেন।

এক দিন সন্ধ্যার সময় সরসু নদীকূলে একাকিনী বসিয়া বহিয়াছেন, হস্তে গণ্ড-স্থল স্থাপন করিয়া চিন্তা করিতেছেন, এইরূপ সময়ে গোকর্ণের কন্যা আসিয়া ধীরে ধীরে সরসুর পাশে বসিয়া বলিল,—

‘দিদি! তোর মুখে বেদনা হইয়াছে তবে তুই অত ভাবিস কেন? ডাওলেই ও বেদনা হুজি হয়।’

সরসু। ‘না দিদি, ডাওলে বেদনা একটু কমে, সেই জন্য ভাবি।’

বালিকা। ‘তুই কি ভাবিস দিদি? তোর বরের কথা বুঝি ভাবিস?’

সরসু। নজল নয়নে ঈষৎ হাসিয়া বলিল ‘হাঁ বরের কথাই ভাবি।’

বালি। ‘বর কবে আসবে?’

সরসু। ‘বর আমাদের তুলিয়া গিয়াছে।’ সরসু মুখে হাস্য, চক্রে জলবিন্দু।

বালি। ‘তা কি হবে?’

সরসু। ‘তার একজন বর আমাদের বিবাহ করিবে।’

বালি। ‘সে কে দিদি?’

সরসু। ‘যম।’

বালি। ‘সে কে?’

সরসু। ‘আমার মত যাহাদের বরে তুলিয়া যায়, যম তাহাকে বিবাহ করে।’

বালি। ‘তাঁহার ত বড় দয়ার শরীর।’

সরসু। ‘অতিশয় দয়ার শরীর, আহা! কবে সে আমাদের নেবে?’

বালি। ‘সে তোকে বিবাহ করিলে তোর পীড়া আর থাকিবে না?’

সরসু। ‘না; সমস্ত কষ্ট নিবারণ হবে। হাজিগদীশ্বর!’

বালি। ‘সে কবে আসিবে?’

সরসু। ‘আজ রাতিতে!’

কণেক এইরূপ কথার পর বালিকা শয়ন করিতে গেল,—সরসু একাকিনী সেই নদীকূলে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিল।

রজনী জগতে গভীর অন্ধকার ঢালিতে লাগিল, আকাশে তারাগুলি মিট মিট করিতেছে, সমুখে নদী কুল কুল শব্দ করিয়া বহিয়া যাইতেছে। সরসু নদীর দিকে চাহিলেন, পাশ্বে হুজুবনের দিকে চাহিলেন। শেষে সেই নৈশ আকাশেরদিকে চাহিলেন। অনেকক্ষণ স্থিরনেত্র চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন,—

‘জীবিতনাথ! সরযুর লীলাখেলা শেষ  
হইল, সরযুকে বিদায় দাও! বালিকালে  
একদিন ঐ দেবমূর্তি দেখিয়া বালিকার মন  
বাঁকুল হইয়াছিল, এক্ষণে সরযুর হৃদয়  
শান্ত। শান্ত—কিন্তু সেই অবয়ব এখনও  
হৃদয় ধারণ করিতেছে, যতদিন সরযু জী-  
বিত থাকিবে সেই মূর্তি হৃদয়ে ধারণ ক-  
রিবে। রঘুনাথ! অভাগিনীর মৃত্যুর বি-  
লম্ব নাই, কিন্তু মৃত্যুর সময়ও ঐ দেবমূর্তি  
সরযু নয়নে দেখিতে থাকিবে, ঐ মধুময়  
কথাগুলি কর্ণে শুনিতে থাকিবে, তোমার  
মধুময় নাম উচ্চারণ করিবে, তোমার স্ন-  
ান্নর মুখচ্ছবি হৃদয়ে স্মরণ করিবে! বাল্য-  
কালে যে আশা দিয়াছিলে, তাহা যদি  
সফল হইত, জীবিতেশ্বর! দাসী তোমার  
সেবার জট করিত না, দাসী বিশ্বাসঘা-  
তিনী হইত না। কিন্তু সে কথায় কার্য  
নাই, সে আশা দূর করিয়াছি, মৃত্যুর প্রা-  
কালে জগদীশ্বরের নিকট সরযুর প্রার্থনা  
যেন তুমি চিরজীবী হও, যেন জগদীশ্বর  
তোমাকে চিরস্থখে রাখেন। আর সর-  
যুর হৃদয়ে খেদ নাই। জীবিতনাথ! স-  
রযুকে বিদায় দাও, যদি কষ্ট না হয়,  
তোমার মুখচ্ছবি হৃদয়ে ধারণ করিয়া যে  
জীবন রিস্মিত করিয়াছে, কখন কখন সে  
অভাগিনীকে স্মরণ করিও।’

অভাগিনী নয়ন মুদিত করিলেন; অ-  
নেকক্ষণ সেই দেবনির্মিত পুরুষের রূপ  
চিন্তা করিতে লাগিলেন। আহা! সেই  
মধুময় কথ্যাগুলি যেন একদা সরযু তমি-

তেছেন ‘সরযু! সরযু! আমি তোমার  
রঘুনাথ!’

নয়ন উদ্বীলিত করিলেন,—সহসা তা-  
র কালোকে সেই দীর্ঘাকার বীরপুরুষকে  
দর্শ্যমান দেখিলেন;—বাহুধর সরযুর  
দিকে প্রসারিত, চক্ষুধর অশ্রুপূর্ণ!

এ কি যৌগীর স্বপ্ন মাত্র? বিধাতা!  
এ বিড়ম্বনা কি জন্য? সরযু নয়ন পুন-  
রায় মুদিত করিলেন।

এ স্বপ্ন নহে, এ বিড়ম্বনা নহে! স-  
রযু পুনরায় চাহিলেন, কি দেখিলেন?

দেখিলেন হৃদয়নাথ অভাগিনীকে হৃ-  
দয়ে ধারণ করিয়াছেন, উঃ! সরযুর তপ্ত-  
হৃদয় সেই প্রশান্ত হৃদয়ে শীতল হইল,  
সরযুর ঘনস্থানের সহিত রঘুনাথের নি-  
শ্বাস মিশ্রিত হইল সরযুর কম্পিত গুঠবর  
রঘুনাথের গুঠ স্পর্শ করিল!

উঃ! সে স্পর্শে বালিকা শিহরিয়া উঠিল,  
বালিকা সংজ্ঞাশূন্য! একি প্রকৃত না স্বপ্ন?  
আনন্দভরে বায়ুতাড়িত পত্রের ন্যায় কাঁ-  
পিতে কাঁপিতে সরযু মনে মনে বলিলেন  
‘জগদীশ্বর! এ যদি স্বপ্ন হয়, যেন এ স্বপ্ন  
নিজা হইতে কখনও না জাগরিত হই!’

দ্বাত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

জীবন বিক্রাণ।

হাসিয়া বলেন ভীষ্ম শুনহ রাজন।

যথা ধর্ম তথা জয় অবশ্য ঘটন।

ধর্ম অতুমারে জয় দৈবর বচন।

কাশীরাম দাস।

মহারাজ্রদেশে মহাসমারোহ আরম্ভ হইল। শিবজী প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন, পুনরাগত আরংজীবের সহিত যুদ্ধ করিবেন, স্বেচ্ছা-দিগকে দেশ হইতে দূর করিয়া দিবেন, হিন্দুরাজ্য সংস্থাপন করিবেন। নগরে প্রাণে পথে ঘাটে এই জনরব হইতে লাগিল।

এদিকে রাজা জয়সিংহ বিজয়পুর নগর আক্রমণ করিয়াও সে স্থান হস্তগত করিতে পারিলেন না। তিনি বার বার দিল্লীর সম্রাটের নিকট সহায়তার জন্য যে আবেদন করিয়াছিলেন তাহাও বিফল হইল, অবশেষে তিনি স্পষ্ট বুঝিলেন, যে তাঁহার সৈন্য সমেত বিনাশ স্ত্রি আরংজীবের অন্য কোনও উদ্দেশ্য নাই। তখন বিজয়পুর ত্যাগ করিয়া আরঙ্গাবাদের দিকে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

শেষ পর্য্যন্ত আরংজীবের বিশ্বস্ত অনুচরের ন্যায় কার্য্য করিলেন। আরংজীব তাঁহার প্রতি এরূপ অভ্যস্ত আচরণ করিয়াছেন বলিয়া মুহর্ত্তের জন্যও সম্রাটের কার্য্যে উদাস্য প্রকাশ করিলেন না। বরং নিশ্চয় দেখিলেন মহারাজ্র দেশ ত্যাগ করিয়া যাঁহাতে হইবে তখন পর্য্যন্ত যতদূর সাধ্য সম্রাটের ক্ষমতা রক্ষার চেষ্টা করিলেন। লোহাগড়, সিংহগড় পুরন্দর প্রভৃতি স্থানে, সম্রাটের সেনা সন্নিবেশিত করিলেন, তন্মধ্যে যে যে দুর্গ অধিকারে রাখিবার সম্ভাবনা ছিল না, সে সমস্ত একেবারে চূর্ণ করিয়া দিলেন যেন শত্রুর বাহ্যার করিতে না পারে।

কিন্তু এ জগতে এরূপ বিশ্বস্ত কার্য্যের পুরস্কার নাই; জয়সিংহ অকৃতকার্য্য হইয়াছেন শুনিয়া আরংজীব যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইলেন, আরও অবমানিত করিবার জন্য তাঁহাকে দক্ষিণ দেশের সেনাপতিত্ব হইতে অপসৃত করিয়া দিল্লীতে ‘তলব’ করিলেন, যশোবন্ত সিংহকে তাঁহার স্থলে পাঠাইয়া দিলেন।

যুদ্ধ সেনাপতি আজীবন সাধ্যমতে দিল্লীর কার্য্যসাধন করিয়াছিলেন; শেষ দশায় এ অবমাননায় তাঁহার মহৎ অন্তঃকরণ বিদীর্ণ হইল, তিনি পথেই মৃত্যুশয্যা শরিত হইলেন।

অবমানিত, পীড়িত, যুদ্ধ জয়সিংহ মৃত্যুশয্যা শরিত রহিয়াছেন, এরূপ সময় একজন দূত সংবাদ দিলেন—

‘মহারাজ! একজন মহারাজ্র সেনানী আপনার দর্শনাভিলাষী। তিনি বলিলেন যে তিনি আপনার চরণোপাঙ্গে বলিয়া এক দিন উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, আর এক দিন উপদেশ পাইবার আশা প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই উপদেশ গ্রহণ করিতে আসিয়াছেন।’

রাজা উত্তর করিলেন—

‘সম্মানপূর্ব্বক লইয়া আসুন। তিনি দিল্লীর শত্রু কিন্তু দূতরূপে আসিতেছেন, আমি তাঁহাকে নির্ভর দিতেছি, রাজপুত্রের বাক্যের অন্যথা হয় না।’

কণেক পর একজন মহারাজ্র ছদ্মবেশে সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন।

রাজা তাঁহার দিকে না চাহিয়াই বলিলেন—

‘মুহুর শিবজী! মৃত্যুর পূর্বে আর একবার দেখা হইল, চরিতার্থ হইলাম। উঠিয়া অভ্যর্থনা করিবার ক্ষমতা নাই, দোষ গ্রহণ করিবেন না, আসন গ্রহণ ককন।’

সকলনয়নে শিবজী বলিলেন, ‘পিতা! যখন শেষ আপনার নিকট বিদায় লইয়াছিলাম তখন আপনাকে এত শীঘ্র প্রকৃত অবস্থায় দেখিব কখন মনে করি নাই।’

জয়। ‘রাজন! মনুবাদেহ কণভঙ্গুর, ইহাতে বিস্ময় কি।’ কণেক পর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন ‘শিবজী, আমায় শেষ যখন সাক্ষাৎ হইয়াছিল, আমার মোগল সাম্রাজ্যের গৌরব দেখিয়াছিলাম; এখন কি দেখিতেছ?’,

শিব। ‘মহারাজ সেই সাম্রাজ্যের প্রধান স্তম্ভ অরূপ ছিলেন, আপনাকে যখন এ অবস্থায় দেখিতেছি, তখন মোগল সাম্রাজ্যের আর আশা নাই।’

জয়। ‘বৎস! তাহা নহে। রাজস্থানভূমি বীরপ্রসবিনী, জয়সিংহ মরিলে অজ্ঞ জয়সিংহ হইবে, জয়সিংহের ন্যায় সহজ যোদ্ধা এখনও বর্তমান আছেন। মাদৃশ একজন লোকের মৃত্যুতে সাম্রাজ্যের ক্ষতি হুজি নাই।’

শিব। ‘আপনার অমূল্য অপেক্ষা সাম্রাজ্যের অধিক কি অধিক হইতে পারে?’

জয়। ‘শিবজী! একজন যোদ্ধা যাইলে অন্য যোদ্ধা হয়, কিন্তু পাতকে যে ক্ষয়সাধন করে, তাহার পুনঃসংস্কার হয় না। আমি পূর্বেই বলিয়াছিলাম যথায় পাপ ও কপটাচারিতা, তথায় অবনতি ও মৃত্যু। এক্ষণে প্রত্যক্ষ তাহা অবলোকন ককন।’

শিব। ‘নিবেদন ককন।’

জয়। ‘যখন আপনাকে আমি দিল্লী পাঠাইয়াছিলাম তখন আপনার হৃদয়ও দিল্লীশ্বরের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল; আপনার স্থির সংকল্প ছিল, দিল্লীশ্বর যত দিন আপনাকে বিশ্বাস করিবেন, আপনি তত দিন বিশ্বাসঘাতকতা করিবেন না। আপনার প্রতি সদাচরণ কবিলে সম্রাটের দক্ষিণ দেশে একজন পরাক্রান্ত বজ্রধাকিত, কপটাচরণ বশতঃ সেই স্থানে একজন হৃদয়মণী শত্রু হইয়াছেন।’

শিব। ‘মহারাজ! আপনার বুদ্ধি অসাধারণ ও বহুদূরদর্শী, জগতে লম্বাখঁই জয়সিংহকে বিজ্ঞ বলিয়া জানে।’

জয়। ‘আরও অবগ ককন। আমি আরজীবের পিতার সময় হইতে দিল্লীর কার্য করিয়াছি। বিপদে, যুদ্ধসময়ে, যত দূর সাধ্য, দিল্লীশ্বরের উপকার করিয়াছি। স্বজাতি, বিজাতি বিবেচনা করি নাই, আত্মপর বিবেচনা করি নাই, বাহ্যিক কার্যে ব্যস্ত হইয়াছি জীবন পণ করিয়া তাঁহার কার্যসাধন করিয়াছি। বহুকালে সম্রাট আমার প্রতি প্রথমে অসদাচরণ করিলেন,



পরে অবমাননা করিলেন। সে জন্য আশ্রমের কার্যে বৈলক্ষ্য্য নাই, আমি যে সমস্ত সৈন্য প্রধান প্রধান দুর্গে রাখিয়া যাইলাম, শিবজী, তাহার বিনা যুদ্ধে আপনাকে দুর্গ হস্তগত করিতে দিবে না। কিন্তু এ আচরণে আরংজীব অসহ্য ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন। অমরাধিপেরা দিল্লীশ্বরের চিরবিশ্বস্ত অনুচর ও সহায়, অমরের ভবিষ্যৎ রাজগণ দিল্লীর প্রধান শত্রু হইবে।’

ক্রোধে শিবজীর নয়ন জ্বলিতে লাগিল, মহাত্মা জয়সিংহ সে ক্রোধ নিবারণ করিয়া ধীরে ধীরে বসিতে লাগিলেন—

‘হুইটি উদাহরণ দিলাম, মহারাষ্ট্র দেশের ও অমর দেশের। সমস্ত ভারতবর্ষে এইরূপ শিবজী! আরংজীব সমস্ত ভারতবর্ষে বিশ্বস্ত অনুচরের অবমাননা করিতেছেন, মিত্রদিগকে শত্রু করিতেছেন, বারাগসী মন্দির বিনষ্ট করিয়া তথায় মসজিদ নির্মাণ করিয়াছেন, রাজস্থানে, গুজরদেশে হিন্দুদিগের অবমাননা করিতেছেন, হিন্দুদিগের উপর জিজিয়া করদাপন করিতেছেন।’ ক্ষণেক পরে নয়ন মুদিত করিয়া অতি গভীর স্বরে পুনরায় কহিতে লাগিলেন—যেন মৃত্যুশয্যায়া মহাত্মার দিবা চক্ষু উদ্বীলিত হইল, সেই চক্ষুতে ভবিষ্যৎ দেখিয়াই যেন রাজর্ষি কহিতে লাগিলেন,—‘শিবজী! আমি দেখিতেছি যে, এই কপটাচারিতায় চারি দিকে শুকানল প্রজ্জ্বলিত হইল, রাজস্থানে অনল প্রজ্জ্ব-

লিত হইল, মহারাষ্ট্রে অনল জ্বলিল, পূর্ব দিকে অনল জ্বলিল। আরংজীব বিবশতি বৎসর যত্ন করিয়া সে অনল নির্বাক করিতে পারিলেন না; তাহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, তাহার অসামান্য কৌশল, তাহার অসাধারণ সাহস ব্যর্থ হইল; রক্ত বয়সে পঞ্চাৎ তাপ করিয়া দিল্লীশ্বর প্রাণত্যাগ করিলেন। অনল আরও প্রবলবেগে জ্বলিতেছে, চারিদিক হইতে ধূধু শব্দে জ্বলিতেছে, সেই অনলে মোগল সাম্রাজ্য দগ্ধ হইয়া গেল। তাহার পর? তাহার পর? মহারাষ্ট্র জাতির নক্ষত্র উন্নতিশীল, মহারাষ্ট্রীয়গণ! অগাসর হও, দিল্লীর শূন্য সিংহাসনে উপবেশন কর।’

রাজার বচন রোধ হইল। ক্রিয়াকর্মের পাশ্বে ছিলেন তাহার নান্য কর্মদিগিলেন, কিন্তু জয়সিংহ অনেকক্ষণ অজ্ঞান অবস্থায় রহিলেন।

অনেকক্ষণ পর মৃদুস্বরে বলিলেন, ‘কপটাচারী আপনাকেই শাস্তিদান করে, মতামেব জয়তি।’

শাস রোধ হইল, শরীর হইতে প্রাণ নির্গত হইল।

শিবজী বালিকার ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন; মৃত জয়সিংহের পদদ্বয়ে মস্তক রাখিয়া অজ্ঞান অশ্রুপূর্ণ করিতে লাগিলেন।

প্রভাতের পরিচ্ছেদ ।

জীবন প্রভাত ।



‘মহুর্জর আছ বত, সাজ শীত করি  
চতুরঙ্গে । রণরঙ্গে তুলিব এ জ্বালা—  
এ বিষম জ্বালা যদি পারি রে তুলিতে ।  
মধুসূদন দত্ত ।

রজনী এক প্রহর মাত্র আছে এরূপ  
সময়ে শিবজী রাজপুতশিবিরে তাগ করি-  
লেন । বাহিরে আসিয়া একজন বৃদ্ধ ভ্রা-  
তাকে দেখিতে পাইলেন, চিনিলেন তিনি  
রাজা জয়সিংহের প্রধান মন্ত্রী ।

মন্ত্রী বলিলেন, ‘রাজন্ ! মহারাজা  
জয়সিংহ আমাকে আদেশ করিয়াছিলেন,  
যে তারার মৃত্যুর পর আপনার হস্তে এই  
কাগজ দিব । এত দিন এ সমস্ত  
সম্বন্ধে রাখিয়াছিলাম, আপনি একে  
গ্রহণ করুন ।

শিবজী সে সময়ে অতিশয় শোকাব্ত  
ছিলেন ; কোন উত্তর না করিয়া সেট  
কাগজ লইয়া নিজ শিবিরে প্রত্যাগমন  
করিলেন ।

প্রাতঃকালের পূর্বেই প্রধান প্রধান  
সেনানী ও অমাত্যদিগকে একত্র করি-  
লেন । কণেক পরামর্শ করিলেন, পরে  
শিবিরের ভিতরে আসিয়া আপনাদের সমস্ত  
সৈন্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

‘মহাশয় ! আজ একবারের হইল আ-  
মরা আরজীবেদের সহিত যুদ্ধস্থাপন করি-  
রাছিলাম ; আরজীবেদের নিজের দোষে

ও কপটাচারিতায় সে সন্ধি স্বতন্ত্র হই-  
য়াছে ; অন্য আমরা সে কপট আচরণের  
পরিশোধ করিব,—যুগলমানদিগের স-  
হিত পুনরায় যুদ্ধ করিব ।

‘যিনি আরজীবেদের প্রধান সেনাপতি  
ছিলেন, ঈশানীদেবী দ্বাধার সহিত যুদ্ধ  
নিষেধ করিয়াছিলেন ; দ্বাধার নিকট শি-  
বজী বিনা যুদ্ধে পরাস্ত হইয়াছিলেন ;  
অন্য নিশীথে সেই মহাত্মা রাজা জয়সিংহ  
আরজীবেদের অসদাচরণে ভয়ভেতা হইয়া  
প্রাণ বিসর্জন করিয়াছেন । সৈন্যগণ !  
দিল্লীতে আমার কারাবন্দোদ, হিন্দুগণের  
জয়সিংহের মৃত্যু, এ সমস্ত একেণে আমরা  
পরিশোধ করিব ।

‘চারিদিকে চাহিয়া দেখ, চারিদিকে  
হিন্দুর অবমাননা,—হিন্দুদের অবমাননা  
দেবালয়ের অবমাননা ! হিন্দুগণ, অন্য  
আমরা এ অবমাননা দূর করিব ; এশোক,  
এ অধুমাননার যদি পরিশোধ থাকে,  
বীরগণ ! রণরঙ্গে আমরা ইহার পরিশোধ  
করিব ।

‘মৃত্যুশয্যায় রাজা জয়সিংহের’ নি-  
বৃত্তক-উল্লীলিত হইয়াছিল, তিনি দেখি-  
লেন মোগলদিগের ভাগ্যানুকূল অবনতি-  
শীল,—মহারাজদিগের ভাগ্যানুকূল উ-  
ন্নতিশীল,—দিল্লীর সিংহাসন দ্বারায় শূন্য  
হইবে, বজ্রগণ অগ্রসর হও, যুদ্ধিষ্ঠির ও  
পৃথুরায়ের সিংহাসন আমরা অধিকার  
করিব ।

‘পূর্বদিকে রক্তিমাকৃষ্ণ দেখিতে

হচ্ছে, ও প্রভাতের রক্তিমালচ্ছটা। কিন্তু  
ও আমাদের পক্ষে সামান্য প্রভাত  
নহে; মহাচাঁদ্রিগণ! হিন্দুগণ! অন্য আ-  
মাদের **জীবনপ্রভাত!**"

সমস্ত সেনানী ও সৈন্যগণ এই মহৎ  
বাণী শুনিয়া গর্জিয়া উঠিল, 'অন্য আ-  
মাদের **জীবনপ্রভাত!**'

চতুঃশ্লোক পরিচ্ছেদ।

বিচার।

'পাতকের প্রাচীনে উঠিল উচিত।'  
কাশিরাম দাস।

সেই দিবস সন্ধ্যার সময় রঘুনাথ এ-  
কাকী নদীতীরে পদচারণা করিতেছিলেন;  
আপনার পদোন্নতি, সরস্বতী সহিত পুন-  
র্মিলন, মুসলমানদিগের সহিত পুনরায়  
যুদ্ধ, হিন্দুদিগের ভাবী স্বাধীনতা, এইরূপ  
নব বিষয়ের চিন্তায় তাঁহার হৃদয় উৎফুল্ল  
হইতেছিল। সহসা পশ্চাৎ হইতে এক-  
জন ডাকিলেন—

'রঘুনাথ!'

রঘুনাথ পশ্চাৎদিকে চাহিয়া দেখি-  
লেন চন্দ্রাও জুমলাদার! রোষে তাঁহার  
শরীর কাঁপিতেছিল, কিন্তু কেশানীমন্দিরের  
প্রতিজ্ঞা তিনি বিন্মিত করেন নাই।

চন্দ্রাও বলিলেন, 'রঘুনাথ! এক-  
গতে তোমার ও আমার উভয়ের হৃদয়  
নাই, একজন মরিয়া।'

রঘুনাথ রোষ সত্ত্বেও কঠিনা বীরত্বেরে  
বলিলেন, 'চন্দ্রাও! রূপটাচারী, মিত্র-  
হতা চন্দ্রাও! তোমার উপযুক্ত শাস্তি  
শিরশ্ছেদন, কিন্তু রঘুনাথ তোমাকে ক্ষমা  
করিলেন,—জগদীশ্বরের নিকট ক্ষমা প্রা-  
র্থনা কর।'

চন্দ্রাও। 'বালকের ক্ষমা গ্রহণ করা  
আমার অভ্যাস নাই। তোমার আর অ-  
দিক জীবিত থাকিবার সময় নাই, মন  
দিয়া আমার কথা শুন।

'জয় অবধি তুমি আমার পরম শত্রু  
আমি তোমার পরম শত্রু। বাল্যকালে  
তোমাকে আমি দিবাচক্রেতে দেখিতাম,  
সহস্রবার প্রস্তরের উপর তোমার ম-  
স্তক আঘাত করিবার মনো-  
ভেদ হইয়াছে। তাহা করি নাই, কিন্তু তো-  
মার বিষয় নাশ করিয়াছি, তোমাকে হে-  
মতাগী করিয়াছি, তোমাকে বিজোহী  
বলিয়া অবমানিত ও দূরীকৃত করিয়াছি।  
চন্দ্রাওয়ের তীব্র জিহাংসা তাহাতে  
কিয়ৎপরিমাণে শান্ত হইয়াছিল।

'তোমার ভাগ্য মন্দ, পুনরায় উন্নত  
পদ লাভ করিয়া সৈন্যমাধ্যে আসিয়াছ।  
চন্দ্রাওয়ের হ্রি প্রজ্ঞা জীবনে কখনও  
নিষ্ফল হয় নাই, এখনও হইবে না। অন্য  
উপায় ভাগ করিলাম, এই সুসিদ্ধার  
তোমার হৃদয় বিদ্ধ করিয়া তোমার পোষিত  
পান করিয়া এ কীমত প্রাপ্য হইয়া  
করিব। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তোমার হৃদয়  
রক্ষা নাই।'

রোষে রঘুনাথের নরন অধিবৎ জ্বলিত-  
তেছিল, কল্মাশের বনিলেন ‘পামর !  
সমুখ হইতে দূর হ, নচেৎ আমি পবিত্র  
প্রতিজ্ঞা বিশ্বৃত হইব, সহসা তোমার পাপের  
দণ্ড দিব।’

চন্দ্র। ‘ভীক ! এখনও যুদ্ধে পরা-  
জুখ, তবে আরও শোন্। উজ্জয়িনীর যুদ্ধে  
যে তীরে তোর পিতার হৃদয় বিদীর্ণ হই-  
য়াছিল সে শত্রুনিষ্কিপ্ত নহে, চন্দ্রাও  
তোর পিতৃহন্তা।’

রঘুনাথ আর নরনে কিছু দেখিতে পা-  
ইলেন না, কর্ণেশ্বনিতে পাইলেন না, রোষে  
অসি নিক্ষেপিত করিয়া চন্দ্রাওকে আ-  
ক্রমণ করিলেন। চন্দ্রাও ও ক্ষীণহস্তে  
অসি ধারণ করেন নাই, অনেকক্ষণ যুদ্ধ  
হইল, উভয়ের অসিতে উভয়ের শরীর ক্ষ-  
তবিক্ষত হইয়া গেল, বর্ষার ধারার স্তায়  
উভয়ের শরীর দিয়া রক্ত বহিতে লাগিল।  
চন্দ্রাও বলে হান নহেন, কিন্তু রঘুনাথ  
দিল্লীতে চমৎকার অসিযুদ্ধ শিক্ষা করিয়া-  
ছিলেন, অনেকক্ষণ যুদ্ধের পর চন্দ্রাওকে  
পরাস্ত করিলেন, তাঁহাকে ভূমিতে পা-  
তিত করিয়া তাঁহার বক্ষঃস্থলে জামু স্থা-  
পিত করিলেন ; বলিলেন—

‘পামর ! অদ্য তোর পাপরাশির শেষ  
হইল, পিতা ! আপনার মৃত্যুর পরিশোধ  
হইল।’

মৃত্যুর সময়েও চন্দ্রাও নির্ভীক ; বি-  
জয়ী হামা হাসিয়া বলিলেন, ‘আর তোর  
করী বিধবা হইল, সে চিন্তা করিয়া মুখে

প্রাণ বিসর্জন করিব।’ পরমায় হাদী ক-  
রিয়া উঠিলেন।

বিদ্রোহের ন্যায় সমস্ত কথা তখন রঘু-  
নাথের মনে উপলব্ধি হইল। এই জন্য  
লক্ষ্মী আমীর নাম করেন নাই, এই জন্য  
চন্দ্রাওয়ের অনিকে না হয়, প্রার্থনা করি-  
য়াছিলেন। পিতৃহন্তা রক্তপিপাচ চন্দ্রাও  
বলপূর্বক প্রাণের লক্ষ্মীকে বিবাহ করি-  
য়াছে। রোষে রঘুনাথের নরন দিয়া অসি  
বহির্গত হইতে লাগিল ; দস্ত কড়মড় ক-  
রিল ; কিন্তু তাঁহার উন্নত অসি চন্দ্রাও-  
য়ের হৃদয়ে স্থাপিত হইল না ; তিনি ধীরে  
ধীরে চন্দ্রাওকে ছাড়িয়া দিয়া দণ্ডায়মান  
হইলেন।

কল্মাশের কহিলেন ‘পিপাচ !  
তোর পাপ জগদীশ্বর বিচার করুন, রঘু-  
নাথ তোর দণ্ড দিতে অক্ষম !

‘দোষের, বিদ্রোহিতার দণ্ড দিতে  
অক্ষম নহি, বলিয়া পশ্চাৎ হইতে এক-  
জন লোক নিকটে আসিলেন, রঘুনাথ  
চাহিয়া দেখিলেন শিবজী !

শিবজী ইঙ্গিত করিতে অন্তরাল হইতে  
চারিজন সৈনিক আসিল, চন্দ্রাওয়ের হস্ত  
বদ্ধ করিয়া তাহাকে বন্দীস্বরূপ লইয়া গেল।

পর দিন প্রাতে চন্দ্রাওয়ের বিচার।  
রঘুনাথের পিতাকে হনন করিয়াছিলেন,  
সে দোষের বিচার নহে ; রঘুনাথকে কল্যা-  
নন্যায় আক্রমণ করিয়াছিলেন, সে দো-  
ষের বিচার নহে ; কল্মাশের দুর্গ আক্রম-  
ণের পূর্বে শত্রু হস্তে পড়িয়াছে, সে

করিয়াছিলেন, পরে সে দোবে তখন থেকে  
শ্রমী প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি-  
লেন, অন্য তাহারই বিচার।

পূর্বে বলি হইয়াছে—আক্ষিপণ সে-  
নাপতি রহমৎখাঁ কত্মগুলে বন্দী হইলে  
পর শিবজী তাঁহাকে ভ্রাতার পূর্বক ছা-  
ড়িয়া দিয়াছিলেন, রহমৎখাঁও স্বাধীনতা  
প্রাপ্ত হইয়া আপন প্রভু বিজয়পুরের সুল-  
তানের নিকট গমন করিয়াছিলেন। জয়-  
সিংহ যখন বিজয়পুর আক্রমণ করেন ত-  
খন রহমৎখাঁ আপন নৈসর্গিক সাহসের  
সহিত যুদ্ধ করেন, একটি যুদ্ধে অতিশয়  
আহত হইয়া জয়সিংহের বন্দী হয়েন।  
জয়সিংহ তাঁহাকে আপন শিবিরে আনা-  
ইয়া অনেক যত্ন ও শুশ্রূষা করাইয়াছিলেন,  
কিন্তু সে যোগ্য আরাম হইল না, তাহা-  
তেই রহমৎখাঁর মৃত্যু হয়।

মৃত্যুর পূর্বদিন জয়সিংহ রহমৎখাঁকে  
জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘খাঁ সাহেব! আপ-  
নার আর অধিক পরমাত্ম নাই, আমার স-  
মস্ত যত্ন ও চিকিৎসা বুঝা হইল। এক্ষণে  
যদি আপনার কোন আপত্তি না থাকে  
তবে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি।’

রহমৎখাঁ বলিলেন—‘আমার মর-  
ণের জন্য আক্ষেপ নাই, কিন্তু শত্রু হইয়া  
আমার প্রতি যেরূপ সদাচরণ করিয়াছেন  
তাহার পরিশোধ করিতে পারিলাম না  
এই আক্ষেপ রহিল। কি জিজ্ঞাসা ক-  
রিবেন কখন, আপনার নিকট আমার  
অবস্তুব্য কিছুই নাই।’

রাজা জয়সিংহ বলিলেন, ‘কত্মগুল  
আক্রমণের পূর্বে একজন শিবজীর সে-  
নানী আপনাকে সংবাদ দিয়াছিল; সে  
কে আমরা জানি না, আমার বোধ হইল  
একজন অন্যায় দণ্ডিত হইয়াছে।’

রহমৎ। ‘আমি জীবিত থাকিতে  
সে নাম প্রকাশ করিব না প্রতিজ্ঞা করি-  
য়াছিলাম। রাকপুত! আপনার ভ্রাতা-  
চরণে আমি অতিশয় সম্মানিত হইয়াছি  
কিন্তু পাঠানপ্রতিজ্ঞা ভঞ্জন করিতে অ-  
শক্তি।’

জয়সিংহ ক্ষণেক চিন্তা করিয়া বলি-  
লেন, ‘যোদ্ধা! আপনার প্রতিজ্ঞা ভঞ্-  
করিতে আমি বলিতেছি না, কিন্তু যদি  
কোনও নিদর্শন থাকে তাহা আমাকে  
দিতে আপত্তি আছে?’

রহমৎ। ‘প্রতিজ্ঞা কখন সে নিদ-  
র্শন আমার মৃত্যুর পূর্বে পাঠ করিবেন  
না।’

জয়সিংহ তাহাই প্রতিজ্ঞা করিলেন;  
তখন রহমৎখাঁ তাঁহাকে কতকগুলি কা-  
গজ দিলেন।

রহমৎখাঁর মৃত্যুর পরে রাজা জয়সিংহ  
সেই সমস্ত পত্রাদি পাঠ করিয়া দেখিলেন,  
বিজোহী চন্দ্রাও।

চন্দ্রাও রহমৎখাঁকে প্রহস্ত লিখিত  
পত্র পাঠাইয়াছিলেন, তাহা রাজা প-  
ড়িলেন, সে সমস্তে অন্যান্য বোঝে কাগজ  
ছিল তাহাও পাঠ করিলেন, চন্দ্রাও পত্র  
চানদিগের নিকট যে পারিতোষিক পা-

শিবজীকে অস্বীকার করিয়া পর্যাণ্ড রাজা জয়সিংহকে বন্দী করিলেন।

জয়সিংহের মৃত্যুর দিনে তাঁহার মন্ত্রী সেই সমস্ত কাগজ শিবজীকে দিয়াছিলেন।

বিচার কার্যে অধিক সময় আবশ্যক হইল না। শিবজীর চিরবিধ্বস্ত মন্ত্রী রঘুনাথ নারায়ণাজী একে একে সেই পত্রগুলি পাঠ করিতে লাগিলেন, যখন পাঠ সমাপ্ত হইল তখন রোষে সমস্ত সেনানীগণ গর্জন করিয়া উঠিলেন। চন্দ্ররাত্ত্রি বিজোহী, স্বয়ং শত্রুদিগকে সংবাদ দিয়া পারিতোষিক গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই দোষে নির্দোষী নিকলঙ্ক বীর রঘুনাথের প্রাণদণ্ডের প্রায়শ্চা পাইয়াছিলেন একথা সকলে জানিতে পারিয়া রোষে তরকার করিয়া উঠিলেন।

তখন শিবজী বলিলেন—‘পাপাচারী বিজোহী তোর মৃত্যু সন্নিকট, তুমি কিছু বলিবার আছে।’

মৃত্যুর সময়ও চন্দ্ররাত্ত্রি নির্ভীক, তাঁহার দুর্দমনীয় দর্প ও অভিমান এখনও পূর্ণবৎ। বলিলেন—

‘আমি আর কি বলিব? আপনার বিচার ক্ষমতা প্রসিদ্ধ। এক দিন এই দোষে রঘুনাথকে দণ্ড দিয়াছিলেন, আদ্য আমাকে দণ্ড দিতেছেন, আমার মৃত্যুর পর আর এক দিন আর এক জনকে দণ্ড দিবেন, তখন জানিবেন চন্দ্ররাত্ত্রি এ বিষয়ের বিন্দু বিসর্গও জানেন না, এসমস্ত প্রমাণ বিখ্যাত।’

এই বিক্রমে শিবজী স্বাধীনিক জেদ হইয়া আদেশ করিলেন—

‘জলাদ, চন্দ্ররাত্ত্রির এই ইচ্ছা ছেদন কর; তাহা হইলে আর যুবলইতে পারিবে না, তাহার পর তত্ত্ব লোহরায়ালনাটে ‘বিশ্বাসঘাতক’ অঙ্কিত করিয়া দাও, তাহা হইলে আর কেহ বিশ্বাস করিবে না।

জলাদ এই মৃশংস আদেশ পালন করিতে যাইতেছিল, এরূপ সময় রঘুনাথ দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন, ‘মহারাজা! আমার একটি নিবেদন আছে।

শিব। ‘রঘুনাথ! এ বিষয়ে তোমার নিবেদন আমরা অবশ্য শুনিব, কেন না এই পামর তোমারই প্রাণনাশের যত্ন করিয়াছিল; তাহার কি প্রতিহিংসালইতে ইচ্ছা কর, নিবেদন কর।

রঘুনাথ। ‘মহারাজের অস্বীকার অনন্তব্য, আমি এই প্রতিহিংসা যাক্সা করি, যে চন্দ্ররাত্ত্রির কেশাগ্রও কেহ স্পর্শ না করে;—অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া বিনা দণ্ডে মুক্ত দিন!’

সত্যম্ব সকলে বিস্মিত ও স্তব্ধ!

শিবজী কোদ সঙ্গণ করিয়া কহিলেন—

‘তোমার প্রতি যে অত্যাচার করাছিল,—তোমার অনুরোধে সে জন চন্দ্ররাত্ত্রিকে রক্ষা করিলাম। রাজ-বিজোহাচরণের শাস্তি দিবার অস্বীকারী রাজা। সে শাস্তির আদেশ করিয়াছি জলাদ আপন কার্য কর।’

রজা। 'মহারাজের বিচার অনিন্দ-  
নীয়, কিন্তু দাস প্রভুর নিকট ভিক্ষা  
চাহিতেছি, চন্দ্রাণ্ডকে বিনা দণ্ডে মুক্তি  
দান করুন।

শিব। 'এ ভিক্ষা দানে আমি অসমর্থ,  
রঘুনাথ তোমাকে এবার ক্ষমা করিলাম,—  
অন্যকে এতদূর ক্ষমা করিলাম না। শিব-  
জীর নয়ন প্রজ্বলিত হইতেছিল।

রঘু। 'প্রভু দুই একটি যুদ্ধে এ  
দাস প্রভুর কাণ্ড করিতে সমর্থ হইয়া-  
ছিল, প্রভুও দাসকে অভিলষিত পুরস্কার  
দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন, অজ্ঞা সেই পুর-  
স্কার চাহিতেছি, চন্দ্রাণ্ডকে বিনা দণ্ডে  
মুক্ত করুন।

রোষে শিবজীর নয়ন হইতে অগ্নি-  
কণা বাহির হইতেছিল; গর্জন করিয়া  
বলিলেন 'রঘুনাথ! রঘুনাথ! কখন ক-  
খন আমাদের উপকার করিয়াছিলে ব-  
লিয়া অদ্য আমাদের বিচার অন্যথা  
করিতে চাহ? রাজ-আদেশ অন্যথা হয়  
না; তুমিও আপনায় বীরত্বের কথা  
আপনি বলিতে ক্ষান্ত হও।

এ তিরস্কার বাক্যে রঘুনাথের মুখ  
আরক্ত হইয়া উঠিল; ধীরে ধীরে কম্পিত  
শ্বরে উত্তর করিলেন,—

'প্রভু! পুরস্কার চাহা দাসের অ-  
ভ্যাস নাই। অদ্য জীবনের মধ্যে প্রথম-  
বার পুরস্কার চাহিয়াছি, প্রভু যদি এ  
পুরস্কার দানে অসমর্থ হইলেন, দাস দ্বি-  
তীয়বার চাহিবেন না। দাসের কেবল

এইমাত্র ভিক্ষা, প্রভু দাসকে এইমাত্র  
বিদায় দিন, রঘুনাথ ঐশ্বর্যের ক্রয় ভাগ  
করিবে; পুনরায় গোষ্ঠাধী হইয়া দেশে  
দেশে ভিক্ষা করিতে থাকিবে।'

শিবজী অনেককণ নিস্তব্ধ হইয়া রহি-  
লেন, রঘুনাথের নিকট কত উপকার প্রাপ্ত  
হইয়াছিলেন অরণ করিলেন,—রঘুনাথের  
চক্ষুতে জল দেখিয়া কাতর হইলেন, ক্রোধ  
বিলুপ্ত হইল, ধীরে ধীরে বলিলেন,—

'রঘুনাথ! তোমার যাক্সা দান করি-  
লাম; চন্দ্রাণ্ডকে মুক্ত করিলাম; রঘু-  
নাথ! যে ব্রত ধারণ করিয়াছ তাহা-  
তেই অবস্থিতি কর,—চিরকাল শিবজীর  
দক্ষিণ হস্তের নায় হইয়া থাকিও।'

গভাসাদ সকলে নিস্তব্ধ! সকলে  
যুগায় সহিত চন্দ্রাণ্ডের দিকে চাহি-  
লেন,—

যোর অভিমানী চন্দ্রাণ্ড সাধারণের  
এ যুগা ও নিন্দাবাক্য সহ্য করিতে পারি-  
লেন না, রঘুনাথের দয়াতে তাঁহার রক্ষা  
হইল এ কথা সহ্য করিতে পারিলেন না।

চন্দ্রাণ্ড তীক লেহন। ধীরে ধীরে  
ক্রোধ-জর্জরিত শরীরে রঘুনাথের নিকট  
যাইয়া বলিলেন—

'বালক! তোর দয়া আমি চাহি-  
না, তোর দেওয়া জীবন আমি তুল্য করি,  
তোমার অনুগ্রহে আমি এইরূপে পদাঘাত  
করি, বলিতে বলিতে রঘুনাথের বক্ষঃস্থলে  
পদাঘাত করিলেন। পরে কর্ণে আপন  
ছুরিকা নিজ বক্ষঃস্থলে স্থাপন করিয়া অ-



তিমানী ভীষণপ্রতিভা চন্দ্রাণ্ড জন্মলাভার  
সাধারণের মূগা হইতে আপনাব চিরনিষ্কৃতি  
সাধন করিলেন। জীবনশূন্য দেহ সভা-  
স্থলে পতিত হইল।

পক্ষত্রিশং পরিচ্ছেদ।

জাতা ভগিনী।

‘সুত পরিবার,

কেবা বল কার,

যেহত বন্ধের ছায়া।

জলবিষ প্রায়,

মকল মিছামর,

কেবল ভবের মায়া ॥

কীতিবাস ওয়া।

আমাদের আধ্যাত্মিক শেষ হইয়াছে;  
একশে নায়ক নাগিকাদিগের বিষয় দুই এক-  
কট কথা বলিয়া পাঠক মহাশয়ের নিকট  
বিদায় লইব।

রক্ত জনার্দন কন্যাকে হারাইয়া বাতু-  
লের ন্যায় হইয়াছিলেন, পুনরায় সরযুকে  
পাইয়া আনন্দাচ্ছ বর্ষণ করিতে লাগি-  
লেন, ‘সরযু! সরযু! তোমার ন্যায় রক্ত  
আমি ত্যাগ করিয়াছিলাম? তোমাকে  
ত্যাগ করিয়া কি একদিনও জীবন পারণ  
করিতে পারি?’ সরযুও পিতার গলা  
ধরিয়া ক্রন্দন করিয়া বলিলেন,—‘পিতঃ,  
আমার অপরাধ কমা কখন, জীবন থা-  
কিতে আর কখনও আপনার ছাড়া হ-  
ইব না।’

পুলকিত হইলে রক্ত কবিলেন যে রত্ন-  
মাণ্য হারাইয়াছেন, অতি উন্নত ব্রাহ্মণ-  
বংশীয় পিতৃপ্রভৃতির মরণপতি সিংহের পুত্র;  
মানদহনরূপে ভগিনীকে ক্রতা দান করি-  
লেন। সরযুর স্বপ্ন কে বর্ণনা করিবে?  
চারি বৎসর যে দেবকাঙ্ক্ষার জাপ করিয়া-  
ছিলেন, সেই পুরুষ-দেবকে রাখন আপন  
কোমলহৃদয়ে দারণ করিলেন, তাঁহার  
ওষ্ঠে যখন উক ওষ্ঠ স্থাপন করিলেন, তখন  
সরযু পক্ষে উজ্জ্বলিত হইলেন। হাছিয়া  
সে পুরুষ-ছোয়া করিয়াই, অনুভব কর,  
লেখকস্বর্ণনার অক্ষম।

আর রত্নমাণ্য—রত্নমাণ্য তোরণরূপে  
যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন তাহা কি অল্প  
সার্থক হইল? সেই প্রিয় কণ্ঠমালা বার  
বার সরযুর হৃদয়ে দোলাইয়া দিলেন, সেই  
পুষ্পদিনিন্দিত দেহ হৃদয়ে দারণ করিলেন,  
সেই বিশাল স্নেহপূর্ণনরনের দিকে চাহিয়া  
চাহিয়া উন্মত্ত প্রায় হইলেন।

সরযু তাঁহার সপ্তমবর্ষীয়া ‘দিদি’  
কে বিস্মৃত হইলেন না। রত্নমাণ্যের অনু-  
রোধে শিবজী গোকর্ণকে একটি জাগরী  
দান করিলেন ও গোকর্ণের পুত্র ভীম-  
জীকে উন্নতি দান করিয়া হাবেলদার পদে  
নিযুক্ত করিলেন।

সরযু দিদির সর্বদাই আপন গৃহে  
রাখিতেন, ও বরের সহিত ‘সামান সমান’  
ভাল বাসিতেন,—কয়েক বৎসর পরে  
একটি সন্তানীয় হৃদয়িত পাত্র দেখিয়া দি-  
দির বিবাহ দিলেন। বিবাহ দিবসে ‘স-

রঘুনাথ রঘুনাথ অথবা উপাধিত করিলেন।  
সকল কষ্টের কাণে কাণে করিলেন,—  
‘দেখিও দিনি! বাছা! বসিয়াছিলে সে  
কথা যেম বাছিও,—বরের চেয়ে আমাকে  
ভাল বাসিলে!’

রঘুনাথ আখ্যায়িকাবিরত সময়ের  
পর জরাজীর্ণ বৎসর পর্যন্ত দুখ্যাতি ও  
সমস্যায় মহিত শিবজীর অধীনে কার্য  
করিত করিলেন। রঘুনাথ সিংহ-  
বীর করিত পুত্রিলেন রঘুনাথ তাঁহারই  
প্রিয় অনুচর অন্নপুতি সিরদার পুত্র জগদ  
রঘুনাথকে পৈতৃক ভূমি দত্ত করিয়া  
দিলেন, তাহা ভিন্ন অনেক জায়গীর দান  
করিলেন। কিন্তু শিবজী রঘুনাথকে দেশে  
বাইতে দিলেন না, যতদিন জীবিত ছিলেন  
রঘুনাথকে নিকটে রাখিলেন। পরে য-  
খন ১৬৮০ খ্রঃ অব্দে চৈত্র মাসে শিবজীর  
মৃত্যু হয়, বখন অবোধ্য পুত্র শম্ভুজী পি-  
তার পুরাতন ভৃত্যদ্বয়কে একে একে অব-  
সরিত বা কারাকন্ড করিতে লাগিলেন :  
রঘুনাথ আর মহারাজে থাকিলে উপকার  
নাই দেখিয়া সরযু ও জনার্দনের সহিত  
অদেশ প্রত্যাবর্তন করিলেন, পৈতৃক জা-  
য়গীর অধিকার করিলেন, পৈতৃক প্রাপ্ত  
গৃহ রঘুনাথ ও সরযুর বালকবালিকাদি-  
গের ক্রীড়াশয় ও হাস্যধনিত শব্দিত হ-  
ইতে লাগিল!

পাঠক! ইচ্ছা এই স্থানেই আপনার  
নিকট বিদায় লই, কিন্তু আর এক জনের  
কথা বলিতে বাকি আছে। শান্তি-  
সহিত লক্ষ্মীপুত্রী লক্ষ্মী কি ছিল!

যদিম চন্দ্রপ্রাণ আত্মহত্যা করিয়াছি-  
লেন, রঘুনাথ অনতিবিলম্বে ভূমিনীর স-  
হিত সাক্ষাৎ করিতে যাইলেন; বাছা  
দেখিলেন তাহাতে তাঁহার হৃদয় স্তম্ভিত  
হইল। দেখিলেন, শবের পার্শ্বে লক্ষ্মী  
আলুলারিত বেশে গড়াগড়ি দিতেছেন,  
ঘন ঘন মোহ বাইতেছেন, সময়ে সময়ে  
হৃদয়বিদারক আর্তনাদে ঘর পরিপূরিত ক-  
রিতেছেন। হিন্দুরমণীর পতির মৃত্যুতে  
যে ভীষণ যাতনা হয়, কে বর্ণনা করিতে  
পারে? অজ্ঞ কক্ষীর নরনের আলোক  
মিমাংসা হইয়াছে, জলর শূন্য হইয়াছে,  
জগৎ অন্ধকারময় হইয়াছে! শোকে,  
বিষাদে, মৈত্রাশে, নব বৈধবোর অসহ্য  
যাতনায়, বিধবা ঘন ঘন আর্তনাদ করি-  
তেছে।

রঘুনাথ সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা করি-  
লেন, সান্ত্বনা দূরে থাকুক লক্ষ্মী প্রাণের  
ভাতাকে চিনিতেও পারিলেন না। আর  
কর করিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে রঘু-  
নাথ গৃহ হইতে নিষ্কান্ত হইলেন।

সকাল সময় পুনরায় ভাগিনীকে দে-  
খিতে আসিলেন, লক্ষ্মীর ভাব পরিবর্তন  
দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইলেন। দেখি-  
লেন লক্ষ্মীর নয়নে জল নাই, ধীরে ধীরে  
স্বামীর মৃতদেহ পুন্ডর শুভ্র সুরঞ্জ পুষ্প  
দিয়া সাজাইতেছেন। বাসিকা যেরূপ  
মনোনিবেশ করিয়া পুতলি সাজায়, লক্ষ্মী  
সেইরূপ মনোনিবেশ পুন্ডর মৃতদেহ সা-  
জাইতেছেন।

রঘুনাথ গৃহে আসিলে লক্ষ্মী ধীরে ধীরে রঘুনাথের নিকটে আসিলেন, অতি মৃদুপদবিক্ষেপে আসিলেন, যেন শব্দ হইলে স্বামীর নিদ্রাভঙ্গ হইবে! অতি মৃদুস্বরে বলিলেন—

‘ভাই রঘুনাথ! তোমার সঙ্গে যে আর একবার দেখা হইল আমার পরম ভাগ্য, এখন আর আমার মনে কোনও কষ্ট থাকিল না।’

সাম্প্রদায়িক রঘুনাথ বলিলেন—‘প্রাণের ভগিনী লক্ষ্মী, আমি তোমার সঙ্গে এসময়ে দেখা না করিয়া কি থাকিতে পারি?’

লক্ষ্মী অঞ্চল দিয়া রঘুনাথের চক্ষের জল মোচন করিয়া বলিলেন—

‘মতা ভাই, তোমার দয়ার শরীর, তুমি হৃদয়েশ্বরের জন্য রাজার নিকট যে আবেদন করিয়াছিলে শুনিয়াছি। আমার ভাগ্যে যাহা ছিল তাহা হইয়াছে, জগদীশ্বর তোমাকে সুখে রাখুন।’ নিজের চক্ষু হইতে এক বিন্দু জল মোচন করিলেন।

রঘু। ‘লক্ষ্মী! তুমি বুদ্ধিমতী আমি চিরকাল জানি, অসহ্য শোক কথঞ্চিৎ সম্বরণ করিয়াছ দেখিয়া তুষ্ট হইলাম। মনুষ্যের জীবন শোকময়, তোমার কণ্ঠে যাহা ছিল ঘটিয়াছে, সে শোক লহিষু হইয়া বহন কর, আইস আমার গৃহে আইস, জাতার ভালবাসায় জাতার যত্নে যদি সন্তোষমান করিতে পারে, লক্ষ্মী, আমি জুটী করিব না।’

লক্ষ্মী একটু হাসিলেন, সে হাসি দেখিয়া রঘুনাথের প্রাণ শুকাইয়া গেল।

‘ভাতা, তোমার দয়ার শরীর, কিন্তু লক্ষ্মীকে জগদীশ্বরই স্বয়ং সান্ত্বনা করিয়াছেন, শান্তির পথ দেখাইয়া দিয়াছেন। হৃদয়েশ্বরের চির নিদ্রার নিদ্রিত রহিয়াছেন, তিনি জীবদ্দশায় দাসীকে অতিশয় ভালবাসিতেন, দাসী জীবনে তাঁহার প্রাণরিনি ছিল, মরণে তাঁহার সঙ্গিনী হইবে।’

রঘুনাথের মস্তকে রাজ্যধাত হইল। তখন তিনি লক্ষ্মীর ডাব পরিবর্তনের কারণ বুঝিতে পারিলেন, লক্ষ্মীর শান্ত ভাবের হেতু বুঝিতে পারিলেন, লক্ষ্মী সহমরণে স্থির সঙ্কল্প হইয়াছেন।

তখন অনেকক্ষণ অবধি লক্ষ্মীর প্রতিজ্ঞাভঙ্গের চেষ্টা করিলেন, অনেক বুঝাইলেন, অনেক ক্রন্দন করিলেন, এক প্রহর রজনী পর্যন্ত লক্ষ্মীর সহিত তর্ক করিলেন, ধীর শান্ত লক্ষ্মীর একই উত্তর ‘হৃদয়েশ্বর আমাকে বড় ভালবাসিতেন, আমি তাঁহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না।’

সবশেষে রঘুনাথ সজলনয়নে বলিলেন,—

‘লক্ষ্মী, একদিন আমার জীবন ধারণে পূর্ণ হইয়াছিল, আমি জীবনভোগের সঙ্কল্প করিয়াছিলাম।’ ভগিনী তোমার প্রবোধে, তোমার স্নেহময় কথায় সে সঙ্কল্প ছাড়িয়া, পুনরায় কার্যভাগ্যে প্রবেশ করিলাম। লক্ষ্মী, তুমি কি আ-

তার কথা রাখবে না? তুমি কি ভাতীকে ভালবাস না?'

লক্ষ্মী পূর্ববৎ শান্তভাবে উত্তর করিলেন—

'ভাই সে কথা আমি বিস্মৃত হই নাই, তুমি লক্ষ্মীকে ভালবাস, লক্ষ্মীর কথা শুনিয়াছিলে, তাহা বিস্মৃত হই নাই। কিন্তু ভাবিয়া দেখ পুরুষের অনেক আশা, অনেক উদ্যম, অনেক অবলম্বন, একটি বাইলে অন্যটি থাকে, একটি চেটে। নিফল হইলে দ্বিতীয়টি সফল হয়। 'ভাই তুমি সেদিন ভগিনীর কথাটি রাখিয়াছিলে, অদ্য তোমার কলঙ্ক দূরীভূত হইয়াছে, ক্ষমতা বৃদ্ধি হইয়াছে, নৃশংস দেশদেপাত্তরে বিজৃত হইয়াছে। কিন্তু অভাগিনী নারীর কি আছে? অদ্য আমি যে নরনের মণিটি হারাইয়াছি তাহা কি জীবনে আর পাইব? যে মহাত্মা দাসীকে এত ভালবাসিতেন, এত গুরুত্ব করিতেন, জীবিত থাকিলে তাঁহাকে কি আর পাইব? ভাই! তুমি লক্ষ্মীকে বাল্যকাল হইতে বড় ভালবাসিয়াছ, অদ্য সময় হও, লক্ষ্মীর একমাত্র স্মৃতির পথে কাঁটা দিও না, যিনি দাসীকে এত ভালবাসিতেন তাঁহার স-হিত বাঁধিতে দাও!'

রঘুনাথ নিরস্ত হইলেন; মেহময়ী ভগিনীর অঞ্চলে মুখ লুকাইয়া বালিকার ন্যায় সর সরে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। এ অসঙ্গ কণ্ঠ সংসারে ভ্রাতা ভগিনীর অশ্রুধারী প্রণয়ের ন্যায় পরিচিত

নিঃপ্রাণ আর কি আছে? মেহময়ী ভ্রাতা বা মেহময়ী ভগিনীর ন্যায় অমূল্য রত্ন এ বিস্তীর্ণ জগতে আর কোথায় যাইলে পাইব?

রজনী বিপ্রহরের সময় চিতা প্রস্তুত হইল, চন্দ্রাণ্ডের শব তাহার উপর স্থাপিত হইল, হাসাবদনা লক্ষ্মী স্তম্ভ পটবস্ত্র ও অলঙ্কারাদি পরিধান করিয়া একে একে সকলের নিকট বিদায় লইলেন। চিতা পার্শ্বে আসিলেন, দাসীদিগকে অলঙ্কার, রত্ন, মুক্তা বিতরণ করিতে লাগিলেন, স্বহস্তে তাহাদিগের নয়নের জল মোচন করিয়া মধুর বাক্যে সাহসনা করিতে লাগিলেন, জ্ঞাতি কুটুম্বিনীদিগের নিকট বিদায় লইলেন, গুরুদিগের পদধূসি লইলেন, মণ্ডলীদিগের আলিঙ্গন করিয়া বিদায় দিলেন, সকলের নয়নের জল অঞ্চল দিয়া মুছাইয়া দিলেন, মধুময় বাক্য দ্বারা সকলকে প্রবোধ দিলেন।

শেষে রঘুনাথের নিকট আসিলেন—

বলিলেন 'ভাই! বাল্যকাল অবধি তোমার লক্ষ্মীকে তুমি বড় ভালবাসিতে, অদ্য লক্ষ্মী ভাগ্যবতী, অদ্য চিরসুখিনী হইবে, একবার ভালবাসার কাজ কর—সর্ব্বোচ্চ কনিষ্ঠা ভগিনীকে বিদায় দাও, তোমার লক্ষ্মীকে বিদায় দাও।'

রঘুনাথ আর সন্ধ্যা করিতে পারিলেন না, লক্ষ্মীর দৃষ্টি হাত ধরিয়া উল্কাবৎ রোদন করিয়া উঠিলেন। লক্ষ্মীরও চক্ষুতে জল আসিল।

সম্মুখে আত্মীয় চক্ষুর জল মুছাইয়া  
লক্ষ্মী বলিতে লাগিলেন—

‘ছি ভাই শুভকার্যে চক্ষুর জল ফেল  
কি জন্য? পিতার ন্যায় তোমার সাহস,  
পিতার ন্যায় তোমার মহৎ অন্তঃকরণ, জ-  
গদীশ্বর তোমার আরও সম্মান স্বাক্ষর করি-  
বেন; জগৎ তোমার যশে পূর্ণ হইবে! ল-  
ক্ষ্মীর শেষ বাসনা এই, জগদীশ্বর যেন রহু-  
নাথকে স্মরণে রাখেন! ভাই, বিদায় দাও,  
নাগীর জন্য স্বামী অপেক্ষা করিতেছেন।’

কাতরস্বরে রঘুনাথ বলিলেন—

‘লক্ষ্মী, তোমা বিনা জগৎ তুচ্ছজ্ঞান  
হইতেছে, জগতে আর রঘুনাথের কি  
আছে? প্রাণের লক্ষ্মী! তাকে বিক্রপে  
বিদায় দিব, তাকে ছাড়িয়া আমি কি-  
রূপে জীবন ধারণ করিব?’ আত্মনন্দ ক-  
রিয়া রঘুনাথ ভূমিতে পতিত হইলেন।

অনেক যত্ন করিয়া লক্ষ্মী রঘুনাথকে  
উঠাইলেন, পুনরায় চক্ষুর জল মুছিয়া দি-  
লেন, অনেক সাযুনা করিলেন, অনেক  
বুঝাইলেন, বলিলেন, ‘ভাতঃ তুমি বীর-  
শ্রেষ্ঠ! পুরুষের যাহা ধর্ম তাহা তুমি পা-  
লন করিতেছ, তোমার লক্ষ্মীকে নারীর  
ধর্ম পালন করিতে দাও। আর বিলম্ব ক-  
রিও না, বাধা দিও না; ঐ দেখ পূর্ন-  
দিকে আকাশ রক্তবর্ণ হইয়াছে, তোমার  
লক্ষ্মীকে বিদায় দাও।’

গদ্‌গদ স্বরে রঘুনাথ বলিলেন—

‘লক্ষ্মী, প্রাণের লক্ষ্মী, এজগতে তো-

মাকে বিদায় দিলাম, ঐ আকাশে ঐ  
গাধামে আর একবার তোমাকে পাব।  
সে পর্যন্ত জীবন্ত হইয়া রহিলাম।’

ভাতার চরণধূলি লইয়া লক্ষ্মী চিতা-  
পাশে বাইলেন, স্বামীর পদদ্বয়ে মস্তক স্থা-  
পন করিয়া, বলিলেন ‘হৃদয়েচ্ছক! জীবনে  
তুমি দামীকে বড় ভাল বাসিতে, এখন অ-  
মৃত্যু হইবে, যেন তোমার পদপ্রান্তে বসিয়া  
তোমার সঙ্গে বাইতে পারি। জগা জগা যেন  
তোমাকে স্বামী পাই,—জগা জগা যেন  
লক্ষ্মী তোমার পদসেবা করিতে পায়।  
জগদীশ্বর! লক্ষ্মীর অন্য কামনা নাই।’

ধীরে ধীরে চিতা আরোহণ করিলেন,  
স্বামীর পদপ্রান্তে বসিলেন, পদদ্বয় ভক্তি-  
ভাবে অঙ্কের উপর উঠাইয়া লইলেন। নয়ন  
মুদ্রিত করিলেন,—বোধ হইল যেন সেই মু-  
হূর্ত্তেই লক্ষ্মীর আত্মা স্বর্গে প্রবেশ করিল।

অগ্নি জ্বলিল, অতিশয় যত থাকায়  
শীত্র অগ্নি ধু ধু শব্দে জ্বলিয়া উঠিল। প্রা-  
থম অগ্নিজিহ্বা লক্ষ্মীর পবিত্র শরীর লে-  
হন করিতে লাগিল, শীত্রই সত্যকে চারি  
দিক বেষ্টন করিয়া লক্ষ্মীর মস্তকে উপর  
উঠিল, নৈশ গগনের দিকে মহাশব্দে ধা-  
বমান হইল। লক্ষ্মীর একটি অঙ্গ নড়িল  
না, একটি কেশ কম্পিত হইল না।

এক প্রচণ্ডের মধ্যে অগ্নি নির্ঝাঁগ হ-  
ইল; কিন্তু সেই ভীষণ দৃশ্য, চিতার সেই  
নৈরাশজনক ধু ধু শব্দ রঘুনাথ জীবনে  
বিস্মৃত হইলেন না।

## আর্য্যাবুর্বেদ ।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর ।)

এ দেশের প্রায় সমস্ত আর্য্যকারই 'কবিচিত্ত ফুলবনমধু কল্পনার' মাধুর্য্যে মোহিত হইয়াছিলেন। কেবল স্মৃতিশাস্ত্রকারগণই এই কল্পনাম্পূহা কিয়ৎ পরিমাণে সংযত করিতে পারিয়াছিলেন; তথাপি তাহারও জগৎপতি প্রকরণাদিতে অসামান্য কল্পনাক্রিয়ের পরিচয় দিয়াছেন। যাহা হউক অণুরূপের সামাজিক ও ব্যবহারিক বিষয়ে স্মৃতিকারগণ বড় একটা উপন্যাস বা অলঙ্কারের ছটা প্রকাশ করিয়া কবিত্বশক্তি প্রদর্শন করিতে ব্যাকুল হন নাই। দেখা যাইতেছে যে অমৃতচার্য্যধনুর্ভরির সম্বন্ধে ইহারা কি বলেন। ব্রাহ্মণাষ্ট্রশ্যকন্যারামমথৌনাম জায়তে। নিষাদঃ শূদ্রকন্যায়াং যঃ পরাশর উচ্যতে।

মথুঃ।

বিপ্রাযুক্ত্যাবগিতোহি ক্ষত্রিয়ঃ বিশঃ

দ্রিয়াম্

অম্বষ্ঠঃ শূদ্রাংশিবাণোজাতঃ পারশরোহ-

পিবা ॥ যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

বৈশ্যায়ং ব্রাহ্মণাজাতোহমথৌহি মুনি

সত্তমঃ।

ব্রাহ্মণঃ চিকিৎসার্থং নির্দিষ্টো মুনি-

পদবৈঃ ॥ পরাশরঃ।

বেদাজ্জাতোহি বৈদ্যঃ সাদম্বষ্ঠো ব্রহ্মপু-

ত্রকঃ ॥ শঙ্কঃ।

এখানে দেখা যাইতেছে যে মথু যাজ্ঞবল্ক্যাদি সকল স্মৃতিকারই একবাক্যে অম্বষ্ঠবংশপ্রবর্তককে ব্রাহ্মণবিবাহিতা বৈশ্যার সন্তান বলিয়াছেন। সুতরাং প্রাগুক্ত পৌরাণিক ইতিবৃত্ত হইতে আমরা যে ঐতিহাসিক সারসঙ্কলন করিলাম তাহার সহিত প্রায় সমস্ত স্মৃতিকারদিগের ঐকমত্য দেখা যায় অতএব প্রাগুক্ত বিবরণই আমরা ধনুর্ভরির প্রকৃত জন্মবিবরণ বলিয়া গ্রহণ করিলাম। পুণ্য কবিতারও বলেন যে ধনুর্ভরির স্বর্গবৈদ্য অশ্বিন্বরের মানবীকন্যাত্রয়ের পাণিগ্রহণ করেন। অশ্বিন্বদিগের অপার নাম মন্থকুমার। সিন্ধুবিদ্যাদি এই তিন স্ত্রীর গর্ভে ধনুর্ভরির সেন দাসাদি চতুর্দশ পুত্র জন্মে। অশ্বিন্বরঃ মানসপুত্র, চিরকুমার ছিলেন বলিয়াই, বোধ হয়, পুরাণ করি ইহাদের মানসী কন্যার কল্পনা করিয়াছেন। যাহা হউক, উপন্যাস ত্যাগ করিয়া প্রকৃত জন্ম প্রহণ করিলে ধনুর্ভরির তিন পাণিগ্রহের সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই। মহোজা গোলব-পুত্র স্বকীর ঐতি-

ভাবলে বয়োবৃদ্ধি সহকারে মুনি সমাজে  
অতীত খ্যাতিলাভ করিতে লাগিলেন ।  
পুত্রগণও পিতার অনুবর্তন করিয়া উত্ত-  
রোত্তর বংশোদ্ধল করিতে লাগিলেন ।  
আমরা পাঠকগণকে বিনীত ভাবে অনু-  
রোধ করি যে তাঁহারা যেন বর্তমান কা-  
লের বৈদ্যকুলকুটার নিরক্ষর ভিবকুনাম-  
ধারীদিগের আদর্শ গ্রহণ করিয়া প্রাচীন  
ভিবকুবংশের প্রতিমূর্তি অঙ্কিত না করেন ।  
বর্তমান কালের ব্রাহ্মণবৈদ্য দেখিয়া পুরা-  
নকালের ব্রাহ্মণ বৈদ্যের ছায়া অকমপ্রাপ্ত  
বিরম্বনা মাত্র । স্মৃতিকারগণ বলেন যে  
আমূলৌমিক জাতির মধ্যে যাহারা ব্রাহ্মণ  
ওরসে ও বৈশ্যগর্ভে জন্মিয়াছেন তাঁহারা  
সকলেই বেদ বেদাঙ্গ পারগ ও মুনি বলিয়া  
খ্যাত । \*

ধনুত্রিসন্তান ব্যতীত মহামতী অগ্নিবংশ  
অপর একপ্রকার অশ্বত্থের উল্লেখ করেন ।  
তিনি বলেন, বিশ্রুত অশ্বত্থের ওরসে ও  
বিশ্রুত্যা অশ্বত্থার গর্ভে যে সন্তান  
জন্মে সেও অশ্বত্থ † ব্রাহ্মণের সহিত  
তাঁহার তিন পুরুষ পর্যন্ত সপিওত । তিনি

\* তত্র বৈশ্য সূতায়্যং যে জ-  
জিরে তন্নরা অমী । অর্কেষতে মুনয়ঃখ্যাতা  
বেদবেদাঙ্গপরিগাঃ ॥

† একমেবস্য বিশ্রুত্যাশ্বত্থজাত্যা  
সজাৎসুতঃ । সোহিন্যবিশ্রুত্যা কন্যাসাম্য  
উদ্যাস্তথাভূর্নো । ব্রাহ্মণেন সপিওতৎ তেষাং  
ত্রেপুরুষাবধিঃ । দারপ্রাপ্তিক বিশ্রুত্যা ধর্ম-  
শাস্ত্রমুদারতঃ ॥ অগ্নিবংশঃ ।

ব্যবহারশাস্ত্রানুসারে ব্রাহ্মণতাক ধনাদির  
ও অধিকারী । যাকী হউক বর্তমানকালে  
এবং অশ্বত্থসন্তানদিগকে ধনুত্রিসন্তান  
হইতে নির্দেশ করা যুক্তিহীন ; প্রত্যুত অ-  
সম্ভব বাপার । বিশেষতঃ যখন উভয়েই  
একজাতিতুল্য, তখন তদর্থে যত্নের প্রয়ো-  
জ্যীয়তা দৃষ্ট হয় না । হারীত অশ্বত্থগীত  
সংহিতায় বলিয়াছেন \* ব্রাহ্মণ, মুর্দ্ধাভি-  
সিক্ত, বৈদ্য, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ইহারা ই বিজ্ঞ  
এবং ইহাদের যথাপূর্ব গৌরব । \*  
অগ্নিবংশও পদমধ্যাদানিবন্ধনকালে ব-  
লিয়াছেন. ইহারা সত্যে পিতৃতুল্য, বে-  
তাতে তজপ, স্বাপরে ক্ষত্রিয়বৎ, কলিতে  
বৈশ্যোপন † এই সমস্ত প্রাচীন সং-  
হিতাবচনে স্পষ্টে প্রতীয়মান হয় যে অমৃ-  
তাচার্যের বংশপরম্পরা অনেকেরই সেই  
দেবতুল্য মহাপ্রভাববান পিতৃপুরুষের  
কুলের অলকার ছিলেন । কিন্তু, বিচার-  
সনে বলিয়া কে বলিতে পারে যে এই  
বৈদ্যনামধারী অমৃতাচার্যের বৈদ্যকুলকণ্টক  
কবিরাজ মহাশয়েরা তাহাদেরই বংশধর  
এবং তাদৃশ সম্মান ও ভক্তির পাত্র ?

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে ধনুত্রি ইক্ষ-  
হইতে আত্মবুদ্ধি লাভ করেন এবং ব্রাহ্ম-

\* ব্রহ্মা মুর্দ্ধাভিসিক্তশ্চ বৈদ্যঃ ক্ষত্র-  
বিশাবসি । অমীপঞ্চবিজ্ঞা এবাং যথাপু-  
রুষক গৌরবম্ । হারীতঃ ।

† সত্যে বৈদ্যাঃ পিতৃতুল্যা হোতা-  
রাকৃতথানুতা । স্বাপরে ক্ষত্রবৎ প্রোক্তা  
কলৌ বৈশ্যোপনামুতাঃ । অগ্নিবংশঃ ।



মুখ্য বৈদ্যগিকে আত্মকর্মেদব্যবসার সম-  
 স্পর্শন করেন। কিন্তু আটনি সংকট  
 প্রাদুর্ভাব পাঠ করিলে এরূপ প্রতীত হয়  
 যে, ব্রাহ্মণাদিও তৎকালে এই ব্যবসারে  
 লিপ্ত হইতেন। কারণ, যে কাল পর্যন্ত  
 সমাজস্থ সকলের চিকিৎসাপ্রয়োজনীয় বৈ-  
 দ্যের সংখ্যাধিক্য হয় নাই সেই পর্যন্ত  
 বৈদ্যোত্তরজাতিকের বাধ্য হইয়া তদ্ব্যবসার  
 অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। যাহা হউক  
 এবিধ প্রয়োজনপ্রণোদিত বৈদ্যব্যবসার  
 ব্রাহ্মণকন্যাদি অন্তর্ভুক্ত নহেন। কিন্তু  
 এতদ্দেশীয় অনেক ব্রাহ্মণ বৈদ্যবাহুস  
 হইলেও লোভপরায়ণ হইয়া বৈদ্যব্যব-  
 সার অবলম্বন করিতেন। যৎকালে চরক  
 অমিবংশজ প্রতীমংসার করেন, অথবা  
 যে সময়ে অমিবংশ স্বয়ং আত্মকর্মেদসং-  
 হিতা প্রণয়ন করেন সেই সময়েও ব্রাহ্মণের  
 বৈদ্যবেশধারণ করিয়া চিকিৎসা ব্যবসার  
 অবলম্বন করিবার আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়।  
 তিনি দীর্ঘজীবিত নামাধায়ে বলিয়াছেন  
 যে পীড়িত ব্যক্তি বৈদ্যবেশধারী ব্রাহ্মণের  
 শরণাপন্ন হইবেক না \* তুরাং তৎসময়ে  
 এরূপ প্রথা প্রচলিত থাকার কোনও সন্দেহ  
 নাই। ব্যবহারশাস্ত্রকারগণও এবিধ প্র-  
 তারণা নিবারণোপায়ে স্বপ্রণীত সংহিতায়  
 বিবিধ অনুশাসনবাক্য নিবন্ধ করিয়াছেন।  
 বৈদ্যবেশধারী ব্রাহ্মণ দেখিবামাত্র সবস্ত্র  
 স্নান করিবেক, এইবাক্য আজও আমাদের

\* নচক্রান্তবতঃ বশবিভ্রতাং শরণং

গতাঃ ॥ চরকে।

মেনে প্রচারাচর শুনিতে পাওয়া যায় \*।  
 যে ব্রাহ্মণ চিকিৎসক তাহার অন্ন পূরবে,  
 যিনি কুসীদগ্রাহকরী, তাহার অন্ন বিষ্ঠা  
 ইত্যাদি †। অনুশাসনবাক্যে স্পষ্ট প্রতীত  
 হয় যে বহুকাল পর্যন্ত ব্রাহ্মণেরা লোভ  
 সংবরণ করিতে না পারিয়া অন্য জাতির  
 ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু  
 এস্থলে স্মরণ রাখা উচিত যে ব্রাহ্মণগণ  
 বৈদ্যগিকে চিকিৎসা ব্যবসায়ের সঙ্গে  
 আত্মকর্মেদ অধ্যয়ন ও অধ্যাপন এক চে-  
 টিয়া রূপে দান করেন নাই। স্মৃতি পুরা-  
 ণাদিতে এমন কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়  
 না। পক্ষান্তরে এরূপ হইলে আরেয় ভ-  
 রদ্ব্যজাদির আত্মকর্মেদাধ্যাপন দৃষ্টবিগর্হিত  
 হইয়া উঠে। ইহাও অনুমত্বের দ্বা-  
 রায় তাহাদের চিকিৎসা ব্যবসায়ও  
 বিচার করিতে গেলে অসঙ্গত প্রতীয়মান  
 হয় না। কারণ ধনুহরির আত্মকর্মেদ বা-  
 বসায় লাভ তরুজাজের সময়ে ঘটে। সু-  
 ওহাং তৎপূর্ববর্তী আরেয়ের চিকিৎসা-  
 ব্যবসায় দস্তাপহারীবদোৎসুক নহে।

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে ভগবান ধনু-  
 হরির ইচ্ছা হইতে আত্মকর্মেদ লাভ করিয়া  
 ভরদ্ব্যজ ও গালব প্রভৃতি ব্রাহ্মণবর্গের

\* ব্রাহ্মণং তিব্রজং দৃষ্টা সচেতনং  
 জলমানিশেৎ।

† পুরাং চিকিৎসকস্মারং পুচ্ছল্যা-  
 শুমসিপ্রিয়ং।

বিষ্ঠা বাচ্চু বিকল্যায় শত্রুবিজয়িণে

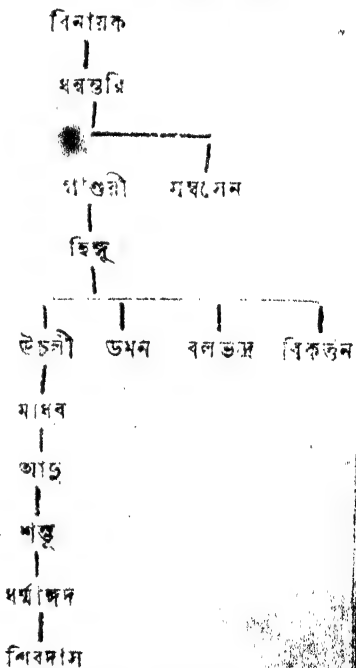
মলয়

সমস্ত অনুসারে আপন সম্মানিত কাম  
দায়িত্ব অধিকারী করেন। এই উত্তর  
কালের শিক্ষাসৌকর্যার্থে অরং একখানা  
সংহিতা প্রণয়ন করেন। আব্দুল করিমের  
যত সংহিতা প্রণীত হইয়াছে তন্মধ্যে আ-  
ব্রের ও ধনুস্তরিকৃত সংহিতাই সর্বাপেক্ষা  
প্রাচীন। অমিতপ্রতিভ ধনুস্তর অতীব  
অধ্যবসায়বলে মানবশরীরতত্ত্ব, লতা, গু-  
ল্মাদি, ওষধি ও ইতর প্রাণীর সহিত মান-  
বদেহের সম্বন্ধপরস্পরা অতি সংক্ষেপে  
প্রণীত সংহিতার নিবদ্ধ করিয়াছিলেন।  
সামান্য রোগের নিদান, চিকিৎসা ও  
রোগীকে তুষ্টি করিয়া মানবজাতির  
প্রথম বাঞ্ছার কার্য করিয়াছেন। আজ  
কাল ধনুস্তরসংহিতা প্রচলিত  
মাছে কিনা সম্ভবহয়; প্রস্তাবলেখক  
য পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিতে পারিয়াছেন  
তাছাড়া তিনি সফলকাম হইতে পারেন  
নাই। যদিও কেহ কিয়ৎপরিমাণে প্রচ-  
লিত আছে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু  
সেই সকল খণ্ডিত অংশ একত্র করিলেও  
মূলগ্রন্থের ছারামাত্রও পাওয়া যায় কিনা  
সন্দেহ। সুতরাং আদিসংহিতা সম্প্রতি যে  
একেবারে অপ্রাপ্য না হইলেও হ্রাসাপা-  
ত হইয়াছে তদ্বশে কোনও সংশয় নাই।

কতকাল হইল ধনুস্তরসংহিতা হু-  
জুর হইয়া উঠিয়াছে তাহা স্থিরসিদ্ধান্ত  
করা যুগ্মকর্ম। আব্দুল করিমের অনেক প্র-  
চুর বাখানকালে কোন কোন অল্পপ্রভ  
ধনুস্তরসংহিতার প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া-

ছেন বলিয়া আমরা এতদ্বিশেষের কবিত্ব  
অনুসন্ধানে প্ররত হইলাম।

বমালসেনসংস্থাপিত আটজন অ-  
ষ্টকুলতিলকেরই একতমের অধস্তন স-  
ন্তান পণ্ডিতবর শিবদাস মহামতি চক্র-  
পাণিদেবকৃতসংগ্রহের টীকা ও বাখান-  
কালে ধনুস্তরসংহিতার অনেক শ্লোক প্র-  
হরণ করিয়া প্রমাণ ও মতান্তর সমর্থন ক-  
রিয়াছেন। বিনায়ক সেন বখাল সংস্থাপিত  
বৈদ্যরত্নের একতম ব্যক্তি। \*  
নিম্নলিখিত বংশপরম্পরায় দৃষ্ট হয় যে  
শিবদাস বিনায়ক হইতে দশম পুরুষ।



\* হুহিবিনায়কচ্যায়ঃ কায়ঃ পাতুঃ শ্রি

পুরুষঃ।

শিয়ালো গরিরিহাক্টো রাঢ়েবদে প্রতি-  
ষ্ঠিতাঃ। কবিকণ্ঠহার।

ইহাদেব এতোক পুস্তকের স্থিতিকাল গড়ে ১০০ বৎসর ধরিলে বিনায়ক হইতে শিবদাস পর্যন্ত ৩০০ বৎসর গত হইয়াছিল। বল্লাল সেন ও খৃঃ ১১শ শতাব্দির প্রারম্ভে বর্তমান থাকার সম্ভব। এই গণনানুসারে শিবদাস খৃঃ ১৪শ শতাব্দির লোক বলিয়া অনুমিত হয়। সুতরাং ধর্ম্মত্বরিসংহিতা অত্যান ৪০০০ বৎসর পূর্বে এদেশে বিলক্ষণ প্রচলিত ছিল। বিশেষতঃ শিবদাস-রূত টীকাতে বহুল পরিমাণে ধর্ম্মত্বরির ধনি পাঁকাতে এরূপ অনুমান করাও অসম্ভব নহে যে উক্ত সংহিতা তৎকালে সাধারণের মধ্যে বিশেষ মান্য ছিল। এবং-বিধ গ্রন্থের বিরল প্রচার হইতে ও অন্ততঃ শতবৎসর কাল গত হওয়ার সম্ভব। সুতরাং যখন পাঠানকরতলস্থ বঙ্গদেশে মোগলদের আক্রমণে উপস্থাপরি বাতিবাস্ত হইয়াছিল, যে সময়ে বঙ্গবাসী এক দিকে স্বদেশীয় পাঠান কর্তৃক উপক্রুত, অপর-দিকে দিল্লীর সম্রাটদিগের প্রেরিত সেনা দ্বারা ভূয়োভয়ঃ লুণ্ঠিত, সেই অরাজকের সময়ই অর্পে ২ আয়ুর্কর্ষেদের এই প্রাচীন গ্রন্থও অপরাপর শাস্ত্রের সঙ্গে ২ বিলুপ্ত হইতে থাকে।

ধর্ম্মত্বরির অমৃতচর্যাও গালবওরবে জ-  
ন্যগ্রহণ করিয়া শৈশবকাল হইতেই কঠোর  
তপশ্চর্যাতে ও আয়ুর্কর্ষেদানুশীলনে প্রবৃত্ত  
হয়েন; বিশেষতঃ তাহার জন্মবৈচিত্র্য ও  
আয়ুর্কর্ষেদীয় অস্বাভাব্য প্রতিভা তাহাকে  
সহজেই মৌনব্রতে প্রণোদিত করিয়াছিল।

গৃহী হইয়াও তিনি সংসারে নিত্য  
ল্লপ্হ ছিলেন। তাহার এইরূপ সহজ  
বৈরাগ্য অপনয়নমানসে ব্রহ্মার অমু-  
রোধে ভয়দ্বাজ গালব প্রভৃতি ব্রহ্মবিবর্ণ  
তাঁহাকে কাশীয়াজ্যে অতিবিক্ত করেন।  
কিন্তু যাহার জীবন মানবজাতির মঙ্গলের  
জন্ম নিয়োজিত হইয়াছিল, তিনি রোগ-  
সন্তপ্ত মনুষ্যের মিনাকণ যন্ত্রণায় মনঃবেদনা  
অনুভব করিতেন, তাহার জীবন কার্যা-  
ন্তরে ব্যাপ্ত হইবার নহে। তিনি নামে  
মাত্র কাশীপতি রহিলেন, তাহার সমস্ত  
সময় আয়ুর্কর্ষেদ অনুশীলনেই পর্য্যবসিত  
হইত। কাশীর আশ্রমে বসিয়া তিনি  
বহু শিষ্যকে আয়ুর্কর্ষেদ উপদেশ দিতে  
লাগিলেন। সমাগত শিষ্যমণ্ডলীকে তিনি  
শরীরবিজ্ঞানে বক্তৃতাধারা উপদেশ দি-  
তেন। শিষ্যগণ যথোচিত যত্নসহকা  
তদুপদেশ সংক্ষেপে নিবন্ধ করিয়া স্বয়ং  
সৌকর্যার্থে এক এক খানা সংহিতার প্র-  
ণয়ন করেন। বারাণশীর আশ্রমে তিনি  
শিষ্যকে উপনীত করেন। তিনিই  
প্রথমতঃ মানবশরীর ব্যবচ্ছেদ করিয়া  
শরীরস্থানের ব্যাখ্যা করেন ও শিষ্যদিগকে  
তদর্থ যত্নবান হইতে আদেশ করেন। (১)

(১) তন্মারিঃ সংশয়ঃ জ্ঞানং হত্রা শাল্যস্য  
বাঙ্গতা।

শৌষরিভা যুতং দেহং ত্র্যকব্যোহিঃ শিষ্য-

প্রত্যকতোহিষদুর্ভেদ শাস্ত্রদুর্ভেদম্  
সমাস্ত গুহুভয়ঃ ভূয়োভয়বিন্দনঃ

তিনি প্রকৃষ্ট যুক্তিসহকারে শল্য তন্ত্রের  
মুখ্য প্রয়োজনীয়তা ও অপরাপর অঙ্গের  
অপেক্ষা ইহার আখ্যানতা প্রদর্শন করিয়া-  
ছেন। \* বাহ্য হউক, যে মহাত্মার  
সংহিতায় আমরা একগ ধনুস্তরির উপ-  
দেশ পাঠ করি, তাহার কৃতিবিসরণ-  
কালেই আমরা অমৃতচার্ধ্যের অন্যান্য উ-  
পদেশ সংক্ষেপে বিবৃত করিব। সম্প্রতি  
আদি বৈদ্যের সময়সম্পর্কে কএকটি  
কথা বলিয়া এই অংশের উপসংহার ক-  
রিতে চাই।

ধনুস্তরি কোন সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়া-  
ছিলেন, তাহার নিরাকরণ করা বড় অক-  
ঠিন। প্রাচীন সংস্কৃতের বত্ৰ্য প্রাপ্ত  
হওয়া যায় তদুপযোগে বেদসংহিতায় পরই ম-  
নুর প্রাচীনত্ব ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ স্বী-  
ত্যাক্ষিতমন্তগাভ্রমবিষোপহৃত মদীর্ঘব্যাদি-  
পীড়িতমবর্ষ শতিকং নিঃস্রষ্ট্রপুত্রীষপুত্র-  
যমবহস্যাদাপগার্য্য নিবন্ধপুত্ররহং মু-  
ক্তকলকুশলগাদীনামন্যাতমেনাবেতিভাসম  
প্রকাশে দেশে কোপরেৎ। সম্যক্ প্রকৃ-  
ষিতকৌকৃত্য ততোদেহং সপ্তরাত্রাহুশীর্ষ  
বালরেপুংকলকুচানামন্যাতমো শবৈঃ শ-  
নৈরবধর্ম্যং শুগাদীন সর্কানৈব লকয়ে  
চকুযা।

\* শল্যাদমজৈরপঠৈ কপেতং প্রা-  
ণোহা গাংভূয় ইহোপদেক্ষ্য সর্কোয়  
অভ্রবেদকত্রোয় এতদেবাধিকমতিমতং  
কুশলকরাগিপ্রণিয়ম্যহা সাত ক্রিয়া  
করাগাং সর্কতত্র সার্য্যসার্য্য সৌভতে।

কার করেন। তাঁহারই বলেন, মনু খৃঃ জ-  
য়ের ৯০০ বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন।  
যদিও তিনি ধনুস্তরির নামোদ্দেশ্য করেন  
নাই, কিন্তু তিনি অশ্বত্থের নাম উল্লেখ ক-  
রিয়াছেন। বাস্তবিক, পরে দৃষ্ট হইবে  
যে, ধনুস্তরি কোন শরীরীয়ভূবোর নাম  
নহে, পূর্বাণকৃতারা কপিপতঙ্গর্গটবৈদ্যের ধ-  
নুস্তরি-উপাধিই অশ্বত্থকে প্রদান করেন।  
সুতরাং আদিবৈদ্য মনুরও পূর্ববর্তী। মনু  
যে বংশের নামোদ্দেশ্য করিয়াছেন, সেই  
বংশ অন্ততঃ ৩০০ বৎসর পূর্বে আরম্ভ হ-  
ইয়াছিল। অন্যথা ব্যবহারশাস্ত্রকার ধ-  
র্মশাস্ত্রে তাহার নামোদ্দেশ্য করিতেন না।  
একটি লোকের বংশগণসম্বন্ধে যে পরিমাণে  
অধিকসংখ্যক হইলে তাহা সমাজের একটি  
অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে, সে পরি-  
মাণ হইতে অতীন ২০০। ৩০ বৎসর গত  
হওয়া আবশ্যক। সুতরাং অশ্বত্থবংশের আদি  
পুরুষ অন্ততঃ খৃঃ জয়ের ১২০০ বৎসর পূর্বে  
প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ধনুস্তরির এই স-  
ময় আমরা ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতদিগের মতা-  
নুসরণ করিয়া নির্ধাচন করিলাম। কিন্তু  
এলফিনষ্টোন প্রভৃতি যে যুক্তিমার্গে গ-  
মন করিয়া মনুর সময় নির্ধাচন করিয়া-  
ছেন, তাহা ভ্রমাত্মক বলিয়া বোধ হয়।  
তিনি স্মরণেই বলেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন খৃঃ জ-  
য়ের ১৪০০ বৎসর পূর্বে প্রাদুর্ভূত হ-  
য়েন। পরাশর তাহার পিতা; সুতরাং  
তিনিও অবশ্য ঐ কালের পূর্বে জন্ম  
ছিলেন। সুতরাং যে মনুর আখ্যান

রাশি, দাক্ষিণ্যাকা প্রভৃতি সকলে একবাক্যে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, সেই যম্ যে কেষন করিয়া ২০০ খৃঃ পূঃ আবিভূত হইবেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। সূত্ররূপে বেদের সংগ্রহকাল হইতে গণনা করিলে অশ্বমেধের কাল ১৪০০ খৃঃ পূর্বেরও পূর্বের আশিয়া পড়ে।

এখানে এলফিনস্টোন ও মার্শমেন প্রভৃতি ভারত ইতিহাসলেখকদের বেদের সংগ্রহকাল নির্ধারণ সম্পর্কেও দুই একটি কথা না বলিয়া পারিলাম না। বড় লোকের ভুল অনুসন্ধান আমাদের রসূতি : পাঠক ঘাপ করিবেন।

ইহার বলায় যে "প্রত্যেক বেদেই জ্যোতিষশাস্ত্রের একটি অংশ আছে। ইহাতে Solsticial বিন্দুর যে অবস্থান আছে, খৃঃ জন্মের ১০০০ বৎসর পূর্বেও তাহাদের ঐ অবস্থান ছিল। \* সূত্ররূপে বেদ বিভাগ ঐ সময়ে ঘটয়াছিল। এই গণনার বল কত, পাঠক একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন। ইহা অন্ততঃ দুটি স্থাপনার উপর নির্ভর করে। প্রথমতঃ ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, বেদের ঐ গণনা বৈষ্ণবদের সমকালবর্তী কোন ব্যক্তি

করিয়াছিলেন; দ্বিতীয়তঃ স্বর্ষ্যের ককট রাশিতে গমন (Solsticial Point) একাধিক সময়ে ঘটতে পারে না। অনেকেরই জ্ঞানেন যে ঐ চক্রের গতি আছে। সূত্ররূপে খ্রীঃ জন্মের ১৪০০ বৎসর পূর্বে বেদ্যানে (Solsticial) বিন্দু ছিল, ঐ চক্রের সম্পূর্ণ একবার আবর্তনে যত সময় লাগে, তৎপূর্বেও তাহাদের সেই অবস্থান ছিল। তিনি কেন যে এরূপ ককটকম্পনার বলবর্তী হইলেন, অথচ রাজতরঙ্গিণীর নির্দিষ্ট ককটপাণ্ডবের সময় হইতে বৈষ্ণবদের সময় নির্বাচিত করিলেন না, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। বিশেষতঃ রাজতরঙ্গিণীর নির্বাচিত ককটপাণ্ডবের সময়ের সহিত কালিদাসকৃত জ্যোতির্বিদ্যাত্মক গ্রন্থের সহিত সাদৃশ্য দেখা যায়। তদনুসারে বেদবিভাগ অন্ততঃ বর্তমান সময়ের ৫০০০ বৎসর পূর্বে ঘটনাছিল।

ধনুস্তরিসম্পর্কে পুরাণ ও ভাবপ্রকাশের মতবৈধ আছে। ভাবপ্রকাশ একাধার পরবর্তী সংগ্রহ। গ্রন্থকর্তাকে আমরা জানি না, কেহ কেহ বলেন ভাবমিশ্র ইহার প্রণেতা। বাহা হউক, ভাবপ্রকাশ বলেন ধনুস্তরির বাহজ গ্রহে জন্মগ্রহণ করেন, এবং সূত্ররূপে প্রভৃতি শত শিষ্যকে আশ্বর্ষবেদ শিক্ষাদেন। তিনি দিবোদাস ও কালীরাজ নামে খ্যাত। \* এমত

\* অদীতচান্দ্রোবেদ মিশ্রীকন্যস্তরঃ পুরা। আদিত্য পৃথিবী কালী। আদিত্য বাহজবেশনী। দাদিত্য সেইভরঃ খ্যাত

\* But the decisive argument is that the place assigned to the Solsticial points in the treatises is that in which those Points were situated in the 14th Century before Christ. Elphinstone's History of India Append

অবস্থায় আমরা কোন কথা সভা বলিয়া গ্রহণ করিব। যদি হিন্দু শাস্ত্রানুসারে বিচার করিতে যাই তবে অনিচ্ছিত চিত্তে পুরাণই মানিতে হইবেক, কারণ আদৌ ঐতিহ্য, তৎপার স্মৃতি, ও তৎপার পুরাণই প্রামাণ্য। যাহা হউক এবং বিধি অনেকের কারণ অনুসন্ধান করিয়া আমরা কি সিদ্ধান্তে উপনীত হই দেখা যাইক।

বিষ্ণুপুরাণে উল্লিখিত আছে কাশী-রাজগোত্রে ধনুস্তরি নামে একজন রাজা ছিলেন। তাবপ্রকাশকার বোধ হয় তাহাকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। এবং পুরাণোন্নিখিত ধনুস্তরির অলৌকিক কথার-স্তান্ত্রে অনায়াসেই তাৎপৰ্য্য বিবরণ লিখিয়াছেন। বিষ্ণু পুরাণোক্ত কত্রিয় ধনুস্তরিকে বৈদ্যধনুস্তরি গ্রহণ করিলে কতকগুলি গোলযোগ আসিয়া পড়ে। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণানুসারে আত্রেয়, ভরদ্বাজ ও চরক ঐ ধনুস্তরির পূর্ববর্তী। সুতরাং অমৃত্যুচর্য্য ধনুস্তরি, কত্রিয়রাজা ধনুস্তরি হইলে চরক কোন মতেই স্ব-পুনঃসংস্কৃত অমিবেশসংস্কৃতিতে ধনুস্তরির মতগ্রহণ

দিবোদাস ইতি ক্রিতো। বালএব বির-  
ক্রোহীভূতচারঃ সমহস্তপং। যত্নেন মহতা  
ব্রহ্মা তং কাশ্যামকরোমৃপম্। \* \*

বিশ্বামিত্র মুনিভ্যেহু পুত্রঃ সুর্য্যক-  
বান্। তত্রনামা দিবোদাসঃ কাশীরা-  
জোন্তি বাহুজঃ। মহিধনুস্তরিঃ সাক্ষাদা-  
নুর্বেদবিদাংবরঃ। \* \* \* তাবপ্রকাশঃ।

করিতে পারেন না। কিন্তু চরকসংস্কৃ-  
তিতে ধনুস্তরির মত গ্রহণ দৃষ্ট হয়। \*  
বিশেষতঃ যদি বিষ্ণুপুরাণোক্ত বংশাবলী  
গ্রহণ করা যায়, তবে ধনুস্তরির দিবোদাস  
নাম অসঙ্গত হইয়া উঠে। কাশীরাজের  
পৌত্র ধনুস্তরিনামে রাজা ছিলেন ;  
বিষ্ণুপুরাণে তাহার নামান্তর দিবোদাস  
উল্লিখিত নাই। কিন্তু ধনুস্তরি-প্রণোক্ত  
দিবোদাস নামে একরাজা ছিলেন। সু-  
তরাং সুর্য্যকতৎপার ধনুস্তরিকে কত্রিয় ধনু-  
স্তরি গ্রহণ করিলে এও আর একটি অস-  
ঙ্গতি হইয়া উঠে। কারণ, ইহার কাশী-  
রাজ আখ্যা সঙ্গত হইলেও দিবোদাস  
নাম সঙ্গত হইয়া উঠে না। অপিচ,  
যদি আয়ুর্বেদে ধনুস্তরি কত্রিয়সন্তান হই-  
তেন, তবে যোগ্যতাস্বার্থেই তাহাকে  
নিমিত্তান্তর ভূমিপ বলিয়া কীর্ত্তিত হইত না।  
বাহুজই কত্রিয়ের সহজ ব্যব-  
সায় ; বিশেষতঃ কাশীরাজ গোত্রজা-  
তির ব্যবসায় ও উদ্ভাদিকাগীত উভয় স্ত্রেই  
রাজা। সুতরাং, এ আর একটি তৃতীয়  
দোষ আসিয়া পড়ে।

\* সর্বাদানিরুত্তি যুগপদিতি ধনু-  
স্তরিস্ত তত্পপন্নং সর্বাদানানং তুল্যকালী-  
নিবর্ত্তিত্বাৎ \* \* \* চরকে।

† সর্বাদানুগতঃ জ্ঞানান্ নিবর্ত্তিতা-  
স্তরভূমিপঃ।

শিব্যারোবাচ, নিখিলমিদং বিজ্ঞপিলক্ষণম্।

সৌভাগ্যে।

## নিশীথ-চিন্তা।

আশার ছলনা।

“আশার ছলনে তুলি, কি ফল লভিনু,

হারি। তাই ভাবি মনে।”

এই তুষিত মেদিনী যেমন আজি  
আশানাত্র অলসনে আকাশের পানে  
চাহিয়া রহিয়াছে, এবং আশা করিয়া  
সহস্রগুণে অধিকতর ক্লেশ পাইতেছে;  
আমার এই মকমর দক্ষ হৃদয়ও সেইরূপ  
আশাপথপানে উর্জুনয়নে চাহিয়া আছে,  
এবং হায়! আশার আশ্বাসপ্রদ মধুরকণ্ঠে  
বিশ্বাস করিয়াই জীবনে এত যজ্ঞগা ও এত  
লাঞ্ছনা ভোগ করিতেছে। এ আশা কি  
মৃগাত্মিকা?

আশা ছিল জ্ঞানার্ণবে সঁতার দিয়া  
অম্বী হইব,—জ্ঞানের অন্তস্তল পর্য্যন্ত দর্শন  
করিবার জন্য এপ্রাণ মন বিসর্জন করিব।  
কিন্তু আমার সে আশা কি আর সফল  
হইবে? যে জানে এতদিন আমার এত  
অনুরাগ ছিল, সেই জানে এইক্ষণ আমার  
বিরাগ। বৃদ্ধি আরও কি জ্ঞানের অনুসরণ  
করিয়া বিভ্রান্ত হইতে চাহিবে?—জ্ঞান  
আর অজ্ঞান সমান কথা, অন্ধকার আর  
আলোক এক। হে জ্ঞানাত্মিনি ধীর!  
তুমি কি ইহা অস্বীকার করতে পার?  
তোমার জ্ঞানে তুমি কি পাইরাছ?—না।

নৈরাশোর অন্ধতম অবিবাস,—অন্ধকা-  
রের শূন্যতা। তুমি এই শূন্যময় অন্ধকা-  
রে কোন্ প্রাণে আর কিরূপে নিরালব অব-  
স্থান করিবে?—তোমার ঐ জ্ঞান সমু-  
দ্রের অতলজলে ডুবায়া দেও। জ্ঞানী  
সে, যে অজ্ঞান;—জ্ঞানে সে, যে জানিতে  
চাহে না। তুমি জানিতে যাইরাই, জা-  
নিতে পাইলে না। আমিও এই জ্ঞানী  
আর জানিতে চাহি না। আমার মন  
বহুদিনের চিন্তাপ্রমে হতাশ ও অবসর  
হইয়া এইক্ষণ উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছে, জ্ঞান  
আর অজ্ঞান সমান কথা, অন্ধকার আর  
আলোক এক। ঐ যে রাহু, কখনও মুহু-  
হিমোলে, কখনও ঝঞ্ঝাবেগে, প্রবাহিত  
হইতেছে, জ্ঞান আর উহার প্রজ্বলণ কো-  
থায়?—এই যে আলোক, চক্ষুর সম্মুখীন  
হইয়া গতিপথ প্রদর্শন করিতেছে জ্ঞান  
উহা কি? কোন্ সময় হইতে কালের  
আরম্ভ, আর কোথায় গিয়া দেশের শেষ  
সীমা? স্কটের সৌন্দর্য্য দেখিয়া তুলিয়া  
বাই। কিন্তু সৌন্দর্য্য এমন পুষ্পর কেন?  
এবং চিত্তই বা কেন উহার জন্য লালসিত?



হয় ? জগতে অসংখ্য প্রাণী, অসংখ্য প্রাণ লইয়া, ভোগ্যবস্তুর জন্ম চতুর্দিকে প্রদর্শিত রহিয়াছে, এবং ভোগতৃষ্ণার পরিতৃপ্তিতে সুখে উৎফুল্ল, অথবা অভাব-জন্য দুঃখে ত্রিস্রমাণ হইতেছে। এই প্রাণ আর সুখ দুঃখ, সমস্তই কি অল্পলীলা নহে ? হায় ! এই সকল সামান্যতন্ত্রের অন্ত পাই না ; বাহ্য অসামান্য, তাহা আমি কিরূপে জানিব ?

তবে কি জানে সুখ ? শৈশবের সরলা বুদ্ধি একথাই মানিয়া লইত। কিন্তু প্রতারণার পর প্রতারণায়, বিভ্রমনার পর বিভ্রমনার, বুদ্ধির সে সরলমতি বিনষ্ট হইয়াছে। উহা এইক্ষণ আর এ সকল কথায় তুলিয়া যায় না। জানে যদি সুখ তবে সংসারে অসুখ আর কি ? কোন জানী এই অবনীমণ্ডলে সুখী হইয়াছে ?

যাহার চক্ষু ফোটে নাই, যে সংসারে আজও কিছু দেখে নাই, কিংবা দেখিবার জন্য উৎসুক হয় নাই, সেই দুঃখের ছলা-ছলকে সুখের অমৃতদারা বলিয়া পান করে, কালকূটময়ী ভুলজ্ঞীকে চন্দন-লতা-জানে কণ্টহার করিয়া লয়, বিপদকে সম্পদ বলিয়া আলিঙ্গন দেয়, এবং বাকদ-গৃহে শয়ান হইয়াও সুখে নিদ্রা যায়। কি নিশ্চিন্ত নির্ভরের ভাব ! কি অনির্দ-চনীয় শান্তি ! কিন্তু যাহার চক্ষু, পূর্ণ দৃ-ষ্টিতে বঞ্চিত রহিয়াও, একটুকু একটুকু দেখিতে শিখিয়াছে, আলোক কি তাহা না-জানিয়াও আলোকের আভিমান দর্শ-

মেই অতৃপ্তি-অন্তর্দাহে উদ্ভাসিত হইয়াছে, ঐ শান্তি আর ঐ নির্ভরের ভাব আর কি তাহার অন্তরে অবস্থান করিতে পারে ? জানেই বেদনা এবং বেদনার নমস্ত দুঃ-খের বীজ। যে দুঃখ হইতে দূরে রহিতে চাহে, সে যেন প্ররোচিত পতঙ্গের মত জা-নের শোভাময়ী বহ্নি-শিখায় কাঁপ দিয়া গিয়া না পড়ে ! মনুষ্যের জন্ম নিভৃত নি-র্জনে এবং স্বপ্নে ও জাগরণে, সর্বদাই অতি গোপনে বিলাপ করে। কিন্তু সেই বি-লাপের মার কথা কি ?—না, হায় ! কেন দেখিলাম, হায় ! কেন জানিলাম, হায় ! কেন অন্ধকার ছাড়িয়া আলোর জন্ত প্রমাণিত হইলাম ! কি যোগী, কি ভোগী, কি বুঝা, কি বুদ্ধ, সকলেরই অন্তরের অন্ত-রতম প্রদেশে ঐ অপরিষ্কৃত বিলাপ-ধ্বনি। আমরা যে সকল সময়ে উহা শু-নিতে পাই না, সে কেবল সংসার চক্রের আবর্তকোলাহলে। ইহার পরও কি আশা করিব যে, জানে আমার সুখ হ-ইবে, এবং সেই আশায় আমি অধীর র-হিব ? সুখী আমার ঐ অজান মনু। উহার হাতে তোমরা জ্ঞানের নিষিদ্ধ ফল তুলিয়া দিও না। ঐ যে অবোধ, গুণি-বীর কোন ভাবনা না ভাবিয়া, কোন তত্ত্ব না জানিয়া, ধূল্য পড়িয়া নির্ভয়ে নিদ্রা বাইতেছে, উহাকে কণকাল ঐ নিদ্রা-সুখ-ভোগ করিতে দেও ! যদি আশার ছলনায় আত্মবিশ্বস্ত হইয়া, বুদ্ধির দুর্য্যোগে অজ্ঞান-অবস্থায় জন্ম

ইসলামপ্রভু না হইতাম, তাহা হইলে হরত  
আখিও আজি উহার মত ধূনি শব্দায় পা-  
রিয়া থাকিয়াই কুসুমাকীর্ণ দেবশব্দায়  
সুখানুভব করিতাম, এবং আশাভঞ্নের  
অনুভব বেদনা হইতে মুক্ত রহিতা, আপ-  
নাকে আপনি সুখী বলিতাম। কখনও  
ইহা করিয়া পরিতাপ করিতাম না,—

“ কেন আশা ছিলি আমার ? ”—

আশাছিল, গৃহবাসে থাকিয়া হৃদ-  
য়ের সকল তৃষ্ণা পূর্ণ করিব,—মনুষ্যকে  
ভাল বাসিব এবং মনুষ্যের ভালবাসা  
আকণ্ঠ পান করিয়া, তৃপ্তির পরিপূর্ণতায়  
স্তুতার্থ হইব। এ আশা বাল্যে প্রথম  
বিকশিত হইয়াছে, যৌবনে প্রমত্ত ক্ষু-  
ধিতে ক্রীড়া করিয়াছে, এবং আজি বার্দ্ধ-  
ক্যের শীতসমাগমে সঙ্কুচিত হইয়া, আ-  
নাকে দূর হইতে অতি ক্লিষ্ট স্বরে যেন ‘না  
না’ বলিয়া হতাশ করিতেছে। হৃদয়!  
পৃথিবীর গৃহবাস যে নিরয়নিবাসের পূর্ব-  
চ্ছবি, তাহা কি তুমি এখনও অনুভব ক-  
রিতে সমর্থ হও না? যেখানে মনুষ্য  
মর্পের মত মনুষ্যকে দংশন করে, জেলো-  
কার মত মনুষ্যের শোণিত শোষণ করে,  
এবং শক্তি থাকিলে বজ্রের মত মনুষ্যকে  
আক্রমণ করে, তুমি কি এখনও সেই গৃহ-  
বাসের জন্য লালায়িত? যেখানে প্রাতঃ-  
সময়ের কুল জীতি, প্রাতঃকালীন পদ্ম-  
স্তম্ভের ন্যায়, স্নানকালমাত্র মগ্ন বিনো-  
দন করিয়া, সন্ধ্যা কা হইতেই শুষ্ক ও ম-  
লিন হয়,—অসাক্ষর অকৃত্রিম সৌহার্দ

কলাই অকৃত্রিম শক্তভাঙে পরিণতি পায়  
ক্রিষ্টপেট। কৈশোরের প্রাণে-এটনীতে  
বলিস্বরূপ উপহার দিয়া আপনার প্রাণ  
লইয়া আপনি পান্যন করে এবং অরুণ-  
জীবের মত পুত্রও পুণ্ডর প্রতিমুষ্টি ব-  
সিয়া সকলের গুজা পাইয়া থাকে, তুমি  
কি সেই গৃহবাসের জন্য ক্ষুধিত ও তৃষিত?  
যেখানে স্বার্থসেবার নাম সংসার-হি-  
তৈষণা, ধর্ম লইয়া বাণিজ্যের নাম ধর্ম-  
প্রচার, যশঃস্পৃহার কণ্ঠস্বরের নাম অ-  
ধ্যাত্ম-উদ্দেশ্য এবং পরপীড়নের নাম  
পৃথিবীর মঙ্গল-সাধন, তুমি কি অদ্যাপি  
সেই গৃহবাসের জন্য আকুলিত?

গৃহবাস কি? পার্থিব গৃহবাস প্রায়  
সকলের পক্ষেই বনবাস! বনে ব্যাস ভ-  
স্কুক; গৃহে হিংসা ঘেব। হায়! যখন  
দেখিয়াছি যে, পুত্রশোকাতুরা জন্মী,  
এই মুহূর্ত্তে পুত্রের জন্য আর্তনাদ করিয়া,  
পর মুহূর্ত্তেই পুত্রের ত্যক্তা সম্পত্তির জন্য  
প্রতিবেশী কি বিধবা পুত্রবধূর সহিত  
ঘোরতর বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছে, আমি  
তখনই বলিয়াছি পৃথিবীর এ গৃহবাসে  
স্বার্থের আশা বৃথা। যখন দেখিয়াছি যে,  
জাতা ভ্রাতার বন্ধে আঘাত করিয়া আ-  
পনার অভীষ্ট সিদ্ধির উপায় দেখিয়াছে,  
ভগিনী বিষয়-বাসনার তৃপ্তির নিমিত্ত ভ্রাতৃ-  
বিয়োগের দিন গণনা করিয়াছে এবং প্রা-  
ণাদিক প্রিয়তমা প্রেম-বিকলতা ভাঙা প্র-  
ভুতের নূতন মদিরা পানেই নববৈবধবোর স-  
কল দুঃখ বিস্মৃত হইয়াছে, আমি তখনই

বলিয়াছি, পৃথিবীর এ গৃহবাসে স্নেহের আশা রাখা । যখন বলিয়াছি যে, মনুষ্য তরুণ ছায়া অবলম্বন করিয়া দগ্ধদেহ শীতল করিয়াছে, সেই তরুণই মুলোচ্ছেদে যত পাইয়াছে, যে হস্ত রোগ, শোক কি বিপদের সময়ে তাহার মুখে অন্ন তুলিয়া দিয়াছে, সেই হস্তই সে বিবদস্তে দংশন করিয়াছে, এবং ক্লতজ্ঞতা, এই সমস্ত অশুভ ব্যাপার দর্শনে মর্মান্বিত হইয়া, মনুমানিবাস হইতে উদ্ভূতসে ও ত্রাহিরবে পলাইয়া যাইতেছে, আমি তখনই বলিয়াছি, পৃথিবীর এ গৃহবাসে স্নেহের আশা রাখা । যখন দেখিয়াছি, লোকে দেবতার অঙ্গে ধূলি কর্দম দিয়া, পিশাচের পদধূলি লইয়া অঙ্গে নাশিতেছে, বিপন্ন মস্তকে মস্তকে পদাঘাত করিয়া, পাপপঙ্কে নিমগ্ন পাপজ সম্পদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ তক্তের মত দলবদ্ধ হইয়া চলিয়াছে, এবং দিনকে রাত্রি, সত্যকে অমতা এবং আলোককে অন্ধকারে পরিণত করিয়া কুটিলবুদ্ধির কূট অভিমুখি সম্পূরণ করিতেছে, আমি তখনই বলিয়াছি, পৃথিবীর এ গৃহবাসে স্নেহের আশা রাখা । যখন দেখিয়াছি যে, যাহার জন্য বিপদে বলিয়া অক্ষপাত করিয়াছি, সে বিবরলে বলিয়া অভিসম্পাত করিয়াছে, যাহাকে দেখিবার জন্য আকুল হইয়া নিকটে গিয়াছি, সে দেখা দিতে না ধন এ জন্য বিরগভরে দূরে গিয়াছে, এবং হািদীগের জন্য তিকারী বুলিয়াছি, করে মুক্তিমিত তিকার তুলিয়া দিতেও পরি-

শেয়ে তাহার রূপণ ও কাতর হইয়াছে, আমি তখনই সহঅজিহ্বায় বলিয়াছি যে, পৃথিবীর এ গৃহবাসে স্নেহের আশা রাখা ।

তবে কেন পড়িয়া রহিয়াছি ?—আশা তুমি এই প্রশ্নের উত্তর দাও । মনুষ্যকে জাগ করিয়াও তুমি জাগ কর না এবং মনুষ্যের প্রবন্ধ প্রাণ পুনঃ পুনঃ তোমায় পরিত্যাগ করিয়াও একেবারে তোমায় পরিত্যাগ করিতে পারে না । দীপ নিষ্কাণ হইয়া যায়, তথাপি আশা আছে, আবার উহা জ্বলিয়া উঠিবে,—কদর তুবানলে ভস্ম হইয়া যায়, তথাপি আশা করি, আবার উহা অমৃতরসে সিক্ত হইবে । আশার কণ্ঠধনি এমনই উন্মাদিনী !

ঐ শুন আশার মোহন মুরলী এই গাভীর নিমীষে কি অপূর্ব মাধুরীতে নিদাদিত হইতেছে এবং সেই মূহুরমোহনমধুরলহরী, নিদ্রামৃত মনুষ্য-রূদয়ের-রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইয়া, মনুষ্যকে কিরূপী আকুল, উৎকণ্ঠ এবং উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছে ! ঐ গিরহিমুগা হুঃখিনী, অতৃপ্ত প্রেমভরায় অন্তরে অর্জ্বরিত হইয়া, নিদ্রার আগ্রেশে দীনবেশে পড়িয়া রহিয়াছে, আশা তাহার কর্ণকুহরে দীরে দীরে কহিতেছে, 'নিদ্রা-গের পর বারিদার, হুঃখের পর সুখ' । ঐ যে ক্ষীণকলেবর স্বপ্নের সুবা, জীবনসংগ্রামে অবসন্ন এবং জীবনের সমস্ত উদ্যমে ব্যর্থ হইয়া, জাহ্নে কি ঝাই এইভাবে নিপতিত দুর্ভ হইতেছে, আশা তাহার কর্ণকুহরে দীরে দীরে কহিতেছে, 'অন্ধকারের পর

‘হুংখের পর সুখ’। এ যে অ-  
নিত্যতা, অতিমানী পুরুষ, পৃথিবীতে পৌ-  
ন্য ও প্রতিভার বিড়ম্বনা এবং নীচতা ও  
কুত্রতারই পরিপুষ্টি দেখিয়া, অপমানের  
বিষদাছে নিজার মধ্যে পুনঃ পুনঃ প্রতন্ত  
দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছে, আশা তাহার  
কর্ণকুহরে ধীরে ধীরে কহিতেছে,—‘নী-  
তের পর বসন্তজী, হুংখের পর সুখ’। আর  
এ যে জগদগ্রগণা, জগদান্য ‘মলিনমু-  
রতি’ তারতলক্ষ্মী, অঘোষ্য রামলক্ষ্মণকে  
সরসুর জলে ভাসাইরা দিয়া, হস্তিনার ভীষ্ম  
দ্রোণ ও কর্ণাভ্যুতন এবং তাহাদের পৃষ্ঠপু-  
রক অকৌহিনী কুকর্ণের শ্মশানানলে

ডগ করিয়া, বিজয়ধ্বজ কামিনীকে মৃত  
আঁকি এই বোর বাহিনীতে ভারত-শ্মশানে  
পরিভ্রমণ করিতেছেন,—সেই শোভা  
নাই, সেই মহিমা নাই—তথাপি সেই গু-  
রাতন গৌরবের ছটায় গম্বিত রহিয়া, অ-  
ন্ধকারে পাগলিনীর ন্যায় কি যেন খুঁজিয়া  
বেড়াইতেছেন, আশা, ভয়ে ভয়ে, ভীত-  
শব্দবিক্ষেপে, তাহারও স্মৃতিপবিত্রী ইহা,  
ভীতি-কক অক্ষুটবরে কহিতেছে,—

‘রাত্রির পর প্রভাতসূর্য,  
হুংখের পর সুখ।’

(উদাসীন)

## বিজ্ঞাপনী।

১।

চাই

একখানি পরশ পাথর,—

যাহা ছুইলে তাহা, কাঁসা, পিডল-  
প্রভৃতি সমস্ত বস্তু মোগা হয়,—বিষয় মন  
কামন হইয়া উঠে, জরাজীর্ণ ভয়দেহে  
চির-যৌবন ও চির-বসন্ত বিরাজ করে,  
এইরূপ একখানি অমূল্য পাথর। বিজ্ঞ  
মূল্যে পাইলে ভয় করিতে ইচ্ছা আইবে।

২।

চাই

একটি উত্তম। স্ত্রী চাই।

একজন অশ্রাব্যক-অসমিক রুচের অসমিক  
একজন একজন একজন একজন  
কথায় একখানি একজন একজন  
কালীন বেদের মত সার্বভৌম সুখ ভাই  
কিছু বসিয়া না থাকেন, কখনোনা পিডা-  
কিছু বসিয়া না থাকেন, কখনোনা পিডা-  
কিছু বসিয়া না থাকেন, কখনোনা পিডা-  
কিছু বসিয়া না থাকেন, কখনোনা পিডা-

খাট একটি মুরসির লক্ষ্য। আধুনিক পাদ-  
নীদিগের মত সাহুনাঙ্গিক অরে লেকচার  
দিতে অগ্রসর না হন, এবং গোবিন্দপু-  
ত্রের গোলামিনীদিগের মত আঁতামাখা  
পা ছাখানি সম্মুখে প্রসারণ করিয়া তা-  
হাতে পুষ্পাঞ্জলি দিতে না বলেন, এইরূপ  
একটি ব্যাপার নাই ভাল, অমৃতময়ী অবল।  
চাই।

তঁাহার কণ্ঠধর, কোকিল কণ্ঠের মত  
উদ্ভদ, অমরগুজনের মত নিজাপ্রদ, এবং  
জিতজীর মৃদলহরীর মত সুললিত না হই-  
লেও, স্নেহরসমিক্ত মধুর হইবে,—অর্থাৎ  
তিনি যখন বালক বালিকাদিগের উপর  
গর্জিতা উঠিবেন, তখন যেন আমার কণ্ঠ-  
লব্ধ নিম্নাটিকু তাৎপরি না যায়, এবং  
তিনি যখন প্রতিবেশিনীদিগের সহিত  
ভৈরবীর মত বাহুতাড়নসহকারে বিবাদ  
করিতে প্ররতা হইবেন, আমার এই চি-  
ন্তাকাতর প্রাণ যেন তখন ভরে না চম-  
কিতা উঠে।

তঁাহার হৃদয় ধূতুরার মত দবল, নব-  
নীলের মত কোমল এবং পারিজাত পু-  
ষ্কর মত সুগন্ধিত না হইলেও উহাতে  
অন্তঃ গোলাপের সৌন্দর্য ও গোলাপের  
সৌরভ থাকা নিতান্ত আবশ্যক। অর্থাৎ  
আমি যেন সমস্ত দিবসের পরিগ্রহের পর  
গৃহে আসিয়া হিংসার তুযানলে জ্বল-  
ন্ত অঙ্গের মতো অসহ্য দুর্গন্ধে ক্রিষ্ট  
না হই,—সহ্য হইতে যে স্বরলভের  
অঙ্গের তৎপরা ও এত সাদৃশ্য করে,

আমার এই অলস আশা যেন বিনা উপ-  
সার ও বিনা সাক্ষার সম্মুখে পরিসরিত  
সেই সুদূর অগ্রেই পরিণাম প্রাপ্ত হয়।

অশিচ, তঁাহাতে অভিমানে মৌহম  
মাধুরী থাকিবে, কিন্তু অহঙ্কারের মদগর্ভ  
থাকিবে না ;—সংসারের উপযোগিনী  
সুতীক্ষ্ণ বিষয় বুদ্ধি থাকিবে, কিন্তু বিষয়ীর  
জঘন্য সংসার-লিপ্সা কোন মতে স্থান  
পাইতে পারিবে না। তিনি কবি না হ-  
ইলেও কল্পনার লীলাধরী সহচরীর স্তায়  
চিত্তবিনোদিনী হইবেন ; ভাগীরথী গঙ্গার  
ন্যায় গভীরমলিনা না হইলেও, নিত্য  
নূতন তরঙ্গে তরঙ্গময়ী রহিবেন ; এবং  
সুখে সোহাগ, দুখে শান্তি, ক্ষোভে শিবা,  
প্রেমে গুণ, এবং সম্পদে শোভা ও বি-  
পদে বল স্বরূপ হইয়া, জোৎস্না ও অন্ধ-  
কার সকল সময়েই—হৃদয়ের সান্নিধ্যে,  
হৃদয়ের হৃদয় মধ্যে অবস্থান করিবেন।

পৃথিবীর ধন মান বৈভবে,—অর্থাৎ  
কাচ আধুনিক তাজ রজতে তঁাহার অনুরাগ  
থাকিলে পোষাইবে না। কারণ, আমি  
পোষার কি দোকানদার নহি। এবং  
তিনি ক্ষুদ্র-দুখ-লোলুপ। বিভ্রাটী ব-  
ণিগুধু অর্থাৎ কটাক্ষশালিনী বেগে বৌ  
হইলেও আমার চলিবে না। কারণ, আমি  
একমাত্র মহত্বের উপাসক। তঁাহাকে  
লইয়া মূর্খী কি বেগের ব্যবসায় অবলম্বন  
করা আমার অভিপ্রেত নহে।

পারহ তঁাহাতে খাদিকার ভাণ ও  
অকৃতি থাকিবে না, কিন্তু ধর্ম থাকিবে ;—

প্রেমিকার আশ্রয় না থাকিবে না, কিন্তু  
প্রেমের প্রথম প্রণয় থাকিবে;—এবং  
পাণ্ডিত্যের সমস্তই থাকিবে না, কিন্তু  
বিনয়ের বিশেষ অংশই প্রকৃত অমুরাগ  
থাকিবে।

যদি কেহ এইরূপ একটি অবলম্বনের  
সংবাদ পাইয়া থাকেন, তিনি অনুগ্রহ  
পূর্বক জ্ঞানানন্দ সরস্বতীর নিকট সারস্ব-  
তাস্থমের ঠিকানায় ব্যাপ্ত পত্র লিখি-  
বেন। মূল্য,—চিরজীবনের জন্য একজন  
সরলপ্রাণ যুবকের মনঃপ্রাণ,—সর্বস্ব।

৩।

## অর্থপুস্তক ! !

অর্থপুস্তক ! অর্থপুস্তক ! অর্থপুস্তক !  
প্রথমভাগ বর্ণপরিচয়ের প্রথম পরিচ্ছেদের  
অর্থপুস্তক।

ইহাতে স্রবের আ আ, এবং ক খ প্র-  
ভৃতি ব্যঞ্জন বর্ণের এবং কট মট খট ঘট  
প্রভৃতি কঠিন শব্দ সমূহের অর্থ প্রতি বিশদ  
ভাষায় ব্যাখ্যাত হইয়াছে।—সুকুমারমতি  
শিশুদিগের বিশেষ উপযোগি,—বহুবি-  
দ্যালয় সমূহে বিশেষ ব্যবহারের উপযুক্ত  
এবং বিজ্ঞ বিজ্ঞ ডিপুটী ইন্সপেক্টর বাবুদি-  
গের দ্বারা বিশেষ রূপে প্রশংসিত। মূল্য  
চারিআনা মাত্র। যাঁহার প্রয়োজন হয়,  
তিনি ঢাকা, বাবুর বাজার ছি ছি আই  
আই বাবরজী এও কেঁর শিশুপ্রামিনী  
নামক প্রসিদ্ধ লাইব্রেরীতে পত্র লিখি-

বেন। কেহ এক সঙ্গে ২৫ খণ্ডের অধিক  
ক্রয় করিলে, শতকরা সোয়াশত টাকা  
হিসাবে কমিসন পাইবেন।

গ্রন্থকারস্য।

৪।

## কুন্তলব্যা বৃকভানুনন্দিনী।

আশ্চর্য্য তৈল ! আশ্চর্য্য তৈল !

প্রতিশ্রুতি একটাকা। পেকেট খরচ  
পাঁচসিকা। ইহা একমাসকাল মস্তকে  
ব্যবহার করিলে চিরদিন অনঙ্গ বয়স্ক  
অকালপক রক্তের দোষ কেশ 'বিবিড়  
রক্ত' কালো হয়, এবং আঁচড়া আঁচ-  
বড়ী, অকুটিময়ী ভামিনীদিগের 'অমর  
রক্ত' চূর্ণকুন্তল শব্দ কি ভুবারেও শাদা  
হইয়া যায়। কলিকাতা, পাটুয়াটুলী  
জাতীয় স্বাধীনতার মেডিকেল ডিপার্টমেন্টে  
পীঠে প্রাপ্তব্য।

৫।

## প্রেম-স্বর-হর-গজেন্দ্র

কেশরী বটিকা।

সম্যাসী প্রদত্ত মহা মহৌষধ।

ইহার ৩টি মাত্র বটিকা ঘেঘনে একা-  
ধিক, দ্বাধিক, ত্রাধিক ও চাষাধিক  
প্রভৃতি সর্ববিধ প্রেরণ। একমাসে বিনষ্ট  
হয়। বহুদিনের পুরাতন সৈনিক প্রের  
এবং তৎসংক্রান্ত স্ত্রীসকল গায় সাহ

প্রভৃতি উপলক্ষ সকল সম্পূর্ণরূপে বিলোপ  
পায়,—আর অতি বড় কঠিন ও সাধারণতঃ  
চিকিৎসার অসাধ্য মেলেরিয়ার প্রেমও  
এই বটিকা সেবনে উন্মুক্ত হইয়া যায়।  
কলিকাতা, বটতলা, গোবিন্দচন্দ্র কবি-  
ভূষণ কিংবা কবিরাজ চূড়ামণি দাশরথি  
রায়ের আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসালয়ে প্রা-  
প্তব্য। মূল্য প্রত্যেক বটিকা পাঁচপয়সা  
মাত্র।

৩।

## সাহিত্য বিকাশিনী

### লাইব্রেরী।

ঢাকা, ভীতিবাজার, ১২ নং বাতী।  
মুখরঙ্গী এবং কোঁ কড়ক সংস্থাপিত।

আমাদিগের দোকানে নিম্নলিখিত  
নতুন পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ আগত হই-  
য়াছে।

রাই-রঙ্গ-তরঙ্গ-ভঙ্গি-বিলাসিনী নাটক।

প্রজ্ঞা চন্দ্র-জীমূত-মঙ্গ-গজিনী নাটক।

প্রভৃতি সাহিত্য।

স্পেনিওর কি (?)

ফার্ডিনেণ্ডের কি (?)

বার্ডবকের অর্থপুস্তকে কি (?)

হরপ্ত-বসন্ত-কৃতান্ত-শান্তকারিনী নাটক।

## মুম্বের ঔষধ।

অব্যর্থ! অব্যর্থ! অব্যর্থ!

আবু গওহরের আবিষ্কৃত—

পারস্যের শৈলাধিপতি কর্তৃক,

প্রথম ব্যবহৃত,

মণ্টিকুস্টের পরীক্ষিত,

কমলাকাশের চির-বাহিত, চিরমেবিত।

বিনামূল্যে বিতরিত হইয়া থাকে।

অমৃতমস্তক ঘুম হয়,

অলসের আলস্য যায়,

অকপি কবিত্ব লাভ করে,

আকাশের চাঁদ হাতে আসে,

আঁধার ঘরে তারা ফোটে।

যিনি উৎকৃষ্ট বক্তৃতা করিয়া সকলকে উ-  
দ্দীপ্ত করিতে চান, এই ঔষধ তাঁহার  
জন্য। যিনি ভাষার স্রোতে তরঙ্গ তুলিয়া,  
পাল উড়াইয়া, চলিয়া যাইতে চাহেন, এই  
ঔষধ তাঁহার জন্য। যিনি ঋতুক দ্বারা  
সমুদ্র সেচিত্তে ইচ্ছা করেন, এই ঔষধ তাঁ-  
হার জন্য। যিনি নীরবজগতে ঝিল্লিরব  
শুনিতে অভিলষী হন, এই ঔষধ তাঁহার  
জন্য। যিনি কমলাকান্ত শরীর মত ঝি-  
লিয়া ঝিল্লিয়া রসের কথা লিখিতে ভাল  
বাসেন, এই ঔষধ তাঁহার জন্য। আর,  
যিনি বরষে বৃদ্ধ হইলেও হৃদয়ে চিরযৌবন



পুষ্টিমা রাখিতে আকাজকী, এই অমোঘ  
অমূল্য ঔষধ তাঁহার জন্য।

জীমূতকান্ত বসু

উদয়পুর পোস্টঅফিস হইয়া,  
বিনোদগঞ্জের বজবিদ্যালয়।

## হুতন নাটক।

রমের চটক।

না মিলি না টক।

অতি চমৎকার দৃশ্য।

একজন অত্যাতিথ্যাত করিকর্জক প্রিচিত।

ইহাতে

জয়ের গুন্ গুন্, ভোমরার ভন্ ভন্,  
কোকিলের কুল কুল, উকীলের আহা উহু,  
বিরহীর দশ দশা, বসন্তের মাছি মশা,  
মারামারি কাটাকাটি, ধরাধরি আঁটা আঁটি,

জাতি যুতি কুল

পাশিরা বুল বুল

প্রভৃতি।

উৎকৃষ্ট নাটকের সমস্ত উপকরণ আছে।

মূল্য অশ্লী, মূল্য নগদ, মূল্য এক টাকা।

কলিকাতা, ভবানীপুর, রামদাস শ-  
য়ার ভারত উদ্ধার নামক ভারতবিখ্যাত  
ডাক্তরখানায় প্রাপ্য।

## কর্মখালি।

কুশম্ভপুরস্থ রাজবাটীর প্রধান চাটুকা-  
রের পদ অশ্লী দিম হইল খালি হইয়াছে।

বেতন মাসিক ১২৫ টাকা। যিনি এই পদে  
নিযুক্ত হইবেন, তাঁহাকে নিম্নলিখিত কাজ  
সকল সূচাক্রমে সম্পন্ন করিতে হইবে।—

১। কর্তার একটি ত্রিলোক বাছা  
অলোক-সামান্য ছেলে আছে। উহার  
আকৃতি ছোট একটি ভল্লুকের মত। প্র-  
কৃতি মর্কটের মত, এবং কণ্ঠের ঠিক একটি  
দীর্ঘশ্বাস অঞ্জের মত। প্রধান চাটুকার ঐ  
বালককে দণ্ডে দশবার সজলনয়নে ও গদ-  
গদ বচনে দশরথের রামচন্দ্র এবং নন্দীর  
গোপাল হইতেও উৎকৃষ্ট বালক বলিয়া  
সকলের কাছে ব্যাখ্যা করিবেন; যখন ঐ  
কম-কান্তি কাঠিকের জুলের ছেলের  
কাগজ কি কেতাব চুরি করে, হালুই দো-  
কানের মিচাই লইয়া দৌড় দেয়, অথবা  
প্রতিবেশী কোন বালকের উপর অকারণ  
অত্যাচার করে, তখন তিনি বাহার কেতাব  
কি কাগজ চুরি গেল, দৌড়িয়া তাহাকে  
মারিতে যাইবেন,—বাহার মিচাই অপহৃত  
হইল, তাহাকে দণ্ড করিবার জন্য দেওয়ান-  
কে অরোধ করিতে থাকিবেন, এবং  
পাড়ার যে বালক বিনাকারণে লম্বী কীল  
খাইল, তাহার চৌদ্দ পুরুষকে তাঁহাদের  
তিরস্কার করিতে প্রবৃত্ত হইবে।

২। কর্তার একখানি পুরান গাড়ি  
পুরান গাড়ি আছে, সে খানিকে তিনি  
লাট সাহেবের আট ঘোড়ার গাড়ি অ-  
পেক্ষা সুন্দর বলিবেন;—কর্তা মধ্যে মধ্যে  
কপিরোপা তালে, স্বভাব রাগে বিরহের  
উল্লাসে হাইয়া থাকেন, তখন তিনি নয়ন সু-

দিয়া ফোটা ফোটা অশ্রুজল বুলিবেন,—  
আর কর্তার একটি গৃহপ্রতিষ্ঠিতা পিশাচী  
আছে, সেটিকে তিনি ধর্মের ভগিনী ব-  
লিয়া সম্ভাষণ করিবেন।

৩। কর্তা আপনার বিদ্যা প্রকা-  
শের জন্য মধ্যে মধ্যে বেদ বেদান্ত প্রভৃতি  
বিবিধ শাস্ত্র লইয়া সভাপ্ত অভ্যাগত বা-  
স্তিদিগের সহিত তর্ক করিয়া থাকেন।  
যিনি দুঃসাহসে ভর করিয়া তর্কে কর্তাকে  
পরাস্তব করেন, প্রধান চাটুকার, সমক্ষে  
তাঁহার প্রতি আরক্ত লোচনে চাহিয়া থা-  
কিয়া, পরোক্ষে তাঁহাকে খিটান ও চুর্থ  
বলিয়া গালি দিবেন;—এবং কর্তা যদি  
ঐশ্বর্যভিষেবোও একটু শিরঃপীড়া অনু-  
ভব করেন, তাহা হইলে তিনি, ডাক্তার ও  
কবিরাজ মহলে এক হটগোল ঘটাইয়া,  
সর্বনাশ হইল বলিয়া, মাথায় হাত দিয়া  
বসিয়া থাকিবেন। তাঁহার উপদেশ মতে  
সে দিন খুল, আফিশ, ডাক্তার খানা, ও  
ছাট বাজার বন্ধ থাকিবে।

বলা বাস্তব্য যে, যিনি এইরূপ প্রথম  
শ্রেণীর কর্তৃত্বজ্ঞা নহেন, তাঁহার আবেদন  
গ্রাহ্য হইবে না। জীবনামরঞ্জন রায়।

১০

## নিবেদন।

যিনি একঘণ্টার মধ্যে অকীর মনোম-  
ন্দিরে জীবাত্মার আবির্ভাব অনুভব ক-  
রিয়া, দুইঘণ্টার মধ্যে অজ্ঞান লাভ ক-  
রিতে চাহেন, তিনি আপনার নিকট পৌঁছ

পত্রদ্বারা সবিশেষ লিখিবেন, এবং সেই  
পত্রের সহিত আধাত্মা মূল্যের একটা কার  
ডাকের টিকিট পাঠাইয়া দিবেন।

জিগিরিজাকান্ত গুহ।

মাং জ্ঞানকীপুর।

১১।

## কোন্দলের বীজ।

আশ্চর্য্য চীজ।

তত্ত্বমতে মন্ত্রপুত্র আমার তাবিজ।

হিংস্রকের কটা চক্ষু, কেউটে মাণের দাঁত,  
নিম্বুকের গ্রিন্ধা আর ইলুরের আঁত;—  
সাত সতিনের শাদা চুল, শেঁউতি ফুলের  
কাঁটা,  
সাত পুঙ্করের পাচা জল, খেঁতকরবীর আঁটা,  
শকুনের নখ আর বোলতার ছল;  
অমাবস্যার রাত্রে তোলা রক্তদ্রব্য ফুল।

এই সমস্ত বস্তু মন্ত্রসংস্কৃত হইয়া উক্ত তা-  
বিজে আছে। যে সকল গৃহলক্ষ্মীরা ইচ্ছা  
ব্যবহার করিতে চাহেন, তাঁহারা, রক্তপ-  
ক্ষের অন্তর্মীতে রাত্রি ঠিক দুই প্রহরের স-  
ময়, পোঁচার ডাকে শয্যা ত্যাগ করিয়া উ-  
ঠিবেন;—এবং অঘাট আঁধা পুঙ্করের জলে,  
এলোচুলে একজুবে স্থান করিয়া, আঁধা আ-  
চলের স্রুতাদিয়া ইচ্ছা কণ্ঠে ধারণ করিবেন।  
এই তাবিজ কুমিল্লার জেলায় মোহরের কা-  
লীবাড়ী, জিমদৈতরগিরি মোহন্ত ঠাকুরের  
নিকট মন্ত্রশৌধনের জন্য একবোতল মা-  
মতী দ্বারা পাঠাইয়া দিলেই পাওয়া যায়।

১২

## খট্টজপুরাণ ত্রয়োদশ স্কন্ধ

বিনামূল্যে বিতরণ।

ডাকমাফলও দিতে হইবে না।

যাঁহার গ্রহণ করিতে ইচ্ছা হয়, তিনি  
পাক্ষেট খরচ প্রভৃতি অপরিহার্য্য ব্যয় নি-  
শ্চায়েই জনা মাত্র ১০ টাকার একখানি  
বেঙ্ক নোট পাঠাইয়া দিবেন।

শ্রীঅনুতচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ।

— সাং পঞ্চকরণ।

১৩

## বিশেষ দ্রষ্টব্য।

পুনঃ পুনঃ পঠিতব্য, শতবার দেখিতব্য,

অতি নূতন উপন্যাস।

অতি পুরাতন গীত।

“ কাব্য কথা। ”

মূল্য বার্ষিক ৩৮ আনা মাত্র।

ইহার বিজ্ঞাপনে লেখা আছে “ যাঁ-

হাদিগের নিকট বাঙ্কবের ছাল ব-  
কয়া হুলা বাকি, তাঁহার দয়ার অনু-  
রোধে, দাক্ষিণ্যের অনুরোধে, এবং দয়া  
ধর্ম না থাকিলে ভক্ততার অনুরোধে,  
তাঁহা পাঠাইয়া দিবেন। ইহাতে কোন-  
মতে,—লৌকিক কি অলৌকিক কোন  
হেতুতে বিলম্ব না হয়।—যাঁহার এতদিন  
বাঙ্কবের মিত্র ছিলেন, তাঁহার প্রেমের  
অনুরোধে ইহার গাঢ়তর মিত্র হইবেন ;—  
যাঁহার এতদিন বাঙ্কবের শত্রু ছিলেন,  
তাঁহার আমাদিগের মিনতি বিনতি প্র-  
ণতি অথবা বাঙ্কালির একতা এবং বা-  
ঙ্কলার উন্নতির অনুরোধে, এইক্ষণ ইহার  
মিত্র হইয়া দাঁড়াইবেন। আর যাঁহার  
বাঙ্কবের গ্রাহক নহেন, তাঁহার নূতন  
বৎসরে নূতন গ্রাহক হইয়া নিজের কু-  
তার্থ হইবেন, এবং আমাদিগকেও চরি-  
তার্থ করিবেন। ”

## সমালোচনা।

১। “ কবি-কাহিনী। শ্রীরবীন্দ্রনাথ  
ঠাকুর প্রণীত। ” শব্দে কবিতার শরীর গ-  
ঠন, ছন্দে উহার তলিকিৎবা গতির চাদ,  
কিন্তু ভাবগত রসই উহার প্রাণ। মিশ্র-  
লিখিত পদ্যবলীতে কবিতার শব্দ আছে  
ও ছন্দ আছে, কিন্তু প্রকৃত কবিতা নাই।  
যথা—

“আরলো আলি, সবায় মিলি  
কুৎসম তুলি, মনের স্রুখে। ”

অথবা—

“ বকুল বনে, আকুল মনে  
দ্রুতল উড়ায় গোকুল চোরে। ”

বাজলো বাঁদী, গলায় ফালি,  
মরে আশি কেমন কোঁরে । ”

এইরূপ কবিতার পদ্যবিনীতে প্রতিবন্ধন  
হয়, কিন্তু যানবাহনগুলি অপ্রস্তুত - কখনও  
স্পষ্ট কিংবা অস্পষ্ট হইতে হয় না। বা-  
জালি, হুতাগাবশতঃ, তরলমতি বালিকা-  
দিগের মত, এইরূপ পদ্যবিনীতই ভক্ত এবং  
এই নিমিত্তই এদেশে ঈশ্বরগুণ ও হরিশ-  
মিত্র প্রভৃতি ললিতপদ-ব্যবসায়িকিগের  
এত আদর ছিল। আর এক জ্ঞেয়ীর পা-  
ঠক ললিত পদ অপেক্ষা পদ-বিন্যাসের  
মুসলমান লইয়া ব্যতিবাস্ত। তাঁহার।  
“আরলো আলি-কুসুম তুলি” শুনিবার  
জন্য অবীর হন না, এবং বকুল বনেও  
ছুসি উড়াইতে ভাল বাসেন না। তাঁ-  
হাদের কচি “নিপট কণট শট লম্পট  
কটে।” দাসুয়ায় তাঁহাদিগের কালি-  
গোবিন্দ অধিকারী তাঁহাদিগের  
গদ্য এবং বর্তমান কালের বাত্রাগা-  
বর্ণ তাঁহাদিগের কবিসম্প্রদায়। এই  
তিন জ্ঞেয়ীর পাঠক রবীন্দ্রনাথের কবি-  
কাহিনীতে অণুমাত্রও স্খানুভব করিবেন  
না। কিন্তু বাঁহারা শব্দ ও ছন্দ অপেক্ষা  
কাব্যগত ভাবেরই সমধিক আদর করেন,  
তাঁহারা এই ক্ষুদ্র প্রত্নস্থানিকে বাঙ্গাল।  
ভাষার হৃদয় একখানি আভরণ বলিয়া  
গ্রহণ করিবেন। ইহাতে যথার্থ কবিতা  
আছে। যে কবিতা যদাঙ্গ নভোমণ্ডলে  
দামিনীর মত রূপের ছটার মরন-ধাণা  
দেয়, রবীন্দ্রনাথের লেখায় সে কবিতা  
দৃষ্ট হইবে না। যে কবিতা প্রাণলতা  
রসিকের মত স্নানস্নান করিয়া মাগনি ছ-



স্বদেশোৎসবের আয়োজন হইয়াছে।  
 এখানে লক্ষ্য মনে সত্যের বিশ্বাস  
 কামিতা একাকী হেথা রয়েছি পড়িয়া  
 আমার মন-সমুদ্রে গিয়াছে দিশাগে,  
 ক্ষুদ্র হোতে ক্ষুদ্র নর আমি, ঠেল রাজ !  
 অকূল সমুদ্রে ক্ষুদ্র তুলটির মত  
 হারাইয়া দিশি দিক, হারাইয়া পথ,  
 সত্যের বিশ্বাসে হোয়ে হত জ্ঞান প্রায়  
 তোমার চরণ তলে রয়েছি পড়িয়া ।  
 উর্ধ্ব মুখে চেয়ে দেখি তেদিয়া আমার  
 পূর্ণ শূন্য শত শত উজ্জ্বল তারকা,  
 অনিমিষ নেত্রগুলি মেলিয়া যেন রে  
 আমারি বুকের পানে রয়েছে চাহিয়া ।  
 এসো হিমালয়, ভূমি কি গভীর ভাবে  
 দাঁড়িয়ে রয়েছ হেথা অচল অটল,  
 দেখিছ কালের লীলা, করিছ গণনা,  
 কালচক্র কতবার আইল ফিরিয়া ।  
 সিঁদুর বেলার বক্ষে গড়ায় যেমন  
 অমৃত তরল, কিছু লক্ষ্য না করিয়া,  
 কতকাল আইলরে, গেল কতকাল  
 হিমালয়, তোমার গুই চক্কর উপরি ।  
 মাথার উপর দিয়া কত দিবা কর  
 উলটি কালের পৃষ্ঠা গিয়াছে চলিয়া ।  
 গভীর জগৎকারে ঢাকি তোমার ও দেহ  
 কতবারে আলিঙ্গাছে গিয়াছে পোছায়ে  
 লিঙ্গ বল দেখি ওগো হিমালয় গিরি,  
 মাঝে মাঝে কত আনন্দ হইতে  
 কি দেখিছ কখনো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ?  
 না দেখিছ কখনো দেখিছ তাতে কি এখনো  
 কতবার তোমার গিরি উঠেছি গিরি ?

স্বদেশোৎসবের আয়োজন হইয়াছে।  
 নির্মল পূর্ণাঙ্গী জীতি-প্রাণ ! ইহাতে সৌ-  
 ন্দর্য আছে, অথচ সে সৌন্দর্যে কোন অং-  
 শেও কচির বিকার সজ্জাবনা নাই । ইহাতে  
 গৌরব আছে, অথচ সে গৌরবে কোন  
 অংশও মানসিক স্বাধীনতার আশঙ্কা  
 নাই । ভাষা ইহার কোথাও সীমিত। বর্জ-  
 যের জন্য ক্রিমি কাককায়ে কিছু মিতা হয়  
 নাই ; এবং তাব লহরী কীর্ণালিলা পূর্ণ  
 স্বনির কীর্ণলহরীর মত, যার পর নাই  
 রূপগতিতে প্রবাহিত হইলেও, কোন স্থানে  
 প্রাণ-শূন্য হইয়া পড়ে নাই । এইরূপ নির্মল  
 কবিতার অনুরাগ জন্মিলে বঙ্গীত কাব্যশা-  
 স্ত্রের অযোগ্যতা নাই ইহা উপকার হইবে,  
 এবং বাঁহারা কবিতার ইদানীং বীতশ্রদ্ধ,  
 তাঁহাদিগের শুদ্ধ মনেও কাব্য পুন্মর্য  
 জীতির সঞ্চার হইতে থাকিবে ।

কবি কাহিনী-রচয়িতা অমিত্রাক্ষর পদ্য  
 রচনার মাইকেলের ন্যায় সার্থক মিণ্টনের  
 অনুসরণ এবং হেম বাবুর ন্যায় সংকৃত  
 কবিদিগের ছন্দানুগতন না করিয়া, কোন  
 কোন স্থানে কিংবদন্তিমাণে একত্বতন পৃথ-  
 ক্ত অবলম্বন করিয়াছেন । যদি তাঁহার কবিতা  
 সুন্দর না হইত, তাহা হইলে এইরূপ পদ্য  
 কাহারও নিকট ভাল লাগিত না । কিন্তু  
 তাঁহার পদ্য যেমনই কেন না হউক, তাঁহার  
 কবিতার গুণে উদ্ধার পাইয়া গিয়াছে ।

২। “নিশীথচিন্তা” কবিতার নাম  
 বিরচিত ।” কবির রাজকুমার নারায়ণ  
 কুমার-কবিতার নামক পুস্তক উপ-

হার দিরা, বাক্যের সহিত আমরা যেমন  
বাক্তি সংস্কর্ষে আছি, আমাদেরিগের ক-  
লকেই নিতান্ত বাধিত করিয়াছেন। ইহার  
লেখা মিন্দীয় হইলেও সামাজিকতার  
অনুরোধে প্রশংসা করাই আমাদেরিগের ক-  
র্তব্য হইত। কিন্তু বড়ই আশ্চর্যের বিষয়  
যে, আমাদেরিগকে এইরূপ ক্ষয়শূন্য সামা-  
জিকতা করিতে হইবে না। স্বযোগ্য সা-  
ধারণীকরণের যেরূপ বলিয়াছেন যে,  
“এখানি অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে” আম-  
রাও সেইরূপ নির্মুক্তচিত্তে বলিতে পারি  
যে, বস্তুতঃই এখানি অতি উৎকৃষ্ট হই-  
য়াছে। ইহার রচনা রাজকুমার বাবুর অ-  
ন্যান্য রচনা অপেক্ষা অধিকতর গাঢ় এবং  
অলঙ্কারবিন্যাসে স্থানে স্থানে দোষ ল-  
ক্ষিত হইলেও ইহার অঙ্গমোষ্ঠার নিতান্ত  
সুন্দর। আমরা নিম্নে ষষ্ঠ ও সপ্তম এই  
দুইটিমাত্র কবিতা উদ্ধৃত করিলাম। বোধ  
হয় অনেকের এই দুইটি কবিতার মাদুর্য  
ও গাভীরার মিশ্রণ দেখিয়া পুলকিত হ-  
ইবেন। কিন্তু নিশীথচিত্তার প্রায় সমস্ত  
কবিতাই এরূপ মধুর ও গম্ভীর।

৬—“পরিশ্রান্ত বিশ্ব এবে ঘুমে অচেতন;  
চলে না সংসার-চক্র—অনড়—অচল।

অন্ধকার-জলে সবি হুঁয়েছে মগন;  
মায়াবলে অর্গ যেন ঘোর রসাতল।

কিংবা যেন বোধ হয়, এ ভাব দেখিয়া,  
জগত-স্বয়ম-পূর্ব-কপিত-সময়;

হিস না এ বিশ্ব-সৃষ্টি; কেবল তুদিয়া  
আছিল শূন্যতা-তমে ঘোর তনোময়।

হইলেও হুঁতে পারে—কেনই না হুঁবে,  
কণমাট বেইকালে সকলি প্রসনে?

৭—অর্থাৎ, কি অচিন্ত্য দৃশ্য নিশীথ সময়ের  
সাগর, ভূধর, আর মকছু, কানন

একাকার একভাবে; বসুধা-হ্রদয়ে

নিপুণ নটের কি এ পট-আবর্তন?

কোথায় সে দিবসের ঘোর কোলাহল?

কোথায় সে তক-শাখে বিহঙ্গের শব্দ?

কোথায় সে বিভ্রাময় নীল মনন্তল?

কোথায় সে তমোহর দীপ্ত দিমমণি?

দিবসে উজ্জ্বল আলো—নিশীথে আঁধার,

স্বপ্নের পরেতে ঠিক দুঃখের গফার।”

৩। “নাট্যসম্ভব। উপরূপক। বঙ্গ  
রঙ্গভূমিতে অভিনয়জন্য জীর্জকুমার বার  
বিরচিত।”—সত্য কথা বলিতে কি, নি-  
শীথচিত্তার উক্ততার পর এই সাড়ে মাই-  
দিশ পংক্তির নাট্যসম্ভব আমাদেরিগের নি-  
কট ভাল লাগে নাই। ইহার লেখা প্রা-  
ঞ্জল বটে, কিন্তু ঐ প্রাঞ্জলতা মাত্রই উহার  
গুণ। এই নাট্যসম্ভবে শতীবিরহ-কাতর  
ইন্দের দুঃখে কাহারও দুঃখ বোধ হয় না,  
এবং নাট্যরচনার আদিশুক বাণীভগ-  
গায়ক ভরতমুনি ইন্দ্রকে যে ভাবে সাস্বনা  
দিতেছেন, তাহাতেও কাহারও চিত্তে কো-  
নরূপ সহ্যহুঁতর সঞ্চার হয় না। “ভরত  
ইন্দ্রকে দেখিয়া বিস্মিতচিত্তে বলিতেছেন—  
“দেবরাজ, কেন আজ রেনবাক্য দেখিছে?  
মুখ তুলে, কণ্ড খুলে, কেন এত হুঁসিছে?”

এইরূপ কবিতা বাসর ঘরের বিলা-  
সিনীদিগের মুখেই শোভা পায়। ভরত



মুনির মুখে অস্বাভাবিক দেহাদিদের ই-  
চ্ছের প্রতি সম্ভাবণে এইরূপ কবিতা বিড়-  
ম্বনা মাত্র। বিশেষতঃ অপরূপ স্বাভা-  
বিক বিরহে ইন্দ্র তখন ক্রমে যেমন জর্জ-  
রিত, তেমনই আবার অপমানের অকল্পন  
যন্ত্রণায় অন্তরের অন্তস্তলে আহত। এ-  
দিকে ভরত মুনিও নাকি “বিস্মিতচিত।”

ইহার পর অপরূপীর ইন্দ্রসুভা। সেই  
ইন্দ্রসুভার নাটকাত্মিকতার কি ছিল?—  
না—কতকগুলি নর্তকী আসিয়া নাচিতে  
আরম্ভ করিল। কিন্তু ভেবা গঙ্গারাম  
ইন্দ্র তাহাতেই শরীর বিরহ এবং শত্রুর  
পদাধীত ভুলিয়া গেলেন এবং ভরত যেমন  
জিজ্ঞাসা করিলেন,—

“কহ পর! হৃৎ দূর হইল কি না হইল?”  
ইন্দ্রও তেমনই স্বাভাৱে ছেলের মত উত্তর ক-  
রিলেন,—

“অবশ্য মানিন মুখ—হৃদয়েই প্রবাহিল।”

৪। “বীণা।—নানা বিষয়গী ক-  
বিতাপ্রদানী মাসিক পত্রিকা। জীৱা-  
জব্বার রায় সম্পাদিত।” বীণা বিবিধ-  
স্বরে, বিবিধ তালে এক বৎসর কাল না-  
নারি গীত গাইয়া আর এক বৎসরে প্র-  
বেশ করিল। নিরন্তর কবিতা বর্ষণ ক-  
রিতে গেলে নিরন্তর পুষ্প বর্ষণ হয় না।  
কিন্তু ওখাশি বলিতে হইবে যে, ‘অবসর  
মরোজিনী’ প্রভৃতি কাব্য রচনা দ্বারা  
রাসকৃষ্ণ বাবু যে প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠা  
উপার্জন করিয়াছেন, বীণায় তাহার অপ-  
চয় হয় নাই। বীণা নিত্যন্ত স্বকীয়ত্বের

হইয়াছে। ইহার আকার পরিবর্ত হইলে  
ভাল হয়।

৫। “কৌমুদী।—বিবিধ সঙ্গীত  
ও নানাবিধগী কবিতা বিকাশিনী মা-  
সিক পত্রিকা। জীৱাকৃষ্ণ কান্ত ঠাকুর  
কর্তৃক প্রকাশিত।” কৌমুদী উপেক্ষার  
বস্তু নহে। ইহাতে যে সকল কবিতা প্র-  
কাশিত হইয়া থাকে, তাহার অধিকাংশই  
প্রশংসার। বীণা অপেক্ষা কৌমুদীর লেখা  
সাধারণতঃ অধিকতর গভীর, কিন্তু কো-  
মুদীতে পরকীর লেখার যে পরিমাণ অনু-  
করণ দৃষ্ট হয়, বীণায় তাহা হয় না। বি-  
গত ফাল্গুণের কৌমুদীতে কম্পার্নিয়া না-  
মক কবিতার আরম্ভ এইরূপ,—

“দ্বিতীয় প্রহর নিশি; নীরব অবনী;  
নিবিড় জলদ পূর্ণ গগন মণ্ডল;

বিকাশি ভুবন-দীপ্তি—হাস্য-বিমোহিনী  
খেলিছে জলদ প্রান্তে বিজলী চঞ্চল।  
যেন রোম-লক্ষ্মী পশি ভবিষ্যৎ গেছে,  
দেখিলা বিশ্বাদবর্ণে ভবিষ্য চিত্রিত।”

এই বর্ণনাটির প্রথম চারি পংক্তি নি-  
ত্য সুন্দর। কিন্তু সুন্দর হইলেও উহা  
পড়িবার সময়ে লেখকের কথা ভুলিয়া  
গিয়া আমরা প্রায়তন নবীন চন্দ্রকে স্মরণ  
করিয়াছি। শেষ দুই পংক্তিতে অলঙ্কার  
ও অর্থের বিরূপ অঘর হইল, তাহা আ-  
মরা বুঝি নাই।

কৌমুদীও বীণার মত বর্ষ কাল অতি-  
ক্রম করিয়া বর্ষান্তরে প্রবেশ করিতেছে,  
কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, কৌমুদী

আমাদের দরার জটিলে ইহার ভিত্তি-  
 বার স্থান এখন পর্য্যন্তও দৃঢ় হইতেছে  
 না। ইহার বাঙ্গালা ভাষার অনুরাগী,  
 তাঁহার কৌমুদীতে আর কোন উপকার  
 লাভ না। কখন, ইহার সরস মধুর পদাব-  
 লীতে অঙ্কশাই ক্রীতি লাভ করিবেন ;—  
 এবং ইহার ভূতপূর্ব রবিনসনের  
 কানুন ও হাইকোর্টের নজীর হইয়া  
 বাঙ্গালার ‘মুর্তিমান’ হইয়াছেন, তা-  
 হারা কৌমুদীর কবিতা পড়িলে ভাষা-  
 শিক্ষা-বিষয়ে নিশ্চয় উপকৃত হইবেন।  
 তবে কৌমুদী অনেক স্থলে অনুকারিতা  
 হইলেও, ভাষার অনুকরণীয়া।

আমরা নিদর্শনের জন্য আখিনের  
 কৌমুদী হইতে কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত  
 করিলাম। বোধ হয় এরূপ রচনা বহুলো-  
 কের হৃদয়-গ্রাহিনী হইবে।

“এম বঙ্গ-গৃহ লক্ষ্মি।—কুয়েন্দু-বদন।।

নিমর্গপুষ্করজাত তৈম মৃণালিনি।

কজ্জল চর্চিত চাক—বিলোললোচনা।

বঙ্গ ছদ্ম-পিঞ্জরের স্বর্ণ বিহঙ্গিনী।”

“কৈন কুমি-ভলে আই লুটাত অঞ্চল।

উঠাও উঠাও দেবি। উঠাও উহার।

আই মাত্র বাঙ্গালির জীবন সম্বল ;

যাতনা নিম্বত-অক্রম মার্জন উপায়।”

অন্যত্র,

“প্রকৃতি-বিনোদ-চিত্র।—নিসর্গের খেলা”

দেখিতে দেখিতে প্রাণ হইল অবশ ;

চিহ্নের বিদ্যে বেগ—কথির ফুটিয়ে

স্বপ্নের—হইল চকল।

মরমের তন্ত্রের, একতানে হ’ল পর,

গভীর সম্মিত ধনি সহসা জাগিল,

“কে আমি?”—এ মহাধনি ধ্বনি হইল।”

৬। “কামিনী কুন্ত। গীতিকাব্যা।

জাতীয় নাট্যশালার নিমিত্ত,—ক্রিগো-

পালচন্দ্র মুখপাধ্যায় প্রণীত।” এই কা-

মিনী কুন্তের বিষয় ত্রুভিলাসিনী রাধার

মানতঙ্কন, গোপাল বারু ব্রহ্মাণ্ড ছাড়িয়া

কেল শেষটায় এই মানতঙ্কনের পালা

গাইতে গেলেন, জাহ্নী আমাদিগের বোধ-

গম্য হইতেছেন। ইহার কাহিনী সেই

সভরশ তিরনব্বই সনের চিরস্থায়ী বন্দো-

বস্তুর বহু পূর্বের ত্রুজের কাহিনী ;—ই-

হার কথা, সেই যাত্রাগালাদিগের চির-

চর্চিত পুরাণ কথা ; এবং ইহার রসও

সেই বটতলার অতি পুরাতন আদিসম,

একদিকে রাধা, আর একদিকে চন্দ্রা-

বলী,—মধ্যে আমাদিগের পীতবাস জীনি-

বাস। আশার জ্বালিনী যখন প্রভাত হইয়া

আইসে, তখন জীরাধা গাইতেছেন,—

“কৈ এল সেই।

আমার শ্যাম গুণমণি ?

অস্তাচলে চলে শশী পোহাল রজনী

শঠ কালচাঁদ, পাতি প্রেমকান,

বিষম প্রেমা, হরিষে বিবাদ, ঘটালে

সজনী।”

এই গীতের সহিত পাঠক মোরিন্দ-

সধিকারীর নিম্নোক্ত গীত ভুলনা করিয়া

দেখিতে পারেন।—

“রূপে। টকলে টক

কুঞ্জে এলো উদার।

চেরে নেখলো, পোছাইল শব্দটি। ইত্যাদি  
কালিদাসের কবিতাগুলি পড়ে মনে পড়ে  
যায় যে এইকণ বন্ধে অধিষ্ঠিত। তাঁহার  
'নিপট কপট' এবং 'আটি পাটি শ্যুটি  
বাটীতে' মধ্যে মধ্যে প্রাণান্ত হইবে  
সাম্প্রদায়িকতা: তাঁহার গীত গুলি রসভরে  
পরিপূর্ণ। কবিতাগুলির বিচিত্র বিলাসে স্বাভা-  
বিক আছে, হৃৎপের, বিষয় এই যে, কামিনী-  
কুঞ্জে তাহাও আঁধার পাইল না। যিনি  
"যৌবনে যৌবিনী" ও "পাশ্বাণ প্রাতিমা"র  
রচয়িতা, তাঁহার কেন এই বুদ্ধি, এই মতি?  
অপবা করকণ্ডুয়নই বর্তমান বঙ্গীয় যুবার  
প্রধান রোগ'।

৭। "নবাব সেরাজ্জন্দৌল। ঐতি-  
হাসিক নাটক—শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী  
প্রণীত।" বাঙ্গালা ভাষায় অনেক প্রকা-  
রের উৎকৃষ্ট গ্রন্থ লিখিত হইয়া থাকিলেও,  
আজি পর্যন্ত কোন বাঙ্গালি একখানি  
প্রকৃত নাটক লিখিয়া জাতীয় ভাষার গো-  
রববর্ধনে সমর্থ হন নাই। এদেশে অনে-  
কেরই এইরূপ ধারণা যে, কবীর সহিত  
কথা গাঁথিয়া কথোপকথনরূপে উপন্যাস  
লিখিলেই তাঁহার নাম নাটক, এবং যিনি  
তাঁহা লিখিলেন, তাঁহার নাম কালিদাস।  
হৃৎগাণ্ধীত: এইরূপ কালিদাসের সংখ্যা  
ব্রহ্মাণ্ডের সকল স্থান ছাড়িয়া বন্ধে দিন  
দিন এত বৃদ্ধি পাইতেছে, এবং সেই স-  
কল কালিদাসেরা অহোরাত্র নাটক  
লিখিতেছেন যে, আমরা মতবাদের

নাথেরা এইকণ আর চীকা করিব কি—  
মূলপ্রশ্ন পড়িয়া উঠাই আমানিগের অন-  
হইয়াছে। বাবু লক্ষ্মীনারায়ণের ইহাই  
বার বার নাই প্রশংসার কথা যে, তিনি  
বঙ্গের কালিদাস হইলেন। বাঙ্গালির ভাল  
নাটক না থাকিলে, সাহিত্য সমাজ মন্দের  
কলি বলিয়া যে কথখানি নাটককে আদর  
করিয়াছেন, "সেরাজ্জন্দৌল, সেরাজ্জা ত-  
মধ্যে স্থান পাইবার যোগ্য;—এবং বাবু  
দীনবন্ধু মিত্র ও উপেন্দ্রনাথ দাস যে শ্রে-  
ণীর নাটককার বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন,  
শক্তি ও ক্ষমতার বহুতরতম। থাকিলেও,  
বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী সেই শ্রেণীরই  
অনতিদূরে আসন পাইবার উপযুক্ত। য-  
দিও আমরা তাঁহার আর কোন নাটক  
পড়ি নাই; কিন্তু এই একখানি মাত্র পড়ি-  
য়াই বিলক্ষণরূপে বুঝিতে পাইয়াছি যে,  
তিনি একজন সুলেখক ও সফল কবি।  
এইরূপ লোকের আদর হওয়া উচিত।

সেরাজ্জন্দৌলার কাহিনী এদেশে প্রাণ-  
সকলেরই একপ্রকার কণ্ঠস্থ আছে। মার্শ-  
মের ইংরেজী ইতিহাস, বিদ্যাসাগরের  
বাঙ্গালা ইতিহাস, রাজকৃষ্ণ বাবুর নূতন  
ইতিহাস এবং আরও অনেকের নামাবধি  
ইতিহাসের প্রসঙ্গাদে সকলেই কিঞ্চিৎ  
কাণ্ডের কথার মত ক্রাইব ও সিরাজ্জন্দৌ-  
লার কথা অবগত আছেন। লক্ষ্মীনারায়ণ  
বাবু সেই পুনঃ পুনঃ চর্চিত পুরাতন কথা-  
তেও যে নূতনরস ঢালিতে পারিয়াছেন,  
এবং আনুমানিক সুশিক্ষিত বাঙ্গালিদের

পাতিযোগা করিয়া তুলিতে সর্ব্বম্বইয়া-  
ফেন, ইতাই তাঁহার গুণবস্তার প্রচুর-  
কণা। তাঁহার লেখা পড়িতে কাহারও  
বিরক্তি জন্মিবে না, এবং ক্রমশঃ উৎস-  
কোর হৃদয় হইবে, এবং ইতিহাসের সেরা-  
জুদোলাকে নাটকের নিপুণ তুলিকার চি-  
ত্রিত দেখিয়া সকলেই নিরতিশয় আতি-  
লাভ করিবে।

কিন্তু চিত্রে বহুদোষ আছে এবং চিত্র  
অপেক্ষাও পাঁচটি সকলগুলি চিত্রের বিন্যাস  
বিষয়ে ঐশ্বর্য্যের অধিকতর দোষ প্রকাশ  
পাইয়াছে। সেরাজুদৌলার পতন এবং  
সেই পতনের সঙ্গে ভারতে ব্রিটিশ শক্তির  
প্রথম প্রতিষ্ঠা একটি সামান্য ঘটনা নহে।  
সমগ্র ইতিহাসে না হউক, বোম্ব হয় আ-  
ধুনিক ইতিহাসে এইরূপ আর একটি ঘট-  
নার উল্লেখ নাই। আমাদিগের নাটককার  
সেই অসামান্য ঘটনাকে একটি সামান্য  
ঘটনার ন্যায় করিয়া তুলিয়াছেন, এবং যে  
অভিনয়ে ভারতের বর্তমান বিপ্লব, যে অ-  
ভিনয়ে এশিয়ার বর্তমান পরিবর্তন, গৌ-  
সাইদাস নামক একটি অপমানিত ব্রাহ্মণ  
এবং সভ্যবতী নামী একটি অপছন্দা ব্রা-  
হ্মণ কন্যার হস্তে তাঁহার মূলমন্ত্র বাধিয়া  
দিয়া, আর সকলকে অন্ধকারে ফেলিয়া-  
ছেন। রাজনগরের মহারাজা রাজবল্লভ,  
তাঁহার পুত্র কুমার কৃষ্ণদাস, মন্ত্রিগণা ম-  
হারাজ মহেন্দ্র রায়চন্দ্রভট্ট, মাতার রাজ,  
জগতশেঠ, পাটনার প্রতিনিধি রাজা ব-  
সন্তারায়ণ, এবং অন্যান্য বহুলা নগণ্য

সেও প্রভৃতি সমস্তই অপ্রাণী অরপূর্ণ।  
কিন্তু আমরা এই নাটকে তাঁহাদিগের কা-  
হাকেও উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত দেখি না।  
তাঁহারা সকলেই অজ্ঞাত নাম গৌসাই দা-  
সের করপ্রত ক্রীড়া পুতুল এবং গৌসাই-  
দাসের রুদ্রিম জ্যোতিতে লজ্জায় হীন-  
প্রভ। গৌসাইদাস যাহা বলায় তাহা  
তাঁহারা বলেন, গৌসাইদাস যাহা করায়  
তাঁহা তাঁহারা করেন। নাটকের আদি,  
মধ্য, অন্ত সর্ব্বত্রই সেই গৌসাইদাস, অ-  
থচ গৌসাইদাস যে একটা কেমনতর কি,  
তাঁহাও নাটকে আমরা ভাল করিয়া দেখি-  
তে পাই না, এবং যে গৌসাইদাস  
সমুদ্র লঙ্ঘন, লঙ্কাদাহন এবং সীতা উ-  
দ্ধার প্রভৃতি এতকাণ্ড করিল, ঐশ্বর্য্যের  
তাঁহাকেও একবার ভাল করিয়া দেখিতে  
চিনিতে দিলেন না।

এদিকে নবাবের অন্তঃপুরে গৌসাই-  
দাসের রূপাভিমানিনী অথচ পতিশ্রেনী-  
মুরাগিনী ভার্যা, ধর্ম্মশীলা সভ্যবতী।  
সভ্যবতীর জন্য মীরণ, মীরণের জন্য মির-  
জাকার, এবং মিরজাকারের জন্য ক্রাইব।  
সভ্যবতীর হৃদয় অতি সুন্দর হইয়াছে,  
সভ্যবতী যে সকল কথা কহিয়াছেন, তাঁহা  
সকলই সত্য। আমাদিগের কণ্ঠে এই

বারে লাগিয়া রহিয়াছে। অমন প্রীতি-মধুর প্রিয়কণ্ঠ একজন শুনিলে, শীঘ্র কেহ ভুলিতে পারে না। কিন্তু হায়! সেখানেকে ও আবার ফতিমা। আর সেই ফতিমা কে? না, প্রচুররূপী গোঁসাইদাস। বস্তুতঃ ঐশ্বর্য্যকার এক গোঁসাইদাসের কথা ও কাণ্ড লইয়াই ঐশ্ব্যের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত রহিয়াছেন, এবং গোঁসাইদাসকে ভাবিতে ভাবিতে হৃদয়বিস্মৃত হইয়া ক্রাইবের ছবি চিত্র করিতেও ভুলিয়া গিয়াছেন। যেমন কৃষ্ণকথাশূন্য শিশুপালবধ, তেমনই ক্রাইবের কথাশূন্য সেরাজবধ। ক্রাইবের চিত্র স্বচাকরণে ফলিত না হইবার ঐশ্ব্যের এক অংশই যেন অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। এইরূপ অপূর্ণতা ও দোষ আরও অনেক আছে।

কিন্তু অপূর্ণতা ও দোষ সত্ত্বেও এই নাটকখানি প্রশংসারযোগ্য;—রচনা শব্দভাষ্যরশ্মি অথচ মধুর, বর্ণনা মনোহারিনী, এবং প্রায় সমস্ত অংশই ভাবুকতার পরিচায়ক। শব্দবিন্যাসে অনেক স্থলে ভ্রমপ্রমাদ আছে। যথা;—“সে আপনাকে সমুহ মান্য করে”—“বাক্সালির সহায়ণ” ইত্যাদি, ইত্যাদি। কিন্তু গুণের ভাগ অধিক হইলে এ সমস্ত সামান্য ভ্রম প্রায়শঃ গণনার আইমে ৭। পূর্বেই বলিয়াছি, বাক্সালার ভাল নাটক নাই। যে সকল নাটক একদিনে সম্পিত, দুই দিনে লিখিত এবং তিন দিনে মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়া সমালোচনার জন্য সর্ব্বত্র প্রেরিত হইয়া থাকে, যদি সেগুলি

অন্তঃ এই জেলীর নীটক হইত, তাহা হইলে আমাদিগের ক্রেশের ভার বিস্তর লঘু হইয়া পড়িত। আমরা ঐশ্ব্যগুলি পড়িতে পারিতাম, পড়িলে সমালোচনা করিতেও সক্ষম হইতাম। যে সকল ঐশ্ব্য পড়িয়া উঠাই এক বিষয় যন্ত্রণা, তাহার সমালোচনা করা কিরূপ ব্যাপার তাহা সকলেই অনুমান করিতে পারেন। সমালোচনা নাটকখানি সম্বন্ধে এ কথা আমরা পুনরপি বলা কত্তব্য জ্ঞান করিতেছি যে, নাটকাংশে ইহার যাহাই দোষ গুণ থাকুক, ইহা একখানি সুপাঠ্য ও সুখপাঠ্য ঐশ্ব্য।

৮। “বাবু বিজ্ঞান। প্রথমভাগ। জীণোবিন্দচন্দ্র বসাক, বিএ বিএল প্রণীত।”—এই পুস্তক খানি আকারে অতি ক্ষুদ্র হইলেও ইহাতে বাবু শাস্ত্রের ইতিহাস ও মূলমন্ত্রসম্পর্কিত অনেক জ্ঞানগর্ভ কথা আছে। বাবু শাস্ত্রের ইংরেজী ঐশ্ব্য পড়া বাহাদিগের অসাধ্য, তাহার ইহা পড়িলে উপকৃত হইবেন। তাহার ইংরেজী না শিখিয়া একালতি করিতেছেন, এই উনপঞ্চাশৎ পৃষ্ঠাস্থক পুস্তক খানিকে তাহাদিগের অবশ্যই একবার পড়িয়া ফেলা উচিত।

৯। “মুচ-টিকিমা। প্রথমভাগ। সচিত্র চিত্রিকা মূত্র। জীণসমুদ্রের দত্ত প্রণীত।”—পূর্ব্বোক্ত বাবু বিজ্ঞানের সম্বন্ধে বাহা বলিয়াছি, এখানির সম্বন্ধেও আমাদিগের প্রায় তাহাই বক্তব্য।

বাঁধে সাঁতার ইংরেজীতে হোমিওপেথিক কোন পুস্তক পড়েন নাই, এখানিতে তাঁহাদিগের বিস্তর উপকার দর্শিবে, এবং একটি ঔষধের বাস্তব ঘরে থাকিলে গৃহ-স্থের পক্ষেও এই গ্রন্থ উপকারে আসিবে।

আমরা বসন্ত বাবুর অধ্যয়নকে ধন্যবাদ দি। হোমিওপেথিতে যদি কিছু সভ্য থাকে, তবে তাহা বঙ্গদেশে প্রচার করা কর্তব্য, এবং এইরূপ গ্রন্থ প্রকাশ সেই প্রচারের অন্যতম পথ।

## বিবিধ ।

আলস্যের পোষকতা।

যে অলস, সে সমাজের গ্লানগ্রহ। তবে তাহার পোষকতা কর কেন? যে অলস, সে পাণের প্রিয়নিকোতন,—পূণিবীর ভয়দন্ড, দুষ্কৃতির মুক্তিমান অবতার, পথের কটক, উন্নতির অন্তরায় এবং অনন্ত দোষের আবাসস্থল। তবে তাহাকে প্রশ্রয় নাও কেন?—যখন অদার্বী তাহার এক মাত্র কার্য, তখন তাহার কাণ্ডে আবার অনুরাগ ও উৎসাহ কেন?

জড়পিও প্রকৃত প্রস্তাবে অলস নহে। কারণ জড়পিও জড়পিও উপর কার্য করে, জড়জগতের স্থিতি ও গতি রক্ষারূপ চিন্তার অগম্য মহান বাণীকে ব্যাপ্ত রহে। উহাকে কে অলস বলিবে? হিম্মতল হইতে বালুকণা, অতলবারিদি হইতে বারিবিন্দু,—জড়জগতের এই সমস্ত বস্তুই প্রকৃতির জড়পিত্ত কোন না কোন কার্য করিতেছে। উহারা না থাকিলে অগদ্যস্থ থাকে না,—জগদ্বস্ত্র চলে না। সুতরাং উহাদিগের নিন্দা নাই।

পশু পক্ষিও অলস নহে। কবির প্রিয় এবং কাব্যের চির আদরের ধন মধুকর যেমন ফুলে ফুলে বিচরণ করিয়া ফুলের মধু সংগ্ৰহ করে, প্রাণিজগতের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সমস্ত জীবই সেইরূপ আয়ত্বে রক্ষার নিমিত্ত অহোরাত্র নানাবিধ চেষ্টায় রহে। কেহই বসিয়া থাকে না। কেহই বসিয়া বসিয়া, কথা মাত্র কহিয়া, আপনীর ও পরের সময় ধ্বংস করিবার জন্য সমুদ্রের চেষ্টা গণে না। তাহাদিগের নান্য ব্যাঘ্র হটুক, আর ভল্লুক হটুক, রূগী কেন তাহাদিগকে অপবাদ দিবে?

জগতে আলস্যের অপবাদ যদি কাহাতেও প্রযুক্ত হইতে পারে, তবে তাহা কেবল এক অকৃতী ও অক্রিয়ান্বিত মনুষ্যে। জানি না সমাজ কেন ইহাদিগের নিন্দা বহন করেন।

বঙ্গদেশ ছয়কোটি লোকের বাসভূমি। এই ছয়কোটির মধ্যে অন্ততঃ দুই কোটি লোক আলস্য মাত্র বাবসায় অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালির রক্তশোষণ করি-





হৃদয় যুঁহে থাকে, বাছারা বলবান  
ছাড়া আহারাবেশণ করিয়া আনেন। যদি দুই  
হইতে অপর একটি বাসার পিপিলিকাকে  
আর এক নতুন পিপিলিকার দলে ছাড়িয়া  
দেওয়া যায়, তাহা হইলে, উহারা ঐ বি-  
দেশীকে আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করে  
এবং আপন করিয়া লয়। এক বাসা হ-  
ইতে একটি পিপিলিকাভিষ, আর এক  
বাসার রাখিলে, ঐ বাসার পিপিলিকা  
আপনি উভয়ের ন্যায় নিম্নাংশে যেহ ও যত্নের  
সহিত প্রাণ পাণে উহাকে রক্ষণাবেক্ষণ  
করে। লাবক সাহেব বলেন তিনি প-  
রীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, পিপিলিকাগণ  
পাঁচ বাসার অপেক্ষাও অধিক কাল জী-  
বিত থাকিতে পারে। তিনি একাদশটি  
পিপিলিকা ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভ হ-  
ইতে ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের শেষ পর্যন্ত পালন  
করিয়া ছিলেন, তদাধো নরতির মৃত্যু হইয়া  
ছিল, দুইটি জীবিত ছিল, কিন্তু তাছারা বি-  
বর্ণ হইয়া গিয়াছিল, পরে তাছাদিগকে  
তিনি ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।

উদ্ভট।

বত দুখ আছে বিনী  
দাও তাহা মহি,  
মরমে পুড়িব তবু  
মুখে নাহি কহিব ;—  
অরসিকের রসালোপ,  
এবে এক যাতনা,

ললাটে লিখ'না মোর

ললাটেতে লিখ'না

বনের বিহঙ্গ আমি

বনে বনে উড়িব,

বন-বিটপীতে বসি

প্রিয়-নাম গাইব ;—

বনফুল, বনফল

বনা এই পরিমল,

ইহাই সম্পদ মম,

ইহা লয়ে রহিব ;—

প্রিয়-বিচ্ছেদের দুঃখ

বনবাসে ভুলিব।

তাহা কেন না হইলু

মোদের মতন,

পর্যর্থ তালিয়া দিতে

নিরুদ্দেশ জীবন।

দামিনী দুঃখিত অঙ্গে

থাকিতাম স্বপ্ন সঙ্গে

খেলিতাম রঙ্গে লয়ে

মত্ত প্রভঞ্জন।

তুষিতে গরের প্রাণ,

করিতাম প্রাণ দান,

বজ্রাঘাতে নিজ দেহ

করি বিদারণন।

লজ্জাবতীলতা।

লজ্জাবতীলতাকে স্পর্শ কর, বকীর

নব বধূর ন্যায় লাজে উহা ব্যগমাণ হইবে।

এই জনাই লিঙ্গার ইহার নাম লজ্জাবতী-  
গণের উদ্দেশ্যে হলে ব্যবহার করেন যথা,  
“কি কব লজ্জার কথা, লতা লজ্জাবতী  
যথা, মৃতপ্রায় পর-পরশনে”—যাহা হ-  
উক বধুগণের লজ্জার কারণ আছে, তাই-  
বলিয়া বনের লতা লজ্জার মাথা লুকাইবে,  
কেন? হেনুফ্রে এবং যাটারম প্রভৃতি  
উদ্ভিদতত্ত্বজ্ঞেরা তাহার কারণ নির্দেশ  
করিয়াছেন। তাহার কারণ নলেন, লজ্জাবতীর  
পত্র-দলের অভ্যন্তরে ছিদ্র আছে, এই সকল  
ছিদ্রের দ্বারা পত্রের নিম্নদেশে ক্রু-  
রো ন্যায় আকারবিশিষ্ট এক একটি  
অতি মৃদুপ্রাণ পিঙ্গা আছে, অতএব উক্ত  
লতাকে স্পর্শ করিলেই এই পিঙ্গা কুঞ্চিত  
হইয়া যায়, সুতরাং উহার পত্র নিয়ম ট-  
লিয়া পড়ে ॥

শিক্ষিত শুক পাখী।

অগ্রসিক জুলিয়স সিজরের আনন্দ  
বিধানার্থ কয়েক জন রোমক, তাঁহাকে  
শিক্ষিত শুক পাখী উপঢৌকন দিয়া  
ছিলেন। পাখীগণ সিজরকে দেখিলেই  
“মহাবীর সিজর তুমি দীর্ঘ জীবন লাভ  
কর” এইরূপ বলিত।—সিজর সমুদয় হইয়া  
এক একটি পাখীর জন্য এক এক মন্থ  
মুদ্রা পারিতোষিক দেন। ইহা দেখিয়া  
আর এক ব্যক্তি একটি শিক্ষিত শুক পাখী  
উক্ত মহাত্মাকে উপহার দান করেন, কিন্তু  
জুলিয়স তাহা গ্রহণ করিলেন না। ইহাতে  
এ ব্যক্তি হতাশ হইয়া পাখীটিকে ছাড়িয়া

দিলেন, এবং ছাড়িয়া দিবার সময় এই পা-  
খীরা হুংস করিয়াছিলেন, যে, “হা,  
চাখী দেখিয়া সিজর আমায় উপেক্ষা ক-  
রিলেন!”—এই ঘটনার দুইদিন পরে  
সিজর একদিন তাঁহার বিলাসকাননে  
বেড়াইতে যান, ফেই প্রবেশ করিয়াছেন,  
অর্ধনিম্ন শুনিতে পাইলেন কে যেন বলি-  
তেছে, “হা, চাখী দেখিয়া সিজর আ-  
মায় উপেক্ষা করিলেন!” তিনি বিস্মিত  
হইয়া চাহিয়া দেখেন, নিকটে তরুশাখায়  
বসিয়া একটি ক্ষুদ্র শুক-শিশু মধুর স্বরে ক-  
নবরতঃ এই কথা বলিতেছে। ইহাতে তিনি  
অত্যন্ত মনুষ্ট হইয়া শুক-শিশুককে ডা-  
কিয়া দুই মন্থ টাকা পুরস্কার দান করি-  
লেন। তৃতীয় (লুই) নিপোলিয়নের উদ্যান  
সমূহেও এইরূপ অনেক শিক্ষিত পাখী  
ছিল। ইহার ফরাসী বিজয়গীতি প-  
র্যাপ্ত গান করিয়া সকলকে বিস্ময়াবিষ্ট  
করিত। আশাদিগের লেখক পাখীগণকে  
রাখাশু নাম শিক্ষা দেওয়া হয়।

স্বদেশ বৎসল কপোত।

গত ফ্রঙ্ক প্রেশিয়ান যুদ্ধের সময়  
জর্মানগণ প্যারে নগর অবরোধ করি-  
লেন, ফ্রান্সবুদ্ধি ফরাসীরা, শিক্ষিত ক-  
পোত দ্বারা, নগরের বাহিরে জর্মানগ-  
ণের নিকট সংবাদ পাঠাইতেন। জর্মান-  
গণ, শিক্ষিত পাখী পক্ষী এই সকল  
কপোতগণকে ধৃত করিয়া, বিশেষরূপে  
সংবাদ পাঠ করিতেন।—এই সময় একটি

কপোত বৈরাগ্য অমাপারণ প্রভৃতি এবং

বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ করিয়াছিল, তাহা মনে করিলে মানবগণকেও ঐক্যের দিতে ইচ্ছা হয়। একদা একটি কপোত দুর্গ হইতে এক খানী পত্র \* মুখে করিয়া বাহিরে লইয়া গাইতেছিল, ইতিমধ্যে বিপক্ষের বাজপক্ষী আসিয়া তাহাকে ধরিয়া লইয়া গেল। কপোত বিপক্ষের হস্তগত হইলে, তাহার উহার চক্ষু হইতে পত্র লইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই কপোত তাহা দিল না। অবশেষে সে যখন দেখিল, চোটে করিয়া নির্দোষ উহার রাশী অক্ষয় এবং বিপক্ষে উহার লইবে, তখন বুদ্ধিমান কপোত উহার গলাফাট করিয়া ফেলিল। জয়গায়ক কপোতের কণ্ঠ বিদীর্ণ করিয়া পত্র বাহির করিয়া পাঠ করিল। ফরাসী নগরে একটি রমণী একটি কবিতা লিখিয়া এই স্বদেশবৎসল মহাশয় কপোতবৎকে চিরস্মরণীয় করিয়াছেন। তাহা পাঠ করিলে নরায়ণ ব্যক্তিরও দেশাত্মবোধ জন্মে প্রভুলিত হয়। যে কল্যাণার্থে এক দেশের জন্য মায়ী মমতা নাই, তাহারাই এই সাধু কপোতের নিকট নীতি শিক্ষা বন্ধক।

\* চারি বর্গের পরিমিত অতি সূক্ষ্ম কাগজে প্রায় ২০০ হাজার শব্দ থাকিত, এবং তাহা কেবল মস্তুর সাহায্যে পাঠ করা যাইত।

বিনাকুলে ফল।

আমনিগের দেশে একটি প্রহেলিকা প্রচলিত আছে,—তাহার তাৎপর্য এই “বিনাকুলে ফল ধরে, কোন্ কোন্ রকে?” এই প্রহেলিকা বাঁহাকেই হউক না কেন জিজ্ঞাসা করিলেই তিনি মীমাংসা করিয়া দিবেন যে—‘ডুমুর প্রভৃতি।’ ফলতঃ এ সিদ্ধান্ত ভুল, এবং এ প্রহেলিকা গাত প্রমাণও বিষম ভ্রান্ত্যাক। ডুমুর প্রভৃতি বাস্তব ফল নহে উহার ফল,। এই জাতীয় ফল হইবার উপক্রম হইতেই ইহা দিগের বোটার তক এবং মাংস প্রভৃতি এবং বুদ্ধি হইয়া থাকে যে, উহাতে ফলকে একবারে গ্রাস করিয়া ফেলে। এই সকল ফলাকৃতি কৃপা দ্বিখণ্ড করিয়া কাটিয়া দেখিলেই ফল কি ফল ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। ডুমুর প্রভৃতিকে কুর্দন করিলে উহাদের অভ্যন্তর প্রদেশে পরাগাকেশর পুষ্ট হইয়া থাকে।

বুদ্ধিমান দরিদ্র।

এক দরিদ্র ব্যক্তির কেমনও প্রকারেই দিনপাত হইত না। তিনি একজন কোন্ সম্রাট ব্যক্তির নিকট একদণ্ডাকালের জন্য একখানি উৎকৃষ্টশাল এবং তদনুরূপ অন্যান্য বস্তাদি চাহিলেন, তাহাতে সম্রাট ব্যক্তিটি জিজ্ঞাসা করিলেন,—তুমি ইহা একদণ্ডাকালের জন্য পরিধান করিয়া কি উপকার পাইবে?—দরিদ্র ব্যক্তি বলিলেন, গরিব অবস্থা দেখিলে সকলেই ঘৃণা

করে। অতএব বড় মানুষ সাজিয়া গেলে-  
ধনিগণ আত্মদামহক্যরে আমার উপকার  
করিতে যত্নশীল হইবেন, সংসারের এই  
নীতি।

### আশ্চর্য-যান।

এক ব্যক্তি আর এক বিদেশী ব্যক্তির  
সহিত কোন দূরস্থানে যাইতেছেন, বাইতে  
বাইতে সঙ্গকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাল  
মহাশয়, কাকি কারণে, নারায়ণ প্রভৃতি,  
পাখী এবং ক্ষুদ্র জন্তুর পৃষ্ঠারোহণ পূর্বক  
কিহুপে বেড়াইতেন? বিদেশী বলিলেন,  
তাঁহারা ত দেবতা ছিলেন, ইচ্ছা করিলে  
যানগতিত শূন্যেও যাইতে পারিতেন।  
আমাদিগের দেশের রাজারা গাধায় চা-  
পিয়া বেড়ান। তৎপর তিনি জিজ্ঞাসা  
করিলেন কেন, তাঁহাদের কি হয়, হস্তী  
প্রভৃতি কিছুই নাই। বিদেশী ব্যক্তি হা-  
সিয়া বলিলেন, পূর্বক ছিল, রাজা হইয়া  
অবধি আর নাই। তাঁহার সঙ্গী বিস্মিত  
হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন? বিদেশী  
ব্যক্তি বলিলেন, “আরে এখন যে তাঁ-  
হার আহার কমাইয়াছেন—সুতরাং শ-  
রীরও কমিয়াছে, এখন গাধাই অনায়াসে  
তাঁহাদিগকে পৃষ্ঠে বহন করিতে পারে।”  
তাঁহার বন্ধু পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,  
আহার কমানই বা কেন? বিদেশী বলি-  
লেন, শুনিয়াছি আহার কমাইলে নাকি  
হৃদয়বৃদ্ধি হয়।

### চতুরঙ্গ।

এতদেশে ভদ্র জেনীর মধ্যে  
শেষতঃ পল্লি গ্রামস্থ জমিদার বগেন-  
মধ্যে আবাল বৃদ্ধ প্রায় সকলেই কিছু না  
কিছু চতুরঙ্গ খেলার অভ্যাস আছে।  
আগি কালি এমন কোন সভাদেশ নাই  
যেখানে চতুরঙ্গ খেলা একবারে অজ্ঞাত  
অথবা অনাদৃত। আমাদের দেশে কিংব-  
দন্তী আছে যে, রাবণ স্বর্গ বিজয়ের পর  
যখন সংগ্রাম করিতে আর প্রতিদ্বন্দী পু-  
জিয়া পাইলেন না, তখন এই অবসর  
সময়ের অসমতা পরিহার এবং সমরঙ্গি-  
শ্রুতিভের অসঙ্গা কণ্ঠন নিবারণ করিবার  
জন্য তিনি এই অপূর্ব চতুরঙ্গ খেলার সৃষ্টি  
করেন। ত্রীকদিগের মধ্যেও এইরূপে এ-  
কটি প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, লিডো  
এবং টাইরিনো নামক বীর-ভাতৃদ্বয় দু-  
র্ভিক্ষে প্রণীড়িত হইয়া তত্ত্বজিহ্ম দাক্ষ্য  
যজ্ঞণা বিস্মৃত হইবার জন্য এই খেলার উ-  
দ্ভাবন করিয়াছিল। কিন্তু ইহা অবিসং-  
বাদিত যে, হিন্দুরাই এই খেলার প্রথম  
পথ-প্রদর্শক। মর উইলিয়াম জোনস্  
তাঁহার গভীর গবেষণার পর এই সিদ্ধান্তে  
উপনীত হইয়াছেন যে, চতুরঙ্গ খেলা হিন্দু-  
দিগের দ্বারা প্রথম উদ্ভাবিত হইয়া ভারত  
বিজয়ের পর আফগানজাতি কর্তৃক তা-  
হাদের দেশে লীত হয়, এবং সেইখান হই-  
তেই মুসলমানজাতিরা শিক্ষা করিয়া সমস্ত  
ইউরোপে ইহা বিস্তৃত করে। হস্তী,  
অশ্ব, রথ ও পদাতি এই চারি ভূদে নি-

জয় বলিয়া এই খেলার নাম চতুরঙ্গ।  
আজ্ঞাধীনগণ এই শব্দটির কিঞ্চিৎ পরিব-  
র্তন করিয়া ইহার নাম সেংগু রাখিয়া-  
ছেন। পরিবর্তনের পর পরিবর্তন হইয়া  
অবশেষে এই শব্দ হইতে ইংলণ্ডীয় Check  
এবং Exchequer শব্দ বহির্গত হইয়াছে।

আমাদের দেশে তাম্র পাশা প্রভৃতি  
যে সকল বৈঠকী খেলা প্রচলিত আছে,  
তাঁহার মধ্যে চতুরঙ্গ খেলাই সর্বোৎকৃষ্ট।  
বুদ্ধি-সাপেক্ষ। পৃথিবীর ইতিহাস পর্য্য-  
লোচনা করিলে দেখা যায়, প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ  
রাজ পুরুষেরা ইহাতে একান্ত অনুরক্ত ছি-  
লেন। এমন কি অনেকের এই খেলার  
সর্বনাশ হইয়া বাইত, তথাপি তাঁহার ক্র-  
ক্ষেপণও করিতেন না। মহাভারতে পাণ্ড-  
বগণের রাজ্য নির্কাসন, বিরাট সভায়  
হুমিষ্ঠির অক্ষাঘাতে রক্তপাত প্রভৃতি  
পাশকীড়ার অনেক গর্হিত দৃষ্টান্তের উ-  
ল্লেখ আছে। কিন্তু এই চতুরঙ্গ খেলাস-  
ম্বন্ধে পুরাণাদিতে কোন বিশেষ দৃষ্টান্ত  
পাওয়া যায়না। কিন্তু ইউরোপে এই খে-  
লার রাজ্যবিপ্লব পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে।  
টাইমুরলেন যখন তুর্কক আক্রমণ করেন,  
তখন তুর্ককের সম্রাট বাজেজাত এই খেলার

এইরূপ মত্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তাঁ-  
হার দেশ বিলুপ্ত হইল, তথাপি তিনি  
নিজের অথবা প্রজাপুঞ্জের রক্ষার্থে  
চেষ্টাবলম্বন করিতে পারিলেন না। স্পেন  
যখন মুরাদিগের অধিকৃত ছিল, তখন  
উক্তবংশীয় কোন রাজপুরুষ অনেক  
হত্যাকাণ্ডের পর সিংহাসন অধিকার ক-  
রিয়াও দেখিলেন যে, তাঁহার জাত  
বর্তমান থাক। সত্ত্বে উহা তাঁহার বংশধ-  
রের উপভোগ্য হইবে না। তখন তিনি  
তাহারও বধসাপ্রদে কৃতসঙ্কল্প হইয়া তদর্থ  
এক দূত প্রেরণ করেন। এই সময়ে তিনি  
কোন বন্ধুর সহিত চতুরঙ্গ খেলার প্রবৃত্ত  
ছিলেন। দূত বাইয়া তাঁহাকে সংবাদ দিল  
যে, তৎক্ষণাৎ এই আদেশ কার্যে পরিণত  
করিতে হইবে। তিনি অনেক মিনতি ক-  
রিয়া আরও খেলার পরিসমাপ্তির কালটুকু  
পর্য্যন্ত বাঁচিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন।  
খেলার অবসান হইলে যখন তাঁহাকে বদা-  
ভূমিতে নেওয়ার উপক্রম হইতেছিল, ত-  
খন আর এক দূত আদিয়া সংবাদ দিল  
যে, সম্রাটের মৃত্যু হইয়াছে এবং তিনি  
প্রজাপুঞ্জের সম্মতি অনুসারে সিংহাসন-  
প্রাপ্ত হইয়াছেন।



## বঙ্গভাষার উচ্চারণের অভিধান।

মনে বড় সাধ মাতৃভাষার সেবা করি।  
কিন্তু একে শক্তি অল্প, তাহাতে আবার  
অবকাশ কম। আজ একটু অবসর সৃষ্টি  
করিয়া ছুটা কথা লিখিতে সংকল্প করি-  
লাম। সম্মুখে অনতিদূরে একখানি ইং-  
রেজী ভাষার উচ্চারণের অভিধান পড়িয়া  
আছে। তাহািলাম, বঙ্গভাষায় কি কোন  
দিন উচ্চারণের অভিধানের প্রয়োজন হ-  
ইবে?

উচ্চারণের অভিধান বর্ণমালার অভা-  
বের উপরেই সংস্থাপিত। যে ভাষার  
বর্ণমালা পূর্ণাবয়ব। যে ভাষার উচ্চারণের  
অভিধান প্রয়োজনীয় নহে। বঙ্গভাষার  
বর্ণমালার প্রতি দৃষ্টি পড়িল। বঙ্গভাষা  
রাগীর কন্যা; স্ত্রীধনে সম্পৎশালিনী ও  
গৌরবাসিতা। দেখিলাম বর্ণমালা সমগ্রই  
জননী সংস্কৃত হইতে পাইয়াছেন। অতি  
সুন্দর বর্ণমালা, বৈজ্ঞানিকমূলে শ্রেণীবদ্ধ।  
ক্রমনির্ণয়ে কত না পাণ্ডিত্যের পরিচয় পা-  
ওয়া যাইতেছে। বাস্তবে প্রথমেই উচ্চা-  
রণে বাস্তব প্রাধান্য অপ্রাধান্য লইয়া বর্ণ-  
বিভাগ। সর্ষাণ্ডে স্পর্শ বর্ণ, পরে অ-  
স্তঃস্থ বর্ণ, ও শেষে উষ্মবর্ণ। স্পর্শবর্ণে জি-  
হ্বাস্পর্শে বাস্তব কণ্ঠ ও উচ্চারণ স্থগিত হয়;  
অস্তঃস্থ বর্ণ বাস্তব কণ্ঠ বা উচ্চারণ স্থগিত

না। ইহা অপ্রতিভভাবে বাহির হইয়া  
যায়। এবং উষ্মবর্ণে বাস্তব অর্ধকণ্ঠ হইয়া  
শিব দেওয়ার ন্যায় বহিরা যায়। স্পর্শবর্ণ  
পূর্বাভ্যাসে কলিলাম, দেখিলাম উচ্চারণ  
স্থানভেদে কেমন বর্ণে বর্ণে বিভক্ত রহি-  
য়াছে। অন্তর্দেশে বর্ণে বর্ণে বহির্দেশে  
আগিলে প্রথমেই কণ্ঠ, পরে ক্রমশঃ তালু,  
মূর্দ্ধা ও দন্ত, ও শেষে ওষ্ঠ। বর্ণমালারও  
প্রথমে কণ্ঠ্য কবর্ণ, পরে তালব্য চবর্ণ,  
মূর্দ্ধব্য টবর্ণ, দন্ত্য তবর্ণ ও শেষে ওষ্ঠ্য ণ-  
বর্ণ। সর্ষাণ্ডে একটি বর্ণের অ্যভ্যাসে  
কলিলাম। দেখি প্রথমে তিস্র বর্ণ, পরে  
সুল গ ব, ও শেষে মাসিক ও। ক, খ  
এবং গ, ঘর যথোক্ত প্রথম ত্রোয়ল ক ও  
গ, ও পরে কর্ণ ব ও ম।

স্বরবর্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলাম।  
দেখি প্রথমে কণ্ঠ্য অ আ, পরে তালব্য ই  
ঈ এবং তৎপরে ওষ্ঠ্য উ ঊ। শেষে মিশ্র  
উচ্চারিত কণ্ঠ্য তালব্য ও এবং তৎপরে ও।  
স্বর ৯ ঐ ও এই পাঁচবর্ণের কথা পরে  
কহিব।

যে কএকটি ভাষার বর্ণমালা জানি তাহা-  
দের সহিত বঙ্গভাষার তুলনা করিলাম।  
দেখিলাম তাহাদিগের বর্ণমালাবালকের  
ক্রীড়াকল্লকের ত্রাণ ইত্যন্তঃ বিশ্বম্ভলভাবে

বিকিণ্ড রহিয়াছে। অর্থাৎ মধ্যে বাজ্ঞন ও বাজ্ঞনের মধ্যে আর, ইত্যবর্ণের পরে বর্তাবর্ণ এবং লগ্নবর্ণের মধ্যে অন্তঃস্থ বা উত্তাবর্ণ। লাতিন ও গ্রীক এবং তহিষ্ঠ ইংরেজী, ফরাসী, জার্মান প্রভৃতি আধুনিক পাশ্চাত্য ভাষা, আরবী ও পারসী সকল ভাষার বর্ণমালাই এক্রূপ বিশুদ্ধ ও যথেষ্ট স্তম্ভ।

বঙ্গভাষার বর্ণমালায় যে কেবল ক্রেম-বিক্রাসের অতুল বৈজ্ঞানিক সৌন্দর্য্য রহিয়াছে তাহা নহে, উহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদিও ক্রান্তিশয় পরিপুষ্ট। উহা পূর্ণাবয়ব নহে কিন্তু প্রায় পূর্ণাবয়ব। দুই চারিটি দোষ ও অভাব যাহা দেখিলাম তাহা বলিতেছি।

১। দেখিলাম ঋ ঋ ঌ ঌ এই পাঁচটি বর্ণ অনাবশ্যক। অব্যঞ্জন কিম্বা দুইটি স্বরে উহাদের কার্য্য অনাগমে চলিতে পারে। তন্নিম্ন উহাদের উচ্চারণ যৌগিক। যৌগিক উচ্চারণের জন্ত অসংযুক্ত বর্ণ থাকিলে তাহাকে বিরূপে নির্দেশ্য কহিব ?

২। দেখিলাম অবহেলায় অন্তঃস্থ ব ও মুদ্রণ্য ণ ও ব এবং দ্ব্যস মৃতপ্রায় হইয়াছে। হ্রস্ব ও দীর্ঘ উচ্চারণের আর তারতম্য নাই। দুই একটি সংস্কৃত ধরণে রচিত শ্লোক পাঠের সময় ভিন্ন অন্য সময়ে প্রায় হ্রস্ব দীর্ঘের পার্থক্য থাকে না। মাতঃ বঙ্গভাষা, নিজে উপাঙ্গবর্ণাদ্বয়ের থাকুক, ত্রীদমে প্রাপ্ত সম্প্রতিও সেখান-

ইতে বসিয়াছে ? বাঙ্গালীরা হ্রস্বের মধ্যস্থক্ বেদনাতেও একতাবদ্ধ হয় না। কোমার সম্প্রতি রক্ষার জন্য কি একতাবদ্ধ হইবে ? আশা করিতে পারি না। তবে সরস্বতীর রূপ।

৩। দেখিলাম পদান্ত অকার অনেক স্থলে উচ্চারিত হয় না। একারের উচ্চারণ দুইটি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এত, মেশর, কেন, দেও, নেও ইত্যাদি শব্দে একারের উচ্চারণ সাধারণ উচ্চারণ হইতে বিভিন্ন।

প্রথম ও দ্বিতীয় দোষের সহিত আর চিত্তার বিনয়ের সম্বন্ধ অস্প, কিন্তু যদি অকার কোথায় উচ্চারিত, কৈথার বা অমুচ্চারিত হয়, এবং একারের যদি দুইটি বিভিন্ন উচ্চারণ হয়, তাহা হইলে ক্রেমেই উচ্চারণের অভিধানের উপকরণ সংগৃহীত হইতে থাকিবে। ইংরেজী উচ্চারণ পুস্তকে পুস্তকে যুগে যুগে এমন কি বৎসরে বৎসরে পরিবর্তিত হইতেছে। আর পারি না। সেই উৎপাত কি বঙ্গভাষার প্রবেশ লাভ করিবে ? আগে শুনিয়াছি ডাউভোস্, এজুকেশন, নেচার, মাইনরিটি, বেক, এখন শূনি ডিভোস্, এজুকেশন, নেটিয়র, মিনরিটি, বেনশ্। উদাহরণ যথেষ্ট রুদ্ধ করা যায়। হুতন কলেজের ছাত্রের নিকট ইংরাজী কহিতে ভয় হয়, পাছে আমার বিনা সম্মতিতে ও অজ্ঞাতে পরিবর্তিত কোন উচ্চারণের জন্য পুরাতন যুগ মধ্যে পরিগণিত হই।

তব্রিষাতে বঙ্গভাষার উচ্চা



ভিধান আবশ্যক না হয় তাহার কি কোন চেষ্টা করা যাইতে পারে? এত, মেগর, কেন, দেও ইত্যাদি শব্দের প্রচলিত উচ্চারণ পরিবর্তন করিয়া সাধারণ অকারের উচ্চারণ স্থিরতর রাখা সম্ভব নহে। ভাষা ব্যবহারের দাসী। ব্যবহারকে ভাষার দাসী করা সম্ভবও নহে এবং সম্ভবও নহে। সম্ভব হইলে একার একারই থাকিত হ্রস্ব (৫) হইত না। তবে ইহার একটি উপায় আছে। উর্দু ভাষায় আবশ্যক মত পারস্য বর্ণমালায় অতিরিক্ত টে, ডাল প্রভৃতি কএকটি বর্ণ সৃষ্ট হইয়াছিল। বাঙ্গলায় সেইরূপ একটি নূতন অক্ষর সৃষ্টি করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। অকারের উপজব আর ও ভয়ানক। লুপ্ত অকারের পুনরুদ্ধার অসম্ভব ও তাহার চেষ্টা রাখা। \* উচ্চারণের অনুকরণে পদান্ত বর্ণ হ্রস্ব লিখিলে কি চলিবে? না, তাহা হইলে সমুদয় সন্ধি হ্রস্ব পরিবর্তন করিতে হয়। কএকটি সাধারণ হ্রস্ব কি পদান্ত অকারের উচ্চারণ অনুচ্চারণ নিম্নবদ্ধ করা যায়? নিয়ম বদ্ধ করা সম্ভব হইলও সাধারণ বিধি হইতে বর্জিত বিধি অধিক হইবে; এবং সমুদায়গুলি একত্র বঙ্গ \* যদি কেহ 'অতএব এক্ষণ তোমার নাম কহ' ( ৫ হ্র দেখ ) এই কথাটির সমুদয় পদান্ত অকারের উচ্চারণ করেন তাহা হইলে তাহাকে উড়িয়া-বাসী বলিয়া ভ্রম হইবার একান্ত সম্ভাবনা।

সংখ্যক হইয়া পড়িবে। হ্রস্ব বঙ্গভাষায় হইলে উচ্চারণের অভিধানের প্রায় সমুদয় দোষ ও অসুবিধা রহিল। অতএব ইচ্ছাতে বিশেষ কোন লাভ দৃষ্ট হয় না।

কতগুলি কথা আছে বাহার অণ্ডা কার কখন বা উচ্চাভিত হয় কখন বা অনুচ্চারিত থাকে। যেখানে উচ্চারিত হয় সেই সমস্ত স্থল কোন কোন পুস্তকে 'ও' বর্ণ সন্নিবেশ দ্বারা প্রদর্শিত হইয়া থাকে; যথা, কোন, কোনও। অকারকে বিনয় দিয়া ওকারের আশ্রয় গ্রহণ করা কতদূর সম্ভব তাহার বিচারে লেখনীকে ব্যগ্রাম-ক্রিষ্ট না করিয়া ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে উক্ত প্রণালীতে আমাদিগের প্রদর্শিত অসুবিধার অতি অংশাংশে মাত্র সাহায্য হয়। আমাদিগের বিবেচনায় ইহার একটি মাত্র সহজ উপায় আছে। পদান্ত অকারের অধিকাংশই অনুচ্চারিত থাকে, অল্প সংখ্যক মাত্র উচ্চারিত হয়। উচ্চারিত পদান্ত অকারের একটি চিহ্ন সৃষ্টি করিলে উচ্চারণের অভিধানের প্রায় সমস্ত জ্ঞান হইতে আমরা বক্ষ্য পাত্ত প্রাপ্তি। কমা, কোলন, সেমিকোলন, পেমের চিহ্ন, বিশ্লেষের চিহ্ন, ইত্যাদি ইতি অংশাদিন হইল বঙ্গভাষায় গ্রহীত ও প্রচলিত হইয়াছে, উচ্চারিত অকারের একটি চিহ্ন করিলে তাহাও যে অতি অল্প কাল মধ্যে প্রচলিত হইবে মনেহ নাহি।

প্রথমের বলিয়াছি যে বর্ণমালা পূর্ণ হইলে উচ্চারণের অভিধানের প্রয়োজন

হয় না। বদভাষার যে দুইটি অভাব প্রবেশ লাভ করিয়াছে তাহা উপরে নির্দেশ করিলাম। ভবিষ্যতে আরও অভাব হইতে পারে। অভাব মোচনের জন্য যদি বর্ণমালা বর্দ্ধিত না হয় তাহা হইলে ক্রমশঃ উচ্চারণের অভিজ্ঞান আবশ্যক হইবে। উপরে যে একটি বর্ণের ও একটি চিহ্নের স্বক্ৰিয় কথা কহিলাম তাহা এক জনের কার্য্য নহে, সমস্ত সাহিত্য সমাজের কার্য্য। এক ব্যক্তি প্রথম পথ প্রদর্শন করিতে পারেন। কিন্তু তাঁহাকে অনুসরণ না করিলে সাহিত্য সমাজ ভবিষ্যৎ পংশের নিকট বিশেষ ধনা বাদার্স হইবেন না। ইংলণ্ডে কতগুলি লোক ইংরেজী শব্দের উচ্চারণ

গানুসারে বর্ণবিন্যাস করিতে চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাদের বর্ণবিন্যাসের প্রণালীর নাম ফনেটিক সিস্টেম্। এই সম্ভাবনার চেষ্টা যে সফল হইবে তাহার সম্ভাবনা দুঃসং। তাঁহারা বিফলপ্রযত্ন হউন, কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা ও উদ্যমে প্রমাণিত হইতেছে বর্ণমালার অভাবে ভাষায় কি অকথ্য বিশৃঙ্খলা প্রবেশ করে। বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজ যদি বর্ণমালা পরিবর্দ্ধিত না করেন তাহা হইলে আধুনিক ইংরেজেরা উচ্চারণ লইয়া যে গোলযোগে পড়িয়াছেন ভবিষ্যৎ বাঙ্গালীরা ততদূর না হউক কিন্তু তদুপ এক গোলযোগে যে পড়িবে তাহাতে সন্দেহ নাই। ঐবি—

## প্রৈতত্ত্ব।

( দ্বিতীয় প্রস্তাব )

জামনা! এই প্রস্তাবে মধ্যস্থ এবং আরোহণের কথা বলিব। পূর্বেই লিখিত হইয়াছে যে, মধ্যস্থ না থাকিলে প্রেতের সাফল্য পাওয়া যায় না। ইংরেজী অনভিজ্ঞ পাঠককে ‘মধ্যস্থ’ কথা বুঝান বড় দুঃখ। মূল কথা সাধারণ অনুপস্থিতিতে প্রেতাগমের বাধাত জন্মে, তিনিই মধ্যস্থ (Medium)। যেখানে দশজনে মিলিয়া প্রেতাধ্বনি করিতে থাকেন, সেস্থলে যে একমুখের মধ্যস্থ হইতে হইবে, তাহার

কোন অর্থ নাই। তবে চানপক্ষে একজনকে ঐ শ্রেণীতে ভুক্ত হইতে হইবে। তাহার অভাবে প্রেতাধ্বনি হইবে না। সাধারণতঃ যাহাঁরা দুর্বল, বা অধিক চিন্তাশীল, বা যাহাঁদের প্রেতে অন্ধবিশ্বাস, বা যাহাঁদের স্নান বা ধর্ম্মনী সকল শীঘ্র উত্তেজিত হয় (Nervous) তাঁহারা মধ্যস্থ হইয়া থাকেন। এই মধ্যস্থের সহিত প্রেতের কিছু ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। যদি দশজন বাজে লোক প্রেতের জন্য গলবৎ হইয়া

ধান করিতে থাকেন, তাহা তাহার দেখা পাওয়া যাইবে না। কিন্তু তিন জনের মধ্যে যদি একজন মধ্যস্থ থাকেন, তাহা হইলে পূর্বোক্ত দশজনে যাহা করিতে না পারিয়াছে এই তিনজনে তদনুকূল করিতে পারিবে। সুতরাং যখন যেরূপ আয়োজন করিয়া প্রত্যাশ্বান করিতে থাকি না কেন, সকল সময়েই হান কপ্পে একজন মধ্যস্থ চাই। তাহার উপস্থিতি অপরিহার্য।

একশ্রেণী আয়োজনের কথা—আমরা পূর্বের বলিয়াছি যেমন তেমন করিয়া ডাকিলে প্রেতের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। এই কারণে প্রেতাশ্বানের জন্য ভিন্ন ভিন্ন আয়োজনের প্রচলন আছে। আমরা তাহার কতকগুলি উল্লেখ করিতেছি।

১ম। তিন চারিজন একটি চৌপায়ায় চতুর্দিকে বসিয়া তরুপরে একপাভাবে হস্ত রক্ষা করে যেন পরস্পরের হস্তের সহিত যোগ থাকে, এবং সকলেই কোন বিশেষ প্রেতের কথা মনে মনে স্মরণ করিতে থাকে। আর একজন হয়ত প্রেতাশ্বানকারীদিগের মনের ঐশ্বর্য সম্পাদনার্থ হুৎতরসাম্রাজ্য কোন পুস্তক পড়িতে থাকে বা কোন গানসাহিত্যে থাকে। অপরূপপরেই একজনের অঙ্গ শিথিল হইতে থাকে এবং সে ক্রমে অজ্ঞানাবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই সময়ে প্রেত আসিয়াছে স্থির করিতে হইবে। এবং এই অজ্ঞানাবস্থাকে যাহা প্রমাণ করা যায় প্রায় তাহার সকলগুলিরই সে যথাবিধি উত্তর দিয়া থাকে। প্রেতত-

ত্ত্বাদিমতে ইহাই প্রেতের উত্তর। কিন্তু কখনও তাহার জ্ঞান অথবা প্রাণ স্বাভাবিকাবস্থা প্রাপ্ত হয়; চেতনা হইলে তখন আর অজ্ঞানাবস্থার কথা কিছুই স্মরণ থাকেনা।

আমি স্মরণ একবার এইরূপ প্রেতাগম দেখিতে গিয়াছিলাম। যথাসময়ে একজন অজ্ঞান হইয়া পড়িল। তাহাকে এইরূপ প্রশ্ন করা হয়।

প্র। তুমি কাহার আত্মা?

উত্তর নাই।

প্র। আপনি যদি কাহারও আত্মা হন, অতীত করিয়া উত্তর দেন, আমরা আপনার অপেক্ষা করিতেছি।

উ। মহাশয় রানমোহন রায়ের;

কিয়ৎকাল পরে সেই অজ্ঞান ব্যক্তি এক উপাদেশপূর্ণ বাচনিক বক্তৃতা দিল; তাহাতে বাস্তবিক আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। এইরূপ বক্তৃতা শিক্ষিতব্যক্তিও আয়োজন বাতীত দিতে পারে কিনা সন্দেহহীন। এতবাতীত আমরা জীবনে তাহার নিকট কোনরূপ বক্তৃতা শুনি নাই।

আর একবার এইরূপ সভায় গিয়া দেখিলাম, যে অজ্ঞানব্যক্তি একজনকে ক্রমাগত প্রশ্নের বিরুদ্ধে, দশ বাহু জনে তাহাকে গরিয়া রাখিতে পারিতেছে না। অবশেষে সে ক্রুদ্ধ হইয়া গৃহ হইতে এক ধানী গালক বাহিরে আনিয়া ফেলিল। পর দিবস সে গালক গৃহে লইয়া যাইতে পাঁচজন লোকের আয়োজন হইয়াছিল।

১। প্রত্যক্ষের আর একরূপ আয়োজন হইয়া থাকে; তাহাতে সকলই পূর্ণমত; কেবল প্রত্যক্ষের শব্দে চাপিয়া কাহাকেও অজ্ঞান করেন না; চৌপায়ায় পদাঘাতে উত্তর দিয়া থাকেন। পূর্ণোক্তরূপ কিয়ৎকাল বসিলেই টুল নড়িতে থাকে। উত্তর প্রশ্ন করা হয় 'আপনি যদি কোন প্রত্যক্ষ আনিয়া থাকেন, কাফপাদ একবার আঘাত করুন'। কাফপাদে একবার আঘাত পড়িল। তখন প্রত্যেক উপস্থিতি স্থির হইল। তৎপরে কিরূপে কথোপকথন চলিবে তাহারই উপায় স্থির হইতে থাকে। হয়ত আস্থানকারীরা বলেন 'হাঁ হইলে যেন একবার শব্দ হয়, না হইলে দুইবার, এবং সংশয়যুক্ত হইলে তিন বার' তার পর প্রশ্ন হইতে থাকে, এবং এই নিয়মমতে প্রত্যক্ষ মহাশয় উত্তর দেন। তখন বলা হয় যে, 'আপনার যে অক্ষরে লিখিবার ইচ্ছা, আমরা অক্ষর পড়িয়া সাইব, আপনি আপনার মনস্থ অক্ষরে আঘাত দিবেন, আমরা আবার গোড়া হইতে আরম্ভ করিব, আপনি আবার বক্তব্য অক্ষরে আঘাত দিবেন' এই রূপ। ইহাতে উত্তমরূপ কথোপকথন চলিতে পারে। আস্থানকারীরা জিজ্ঞাসা করিবেন, রাম শ্যামের কত টাকা ধারে? এই বলিয়া অ হইতে আরম্ভ করিয়া বরাবর পড়িতে আরম্ভ করিল, 'শ' এ এক আঘাত পড়িল। আবার গোড়া হইতে পড়িতে আরম্ভ ক-

রিল 'ত' এ এক আঘাত পড়িল,—ইল শত টাকা।

৩। আর একরূপ কথোপকথনের উপায় প্লাঞ্জেট (Planchette)। এই অভিন্নব্রত কি তাহা সাধারণকে বুঝান অনাবশ্যক। কিছু দিনম হইল একজন সাহেব এই অভূত জিনিষ কলিকাতায় আমদানী করিয়া বড় মন্দ লাভ করিয়া যান নাই। ইহা একখানি ছোট তক্তা। তিনটি পায়া আছে। পায়াতে সূক্ষ্ম চক্ক দেওয়া আছে। তাহা এত মৃদু যে হাত দিলেই সে চাকাগুলি ঘুরিতে থাকে এবং তক্তা গড়াইয়া যায়। এই তক্তার মধ্যস্থলে একটি পেন্সিল বসান আছে। যেমন চাকা ঘুরিয়া এই তক্তাকে সরাইতে থাকে সেই সঙ্গে সঙ্গে এই পেন্সিলও সরে এবং কাগজের উপর হইলে সেই পেন্সিলে প্রশ্নের উত্তর অতি সুন্দর অক্ষরে লিখিত হয়। এই প্লাঞ্জেটে একবার আমি কএকটি বক্তৃতা\* লিখিয়া পরীক্ষা করিতেছিলাম। কিছুকাল পরেই প্লাঞ্জেট ঘুরিতে আরম্ভ হইল। তখন তাহাকে নানারূপ প্রশ্ন করিতে লাগিলাম। যে সকল উত্তর পাইলাম তাহার প্রশ্ন সকল গুলিই ঠিক। পাঠকগণকে তাহার নমুনা দেখাইতেছি।

প্র। মহারাণী কোনবর্ষে সিংহাসনে আরোহণ করেন?

প্লাঞ্জেট প্রশ্ন শুনিয়াই ঘুরিয়া ঘুরিয়া

\* তাহাদিগের অন্যতম বাবু রাজকৃষ্ণ রায়। (অবসর সময়ে জিনি রচয়িতা)।

বিশ্রামের পরে '১' অক্ষরটি লিখিয়া  
পদ্য ৮৩: ঘুরিয়া ঘুরিয়া আবার দুইটি অ-  
ক্ষর বাহির হইল, পড়িলাম ১৮৩৭। পুন-  
র্বার প্রায় করিলাম।

কোন বৎসরে বায়রণের মৃত্যু হয়?  
উত্তর। ১৮২৪।

প্র। বায়রণ বড় কবি না মেলী?

উ। দুইজন দুই প্রকার কবি; তুলনা অ-  
সম্ভব।

পাঠকগণকে বলি বাস্তব্য, যে আমা-  
দিগের কেহই উত্তর সকল ইচ্ছাপূর্বক  
লিখি নাই। এমন কি যে সকল প্রশ্নের  
উত্তর আমরা জানিতাম সেসকল একটি প্র-  
শ্নও জিজ্ঞাসা করা হয় নাই; অথচ প্রায়  
অধিকাংশ উত্তর শুনিই ঠিকই লিখিত হ-  
ইয়া ছিল।

একটি বৈঠক উত্তরের কথাও বলি।  
সেই স্থানে আমাদের আর একটি বন্ধু  
উপস্থিত ছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা ক-  
রিলেন আমি মরিব কবে?

প্ল্যাফেট স্বভাবমত ঘুরিতে লাগিল।  
অনেকক্ষণ ঘুরিয়া—প্রায় আমাদের অ-  
সহ্য হইয়া উঠিয়াছিল, এমন সময়ে একটি  
১ অক্ষর লিখিত হইল। আবার পূর্বমত ঘু-  
রিতে লাগিল; কিন্তু আমরা নাছোড়বন্দা,  
প্ল্যাফেট ঘুরিয়াই আছি। বহুক্ষণ পরে  
'৮' অক্ষর লিখিত হইল। পুনর্বার ঐ  
রূপ উপায়ে। চারিটি অক্ষর শেষে সমাপ্ত  
হইলে পড়িলাম ১৮৭৫। আমরা ১৮৭৪  
খৃষ্টাব্দে এই পরীক্ষা করিতে ছিলাম।

পাঠকগণকে ইহাও জানান আবশ্যক যে  
আমাদিগের বন্ধু এখনও জীবিত আছেন।

আমাদিগের একটি প্রেততত্ত্বাদী বন্ধু  
এইরূপ প্ল্যাফেট ঘুরিল। প্রেতার্থবাদ ক-  
রিতে ছিলেন। তিনি প্ল্যাফেটকে জি-  
জ্ঞাসা করিলেন।

তুমি কি পূর্বকালের সমস্ত কথা  
জান? যে হেতু তুমি প্রেত।

উ। জানি।

প্র। আমাদিগকে বলিয়া দেওনা কেন?

উ। তাহাইলে সব গোল মিটিয়া যাইবে।

এই শেষ উত্তরটিতে আমাদিগের উক্ত  
বন্ধু একেবারে গলিয়া গেলেন। তিনি  
বলেন প্রেত বাতীত এরূপ উত্তর দেওয়া  
আর কাহারও কি সম্ভবে? ফল কথা ক-  
থাটি তাহাকে বড় মধুর লাগিয়াছে কাজেই  
প্রেতে তাঁহার বিশ্বাস এক ভিগ্নী উঁচু  
হইয়াছে।

৪র্থ। তৃতীয় আয়োজনে যে যে  
উপকরণ আবশ্যক, ইহাতেও তাই, কেবল  
প্ল্যাফেটের মধ্যস্থলে পেনসিল না থাকিয়া  
একটি দণ্ড প্রোথিত থাকে। এবং টেবিলের  
উপর ক, খ, প্রভৃতি অক্ষর লিখিয়া প্ল্যা-  
ফেট ঘুরিলে, ঐ দণ্ডটি এক অক্ষরের পর  
আর এক অক্ষরের নিকট গিয়া আপন  
অভিমত প্রকাশ করিয়া দেয়।

উপযুক্ত আয়োজন ও মধ্যস্থ বাতীত  
অনেকরূপে প্রেতাগম জানিতে পারা  
যায়। কখন কখন প্রেতাক্রান্ত মধ্যস্থ ছবি  
আকে। কখন কখন বা পীড়িতের জন্য

ব্যবস্থাপত্র লিখিয়া দেয় । ওরূপ চিকিৎসায় অনেকেই আরোগ্যলাভ করিয়াছে ।

প্রেতাত্মার সম্বন্ধে কতকগুলি মাধারণ আয়োজনের কথাও বলিয়া রাখি ।

যে গৃহে প্রেতাত্মার জন্য আয়োজন করা হইবে, সেটি নির্জন হওয়া চাই । অধিক উষ্ণ হইবে না, কারণ তাহাতে মনের ঠৈর্য্য রক্ষিত হয় না । তীক্ষ্ণ শীত বায়ুও বহিবে না । চারি পাঁচ ছয় যত জনে ইচ্ছা চৌপায়ের (টুল বা টেবিলের) চতুর্দিকে বসিয়া পূর্বোক্ত নিয়মমতে একমন হইয়া ধ্যানলয় হইবে যেন মাঝে কেহ বিরক্ত না করে । দুই শত্রেতে একত্রে আল্লাহ করিবেনা । প্রেতে তাঁহার অধীন্যী গৃহ মধ্যে তাহাদের উপস্থিতিও প্রেতাগমের বাধাতকারী । \*

একণে দেশীয় ও বিদেশীয় প্রেত সম্বন্ধীয় কএকটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া আমরা এ প্রস্তাব শেষ করিব ।

১। প্রায় দশ বার বৎসর হইল, হুসেন খাঁ নামক জর্জেন্ট মুসলমান দৈবশক্তি বিশিষ্ট বলিয়া পরিচিত ছিলেন ।

\* এই কথাটিতে প্রেততত্ত্ববাদীরা মাধারণকে অত্যন্ত কায়দায় রাখিয়াছেন । কেহ প্রেত সম্বন্ধীয় কার্যকলাপের পক্ষাঘাত করিতে যাইলেই প্রায় সেবারে প্রেত মহাশয় নির্যমত দেখা দেন না । প্রেততত্ত্ববাদীরা অমনি বলেন, আপনি প্রেতে বিশ্বাস করেন না, আপনার উপস্থিতিই আমাদিগের সফলতার প্রতিরোধক ।

যিনি যাহা চাহিতেন তিনি তাঁহাকে তাহাই দিতে পারিতেন \* । তাঁহাকে অনেকই দেখিয়াছেন । তদুপায় একজনের নিকট আমরা শুনিয়াছি যে, তিনি একবার হুসেন খাঁকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন । এবং হুসেন খাঁ আশ্রমে তিনি আজুরের রস খাতিত প্রার্থনা করেন । কিছু পরেই হুসেন খাঁ সত্য সত্যই আজুরের রস আনিয়াছিলেন । এজন্য তিনি একবার বাহিরেও যান নাই । আমাদিগের বন্ধুটি সেবন করিয়া দেখিলেন যে, উহা বাস্তবিকই আজুরের রস । বন্ধুটিকে অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ দেখি না ।

২। আর একটি ঘটনা পাঠকগণের সমীপে উল্লেখ করিতে বাধ্য হইলাম । এটিও প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধীয় । একবার ত্রিবাঙ্কুররাজ্যের কোন আত্মীরের মৃত্যু হয়, উক্ত রাজবংশের এইরূপ বিশ্বাস যে, মৃত ব্যক্তি দত্ত হইলে তাহার কিয়দংশ তন্ময় কোন পবিত্র (হিন্দুযতে) নদীজলে ভাষাইয়া দিলে উক্ত মৃত ব্যক্তির পরকালে স্বর্গ প্রাপ্তি হয় । তদনুসারে ত্রিবাঙ্কুররাজ জর্জেন্ট সন্ন্যাসী দিয়া তাঁহার মৃত আত্মীরের তন্ময় গঙ্গাজলে নিক্ষেপ জন্য পাঠান । সন্ন্যাসী যথাসময়ে কাশীধামে উপস্থিত হন এবং ত্রিবাঙ্কুর-রাজদত্তপত্রসহায়ে কাশীরাজের বাটীতেই আশ্রয় গ্রহণ করেন । সেই সময়ে একজন ফরাসীও কাশীরাজের

\* হুঃখের বিষয় এই, প্রস্তাবলেখক তাঁহাকে দেখেন নাই ।

বাকীতে আশ্রয় পাইয়াছিলেন। কাজেই উক্ত সন্ন্যাসীর (ফকির) সহিত ফরাসীর কিঞ্চিৎ সৌহার্দ্য জন্মে। ক্রমে ফরাসী শুনিলেন যে, ফকির দৈব-শক্তি-বিশিষ্ট। তখন তাহার ক্ষমতার কিছু নিদর্শন দেখিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। ফকির স্বীকার পাইলেন। নির্দিষ্ট দিবসে একটি জল-পূর্ণ রত্ন দাতু-নির্গিত পাত্রাদ্যের পাশ্বে উভয়ে দাঁড়াইয়াছিলেন, ফকির জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নিকট কি আছে? ফরাসীর হস্তে একটি উডেন পেন্সিল ছিল, তিনি তাহাই ফকিরকে দিলেন। ‘ফকির পেন্সিল লইয়া অপরকে দৃষ্টিমান্য করিলেন ‘বলুন দেখি এ পেন্সিল জলে ফেলিলে ভাসিবে না ডুবিবে?’ ফরাসী বলিলেন—ভাসিবে।

পেন্সিল জলে ফেলিয়া মাত্র ডুবিয়া গেল।

ফকির পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, এবারে ভাসিবে না ডুবিবে? ফ। ‘ডুবিবে।

এবারে পেন্সিল ভাসিল।

ফরাসী দেখিরা চমৎকৃত হইলেন। তৎপরে সন্ন্যাসী সেই পেন্সিল দিয়া উক্ত জলদার স্পর্শ করিলেন, অমনি তাহার একদিক উল্টে উঠিয়া, অপরদিক পূর্ণমত রহিল। পাত্র ঠিক থাকিল, জলের এক দিক উঠিয়া রহিল অপর দিক নিচু রহিল। এইরূপ সেই জল লইয়া অনেক-রূপ রহস্য দেখাইতে লাগিলেন।

ফরাসী বলিলেন “আপনি যখন প্রেত-মধ্যরে এত অদ্ভুত অদ্ভুত কৰ্ম্ম সমাধা করিতে পারেন, তখন প্রেত আপনাদিগের কাস্ত বাপা বলিতে হইবে। যদিও প্রেতকে আমাকে দেখাইতে পারেন, তাহা হইলে আমার পেতে বিশ্বাস হয়। ফকির উত্তর করিলেন, প্রেতের দেখা পাওয়া না পাওয়া প্রেতের ইচ্ছাধীন। কিন্তু আপনি তাহার উপস্থিতি অনুভব করিতে পারিবেন।

ফরাসী। কিরূপে?

ফকির। তাহার কার্যকলাপে : এমন অমানুষিক কার্য দেখিবেন যে প্রেত ব্যতীত অন্য কাহার দ্বারা সে কৰ্ম্ম সম্ভব। প্রেত দেখাইবার নির্দিষ্ট দিবস দিব হইল।

সেই দিবস ফরাসী এক চতুস্তম্ভ খাটির উর্দ্ধতম গুহে গিয়া বাক্সি কাটাধবেন স্থির করিলেন। যাহারা কাশীদামে গিয়াছেন তাঁহারা হস্ত জ্ঞানেন যে তথাকার উর্দ্ধতম গুহের যে দ্বার, তাহা নামাইয়া দিলেই ত্রিতলের সহিত সিঁড়ির কার্য্য করে : আবার উঠাইয়া লইলেই দ্বার হইয়া যায়, এবং নিম্নের সহিত সকল সম্বন্ধ ও যোগাযোগ বন্ধ হয়। ফরাসী যে গুহে আশ্রয় লইলেন, তাহা এইরূপ। প্রথমতঃ ব্যক্তি প্রবেশ করিয়াই তিনি চারিদিকের দ্বার বন্ধ করিলেন। তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন যে, কেহ কোথাও লুকাইয়া নাই। পরিশেষে সর্ব্বো-

প্রতিস্থ গৃহে উঠিলেন এবং মিড্ডি ডুলিয়া লইয়া দ্বার বন্ধ করিলেন। গৃহে পিস্তল বন্দুক প্রভৃতি আবশ্যকীয় দ্রব্য সকল যথা-কালে রক্ষিত হইল।

সন্ধ্যা হইল। ফরাসী শস্যার উপর ব-সিয়া রহিলেন, খাদ্য গাঢ় না হইতে ছুটতেই ছাদের উপরে মনুবার সদশ হইতে লাগিল। বলা বাহুল্য যে তিনি ছাদ ও উভয়মুখ পুরের পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি-লেন। পরে জানালায় আঘাত হইতে লাগিল। ফরাসীর বন্দুক প্রস্তুত ছিল। সহসা জানালা খুলিয়াই বন্দুক ছুঁড়িলেন, কিন্তু বোম্বাও কিছুই দেখিতে পাইলেন না। ক্রমে সকল জানালাতের ‘পুগ’ ‘গাপ’ করিয়া শব্দ হইতে লাগিল। বন্দুক পিস্তল সকলই ছুঁড়িলেন, কাহ’কেও দেখিলেন না। অবশেষে দ্বার খুলিয়া ছাদে উঠিলেন। সেখানেও তাহার কোন দেখিতে পাইলেন না। কেবল দূরে তা-হিয়া দেখিতে পাইলেন, সেই ফকির গ-জাতিতে বসিয়া পান করিতেছেন\*।

\* এই ঘটনাটি ‘The Spiritualist’ নামক পত্রে দৃষ্ট হয়। এখানে উক্তা নি-যটে না থাকায় যথায় উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। এবং কোন সংখ্যায় আছে তাহাও বলিতে পারিলাম না। সাঁহারা দেখিতে ইচ্ছা করেন, উাহারা উক্ত প-ত্রের ১৮৭৩ হইতে ১৮৭৫ সনের সংখ্যা-গুলির সূচিপত্র দেখিয়া বাহির করিয়া লইবেন।

\* একটি বিদেশীয় ঐতিহাসিক ঘটনারও উ-ল্লেখ করিতেছি। সেটিও বড় কম বিশ্বাস-জনক নহে।

কমিয়ার কাউন্টেস্ ব্যাভা-স্কী (Countess Blavatsky) সাঁহার-গতঃ একজন ক্ষমতাশালিনী মধ্যস্থ ব-লিয়া পরিচিতা। তাঁহার সম্পাদিত দু-ইটি ঐতিহাসিক কাব্য বড় বিশ্বাস্যবহ। প্র-থম, কমালের যুক্তিকার্যে লিখিত একটি নামের পরিবর্তে আর একটি নাম স্থাপন। ঘটনাটি অতি অল্প সময় মধ্যে এবং অ-নেকগুলি পণ্ডিত লোকের সমক্ষে সম্পা-দিত হয়। তৎপরে উক্ত পশ্চিমাঞ্চলের কানেক্টার সাহেবও উপস্থিত ছিলেন। দ্বিতীয়টি এইরূপ। যখন উক্ত মধ্যস্থ লগুন হইতে বোম্বাই নগরে আসিতেছি-লেন, তখন একজন ব্যারিস্টার তাহার পিতার (স্বপরিচিত পার্লিয়ামেন্টের মে-ম্বার) অদ্ভুত আরোগ্য করিতে অনুরোধ করেন। ব্যাভাস্কী তাহাতে স্বীকৃত হই-লেন, এবং বলিলেন যে, ‘ভারতবর্ষে গিয়া আমি এ বিষয়ে চেষ্টা করিব। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন দেশে থাকিয়া উভয়ের কপো-পকথনের জন্য একটি উপায় আবশ্যক। রোমীয় কোন দ্রব্য পাইলেই আমি সং-বাদ চালাইতে পারি।’ ইহাতে রোমীয় হস্তাবরণ (Gloves) দেওয়া হইবে। ব্যা-ভাস্কী দস্তানা লইয়া ভারতবর্ষে আসি-লেন। ১৭ই ফেব্রুয়ারি তারিখে কর্ণেল অ-লকট (Col. Olcott) সাহেবের সমক্ষে



তিনি উক্ত দুইটি দস্তানাই একটি গৃহ মধ্যে  
টেবিলে রাখিয়া গৃহে বারি দিলেন । কিছু  
দিবস পরে বিলাত হইতে ১৮ই ফেব্রুয়া-  
রির এক পত্র আসিয়াছে, তাহাতে পু-

রোক্ত ব্যারিটার লিখা গাছেন, যে তিনি  
একটি হস্তাবরণ পাঠরাছেন । ইহাতে যে  
সকল আক্ষীর উল্লেখ আছে তাহা কোন  
ক্রমেই অবিশ্বাস করিতে পারা যায় না ।

## আর্য্যায়ুর্বেদ ।

( প্রাক প্রকাশিতের পর )

বৌদ্ধ হা ভাবপ্রকাশরচয়িতা একদিকে  
দ্বন্দ্ববিক্রে কানীরাভগোত্রী ও অপরা  
বিদ্যুৎপাশে কানীপুত্র দ্বন্দ্ববির উল্লেখ দ-  
র্শনে ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন ; এবং ফ-  
ত্রিয়, বৈশা, ব্রাহ্মণ ভিন্নজাতীর হইয়াও  
যে সূর্য্য চন্দ্রাদি বংশীয় ও শান্তিল্য ভের-  
দাজ্ঞ প্রভৃতি যোত্রাত্ত্বভূত হইতে পারেন,  
তাহা বিস্মৃত হইয়াছিলেন । বিশেষতঃ  
দ্বন্দ্ববির ফত্রিয় হইলে, ব্রহ্মদি বিশ্বাসিত্রের  
বৈশাগভজাত পুত্র যশ্রুত তাঁহার পাদ-  
গ্রহণ করিয়া প্রণাম করিতেন না । যদি  
আমরা এক্ষণ কল্পনা করি যে দ্বন্দ্ববির দুই  
বার পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, আদৌ  
বৈদ্যবংশ প্রবর্তকরূপে, দ্বিতীয়তঃ ফত্রিয়-  
স্থপতিরূপে আর্য্যকর্মে উপদেশ দিয়াছেন,  
একপ হইলে ভাবপ্রকাশ ও পুরাণের মি-  
মাংসা হইতে পারে । কিন্তু তাহাতে দা-  
পতি উপস্থিত হয় । কৃত্রিম ও দ্বন্দ্ববির  
দ্বিতীয় অবতারের উল্লেখ নাই । সুতরাং ও  
পুরাণে একবাক্যে স্বর্গবৈদ্য দ্বন্দ্ববিরই ও

লেখ আছে । যশ্রুতের নানা স্থান হইতে  
আমরা নিম্নলিখিত বাক্য সংগ্ৰহ করি-  
লাম ।

দ্বন্দ্ববির দ্বন্দ্বভূতঃ বরিতঃ অমৃতোদ্ভবঃ  
চরণাধিপঃ পুত্রঃ স্বশ্রুতঃ পরিপূজ্যঃ ॥

নিদানস্থান  
চিকিৎসিতাঃ পুণ্যতমঃ ন কিলিঙ্গপি স-

শ্রমঃ  
স্ববৈদ্যঃ প্রভাবমায়ুতবোনেবিনকুণ্ডরোঃ ॥

কপ্পদ্বান ।  
দেনায়তমপাং মদাভুজুতঃ পূর্বজগানি ।

যতোহমরজঃ সংপ্রাপ্তাঃ দ্বিদশাঃ প্রিনোবশ্ব-  
৪৯ ॥ উত্তরতম্ব ।

সুতরাং যশ্রুত, চরক, যাকব ও মার্ক-  
ণ্ডেয় একই দ্বন্দ্ববির উল্লেখ করিতেছেন ।  
ভাবপ্রকাশকার অন্যান্য সমুদয় বিবরণই  
প্রাক্তন আশ্রুতদিগের অনুরূপ লিখি-  
রাছেন, কেবল মাত্র কানীরাভ পুল দ্ব-  
বির গহিত যোগ করিয়া তাঁহাকে বা-  
হ্য মনে করিয়াছেন । বৌদ্ধ হয় পুরা-

লৌকিক অলৌকিকার্থে অনাস্থা হইয়াছে। এই এক গৌলে পতিত হইয়াছিল।

এই সমস্ত অনুসন্ধানের পর আমরা এই মহাত্মার জীবনী সম্পর্কে এই মাত্র জানিলাম যে তিনি মহর্ষি গালবের পুত্র, বৈশ্যবংশ ললামভূতা বীরভদ্রা ইহার জননী। তিনি অস্ট্র বংশের আদি পুরুষ। অলৌকিক প্রতিভারলে শরীর বিজ্ঞানের বহুবিধ তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া মানব জাতির মহোপকার সাধন করিয়াছেন। ইহার তিন পরিগ্রহ; একে নামাধিগিবিদ্যা, দ্বিতীয়া সাধাবিদ্যা ও তৃতীয়া কঠুসাধা বিদ্যা; ইহাদের গর্ভে সেন, দাগ, গুপ্ত, দত্ত, ধর, কয়, দেব, রক্ষিত, প্রভৃতি চতুর্দশ পুত্র জন্মে। ভরদ্বাজ, গালব, আত্রেয় প্রভৃতি ব্রহ্মসিদ্ধগণ তৎপ্রতি অতীব ভক্তিমান হইয়া তাঁহাকে আশুর্বেদ বাবসায় সম্প্রদান করেন। তাঁহার সহজ বৈরাগ্য মন্দর্শন করিয়া মুনিমাজ তাঁহাকে কাশীরাজ্যে অভিযুক্ত করেন; তদবধি তাহার বিয়বৈরাগ্য কিয়ৎ পরিমাণে শিথিল হইয়াছিল। তথাপি তিনি নামতঃ রাজা থাকিয়া সমস্ত জীবন কার্য্যতঃ আশুর্বেদানুশীলনে অতিবাহিত করেন। তিনি বারাগসীর আশ্রমে বাসিয়া উপদেব, পৌঙ্কলবত, করবীর্ষা, গোপুররক্ষিত ও ব্রহ্মত প্রভৃতি ১০০ শিষ্যকে আশুর্বেদ উপদেশ দেন। যদিচ তৎপ্রণীত সংহিতা আজ কাল হুস্প্রাণ্য হইয়া উঠিয়াছে, ত-

থাচ চতুর্দশ ধুঃঅঙ্গে তাহা বহুদেবে বিলক্ষণ প্রচলিত ছিল।

আত্রেয় ও ভরদ্বাজ।

বর্তমান কালে আশুর্বেদীয় যত সংহিতা বর্তমান আছে তন্মধ্যে আত্রেয় সংহিতাই প্রাচীনতম। আত্রেয়, ভরদ্বাজ, গালব ও ধনুর্দ্রি প্রায় সমসাময়িক। সূত্রায়ং ধনুর্দ্রিসংহিতা ও আত্রেয়সংহিতা এক সময়ের গ্রন্থ। এই প্রস্তাবে আমরা এই প্রাচীনতম সংহিতার বিষয়সকল সংক্ষেপে উল্লেখ করিব। কিন্তু তৎপূর্বে ভরদ্বাজ ও আত্রেয়দ্ব্যক্তি একটি সাধারণ প্রচলিত মন্দের আলোচনা করিতে চাই। পাঠক কিয়ৎকাল অবহিত চিত্তে দেখিবেন যে মুদ্রাব্যভাভাবে এদেশের কত অনিষ্ট ঘটয়াছে।

পূর্বে উক্ত হইয়াছে পণ্ডিতবর শিবদাস নানাবিধ গ্রন্থের টিকাকার। তৎপ্রণীত চক্রপাণিকৃত সংগ্রহের টিকা অতীব উপদেশ গ্রন্থ; এরংবিধ ব্যাখ্যান মূল পুস্তক হইতে ও অধিক মূল্যবান, পাঠকের সমধিক উপকারী। তৎপ্রণীত চরকসংহিতার টিকাতে দৃষ্ট হয় যে পুনর্কর্ম ও ভরদ্বাজ একই\* ব্যক্তি। চরকসংহিতাতে উল্লিখিত আছে যে পুনর্কর্ম অগ্নিবেশ প্রভৃতির উপদেষ্টা, এবং কোন-কোন পণ্ডিত বলেন যে পুনর্কর্ম

\* পুনর্কর্ম: ভরদ্বাজ: অনেক শিষ্যদ্বারা পুনর্বিস্তার কারিত্ত্বা দস্য পুনর্কর্মসংজ্ঞা। ইতি শিবদাস গুপ্ত:।

আত্রেয় মুনির উপাধি দ্বারা। আমাদের বিবেচনায় পরোক্ত মতই সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়। কারণ, চরকসংহিতায় স্পষ্টই উল্লেখ আছে যে ভগবান্ ভরদ্বাজই আদৌ ইন্দ্রসমীপে গমন করেন ও ত্রিশুদ্ধ আত্মর্ষেদ শিক্ষা করিয়া আত্রেয়প্রমুখ ঋষিদিগকে উপদেশ দেন। তদনন্তর আত্রেয়, অগ্নিবেশ, ভোগ জাতুকর্ণ, পরাশর, হারীত ও ক্ষারপাণি নামক ছয়জন শিষ্যকে আত্মর্ষেদে উপনীত করেন। সূত্রায় আত্রেয়কেই অনেক শিষ্যদ্বারা পুনর্বিস্তারক বলা যাইতে পারে। অতএব পুনর্বিস্তারক হেতু পুনর্কস্য সংজ্ঞা ভরদ্বাজ অপেক্ষা আত্রেয় প্রতিই সমধিক প্রযোজ্য। পুনর্কস্য ও ভরদ্বাজ যদি একই ব্যক্তি হইবেন, তবে চরকসংহিতাতে ‘হেতুগর্তয়া নিরুত্তৌ রুকৌ জঘ্মনি চৈবযঃ। পুনর্কস্য মতির্বাচ ভরদ্বাজমতিষ্ঠ যঃ।’ এরূপ ব্লোদ কোন মতেই সম্ভবিত্তে পারে না। পক্ষান্তরে পুনর্কস্য ও ভগবান্ আত্রেয় যে একই ব্যক্তির উপাধিও নাম তাহা চরকের নামাঙ্ককে প্রতিপন্ন হইতেছে। চরক প্রথমতঃই ‘ইতিহস্যাহ ভগবান্নাত্রেয়ঃ’ বলিয়া প্রমুখ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত নিম্নোক্ত বাকাগুলি পাঠ করিলে কোনরূপেই পুনর্কস্য সংজ্ঞা আত্রেয়তে প্রযোজ্য বলিয়া স্বীকার না করিয়া পারা যায় না। ‘তমেবযুক্তবস্ত্রমগ্নিবেশং ভগবান্ পুনর্কস্য আত্রেয় উবাচ।’ চরকে—শাস্ত্রীরস্থানে ‘ইতিমগ্নিবেশস্য বচঃশ্রুত্বা মতিমতাংবরঃ।

সর্বং যথাবৎ প্রোবাচ প্রশান্তাত্মা পুনর্কস্যঃ।’

‘যাবন্তঃ পুরুশাস্তাবন্তো লোকা ইতি এবং বাদিনঃ ভগবন্তং আত্রেয়মগ্নিবেশ উবাচ।’

‘সর্বশরীর সংখ্যানপ্রমাণজ্ঞান হেতো-  
ভগবন্তমাত্রেয়ং অগ্নিবেশং পপ্রচ্ছ। তনু-  
বাচ ভগবান্নাত্রেয়ঃ শৃণুমন্তৌহমিবেশঃ \*’

চরকে।

এবংবিধ বহুপ্রয়োগ চরকসংহিতায় ইত-  
স্ততোবিক্রিপ্ত রহিয়াছে। সূত্রায় পুনর্কস্য ও আত্রেয়ের একত্ব ও ভরদ্বাজের বি-  
ভিন্নত্ব সম্বন্ধে কোনও সম্ভায় তিষ্ঠিতে পা-  
রেনা। তবে আত্মর্ষেদপারদৃষ্টা শিবদাস  
যে কেন প্রাপ্তগুরুপ জমাত্তক টীকা লি-  
খিলেন, এ প্রশ্নের উত্তর বোধ হয় বড় ক-  
ঠিন হইবে না। যিনি আমাদের দেশের  
হস্তলিখিত প্রাচীনগ্রন্থ পাঁচ মাত খানা  
পড়িয়াছেন তাঁহাকে অবিলম্বে আর বোধ  
হয় বলিয়া দিতে হইবেকন। ‘তিন নকলে  
আমরা গাথা’ একথা বোধ হয় অনেকেই  
শুনিয়া থাকিবেন; আমাদের বোধ হয়  
কোন প্রাচীন লেখক লিখিতে লিখিতে  
তাক্ত বা উদ্বিগ্ন হইয়া ‘পুনর্কস্যরাত্রেয়ঃ’  
স্থানে ‘পুনর্কস্যঃ ভরদ্বাজ’ লিখিয়া ফে-  
লিয়াছেন; অথবা যিনি বক্তা তিনিই আ-  
ত্রেয় স্থলে ভরদ্বাজ বলিয়া লেখককে ভ্রম-  
প্রণোদিত করিয়াছেন। কেহ মনে করিতে  
পারেন যে ইহা শিবদাসের ভুল না বলিয়া  
কেন আমরা এরূপ কষ্টকল্পনা করি-  
তেছি; তদন্তরে এইমাত্র বলিতে পারি যে

সকলই 'মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ' ; তথাপি  
এই শিবদাসের ভ্রম হওয়া অপেক্ষা  
সিপিকরদিগের ভ্রম হওয়াই অধিক সম্ভব-  
পর।

ভগবান আত্রেয় ও ধনন্তরির ন্যায় এ-  
কথানা সংহিতা প্রণয়ন করেন। কিন্তু  
বাক্যলিপিতে এই গ্রন্থ অতীব দুস্প্রাপ্য।  
পশ্চিম ভারতবর্ষে বোম্বাই অঞ্চলের সে-  
নেউ \* দিগের এই পুস্তকই চিকিৎসা বা-  
বসায়ের প্রধান অবলম্বন। এই গ্রন্থ ছয়  
পুস্তকে বিভক্ত ও পনের শত শ্লোকায়তক।  
প্রত্যেক পুস্তক আবার কএক অধ্যায়ে বি-  
ভক্ত ; অধ্যায়সংখ্যা সকলপুস্তকে সমান  
নহে। ভগবান আত্রেয়, এই গ্রন্থে জল,  
বায়ু, ঋতু, বয়স ও প্রকৃতির সহিত মানব  
শরীরের সম্বন্ধ ও ক্রিয়া নির্দেশ করিয়া-  
ছেন। জল, দুগ্ধ, ইক্ষুরস প্রভৃতি স্রবজ-  
বোর গুণাগুণ ও নানা প্রকার ওষধিস্বর

\* 'সেনেউ বোম্বাই অঞ্চলের বৈদ্য-  
দিগের উপাধি আচার ব্যবহার প্রায়ই প্রা-  
ক্ষণবৎ'। কিন্তু তব্রতা প্রাক্ষণগণ ইহা-  
দের সহিত আদান প্রদান করেন না,  
অথচ এক পদ্ধিতে আহাৰাদি করেন।  
বোপ হয়, ইহার! সেনবংশীয় বৈদ্য হইবেন।

ধর্ম ও বহুবিধ অরিসের ক্রিয়া ও উপশো-  
গিতা অতিসংক্ষেপে অথচ সুন্দররূপে  
ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তৎপরে চিকিৎসা  
প্রণালীর উপদেশ দিয়া সর্বশেষে ওষধি  
বিশেষের প্রতিক্রিয়ার উপায় (Antidotes)  
নির্দেশ করিয়া গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়াছেন।  
বাস্তবিক ইহাকে 'বাহ্য বস্তুর সহিত মানব  
প্রকৃতির সম্বন্ধবিচার' নাম দেওয়া যাইতে  
পারে।

ভরদ্বাজরূত কোন সংহিতা ছিল কি  
না তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই, থাকি-  
লেও সম্ভ্রান্তি লুপ্ত হইয়াছে। ভরদ্বাজ ইন্দ্র  
হইতে আয়ুর্বেদ লাভ করেন এরূপ প্র-  
থিত আছে। তিনিই আত্রেয়কে এই শাস্ত্রে  
উপদেশ দিয়া প্রাক্ষণগমাজে আয়ুর্বেদ অ-  
ধ্যয়ন ও অধ্যাপনের মূল কারণ করেন।  
এই ভরদ্বাজ, এবং কাব্য ও নাট্যশাস্ত্রসংহি-  
তাকার ভরদ্বাজ, একই ব্যক্তি কি না নি-  
শ্চয় করিবার কোনও উপকরণ নাই। যদি  
নাট্যকণ্ঠিনদের উপদেষ্টা ভরদ্বাজ বান্ধা-  
কির সমনামিক হন, তবে ইহাদিগকে  
পৃথক ব্যক্তি বলিয়া স্বীকার করিতে হ-  
ইবে। কারণ আয়ুর্বেদোপদেষ্টা ভর-  
দ্বাজ মনুর স্মৃতিতে বান্ধাকির অনেক পু-  
রুষবত্তী।

## ভালমানুষ।

( পূর্ব প্রকাশিতের পর )

গতবারে দেখান হইয়াছে যে, স্বার্থ-  
তাগ ও প্রলোভন-জয় যে ' ভাল-মানু-  
ষের ' ব্রত, সেকপ ভাল-মানুষ সংসারে  
লাকিয়া হওয়া যায় না। কিন্তু ইহা স্বী-  
কার করিলেই একপ বলা হইল না যে সং-  
সার-তাগে ভাল-মানুষ হওয়া যায়। সং-  
সার-তাগে ভাল-মানুষ হওয়া যায় কিনা  
তাহা একটি স্বতন্ত্র প্রশ্ন। আমরা নিম্নে  
এই প্রশ্নের যথামায়া মীমাংসা করিব।

এই প্রশ্নের মীমাংসা কালে, আমরা  
শুদ্ধ যুক্তির উপর নির্ভর না করিয়া প্রাচী-  
নতঃ ইতিহাসের সাহায্য অবলম্বন করিব।  
পৃথিবীর অতি আদিম কাল হইতে আরম্ভ  
করিয়া অন্য পর্বাস্ত যনুয়ারী 'ভাল-মানুষ'  
হইবার আশায় কখন বা একক, কখন বা  
দলে দলে সংসার-তাগ করিয়াছে। গ্রী-  
সের সিনিক ( Cynics ) রোমের স্টোইক  
( Stoics ) ইউরোপের ভিক্কু পাঙ্গী এবং  
সর্বশেষে ভারতবর্ষের সন্ন্যাসী, যতী, ভিক্কু  
প্রভৃতি এইরূপ সংসারতাগীর দৃষ্টান্ত।  
ইহাদের সংসার-তাগে কি ফল হইয়াছিল  
বা হইতেছে আমরা নিম্নে তাহার আলো-  
চনা করিব।

১মতঃ ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষের  
হর্তা কর্তা বিধাতা ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়। এই  
ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় একরূপ সংসার-তাগী।  
ইহকালের 'সুখ দুঃখ ক্ষণস্থায়ী। এস-  
কল বিস্মৃত হইয়া পরকালের উপায় কর,  
ইহাই ভারতবর্ষের প্রাধান্য শিক্ষা।  
আজি যে এই পাশ্চাত্য জ্ঞোতি প্রবল  
হইয়া বহমান হইতেছে, আজি যে এই ধর্ম-  
সংস্কার নব-বাজনার এক প্রকার বিলুপ্ত  
প্রায় হইয়া উঠিতেছে, ইহার মদোপ সাংসা-  
রিক সুখ দুঃখে অবহেলা দেখিতে পাওয়া  
যায়। সাংসারিক সুখ দুঃখ ক্ষণ-বিদ্যমান।  
এই উপদেশ ভারত-বর্ষের আবার বৃদ্ধের  
হাড়ে হাড়ে বিধিয়া রহিয়াছে। স্ত্রীরাং  
সংসার-তাগীর অনুসন্ধান করিতে হইলে  
সর্বপ্রায়ে ভারতবর্ষের দিকে দৃষ্টি পড়ে।  
কিন্তু ভারত-বর্ষের ইতিহাস নাই। স্ত্রী-  
রাং ভারতবর্ষের দৃষ্টান্ত কেহ শুনিবেনা।  
নতুবা দেখাইতাম যে, তপশ্চরণশীল, গ-  
লিতপত্রভোজী, গ্রীষ্মে 'পঞ্চতপকারী'  
শীতে তরাগ-বাসী মুনি ঋষিরাও স্বর্গবে-  
শ্যার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া সমস্ত তপ বপ  
তাগ করিতেন। নতুবা দেখাইতাম যে,

ভিন্ন-একটি রাজ্যস্বয়ং ভাগ করিয়া বনে  
বসিয়া ক্রীড়া করিতে করিতে এক যুগ-শিশুতে অ-  
বস্থিত হইয়াছিলেন। নতুবা দেখাইতাম  
যে দুর্ভিক্ষ, বিপদামিত্র, অসুখবক্র প্রভৃতি  
স্বয়ং সর্বভাগী হইয়াও রিপুণসে অস-  
মর্থ ছিলেন। নতুবা দেখাইতাম যে,  
‘করুণাময়ের’ শরীর বনে গেলেও অল্প  
বা অধিক পরিমাণে ‘রক্তমাংসের’ প্রা-  
ভাব দেখাইয়া থাকে।

কিন্তু আমরা ইউরোপের দাস। ইউরো-  
পের পোষাক না হইলে পরিধান করিতে  
স্বীকার করে না, ইউরোপের খাদ্য না হইলে  
খাইতে ইচ্ছা করে না, লেখার যন্ত্রেও ইউ-  
রোপের চং (Lithom) না থাকিলে পড়িতে  
ইচ্ছা করে না। আর, ইউরোপ সভা-  
তার আকর, জ্ঞান বুদ্ধির রত্নভূমি। ইউ-  
রোপ উন্নতি-অগ্রগতির নিয়ন্তা। ইউরোপ  
ছাড়িয়া দরিদ্র, পদানত, অর্জনভা ভারত-  
বর্ষের কথা শুনিবে কে?

ইউরোপে সর্ব প্রথম গ্রীসদেশে স-  
ভ্যতার আলোক প্রভাসিত হয়। বহুদিন  
ধরিয়া জগতের আদি অন্ধ প্রভৃতি তবু  
গ্রীসে পর্য্যালোচিত হয়। পথে মজ্জ-  
তিসের সময় হইতেই গ্রীসের অবনতির ও  
সুত্রপাত আরম্ভ হয়। গ্রীস ক্রমশঃই হত-  
বল হইয়া এক শত্রুর পর অন্য শত্রুবারা  
পদদলিত হইতে থাকে। গ্রীসের বল-  
হানির সঙ্গে সঙ্গেই মানসিক ও নৈতিক  
অবনতি দেখিতে পাওয়া বাইতে লাগিল।  
ক্রমে আলেক্সান্ডারের আবির্ভাবের

প্রায় বিংশতি বর্ষের পূর্বে গ্রীসের অবস্থা  
অতীব শোচনীয় হইয়া উঠে। ধর্ম বিশ্বাস  
গুণাগুলোচনার সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যের মন  
হইতে দূরীভূত হইতেছিল; নৈতিক শাসন  
প্রায় কিছুই ছিল না। এই সময়েই আ-  
বার এপিিকুরিয়ানেরা (Epicureans)  
শিক্ষা দিল ‘Eat, drink & be merry’  
‘হেঁসে খেলে কাল কাটাও, মন, মনের  
সুখে। বহুদিন হইতেই গ্রীসবাসীরা ভো-  
গবিলাসী হইতেছিল। এপিিকুরিয়ানদের  
নীতি-উপদেশে ভোগ-বিলাসের শিক্ষা  
আরও এদীপ্ত হইয়া উঠিল। গ্রীসবা-  
সীরা বিমুক্তরজ্জু বলীবর্দের ন্যায় পাপের  
পথে অপ্রতিহত বেগে চলিতে লাগিল।

এই সময়ে জিনো (Zeno)  
নামে এক মহাত্মা গ্রীসে আবির্ভূত হ-  
য়েন। তিনি গ্রীসকে পুনরায় নীতির  
পথে ও ধর্মের পথে আনিতে চেষ্টা করিতে  
লাগিলেন। সংসারে থাকিয়া নীতি-  
শিক্ষা হয় না। সূত্রান্তে জিনো শিক্ষা  
দিলেন—‘সাংসারিক বিপদে অভিভূত  
হইও না; সাংসারিক সম্পদে অভিমান  
করিও না; এই যে সমস্ত সাংসারিক ক্র-  
ত্বার্থ দেখিতেছ এ সমস্ত বাজিকরের  
খেলা, সমস্ত নাট্যশালার অভিনয়। এ  
সমস্তে চিত্ত নিয়োজিত করিও না। নৈ-  
তিক উন্নতি মনুষ্য জীবনের প্রধান লক্ষ্য।  
বাহ্যতে সেই লক্ষ্য সূচাকল্পে সংসাধিত  
হয় সেই চেষ্টা কর; সংসারে থাকিতে  
চাও থাক কিন্তু সংসারী হইও না; কারণ

সংসারী হইলে রিপু-জয় করিতে পারিবে না।' খ্রীস্ট এ উপদেশ শুনি। ( কারণ উপদেশ-দাতার অভাব কোথায়? এই যে ভারতবর্ষ এত অবনত, ইহাতেই কি উপদেশ-দাতার অভাব আছে? প্রাপ্ত গ্রন্থের সং-ক্ষিপ্ত সমালোচক জানেন যে এ অভাব ভারতবর্ষে—বাজালায়—অতি অল্প ) কিন্তু খ্রীস্টের তখন উচ্ছেদ-দশা উপস্থিত। 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' গোবিন্দলালের ন্যায় খ্রীস্টবাসীরা ক্রমশঃই পাণ্ডের পথে প্রায়সর হইতেছিল। পাণ্ডী কবে ধর্মের কাহিনী শুনিয়াছে? স্মৃতরাং জিনোর মত খ্রীস্ট ছাড়িয়া রোমে ঘাইয়া আসিয়া লইল। তখন রোম উন্নতির অভিযুগে নব অনুরাগের সহিত ধাবমান। রোম শূনিবা মাত্রই, জিনোর মতকে আদরের সহিত স্বদেশে স্থান দিল। ক্রমে রোমীর প্রধান লোকেরা সকলেই জিনোর মত অবলম্বন করিল।

জিনোর মত রোমে কিছুকাল রাজত্ব করিল বটে, কিন্তু ইহা দ্বারা মনুষ্যের উন্নতি অতি অল্পমাত্রই সংসাদিত হইল। মনুষ্য তাহার মনুষ্য ছাড়িতে পারিল না। দেবতা হইবার আশয়ে কিছুকাল অসাধারণ পরিশ্রম ও মনঃকষ্ট-স্বীকার করিয়া মনুষ্য পূর্বের ন্যায় রিপু-র অধীন হইতে লাগিল। সন্ন্যাস ও ভাঁহার চির-বিস্তৃত পরিচারকেরা পুনরায় মনুষ্য-মনে স্বরাজ্য সংস্থাপন করিল। বামন কিছুকাল প্রাংশুলতা ফলের আশয়ে যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া পুনরায় যক্তি অবলম্বনে মা-

ধারণ ভূমিতে বিচরণ করিতে লাগিল।

মনুষ্য ভাল মানুষ হইতে পারিল না বটে, কিন্তু ভাল মানুষ হইবার আশা তাহার হৃদয় হইতে একেবারে অন্তর্হিত হইল না। মনুষ্য বুঝিল যে শুদ্ধ সংসার-ভাগে ভাল মানুষ হওয়া যায় না। ভাল মানুষ হইবার আশায় মনুষ্য আর একবার সংসার ভাগ করিল। কিন্তু এবার শুদ্ধ সংসার ভাগের উপর নির্ভর না করিয়া মনুষ্য জগদীশ্বরের সাহায্য অবলম্বন করিল। সংসার ভাগ করিব এবং সংসার ভাগ করিয়া মহান প্রেমপূর্ণ ঈশ্বরের পদ-বলুণ্ঠিত হইব, ভাল-মানুষ-লোভীরা এই প্রতিজ্ঞা করিয়া সংসার হইতে বিদায় লইল।

ইউরোপে দাঁহার পূর্বোক্তরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া সংসার হইতে বিদায় লন, খ্রীষ্টীয় ভিক্ষুক পাদ্রী (Pater) তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। সাংসারিক চিন্তা-সমূহের মধ্যে দুইটি প্রধান। প্রথম অন্নচিন্তা, দ্বিতীয় পরিবার-প্রতিপালন। খ্রীষ্টীয় পাদ্রী, পয়শামনের দোহাই দিয়া, সমাজ হইতে অন্নের যোগাড় করিয়া লইলেন। দ্বিতীয় চিন্তাও খ্রীষ্টীয় পাদ্রীর ছিল না। কারণ খ্রীষ্টীয় পাদ্রী দারস্থ নয়। কিন্তু স্পৃহা একবারে ভাগ করিবার জন্য খ্রীষ্টীয় পাদ্রী আর এক উপায় অবলম্বন করিল। সে শিক্ষা দিল যে একজনের পাপ অন্যে হরণ করিতে পারে। কিন্তু এইরূপ পাপ হরণের কমতা সকলের নাই। দাঁহার সংসারভাগী ও ভালোভী, শুদ্ধ তাঁহারাই

এই কথটা লইতে পারিতেন। সুতরাং সংসারভাগী খ্রীষ্টীয় পাদ্রীর দুই মহৎ উদ্দেশ্য ছিল।

১ম। ভাল মানুষ হইয়া নিজের মুক্তি সাধন। অলৌভী হইবার জন্য যে যে উপায় অবলম্বন করা আমাদের উচিত, খ্রীষ্টীয় পাদ্রীর সে সমস্ত ছিল। তিনি অন্যের অগ্নে প্রতিপালিত। তিনি গৃহ-শত্রু, জাতিশূন্য ও সমাজশূন্য। সংসার-ভাগে বিভক্ততা উৎপাদন করিবার জন্য খ্রীষ্টীয় পাদ্রী অন্য অন্য অনেক উপায় অবলম্বন করিয়াছিল।

কিন্তু এ সকল করিয়াও খ্রীষ্টীয় পাদ্রী ভাল মানুষ হইতে পারিয়াছিল কি? উদ্দেশ্য মহৎ, উপায় অমোঘ, কিন্তু কার্য উদ্দেশ্য ও উপায়ের অনুযায়ী হইরাছিল কি? বাহারা Froude's History of England পড়িয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে অনেক-স্থলেই খ্রীষ্টীয়পাদ্রীর নৈতিক উন্নতি অতি যৎসামান্য হইয়াছিল। বাহারা Confessions of Maria Monk পড়িয়াছেন, তাঁহারা জানেন মঠধারী খ্রীষ্টীয় পাদ্রীরা তাড়কেষরের মোহন্ত ও তাঁহার অনুচরবর্গ হইতে পাশ্চাত্যের অধিক বড় ছিলেন না।

যদি সংসার ভাগ করিয়া কাছারও ভাল-মানুষ হইবার সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে তাঁহা এ পাদ্রীদের ছিল। বাহির হইতে দেখিতে খ্রীষ্টীয় পাদ্রীর জীবন অ-তীব 'রমনীয়'। মাসে মাসে, দিনে দিনে, ক্রমে ক্রমে, খ্রীষ্টীয় পাদ্রীরা নব নব ধর্ম্মা-

লোচনা আবিষ্কার করিত। জন্ম, মৃত্যু, সমাধি প্রভৃতি নিত্য কার্য সমূহে নব নব ধর্ম্মপ্রণালী প্রদর্শিত হইত। এতদ্বিধ, রো-মীয় শুদ্ধতা, আন্তের সহায়তা, দরিদ্রের অর্থাহুত্ব, মুমূর্ষুর সান্ত্বনা, পীড়িতের সেবা প্রভৃতি কার্য কাথলিক পাদ্রীর নি-তান্ত ছিল। কিন্তু এ সকল উদ্দেশ্য, এবং এ সকল উপায় এত মহৎ ও এত প্রবল হইলেও পাদ্রীরা নৈতিক উন্নতির পথে অতি অল্পদূর মাত্রই অগ্রসর হইরাছিল। Burns (বার্নস) এক প্রকার আল্লাদের সহিত বলিয়াছেন 'A man is a man for all that' আমরা আক্ষেপের সহিত বলি—'A man is a man for all that'\*

পূর্বে এক প্রকার দেখান তইল যে সংসার ছাড়িলেও ভাল-মানুষ হওয়া যায় না। তবে কি স্থির করিতে হইবে যে মনুষ্য কোন অবস্থাতেই ভাল-মানুষ হইতে পারে না। এই মহামূল্য তত্ত্ব দেখাইবার জন্যই কি হাবড়াটা লিখিয়া নিজের ও পাঠকের শিরঃপীড়া উৎপাদন করিতে ছিলাম? যদি শুদ্ধ এই মাত্রই আমার উদ্দেশ্য হয়, যদি বীভৎস মানব-চরিত্রে আর একটি কলঙ্ক দেখান আমার অভি-প্রেত হয়, তাহা হইলে এ প্রস্তাব না লি-খিলেই ভাল হইত। 'আমরা কখন ভাল মানুষ হইতে পারি না,' ইহা সত্য হ-ইলে হইতে পারে। কিন্তু ইহা কাছাকেও

\* সমস্ত (সম্পদ, বুদ্ধি, মৌলিক) স-  
বেও 'মনুষ্য মনুষ্য-মাত্র



যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া শিখাইবার প্রয়োজন নাই। তবে আমার উদ্দেশ্য এই মনুষ্য যদি ভাল-মানুষ্য রূপ আকাশকুসুমের অনুসন্ধান না করিয়া যত্ন ও পরিচর্যা সহকারে মানসিক প্রকৃতি, ও তদনুযায়ী চরিত্র গঠনের আলোচনায় চিত্ত

নিয়োজিত করে, যদি সকলেই এক প্রকারের ভাল-মানুষ্য হইবার চেষ্টা না করিয়া নিজের প্রকৃতি অনুসারে ভাল-মানুষ্য অর্জন করিতে ইচ্ছা করে, তাহাই হইলেও অনেক মনস্তাপ, অনেক মর্ষভেদী যাতনা, অনেক সাম্প্রদায়িক অকুশল পৃথিবী হইতে দূরীভূত হয়।

## প্রাণিজগতের ইতিহাস ।

প্রাণিরাজ্য প্রকৃতি জগতের এক অত্যন্ত উপন্যাস, এবং বিজ্ঞানভাণ্ডারের এক অতুল সম্পত্তি। প্রকৃতিই আদি নাই, অন্ত নাই, এবং চিন্তার অতি প্রশস্ত ক্ষেত্রও ইহার যথেষ্ট স্থান নাই। এই যে অনন্ত সমুদ্র, অনন্তের তুলনার জন্য কবি-কল্পনার এক মাত্র উপমান, ইহাও প্রকৃতি-জগতের একটি যৎসামান্য অংশ মাত্র; কে তবে ইহার ইয়ত্তা করিবে, অথচ এই বিশাল দৃশ্য সমুখে রাখিয়া কেই বা অন্ধের ন্যায় চক্ষু মুদিয়া রাখিবে? মনুষ্যের গবেষণার জন্য ইহা হইতে প্রশস্ততর ক্ষেত্র আর নাই—মনুষ্যের জ্ঞানের জন্য ইহা হইতে অধিকতর উপাদানের সামগ্রীও কত্বেপি মস্তিষ্কে নাই। যাহারা নিভৃতকক্ষের অপবিত্র বায়ু-সেবনে জ্বলন্ত কাতর হইয়া নৈসর্গিক বায়ু সেবন করিতে অভিলাষী হইয়েন, বাহারা নিরবচ্ছিন্ন শান্তিনিক্ষেপে ভ্রমণ করিতে করিতে সুখক্লিষ্ট হইয়া স্বভাবের বৈচিত্র্য দেখিতে চাহেন, এবং যাহারা কবিকল্পনার

তরল আমোদে পরিচৃষ্টি উপভোগ না করিয়া প্রকৃতির রম্য উপবনে ভ্রমণ করিতে সূহানুভব করেন, উদ্ভিদ প্রকৃতি-তত্ত্বের পর্যালোচনা অপেক্ষা তাহাদের সুখের ও আশার মহত্তর কোন সামগ্রী থাকিতে পারেনা। এ তত্ত্ব সহজ নহে ও সম্যক জানা নহে এবং মনুষ্যের ক্ষণকালি জীবনও ইহার গবেষণার জন্য পর্যাপ্ত নহে। সুতরাং বৈজ্ঞানিকগণ প্রকৃতির বিভাগানুসারে আপনাদের কার্যেরও বিভাগ করিয়া নিয়াছেন। প্রকৃতি দুই ভাগে বিভক্ত, চেতন ও অচেতন। এই চেতন আবার প্রাণী ও উদ্ভিদ এই শ্রেণীদ্বয়ে অংশীভূত। পৃথিবীতে প্রাণীর সৃষ্টি ও স্থিতির স্থানানুসারে নামই প্রাপ্ত। যাহারা জড় জগতের নির্জীবতার কোনরূপ আমোদ অনুভব করেন না, উদ্ভিদগণ ও উৎপাদমান প্রাণিরূপের প্রকৃতি অবগত হইতে তাহাদেরও কৌতূহল জন্মে। এই বিভিন্ন জগত অসংখ্য প্রাণিগণের আবাস-স্থল। এমন গুচ্য পরিমিত ভূমি স্পর্শ করিতে

পাইবে না, এমন জলবিন্দু দৃষ্টিগোচর হইবে না, যাহাতে বৃহৎ কি ক্ষুদ্র কোনরূপ প্রাণী বিদ্যমান নাই। আবার ইহার প্রত্যেকটি প্রাণী এক একটি স্বতন্ত্র প্রাণী-জগৎ,—প্রত্যেক প্রাণীর শরীরে শত শত প্রাণী, আবার তাহার শরীরে অসংখ্য প্রাণী, এবং এই অভ্যন্তরের অভ্যন্তরস্থিত প্রাণীর শরীরে আবার প্রাণী। অনুবীক্ষণ দ্বারা তোমার লোমকূপ পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাইবে, শত শত প্রাণী উহাতে বিচরণ করিতেছে। অগ্নি যে সর্ব-জ্ঞ, এবং প্রাণিসংহারের সাক্ষ্য অবতার, তথাচ ইহা প্রাণিশূন্য নহে। পণ্ডিতগণ পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছেন, জল ও স্থলের জন্য যেরূপ বিশেষ বিশেষ জাতির প্রাণী রহিয়াছে, অগ্নির জন্যও সেইরূপ এক বিশেষ জাতীয় প্রাণী আছে। কোন স্থানে অধিকক্ষণ অগ্নি জ্বালিয়া রাখিলেই এই প্রাণীর সৃষ্টি হয়, এবং ইতস্ততঃ ইহাদিগকে বিচরণ করিতে দেখা যায়। স্তূলাদপি স্তূলাদপি আরম্ভ করিয়া ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র এই অসংখ্য জীবমণ্ডলের শ্রেণী-বিভাগপূর্বক ইহাদিগকে বৈজ্ঞানিকমূর্ত্তে প্রতিষ্ঠা করাই প্রাণতিত্ত্বের পণ্ডিতগণের একমাত্র উদ্দেশ্য।

এইক্ষণে পাঠকবর্গের সমীপে যাহা উপহার প্রেরণ করিতেছি, তৎসম্পর্কে কএকটি কথা বলিয়া আমরা এই অনুক্রম-বিকাশ উপসংহার করিব। বাঙ্গালা ভা-

ষাণ বিজ্ঞান লিখিতে যাওয়া আমাদের অসাধ্য ব্যাপার। আন্তরিকদর্শী এবং অধ্যাত্ম-খবিলাসী আধ্যাত্মবিগণ অন্তর্জগতের অভ্যন্তর নিহিত নিগূঢ়তত্ত্ব ছাড়িয়া বহির্জগতের রজতুমিতে কখনও প্রবেশ করেন না। সুতরাং ভারিতে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের আলো লন ছিল না। এবং ভারতে ছিলনা বলিয়াই বাঙ্গালায়ও এ পর্যন্ত ইহার অভ্যয় হয় নাই। অন্যান্য বিজ্ঞান সম্পর্কে যে কথা, প্রাণিতত্ত্ব সম্বন্ধে সেই কথা। যদিও এই বিষয়ে দুই এক খানি সামান্য আকারের গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা সকল ইংরাজি হইতে অনুবাদিত এবং আশ্মাদিগের বিবেচনায় পাঠশালার বালকদিগের জন্য লিখিত। বিজ্ঞান সম্বন্ধে কোন গ্রন্থ লিখিতে হইলে, বিশেষ কোন পুস্তক অধ্যয়ন না করিয়া বিজ্ঞানের মূল প্রবেশ অধ্যয়ন করিতে হয়। আমি যথাসাধ্য এই পন্থা অবলম্বন করিতে চেষ্টা পাইয়াছি। কিন্তু প্রাণিতত্ত্ব যেরূপ অনন্ত সমুদ্র, তাহাতে ইহা সম্ভরণ করিতে যাইরা কতদূর রতকার্য্য হই বলিতে পারি না। সম্প্রতি বৈজ্ঞানিকমূর্ত্ত অবলম্বন না করিয়া কেবল কতকগুলি প্রাণীর ইতিবৃত্ত সংকলন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আশা সফল হইলে, ইহাদের শরীরতত্ত্ব প্রভৃতি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি নিবেশিত করিয়া, বিজ্ঞানের শৃঙ্খলার সহিত ইহাদিগকে স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল





## হস্তী।

ভূমণ্ডলে হস্তীই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ জন্তু, এবং বহুকাল হইতে মানবজাতে বিশিষ্ট-রূপে পরিচিত। যদি শতমহত্ত্ব বৎসরের পুরাতন হিন্দুশাস্ত্র পাঠ কর, তবে সেখানেনও প্রমাণ পাইবে যে এই জন্তু দীর্ঘকাল হইতেই মানুষের ব্যবহারে আনীত হইয়াছে। দ্বাপরযুগে কুরুপাণ্ডববিগ্রহের যুদ্ধাদির সময়ও হস্তীর ব্যবহারের সবিশেষ প্রমাণ পরিলক্ষিত হইবে। ত্রেতাযুগের রামায়ণাদি গ্রন্থেও অনেক স্থানে হস্তীর বিষয় উল্লিখিত রহিয়াছে। এবং এতদপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ ঋগ্বেদাদিতেও হস্তী সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিত আছে। অতএব আমরা এই সমস্ত কারণে, এই প্রাচীন এবং প্রকাণ্ড জন্তুর ইতিহাস সর্বপ্রথমে লিখিতে আরম্ভ করিলাম।

ইহাদের বনাস্থভাব, গৃহাগত হইলে স্থভাবের বৈপরীত্য এবং আধুনিক যে যে প্রণালীতে উহাদিগকে আবদ্ধ করা যায়, তাহার সমস্ত বিবরণ নিম্নে বিবৃত হইল।

হস্তী-শরীরের উচ্চতা সাধারণতঃ ৭ ফিট হইতে ১২ ফিট পর্যন্ত, কিন্তু ৯।১০ ফিটের অধিক উচ্চ হস্তী-শরীরের দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাদিগের চারি পাই

পা হইতে পাছের পাগুলি কিছু থর্ব। সমুদ্রের পায়ে পাঁচ পাঁচটি করিয়া দশটি নখ এবং পাছের দুই পায়ে ৪টি করিয়া ৮টি নখ। কিন্তু সমুদ্র নখগুলি সমান অবয়ববিশিষ্ট নহে। মধোর গুলি কিছু বড় এবং অন্যান্যগুলি ক্রমশঃ ছোট হইয়া গিয়াছে।

ইংরাজী বহুবিদ প্রাণিরূপান্ত্রে দেখা যায় হস্তীর চারিটি পায়ের প্রত্যেক পায়ে পাঁচটি করিয়া জঙ্গুলি থাকে। বাঙ্গলাভাষায় যে কএকখানি সামান্য আকারের প্রাণি-রূপান্ত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতেও ঐরূপ লিখিত। কিন্তু আমরা বহু হস্তী পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, কোন হস্তীরই ১৮টি নখের অধিক পাইলাম না। সুতরাং অন্যের কথার উপর নির্ভর না করিয়া স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছি, তাহাই বখাষধি বিবৃত করিলাম। আমি শুনিয়াছি, কদাচিত কোন হস্তীর বিশটি নখ দেখা যায়।

হস্তীর শরীরের বর্ণ গাঢ় ধূসর; যতই ইহাদিগের বয়োরুদ্ধি হইতে থাকে, ততই কপালের এবং কর্ণের অপর পৃষ্ঠের চর্মগুলি ক্রমশঃ বিন্দু করিয়া তত্ত্ব বর্ণ হইয়া যায়। কোন কোন হস্তীর এই সমস্ত

হাস্য এত অধিক খবলবর্ণ হয় যে, যখন উহার উপর কোনরূপ ময়লা পড়িয়া না থাকে, তখন সেই চর্ম হস্তীর এক শরীরের চর্ম বলিয়াই অনুমিত হয় না। দূর হইতে এইরূপ হস্তীগুলিকে বড় সুন্দর দেখায়।

হস্তীর লাদুল প্রায় ত্রিফিট দীর্ঘ ও নিম্ন-গামী; উহার অগ্রভাগে একগোছা মোটা চুল সন্নিবিষ্ট আছে, কিন্তু তাহা লাদুলের চতুর্দিক জড়ায় না, দুই পাশে। এই কারণেই স্থলদৃষ্টিতে লাদুলের অগ্রভাগটি চেপ্টা বলিয়া বোধ হয়। শরীরের অন্যান্য স্থানও মোটা মোটা লোম দ্বারা আবৃত। কিন্তু সেইগুলি এত দূর-সন্নিবিষ্ট যে, নিকট হইতে না দেখিলে ভাল করিয়া দেখা যায় না। ইহাদের শরীরের বর্ণের মধ্যে চুলের বর্ণ একেবারে শিলা গিয়াছে, স্ফুটন বোধ করি চুলগুলি লক্ষিত না হইবার ইহাও একটি কারণ। মাথার উপরে যে সমস্ত চুল আছে, তাহা অপেক্ষাকৃত ঘন ও দীর্ঘ এবং স্থল-দৃষ্টিতেই দৃশ্যমান।

হস্তীর মস্তকের গঠন অতি আশ্চর্য। ইহা দুই ভাগে বিভক্ত। দুইটি কৃত্র একত্র করিয়া উল্টায়া রাখিলে উহাদের উপরিভাগ যেরূপ দেখা যায়, হস্তীর মাথার উপরও ঠিক সেইরূপ। এইজন্য প্রাচীন কালিরা উহাদিগকে করিকুস্ত বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে দুইটি সুরোল বস্তুর উপরে কাপড় দিয়া কলিয়া ধরিলে, উহার উপরিভাগ যেরূপ দেখায়, হস্তীর মাথার উপরিভাগও ঠিক সেইরূপ।

কপালের মধ্যস্থানে গোল একটি উচ্চ স্থান আছে, উহাকে ইদানীন্তন হস্তীরক্ষকেরা 'পিতোরান' কহে। (বাদলার ইহার আর কোন প্রতিশব্দ নাই, এই শব্দটিই বেশ প্রচলিত)। এই স্থান হইতে শুণুনামক হস্তীশরীরের একটি আশ্চর্য্য প্রত্যঙ্গ বাহির হইয়াছে। হঠাৎ দেখিলে বোধ হয় যেন উহা হস্তীর অস্বাভাবিক অতিরিক্ত একটি প্রত্যঙ্গ, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। স্বক্ষরূপে পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে, ঐ শুণু মুখের উপরস্থ ঠোঁট এবং নাসিকার অত্যশ্চর্য্য অপরিমিত বর্দ্ধিতাংশ। হস্তীর ক্ষুদ্রদেশ অত্যন্ত স্বর্ষ; স্তন্যদ্বয় সম্মুখ ব্যতিরেকে অন্য কোন দিকে একেবারে সর্ষশরীর না ফিরাইয়া কিছুই অবলোকন করিতে পারে না। এবং এই কারণে অন্যান্য পশুর ন্যায় ঘাড় নোয়াইয়া মৃত্তিকা হইতে আহায্য বস্তু তুলিয়া লইতেও ইহার অক্ষম। কিন্তু এই সমস্ত অপ্রবিশদ উহার একমাত্র শুণুই নিবারণ করিতেছে। হস্তী যখন লগ্নভাবে শুণু ছাড়িয়া দেয়, তখন শুণুর অগ্রভাগ মৃত্তিকা স্পর্শ করিয়াও অর্ধ হস্ত পরিমাণ ভূমিতে গড়াইয়া রহে, কিন্তু আবার বক্র করিয়া সংকোচন করিলে মৃত্তিকা হইতে প্রায় দুই হস্ত উচ্চ থাকে।

শুণু ইহাদের পক্ষে যে কত উপকারী তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। হস্তীরা শুণু না থাকিলে কোন প্রকারে

যে জীবনধারণ করিতে পারিত এমন সম্ভাবনা ছিল না। হস্তী ইচ্ছামত শুণ্ডকে এদিক সেদিক ঘুরাইতে পারে। এবং ইহা দ্বারা বৃক্ষাদির শাখা ভাঙিতে, মৃত্তিকা হইতে ঘাস তুলিয়া খাইতে এবং প্রয়োজন হইলে শত্রু বিভাঙিত করিতে অক্লেশে সমর্থ হয়। শুণ্ডের অগ্রভাগে বাহিরের দিকের মধ্যভাগে, অঙ্গুলির ন্যায় প্রয়োজনসাধক একটি পৃথকপ্রভাগবিশিষ্ট বাক্তিত চর্ম্ম আছে। উহা দ্বারা অতি সূক্ষ্ম বস্তুর, এমন কি সিকি আধুলি প্রভৃতি ও অতি সহজে উঠাইয়া লইতে পারে। শুণ্ড যখন নাসিকা ও উপরিস্থ ওষ্ঠের বর্দ্ধিতাংশ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি, তখন নাসারন্ধ্র ও যে উহার মধ্য দিয়া মস্তিষ্ক স্পর্শ করিয়াছে, তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না। জলপান করিবার সময়েও ইহার শুণ্ডদ্বারা জলপান করিয়া থাকে। জলের মধ্যে শুণ্ডের অগ্রভাগ প্রবেশ করাইয়া দিয়া জল আকর্ষণ পূর্বক শুণ্ডকে বাঁকাইয়া নিম্না মুখের মধ্যে জল ছাড়িয়া দেয়, এবং যে পর্য্যন্ত পিপাসার নিরুত্তি না হয়, সেই পর্য্যন্ত এইরূপে জল আকর্ষণ করিয়া নিম্না মুখের মধ্যে ছাড়িয়া দিতে থাকে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শস্যবীজ (ধান চিনা প্রভৃতি) খাইতে হইলেও এরূপ শুণ্ডদ্বারা আকর্ষণ করিয়া মুখের ভিতরে ছাড়িয়া দেয়। শরীরের কোন স্থান চুলকাইলেও শুণ্ড দ্বারা এক্ষণে কান্দিয়া শরীর চুলকাইয়া লয়। বলিতে কি মানুষেরা শরীর সম্পর্কে যে যে

কার্য্য হস্তদ্বারা সম্পাদন করে, হস্তী শুণ্ড দ্বারা সেই সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে। প্রাচীন কালের শব্দভাণ্ডার পাণ্ডিত মহাশয়েরা বোধ হয় করিশুণ্ডের এইরূপ ব্যবহার দেখিয়াই উহার নাম 'কর' রাখিয়াছিলেন; ইদানীং শু মাত্তরের শুণ্ডকে হস্তীর হাত বলিয়া থাকে। হস্তীর শরীরের আকার যেরূপ প্রকাশ, চক্ষুর অবস্থাব তেমনি আবার ক্ষুদ্র। ইহার সর্কদাই চক্ষুর জন্য ব্যতিব্যস্ত। কোনপ্রকারে চক্ষুর মধ্যে ক্ষুদ্র কাটাদি প্রবেশ করিতে না পারে এজন্য ইহার সর্কদা কর্ণকে ঘিরে লোড়ন করিয়া চক্ষু রক্ষা করিয়া থাকে।

হস্তীর কর্ণদ্বয় অত্যন্ত বৃহৎ, আকারে প্রায় আমাদের দেশীয় শূর্পের ন্যায়। ইহার ইচ্ছামত ইহাকে সম্মুখে ও পশ্চাদ্ধিকৈ সঞ্চালন করিতে পারে।

হস্তীর নিম্নের ঠোঁট অত্যন্ত ক্ষুদ্র। ইহা শুণ্ডের শতাংশের একাংশও কার্য্যোপযোগী নহে। উহার আকৃতি ইংরাজী, V অক্ষরের ন্যায়। অর্থাৎ মাটির অর্দ্ধহস্ত পরিমিত প্রশস্ত স্থান হইতে দীর্ঘেও অর্দ্ধহস্ত পর্য্যন্ত ক্রমশঃ সঙ্কট ইয়া নামিয়াছে। আহাৰ্য্য বস্তু মৃত্তিকায় পড়িতে না দেওয়াই নিম্নঠোঁটের প্রধান কার্য্য। হস্তীর জিহ্বা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও স্থূল। মুখহইতে উহা বাহির হইতে পারে না এবং অন্যান্য পশুর ন্যায় কোন বস্তু লেহন করিতে সক্ষম হয় না। হস্তীর সম্মুখের কোন পাড়িই দৃঢ় নাই, কেবল মাত্র মাড়িকে

দুই দিকের উপরে ও নীচে ছয়টা করিয়া পোষক দন্ত আছে। এই দন্ত ব্যতীতও পুং হস্তী গুলির শুণ্ডের দুইপাশ্বে দিয়া অতি প্রকাণ্ড দুইটি দন্তের ন্যায় দুইটি গোল অস্থি নির্গত হয়। কোন কোন হস্তীর একে অস্থিগুলি ৭।৮ ফিট পর্য্যন্ত দীর্ঘ ও দেড় ফিট পর্য্যন্ত পরিমিতি বিশিষ্ট দেখা গিয়াছে। এই দুইটি হাড়কেই আমরা গজদন্ত বলিয়া থাকি, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই দুইটির সঙ্গে হস্তীর যথার্থ দন্তের কোন সম্পর্কই নাই। ইহা দন্ত হইলে অবশ্য মাটি হইতে নির্গত হইত, কিন্তু ইহার নির্গমন স্থল মাটি নহে। হস্তীর কপালের হাড় হইতে ঢকুর নিম্নে এই অস্থি উৎপন্ন হয়; এবং শুণ্ডের ভিতর দিয়া একটি ছিদ্র দ্বারা উহা বাহির হইয়া পড়ে। যদি কেহ ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখিতে চাহেন, তবে একটি হাতীকে মুখ বাদন করিয়া দেখিলেই সকল সন্দেহ দূর হইবে। এই বার আমরা হস্তীর করোটির আকৃতি প্রকাশ করিতে পারিলাম না, সম্ভ্রান্তরে পাঠকসমীপে উপস্থিত হইলে, তখন হস্তীর দন্ত সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করিতে চেষ্টা পাইব। বাহা হউক এক্ষণ আমরা উহাকে গজদন্ত বলিয়াই উল্লেখ করিব। এই গজদন্তের বহির্ভাগ নিম্নেই এবং যে খানি চর্ম ও মাংসাবৃত সেই খানিই শূন্যগর্ত।

হস্তিনী গুলিরও মধ্যে মধ্যে এইরূপ দন্ত নির্গত হইয়া থাকে, কিন্তু উহা হস্তীর

দন্তের এক দশমাংশও স্থূল ও দীর্ঘ নহে। এবং সর্বদাই নিম্নমুখী।

হস্তিনী আঠার মাস গর্ভধারণ করিয়া এক কালে একটি মাত্র সন্তান প্রসব করে। হস্তিনীর বক্ষস্থলে দুইটি স্তন আছে, যে পর্য্যন্ত উহারা গর্ভবতী না হয়, সেই পর্য্যন্ত উহাদের স্তনদ্বয় ভালরূপে দেখা যায় না। প্রসবকাল বতই নিকটবর্তী হয় স্তন-যুগল ততই ক্ষীণ হইতে থাকে। হাতীর দুগ্ধ অতিশয় পাতল; কলেবরের সহিত তুলনায় স্তন যুগলও অত্যন্ত ক্ষুদ্র।

আমাদের আর্ধ্য ভাষায় হস্তিশাবকে কব্জ কহে। করভের শরীরের বর্ণ—ধূসরের উপরে একটুকু রক্তিমাত; মুখের মধ্যে এবং শুণ্ডের অগ্রভাগে জন্মকালের কিছুদিন পর পর্য্যন্ত মেটে সিন্দূরের ন্যায় লাল থাকে। প্রসবের অব্যবহিত পরেই করভেরা উঠিয়া দাঁড়াইতে পারে, এবং মুখ দিয়া মাতৃদুগ্ধ চুষিয়া খায়। পূর্ণায়তন হস্তী যেমন শুণ্ডদ্বারা পানীয় আকর্ষণ করিয়া লয়, করভেরা সেইরূপ করে না; তাহারা তাহাদের মাতৃদুগ্ধ পান করিবার সময় শুণ্ডটি উল্টে উঠাইয়া অন্যান্য পশুর মত মাতৃস্তন মুখে লয়, এবং চুষিয়া চুষিয়া দুগ্ধ পান করে। করভগুলি সর্বদা উহাদের মাতার নিকটে নিকটে থাকে, মুহূর্তের জন্যও অন্যত্র গমন করে না। বৃদ্ধ গুলি জলে নামিবার সময়ও উহারা সঙ্গে সঙ্গে নামিয়া সম্ভরণ করে, এবং পরিপ্লাবিত হইলে মাতৃপুতে ভর করিয়া বিজাম করে।



হস্তিজাতি অপরিমিত বলশালী। বহুতর লোক একত্র হইয়া যে বস্তু একটুকুও নাড়িতে না পারে, হস্তী অবলীলাক্রমে সেই বস্তু লইয়া যায়। প্রকৃত পক্ষে এই জগতে হস্তীর ন্যায় বলশালী অন্য কোন জন্তু নাই বলিলেও অতুক্তি হয় না। কিন্তু ইহারা অত্যন্ত বলশালী হইলেও স্বভাবতঃ ভীক এবং মৃদু। এমন কি, কোন ক্ষুদ্র প্রাণীর শব্দ শুনিলেই অমন ভয়ে জড়সড় হইয়া পলায়ন করে, এবং পলাইবার সময়ে সম্মুখে প্রকাণ্ড ব্লকাদি থাকিলেও ভাজিয়া পথ করিয়া যায়।

হস্তী সর্বদা দলবদ্ধ থাকিতে ভালবাসে। হস্তীর দলের মধ্যে কখন কখন একশত হস্তীর অধিকও দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহাতে একটির অধিক দুইটি পুংহস্তী সচরাচর দেখা যায়না। পুংহস্তীগুলিকে সাধারণ ভাষায় ‘গুণ্ডা’ বলিয়া থাকে। যদি অকস্মাৎ সেই দলে অন্য একটি গুণ্ডা আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন উভয়ের মধ্যে ভয়ানক যুদ্ধাশ্রম হইয়া থাকে, এবং সেই যুদ্ধে যে জয়লাভ করে, সেই ঐ দলের দলপতি হইয়া পড়ে, এবং অপরটি পলাইয়া যায়। দলের মধ্যে আরও অল্পবয়স্ক পুংহস্তী থাকে নাট, কিন্তু সেইগুলির সঙ্গে বড়টির প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় না। এইরূপ অল্পবয়স্ক পুংহস্তীগুলিকে, ইদানীং সাহিত্যে পাঠাঁঠা কহে। গুণ্ডাগুলির প্রকাণ্ড দুইটি দন্ত আছে। বলিয়াই হস্তীর ওষাধি বৃহৎ দল হইতে, প্রথম দৃষ্টিতেই

উহাদিগকে হস্তিনী হইতে পৃথক করিয়া লওয়া যাইতে পারে। ঐহাদিগের এইরূপ দন্ত না থাকিত, তবে যুলদৃষ্টিতে গুণ্ডাগুলিকে পৃথক করিয়া লওয়া যাইতনা। পুংহস্তীর মধ্যে কোন কোনগুলির প্রকাণ্ড বৃহৎ দন্ত নির্গত হয় না, এই প্রকার পুংহস্তীগুলিকে ‘মথনা’ কহে। যে কারণে কোন কোন পুংহস্তীর দাড়ি গোপা হয় না, সেই কারণে কোন কোন পুংহস্তীরও দন্ত বাহিরে আইসে না। এই প্রকার পুংহস্তীগুলিও পুংহস্তীদলের মধ্যেই যাতায়াত করে।

কোনরূপ ভয়ের কাবণ হইলে অল্পবয়স্ক এবং দুর্বল হস্তীগুলিকে মধ্যে বাধিয়া সবলগুলি চতুর্দিক বেষ্টিত করিয়া থাকে। স্থানান্তরে যাইবার সময়ও সবল গুলি অগ্রপশ্চাৎ থাকিয়া দুর্বলগুলিকে মধ্যে রাখে। হস্তীর গতি অতি মনোহর এবং মৃদু। যখন স্বাধীনভাবে নিশ্চিন্তমনে গমন করিতে থাকে, তখন প্রকৃতই বড় সন্দর দেখায়। প্রাচীন কবিরা হস্তীর মধুর গমনের সঙ্গে রূপসী কনক দিগ্বিগ্নের পাদচলনার তুলনা করিয়াও ব্যাখ্যাত হইয়াছেন। হস্তীর গমনের দুই ভিন্নটি বড় আশ্চর্য্য রীতি আছে। প্রথমতঃ, একদল একস্থান দিয়া চলিয়া গেলেও পায়ের বিশেষ কোন শব্দ হয় না। দ্বিতীয়তঃ, অগ্রবর্তী হস্তীটি যেখানে পদ নিষ্ক্ষেপ করিয়া চলিয়া যাইবে, পশ্চাৎবর্তীগুলি ঠিক সেই স্থানে পদ ফেলিয়া চলিবে। পরস্পর

বহুসংখ্যক হস্তী এক স্থান দিয়া চলিয়া গেলেন। পুঙ্ক্তানুপুঙ্ক্তরূপে না দেখিলে একটি হস্তী ভিন্ন দুইটি হস্তীর পদচিহ্ন বলিয়া অনুমান করা যায় না। তৃতীয়তঃ, ইছারা কোন জঙ্গলাহত স্থান দিয়া চলিয়া যাইবার সময় শুণ্ডের অগ্রভাগ দ্বারা পদ-নিষ্ক্ষেপোপযোগী স্থান স্পর্শ করিয়া নয়; বদি জানিতে পারে যে এই স্থানে পা ফেলিলে, পায়ে কোনরূপ আঘাত লাগিবে, কিংবা স্থান অত্যন্ত কর্দমাক্ত হইলে পা গাড়িয়া পড়িবে, তাহা হইলে আর কোন ক্রমেই সেই পথ দিয়া যাইবে না। হস্তী গুলি যখন স্বাভাবিক গতিতে চলিয়া যায় তখন তাহাদের সম্মুখের পা যেখানে পড়ে, পাছের পাও ঠিক সেই স্থানেই নিষ্কিপ্ত হয়।

হস্তীর ভীকতার কথা পূর্বে বলিয়াছি, এবং উছারা নামান্যভয়েই যে পলাইয়া যায়, তাহাও উল্লেখ করিয়াছি; আর একান্তই যদি পলাইবার কোন পথ না দেখে, তবে তাহারা সেই ভয়দর্শকের বিকক্ষে দণ্ডায়মান হয়। উছাদিগের আদাত করিবার প্রদানতম অস্ত্রই দস্ত, এবং দস্তীগুলিই প্রথমে আনিয়া আক্রমণ করে। যদিও পা এবং শুঁড়ের দ্বারা হস্তিনীগুলি আঘাত করে, কিন্তু তাহা গুণ্ডাস্ত্রের আঘাতের ন্যায় তত ভয়ানক নহে। দুইটি গুণ্ডার যখন যুদ্ধ উপস্থিত হয়, তখন দস্তই উছাদের প্রধান শস্ত্র। এতদ্ভাতিত অন্য কোন সময়ে উছাদিগকে দস্ত বারংবার করিতে দেখা যায় না।

হস্তী-জাতির শরীরভাঙ্গুরে স্বভাবতঃ অধিক যাতায়াত বস। আছে, এই জন্যই উছারা অধিক কণ রৌদ্রের উত্তাপ সহ্য করিতে পারে না। একটু উত্তপ্ত হইলেই জলে গিয়া সর্ষশরীর ডুবাইয়া রাখে। হস্তী-জাতি অত্যন্ত সম্ভরণ-শীল। ক্রমাগত ২।৩ প্রহর কাল তেমন শ্রোতবতী নদীতে ও সম্ভরণ করিতে পারে। সম্ভরণের সময় উছাদের প্রায় সমস্ত শরীরই জলে ডুবিয়া রহে। কেবল পৃষ্ঠের উচ্চভাগ ও মস্তকের একটু অংশ জলের উপরে থাকে। আবার কখন কখন তাহাও দৃষ্টি-গোচর হয় না। স্বাস প্রশ্বাস ছাড়িতে হইলে এক এক বার শুণ্ডটিকে জলের উপর উঠাইয়া নয়।

হস্তীর সর্ষাঙ্গে কখনও হেদ জল নির্গত হয় না, যদি কখনও অতিরিক্ত মাংস পরিভ্রম করে, ও জলে নাহিতে না পায়, তাহা হইলে উছাদিগের পায়ের ম-খের গোড়া হইতে এক প্রকার জল নির্গত হইতে থাকে। হস্তী-শরীরের ঘর্ষ বলিয়া উল্লেখ করিতে হইলে উছাকেই বলা উচিত।

উদ্ভিদই হস্তিদিগের একমাত্র আহাৰ্য্য। এবং ইছারা প্রত্যেকেই প্রতিদিন ৪।৫ মণ করিয়া আহাৰ্য্য করিতে পারে। যে কোন স্থানে যাইয়া আহাৰ্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয়, সেই স্থানেই উদরপূরণ অপেক্ষা পদমর্দনাদি হইতে অধিকতর আনন্দ উৎপন্ন হয়। ইছারা কিছুই না দেখিয়া থাকে না। আ-

হার্ষ বস্তু কোনরূপে দুর্গন্ধ বৃদ্ধ হইলে, তাহা অমনি ফেলিয়া দেয়। শুণ্ডের দ্বারা অ-  
হারের জন্য এক বোঝা ঘাস ধরিয়া  
নইলে তাহা পরিষ্কার করিবার উদ্দেশ্যে  
পান্নের মধ্যে এমন করিয়া ঝাড়িতে থাকে  
যে, উহার আর্দ্রক ঘাসও মুখে তুলিয়া  
দিতে পারে না, সকল গুলিই পড়িয়া  
যায়। কিন্তু তথাপিও অপরিষ্কার থার  
না। কদলী রক্ষ, ঘাস, বাঁশপাতা, এবং  
ধানই ইহাদিগের প্রাধান্য থান। নীত-  
কালে যখন ঘাস ইত্যাদি অন্যান্য দ্রব্য  
থাকিতে না পায়, তখন কেবল কদলীরক্ষ  
অহার করিয়া থাকে। কখন কখন বট  
অশ্বখ ও তুঙ্গর গাছের ডাল ও পাতার  
করিয়া থাকে, কিন্তু ইচ্ছাতে যে কি স্থখ  
তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। আমাদের  
পাচকবর্গের মধ্যে যদি ইহার কেহ কিছু  
জানেন, তবে জানাইলে বাসিত হইব।

হস্তীর শরীরভাষ্যের পানীয় জল স-  
ক্ষিত রাখিবার জন্য, পাকস্থলী ভিন্ন অন্য  
একটি স্বতন্ত্র যন্ত্র আছে। শুণ্ড দ্বারা জল  
আকর্ষণ করিয়া ঐ যন্ত্রটি পরিপূর্ণ করিয়া  
রাখে, এবং আবশ্যক মত তথা হইতে  
আবার শুণ্ড দ্বারাই জল বাহির করিয়া ল-  
ইতে পারে। যদি উহার রোজের উ-  
ত্তাপে উত্তপ্ত হইয়া জলে নামিতে না  
পায়, অথবা পালিত হস্তীকে কার্যানু-  
রোপে যথাসময়ে স্থান করিতে না দেওয়া  
হয়, তবে সেই যন্ত্র হইতে জল আনিয়া  
সর্ব শরীরে সিক্তন করিয়া দিতে থাকে।

হস্তীজাতির অভ্যাসের অপরোক্ষ  
উদ্দেশ্যের বংশপরম্পরা অব্যাহত ভাবে  
একত্র থাকিলে একে অন্যকে টেনিতে  
পারে।

হস্তীর বয়সকাল ১০০ শত বৎসর।  
কিন্তু এত দীর্ঘকাল বাচিয়া থাকিতে আ-  
মরা সচক্ষে দেখি নাই। শুনিতে পাই  
ইহা অপেক্ষাও নাকি আরও অধিক দিন  
ইহা বাচিয়া থাকে। পৃথিবীর দুইটি মাত্র  
মহাদেশ ইহাদের বাসস্থান, এমিয়া  
এবং আফ্রিকা। এতদ্বার প্রাপ্ত যে  
হস্তীর প্রতিমূর্তিটি দেওয়া হইয়াছে, তাহা  
আমাদের এমিয়ার হস্তী। তন্মধ্যে  
আফ্রিকার হস্তীর প্রতিমূর্তি সহ উহাদের  
বিবরণ যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহা  
বিবৃত করিতে যত্নমান থাকিব।

হস্তীর সাধারণ আভাব সহজে আমরা  
যে সমস্ত কথা অবগত হইতে পারিয়াছি,  
তাহা এক প্রকার পূর্বেই উল্লিখিত হই-  
য়াছে। এক্ষণে জীবশেষে মানুষের অপ-  
রিমীম বুদ্ধিকৌশলে ও অসাধারণ চাতুর্যে  
যে কি প্রকারে এই ভয়ঙ্কর বলশালী প্র-  
কাণ্ডরতন জন্তু ধৃত হইয়া সহস্র প্রকারের  
কার্যে ব্যবহৃত হইতেছে, তাহার বিস্তীর্ণ  
বিবরণ নিম্নে প্রকাশিত হইল। কি প্র-  
ণালীতে এই জন্তু অতি প্রথমে মানুষের  
করারত হইয়াছিল, তাহার ঐতিহাসিক  
প্রমাণ আজ পর্যন্তও জানিতে পারি নাই।  
আমরা অনুমান করিতে পারি, যখনই জা-  
নিত পারিব ওগুনই সাধারণ সমীপে প্র-

করা করিব। ইদানীং ইহাদিগকে যে প্রণালীতে আবদ্ধ করা হয়, তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে।

হস্তী পরিবার নিমিত্ত এক্ষণ তিনটি প্রণালী প্রচলিত আছে। ইহার একটির নাম পরতালী শিকার, অন্যটির নাম ফাঁসি এবং তৃতীয়টির নাম খেদা শিকার।

১ম। পরতালী শিকার—এই শিকারে কেবল গুণ্ডা হস্তী স্নত হইয়া থাকে। ইহাতে কেবল ৩ টি পালিতা কুনকীর আবশ্যক। কুনকী দেখিলে বনাগুণ্ডা হস্তী দৌড়িয়া পলায়ন করে না, বরং দাঁড়াইয়া থাকে। এই সময় মাস্তেরা দুইটি কুনকীকে গুণ্ডার দুই পার্শ্বে এমন ভাবে লাগাইয়া রাখে, যেন গুণ্ডা কোন মতেই মাস্তদিগকে দেখিতে না পায়; অর্থাৎ পার্শ্বস্থ কুনকী দুইটির মুখ, গুণ্ডার মুখের বিপরীতদিক করিয়া রাখে। গুণ্ডা যদি কিছু কিছু করিয়া অগ্রসর হয়, তবে পার্শ্বস্থ কুনকী দুইটির মুখ না ফিরাইয়া উহাদিগকে পিছেরদিকে হটাইয়া নিয়া যায়। কিন্তু কোন মতেই পার্শ্বের চাপা ছাড়িয়া দেয় না। এই সময়ে তৃতীয় পালিতা হস্তীদ্বিটি একেবারে গুণ্ডার পিছনে আনিয়া রাখে, এবং উহার উপরেই দাঁড়ায় (হস্তী বন্ধনকারী) দড়ি কাছি প্রভৃতি লইয়া প্রস্তুত রহে, গুণ্ডাটি একটুকু স্থির হইয়া দাঁড়াইলে, অমনি সে হস্তী হস্তে নামিয়া গুণ্ডার পাছের দুই পা একত্র

করিয়া কাছি জড়াইতে থাকে। হস্তভাগা গুণ্ডা এই কুনকী দেখিয়া অমনি ঘোহিত হইয়া যায় যে, উহার পাদদেশে কি ঘটনা হইতেছে তাহার অণুমানও অনুসন্ধান করে না। পায়ের নীচ হইতে উপর পর্যন্ত কাছি জড়াইয়া ফেলিতে পারিলেই উহাকে আবদ্ধ করা হইল। ইহার পরে যেরূপে ইচ্ছা সেইরূপে উহার গলা ও বক্ষ জড়াইয়া দড়ী লাগাইতে থাকে ও একটি বৃহৎ বৃক্ষের সূত্রে বাঁধিয়া রাখে।

২য়। ফাঁসি শিকার—এই শিকারে কেবল কুনকী হস্তী স্নত হইয়া থাকে। বন্য কুনকীগুলি পালিতা কুনকীর পৃষ্ঠদেশে লোক দেখিতে পাইলেই প্রাণপণ করিয়া দৌড়িতে থাকে, তখন মাস্তেরাও উহার পিছে পিছে পালিতা কুনকী ধাবিত করিয়া দেয়; এবং পালিতা কুনকীটি দৌড়িয়া গিয়া বন্য কুনকীর পাশাপাশি হইলে, অমনি একজন মাস্ত বন্য হস্তিনীটির মস্তক এবং শুণ্ণের উপর দিয়া মোটা রজু নির্মিত ফাঁসি ফেলিয়া দেয়। আর ফাঁসিটি ক্রমশঃ টান লাগিয়া গলার কমিরা ধরে। ফাঁসি গলার লাগাইবার সময়ে যদি বন্যহস্তিনীটি উহা শুড়্‌দিয়া ফেলিয়া দেয়, তবে অন্যারামেই বক্ষা পাওঁতে পারে, কিন্তু বুদ্ধিহীন হস্তিনী তাহা না করিয়া ভয়ে শুণ্ড সংকোচন করে, আর অমনি ফাঁসিও গলার লাগিয়া যায়। এই প্রকার শিকারে প্রত্যেক হাতীতে দুইটি লোকের আবশ্যক। একটি চালক ও এক

কটি বন্ধনকারী। যদি বন্য হস্তিনীটি দুর্বল হয়, তবে একটি পালিতা হস্তিনী দিয়াই উহাকে ধরা যায়, কিন্তু বলিষ্ঠ হইলে দুইটি পালিতা হস্তিনীর আবশ্যক।

এই প্রকারে গলায় ফাঁসি লাগাইয়া পুরোঁক্ট শিকারের ন্যায় ইহাদিগকেও বড় বড় গাছের সঙ্গে আনিয়া বান্ধিয়া রাখে।

পরতাল্য এবং ফাঁসি শিকারে একবারে একটি হস্তীর অধিক আবদ্ধ করা যায় না। বোধ হয় পাঠক মহাশয়েরা এই শিকারের প্রণালী পাঠ করিয়াই ইহা বুঝিতে পারিয়াছেন।

৩য়। খেনা শিকার;—এই শিকার পুরোঁক্ট শিকারেরই হইতে একবারে স্বতন্ত্র, এবং ইহাতে এক সময়ে অনেকগুলি হস্তী ধরা যাইতে পারে। যে স্থানে হস্তীগুলিকে দলবদ্ধ হইয়া বাস করিতে দেখা যায়, শিকারীরা সেই স্থানের চতুর্দিকে বড় পরিমাণ ভূমি বেটেন করিয়া অন্ততঃ ৭।৮ হাত অন্তর এক একজন প্রহরী রাখিয়া দেয়, ঐ প্রহরীরা প্রত্যেকে স্ব স্ব নিকটবর্তী স্থানে দুই একখানা করিয়া খাম গাড়িয়া রাখে, এবং সেই খামে লতা পাতা জড়াইয়া একটা বেড়া প্রস্তুত করে। এই বেড়াকে পাতবেড় কহে। হস্তীগুলি ‘আবদ্ধ হইতেছি’ ইহা যেন বুঝিতে না পারে, উজ্জনা প্রহরীরা এই সময় নির্দ্বাক ও নিশ্চিন্ত হইয়া স্ব স্ব কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে। যদি কোন হস্তী

এই সময় এই বেড়ার বাহির হইতে চায়, তবে বাহার নিকট দিয়া বাহির হওয়ার চেষ্টা করে, সে ভয় বন্দুকের শব্দ করিয়া, না হইলে অন্য কোন প্রকারে ভয় দেখাইয়া হস্তীটিকে বেড়ার কেন্দ্রাভিমুখে তাড়াইয়া দেয়। ইহার পরে এই পাতবেড়ের মধ্যে কোন স্থানে একটি সুদৃঢ় খোঁয়াড় প্রস্তুত করা হয়, এই খোঁয়াড় হস্তী শীঘ্র ভাঙিতে পারে না। খোঁয়াড়ের একদিকে একটি দরজা থাকে, এবং একটি কবাট উহার উপরে এমন কোণে স্থাপিত করা হয়, যেন উহা ছাড়িয়া দিবামাত্র দরজা একবারে বন্ধ হইয়া যায়। অতঃপর কৌশলে আবার ঐ পাতবেড় হইতে সমগ্র হস্তীগুলি এই খোঁয়াড়ে আনিত হয় এবং আনিয়াই কবাট বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ইহার পরে পালিতা কুকুরী ঐ খোঁয়াড়ের নিরা বন্য হস্তীগুলিকে ইচ্ছামত পারে কি গলায় দড়ী লাগাইয়া বড় বড় গাছের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখা হয়।

বন হইতে ধরিত্রী আনিলে ইহারা সহজেই মনুষ্যের বশ্যতা স্বীকার করে, কখনও বা সম্ভাবহারে এবং কখনও বা কঠিন শাসনে উহাদিগকে সমস্ত এবং অসমস্ত করিতে হয়। প্রথমতঃ, ধৃত হস্তীর গলায় সঙ্গে পালিত হস্তীর বন্ধ একত্র বন্ধন পুরোঁক্ট মনুষ্যদলে আনিয়ন করা হয় এবং কিছুদিন কেবল উহাদিগের আহার যোগাইয়া পরে একটি বংশধরের অগ্রভাগে ১।১০ ভাগে চিরিয়া দূর হইতে উহাদের

গা। স্বর্ণ পূর্বক শুভশুভি নিবারণ করা না-  
বশ্যক। এইরূপে শুভশুভি কিছু ভালিলে  
পালিতা কুকুর পৃষ্ঠে বসিয়া ক্রমে ক্রমে  
উহার পৃষ্ঠে চড়িতে যত্ন করিতে হয়,  
এবং পালিতা কুকুর সঙ্গে বাঁধিয়া উ-  
হার সহিত এদিক এদিক কিরাইতে হয়।  
এইরূপ ফিরাইবার সময় উহার অগ্রে  
অগ্রে একজন মানুষ দৌড়াইয়া যায় ও  
উহার পৃষ্ঠদেশেও একজন মানুষ উপবিষ্ট  
থাকে। এই সময় মানুষের হুজুর বহি-  
ভূত কোনরূপ আচরণ করিতে চাহিলে  
উহাদিগকে অকুশ বা বল্লম দ্বারা আঘাত  
করিতে হয়। এইরূপ কয়েক দিন অভ্যাস  
করিলেই বন্য হস্তীরা মানুষের সঙ্গে বি-  
শেষরূপে পরিচিত হইয়া পড়ে। পরিচিত  
হইবার কিছুকাল পরে উহাদিগকে বসি-  
বার প্রথা শিক্ষা দিতে হয়। কএক দিন  
ভাল করিয়া স্নানাদি না করাইয়া প্রায়শঃ  
রোজে বাঁধিয়া রাখিতে হয়, পরে একদিন  
জলে লইয়া গেলে, উহারা আপনা হইতেই  
জলে বসিবার উপক্রম করে, আর অমনি  
মাত্তরা 'বট, বট,' করিতে থাকে।  
এবং কিছু দিন এইরূপ করিলে উহারা  
জলে ও শুকনানে 'বট' বলিলেই ব-  
সিয়া পড়ে। যদি কোন হস্তী বসিতে  
না চায়, তবে বল্লমদ্বারা উহার পৃষ্ঠে এত  
জোরে জাতিয়া ধরিতে হয়, যে উহারা  
আর না বসিয়া থাকিতে পারেনা। কোন  
কোন হস্তীর অভাব আবার এমন দুট  
যে উহারা অন্যদ্বারে মরিয়া যাষ্টে, ত-

থাপি মানুষের বশ্যতা স্বীকার করিবে  
না। এবং কোনটি বশ্যতা স্বীকার ক-  
রিলেও মনের কুটিলতা ছাড়িবে না।  
কিন্তু এই প্রকার অসরল এবং দুর্ভমতি  
হস্তী একশতের মধ্যে একটি হয় কিনা স-  
ন্দেহ। যাহা হউক, হস্তী বসিবার সময় স-  
ম্মুখের পা সম্মুখের দিকে ও পিছনের  
পা পিছনের দিকে প্রসারণ করিয়া দেয়।  
এবং ভালরূপ বসিলে উহাদের উদরের  
চর্ম মৃত্তিকা স্পর্শ করে।

হস্তীকে ক্রমে ক্রমে শিক্ষা দিলে উহারা  
প্রয়োজনোপযোগী বহুবিধ কার্য্য করিতে  
পারে। রক্ষাদি ভাল্লা, ঘারোদঘাটন  
করা ও শুণ্ডদ্বারা মশাল ধরা প্রভৃতি কার্য্য  
ইহারা অমায়্যাসে করিতে পারে।

কুকুরী এবং গুণ্ডা এতদ্বয়ের মধ্যে কু-  
কুরীগুলি পালিতেই অত্যন্ত সুবিধা। ই-  
হারা শীঘ্রই বশ্যতা স্বীকার করে ও নানা  
রূপ কার্য্য করিতে পারা হয়, এবং এক-  
বার বাধ্য করিতে পারিলে আর অন্যথা  
হয় না, বরং ক্রমশঃ অধিকতর বশী-  
ভূত হইতে থাকে। গুণ্ডাগুলি যদিও  
মানুষের কঠোর শাসনে বাধ্য না থাকিয়া  
পারে না, তথাপি বৎসরের মধ্যে বিশে-  
ষতঃ শীতকালে উহাদিগের শরীরের এত-  
দূর তেজ রুদ্ধি হয় যে, তখন আর কোন-  
রূপেই শাসনের অধীনে আসিতে চাহে না।  
যাহাকে সম্মুখে দেখে তাহাকেই মারিতে  
উদ্যত হয়।

হস্তীর কপাটির উত্তর পার্শ্বে দুটি

ছিন্ন আছে। গুণাগুলি যখন তখন উত্তেজিত হয়, তখন সেই ছিন্নহররা অ-নবরত এক প্রকার তরল পদার্থ নির্গত হইতে থাকে \* ; কিন্তু উত্তেজিত না হইলে উহা হইতে কিছুই নির্গত হয় না। ফলতঃ ছিন্নের চিত্তমাত্র থাকে। কুনকী হস্তীরও কপাটিতে এইরূপ দুইটি ছিন্ন আছে বটে, কিন্তু উহাদিগকে কখনও উত্তেজিত হইতে দেখা যায় না। সুতরাং ঐ ছিন্ন দ্বারা কোনরূপ পদার্থেরও নির্গমন দৃষ্টিগোচর হয় না। গুণাগুলি যখন মনুষ্যালয়ে এই রূপ ভীষণ আকার ধারণ করে, তখন উহাদিগকে ‘কেতলা’ প্রভৃতি শীতল দ্রব্যাদি আহার করিতে দেওয়া আবশ্যিক ; শরীর শীতল হইলেই মৃত্যুভাবে আবার মনুষ্যের বশ্যতা স্বীকার করে।

প্রাচীন শাস্ত্রকর্তারাও উত্তেজিত হস্তীতে আরোহণ করা নিবেশ লিখিয়াছেন, যথা—

‘নারোহেৎ কামুকো যন্ত গজং রাজা  
কদাচন,

আক্কা কামুকং তন্ত পরত্রেহ বিধিতি।’  
মখনা জাতীয় অন্য একপ্রকার পুংহস্তীর কথা যে পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, উহারাও উত্তেজিত হইলে ভয়ানক রূপধারণ করে। উহারা মস্ত না থাকা প্রযুক্ত যদিও গুণা

\* আমাদের প্রাচীন কালের কবিরাজ ইহা বিশেষরূপ লক্ষ্য করিয়া গিয়াছেন,—

“ভাক্তং মন্তকট্রয়ং গণ্ডুগলং ভূ-  
শলং কর্ণয়োঃ বিদ্বৈষান্নিকটোপি—”

অপেক্ষা অশ্রেকাংশে হীনপ্রভ, তথাপি মনুষ্যাদি বিনাশ করিবার জন্য করপদমালালনে বিশেষ পট্ট। আমরা দেখিয়াছি, একটি উত্তেজিত মখনা ছাত্তী পৃষ্ঠস্থিত মণ্ডতকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া পদমালাতে উহার ঘাড় ভাঙ্গিয়া দিল।

অন্যান্য পশুর ন্যায় হস্তীর মুক্কা-  
লিক দৃষ্টিগোচর হয় না, উহা পিছের পা-  
রের উত্তর পার্শ্বে মাংসের সঙ্গে সংলগ্ন।

মনুষ্যেরা হস্তীর শরীরের গঠনকে ত্রি-  
বিধরূপে বর্ণন করিয়াছেন। উহাদিগের  
নাম—‘কুমারিয়া’ ‘মৃগা’ ‘দোনসলা’।  
ইহার প্রথম নামটি বোধ হয় ‘কুম্ভীর’  
হইতে নেওয়া হইয়াছে। কুম্ভীরের চর্ম যে-  
মন বন্ধুর, ‘কুমারিয়া’ জাতীয় হস্তীরও  
শরীর সেইরূপ দৃঢ় ও বন্ধুর। হস্ত পদাদির  
গঠনও অতি বলিষ্ঠ ও সুল। সাধারণ দৃ-  
ষ্টিতে দেখিলেই এই জাতীয় হস্তীকে অসা-  
ধারণ বলশালী বলিয়া অনুমিত হইবে।

‘মৃগা’—আমরা অনুমান করি মৃগ  
শরীরের গঠনাদি দেখিয়াই এই জাতীয়  
হস্তীর ‘মৃগা’ নাম দেওয়া হইয়াছে।  
‘মৃগা’ হস্তীর শরীরের চর্ম অপেক্ষাকৃত  
পাতল; পাংগুলি দীর্ঘ ও তত মাংসল নহে,  
শরীরের বর্ণ স্বেচ্ছা রক্তিমাবিশিষ্ট, কিন্তু  
উহা বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া উঠিতে  
পারা যায় না। এইগুলির সামর্থ্যও অনেক  
কম এবং উহারা তত শ্রমসহিষ্ণুও নহে।

‘দোনসলা’—ইহাদের শরীরের গ-  
ঠন পূর্বোক্ত দুইজাতীয় হস্তীগঠনের দি-

জন্মে উৎপন্ন। ইহারা 'মৃগা' জাতি হইতে অধিকন্তর বলশালী ও জয়সাহসী। তন্ত্রী ধর্মিকর কালে 'কুমারিয়া' ও 'মৌনসিংগী' অধিক কার্য্য করিতে সক্ষম ও মনুষ্যসমূহের ইহারা ইদীর্শজীবী হইয়া থাকে। ইদানীং মাজতেরা হস্তীর কোন কোন লক্ষণকে নিত্যস্থ দৃষিত বলিয়া মনে করে। এবং উহাদের মনের এই ধারণা যে এবং বিধ লক্ষণাক্রান্ত হস্তী পোষণ করিলে পোষ্টার কোন না কোনরূপ অমঙ্গল ঘটবার সম্ভাবনা আছে। এইগুলি কোন অংশেও যে পূর্ণলক্ষণাক্রান্ত হস্তী হইতে বলবিক্রমাদিতে স্থান, এমত নহে। তবে কেন যে এই সংস্কার আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। নিম্নে উক্ত লক্ষণগুলির নাম লিখিত হইল।

১ সতরখাম, ২ খোলনখী, ৩ মেহাতালু, ৪ ঝাকদোম, ৫ বালখণ্ডী।

১। যে গুলির মেহদণ্ডান্তি অস্বাভাবিক উচ্চ ও বক্র, সেইগুলিকে 'সতরখাম' কহে।

২। যে হস্তীর পায়ে ১৮টি নখ না থাকিয়া ১৬টি নখ থাকে, তাহাকে সোলনখী বলে।

৩। যে গুলির তালুতে কাল কাল দাগ কিংবা তালু একেবারে কাল সেই গুলিকে 'মেহাতালু' কহে।

৪। যে হস্তীর লাজুল চলবার সময় যন্ত্রিকা স্পর্শ করে, এবং বোধ হয় যেন এদিক ওদিক হুলিয়া ঝাড়ু দিতেছে সেই গুলিকে 'ঝাকদোম' কহে।

৫। যে গুলির লাজুলের উত্তরপার্শ্বে লোম না থাকিয়া কেবলমাত্র একপার্শ্বেই লোম থাকে, সেইগুলিকে 'বালখণ্ডী' কহে।

হস্তীর মূল্য অত্যন্ত অধিক। অত্যাৎকৃষ্ট একটি হস্তী পঁচিশ, ত্রিশ হাজার টাকার পর্য্যন্ত বিক্রীত হইয়া থাকে। আর পূর্বোক্ত লক্ষণাক্রান্ত হস্তী অতি সূক্ষ্ম হইলেও তাহাদের মূল্য অপেক্ষাকৃত কম। হস্তীর দন্ত এবং অশ্বিও বহুমূল্যে বিক্রীত হয়, এবং উহা দ্বারা মনুষ্যের বহুবিধ কার্য্যোপযোগী বস্তু নির্মিত হইয়া থাকে। হস্তীদন্তে অত্যাৎকৃষ্ট সিংহাসন, পাচী, কোটা, হেণ্ডল, চিকনী, খেলনা প্রভৃতি অতি সুন্দর সুন্দর বস্তু প্রস্তুত হয়। পূর্বকালে হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া ঘুসাদি করা হইত, কিন্তু এখন ইহাদিগকে কেবল ঘুসসামগ্রী বহন কার্য্যে নিযুক্ত করা হইয়া থাকে। কোন হিংস্র জন্তু হত্যা করিতে যাইতে হইলে হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া যাওয়াই কর্তব্য। হস্তী আরোহণ করিতে হইলে উহার পৃষ্ঠে যদি কিংবা চারজামা অথবা ছাওদা বাঁধিয়া লইতে হয়। ব্যাঘ্রাদি শিকাব করিবার সময় ছাওদাতেই কিছু কম বিপদের সম্ভাবনা। হস্তিজাতি অত্যন্ত ভীক, সুতরাং কোন বন্য পশুর সম্মুখে পড়িলে ভয়ে এত জড়সড় হয় যে, কোন দিকে দৌড়িয়া পলায়ন করিতে পারিলেই নিত্যও ল্লাঘ্য মনে করে। কিন্তু মাজতেরা অল্প তাড়নে তাহা করিতে পারে না, অর্থাৎ ফোঁস ফোঁস করিয়া ভুণ্ড



ভাড়া ভূমিতে এমন জোরে আঘাত করিয়া থাকে যে সেখানকার মাটি একেবারে উঠিয়া যায়। কোন কোন হস্তী উপযুক্ত রূপ শিক্ষা পাইলে একেবারে নির্ভর হয়। যদি প্রথম প্রথম শিকারের সময় পলাইবার উপক্রম করিলে মাহুতেরা কোন রূপেই পলাইতে বাইতে না দিয়া দৃঢ়শাসনে শিকারের সম্মুখেই দাঁড় করাইয়া রাখে, তবে হুইচারি বা এইরূপ করিলেই পরে অন্য পশু দেখিয়া আর ভয় পায় না।

হস্তীর স্বর অত্যন্ত কর্কশ, কিন্তু সচরাচর উহার শব্দ করে না। কোন রূপ ভয় পাইলে অথবা তাহাদের দল হইতে বিচ্যুত হইলে, ভয়ানক এক প্রকার চীৎকার করিয়া সকলকে ব্যতিশাস্ত করিয়া লয়। আবার আক্সাদের সময়ও গুড় গুড় করিয়া এক অব্যক্ত শব্দ দ্বারা উহাদিগের আনন্দ প্রকাশ করে। আর মনুষ্যের নিজের কাব্যসাধনের জন্য ডাকাইতে হইলে মাহুতেরা উহাদের কর্ণের মধ্যে একটু অল্প জোরে অঙ্গুল দ্বারা আঘাত করিলেই চীৎকার করিয়া উঠে। হস্তীর বুদ্ধিশক্তি অত্যন্ত প্রবল; প্রতিপালককে (মাহুতকে) বিপদের সময় রক্ষা করিবার জন্য অনেক হস্তীকে অনেক প্রকার যত্ন করিতে দেখা গিয়াছে। আমরা নিম্নে উহার একটি অত্যন্ত দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিতেছি।

পূর্ববঙ্গে কোন এক সম্রাট ভূমি-

মিকারীর বাটিতে পবন নামক \* একটি বৃহদাকারের হস্তিনী আছে, উহা এক সময়ে বন্য হস্তী ধরিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছিল। মাহুত যেমনি শিকারের সময় এই হস্তীর পৃষ্ঠ হইতে নামিয়া একটি বন্য হস্তীর পায়ে দড়ী বাঁধিতেছিল, অমনি পক্ষাৎ হইতে আর একটি বন্য হস্তী আসিয়া উহাকে মারিবার উপক্রম করে, মাহুত ইহা দেখিতে পাইয়া ছিলনা,—কিন্তু পালিতা হস্তিনী এই ব্যাপার অবলোকন করিয়া মাহুতকে শুণ্ডের অগ্রভাগ দ্বারা আপন পৃষ্ঠে আরোহন করাইয়া লইল। পালিতা হস্তিনীটি এইরূপ না করিলে মাহুতের আর বাঁচিবার সম্ভাবনা ছিলনা।

হস্তী মনুষ্যালয়ে গভবতী হইয়া সচরাচর সম্ভ্রান প্রসব করে না। আমরা একটি মাত্র হস্তিনীর মনুষ্যালয়ে গভবতী হইয়া সম্ভ্রান প্রসবের বিষয় অবগত হইয়াছি। কিন্তু উহাদের শু বন্দী অবস্থায় সম্ভ্রান হয় নাই। পালিতা হস্তিনীর গ-

\* এই স্থানে উল্লেখ করিয়া রাখা আবশ্যক যে বন্যহস্তী ধরিয়া মনুষ্যালয়ে আনিলে প্রত্যেকটির এক একটি নাম রাখা হয়। উহাদের নাম রাখিবার প্রকৃতি এইরূপ, কুকীর নাম,—যথা মহেশ্বরী, দৌলভরি, রতনহার, আনর মালা, মনমতী, নাচভরি, ইত্যাদি। গুণা হস্তীর নাম যথা—জলবাহাদুর, গোলকুমার, রূপসুন্দর, ইত্যাদি।

জানি হয় কিনা উহা পরীক্ষা করিবার জন্য একটি হস্তী ও একটি হস্তিনী দেশীয় সামান্য বনে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল, এবং সেই অবস্থায় উহাদের গর্ভসঞ্চার হইলে, পরে মনুস্মালয়ে আনিলে সম্ভাব্য প্রসব হয়। গর্ভবতী হস্তিনী বন হইতে পরিয়া আনিলে উহাদের প্রসবক্রিয়া মিস্রিয়ে মনুস্মালয়ে সম্পাদিত হয়। প্রসবের সময় উহার দাঁড়াইয়া প্রসব করিয়া থাকে।

লোকালয়ে হস্তিনীর যে সম্মান হয়, তাহার কণনও বন্য বুদ্ধি ছাড়া না, শিশুকাল হইতেই নিশ্চয় চিত্তে মনুষ্যের সম্মদে খেলা করিয়া থাকে। শিশুকাল হইতে মনুষ্যদেহে দৈখিতে দৈখিতে কোন কোনটি এমন যে আদর্শ হয়, যে সময় সময় কাঁচারও কথা না শুনিয়া মনুষ্যের অনেক অনিষ্ট করে। রাস্তাদিয়া যাঁহাদের সময় কদলী প্রভৃতি উহাদের কোন খাদ্য দ্রব্য পাইলে অসংকিত ভাবে উহা চুরি করিয়া লইয়া আসিলে এবং মাতার বক্ষতলে আসিয়া অতি আত্মন্দে উহার একটীক করিয়া খাইতে থাকিবে; আবার মনে কখন কখন

মম্বা যেন নিঃশব্দ চিত্তে ছাটিয়া থাকে-  
তোছে, এমন সময় হস্তিশাবকটী চুপে  
উহার পিছনে দাঁড়ি বসিয়া মস্তক দ্বারা  
উহাকে এমন আঘাত করিলে, যে তৎ-  
ক্ষণে তাহা উতলশায়ী হইবে। কিন্তু  
ইতিমধ্যেই সে উভে অত্যন্ত তৃপ্ত হ-  
ইয়া মস্তক উত্তোলন করিয়া গিয়া বসিয়া র-  
হিল। অতঃপর সে বসিয়া বসিয়া ক-  
টিল হইল। মস্তকের এই রূপে পরিণত হওয়া  
এমত নহে, উহার মনে কোনও আশা-  
লায়েই উহাদের আলস্য এবং শিশুর ন্যায়  
রূপে স্বল্প আশ্রয়ে আশ্রয় করিয়া ক-  
খন কখন পরিবারস্থ সকলকেই বিরক্ত ক-  
রিয়া তুলে, ইহারও সেইরূপ আপন গৃহ  
ভাবিয়া লোকের সঙ্গে খেলিতে যাওয়া  
অনিচ্ছা করিয়া বসে। এইরূপ অনিচ্ছা-  
কারীদের হস্ত হইতে মুক্তি পাওয়া সহজ  
ব্যাপার নহে। ছয় বৎসর পরেই ইহা-  
দিগকে মম্বাবাহী অরোজনোপযোগী কা-  
র্যাদি করিতে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে,  
ইহার অপেক্ষাকৃত সহজেই কার্যাদি শি-  
খিতে পারে। (ক্রমশঃ)

প্রতি সমালোচনা ।

মুখ্যমন্ত্রী এডমিন সাহেব নিশিরাছেন  
যে, পাঠকদিগের হাতে কোন গ্রন্থ প-  
ড়িলেই লেখক কৃষ্ণ কি শুভ্রবর্ণ, শাস্ত কি  
উদ্ধার, মৃত কি বিবাহিত ইত্যাদি অনেক

নিষয় তাঁহার। জানিতে ইচ্ছুক হন, এবং  
যে পর্য্যন্ত জানিতে না পান, সে পর্য্যন্ত  
ঐ গ্রন্থ পড়িতে তাঁহাদের প্ররতি জন্মে  
না। প্যাহে-বা-তীরে আসিয়া তরী ডব্বিয়া

বায়, এই ভয়ে এশ্বের ভূমিকাতেই তিনি তাঁহার আত্মপরিচয় দিয়াছিলেন। \* বা-  
জালী অনুকরণপ্রিয়, তাহার অনু-  
করণ করিয়া পূর্বেই সাহিত্যসমাজে আ-  
মার পরিচয় দিয়াছি। কিন্তু প্রথমই এতি-  
গন তাঁহার প্রকৃত নৈতিকগোপন রাখি-  
রাহিলেন। তাহার নৈতিকগোপন রাখি-  
বার নামটি সমস্ত সাধারণ্যে প্রচার করি-  
রাহিল। যাহা হউক এই গুণের বিরতি  
অন্যত্র বিশুদ্ধরূপে সমালোচিত হইবে।  
সম্মতি যে প্রবন্ধ লিখিতে প্রকৃত যত্ন  
তাঁহাতে কিছু আত্মপরিচয় দেখান কর্তব্য  
হইতেছে। প্রবন্ধলেখক মহাশয়ের মাপ  
করিবেন, কিন্তু আপনাদের একটি গুণ-  
তর অপরাধ, অথচ একটি সম্ভারণ রোগ  
আছে। আপনারা পত্রিকা প্রভৃতিতে  
যে সকল উৎকট উৎকট করিতা ও প-  
বন্ধ লিখেন, তাহার অধিকাংশই নিম্নে  
বিঃ জিঃ, ছঃ, ইঃ, মাঃ, টিঃ প্রভৃতি লি-  
খিয়া আত্মনাম গোপন করিয়া রাখেন;  
আমি যদি সাহিত্যডিপার্টমেন্টের পোলিশ  
দারোগা হইতাম, তাহা হইলে আপনাদি-  
গকে এই উদারতার উচিত শিক্ষা দিতে  
পারিতাম; অর্থাৎ এই সমুদয় প্রবন্ধ নি-  
জের নামে ছাপাইয়া অত্যন্ত গ্রন্থাকারে  
পুস্তক বাহির করিতাম। যাহা হউক আ-  
পনারা ভবিষ্যতে সাবধান হইবেন।

আমি সাহিত্যসমাজে বিশেষ পরি-  
চিত, অর্থাৎ অনেকগুলি গ্রন্থ লিখিয়াছি।  
আমি প্রথম কতকগুলি পুস্তক লিখিয়া স-

মালোচনার জন্য তদানীন্তন প্রায় প্রত্যেক  
সম্পাদকের নিকট এক একপানা পাঠাই-  
রাহিলাম, কিন্তু কেহই তাহার সমাদর ক-  
রিল না। যাহা হউক তাহাতে আমার  
বিশেষ আপত্তি নাই; বদভাষা আজিও প-  
রিবার প্রাপ্ত হয় নাই, সুতরাং সমুদয় রস  
আজিও ইহাতে প্রবেশলাভ করিতে পারা  
নাই এবং লোকের কচিও একগু পর্য্যন্ত  
সম্যক পরিপক হইতে পারে না। দেশে-  
রও দোষ বলি না; কারণ ইংলণ্ডেরও এক  
সময় এইরূপ অবস্থা ছিল। বিখ্যাত সেক-  
পিয়র যখন আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তখন  
তাঁহার মহীয়সী শক্তির কেহই অবদারণা  
করিতে সক্ষম হইল না, এমন কি তাহাকে  
কবি বলিয়াই কেহ প্রোহা করিল না। আ-  
মারও ভরসা ভবিষ্যৎ বংশীরের, অন্ততঃ  
আমার উত্তরাধিকারীগণের হস্তে।

যাহা হউক, সম্পাদকদিগের এইরূপ  
উদাসীনা দেখিয়া দুঃখিত, বিরক্ত ও আ-  
শঙ্কিত হইলাম, এবং তাঁহার কোন  
মতে নিরস্ত থাকিতে না পারেন, ইহা মনে  
করিয়া পুনরায় গ্রন্থ লিখিতে বসিলাম।  
এবার আমার উদ্দেশ্য সকল হইল, প্রায়  
প্রত্যেক পত্রিকাতেই তাঁহার সমালোচনা  
বাহির হইল; সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলি  
একবারে ইহার প্রশংসাদানি করিয়া-  
ছিল বটে, কিন্তু বদ্বদর্শন, আবদদর্শন,  
ভারতী, বাস্তু এবং প্রবন্ধগণের কএক-  
খানা মাসিক পত্রিকাতে তাঁহার বেরপ  
নিকটরূপে সমালোচনা হইয়াছিল, তা-

হার প্রতিমালোচনা করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

বান্ধব সম্পাদক মহাশয়, উল্লিখিত পত্রিকাচতুষ্টয়ের সর্বশেষে বান্ধব নামে উল্লেখ করিয়াছি বলিয়া আপনি ক্রুদ্ধ হইবেন না। ইহার কারণ আছে। প্রথমতঃ আপনার পত্রিকাতেই আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটি ছাপাইবার মনস্থ করিয়া উহাকেই সর্বপ্রথমে উল্লেখ করা বক্তিসঙ্গত বোধ করিলাম না। দ্বিতীয়তঃ আপনি আমার অত্যন্ত অনিষ্ট করিয়াছেন, সূত্রাং আপনাকে সন্তুষ্ট করাও আমার ইচ্ছা নহে। তথাপি আপনার বান্ধব নামে আক্রমণ হইয়া এই সামান্য পত্রখানিকে প্রকাশ করিতে আপনাকে অনুরোধ করি।

পূর্বে যে আত্মপরিচয়ের কথা বলিয়াছি, তৎসম্পর্কে এক সম্পাদক লিখিয়াছেন “এম্বুকার তাঁহার নাম গোপন রাখিলেই ভাল হইত।” নাম প্রকাশ করিবার ভয় লোকসমাজে তিরস্কৃত হওয়া। কিন্তু যখন লোকে অপদত্ত ইয়াও সমাজে খ্যাতিলাভ করিতেছে, তখন নাম গোপন করিবার প্রয়োজন কি? কিন্তু খুলিয়া শ্রুতিতে গেলে আমার যশোলাভের আর এক সুপ্রশস্ত পথ আছে। আমি এম্বু লিখিয়াছি বলিয়া জগৎতর শত্রু হই নাই, আমার অনেক মিত্র রহিয়াছে; বাঁহারা আমার মিত্র, সেহবশতঃই হউক, কিলজার পড়িয়াই হউক, তাঁহারা আমাকে অবশ্য প্রশংসা করিবেন, আমি যদি শত্রু-

দিগের ঢকানিমাৎ বন্ধুগণের প্রশংসায় নিতে ডুবাইয়া দিতে পারি, তাহা হইলেই আমার কার্যসিদ্ধি হইল, তাহা হইলেই আমার নাম সাহিত্যসমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। আমাদের দেশে এ পদ্ধতি ত নূতন নহে, তবে আমার একার মিন্দা কেন?

আর এক কথা, মনে কখন দেশে যেন আমি এত করিয়াও সম্মান লাভ করিতে পারিলাম না। কিন্তু বিদেশীয়দিগের মধ্যে যে সকল ব্যক্তি সাধারণতঃ উদারপ্রকৃতি, এবং বাঁহারা স্বদেশে ভাষা-তত্ত্ববিৎ বলিয়া পরিগণিত হইতে ইচ্ছুক, সূত্রাং বাঁহারা বঙ্গভাষার কোন পুস্তক পাইলে যৎপরোনাস্তি কৃতজ্ঞ হন, অথচ বঙ্গভাষা বুঝেন না, এইরূপ ব্যক্তি আমার এই যথার্থপ্রস্তুত এম্বুও মহাসমাদরে গ্রহণ করিবেন মনেই নাই। যদি ছলে কৌশলে, ইহাদের নিকট কোন সম্মানিত উপাখ্যাত করিতে পারি, তবে জঘন্য-ভাবে এই বঙ্গবাসীকে কে ভয় করে? আমার যখন এতগুলি আশা সম্মুখে বর্তমান, তখন আত্মপরিচয় দিতে ভয় করিব কেন?

আর এক সম্পাদক লিখিয়াছেন ‘এম্বুখানি ইংরাজির অনুকরণ, এবং ইহার ভাষা অতি কদর্য।’ আমি এইরূপ সমালোচনা শুনিয়া অবাক হইয়াছি। বান্ধব সম্পাদক মহাশয় শেবোক্ত বাক্যটি প্রয়োগ করিলে কতক খাটিত, কিন্তু হুঃখের বিষয় এই যে, উহা অপরের মুখে শুনিতে

হইল। বাঁহারা কর্তৃক ঠিক করিয়া লিখিতে জ্ঞানেন না, এবং বাঙ্গালীভাষার অর্থের সহিত ইংরাজির অর্থ মিলিয়া দিতে চান, তাঁহাদের ভাষাবিশয়ে কাহারও নিন্দা না করিয়া আপনাদিগের কলমের প্রতি অধিকতর দৃষ্টি থাকিলেই ভাল হয়। আর অনুকরণের কথা, যে দেশের লোকেরা ভাষা ছাড়িয়া কচি, কচি ছাড়িয়া প্রকৃতি, এবং প্রকৃতি ছাড়িয়া অঙ্গের গঠন পর্যন্ত বিলাতি ছাচে ঢালিয়া লইয়াছেন, সেদেশে একে আবার অন্যকে অনুকরণপ্রিয় বলিয়া নিন্দা করে কেন? বঙ্গভাষার অক্ষরের সহিত সংস্কৃত অক্ষরের যে সম্বন্ধ, বঙ্গভাষার ভাবের সহিত ইংরাজি ভাবের সেই সম্পর্ক। কিন্তু উল্লিখিত দোষারোপটি আপাতবিসাক্ষ হইলেও পরিণামমধুর। ইংরাজির অনুকরণ করিয়াছি, একথাতে অবমাননা না বুঝাইয়া প্রশংসা বুঝায়, অর্থাৎ বাঁহারা কালিকার বঙ্গভাষার দুই তিন খানা বহি পড়িয়াই পুস্তক ও সংবাদপত্র ছাপাইতে বসেন, তাহাদের হইতে অন্ততঃ উচ্চতর আসন লাভ করা হইল।

কিন্তু আমি এক সমালোচকের নিকট প্রকৃত প্রস্তাবে জন্ম হইয়াছি। অর্থাৎ আমার স্বকপোল কল্পিত একটি মতের সত্যতা প্রতিপাদন করিবার জন্য নিচে এক ইংরাজি গ্রন্থকারের নামে একটি লীকা লিখিয়া দিয়াছিলাম, মনে তরসা ছিল যে, ইনি সাহিত্যসমাজে বড়

পরিচিত নহেন, এবং বিশ্বাস ছিল তারতবর্ষে বোধ হয় ইহার অন্তর পুস্তক আর নাই, সুতরাং অল্প লোকেই উহা পড়িয়াছে, অতএব তাঁহার নামে কিছু একটা লিখিয়া দিলে লোকে না পড়িয়াই প্রত্যয় করিবে। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ উল্লিখিত সমালোচক ঐ পুস্তক খানি সমস্ত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, সুতরাং আমার চাতুরি ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। আমি এবিষয়ে ইংরাজি পদ্ধতি অবলম্বন না করিয়া বঙ্গীয় নব্যলেখকদিগের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়াছিলাম।

এক সম্পাদক বলেন গ্রন্থকার অস্পষ্টবাক্য। মহাশয়, আমি শপথ করিয়া বলিতেছি আমার বয়স এই বিংশতি বৎসর, আমি ইহার দুই বৎসর পূর্বে গ্রন্থ লিখিতে প্রবৃত্ত হই। জিজ্ঞাসা করি, বঙ্গ বয়সন লেখক খুজিয়া পাওয়া যায় বাঁহারা বোড়শবৎসর বয়সে বঙ্গীয় সাহিত্যরঙ্গভূমিতে অভিনয় করিতে আরম্ভ করে নাই?

আর এক আপত্তি এই যে, বদে আজি কালি অনেকেই কেবল নাটক ও উপন্যাস লিখিয়া বেড়ান। বিজ্ঞান প্রভৃতি কঠোর বিষয়ে কেহই সাহস করিয়া হস্তক্ষেপ করেন না। ইহা হইতে অধিকতর প্রলাপোক্তি আর শ্রুতি নাই। সাহসের কথা বুঝি না; কিন্তু বিজ্ঞান লিখিতে যাওয়া এক ভয় পরিগ্রহ। বোধ হয় বাঁহারা এবিষয়ে মনোযোগ করেন না, তাঁহারা ইহা

বিফলপ্রয়াস এবং সমুদ্রের অপব্যয় বলি-

সাই চেকায় বিরত রহেন। উজানের একটি পুষ্প দেখিয়া উহাতে কয়টি পাণ্ডি আছে, গণিয়া সকলেই বলিতে পারেন, কিন্তু কয়জন লোক যুবতী কামিনীর অবশ্যম্ভাবী মোহন সুরতির সহিত জ্যোৎস্নাবির্দ্যোত রজনীর ক্ষুদ্রক্ষুদ্রদাগের তুলনাকল্পনার আনিতে পারিয়াছেন। আর পৃথিবীতে কাহার সমধিক আদর; কবির না বৈজ্ঞানিকের; কয়জনে কালিদাস ও মেকপিয়র অধারন করে, আর কত জনেই বা শঙ্করাচার্যের অধ্যাত্তত্ত্ব ও নিউটনের আধিকৃতি লইয়া মন্তুক বিলোড়িত করে। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য বর্জিত করিতে কবি যত পটু, প্রকৃতির সৌন্দর্য্য অপহরণ করিতে বৈজ্ঞানিক তত নিপুণ। কবি যাহা গড়ে, বৈজ্ঞানিক তাহা ভাঙে, কবি যাহার প্রশংসা করে বৈজ্ঞানিক তাহার নিন্দা করে, এবং কবি যাহা ভালবাসে, বৈজ্ঞানিক তাহা ঘৃণা করে। কবি স্ততিবাদক বৈজ্ঞানিক নিন্দুক; কবি বাগ্মী, বৈজ্ঞানিক যুক্ত; কবি সহৃদয়, বৈজ্ঞানিক পায়র।

আর আমাদের দেশে বিজ্ঞান আলোচনার প্রয়োজন কি? বিজ্ঞানের যেটুকু আবশ্যিকতা, ইংরাজরা তাহা সম্পাদিত হ-

ইতেছে। সে সকল জ্ঞানের কার্য্য আনোর দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে, স্বাভাবিকপ্রিয় ভ্রাতৃলোকের তাহাতে যোগদান করা কোনরূপই সম্ভব নহে। এক ব্যক্তি কৃষিকার্য্য করিবে সহভ্রাতৃলোকে তাহার ফলভোগ করিবে, এক ব্যক্তি বস্ত্রবস্ত্রন করিবে, শতলোকে সেই বস্ত্র পরিধান করিবে, ইহাই সমাজের নিয়ম; সেইরূপ, কতিপয় জাতি বিজ্ঞান আলোচনা করিয়া জগতে তাহার উপকার বিকীরণ করুক, অবশিষ্ট জাতি সমূহ কাবানিকুলে প্রবেশ করিয়া যথুসংগ্রহ পূর্বক তাহাদিগের ক্রান্তি দেখের আশ্রিত্তি বিদূরিত করিতে থাকুক। ফলতঃ, বাহারি কাব্য কবিতা লিখাকে সময়ের অপব্যয় মনে করিয়া বিজ্ঞানকে প্রশ্রয় দিতে চাহেন, আমাদের দিবেচনার তাঁহারা দেশের মর্জ্বনা শুভ-বিদ্যেয়ী, প্রবন্ধক এবং মিথ্যাপ্রবাদী।

উপসংহারে বক্তব্য এই সম্পাদকগণ মনে রাখিবেন যে গ্রন্থ সমালোচনা করা যত সহজ, গ্রন্থ রচনা করা তত সহজ নহে, এবং মুদ্রের বাস্তু দ্বারা নিমেষে যাহা উড়াইয়া দেওয়া যায়, হস্তের লেখনীদ্বারা তাহা শীঘ্র গঠিত করা যায় না।

ঐবঙ্গচন্দ্র—

## মহম্মদের উত্তরাধিকারীগণ ।

সাঁহারা ইতিহাসশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে ভাল বাসেন, মুসলমানদিগের ইতিহাস তাহাদের অতিশয় আদরের বস্তু । পৃথিবীতে অন্য কোন জাতি মুসলমানদিগের ন্যায় এত অল্প সময়ে অধিকার, ধর্ম ও প্রভুত্ব বিস্তার করিতে পারে নাই । মহম্মদের জন্ম হইতে আজি পর্য্যন্ত ১৩০৮ বৎসরের অধিক হয় নাই, কিন্তু এই কাল মধ্যে মুসলমানদিগের উন্নতি, অবনতি এবং পরিবর্তন কত একবার তাবিয়া দেখা যায় । মুসলমান প্রদেশের নদী অপেক্ষা অধিক পরিবর্তনশীল মুসলমান জাতির ইতিহাস এক্ষণে সভ্যসমাজের আলোচনার বিষয় হইয়াছে । ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে মহম্মদের তিরোভাব হইতে ৭১০ খ্রিষ্টাব্দ মধ্যে মাত্র ৮৮ বৎসর সময়, একজন দীর্ঘজীবী মানুষকেও এই সময় অপেক্ষা অধিককাল জীবিত থাকিতে দেখা যায় । কিন্তু এই অল্প সময় মধ্যেই মহম্মদের বংশধরগণ ইত্রো হইতে গাঙ্গা নদী পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ অধিকার করিয়াছিলেন ; পরাক্রান্ত অসংখ্যদিগের স্বনৃপ সিংহাসন মুসলমানের পাদাঘাতে ধ্বংস হইয়া উড়িয়া গিয়াছিল ; আসিয়া ও আফ্রিকার বিস্তীর্ণ অধিকার স্থাপিত হইয়াছিল ; তুম্বাশ্বনাগর মুসলমান-

দিগের সুসজ্জিত অর্পণখানে দ্রুশোভিত হইয়াছিল ; ফলতঃ ইশমেলগণের বলবীর্য্য সমস্ত মেদিনী প্রকম্পিত ছিল । যে সময় এইরূপ অভাবনীয় পরাক্রম প্রদর্শিত হয়, তখন বিজ্ঞানের নিত্য নব নব শৈশব সময় । আরবীরগণ শারীরিক বল এবং মানসিক অধ্যবসায় ব্যতীত কোন বাহ্যিক শক্তির উপর নির্ভর করিতে অথবা ওদ্বারা পরিশ্রমের লাঘব সম্পাদন করিতে পারে এরূপ তাহাদের কিছুই ছিল না । তখন কামানাদি আগ্নেয় অস্ত্রের আবিষ্কার হয় নাই, ভ্রমতরবারী প্রভৃতিই যুদ্ধের প্রধান অস্ত্র ছিল । তখন তাহারা একমাত্র ধর্মের নামে পতাকা উজ্জ্বল করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে জয়লাভ করিত । ধর্ম রক্ষার যুদ্ধ, ধর্ম-বিস্তারে 'কাফের' বিনাশ ও ধর্মসাহচর্য্যে পরকালে স্বর্গরসমীপে সমাদর এবং প্রজ্বলনয়না অঙ্গারীগণের সঙ্কটাসিন্ধু মুশলমানগণের মোহমন্ত্র ও জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল । তাহারা প্রাণের জন্ত যত্নমত করিত না ; তাহারা ধর্মের জন্ত উন্মত্ত ছিল, এবং ধর্মার্থে যুদ্ধক্ষেত্রে ভীমবেগে ধাবিত হইত । এই ধর্মপ্রাণ ভীমযুগ্ধজাতি কিরূপে অজুখিত হইয়া আপুনাাদের শক্তি, সাহস ও প্রতাপবলে সমস্ত

পৃথিবীতে কিরূপ মহাবিপ্লব উপস্থিত করিয়াছিল, তাহা বিশদরূপে প্রদর্শন করিতে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। কিন্তু সপ্রতি কএকটি প্রবন্ধে মহম্মদের পরবর্তী প্রধান পদস্থ কএক জনের জীবনরত্ন সম্বলন পূর্বক আমরা এই সুদীর্ঘ প্রস্তাবের অবতারণা করিলাম।

### প্রথম অধ্যায়।

মহম্মদের তিরোভাব হইলে নবপ্রতিষ্ঠিত ধর্মপ্রবর্তক এবং প্রজাগণের রাজা উভয়েরই অভাব হইল। মুশলমান-রাজ্য নিতান্ত বিশৃঙ্খল, স্তত্রাং অচিরে বিনাশ প্রাপ্তির উপক্রম হইয়া উঠিল। আরবরাজ্যে শান্তি রহিল না। মহম্মদের প্রিয়নিকेतন মদিনা নগরীতে ভয়ঙ্কর গোলযোগ হইবার উপক্রম হইলে ওসামাই-বিন্মুযেইদ মহম্মদের গৃহসমকে জাতীয় পতাকা স্থাপন করিলেন, এবং স্থানে স্থানে সৈন্যসংস্থাপনপূর্বক প্রজাগণের বিজ্রোহ ও কোলাহল নিরারণে রতকার্য হইলেন। কে রাজা হইবে এই প্রথম প্রশ্ন। মহম্মদের স্বগণমধ্যে চারি ব্যক্তি ক্ষমতাপন্ন ছিলেন। আবুবেকার, ওমার, ওখমান এবং আলী এই চারি জনের স্বত্ব সর্বপ্রাণ্য বোধ হইল। মহম্মদের প্রিয়তমা পত্নী আরেশার পিতা আবুবেকার, স্তত্রাং সেই সময়ে তাঁহার অনেক সহায় হইল। হাফসা নামী মহম্মদের অন্য এক জ্যেষ্ঠ পিতা ওমারের হস্তে মহম্মদ পবিত্র প্রস্থ কোরাণ

বিস্তার করিয়া রাখিয়াছিলেন, স্তত্রাং একে তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিল। ওখমান মহম্মদের দুইটি তনয়ার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার উভয় এবং তাঁহাদের সম্ভানগণ পরলোক গমন করাতে ওখমানে স্বত্ব অনেক লঘু হইলেও কেহ কেহ তাঁহার পক্ষে দাঁড়াইল। মহম্মদের খুস্রাত-পুত্র আলী মহম্মদের একমাত্র তনয়া কতেমাকে বিবাহ করেন; সম্পর্ক বিবেচনা করিলে আলীর স্বত্ব সর্বপ্রাণ্য হয় সংশয় নাই; স্তত্রাং বহুসংখ্যক লোক তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিল। এইরূপে চারিজন সৈন্যপ্রাণ্য চারি বিভিন্ন স্বত্ব মুসলমানদিগের প্রাকৃতিক ও আধ্যাত্মিক রাজ্যশাসন করিতে লোলুপ হইলেন। একেত সম্পর্কে সর্বপ্রাণ্য নিকট, তাহাতে আবার ধর্মবুদ্ধি, ন্যায়পরতা এবং ধর্মপ্রাণে মহম্মদের সাহায্য করা প্রভৃতি পর্যালোচনা করিলে আলীকেই মনোনীত করা কর্তব্য হয়। যখন মুশলমানধর্ম প্রচারকের উন্নতির প্রত্যাশসময়ে নিতান্ত অবস্থিত এবং অনাদৃত হইতেছিল, যখন অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদিগের উপদ্রবে মহম্মদ নিতান্ত ব্যতিব্যস্ত ছিলেন, তখন আলী তাঁহার সহায় হন। মহম্মদ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আপনার প্রতিনিধি এবং জাতি বালিয়া ঘোষণা করেন। আলী কথায় এবং কার্যে যে পর্যন্ত মহম্মদ প্রদর্শন করিতেন, তরবারি হস্তে রণভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া তাহার উপযুক্ত পরাক্রমই দেখান



ভেন। তিনি অতিশয় মিষ্টভাবী, সদা-লাপী এবং সর্বসাধারণের উপকারী ছিলেন। তাঁহার সহধর্মিণী মহম্মদ-তনয়া ফতেমার সজ্জননয়ন নিরীক্ষণে অনেকের হৃদয় আলীর প্রতি আকৃষ্ট হইল। সুতরাং কিরূপে নির্বিবাদে আলী সিংহাসনে আরোহণ করিতে পারেন, তাহা অবধারণার্থ ফতেমার গৃহে আলীর হিতৈষী এবং বন্ধুবর্গ সমবেত হইলেন।

অন্যান্য পক্ষও নীরবে বসিয়াছিলেন না। আবুবেকার আয়েশার পিতা ছিলেন। মহম্মদের শিষ্যগণমধ্যে তিনি সর্বপ্রধান ও অসুরক্ত শিষ্য ছিলেন। মহম্মদ তাঁহার ভক্তি ও বন্ধুত্বতে যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইয়া, মুতাকালীন তাঁহার পরীক্ষা-দ্বিদিগের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে তাঁহাকে অনুরোধ করিয়া যান। এক্ষণে আয়েশা আপন পিতার সাহায্যার্থ সকলকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। এই অনুরোধের আরও অর্থ ছিল। বাহাতে আলী মহম্মদের উত্তরাধিকারী নাহন আয়েশার এই প্রদান কামনা ছিল। মহম্মদের প্রিয়তমা পত্নীর প্রতি অবিচ্ছিন্ন উৎপাদনের আলীই প্রধান কারণ ছিলেন। রূপবতী আয়েশা মহম্মদের পবিত্র প্রাণের অবমাননা করিয়া অনেক প্রেমে আবদ্ধ হইয়াছেন এইরূপ অপবাদ আলীই প্রথমতঃ মহম্মদের কর্ণগোচর করেন। তদবধি আলীর প্রতি আয়েশার নিদাক্ষণ বিদ্বেষ জন্মে। এক্ষণে সেই বিদ্বেষ-পরতা প্রযুক্ত

বাহাতে আলী সিংহাসন নাপান তস্থিগে প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

জনসাধারণমধ্যে অনেকে ওমারের পক্ষপাতী ছিল তাঁহার গৌরবপূর্ণ মুখত্রী, সিংহের ন্যায় পরাক্রম, অসাধারণ বর্ণ-কৌশল, বালকের ন্যায় সারল্য এবং অপ-রিসীম সাহসাদি দৃষ্টে সকলে তাঁহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিতেন। তাঁহার কন্যা হাফসা ও তাঁহার হিত সাধনে চেষ্টার ক্রটি করেন নাই।

একদিকে ফতেমার গৃহে আলী ও তাঁহার বন্ধুগণ সমবেত হইয়া মতুলা-নিরত ছিলেন; অন্যদিকে প্রধানপদস্থ মুসলমানগণ আবুবেকার এবং ওমারের জন্য বিশেষরূপ চেষ্টা আরম্ভ করিল। তাহার প্রথমতঃ উত্তরাধিকারের নিয়মমত সিংহাসনে অধিষ্ঠিত না হইয়া জনসাধারণ কর্তৃক শাসনকর্ত্তা মনোনীত হইবেন এইরূপ বিশদান করিলেন। একদ্বারা আলীর অধিকার স্বংস করা হইল। এক বংশ অন্য বংশ হইতে শ্রেষ্ঠত্বলাভ করিলে, এই ভয়ে অনেকে আলীর বিপক্ষ হইয়াছিল, তাহাতে আবার দৃষ্ট-প্রকৃতি আয়েশার ম-জুগ ও চাতুর্য্য আলীর বিপক্ষে যুগপৎ কার্য্য করিতে লাগিল।

অনন্তর যাহারা মক্কা হইতে মহম্মদের সপক্ষ হইয়া পলায়ন করে এবং যাহারা মদীনার তাঁহার সাহায্য করে এই দুই দলের মধ্যে কোন দল শাসন কর্ত্তা মনো-নীত করিবে এবিষয়ে বিষমবিতর্ক উপস্থিত

হইল । প্রথমোক্তগণ বলিতে লাগিল মক্কা মহম্মদের জন্মস্থান, মক্কাতে প্রথমতঃ তাঁহার মত প্রচার হয় ; বিশেষতঃ তাহার মক্কাবাসীদের স্বর্ণ, প্রতিবেশী এবং তাহার মহম্মদের নির্বাসন সময়ে সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ক্রোধ লুপ্ত করিয়াছে, সুতরাং তাঁহার উত্তরাধিকারী নির্বাচনে তাঁহাদেরই অধিকার । শেষোক্তগণ বলিতে লাগিল, মনোনা মহম্মদের আগ্রহস্থান এবং মনোনীত বাসস্থান; তাহার তাঁহার পলায়ন সময়ে সাহায্যদান করিয়াছে, প্রতিপক্ষগণের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিয়া দেই সকল অত্যাচারী শত্রুদিগকে পরাজয় করিয়াছে এবং তাহাদের সাহায্যে সনাতন ধর্ম বিস্তার হইয়াছে । সুতরাং রাজানির্বাচনে তাহাদেরই অধিকার ।

এই বিবাদ ভীষণাকার ধারণ করিল । উভয়পক্ষ অসি নিক্ষেপ করিয়া লিপ-  
ক্ষের প্রতি পরস্পর আক্রমণ করিতে লাগিল । মদীনাবাসীগণ বাসিল রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া দুইজন শাসনকর্ত্তা মনোনীত করা হইবে । ওয়ার এই প্রস্তাব হাস্য করিয়া উড়াইলেন, এবং বলিলেন “ এক কোষে দুইখানা অসির স্থান হয় না । ” আবুবেকারও রাজ্য দুইভাগে বিভক্ত করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন “ রাজ্যের এখন নিত্য শৈশব কাল, দুইভাগে বিভক্ত হইলে নিত্য দুইজন হইয়া পড়িবে । ” তিনি বলিলেন একজন শাসনকর্ত্তা মনোনীত করা কর্ত্তব্য,

ওয়ার এবং আবু অবিদা এই দুই জনের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা নির্বাচন করা হউক । প্রথমতঃ যে কয়েকজন মহম্মদের শিষ্য হয় আবু অবিদা তাহার মধ্যে একজন ছিলেন । মক্কা হইতে পলায়ন সময়ে তিনি মহম্মদের সঙ্গে ছিলেন, এবং চিরদিন নিত্য অনুগত ও বিশ্বস্তভাবে কার্য্য নির্বাহ করেন ।

জানবুদ্ব এবং বয়োরুদ্ব আবুবেকারের উপদেশে কিয়ৎকাল শান্তিরক্ষা হইল । কিন্তু আরবজাতি স্থির থাকিতে পারে না, আরব সাগরের ন্যায় সর্বদা উলমল করে, পুনরায় দুইদল ক্ষেপিয়া উঠিল । তখন ওয়ার সহসা আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তিনি বলিলেন ‘ আবুবেকার সর্বাধিকার বয়োরুদ্ব এবং জানী ; মহম্মদের অনুচরগণ মধ্যে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাধিকার অনুগত ছিলেন, সুতরাং সর্বাধিকার তাঁহাকেই মনোনীত করা কর্ত্তব্য । ’ এই বলিয়া আবুবেকারের অনুগত সখী-  
কারের চিহ্নরূপ হস্ত চুষ্মন করিলেন এবং তাঁহাকে রাজ্য বলিয়া আজ্ঞা পালনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন ।

ওয়ার আপন স্বার্থ প্রতিপক্ষের অনুকূলে উৎসর্গ করিলেন দেখিয়া সকলে আশ্চর্য্য হইল, এবং প্রকৃত পক্ষে আবুবেকার সর্বশ্রেষ্ঠ ইহা তাহার স্পষ্ট দেখিতে পাইল । আবুবেকার কিরণ সর্ষদা মহম্মদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন, তাঁহার উপদেশে কিরণে মুসলমানদিগের

শাসনপ্রণালী সংস্থাপিত হয়; তাঁহার স্বার্থোৎসর্গ, জ্ঞান, প্রকৃতিশক্তি এবং একবার মনে হইল। সুতরাং তিনি যে শাসনভার গ্রহণে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত তদ্বিষয়ে আর অণুমাত্রও সন্দেহ রহিল না। সকলে ওমারের দৃঢ়তা অনুসরণ করিল। আবুবেকার শাসনকর্তা হইলেন। তখন ওমার দণ্ডায়মান হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন ‘অতঃপর যে ব্যক্তি সাধারণের সম্মতি ব্যতিরিক্ত রাজ্য হইতে লোলুপ হইবে তাঁহার শিরশ্ছেদ হইবে, এবং যাহারা তাহাকে মনোনীত অথবা তাহাকে সাহায্য করিবে তাহাদিগের ও প্রাণদণ্ড হইবে।’ একথা সকলে এক বাক্যে স্বীকার করিল; সুতরাং অন্যান্য রাজপদাধীশগণের পক্ষে কোন গোঁলযোগ্য হওয়ার সম্ভাবনা রহিল না।

‘উল্লিখিত কার্যপ্রণালী দ্রুত ওমারকে নিতান্ত নিঃস্বার্থ ও সদাশয় বোধ হইতে পারে, কিন্তু স্থির মননে নিরীক্ষণ করিলে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত দেখা যাইবে।’ এইরূপ কোন কোন মুসলমান-গ্রন্থকার বলিয়া গিয়াছেন। উহাদের মত এই যে, আবুবেকার অত্যন্ত রুদ্ধ হইয়া ছিলেন, তাঁহার বয়স মহম্মদের সমান ছিল। আবুবেকার অনেকদিন বাঁচিয়া থাকিবেন তাহার সম্ভাবনা ছিল না। সুতরাং অপ্ৰদীপ মধ্যে তিনি স্বয়ং সিংহাসন প্রাপ্ত হইবেন ওমারের এই আশা ছিল। তাঁহার শেষোক্ত কার্যে আলীর আশা

সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। আলী ফর্ত-মার গৃহে বন্ধুগণ সহ অবস্থান করিতে ছিলেন, এই সমস্ত ঘটনাবলী দুর্গাঙ্করে জানিতে পান নাই। কিন্তু তাঁহার আশা চিন্তাির জন্য উজ্জ্বল হইল। ইতিভাসনাতে যে পর্যাণ্ড জ্ঞাত হওয়া যায় তাহাতে ঐ সকল ঘটনারগণের নিশ্চিত প্রায়ে ও ওমারের চরিতে স্বার্থপরতার চিহ্ন মাত্র লক্ষিত হয় না। তিনি অতিশয় ন্যায়পরায়ণ সরল-প্রকৃতি মহাপুরুষ ছিলেন। তিনি মুসলমান-রক্ষা এবং বিস্তারের জন্য প্রাণপণে যত্ন করিয়াছেন মত, কিন্তু তাহাতে ভ্রমেও কোনরূপ কোটিলান্য বা কপটতা প্রকাশ পায় নাই। তাঁহার প্রকৃতি আরবীর অনেকের প্রকৃতি অপেক্ষা উন্নত শ্রেষ্ঠ ছিল। সুতরাং তাঁহার উদার চরিত্রের দোষারোপ করা বঙ্গদর লোকের কৃতব্য হয় না।

আলী এবং তাঁহার বন্ধুগণ আবুবেকার শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়াছেন শুনিয়া কোন প্রকার গোঁলযোগ্য ঘটাইবেন, এই ভয়ে আবুবেকার অতিশয় ভীত ছিলেন। তিনি একদল সৈন্যসহ অতীত বাসস্থানে পৌঁছিয়া সমস্ত নিরাকরণ করিতে ওমারকে অনুরোধ করিলেন। ওমার তাঁহার দলবল সহ ফতেমার বাটী অবরোধ করিয়া আবুবেকারের অভিষেকরত্নাণ্ড আলীকে জ্ঞাপন করেন, আলী আশানার অই প্রদর্শন পূর্বক আপত্তি করিলে ওমার তাঁহাকে বলেন যে আপত্তি পরিভাগ্য নাকরিলে তাঁ-

স্বপ্ন প্রাণদগু হইবে, তাঁহার অনুচর বর্গের  
 ও সেই দশা ঘটিবে, এবং জনসাধারণের  
 ক্রোধবিক্রিতে তাঁহাদের গৃহ ভাঙিয়া পড়ি-  
 য়ে। তখন ফতেমা নিতান্ত আত্মশরে মিট-  
 ভৎ সন্যাস সহিত বলিলেন 'আপনি কি এ-  
 ইরূপ কার্য্য করিবেন? আমার বিশ্বাস হয়  
 না।' তখন ওয়ার বলিলেন 'যদি আপনারা  
 জনসাধারণের সঙ্গে মিলিত না হন এবং  
 তাহাদের মতের প্রতিপক্ষতা করেন, তবে  
 আমি সত্য সত্যই ঐরূপ করিব সন্দেহ  
 নাই।' আলীর বকুলাগ অগত্যা নত হইল  
 এবং আবুবেকারকে রাজা বলিয়া স্বীকার  
 করিল। আলী নিতান্ত মর্খা হইয়া  
 বিরলে ফতেমার গৃহে অবস্থান করিতে  
 লাগিলেন। এইরূপে কয়েক মাস অ-  
 তিবাহিত হইলে তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী  
 ফতেমার মৃত্যু হইল। অনন্তর নিতান্ত  
 অনিচ্ছার সহিত আবুবেকারের প্রতি  
 রাজসম্মান প্রদর্শন করিতে লাগিলেন।  
 তিনি আবুবেকারকে এই বলিয়া মিটভৎ  
 সনা করিতেন যে তাঁহাকে না জানাইয়া  
 নিতান্ত কপট এবং অসমলভাবে রাজপদ  
 গ্রহণ করা কদাচ কৰ্ত্তব্য ছিল না। এই  
 ভৎ সনা অশ্লক নহে। আলীর সম্মতি ল-  
 ইয়া কার্য্য করিলে তিনি এত দুঃখিত  
 হইতেন না। তাঁহার যেরূপ মহৎ অ-  
 তঃকরণ ছিল তিনি স্মরণে সম্মতি  
 দিতেন। আবুবেকার বলিলেন, তিনি  
 কেবল জনসাধারণের গোলাযোগ নি-  
 বারণার্থে সিংহাসন গ্রহণ করিয়াছেন

কথাটিও শুনিও না। যদি আমি ত্রেম প-  
তিত হই আমাকে সংশোধন করিও, তা-  
হাতে সন্তুষ্ট হইব না।”

তিনি খলিফা উপাধি (উত্তরাধিকারি)  
গ্রহণ করিলেন। তাঁহার পরবর্ত্তীগণ এই  
উপাধির সহিত ঈশ্বরের প্রতিনিধি এবং  
পৃথিবীতে তাঁহার ছায়াস্বরূপ ইত্যাদি গা-  
র্বদোতক উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন।  
মহম্মদ যেমন বিষয় এবং ধর্ম উভয়ের  
রাজা ছিলেন, খলিফাগণও সেইরূপ রহি-  
লেন।

আবুবেকারের অনেক নাম ছিল।  
কেহ সভাধর্মপ্রচারক, কেহ অন্যান্য অতি-  
ধানও প্রদান করিত। আবুবেকার শব্দের  
অর্থ কুমারীর জনক। মহম্মদের স্ত্রীগণমধ্যে  
মাত্র আয়েশাকে কুমারী অবস্থায় বিবাহ  
করেন, অন্যান্য সকল বিধবাবিবাহমাত্র।  
অন্যান্য ভগ্নেতে প্রবেশ করার জন্য সকলে  
আয়েশার পিতাকে আবুবেকার বলিত,  
এই নামেই তিনি পরিচিত ছিলেন।

আবুবেকারের বয়স সিংহাসন গ্রহণ-  
সময়ে দ্বিবিট বৎসর ছিল। তিনি দীর্ঘ-  
কায় এবং ক্ষীণাঙ্গ ছিলেন। তাঁহার মু-  
খজী উজ্জ্বল ও প্রফুল্ল ছিল। পূর্বদেশীয়  
অনেক মুসলমান যেমন আশ্চর্যপ্রসূত করে,  
তিনিও সেইরূপ করিতেন। তিনি অতি  
শয় বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ছিলেন। প্রত্যেক  
কার্য সম্পাদন সময়ে এতদূর সতর্ক হই-  
তেন যে, সহসা তাঁহার কার্যপ্রণালী দৃষ্টে  
কেহ তাঁহাকে ধৃত মনে করিতে পা-  
রিত না। কিন্তু তাঁহার ন্যায় ন্যায়পরায়ণ স্ত্রি-  
স্বার্থ সাধুপ্রকৃতি শাসনকর্তা মুসলমানদি-  
গের মধ্যে অতি বিরল ছিল। নীচপ্রকৃতি  
সংসারীর ন্যায় তাঁহার একটি কার্যও ছিল  
না। তিনি ঐশ্বর্য্য, জাঁকজমক, বিলাস-  
বাসনা প্রভৃতি কিছুই জরাজীর্ণ রাখিয়া  
ছিলেন না, কার্য্য করিয়া কোন অর্থও সাধারণের  
ধনাগার হইতে গ্রহণ করিতেন না। তাঁ-  
হার একটি ক্রীতদাস এবং একটি উষ্ট্রমাত্র  
ছিল। তাহাতে যে কিঞ্চিৎ ব্যয় লাগিত  
এবং নিজের বৎসামান্যরূপ ভরণপোষণে  
যাহা আবশ্যক হইত, মাত্র তাহাই রাজ-  
কোষ হইতে গ্রহণ করিতেন। রাজকোষে  
যে অর্থ সঞ্চিত হইত তাহা পণ্ডিত, গুণ-  
বানবাক্তি এবং দরিদ্রদিগকে প্রাতি শুক্র-  
বার বিতরণ করিতেন। তান্ত্রিক স্বকীয়  
পরিশ্রমে যে কিছু আয় হইত তাহা সর্বদা  
দুঃখীগণকে দিতেন। যাহাতে দরিদ্রদি-  
গকে যথানিয়মে দান করা হয়, অনর্থক  
তাঁহার শাসন সময়ে কোন অর্থ ধনাগারে  
বসিত না থাকে, তাহা অবহিত হইয়া  
দেখবার জন্য আপন দুইটা আয়েশাকে  
উপদেশ করিলেন।

উল্লিখিত গুণগ্রাম সত্ত্বেও আশ্রবীরদি-  
গকে শাসনাধীন রাখা আবুবেকারের  
পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল। যাহাদিগকে  
কুসংস্কারের সাহায্যে মুসলমান করা হইয়া  
ছিল, জয়ীসেনাপতির শাণিত স্বজ্ঞা এবং  
ভবিষ্যৎকাল মহম্মদের ধর্মোপদেশ ব্যতীত  
তাঁহার আর কিছু সাধিবে কেন? মহম্মদের

উল্লিখিত গুণগ্রাম সত্ত্বেও আশ্রবীরদি-  
গকে শাসনাধীন রাখা আবুবেকারের  
পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল। যাহাদিগকে  
কুসংস্কারের সাহায্যে মুসলমান করা হইয়া  
ছিল, জয়ীসেনাপতির শাণিত স্বজ্ঞা এবং  
ভবিষ্যৎকাল মহম্মদের ধর্মোপদেশ ব্যতীত  
তাঁহার আর কিছু সাধিবে কেন? মহম্মদের

জিরোভাবের পর তাঁহার কুলবর্তীকে কে-  
হই ধর্মরাজ বলিয়া মানিল না, চারিদিকে  
বিত্রোহানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। অব-  
শেষে মক্কা, মদিনা এবং তায়েফ ব্যতীত  
অন্য সকল স্থান স্বাধীন হইল।

মালেকইবিন্ নাওইরা নামক একব্যক্তি  
আপন দলবলসহ মদীনা নগরীর বিকূড়ে  
ধাবমান হইলেন। তিনি যেমন উৎকৃষ্ট  
অশ্বারোহী, সহশজাত এবং বীরপুরুষ  
ছিলেন, তেমনই শুরবি এবং শুরপুরুষ ব-  
লিয়া আরববাসীগণ তাঁহাকে অতিশয়  
ভাল বাসিত। তাঁহার স্ত্রী সমস্ত আরব-  
ললনা অপেক্ষা রূপবতী ছিলেন।

আবুবেকার এই বিষয় অবগত হইয়া  
দুর্জয়, রক্ত এবং রমনীগণকে দ্রুতক্রমে  
পারস্য প্রদেশে প্রেরণ করিলেন, এবং ন-  
গরী দুর্গপরিবেষ্টিত করিতে লাগিলেন।  
মহম্মদ বর্তমান ছিলেন না মত, কিন্তু মু-  
সলমানতরবারি তাঁহার সহিত অন্তর্মিত  
হইয়াছিল না। ওয়ালেদ নামক বীরপু-  
রুষ পূর্বপারাক্রমের পুনরাভিনয় করিতে  
প্ররত হইলেন। তিনসারি চারিসহস্র  
সৈন্যসহ বিপক্ষের দিকে অগ্রসর হইতে  
লাগিলেন। রাজাও নিশ্চেষ্ট রহিলেন  
না। তিনি কোশলপূর্বক বিপক্ষকে হস্ত-  
গত করিয়া জয়লাভ করিবেন সন্শয় ক-  
রিলেন। খালেদইবিন্ ওয়ালেদকে বলি-  
য়াছিলেন, মালেককে কোন প্রকারে হ-  
স্তগত করিতে পারিলে তাঁহার প্রতি যেন  
যত্নাভিব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু খা-

লেদ সে প্রকৃতি ছিলেন না। তিনি বি-  
পক্ষকে পরাজয় করিয়া তাহাদের দেশ  
লুণ্ঠনার্থ সৈন্যগণকে আদেশ করিলেন।  
মালেক এবং তাঁহার স্ত্রী পত্নী অন্যান্য  
অনেকের সঙ্গে বন্দী হইলেন।

খালেদ ইবিন্ ওয়ালেদ মালেক পত্নীর  
মৌল্যার্থে মোহিত হইয়াছিলেন, কোন  
প্রকার মালেককে বিনাশ করা তাঁহার স-  
ঙ্কল্প হইল। মালেক অতিশয় তেজস্বী ছি-  
লেন, কথাবার্তায় রাজার ক্ষমতা স্বীকার  
করিলেন না, খালেদের আদেশে তাঁহার  
প্রাণদণ্ড হইল।

আবুবেকার এই কার্যে অত্যন্ত বিরক্ত  
হইলেন। তিনি বলিলেন, ওয়াকন নামক  
ঐথিয়োপীয়া বাসী এক ব্যক্তি মহম্মদের  
পিতৃব্যকে হত্যা করে কিন্তু মহম্মদ তা-  
হাকে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিলে ক্ষমা  
করিয়াছিলেন। কোরাণের উপদেশানু-  
সারে এক্ষণে প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া বা-  
তিচার জন্য অথবা একজন মুসলমানের  
জীবন হনন জন্য অপরাধীর প্রাণদণ্ড করা  
কর্তব্য। কিন্তু এব্যক্তি ভ্রমাক্রান্ত প্রযুক্ত  
এই পাপ কার্য করিয়াছে। অতএব ঐ-  
শ্বরের কার্যে যে তরবারি নিষ্কোষিত  
হইয়াছে তাহা বন্ধ করা কর্তব্য হয় না।

মহম্মদ যখন পীড়িত ছিলেন তখন  
মোসিলমা নামক এক ব্যক্তি আপনাকে  
ধর্মপ্রচারক বলিয়া ঘোষণা করিয়া  
শিবা সংগ্রহ করিয়া লোহিত বস্ত্র  
হাতে পারস্য মাগর পর্যন্ত সকল ভ্রম

অধিকার করিয়া লয়। এক্ষণে এই ব্যক্তির সমস্ত উত্তরাধিকার প্রয়োজন হইল।

কথিত আছে যে মোসিলমার শিষ্যগণ মধ্যে আবুকাদলার রূপবতী ও গুণবতী পত্নী মেজ্জা প্রধানা ছিলেন। তিনি কবিত্ব সম্পন্না এবং তামিমজাতীর লোক মধ্যে অতিশয় প্রিয়া ছিলেন। হিজ্রাঙ্গির রাজা সালমনের তাঁহার জ্ঞান গোঁরবে বিমুগ্ধ হইয়া শিবির রাজী তাহাকে দেখিবার জন্য যেমন গমন করিয়াছিলেন, মেজ্জাও মোসিলমাকে সেইরূপ দেখিতে গেলেন। শূন্যের পবিত্র আকর্ষণে না হইলেও রূপজ্ঞা হেঁহে উভয়ের নয়ন ও মন উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়। পরস্পর পরস্পরের সহবাস ভাল বোধ করিল; অধিকাংশ সময় একত্র অতিবাহিত হয়। মেজ্জা তাঁহার নবীন প্রণয়ীর নিকট ভবিষ্যদ্বাণী ক্ষমতা লাভ করেন, মোসিলমা ও প্রণয়িনি হইতে কবিত্ব শক্তি প্রাপ্ত হন।

শূন্যের পবিত্র আকর্ষণে আবৃত থাকিয়া প্রণয়ি যুগল যখন কবিতা ও ভবিষ্যদ্বাণীর সুখময় স্বপ্ন দেখিতেছিলেন খালেদ ও তাঁহার অগণ্য সৈন্য সেই শূন্যের অবিরাম স্রোতে প্রতিরোধ জন্মাইল। মোসিলমা ততোধিক সৈন্যসহ প্রত্যাগমন করিলেন। যামামার রাজধানীর সমীপে আত্মরক্ষা একটা ঘোরতর যুদ্ধ হইল। প্রথমতঃ বিপরীত পক্ষেই বিজয়-চিহ্ন লক্ষিত হইল, কিন্তু মুসলমান ভূতলে শয়ন করিল। কিন্তু খালেদ তাঁহার সৈন্যগণকে পুনরায়

শ্রেণীবদ্ধ করিলেন, বিপরীত পক্ষের পিতৃভাতৃ হইল, তাহাদের দশ, পঞ্চাশ, শত, শত শত হইয়া গেল। মোসিলমা আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, কিন্তু আত্মঘাতে অংগ হইয়া ভূতলে পড়িলেন। কথিত আছে ইখিপিওশিয়াবাসী ওয়াক্বা মহম্মদের পিতৃভাতৃকে ওহদের যুদ্ধে যে অস্ত্রে নিপাত করে, ঠিক সেই অস্ত্রদ্বারা মোসিলমাকে হত্যা করিল। মহম্মদের পিতৃভাতৃ হামজাকে বধ করা সত্ত্বেও মহম্মদ ওয়াক্বাকে ক্ষমা করেন, ওয়াক্বা তদবধি গৌড়া মুসলমান হয়।

মোসিলমার অবশিষ্ট সৈন্যগণ ও শিষ্য সমুদয় আগ্রহের সহিত মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিল। খালেদের নির্ভুর প্রকৃতিতে ও অসত্যভাবে মালেককে হত্যা করিতে তাঁহার প্রতি সাধারণের যে ঘৃণার্তাব হইয়াছিল, এক্ষণে এই যুদ্ধে জয়লাভ করিলে মেকথা সকলে ভুলিয়া গেল। তিনি আরও অনেক জয়লাভ করিলেন। যখন যেখানে যাহাকে সৈন্যাদাক্ষ স্বরূপ প্রেরণ করা হইত, খালেদ হয় তাহার সহিত মিলিত হইতেন না হয় সৈন্য দ্বারা বা অন্য প্রকার সাহায্য প্রদান পূর্বক জয়লাভ করিতেন। এইরূপে খলিকাদিগের রাজ্য স্থাপনাবধি এক বৎসর কাল মধ্যে যেখানে যে উচ্ছৃঙ্খলতাব ছিল সে সমস্ত প্রশমিত হইয়া সমস্ত আরবদেশে খলিকাক্ষমতা অব্যাহতরূপে প্রতিষ্ঠিত হইল।

মোসিলমাকে পরাজয় করার অব্য-





## ভাষা

বাহালীর আশ্রয় নিয়ে এই যে তাহার।  
 লিখিতে জানেন না। এমনি থাকিতে জানেন  
 না। কিন্তু লিখিলে সুসারে লব্ধ প্র-  
 তিষ্ঠ হওয়া যায়, এবং সুখে দিন-নি-  
 ব্বাহ করিয়া থাকিতে পারা যায়, তাহা  
 তাহাদিগের বুদ্ধির অগম্য। এক অশুক-  
 বর্ণে তাহাদিগের সর্বনাশ হইল। মহা-  
 পুরুষেরা যে পন্থা অবলম্বন করিয়া গিয়া-  
 ছেন, আমাদিগের ও সেই পন্থা অবলম্বন  
 করা বিধেয়, এই মূলমন্ত্র তাহাদিগের জদ-  
 যের চালক স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।  
 এবং ইহারই বশবর্তী হইয়া তাহারা মুক্ত-  
 কণ্ঠে বলিতেছে “যাহা হইয়াছে তাহা হ-  
 ইবেই, কিন্তু যাহা হয় নাই তাহা কইবারও  
 নহে।”

মহাপুরুষদিগের অনুবর্তী হওয়াকে  
 আমরা নিন্দা করিতেছি না। বরং অনেক  
 সময়ে ইহাই একমাত্র প্রায়শী কৰ্ত্তব্য  
 হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু তাই বলিয়া সকল  
 সময়েই তাহাদিগের উচ্ছ্রষ্ট উত্তারণ ক-  
 রা আমাদিগের পক্ষ সমর্থন করা  
 প্রযুক্ত। বুদ্ধি সংগত নয়। দেশ-  
 কাল, পরিবেশ, সময়ের এবং কার্যের  
 প্রভেদ হইয়া থাকে। অতি প্রাচীন কালে

কন্যাহরণই বিবাহের উৎকৃষ্ট আদর্শ  
 ছিল। কিন্তু সেই কন্যাহরণ একপে  
 দণ্ডবিধি অনুসারে গৃহিত বলিয়া পরিগ-  
 গিত হইয়া থাকে। যাহারা ভারত-  
 জয়ের অপূর্ণ কবিতালহরী পাঠ করিয়া  
 নাসিকার বজ্রদ্বারা ‘অলীল’ ‘অলীল’  
 বলিয়া চিৎকার করিয়া থাকেন, তাহারা  
 বুঝেন না যে, ভারতচন্দ্রের সময় আমাদি-  
 গের সময় নহে। এবং এই কথা নাবুদ্ধির  
 অলীলতানিবারিণী সভায় কবিবরের অ-  
 তুল্য যশস্বন্তরূপ বিনামূল্যের দস্তকরিবার  
 প্রস্তাব করেন। ধন্য কৃশাণ্ড বুদ্ধি! যাহারা  
 আবার ভাবেন, যে মহাসামান্য তাগ ক-  
 রিয়া প্রাচীন যোগীকবিদিগের অনুকরণ  
 করা আমাদিগের কর্তব্য। প্রাণিহিংসা  
 পরম অধর্ম এই মহামন্ত্রের বশবর্তী হইয়া  
 যে সকল মহাপুরুষেরা পরকালের জন্ত  
 ধ্যান নিয়ম ছিলেন তাহাদিগের কার্যের  
 উপর বাক্য বায় করা আমাদের পক্ষে নি-  
 তান্ত ধৃষ্টতার কার্য। যাহারা এরূপ বি-  
 বেচনা করেন তাহারা বঙ্গদেশের আধুনিক  
 অবস্থা এক বার ভাবিয়া দেখেন না।  
 বাঙ্গালী মুর্খল, বাঙ্গালী কীর্ণ, বাঙ্গালী  
 ভয়শীল সুতরাং এ অবস্থার বঙ্গে মানস

\* এই প্রবন্ধের সাংক্ষেপ, দৃষ্টান্ত সমেত, হার্ভটস্পেন্সার প্রণীত ‘Education’

নামক পুস্তক হইতে সংগৃহীত হইল।



ভাষার কোথাও দৃষ্টি হয় না। শিশু চারি  
দিকবৎসর বয়সের হইলেই তাহাকে অমনি  
গুরুমহাশয়ের পাঠশালাে বা স্কুল পণ্ডি-  
তের অধীনে সমর্পণ করা হয়। গুরুমহা-  
শয়ের এবং পণ্ডিত মহাশয়ের অধীনে থা-  
কিয়া তাহাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি সঙ্কুচিত হইয়া  
যায়, স্মরণশক্তি নান হয় এবং এই কোমল  
বয়সে গুরুতর মানসিক পরিশ্রমে শরীর হ-  
র্বল হয় এবং আনুমানিক যত অকল্যাণ আ-  
সিয়া জুটে। সেই অল্পবয়সে তাহাদিগের  
শিক্ষিত বিষয়ে দৃশ্যবোধ হয় না। শিথিলে  
আদম্ব্য বোধ হয় না। সুতরাং তাহারা  
পণ্ডিত মহাশয়দিগকে ফাঁকি দিতে যৎপ-  
রোদাশ্চি চেষ্টা করিয়া থাকে। পণ্ডিত  
মহাশয় জানিতে পারিলে আর রক্ষা রা-  
খেন না। বেত্রধারীরূপী হইয়া সেই  
কোমল পুত্র নির্দয় রূপে প্রহার আরম্ভ  
করেন। শিশুদিগের কাজেই বিদ্যায়  
অগ্রজ্ঞা জন্মে, শিক্ষকের প্রতি অভক্তি  
জন্মে। এবং যে পিতা মাতারা সন্তানের  
এইরূপ কষ্টের কারণ হন, তাহাদের উপ-  
রেই বা অভক্তি না জন্মিবে কেন? এই  
সকল শিশুরা বয়প্রাপ্ত হইলে মূর্খ, ধূর্ত,  
এবং অকর্মণ্য হইয়া বংশে কালি গিয়া  
থাকে। কিন্তু তাহাদিগের পিতা মা-  
তারা বুঝেনা যে, তাহাদিগের পুত্রকে  
সন্তান ধর্মুর্জর হইয়া দাড়ায়। এক-  
জন ডাক্তার বলিয়াছেন যে, ক্রান্ত আট  
বৎসরের পুত্র সন্তানকে কখন "কুলে  
পাঠান উচিত নয়, কারণ ইহার পুত্র

মানসিক পরিণাম করিলে সন্তান কদর, হ-  
র্বল এবং অস্পৃহীত হয়।

কেবল তাহাই নয়। বঙ্গ প্রান্ত  
রক্ষার জন্য বিশেষভাবে শিশুদিগের কোন  
উপায় অবলম্বিত হয় না। শৈশবের প্রান্ত  
রক্ষার যেরূপ প্রয়োজন এরূপ আর কখন  
নহে। মৃত্যু সংক্রান্ত তালিকা হইলে দেখা  
যায় যে, তাহাদের আদিকাহশই শৈশবে  
এবং বার্ককে ব্যটিয়াছে। পিতা মাতারা  
শিশুদিগের প্রান্তা সম্বন্ধে বিশেষ দৃষ্টি রা-  
খেন না, ইহা সামান্য দুঃখের বিষয় নয়।  
শিশু প্রাতঃকালেই শয্যা হইতে উঠিলে  
হিম লগ্নিবে বলিয়া তাহাদিগের পিতা  
মাতা পুনরায় শয়ন করিতে অনুরোধ ক-  
রিয়া থাকেন। এবং যেভাবে প্রতিপালিত  
না হইলে প্রান্তা পরিভ্রমণ করিত হয় না।  
সুতরাং শিশুদের প্রাতঃকালে শয্যা ত্যাগ  
করে না। শিশু পরিভ্রমণজনক জীভা-  
রিতেছে দেখিলে হয়ত বহুদূর পিতা বলি-  
বেন "বলিয়া খেলা নাই কেবল উৎপাত"  
এবং সঙ্গে সঙ্গে হয়ত দুই চারি চপটাঘাত  
পড়িল, অমনি শিশু পরিভ্রমণ হইতে ক্রান্ত  
হইল। এইরূপে তাহাদিগের মনের সূখ  
এবং শরীরের সূখ একবারে নষ্ট করা  
হয়। যদি তাহারা জীভিত থাকে তাহা  
হইলে অত্যন্ত হর্বল হওয়ারই সম্ভাবনা  
নহিলে পিতা মাতাকে কঁকাইবার হইলে  
ছাড়িয়া চলিয়া যায়।

কেবল তাহাই নয়। প্রান্তা সম্বন্ধে কি-  
ঞ্চিৎ দৃষ্টি রাখা কঠোর শিশুরা প্রান্ত

পরিমিত ভোজন করে না, কিন্তু তাহাবি-  
গকে নিয়মিত ভোজনে বাধ্য দিলেই তা-  
হার সুবিধা পাইবে। অপরিমিত ভোজন  
করিয়া থাকে। এইজন্য শিশুদিগের খাদ্য  
সম্পদকে যত্নপূর্ণ বাধ্য দেওয়া উচিত নহে।  
অত্যধিক বস্তুদেশে মাংস ব্যবহার বি-  
শেষ প্রয়োজনীয় ছইয়া দাঁড়াইয়াছে।  
অনেকে বলিবেন বস্তুদেশে উত্তাপ প্র-  
ধান; এখানে মাংস ব্যবহারে বিপরীত  
ফল ফলিবার সম্ভাবনা। তাহার একপ  
ভাবিবেন, তাহার ডাক্তারদিগের পরামর্শ  
নাইলেই তাহাদের ভ্রম বুঝিতে পারি-  
বেন। তবে সকল প্রকার মাংস এ-  
খানে উপকারী না হইতে পারে। কিন্তু  
দাগ প্রভৃতি মাংস বস্তুর যে উপ-  
যোগী ভূমিকা সম্পন্ন নাই। মাংস যে  
কোনো পুষ্টিগত তথ্য বুদ্ধিমানকে  
বুদ্ধিমান নিপ্রয়োজনীয় ইহা বলিলেই পর্যাপ্ত  
হইবে যে, জগতে জিত জাতিরা প্রায় স-  
কলেই মাংসভোজী। ইংলণ্ডীয় রুসিয় প্র-  
ভৃতি অন্যান্য জাতিরা ইহার শত শত দৃ-  
ষ্টান্ত স্থল। মাংসে যে কেবল শারিরীক  
বল বৃদ্ধি করে তাহাই নহে, ইহাতে শরী-  
রের আরও বৃদ্ধিকরে এবং মস্তিষ্কে অস্থি  
ও ধমনীগণকে পরিপুষ্ট করে। ডার্বিন এ-  
কজাতির কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন  
যে তাহাদিগের আরও শরীরের উচ্চতা  
সাধারণ মনুষ্যের অধিক। তাহার নি-  
রাশিহীন। অনেক দেখিবেন যে, ইং-  
রাজ এবং ক্যাম্বোজী তুলনায় রাসালী

শরীর আরও অনেক কম। বেশকিছু  
এবং মৃত্যুতে শরীরের অনেক পার্থক্য  
জন্মে, স্বীকার করি। কিন্তু খাদ্যমুদার  
যে পার্থক্য জন্মে তাহাও নিশ্চয়। এত-  
ব্যতীত মাংস ভোজনে সাহস ও বুদ্ধিবৃত্তি  
তেজস্বী হয়। লক্ষ্যকুমার বাবু লিখিয়া  
ছেন যে \* কোন ব্যক্তিকে শিশুকা-  
লেই আনিয়া তৃণভোজন করিতে শিখান  
গিয়াছিল, তাহাতে দেখা গেল যে, সে  
বড় ছইলে আর কাছাকেও দংশন করিতন।  
এবং তাহার সাহস একেবারে নষ্ট ছইয়া  
গৃহপালিত পশুর মত ছইয়া দাড়াইয়াছিল।  
মাংসে যে বুদ্ধিবৃত্তি তীক্ষ্ণ হয় তাহা মাংস  
ভোজীমাত্রকেই পরীক্ষা করিলেই জানিতে  
পারিবেন। একবার বিলাতে কোন ব্য-  
ক্তিকে ছয়মাস কাল কল মূল তণ্ডুল খাইয়া  
রাখা গিয়াছিল। তাহাতে তাহার বুদ্ধি-  
বৃত্তি ক্ষীণ, ও স্মরণ শক্তি ম্রান হয়। পরে  
আবার মাংস ব্যবহার করিতে আরম্ভ  
করিয়া ছয়মাস মধ্যেই আপন্যার সেই পূর্ব  
শক্তিগুলিকে পূর্বাবস্থায় পাইল। সুত-  
রাং ইহা স্পষ্ট দেখা যায় যে, বেলে  
মাংস ব্যবহার একান্ত আবশ্যক। কিন্তু  
শৈশবে মাংস ব্যবহার করিলে যে  
অসুখ হইবার সম্ভাবনা, তাহা  
সত্য নহে। কারণ শারী-  
রিক ও মানসিক বল, মামসিক বৃত্তি-  
চর্চা ইত্যাদি বল, প্রথম হইতে বৃদ্ধ করিলে

\* বাধ্য বস্তুর সহিত মামসবস্তুতির  
সরাসরি বিচার।

যেমন উৎকর্ষ লাভ করিবার সম্ভাবনা  
এক আর কোন রূপে নেই। অনেক জা-  
নেন, যে সম্ভাবন শিশুকালে দুর্বল থাকে,  
সে আর কখন বলবান হইতে পারে না।

কিন্তু যে শৈশবে বলবান থাকে সে যখন  
দুর্বল হইলেও যত্ন করিলে পুনরায় আপ-  
নার আত্মবিক বললাভ করিতে পারে।  
ইহাও অনেক জানেন যে, একবার রোগ  
হইলে শরীর কখন ঠিক পূর্বের মত  
হয় না। এইজন্য শৈশবাবস্থা হইতেই স-  
স্থানের স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্তব্য।

এই সম্বন্ধে আর একটি কথা বলা আ-  
বশ্যক। এই কথা শিশুদিগের সম্বন্ধে এবং  
লব্ধবয়ঃ যুবক সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। অতি  
রিক্ত মানসিকপরিশ্রমে আধুনিক ছাত্রেরা  
শরীরকে দুর্বল করিয়া ফেলে। পরীক্ষা  
উত্তীর্ণ হইবার জন্য তাহারা শরীরকে  
এরূপ কষ্ট দিয়া থাকে যে, হয় পরীক্ষার  
সময়েই নরপরীক্ষার পরেই তাহান্নিকে  
ওকতর রোগে আক্রান্ত হইতে হয়।  
‘মস্ত্রং বা সাধয়েম শরীরং বা পাতয়েম’ এই  
ত্রয়ের বশবর্তী হইয়া তাহারা জমাজের  
কি পরিমাণ অনিষ্ট করে তাহা একবার  
চাখিয়াও দেখে না। শিশুদিগের সম্বন্ধে  
এতদ্বিধে পিতা মাতার দৃষ্টি থাকা  
কর্তব্য। (\*)

\* এই দোষের কিয়ৎকিঞ্চ শিষ্টাবিতা-  
গের কর্তৃপক্ষদিগের উপর অর্শ না কি ?  
তাহারা একটু অনুগ্রহ করিলেই ত ছা-  
ত্রেরা এই বিপদ হইতে নিষ্কৃতি পায়।

দ্বিতীয়ঃ বদে একগুণে কিয়ৎকিঞ্চ শিষ্টা  
হওয়া আবশ্যিক। বিলাতেও এই বিষয়ে  
তর্ক হইতেছে। তাহারা বলিতেছে যে  
বিলাতে একগুণে কাব্যের কিছু উন্নতি আ-  
বশ্যিক। আমরা বলিতেছি কাব্যে আমা-  
দিগের ছাড় জ্বালাতন হইয়াছে, আমরা  
কাব্য আর চাহি না। মূল কথায় সকলে-  
রই সীমা আছে। কাব্যের যতদূর সীমা,  
বিলাতে ততদূর যায় না। আমাদের  
কাব্য সীমা ছাড়িয়া এতদূর চলিয়া গি-  
য়াছে যে কাব্যের জ্বালায় আমরা অস্থির।  
সেই যে জরদেব ‘ললিত লবঙ্গলতা’ বলিয়া  
প্রেমের বাঁশরী বাজাইয়াছিলেন অমনি  
রসিক বাঙ্গালী কবি ‘প্রেম’ ‘প্রেম’ ‘প্রেম’  
করিয়া পাগল। বিরহ বর্ণনা বসন্ত বর্ণনা  
বাঙ্গালীর লেখনীর অগ্রে বর্তমান (\*)  
কিছু দিনের জন্য আমাদের উচিত গ-  
ভীর বিষয় আলোচনা করা। বঙ্গ বিজ্ঞা-  
নের উন্নতি চাই। সেই তপস্যায় একগুণে  
নিমগ্ন হওয়া কর্তব্য। কেবল যে আমরা  
কবিদিগের জ্বালায় জ্বালাতন তাহা নহে,  
কাব্যপাঠকদিগের জ্বালাও কিন্তু পাবি-  
মাণে অতিরিক্ত। চতুর্দশবর্ষীয় রসিক নাটক  
হাতে করিয়া ভারকল্প করতঃ ‘হা প্রেমালী’  
‘হা প্রেমসী’ বলিয়া ভবিষ্যৎ প্রেম-  
ালীর সহিত আলাপ করে এবং তাহার বি-  
রহে কাদিতে থাকে, ইহা কি কম হাস্য-

\* প্রকবির কন্মা করবেন। তাহা-  
দের কথা আমরা বলিতেছি না। তাহারা  
বঙ্গের সুখতিপক।

জন্মক এবং শৌচিনীর ব্যাপার ? পুত্ররাং  
মাতারা শিশুরা কাব্য পড়িয়া এইরূপ  
'কবি' না পার'তবিরে পিতা মাতার  
দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। শৈশব, হইতেই তাহা-  
দিগকে বিজ্ঞানে কিছু কিছু শিক্ষা দেওয়া  
কর্তব্য। আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে মাত  
আট বৎসরের পূর্বে সন্তানকে বিদ্যালয়ে  
পাঠান কর্তব্য নয়। ইহাতে অনেক ব-  
লিবেন, যে 'ক' 'খ' শিখিবার উপ-  
যুক্ত নয় সে বিজ্ঞান শিখিবে কিরূপে ?  
আমরা তাহাদিগকে উপায় বলিয়া দি-  
তেছি। বিদ্যালয়ে পাঠাইবার পূর্বে যে  
শিশুর কোনরূপ শিক্ষা হইবে না তাহা  
নহে। মুখে মুখে সন্তানকে যত শিখান  
যায় ততই ভাল। মুখে মুখে শিখিতে ম-  
স্তিষ্কের পরিচয় হয় না এবং শিখিতেও  
আমোদ হয়। পুত্ররাং সে সময়ে যাহা  
শিখে তাহা আর জন্মে ভুলেনা। শিশু  
ঠাকুরমার নিকট কত আগ্রহের সহিত  
রাজা ও রানীর গল্প শুনে। যাহারা শি-  
খিতে আনেন, তাহাদিগের শিশুরাও  
তাহাদিগের নিকট হইতে অত্যন্ত আগ্র-  
হের সহিত শিক্ষা গ্রহণ করে। আমরা  
উদাহরণ দিতেছি। মনে কর তোমার  
শিশুকে তুমি বাগানে লইয়া গিয়াছ।  
একটি রক্তের পত্র ছিড়িয়া তাহার হাতে  
দিয়া বলিবে এইরূপ পাতা বাগানে যদি  
আর থাকে লইয়া আইস। শিশু অত্যন্ত  
আনন্দের সহিত একথা করিবে, সু-  
রিয়া সুরিয়া সেই পাতার সহিত অন্য

পাতার সাদৃশ্য পাইলেই তুমিরা আনিবে।  
অতি সাধারণ মাত্র বিভিন্নতা থাকিলে সে  
বুঝিতে পারিবে না। তখন দুইটি পাতার  
মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কিনা জিজ্ঞাসা  
করিবে। প্রথমে হয়ত সে বলিবে কিছুই  
নাই। পুনরায় তুমি ভাল করিয়া দেখিতে  
অনুরোধ করিবে, তখন সে বহুকষ্টে একটি  
বিভিন্নতা দেখাইতে সমর্থ হইবে। তখন  
তুমি বলিবে আর কিছু আছে কি না ?  
এইরূপে শিশু যতক্ষণ আপনি বসিতে  
পারে ততক্ষণ বলাইবে, পরে বলিয়া  
দিবে। এইরূপে শিশুর বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা  
জন্মিবে। একপ্রকার পাতার বিষয় শি-  
খাইলে অন্যরূপ পত্রের বিষয় শিখাইবে।  
এইরূপে সে শীঘ্রই উদ্ভিজ্জ বিদ্যার মূলমন্ত্র  
ছন্দে প্রথিত করিয়া ফেলিতে পারিবে।  
এইরূপে তাহাকে ক্ষেত্রতত্ত্ব, রসায়নবিদ্যা,  
সঙ্গীত বিদ্যা প্রভৃতি সকলেরই কিছু কিছু  
শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক।

তৃতীয়তঃ নীতিশিক্ষা। এসবক্ষেত্রে শি-  
শুদিগের উপর পিতা মাতার দৃষ্টি রাখা  
কর্তব্য। সন্তান বড় হইলে যাহাতে গুণ-  
জনের অবাধা না হয়, সেইজন্য শৈশব হ-  
ইতেই কিছু কিছু শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক।  
কিন্তু সে শিক্ষা কিরূপ ? স্পেন্সর বলেন  
শ্রমজীবীর শিক্ষা। অনেক পিতা মনে করেন  
যে, প্রকারে সকল শাসন হয়। যে সন্তান  
পিতার অবাধা তাহাকে প্রহার কর, ইহাই  
তাহাদিগের উপদেশ। এটি যে ঘোরতর  
দ্রব তাহা বলা বাহুল্য। সন্তানকে কখন



প্রহার করিবে না। স্বভাবের শিক্ষায় শিশুকে শাসন করিবে। আমরা একটি উদাহরণ দিতেছি। মমেকর ভোনার শিশু-সন্তান প্রদীপের নিকটগিয়া কাগজ পুড়িতেছে। যদি সে সময়ে তুমি তাহাকে প্রহার কর, তাহা হইলে সে ভাবিবে যে আমি কোন দোষ করিনাই তথাপি মার খাইলাম। কাজেই পিতার উপর তাহার অকৃত্তি জন্মিবে। এরূপ আর দুই চারিটি ঘটনা হইলেই পিতার উপর ক্রমেই অপ্রমত্ত হইয়া যাইবে। এবং তখন পিতার একান্ত অবাদ্য হইয়া উঠিবে। এবং সেই অবাদ্যতা শাসন করা পিতার সাধ্যা-ভীত। সুতরাং সন্তান যখন এইরূপ প্রদীপ লইয়া জীড়া করিতে থাকিবে, তখন পিতার উচিত যে তাহাকে মুখে বারণ করিয়া দেয়। পিতা বলিবে, 'দেখ এরূপ করিও না হাত পুড়িয়া যাইবে' শিশু হয়ত শুনিবে না। কিছু পরেই হাত পুড়িবে, এবং তখন পিতা যে ঠিক কথাটি বলিয়াছিল, এই জন্য পিতার প্রতি ভক্তি হইবে। এবং পিতার কেম অবাদ্য হইয়াছিল ত-জ্ঞান্য মুখে করিবে। এবং সেই স্বভাবের শিক্ষা পাইয়া সে আর কখন অগ্নির নিকট যাইবে না। এইরূপে তিন চারি বার পিতার কথার বাথার্থ্য বুঝিতে পারিয়া, এবং যখনই পিতার কথা অমান্য করিয়াছে তখনই বিপদ ঘটয়াছে, এটি দেখিয়া পিতার প্রতি তাহার অকৃত্তি জন্মিবে।

মানসিক শিক্ষা ও নীতি শিক্ষা পর-

স্পষ্ট দুইটি ভাগিনী। যেখানে মানসিক শিক্ষা সেইখানেই নীতি শিক্ষা। মানসিক ভাব, এবং যেখানে নীতি শিক্ষা সেইখানেই মানসিক শিক্ষার উন্নতি। জ্ঞানী হইলেই সং হয় এবং সং হইলেই জ্ঞানী হয়। সুতরাং পিতা মাতাদিগের কর্তব্য যে, দ্বাছাতে তাহাদিগের সন্তানদিগের মানসিক ও নৈতিকবৃত্তি সকল যুগপৎ উন্নতিলাভ করে তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন লওয়া। নৈতিক বৃত্তি বাতিত মানসিক বৃত্তির ক্ষ-রণ হয় না। মানসিক বৃত্তি বাতিত নৈ-তিক বৃত্তির ক্ষরণ হয় না।

কিরূপে শিশুদিগকে শিক্ষাদান ক-রিতে হয় আমরা সংক্ষেপে তাহা দিব্যত করিলাম। যাহারা ইংরেজী জ্ঞানেন না তাহাদিগের জন্যই এই প্রবন্ধ লিখিত হ-ইল। যাহারা ইংরেজী জ্ঞানেন, তাহা-দিগের প্রতি আমাদের অনুরোধ যেন তা-হার একবার স্পেন্সার রুড মূলপুস্তক পাঠ করেন।

উপসংহার কালে আমাদের এই-মাত্র বক্তব্য যে এতদূর আসিয়া চিত্রটি ঔপন্যাসিক হইয়াছে বলিয়া অনেকে আ-ক্ষেপ করিবেন। তাঁহারা বলিবেন যে, শিশুকে এইরূপ মনোবিশেষের শিক্ষা দে-ওয়া অনুযায় অসম্ভব। ইহা হইবে যে যে উপকরণ আৱশ্যক তাহা তাহাদের সম্মুখে একজন্মের ভাষায় বর্ণনা করিয়া দেওয়া যায়। তাহা হইলেই তাহাদের মানসিক শিক্ষা নাই সে সম্বন্ধে কিরূপে

শিক্ষার শিক্ষা আছে তা-  
হা সমস্তই শিক্ষা দিত লত লত বিষ যে  
শিক্ষা তাহা সমস্তই শিক্ষা করি। কিন্তু  
যতদূর সম্ভব ততদূর শিক্ষা কেন না দেই ?  
যাহাদের উপর বঙ্গের সমস্ত আশা তরসা

নির্ভর করিতেছে, তাহাদিগের উন্নতির  
জন্য যে যত্ন না করিল সে কি মানুষ ? শি-  
ক্শিকা সম্বন্ধে আমাদের অনেক কথা ব-  
লিবার রহিল।

জিম, ৮—

## জয়পুর।

৪র্থ খণ্ডের ৭ম সংখ্যার ৩৩৯ পৃষ্ঠার পর।

কুন্তলদেবের পরলোক গ্রামের পর  
তদীয় পুত্র পূজন সিংহাসনে অধিরোহণ  
করিলেন। রাজপুত্র-বীরকুল চূড়ামণি চাঁদ  
পূজন-চরিত্র যেক্রমে চিত্রিত করিয়াছেন,  
তাহাতে পূজনকে বীরকুলপূজনীয় বলিয়া  
সকলেই স্বীকার করিবেন সন্দেহ নাই।  
পূজনের সমগ্র বীরকীর্তির অবতারণা ক-  
রিতে হইলে সাময়িক পত্রের পত্র পৃষ্ঠার  
অবলম্বন পরিভাগ পূর্বক এক খানি স্বতন্ত্র  
গ্রন্থের প্রচার আবশ্যক হইয়া উঠে। সু-  
তরাং তাহাতে আমাদের নিরস্ত হইতে হ-  
ইয়াছে, অতএব পূজনের পরিচয় সংক্ষেপে  
বর্ণন করিতে হইল বলিয়া আমরা নিতান্ত  
দুঃখিত হইলাম।

চোলরায় হইতে পূজন বর্ষ পুরুষ।  
এই অসাধারণ বীরকীর্তির প্র-  
তিভাষা পূজনকে রাজপুত্র হইয়াছিল এবং রাজ-  
পুত্র হইয়া পূজনকে বীরকুলপূজনীয় বংশীয় বি-  
রাটপুত্র হইয়া পূজনকে বীরকুলপূজনীয় বংশীয় বি-  
রাটপুত্র হইয়া পূজনকে বীরকুলপূজনীয় বংশীয় বি-  
রাটপুত্র হইয়া পূজনকে বীরকুলপূজনীয় বংশীয় বি-

ভাষ্য একশত আটজন প্রধান কুলীন সেনা-  
নাগের মধ্যে তাঁহাকে প্রধান পদ প্রদান  
করিয়াছিলেন। পূজন এবং প্রকার গো-  
রখান্দ পদের যথার্থ যোগা পাত্র ছি-  
লেন। তিনি দুইবার মুসলমানদিগকে প-  
রাস্ত করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের উত্তর-  
পশ্চিম-সীমান্ত-পার্শ্বতা প্রদেশের  
খাইবার নামক বিখ্যাত গিরি-সঙ্কটে পূজন  
এক যোঁরতর যুদ্ধে যখন সেনাপতি প্রসিদ্ধ  
মাহাবুদ্ধিকে পরাভূত করিয়া গিজনী ন-  
গর পর্যন্ত তাঁহার পশ্চাৎ ২ খাবিত হইয়া-  
ছিলেন। তাঁহারই অশিক্ষা প্রত্যনে  
চণালসিক্ত মাছোবা দেশ পৃথী রায়ের  
করতলস্থ হয়। পৃথীরায় যে কামাক্ষী-  
মিণি জয়চন্দ্রের পরম রূপ লাভাব্যবী ক-  
হিতাকে ভরণ করেন, তদভিনয়ে পূজন  
শোভাবীর্যের পরাক্রান্ত দেখাইয়াছিলেন।  
জয়চন্দ্র পৃথীরায়ের এই অবস্থা ব্যবস্থায়  
কোষস্থিত হইয়া তাঁহার লিখিত পাঁচদিক  
যোঁরতর যুদ্ধ করেন। এই অবস্থাপ্রায়ে



চতুঃষষ্টি বীরপুত্রবর্গগণসমভিব্যাহারে পৃথ্বীরায়ের সহকর্তার জ্ঞাত নিযুক্ত থাকেন। পূজন এই যুদ্ধেই প্রাণ পরিত্যাগ করেন। রাজকবি চাঁদ এই যুদ্ধের বৈরাগ্য লোমহর্ষণ বাপার বর্ণনা করিয়াছেন, অন্তলে তাহার কিয়দংশের অনুবাদ প্রকাশ করা গেল;

“মিরার বংশীয় গোবিন্দ-গেহলোট পূজনসহ সমবেত হইয়া শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন। গোবিন্দের পতনে শত্রুদল আনন্দে মত্তা করিতেছে দেখিয়া বীরপ্রাণা পূজন কুলিপাঁতের জায় যুদ্ধ ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। উভয় করে ভীষণ খজা ধারণ করিয়া অবিরত শত্রুগণ নিপাত করিতে লাগিলেন। চারিশত যোদ্ধা তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছিল, তাঁহার সাহায্যার্থে কেবলমাত্র কেহরি, পীপা, বোহো, নরসিংহ এবং কচরা এই ভ্রাতৃপঞ্চ সশস্ত্রে উপস্থিত ছিলেন। নিরন্তর বহ্নম ও খজা চালিত হইতে লাগিল, অনবরত নরমুণ্ড বর্ষণ হইতে লাগিল এবং নরশোণিতে রণভূমি প্রাণিত হইয়া গেল। এমন সময়ে পূজন জয়চন্দ্রের যবন সেনাপতি কতিমানকে আক্রমণ করিয়া তাহার মস্তকোদ্ধার করিলেন, কিন্তু তাহার মস্তক ভূমিতে পড়িত হইতে না হইতেই তাহারই পরিভ্রাতা কলিরপী নরম পূজনের বক্ষস্থল বিন্দু করিল। কলিরপী বীরশয়্যার শয়ন

\* পূজনেই উল্লেখ করা গিয়াছে যে, কচরা হইতে কচবহ বংশের কচবহ ওয়ারা বীরকে কচবহ বলা হইয়াছে।

করিলেন। অঙ্গরায়গণ তাহার দেহ লইয়া বিবাদ করিতে লাগিল। রণভূমি মৃতদেহে আচ্ছাদিত হইল, মহাদেবের মালাস ক্রমেক নরমুণ্ড সংযোজিত হইল। পূজন ও গোবিন্দের পতন সময়ে দিবা এক প্রহর যাত্রা অবশিষ্ট ছিল। ভ্রাতৃশব্দের উদ্ধার সাধনার্থ পল্লব কুপিত কেশরীর জায় শক্রমণ্ডে প্রবেশ করিলেন। কনৌজশ্রেণী স্তম্ভিত হইল, জয়চন্দ্রের যোযযযট্টা সদৃশ নিবিড় সৈন্য পাশ্চাদভিমুখ হইল। পূজনের ভ্রাতা ও পুত্র বীরকুলগৌরব কর্ণের নায় বীর প্রকাশ করিয়াছিলেন; কিন্তু উভয়েই রণশয়্যার শয়ন করিলেন। সূর্য্যদেব আপনার রথ প্রেরণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে স্বণোকে লইয়া গেলেন।\*

“এই মহাযুদ্ধের ভীমগর্জনে গজা ভয়ে সঙ্কুচিত হইলেন, চন্দ্রদেব কম্পিত হইলেন, দিক্‌পালগণ হাহাকার করিতে লাগিলেন, কনৌজ সম্প্রদায় প্রতিনিবৃত্ত হইল এবং এই অবকাশে পূজনাত্মজ পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন করিলেন। পূজন পৃথ্বীরায়ের বর্ধশরূপ ছিলেন, কানাকুজের বীরগণকে তিনি অতি ভীষণ অস্ত্রসকল দান করিয়াছিলেন। তাঁহার বীরকীৰ্ত্তি রূপন করা কবিতা লিখা গিয়াছে। তিনি শেষ নাগোপারি পদস্থাপন করিয়া নরবন নিমূল করিয়াছিলেন। বীরসন্তান কেহই তাঁহার সমুখীন হইতে পারে নাই। পূজন কলিশয়্যার শয়ন করিয়া কলিরপীকে—‘মমুঘোর একমুখের মাতা

পরমেশ্বর, তাহার আশীর্বাদে রজনীর অঙ্গকারে  
বিনষ্ট, তাহারও পুত্রের বালাক্রীড়ার কথা  
অতিবাহিত হয়, কিন্তু জগদীশ্বর আমাদের  
খজা ধরিতে ক্ষমবান করিয়াছিলেন।  
‘তিনি এই কথা বলিতে বলিতে যখন ক্রতা-  
ন্তের করকবলিত হন, সেই সময়ে শ্রীর  
পুত্রের হস্ত শত্রুঘণে বিকসিত দেখিতে  
পান। তাহাতে তাঁহার আত্মা পরিতুষ্ট  
হয়। মালসী সাতবার অস্ত্রাহত হন, তাঁ-  
হার ষোটক অস্ত্রঘাতে জর্জরিত হয়। পু-  
ত্রপুত্র অতীত বীরা প্রকাশ করিয়াছি-  
লেন।’

পুত্রের কনিষ্ঠ পুত্র মালসী অপর-  
মাজো পিতৃসিংহাসনে অধিরোহণ ক-  
রেন, রাজকবি চাঁদ “পুত্ররাজ রামু”  
নামক তদীয় প্রসিদ্ধ গ্রন্থে মালসীর ভূ-  
মৌসী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। মালসী  
কত্রাহি নামক স্থানে এক ঘোড়ার যুদ্ধে  
মাণ্ডুরাজকে পরাভূত করেন। মালসী  
হইতে দশম পুরুষ পর্যন্ত রাজ্যধারী কেহই  
কোন বিশেষ কার্যে অতিষ্ঠা নবৃত্ত ক-  
রিতে পারেন নাই। যথাক্রমে তাঁহাদের  
নাম নির্দেশ করা যাইতেছে।—বিজল,  
রাজসিব, কালন, কুন্তল, জুগী, উদয়কর্ণ,  
লক্ষ্মীসিংহ, বনবীর, উদারগ, ও চন্দ্রসেন।  
এতদ্বারা উদয়কর্ণের এক পুত্র বালোজী  
কোন কারণ বশতঃ পিতৃ যুদ্ধ পরিত্যাগ  
পূর্বক অযুক্তীর নগর অধিকার করিয়া  
তথায় বাস করেন। তাঁহার পৌত্র বি-  
শ্বনাথ পুত্ররাজ ক্রমে বিস্তার করিয়া

শ্রীর নামানুসারে উহার শিখাবতী নাম  
প্রদান করেন।

চন্দ্রসেনের পুত্র পৃথীরাজ। পৃথীর  
সপ্তম পুত্র তম্বুখো দ্বাদশজন মাত্র বনঃ  
প্রাপ্ত হন। তিনি জীবদ্দশাতেই ঐ দ্বা-  
দশ পুত্রকে আপন রাজ্য বিভাগ করিয়া  
দিয়া যান। তাঁহাদিগের দ্বারাই কচব-  
হ বংশের দ্বাদশ শাখা সংস্থাপিত হয়। ঐ  
দ্বাদশ শাখার নাম কচব-হ বংশের “দ্বা-  
দশ কোটরী” বলিয়া বিখ্যাত আছে।  
পৃথীরাজ রাজ্যগণের মঙ্গল সাধনে বিশিষ্ট  
রূপে যত্নবান ছিলেন; কিন্তু তাঁহার এক  
কালঙ্গপী পুত্র ভীমসিংহ তাঁহার বধ সা-  
ধন করিয়া সিংহাসন অগ্ৰহণ করে। কা-  
লের কি বিচিত্র গতি! হরজ পিতৃহত্যা  
ভীমসিংহ এই দুহিতুলক রাজ্য অধিক  
কাল ভোগ করিতে পারে নাই। হাতে  
হাতেই ইহার ফলভোগ করিয়াছিল।  
ওঁহী হরচাঁদ পুত্র ঐশকর্ণ স্বর্ণগণের  
পরামর্শানুসারে পিতৃহত্যা পিতার বধ সা-  
ধন করে। \* এই হরচাঁদ পিতৃবধের

\* বোধ হয় ঐশকর্ণের এই হরচাঁদ-  
রিতা সম্বন্ধে তৎকালীন সম্রাট বাবর সা-  
হের কিছু পরামর্শ ছিল, কারণ রাজপুত  
ইতিহাসে রোজারা কছেন, ঐশকর্ণ জীব-  
যাত্রা হইতে অতীবর্তন করিয়া সম্রাট স-  
ম্রাটের নিকট হইতে সারসাহ তাঁহাকে  
‘নকশাবের রাজা’ এই উপাধি প্রদান  
করিলেন। এই নববার রাজের বংশ  
কচব-হ বংশের শাখাস্বরূপ গণ্য হইবে।

# PACHYDERMATA OR THICK SKINNED ANIMAL

झलक गङ्गा-मूरा ।



Though the animal does not display any very great amount of literature, it exhibits a capacity of observation and obedience, which would hardly have been expected from so malignant an animal.—WOOD



পাপ হইতে মুক্তি লাভের জন্য তীব্রযত্ন করিয়াছিল। অস্বর রাজ্যের কোন কোন রাজাবলীর মধ্যে এই দুই দুঃস্বপ্নার নামো-  
ল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। বোধ-  
হয় ঘৃণাপাত্র বলিয়াই পরিভ্রূত হইরাছে।

ঐশবর্ণের পুত্র বাহার মল্ল সর্ক প্রা-  
থমেই মুসলমানদিগের অধীনতা স্বীকার  
করেন। তিনি বাবার সাহেব অনেক স-  
হায়তা করেন এবং হুমায়ুন বাদশাহ ক-  
র্তৃক “পঞ্চ হাজারী মন সর্ব” অর্থাৎ  
কখন রাজ্যের অগুজ্ঞতা নিবন্ধন কচবছ  
সিংহাসন শূন্য হইলে এই বংশ হইতে উ-  
ত্তরাধিকারী নির্ধারিত হয়। যখন অশ-  
বের শেষ রাজা জগৎসিংহ গতান্ব হন,  
তখন তাঁহার অগুজ্ঞতা নিবন্ধন নবাব বংশ  
হইতে এক পুত্র আসিয়া উত্তরাধিকারী  
হয়।

পাঁচ হাজার অশ্বদৈন্যের অধিনায়ক এই  
উপাধি প্রাপ্ত হন। বাহার মল্লের পুত্র  
ভগবান দাস মৌগল সাহেবদিগের সহিত  
অত্যন্ত সম্প্রীতি ও ঘনিষ্ঠতা সংস্থাপন ক-  
রিয়াছিলেন। আকবর অত্যন্ত পোশাকী  
ছিলেন। প্রতাপশালী ব্যক্তিগণের স-  
হিত সম্প্রীতি করিতে তাঁহার কোন চে-  
ফাইরই ক্রটি হইত না। জানি না, তিনি  
ভগবান দাসকে কি কৃহকে ভুলিয়া গি-  
লেন। কচবছ রাজা মৌগল রাজবংশের  
একটি অনুরাগী হইরাছিলেন যে, আকবর  
পুত্র জাহাঙ্গীরের সহিত আপন হুঁতীর  
বিবাহ দিয়া স্বর্গকুল কলঙ্কিত করিয়াছি-  
লেন। এই পরিণয়ের ফল স্বরূপ রণবৎ-  
শীয় কুলকামিনীর গর্ভে খস্ক নামা দু-  
র্ভাগ্য রাজকুমারের জন্ম হয়।

(ক্রমশঃ।)

## শুকর।

বিগত বারের বাক্সে-আসিয়া এবং  
আফ্রিকা এই উভয় ভূখণ্ডের হস্তীর বিষয়  
উল্লেখ করিয়া কেবল আসিয়ার হস্তীকেই  
বিবরণ লিখিয়াছিলাম, কিন্তু আফ্রিকার  
হস্তীর জীবনরাস্তা উপযুক্তরূপে সংগ্রহ  
করিতে না পারিয়া মনে করিয়াছিলাম,  
এই বারের বাক্সে তাহা প্রকাশ করিব।  
কিন্তু এবারও আফ্রিকার হস্তীর বিবরণ  
উপযুক্তরূপে সংগৃহীত হয় নাই, সুতরাং

মূলচর্চাজাতীয় আর একটি পশু-জীবন-  
রাস্তা লিখিয়া পাঠকের সমীপে উপস্থিত  
করিলাম, ইহার শীর্ষক দেখিলে পাঠক  
ইহাকে চিনিতে পারিবেন; এই জ-  
ন্তকে বিশেষরূপে চিনিবার কারণ এই,  
আমাদিগের দেশে মানুষানিবাসের নি-  
কটে এই জাতীয় ভিন্ন অন্য কোন মূল-  
চর্চাজাতীয় জন্ত বাস করিতে দেখা যায়  
না। ইহারা যেমন বলশালী তেমনি ভ-

শরীর। শরীর যেমন বলিষ্ঠ, প্রত্যাবও তেমনি কর্ণ এবং আকৃতিও তদনুরূপ। ইহা স্যাম্পদ। অন্যান্য জন্তুর যেমন দুই হইতেই শরীর ও মস্তক পৃথকরূপে দেখা গিয়াছে, শূকরের সেরূপ নহে। ইহা-দিগের মস্তক ও শরীরের সংলগ্ন। অতি স্বর্ষ ও স্থূল। শরীরের অন্যান্য স্থান কঠিন এবং মাংসময়। শূকরের সর্বত্র মোটা মোটা চামাবলী দ্বারা আবৃত, কিন্তু উহা বনস্ক্রিষ্ট নহে। ঘাড়ের রোমগুলি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ, মোটা ও দৃঢ়। সাধারণ ভাষায় এই রোমগুলিকে 'কুঁচি' বলে। আমরাও এখানে উহাকে শূকরের রোম না বলিয়া কুঁচি বলিব। এই কুঁচিগুলি মনুষ্যের অনেক কার্যে ব্যবহৃত হয়, এদেশীয় প্রাচীনা স্ত্রীলোকদিগকে ইহা দ্বারা শাখা ও গহনা পরিস্কার করিতে দেখিয়াছি।

যখন শূকরের ক্রোধ হয়, তখন ঘাড়ের কুঁচিগুলি খাড়া হয়, কিন্তু শরীরের অন্যান্য স্থানের রোম ঐরূপ খাড়া হইতে পারে না। ইহাদের চক্ষু নিতান্ত ক্ষুদ্র ও নিস্তেজ। মাথা হইতে নাসিকার অগ্রভাগ পর্যন্ত ১৬।১৭ ইঞ্চি দীর্ঘ। শরীর এবং মাথার সংলগ্ন স্থূল অর্থাৎ গলা প্রায় মুখের সমানই পরিসর; এই স্থান হইতে মুখের অগ্রভাগ এমন মক হইয়া আসিয়াছে যে, উহা দুই ইঞ্চির অধিক হইবে না। উপরের ওষ্ঠের মধ্য দিয়াই ইহাদের নাসারন্ধ্র মস্তক পর্যন্ত বি-

স্তৃত। এই ওষ্ঠের অগ্রভাগটি চেন্টা, দৃঢ় এবং কার্যোপযোগী। শূকরের মাথা হইতে লাঙ্গুল পর্যন্ত যেমন সমভাবে মাংসপেশীসকল সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে যে, এক দিক হইতে অন্যদিকে ছাঁত বুলাইয়া নিলে অস্থির অনুসন্ধান পাওয়া ভার।

উহাদের চারি পায়ে প্রত্যেকটিতে দ্বি-খণ্ডিত ক্ষুর। এবং ক্ষুরের বিপরীতদিগের উপরিভাগে প্রত্যেক পায়ে দুইটি করিয়া উপক্ষুর আছে। এই উভয় প্রকার ক্ষুরই একই উপকরণে নিৰ্মিত, এবং প্রবশ একটুকু ধারাল। উহাদের শরীরের সহিত ভুলনা করিলে ক্ষুরগুলি নিতান্ত ক্ষুদ্র বলিয়া বোধ হয়। তথাপি চলিবার কিংবা দৌড়িবার সময় কোনরূপ অবিধা ক্ষয় বলিয়া অনুমিত হয় না।

শূকরের দৈর্ঘ্য নাসিকার অগ্রভাগ হইতে লাঙ্গুলের শেষ পর্যন্ত ৪ হাতের বড় বেশী হইতে দেখা যায় না। উচ্চতা ৩২।২৫ ফিটের অধিক নহে। মচরাচর ইহাদিগের দৈর্ঘ্যতা ও উচ্চতা ইহা অপেক্ষা কিছু কম। আজি তিন বৎসর হইল, আমরা যে একটি শূকর শিকার করিয়াছিলাম, উহা হইতে বৃহৎ শূকর অনেকই দেখে নাই বলিয়াছিল। উহারই শরীরের মাপ প্রথমে লিখিত হইয়াছে।

ইহাদের লাঙ্গুল অত্যন্ত ক্ষুদ্র। লাঙ্গুলের অগ্রভাগটি অল্প কএক গাছি কুঁচি সন্নিবিষ্ট। উহার সর্বদাই এই ক্ষুদ্র লাঙ্গুলটি এদিক ওদিক ঘুরায়, কিন্তু আমরা

বুঝিতে পারি না যে উহা দ্বারা শূকরের কি উপকার হয়। এদেশীয় পূর্ণায়তন বন্য শূকরের বর্ণ গাঢ় ধূসর। কিন্তু শিশুগুলির বর্ণ রক্ত গুলির বর্ণের সহিত যার পর নাই অনৈক্য। শিশু গুলির সোম কোমল ও ঘন সন্নিবিষ্ট। এবং লোমের বর্ণ পিঙ্গল ও তাহার উপরে অর্ধ ইঞ্চি পরিমাণ পরিসর ব্যাপিয়া ছড়িয়া রক্তের ডোরা দৈর্ঘ্য ভাবে শরীরের সমস্ত অঙ্গেই বিস্তৃত থাকে। উহা যতই বড় হইতে থাকে, ততই শরীরের বর্ণ ধূসরে পরিণত হইয়া যায়। জন্মবার ২।৩ মাস পরে উহাদের গর্ভ পশমগুলি পড়িয়া গিয়া ধূসর কুঁচি দ্বারা আবৃত হয়।

পূর্ণবয়ঃপ্রাপ্ত শূকর অনেক গুলি একত্র থাকিতে পারে না; যদিও কখন কখন একদলে ২০। ২৫টা শূকর একত্র দেখিতে পাওয়া যায়, উহারা একটিরই সমস্তান সম্ভতি। শূকরী ৬ মাস গর্ভ ধারণ করিয়া এক কালে কতকগুলি সম্ভান প্রসব করে। এমন কি আমি নিত্য বিখ্যাত স্থানে অবগত হইয়াছি, একটি মৃত্যু শূকরীর গর্ভ হইতে ২০টি সম্ভান বাহির করা হইয়াছিল। কোন কোন শূকরীর প্রসব কালের কিছুদিন পূর্বে উদর এবং শুন এমন বুলিয়া পড়ে যে, উহা ২।৩ ইঞ্চির জন্য মৃত্যুকাল্প করিয়া না। রক্ত শূকরী গুলিরই এইরূপ উদর বুলিয়া পড়ে। গিলবার্ট হোয়াইট নামক জনৈক ব্যক্তি একটি শূকরের বিষয় এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন

যে, এই শূকরীটি মৃত্যু হইবার পূর্বে জন্ম ৩০০০০ সম্ভানের গর্ভাধানি হইয়াছিল। শূকরী প্রসব কালের অব্যবহিত পূর্বে শুক পত্র, ঘাস ও অন্যান্য ডালপালা দিয়া একটি কুটির নির্মাণ করিয়া লয়, এবং উহা এইরূপ আশ্চর্য্য কৌশলে প্রস্তুত যে বৃষ্টির জল কিম্বা রৌদ্রের তেজ উহাতে কোন মতেই প্রবেশ করিতে পারি না। এতদেশীয় ছোট লোকেরা এই প্রকার কুটিরকে 'শূকরের ডেরা' কহে। এই কুটির দেখিলে বোধ হয় যেন মনুষ্যে বস্ত্রগুলি ঘাস পাতা একত্র রাখিয়াছে, প্রকৃত কুটিরের সহিত ইহার কোন সাদৃশ্য নাই। এদেশীয় শূকরেরা প্রায়ই বর্ষাকালে হৈমন্তিক ধান ক্ষেত্রের পার্শ্বস্থ জঙ্গলে এবং শীত ঋতুতে কাঁটা ঝোপার নীচে এইরূপ ডেরা প্রস্তুত করিয়া থাকে। প্রসব কালে উহারা দাড়াইয়া ঐ কুটিরের নিকটে প্রসব করে, প্রসব বেদনার সময় কোন ভয় পাইয়া যদি শূকরীকে স্থানান্তর যাইতে হয়, তবে তাহাতেও শূকরীর প্রসব কার্যের কোন প্রতিবন্ধক জন্মায় না। উহারা যেমনি অপ্রসব হইতে থাকে, অমনি পশ্চাৎ পশ্চাৎ সম্ভান গুলি ভূমিতে নিপতিত হয়। আবার সম্ভান গুলি এমনি সবল যে, মাটিতে পড়িয়া দুই মিনিট কাল নড়িয়া চড়িয়াই তাহাদের প্রস্থতির পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িতে থাকে। এই রূপ আশ্চর্য্য কথা শুনিলে, সহসা যে পাঠক ইহাকে প্রকৃতিবিকল বলিয়া হাসিয়া উড়া

ইহেন, ইহাতে অনুমানও সন্দেহ থাকি, কিন্তু এই অনন্ত প্রকৃতির অবন্ত কার্যকলাপ যতই পর্যালোচনা করিতে থাকিবেন, ততই ইহা হইতে অনেক নূতন ও আশ্চর্য বিষয়ের আবিষ্কার হইতে থাকিবে। সুতরাং সামান্য বিষয়ের একটি আশ্চর্য্য বিষয়ের কথা শুনিয়া কেহই ইহাকে প্রকৃতি বিকল্প বলিয়া উপহাস করিবে না। শূকরীর বুক হইতে পেট পর্যন্ত ২ পই-ক্তিতে ৩টি করিয়া ১২টি স্তন। পশ্চাৎ দিকস্থ শেষ দুইটি স্তনে একেবারেই দুগ্ধ হয় না। অন্য গুলিতে সমভাবেই দুগ্ধ স্রাব হয়।

শূকর শাবকরা ৩। ৪মাসের অধিক মাত্র স্তন্য পান করে না। কিন্তু বহু সন্তানবতী বলিয়া শূকরী এই অল্প সময়ের মধ্যে এমন দ্রুত হইয়া পড়ে।

শূকরীর সন্তানের জন্য অস্বাস্থ্যমত। যদি অন্য কোন রহস্যরাজ্য শূকরীর শাবক দ্বিগুণে আক্রমণ করিতে যান, তখন সে অবশ্যই তাহাকে প্রত্যাক্রমণ করিবে। শূকরীর সামান্য দন্ত ভিন্ন যদিও আর কোন-রূপ প্রতিযোগিতা করিবার শক্তি নাই, কিন্তু তথাপি সেই অস্ত্রই উহারা এমন ক্রতগতিতে চালাইতে পারে যে, যুদ্ধের মধ্যে একজনকে ছিন্নবিধ্বস্ত করিয়া দেয়।

যে পর্যন্ত শূকরীর পুনরায় গর্ভসঞ্চার না হয়, সে পর্যন্ত ঐ ছাগুলি তাহার সঙ্গে সঙ্গেই থাকে। এই ছাগুলি বড় হইলে একদলে অনেকটী শূকর বলিয়া বোধ হয়।

কিন্তু ইহাদের মাতা পুনরায় প্রসব করিলে ইহাদের সহিত আর কোন সম্পর্ক রাখে না। তখন উহারী আশ্রয়ই সন্তানের মা বাপ হইতে আশ্রয় করে।

মৃত্তিকা খনন করিবার জন্য শূকরজাতি নিত্যই উৎসুক। ইহাদের আহার্য্য বস্তুর অন্বেষণ করিতে অনেক সময় মৃত্তিকা খননের আবশ্যক হয় বটে, কিন্তু ইহারা অনর্থকও ঐরূপ মৃত্তিকা খনন করিয়া রাখে। ইহাদের মৃত্তিকা খননের অস্ত্র উত্তরের ওষ্ঠ বা নাসিকার অগ্রভাগ। তেমন কঠিন মৃত্তিকার মধ্যেও উহা প্রবেশ করিয়া বস প্রবেশ করিলে উহা উত্তীর্ণ হইয়া যায়। নাসার ফুৎকারও এমনি প্রবল যে, খোদিত মৃত্তিকা একবার ফুৎকার করিলেই উহা দূরে সরিয়া যায়। শূকরের নিম্ন ওষ্ঠ অপেক্ষাকৃত খর্ষ এবং উপরি ওষ্ঠের মধ্যেই উহা রক্ষিত হয়, সুতরাং মৃত্তিকা খনন করিবার সময় উহাতে কোনরূপ আঘাত প্রাপ্ত হয় না।

পূর্বে আমরা যাহা বলিয়া আসিয়াছি, তাহাতে শূকরের কোনকণ কথারই উল্লেখ করি নাই, নিম্নে ইহাদের স্বভাবে এবং আকৃতিতে শূকরী হইতে নানা কিছু অনৈক্য আছে, তাহা লিখিত হইল।

শূকরের উপরের এবং নীচের মাটির উভয় পার্শ্ব হইতে প্রত্যেক দিকে দুইটি অতি বৃহৎ দন্ত নির্গত হইয়া উপরের দিকে প্রসারিত হইয়াছে। ঐ দন্তগুলি সম্পূর্ণ গোলাকৃতি, ত্রিকোণ এবং উচ্চ।



প্রত্যেকটা শূকর অত্যন্ত মারাল। দন্তের  
যে ভাগ বাহিরে থাকে, উহা নিম্নে  
যাহা মাংস ও মাংসাদি মধো থাকে,  
তাহা শূন্যগর্ভ। হস্তীদন্তের ন্যায় গু-  
লিও উৎকৃষ্ট রস \*। উহাদের আত্মরক্ষার  
জন্য এই দন্ত চারিটি প্রধানতম অস্ত্র। এই  
চারিটির মধ্যে নীচের দুইটি অধিক কার্য-  
কারী। যে কোম্পানী কেন হটুক না,  
যদি একবার উহার শরীরে দস্তবদ্ধ করিতে  
পারে, তবে উহার শরীর ৮। ১০ অঙ্গুলি  
পর্যন্ত চিরিয়া ফেলিতে পারে। পরে ই-  
হা যে দুই একটি দৃষ্টান্ত লিখি হইবে,  
পাঠক তাহা পড়িয়া বিম্বিত হইবেন।  
এদেশীয় ছোট লোকেরা এইরূপ দন্ত-  
বিশিষ্ট বড় বড় শূকরগুলিকে “ব-  
য়রা” কহে। ইহাদিগের বিশ্বাস যে  
এই নর শূকর গুলির অবগন শক্তি অ-  
পেক্ষাকৃত অল্প। কিন্তু ইহা নিতান্তই  
একটি ভ্রম মূলক সংস্কার। এইরূপ সং-  
স্কার হইবার একটি কারণ আছে, তাহা  
এই,—আমি দেখিয়াছি অত্যন্ত বলবান  
শূকর গুলি কোন প্রকার পদ পাইলেও  
\* ইংরাজিতে আইভরি শব্দে যে প্র-  
কার অস্থিকে বুঝা যায়, বাঙ্গলাতে সেই-  
রূপ অস্থিবোধক কোন শব্দ নাই, আমি  
বঙ্গসাহিত্যজগতের একটি সুপ্রসিদ্ধ ব্য-  
ক্তির নিকট জিজ্ঞাসা করিতে, তিনি আ-  
মাকে আইভরি শব্দের অর্থ রস লিখিতে  
বলিলেন। আমি ভ্রমসা করি, তাহার এই  
উপদেশ বাঙ্গলাতে উপেক্ষিত হইবে না।

বড় কিছু একটা মনে বাড়ে না। যখন  
উহার কোম চাষ করিতে আসে, তখন  
কোনরূপ সামান্য শব্দে হারা ভয় পায়  
না, বরং অহঙ্কার করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে।  
আমার বোধ হয়, ইহা কৃষকেরা মনে  
করে ইহা কামে শৌনেন না।

শূকরের যুদ্ধ বড় ভয়ানক। ইহাদি-  
গের দুইটি পুং শূকরের অন্য কোন সময়ে  
যুদ্ধ হটুক আর না হটুক, যখন একটি শূ-  
করীর গর্ভ সঞ্চারের সময় উপস্থিত হয়,  
তখন দুইটি সমুদলশালী শূকর একত্রে উ-  
পস্থিত হইলে আর রক্ষা থাকে না। যুদ্ধের  
অপরিস্রব নিমেষের বশবর্তী হইয়া উহার  
একটি না একটি হত হয় বটে, কিন্তু অক্ষত  
শরীরে বিজয়ী হইবার সাধ্য নাই। এক-  
দ্ব্যতীত যখনই ইহারাকাহারও উপরে যুদ্ধ  
হয়, তখনই ইহারা ভয়ানক রূপ ধারণ  
করে। নিজ হইতে দশগুণ বড় জন্তু  
হইলেও আক্রমণ করিতে অনুমাত্র কৃষ্ণিত  
হইবে না। আমি অত্যন্ত বিগত্বহুতে পনি-  
য়াছি যে, একটি চিত্র বাস্তব আকারের  
জন্য একটি শূকরকে ধরিয়াছিল, এবং শূকর  
ও বাস্তবে ফিরিয়া এমন ভয়ানক আশঙ্ক  
করে যে উভয়েরই এক স্থানে মৃত্যু হয়।  
শূকরেরা সময় সময় এমনি কুৎসিত শব্দ  
করে, যে তাহা শুনিলে কর্ণ কণ্ঠাট ধরিয়া  
যায়। ঘটনাক্রমে যদি কোন শূকরের  
সম্মুখে ছোট ছোট বাঘ উপস্থিত হয়,  
তবে শূকরের চীৎকারে দৌড়িয়া পলায়,  
অথবা নিকটস্থ বৃক্ষে আরোহণ করে।

পুংশুকরের শরীরের গঠনে অস্বাভাবিক  
প্রভেদ নাই বটে, কিন্তু তথ্যাদি প্রকৃতিতে,  
পুংশুক এবং স্ত্রীর গঠনে যে পার্থক্য রহি-  
গাচ্ছে, তাহা ইহাদিগের মধ্যেও পরিল-  
ক্ষিত হয়। পুংশুকরের বক্ষ অধিকতর  
প্রশস্ত এবং কটিদেশ একটুকু সরু। ইহা-  
দের মুক অতি বিচিত্রভাবে গুহাধারের  
নিম্নে মাংসের সহিত লাগিয়া রহিয়াছে,  
স্বকৃষ্টিতে না দেখিলে হঠাৎ ঐ স্থানের  
অস্তিত্ব উচ্চতা অনুভব করা যায় না। শূ-  
করের মুক, শূনিয়াছি দুর্বল পুংগার অতি  
বলকারক ভবন। আরি ইহা অসং-  
রীক্য করিয়া দেখি নাই, বহুবার পরীক্ষা  
করিয়াছে, তাহাদের নিকটে শূনিয়াছি।

শুকরের শরীরে স্বভাবতঃই ক্রিষ্ণ  
ভঙ্গি বসি আছে। ভাত্র ও আশ্বিন  
মাসে যখন শস্য পরিপক হয় এবং উহার  
উপযুক্তরূপে আহার পায়, তখন ইহাদি-  
গের বসি অসংখ্য অধিক মাত্রায় রুজি পা-  
ইয়া থাকে। মাংসও নাকি অপেক্ষাকৃত  
তখন সুস্বাদু হয়। এদেশীয় চণ্ডাল এবং  
ফিলিস্তিনি আমাকে এবিষয় অবগত কর-  
াইয়াছে। উহার ইহাও বলে যে, যখন  
শস্যের পাকিয়া উঠিলে শূকর উহা ভক্ষণ  
করিতে আরম্ভ করে, তখন উহাদের বসি  
করিয়া যায়, মাংসও সুস্বাদু রহেন।

এদেশীয় শস্যের পক্ষে বন্যশূকর এক  
ভয়ানক শত্রু। ইহারা বহুসংখ্যক এক  
সমন্বয়ে একত্র হইয়া ক্ষেত্রে প্রবেশ করে,  
এবং বহু মা আহার করে, তাহার দশগুণ

অনিষ্ট করিয়া যায়। শূকরেরা সচরাচর  
সামান্যই আহারাদি করে, দিবসে কাঁটা  
ঝোপার নীচে শুইয়া থাকে।

শস্য রোপণের পূর্বে শূকরগুলি কোন  
কোন ক্ষেত্র এমনভাবে খুঁড়িয়া রাখে যে  
প্রথম দৃষ্টিতে উহা কর্ণিত ভূমি বলিয়া  
বোধ হয়। এদেশীয় কৃষকেরা শূকরের  
দোরায়া হইতে ক্ষেত্র রক্ষা করিবার জন্য  
সুন্দর একটি উপায় অবলম্বন করে। ক্ষে-  
ত্রের কোন এক স্থানে উরু করিয়া একটি  
কুস্র কুটার বাঁধিয়া লয়। কৃষকেরা উহাকে  
“টং” বলে। সমস্ত রাত্রি ‘টং’ এ  
বসিয়া বন্দুক কি অন্য কিছুদ্বারা ভয় দে-  
খাইয়া শূকরদিগকে ক্ষেত্রে আসিতে দেয়  
না। যদি একটি রাত্রি কৃষকেরা এইরূপ স-  
তর্কতার সহিত না থাকে, তবে পরদিবস  
জমিদারের নিকটে বৎসরের রাজ্যনা  
মাণ পাওয়ার জন্য তাহাদিগকে করজোড়  
করিয়া কাঁদিতে হয়। কোন কোন দাঁতাল  
শূকর এমন ভয়ানক ক্রোধী যে, যে দিক  
হইতে উহাদিগের প্রতি বন্দুক ছোড়া  
যায়, খুঁয়া দেখিয়া সেই দিকেই আক্রমণ  
করিতে দৌড়িয়া আইসে। শিকারীরা  
যদি শূকরের এই প্রকার স্বভাব অবগত  
না থাকিত, তবে তাহাদের পক্ষে ইহা নি-  
তান্ত বিপজ্জনক হইয়া দাঁড়ায়। পদব্রজে  
শিকার করিতে হইলে, শূকরের নিকট হ-  
ইতে অগাধতাই পাইবার একটিমাত্র সা-  
মান্য উপায় আছে;—শূকর যখন  
জাভাবে শিকারীকে আক্রমণ করিতে

দৌড়িয়া আইসে, তখন বাঁশ শিকারীও কেবল সোজাভাবে মাঁ দৌড়াইয়া একবার এদিক ওদিক বক্রগমনে দৌড়িতে থাকে, তবে অনেকটা রক্ষা পাইবার আশা থাকে। শূকর সোজা দৌড়িয়া মনুষ্যকে ধরিতে পারে বটে, কিন্তু মনুষ্য বক্রগমনে একদিকে সরিয়া গেলে, শূকর তাহার প্রকাণ্ড শরীরের সম্মুখগতি রোধ করিয়া হঠাৎ মনুষ্যের দিকে ফিরিতে পারে না। সুতরাং এই নিয়ম জানা থাকিলে সময় সময় অনেকটা উপকারের সম্ভব। এক পক্ষে মাটিতে দাঁড়াইয়া শূকর শিকার করা নিতান্তই অন্যায়। হস্তীর উপরে থাকিলে শূকর শিকারে একেবারেই আশঙ্কা নাই। শূকরীরা মনুষ্যদিগকে এরূপ ভয়ানকভাবে আক্রমণ করে না; কোন রূপ শব্দ শুনিলেই দৌড়িয়া পলায়।

ইন্দানীং সাহেবেরা অশ্বপৃষ্ঠে থাকিয়া বলসম্মারা শূকর হত্যা করিয়া থাকে, (শূকর শিকারের বলসম্মালি মুন্সের প্রদেশে প্রাপ্ত হইয়া, ইহার ফলকের সহিত ৪।৫ ফিট একটি বংশদণ্ড লাগান থাকে ও ঐ দণ্ডের অপর প্রান্তে কতকগুলি মীসক গালাইয়া ভাঙ্গি করিয়া দেয়।) হস্তী দ্বারা কিংবা অন্য কোন প্রকারে বন হইতে শূকর গুলিকে ভাড়াইলে যেমন উহার মাঠে বাহির হয়, অমনি উহার পিছে পিছে অশ্ব চালাইয়া পৃষ্ঠে বলস বসাইয়া দেয় এবং সময় সময় এইরূপ শিকারীরা এমন বিপদে পড়ে যে, তাহার গণ্ড শুনিবে

বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির জন্যে সহায়ত্ব প্রকাশ না করিয়া থাকা যায় না।

এদেশের একজন ম্যুরাণিয় প্রসিদ্ধ ছদ্মশরীর গল্পশিকার করিবার অভ্যাস ছিল। তিনি প্রায় দিবস এইরূপে একটি শূকরকে আহত করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে শূকরও মরিল না, দুর্দম্পাতক বশতঃ হাত হইতে বলসগ্র পড়িয়া গেল। এমন সময় শূকর ভয়ানকরূপে আক্রমণ করাতে তিনি ষোড়া লইয়া পলাইবার চেষ্টা করিলেন, শূকরও তাহার পিছে পিছে ছুটিল। তিনি যাইতে যাইতে একটি কদমময় স্থানে ষোড়া সহিত একেবারে গাড়িয়া পড়িলেন, শূকরও পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া সেই কদমাক্ত স্থানে গাড়িয়া পড়িল। সুতরাং শূকর আর আগ্রসর হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারিল না, ইত্যাসরে সজীর একটি লোক গিয়া শূকরকে সংহার করিল।

১৮৭৬ সনে শিকার সময়ে একটি আহত শূকরে ক্রমান্বয়ে ৭।৮টি খতীকে পরাস্ত করে। শূকরটি আহত হইয়া একটি জঙ্গলে ছিল, উহাকে বাহির করিবার জন্য যেমন একটি হস্তী ঐ জঙ্গলে প্রবেশ করে, অমনি উহার পায়ে দাঁত বিধাইয়া উহাকে তাড়াইয়া দেয়। অতঃপর সকল গুলি হস্তী একেবারে জঙ্গলে প্রবেশ করাইয়া উহাকে বাহির করিয়া হত্যা করা হয়।

শূকরের প্রধান আহাৰ্য্য কচু, ধান,

কেশর ইত্যাদি। কখন কখন বা মৃতদেহ পর্যন্ত ইহাদিগকে আহা করিতে দেখা গিয়াছে। পালিত শূকরকে এতদূর এত অপরিষ্কার বস্তু আহা করিতে দেখা মনে হইলেও ঘৃণা উপস্থিত হয়।

শূকরের প্রাণ অত্যন্ত কঠিন। কুল কুল ভিন্ন শরীরের জমা ছানে ৭।৮ টি গুলি লাগিলেও শীঘ্র প্রাণে বিনষ্ট হয় না। আমি একটি শূকরকে বারটি গুলি মারিয়া ছিলাম। শূকরের শিশুগুলিও অত্যন্ত কঠিন প্রাণ। একটি অস্পবরক শূকর-শিশুকে গুলি মারিলে উহার সমস্ত নীচের ওষ্ঠ ও গলার কতক অংশ ছিড়িয়া গেল; তবুও প্রাণে মরিল না। আমার সঙ্গে রেড্-ফোর্ড নামে বলশালী জর্নেক ইংরেজ ছিল, তিনি বলিলেন, “যখন শূকরটি বাঁচিলে না, তখন শীঘ্র মারিয়া ফেলাই ভাল।” এই বলিয়া তিনি একটি লাঠী দ্বারা ইহার মস্তকে মজোরে ১০।১২ টি আঘাত করিলেন, তথাপি উহার প্রাণ বিরোধ হইল না।

শূকরকে শিশুকাল হইতে বড় করিয়া পুষিলে বেশ পোষ মানে। এদেশে মাঝে মাঝে অনেককেই শূকর পুষিতে দেখা যায় এবং উহাদের মধ্যে শূকরের বর্ণেরও নানা বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। ভিন্ন ভিন্ন দেশস্থ শূকরের রঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার এবং ইছাদের শরীর জাতিরও বিভিন্ন প্রকার বর্ণ হইয়া যায়। এই শূকর শাবক গুলির বর্ণ পূর্ণবর্ণাশ্রিত শূকর শাবকের বর্ণের ন্যায়

নহে। উহাদিগের শরীরের প্রায় (সাদা কালা প্রভৃতি) অঙ্গিয়ার মতই তাহা পরিদৃষ্ট হয়, অর্থাৎ উহার শরীরের বর্ণের আর পরিবর্তন আর কিছুই নহে। এই জাতীয় শূকর গুলি আমাদের প্রতিপালন করিয়া থাকে। একদলে ৫০০ শূকর অধিক প্রতিপালিত হইতে আমি স্বতঃকৈ দেখিয়াছি। এইরূপ বহু পালের মধ্যে যে শূকরী গুলির শাবক নিতান্ত শিশু, তাহারা রাত্রিতে শয়নের সময় পাল হইতে ১০।১২ হাত দূরে গিয়া সমস্ত গুলিকে স্তন্য পান করায়। রক্তগুলি ঘুয়াইয়া রহে, ও ছা গুলি তাহার রূপ খায়। সময় সময় শাবকগুলি উহাদের মাতাকে ডুলিয়া অন্য শূকরীও স্তন্য পান করে, কিন্তু ইহাতে সেই শূকরী শাবককে কিছু বলে না।

বন্য শূকরের ন্যায় ইহারা এসবের জন্য ডেরা প্রস্তুত করে না। রাখালেরা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাইবার সময়, যেখানে এসব বেদনা উপস্থিত হয়, সেইখানেই এসব করে।

অসিদ্ধ প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলেন যে, শূকরের বিসফণ বুদ্ধি আছে; কেবল ইহাদের বিশ্রী আকৃতি দেখিয়া, এবং জীহাদিগকে ইহাদের নিতান্ত জঘন্য প্রকৃতি অলোকন করিয়া, যমুয়ারা ইহাদের মানসিক বৃত্তির পরিমার্জনপূর্বক ইহাকে নানারূপ কার্য শিক্ষা দিতে অগ্রসর করে, কিন্তু চেষ্টা করিলে ইহাদের দ্বারা অনেক প্রকার কার্য সংসাধিত করা যাইতে

পারে। কখন কখন ইহাদের পৃষ্ঠে জিন্ কসিয়া উপত্যকা আরোহণ করা যায়। কখন কখন বা শূকর দিগে ২টা বা ৪টা যোজন্য করিয়া শকট প্রদান করে।

একটি কৃষক তাহার শকটে ৪ টা শূকর যুক্তিয়া, সেট এলুমিনের বাজারে বিক্রি, এবং ২।৩ বার সেই বাজারে পরিভ্রমণ করিয়া, শূকরদিগকে কিছুকাল বিশ্রাম করাইত। এবং পুনরায় সমস্ত ফিনিস পত্র পূর্ণ শকটে উহাদিগকে যোজন্য করিয়া, অবশীলাক্রমে ২।৩ মাইলের পথ উহার বাড়ীতে ফিরিয়া আনিত।

নর্ফোক দেশীয় আর একটি কৃষক, ৪ চারিক্রোশ দূরবর্তী উইচবেইচ স্থানে এক ঘণ্টায় উপস্থিত হইবে এই বাজি রাখিয়া, তাহার শূকরে আরোহণ করিত, কিন্তু তাহার শূকর নির্দিষ্ট সময়ের অগ্রন্থ পূর্বে তাহাকে তথায় পৌঁছাইয়া বাজি জিতাইয়া দিত। শিক্ষা দিলে শূকরেরা অশ্বের ন্যায় ৪ চারি ফিট উচ্চ দেয়াল লাফাইয়া পার হইতে পারে।

শূকরের শ্রাণশক্তি অত্যন্ত প্রবল। কোন কোন শূকরকে শিক্ষা দিলে কুকুরের ন্যায় রণ হইতে বিবিধ শিকার বাহির করিতে পারে। এক ব্যক্তির স্মার্ট নামে একটি শূকরী ছিল, সে শিকারে নিত্যন্ত পারদর্শিতা দেখাইত। ৪০ গজ দূরে কোন রূপ শিকার থাকিলে তাহা যাইয়া বাহির করিয়া দিত, কিন্তু উহার এরূপ আশ্চর্য্য স্বভাব ছিল যে, সমুখে কোন শ-

ক থাকিলে তাহার সে তন্নাগও নির্ভনা।

শূকরের মাংস অত্যন্ত সুস্বাদু। কিন্তু গীর্জিত গুরুত্বপূর্ণেরা ইহাকে অশুদ্ধ বলিয়া গণ্য করেন না। এতদেশীয় আদিম অসভ্য জাতিদিগের ইহা একটি প্রধান ভোজ্যবিকা। সুসভ্য ইংরেজেরাও শূকরের মাংস নিত্যন্ত সুস্বাদু বলিয়া মনে করেন। ইহারো বন্যশূকর কিংবা মাধারণ পালিত শূকর ভক্ষণ করেন না। তাহীদের জন্য যে শূকরের মাংস মনোনীত করা হয়, সেই গুলিকে শিশুকাল হইতে ছোট কামরাতে বদ্ধ রাখিয়া অন্য কোনরূপে অপরিষ্কার বস্তু থাকিতে দেওয়া হয় না। সিদ্ধ আলু ও সিদ্ধ যব খাওয়াইতে বাতাইতে উহাদিগের শরীরে যখন এইরূপ পরিমাণ বস্তু সংক্রম হইয়া থাকে, এবং আপন শরীরের ভারে যখন উঠিয়া দাঁড়াইতে পারে না, তখন উহাদিগকে হত্যা করিয়া সেই মাংস মাংস হেবদের ব্যবহারের জন্য সংগ্রহ করা হয়।

শূকরেরা মস্তুরণে বিলক্ষণ পটু। সম্ভাব্যতী শূকরী সাতার দিলে ছা গুলিও পিছে পিছে সাতারিয়া যায় এবং ক্রান্ত হইলে সমুখের পা দিয়া উহাদের মায়ের পৃষ্ঠে ভর দিয়া রহে।

শূকরের তৈল অনেক প্রকারে উৎপন্ন ব্যবহৃত হয়। ইহাদের কুঁচিতে সুন্দর সুন্দর বিসাতী ত্রাণ প্রস্তুত হয় এবং চর্মে অধারোহণের নিমিত্ত উৎকৃষ্ট জিন্ নির্মাণ করা বাইতে পারে। মাধারণ জিন্ হইতে এই জিনের মূল্য ও হারিই উচ্চ।

শুক্র সময়ে আমরা আজি পর্যন্ত যে সমস্ত কৃতান্ত অবগত হইয়াছি, তাহা পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিলাম, আরও শুক্রের মদি তাহাকে মুহুর্তের জন্য

স্বীকৃতিতে পারে, তবে ভবিষ্যতে ইহা আমাদের একটি ভাল পুস্তক আনিয়া সম্মুখে উপস্থিত করিব।

জি:—

## স্প্যানিস সভ্যতা।

আজি কালি ইউরোপের সকল জাতিই জীমান্। ফ্রান্স বর্ষণোন্মুখ মেথরাশির ন্যায় নিকৃষ্টভাবে নিজ সময় প্রতীক্ষা করিতেছে। ইংলণ্ড ও কমিয়া ধীরে ধীরে নিকটবর্তী দেশ সকল স্বায়ত্ত করিতেছে। জর্জিয়া প্রভৃতি যথেষ্টাচার রাজগণের নিকট হইতে আপনাদের স্বত্ব সমর্থন করিবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু স্পেন, হস্তবল, নিকপায়, নিষ্কর্ষিণ; স্পেন, ধীরে ধীরে ইতিহাস ও মর্যাদা হ্রাস হইতে অন্তর্হিত হইতেছে।

কিন্তু স্পেন কি চিরকাল এইরূপ ছিল? না এমন একসময় ছিল, যখন স্পেনের জয়পতাকা দেশে বিদেশে উড্ডীন হইত, যখন হলণ্ড, আমেরিকা, জর্জি প্রভৃতি দেশ হইতে স্পেনের ধর্ম্মাচার পরিপূরিত হইত, যখন স্পেনের নামে মহারাজী এলিজাবেথও কম্পিতা হইতেন? কি কারণে স্পেনের আধুনিক উচ্ছেদদশা উপস্থিত হইল সংক্ষেপে তাহা বিবৃত করাই এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

প্রাকৃতিক দৃশ্য সম্বন্ধে স্পেনের সম্বন্ধে ভারতবর্ষের অনেক মৌসুমী দৃশ্য আছে। ইহার উত্তরে হিমালয়ের ন্যায় পিরিনিস “স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মেসদণ্ডঃ” রূপে অবস্থিত। দেশের মধ্যভাগ বিস্তৃত প্রভৃতির ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন পার্বত্যমালায় বিভক্ত। ভারতবর্ষে যেমন গঙ্গা যমুনা প্রভৃতি দীর্ঘব্যাপিনী নদী, স্পেনেও সেইরূপ ইব্রো, টেগাস প্রভৃতি বিশাল স্রোতঃস্রবী। স্পেনের তিন দিক্ ভারতবর্ষের ন্যায় বিশাল সমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত। প্রাকৃতিক দৃশ্য মহান ও বিস্ময়কর হইলে মনুষ্যের মনে যে সকল ভাব সংঘটিত হয়, স্পেনীয়দের মনেও সেই সকল ভাব আদিপাত্য লাভ করিয়াছিল। যে দেশের লোকেরা নিত্য নিত্য অত্রভেদী পার্বত্য ও বিশাল সমুদ্র দেখিতে পায়, তাহাদের মনে স্বাভাবিকই পার্বত্য ও সমুদ্রের শক্তি কর্তার সত্তা সম্পূর্ণরূপে প্রতিকলিত হয়। তাহারা এই সকল দৃশ্য দেখিয়া আপনাদের অসারত্ব ও ক্ষুদ্রত্ব বু-

কিতে পারে এবং একান্ত মনে অবসর  
কিতে সেই রহস্য হইতেও রহস্য দেবদেব  
পরমেশ্বরের নিকট আশ্রয় লয়। ঈশ্বর-  
ভক্তি ও নিজের প্রতি অনাদর তাহাদের  
হৃদয়ের প্রধান প্রবৃত্তি হইয়া উঠে। প্রথম  
হইতেই ভারতবর্ষীয় ও স্পেনীয়দের মনে  
এই দুইটি প্রবৃত্তির আধিপত্য দেখিতে পা-  
ওয়া যায়।

মনুনা আপনার প্রতি হত্যার হইলে,  
অন্য একজন প্রভুর আশ্রয়াকাম্বী হয়।  
শুভবাহু প্রভুভক্তি একেপ মনুষ্যের পক্ষে  
একান্ত অয়োজনীয় হইয়া উঠে: এবং  
নিজে প্রভূত ক্ষমতালী হইলেও তিনি  
অন্যের মুখাপেক্ষা করিয়া থাকেন। এই  
সকল কারণে, স্পেনীয়দের মনে তিনটি  
প্রবৃত্তি সংরোধিত হয়—ঈশ্বর ভক্তি, নি-  
জের প্রতি অনাদর, এবং প্রভু ভক্তি।  
যাহারা ভারতবর্ষের প্রাচীন অবস্থা পাঠ  
করিয়াছেন, তাহারা জানেন, যে প্রাচীন  
কালে ভারতবাসীদের মনেও এই তিনটি  
প্রবৃত্তি প্রবল ছিল। ভারতে তেত্রিশ কোটি  
দেবতার শ্রুতি, ব্রাহ্মণদের একাধিপত্য  
এবং দুর্বল ভারতবাসীদের ভূত্যোচিত  
সম্ভোধ এই কয়টি প্রবৃত্তির পরিচায়ক।

নানা কারণে স্পেনীয়দের মনে এই  
কয়টি প্রবৃত্তি ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হইয়া-  
ছিল। স্পেনীয়েরা প্রথমতঃ রোম কর্তৃক  
বিজিত হয়। বহুকাল পর্যন্ত দেশের স্বা-  
ধীনতা ও ধর্ম রক্ষা করিবার জন্য তাহাদি-  
গকে রোমের সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়া-

ছিল। যুদ্ধের পূর্বে তাহারা প্রাচীন  
ঈশ্বরের নিকটে জয় প্রার্থনা করিয়া গা-  
ইত। যুদ্ধে জয়লাভ হইলে ঈশ্বরের ধনা-  
বাদ করিত, এবং যুদ্ধে পরাজিত হইলে  
হত ব্যক্তিদের শ্রুতির জন্য ঈশ্বরের নি-  
কট প্রার্থনা করিত। যুদ্ধ কালে, তাহারা  
প্রভুভক্তির পরাকর্ষ্য প্রদর্শন করিত,  
কারণ প্রভুর শাসনাধীন হওয়াই যুদ্ধে জয়  
লাভ করার প্রধান উপায়। এই রূপে  
স্পেনীয়দের মনে প্রভুভক্তি ও ঈশ্বর ভক্তি  
অধিকতর রূপে বহুমূল হইয়াছিল।

রোমের ক্ষমতার ক্রিষ্ণে হ্রাস হ-  
ইলে ভিসিগথেরা স্পেন অধিকার করে।  
স্পেনীয়দিগকে পুনরায় দেশ রক্ষার জন্য  
বহুপারিকর হইতে হয়। সুতরাং তাহা-  
দের মনে, পূর্বের ন্যায়, ঈশ্বর ভক্তি ও  
প্রভুভক্তি আরও অধিকতর বহুমূল হইয়া  
গেল।

ভিসিগথেরা ( Visigoth ) দেশে ল-  
দ্ধাদিকার না হইতে হইতেই আরবীয় মু-  
সলমানেরা স্পেন অধিকার করিল। সু-  
তরাং স্বদেশ ও স্বধর্ম রক্ষা করিবার জন্য  
স্পেনীয়দিগকে পুনরায় বহুপারিকর হইতে  
হইল। রোমীয় ও ভিসিগথদিগের সহিত  
যুদ্ধে স্পেনীয়দের প্রভুভক্তি ও ঈশ্বর ভক্তি  
পূর্বেরই অতিশয় বর্ধিত হইয়াছিল। এক্ষণে  
বিগথী, ভিসিগথবর্ধগামী, অসভ্য আসিয়া-  
বাসী মুসলমানদের সহিত যুদ্ধে এই দুই  
প্রবৃত্তি আরও অধিকতর রূপে প্রজ্জ্বলিত  
হইয়া উঠিল।

যুদ্ধ কালে অন্য অন্য অসংখ্য লোক-  
সংগৃহীত পুত্রপৌত্রিক হয়, তথাপি সাহস  
ও কর্তব্যমতী সর্বপ্রধান। প্রভু তক্তির  
সহিত এই শেবোক্ত দুইটি গুণ যোগ দে-  
ওয়াতে স্পেনীয়েরা তাত্‌কালিক জাতিদের  
মধ্যে সর্বাপেক্ষা যুদ্ধবিদ্যা বিশারদ হইয়া  
উঠিল। এক দেশের পর অন্য দেশ তাছা-  
দের করকবলিত হইতে লাগিল। ইউ-  
রোপীয় সমস্ত জাতিগণের মধ্যে স্পেন  
সর্ব প্রথম নারী গণা হইতে লাগিল।

কিন্তু একদোষে স্পেনের। এই সম্পদ  
চিরস্থায়ী হইল না। স্পেনীয়েরা অস্ত্র অন্য  
অনেক গুণে বিভূষিত হইল বটে, কিন্তু  
পূর্বের তাহারা যে রূপ আনন্দের মুখাপেক্ষী  
ছিল এখন ও সেইরূপ রহিল। সাংসা-  
রিক উন্নতি সম্বন্ধে স্পেনীয়েরা রাজার  
মুখাপেক্ষা করিয়া থাকিত। রাজা তা-  
ছাদিগকে যে পথে চালাইতেন, তাহারা  
সেই পথে অকুতোভয়ে অমিত সাহসের  
সহিত চলিত, কখন বিসংকল্প করিত না।  
আবার পারলৌকিক উন্নতি সম্বন্ধে স্পে-  
নীয়েরা স্বদেশস্থ ধর্ম রাজ্যের সম্পূর্ণ  
অনুভূতি হইয়া চলিত। ধর্ম রাজ্যকে যে  
কিছু উপদেশ দিতেন, স্পেনীয়েরা অকুণ-  
চিত্তে ভক্তি ও আচ্ছাদন সহিত সেই সকল  
প্রতিপালন করিত। এই রূপে, স্পেনী-  
য়েরা কখন বা রাজার কখন বা ধর্মরাজ্য-  
কের অনুভূতি হইয়া নারী গণা সর্বত্র ক-  
রিতে লাগিল। কিন্তু তাহারা আদর্শবিশিষ্ট  
বা অনুভূতি একেবারে পরিত্যাগ করিল।

যতদিন স্পেনের রাজা ও ধর্মরাজ্যক নিজে  
কর্তব্য স্বার্থে অবরিত ছিলেন, ততদিন  
স্পেনের উন্নতিও অপ্রতিহত ছিল। কিন্তু  
যখন রাশি রাশি অর্থদ্বারা স্পেনের ধনা-  
গার ক্ষীভিত হইতে লাগিল, যখন ইতঃপ্রত  
রাজ্যবিস্তার দ্বারা স্পেনের ক্ষমতা চতু-  
র্দিকে প্রসারিত হইতে লাগিল, তখন রাজা  
ও ধর্মরাজ্যক উভয়েই গর্হিত, স্বার্থপর ও  
সুখবিলাসী হইয়া উঠিলেন। সেই দিন  
হইতে স্পেনের অদঃপতন আরম্ভ হইল।  
যতক্ষণ সেনাপতি জীবিত ছিলেন, ততক্ষণ  
তাহার অদীনস্থ সৈন্যেরা বলবিক্রম প্র-  
কাশ করিয়া বিপক্ষ দলের ভীতি বিধান  
করিতে ছিল। কিন্তু যে দণ্ডে সেনাপতি  
হত হইলেন, অদীন সৈন্যেরা ছত্রভঙ্গ হ-  
ইল, যে যেদিকে পারিল সে সেইদিকে  
পলায়ন করিয়া নিজের প্রাণরক্ষা করিতে  
লাগিল।

এহলে ইংলণ্ডের সহিত স্পেনের তু-  
লনা করিলে, স্পেনের অবস্থা আরও প-  
ক্ষিঃপন্ন হইয়া যাইবে। ইংলণ্ডে যখন  
কোন গর্হিত গণাচারী, বা স্বার্থপর  
রাজা সিংহাসনারোহণ করিতেন, তখন  
ইংলণ্ডের প্রজারা স্পেনীয়দের ন্যায় সমস্ত  
আশা ভরসা ভাগ করিয়া, নিষ্কণ্ঠ নি-  
জীব ভাবে আপনাদের অদঃপাতের  
পথে প্রস্তুত হইত না। তাহারা দলবদ্ধ  
হইয়া তাহাতে সেই রাজা সিংহাসন হ-  
ইতে দৃষ্টিত হন সেই চেষ্টা করিত। প্র-  
য়োজন পড়িলে তাহারা ঐরূপ রাজ্য



প্রাণবিনাশে পর্যন্ত সজুচিত হইত না। প্রথম চার্লস, এইরূপে প্রজাদের কর্তৃক বিনষ্ট হন। দ্বিতীয় জেমস যদি সময়ে ইংলণ্ড হইতে পলায়ন না করিতেন, তাহা হইলে হয়ত তিনিও প্রথম চার্লসের “রক্তশ্রোত” বন্ধি করাইতেন। ইংলণ্ডীয়েরা শুধু এইরূপ রাজাদিগকে সিংহাসনচ্যুত করাইয়া সন্তুষ্ট হইতেন না। যাহাতে ঐ সকল অত্যাচারী রাজার পরিবার্ত্ত দেশহিষ্টবী, প্রজাবৎসল, সত্যপ্রিয় রাজা সিংহাসনারূঢ় হয়েন তাঁহারা সেই চেষ্টা করিতেন। এক্ষণে ইংলণ্ড ও স্পেনের অবস্থাগত বৈষম্য বিশেষরূপে বুঝিতে পারা যাইবে। ইংলণ্ড স্বাধীনতা। সুতরাং ইংলণ্ডের রাজার অদঃপতন হইলে ইংলণ্ডের সর্বসম্প্রদায়ের বিশেষ ক্ষতি হইত না। কিছুকাল বিদ্রোহ নিপ্পন্ন হইয়া ক্রিয়া ইংলণ্ড শান্তির পথে, উন্নতির পথে পুনরায় ধাবমান হইত। স্পেন পরানুবর্তী সুতরাং রাজার অদঃপতন হইলে সমস্ত দেশ বিশৃঙ্খল হইয়া যাউত।

এইরূপে স্পেনীয়দের অদঃপতন আরম্ভ হইলে, তাহারা সহজেই অন্য জাতি কর্তৃক বিজিত হইতে লাগিল। সম্রিভিত ফ্রান্সরাজ সহজেই স্পেন অধিকার করিলেন। যত দিন অন্য কোন ইউরোপীয় জাতি স্পেনের সহিত যোগ দিওততদিন জগৎসিংহ ও সমানকে বলিরাছি। লেন, “না হয় বীরেন্দ্রসিংহের রক্তশ্রোত বন্ধি করাইব।”

স্পেন অমিত লাহসের সহিত ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধ করিত। কিন্তু কোন কারণ বশতঃ সেই জাতি স্পেন হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেই স্পেন পূর্বের আশাশঙ্কা পদ দলিত হইত। কিছু কাল এইরূপে গতি-বিধি হইলে ফ্রান্সরাজ মৃত্যুরূপে প্রকীর্ত্তন করা স্পেনে সংস্থাপিত করিলেন।

তখন বিজিত জাতিদের যে সকল দোষ ঘটে, এক একটি করিয়া সেই সকল গুলি স্পেনীয়দের মনে অধিকার লাভ করিতে লাগিল। সে দিকে ফ্রান্সরাজ যাহাতে স্পেনীয়দের সকল দিকে উন্নতি হয় সম্ভাভঃকরণে সেই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সুতরাং এক্ষণে ভারতবর্ষের যে অবস্থা স্পেনের অবস্থাও তৎকালে অবিকল সেইরূপ হইয়া উঠিল। জেতার উভয়েই ভিন্ন দেশী। উভয় স্থলেই জেতার বিজিতদের মঙ্গল প্রার্থী। উভয় স্থলেই জেতার স্বদেশস্থ মঙ্গলকর নিয়মাবলী বিজিতদের মধ্যে প্রাবর্ত্তিত পরিবার জন্ম সচেষ্ট। উভয়েই একদল লোক জেতাদের পক্ষপাতী, তাহাদের পক্ষে জেতাদের সমস্তই (ভাষা, পরিচ্ছদ, প্রভৃতি) সর্বদা সুন্দর। উভয় এই অন্য একদল লোক স্বদেশ প্রচলিত পূর্ব প্রথা ও পূর্ব নিয়মের পক্ষপাতী; তাহাদের চক্ষে দেশে পূর্বে যাহা কিছু ছিল তৎ সমস্তই সর্বদা সুন্দর। উভয় এই জেতাদের পক্ষই, সকল প্রকার বিয় বিপত্তি সত্ত্বেও বহুসংখ্যা ও ক্রমশঃ লক্ষ্যপ্রসার।

তখন স্পেনে ফ্রান্সের কাপড় না হইলে বস্ত্র পরিধান করা হইত না, ফ্রান্সের রাজঘরোয়া হইলে গৃহ প্রস্তুত হইত না। ফ্রান্সের রীতিতে না হইলে গৃহ সম্ভার মনস্তত্ত্ব হইত না। অল্প কথায় এখন যেমন ইংরাজ ভারতবাসীদের প্রদান অবলম্বন, ফ্রেঞ্চরাও স্পেনীয়দের পক্ষে প্রায় সেইরূপ ছিল।

সতদিন ফ্রান্স ক্ষমতাশালী রহিল, ততদিন স্পেনের অবস্থা একরূপ চলিল। কিন্তু যখন ফ্রান্স নিজের হতবল হইল, যখন ওয়েলিংটন স্পেনে তাহাদের ক্ষমতা স্বীকৃত করিলেন তখন স্পেনে আবার এক ভয়াবহ বিপ্লবের সৃষ্টি হইল। যে সকল দেশে প্রথা স্পেনে রোপিত হইয়াছিল, স্পেনীয়েরা, একে-একটি গুলিকে সমূলে উন্মূলিত করিতে লাগিল, এবং তৎপরিবর্তে ও তৎস্থলে স্বদেশের প্রাচীন প্রথা সমস্ত প্রচলিত করিতে লাগিল। সামাজিক ও রাজনৈতিক শাসন, গৃহ কৰ্ম প্রভৃতি যেখানে যে টুকু ফ্রেঞ্চদের অনুযায়ী ছিল, স্পেনীয়েরা সেইখানে সেই টুকু পরিবর্তিত করিয়া দিয়া ত্রিবিধীতে স্বদেশ প্রথা প্রবর্তিত করিয়া দিলেন। আজি ও স্পেনে এইরূপ পরিবর্তন ও আবর্তন চলিতেছে। ফ্রেঞ্চেরা যে গৃহটি অতি যত্নে, অতি পরি-

শ্রমে পরিপাটি রূপে নির্মান করিয়াছিল, স্পেনীয়েরা আজি তাহার ছাদটি, কালি তাহার কড়িটি পরদিন তাহার দরজাটি একে-একটি ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছে। সুতরাং পুরাতন বাড়ির সংস্কার কালে যে রূপ দৃশ্য হয়, আজি কালি স্পেনের দৃশ্যও অবিকল সেইরূপ। এখানে কতক গুলি লোক যত্নকি প্রস্তুত করিতেছে। এখানে কতক গুলি লোক ইটের বোঝা লইয়া গোলমাল করিতেই উপরে উঠিতেছে। এখানে ভগ্ন ইটক পতনের শব্দ, এখানে ভূতাদের কলরব, এখানে মিত্রীদের কলরব, এখানে ইকিনিয়রের তাড়না প্রভৃতি নানা বিরক্তিকর দৃশ্য দেশ পরিপূর্ণিত হইতেছে। স্পেন আপন লইয়া ব্যস্ত, সুতরাং পৃথিবীর কোথায় কি হইতেছে, তাহা তাহার দেখিবার অবকাশ নাই।

শুদ্ধ ইতিহাসে বিদ্যার পরিচয় দিবার জন্য এ প্রস্তাব লিখত হইল না। স্পেনের এই অবস্থা ভারতবর্ষের পক্ষে অবশ্যপ্রার্থী কি না, এবং ইংরেজেরা এদেশ হইতে বিদ্যার লইলে ভারতীয়েরা স্পেনবাসীদের ন্যায় আকুল হইবে কিনা এই তত্ত্বটি প্রশ্নাকারে পাঠকের নিকট উপস্থিত করাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য।

## লুক্ৰিসিয়া ।

“অইত দিবসনাথ, উঠিল পূরবে,  
 ছড়াইয়া কণকের তরল কিরণ,—  
 “এনিওর” শ্যাম জলে; নেহারি উষায়  
 অইত মধুরে মাঃ! কুজনিলা বনে  
 বিহঙ্গম বিহঙ্গীর চুছিয়া অধর;  
 অইত কুটিল ফুল, কুটिला সরোজি  
 সরোবরে রস্তাসনে জলজ স্নুন্দরী;  
 অইত প্রকৃতি দেবী ধরিল মোহাগে  
 বিশ্ববিনোদিনী বেশ নয়নরঞ্জিনী;  
 কেন আজি কোন দুঃখে কেমনে বলিব,  
 প্রভাতের চাকবেশ মহেনা নয়নে,  
 তরুণ অকণ অই তরল অধরে,  
 এনিও-লহরী লীলা, অনিল চঞ্চল,  
 বিহঙ্গের কলকণ্ঠ, কুসুম কানন;  
 কিবা অই সুহাসিনি সরোজীর পাশে,  
 সমীরের ভ্রমরের প্রণয় মিনতি,  
 হলাহলে মাখা যেন, নয়নে আমার,  
 ইচ্ছাকরে এইকণে, কি বলিব আর  
 অমলু ভিমিরজালে লুকাই বদন।  
 এখনো এল না কেন প্রাণেশ অমলু!  
 রাখিতে পারি না আর, কলঙ্কিত প্রাণ,  
 তাজিব কি কলঙ্কিত জীবন একণে?  
 তাজিব না তাজিব না আশুক প্রাণেশ  
 চরণকমলে তাঁর করি নিবেদন।  
 অকলঙ্ক মরমের অলঙ্কার বদন।”

তার পরে জঘশোধ দেখি একবার,  
 মিটায়ে মূষের সাধ, ভরিয়ে নয়ন  
 প্রাণেশের প্রেমময় বদন মণ্ডল!।  
 অবশেষে, অরপিয়া নাথের চরণে,  
 কলুষিত কলেবর, প্রকুল হৃদয়ে,  
 ছিড়িব প্রাণের লতা, জীবন কাননে!  
 আর কেন প্রাণনাথ, এস একবার!  
 ককণ বিকল কণ্ঠে ডাকে অভাগিনী;  
 কত দিন, যদি নাথ ডাকিত কিহরী,  
 শিবিরে, প্রান্তরে, কিবা আহব অঙ্গনে,  
 যথায় থাকিতে তুমি, মুহূর্ত্ত ভিতরে,  
 কি বলিব, প্রাণেশের বিজলী সঞ্চারে,  
 অমনি হৃদয়-তার, বাজিত তোমার,  
 অমনি প্রাণেশ তুমি, আসিতে সবরে,  
 তুমিতে, বদন মম করিয়া চুষন!  
 আজি কেন, ডাকি নাথ, ডাকি শতবার,  
 নাহি পাই দরশন, অভাগীর প্রতি  
 কেন এত অককণ, জীবন জীবন!  
 এস নাথ ডাং করি, আর কতকণ,  
 বহিবেম বসুমতী, পাপীণীর ডার!  
 যত উঠিছেন রবি, তরঙ্গ অধর,  
 ততই বাড়িছে মম হৃদয়বেদনা;  
 ও কি ও তুরঙ্গ অই ত্রৈলোক্য হৃদয়ে,  
 অই বৃষ্টি আসিলেন হৃদয়রঞ্জন!  
 এই যে প্রাণেশ মম, নয়ন উপরে,

নিদ্রাধি নদীয়ায়, শোক-পারাবরি  
 উজ্জ্বলিত হল আগুণে, জ্বলিল অনল,  
 রাখিছে পারিলা আর নয়নের নীর।  
 নদীয়ায় বারি আজি, অনন্ত যতনে,  
 অজাগি নিদ্রা করিতে অক্ষম।  
 ঝকঝক তরল নয়নধারায়  
 প্রফুল্লিত আগুণের যুগল চরণ।  
 এস নাথ দুঃখিনীর নয়নের তারায়।  
 দুবে থাক, স্পর্শিও না মিনতি আমার।  
 স্পর্শিও না কলঙ্কিত কলেবর মম।  
 এস তুমি স্নেহময়, জনক আমার।  
 আজি ভাত। অজাগি নিদ্রা তোর,  
 অনন্ত বিদায় চায় চরণকমলে;  
 দাঁড়াও দাঁড়াও ভাত। নয়ন উপরে,  
 বিদীর্ণ হৃদয়ে আজি, স্নেহকণ স্রব,  
 নিবেদিয়ে অজাগি, হৃদয়বেদনা,  
 শুন নাথ দয়া করি, অনন্যপ্রাণে।  
 কালি সেই আহাঃস্বপ্নে, কক্ষে আপনায়,  
 সজিনী সমাজে বসি, নীরব বদনে,  
 তুলিতেছিলাম হাঙ্গ। চাক 'কার্পেট'  
 চম্পকের কলি, যথা মন্দ সমীরণে,  
 নিরবে নাচিতে ছিল, অজাগি নিচয়;  
 ভাবিতেছিলাম কত, আগুণশ্রুতি,  
 সাজিয়া গেলেন যবে, আর্জিয়া সমরে,  
 সজ্জিত সমরসাজে, কক্ষে সূতায়ী।  
 ছেনকালে দেখিলাম, জীবন জীবনে,  
 দেখিলাম হাঙ্গ। সেই নির্দয় বর্ষেরে,  
 দেখিলাম আর কত, সজী আগুণের।  
 পুজিলাম প্রেম ভরে, নাথের চরণ,  
 পুজিলাম সজীগণে; কতই যতনে,

কতকণ পারে নাথ। সহ সজীগণ,  
 গেলু চলি পুনরায়, 'আর্জিয়া' নগরে।  
 সজল নয়নে আমি, উদ্ভাসিত প্রায়,  
 দাঁড়াইলু একাকিনী অলিন্দ উপরে,  
 চাহিলাম একমনে, রাজপথপানে,  
 দেখিলাম আশুযতি তুরঙ্গমগণ  
 মিলাইল ক্রমে ক্রমে, মুহূর্ত্ত ভিতরে,  
 অভাগি নয়ন পথ অতিক্রম করি  
 অমনি দ্বিবাধিক কপোতিনী প্রায়,  
 ফিরিলু মনের দুঃখে, আপন মন্দিরে।  
 সজিনী কুলের সেই অমোদ সাগরে,  
 চালিয়া দিলাম প্রাণ, জুড়াতে হৃদয়,  
 অলিন্দ উপরে বসি নিরানন্দ মনে।  
 দেখিলাম ক্রমে ক্রমে, দিবস রতন,  
 নীরবে পাড়িল খসি, পশ্চিম গগণে,  
 দেখিলাম দিনমণি, ক্রমে পুনরায়,  
 মুকাইল সূর্য্যিয়া, সহজ কিরণ।  
 দেখিলু হাসিল সজ্জা, কুসুমবদনে,  
 তুলিয়া বিনোদহাসি, চিরমৌরভিনী,  
 শুনিবু গাহিল দূর নিকুন্ত কাননে,  
 বিহঙ্গিনী-মালা মিলি, সজ্জার সংগীত।  
 দেখিলাম দ্বির নেত্রে, ক্রমে পুনরায়,  
 আলোকমালিনি মমী, তিমির বসনে,  
 আবিরদ শ্যাম তনু, সজ্জার মিলনে;  
 তারাজী পুছাসিনী যামিনী সুন্দরী।  
 ক্রমে ক্রমে দেখা দিল, কুসুম সান্দনে,  
 নবমীর চাকশাণী, হাসিল অধরে,  
 চক্কিল চাকশাণী, 'এনিওর' জলে।  
 জাজিয়া অলিন্দ পুনঃ, কক্ষে বসিলাম।  
 শুইলাম সুরঞ্জিত কোমল শয্যায়া,

গাইলাম মূহুরে, বাণিত জনমে,  
 খুলিয়া কুম্ভ কঠ, সজ্জীত লহরী !  
 দেখিনু মন্দির মঞ্চে, বিনোদ মন্দিরে,  
 জ্বলিছে মূলে দীপ, স্ফটিক আধারে,  
 প্রদীপ হইতে ঝরি, আলোক তরল,  
 দেখিলাম থরে থরে নাচিছে চঞ্চলে !  
 শুনিলাম সমীরণ, মধুর নিশ্বাস,  
 বিকচিত মধুর, কোমল কপোলে,  
 নাচাইছে দীরে, নব অলকার দাম ।  
 শুনিলাম দূরে কল সজ্জীত কোমল,  
 কামিনীর কলকণ্ঠে ঝরেছে মধুরে,  
 কোমল শযায় শুয়ে, দেখিনু উল্লাসে,  
 কাদাঘিনী মাঝে শশী, সুদৃশ্যগণে ।  
 দেখিনু কার্পেট পরে কক্ষের দুয়ারে,  
 অচঞ্চল চন্দ্রমার, কোমল মালতী,  
 মিলিয়া পলকহীন ; অচল নয়ন,  
 দেখিতেছি সেই জ্যোতি, কতই ভাবন,  
 ভাবিতেছি একমনে : হেনকালে হয় !  
 মহলা চরণধনি, শুনিনু সোপানে ।  
 শুনিলে চরণধনি, ফুটিল অমনি,  
 শত মাধে অভাগীর হৃদয় কমল ;  
 উজ্জ্বল হইল পদ্ম, নয়নের তাঁরা ।  
 চঞ্চলে বাহিল রক্ত, ধমনী ভিতরে,  
 তাজিয়ে শয়ন আমি, উঠিনু সহরে,  
 চমকিয়া চলিলাম চঞ্চল চরণে,  
 ডাবিয়া অন্তরে বুঝি, প্রাণেশ আমার,  
 আসিলেন ভূষিবারে এই অভাগীয়ে ।  
 কিন্তু কি বলিব হয় ! মুহূর্ত্ত ভিতরে,  
 শুকাইল আশালতা হৃদয় কামনে,  
 দেখিলাম কীণালোকে, সোপান উপরে,

সজ্জিত সমর সাগরে প্রাণেশ বসিয়া  
 তখন জানিনি মনে, অমৃত জলদ  
 বরশিবে ছলিছিল ; কোমল মূর্তি,  
 কে জানে কটকময় ; জানে কি কখনো,  
 কুরঙ্গিনী, মরীচিকা, কদম্বিনী  
 শোভে বসে মন্দিরে জানিনা অন্তরে !  
 দেববেশে এল সেই, কৃতান্ত আমার ।  
 প্রবেশিয়া নিজ কক্ষে হয় ! তার মনে,  
 বসাইলু সমাদরে, কাষ্ঠাসনপরে,  
 আপনি বসিনু পাশে, পবিত্র অন্তরে !  
 শনিবারে প্রাণেশের ! মঙ্গল বারতা,  
 শনিবারে সমরের অপূর্ণ কাহিনী,  
 কটকিত কলেবরে শুনিনু শিহরী,  
 মনোহর শোভাময়ী আর্ড্যা নগরী  
 যেটিয়াছে চারিদিকে, রোম অনীকিনী ।  
 কহিল বর্ষের পুনঃ, কতক্ষণ পরে,  
 “সমরের পরিণমে ক্রান্ত কলেবর,  
 তুমি মন্দিরে আমি, অতিথি হৃদয়,  
 বক্ষিৎ আমি দেবি, মন্দিরে তোমার !  
 অনুমতি দাও তুমি, ভূবনমোহিনী ।”  
 কি বলিব পতিপ্রাণা, সতী সাধী প্রাণ,  
 শুনি সম্মতি দিই, কহিনু আবার  
 ভাগ্যবতী আজি আমি, ধরনী মণ্ডলে !  
 রাখিলাম অতিথিরে, অমৃত হৃদয়ে  
 পোষিলাম আশীর্ষিবে ; কিছুক্ষণ পরে,  
 অই ফক্ষে নিদ্রাকণ করিল শয়ন ।  
 বসিলাম গিয়ে আমি, অলিন্দ উপরে,  
 দেখিলাম পুখুমরী নিজা পরশনে,  
 অচল জীবনস্রোত, কণেকের তরে  
 বুঝাইছে জীবকুল, কেবল কাননে

দিখাইছে সমীরণ, আর নীলবরণ  
 হুটিতেছে কাদম্বিনী, আবরি সলাজে,  
 গলফ চন্দ্রমা ছবি, নয়ন নন্দন।  
 দেখিছু অলিন্দে বসি, নয়ন অদূরে,  
 জুবন রুম্মরী রোম নিত্রায় বিহ্বলা।  
 ক্রমে নবমীর শশী চলিল পশ্চিমে,  
 সন্ধ্যার মধুরময় কোঁমল কোমল।  
 বসিয়াছি, হেনকালে কতক্ষণ পরে,  
 ডাকিল 'জুলিয়া' আসি, তাহিল চেতন,  
 চলিলাম দ্রুত পদে শয়ন মন্দিরে,  
 পলিরা শয়ন কক্ষে, 'জুলিয়ার' সমে,  
 খুলিলাম চাকবেশ, রাজেন্দ্রমোহিনী,  
 পরিমু শয়ন বাস, পর্য্যাক উপরে,  
 রাখিলাম কলেবর, কোমল শয্যায়  
 তুবার শীতল জল, স্ফটিক আধারে,  
 রাখিরা নিশীথ-মঞ্চে, 'জুলিয়া' রুম্মরী  
 আবরিল চাক দীপ, নীল বসনের  
 শুকোমল আবরণে, বাঁধিল আবর,  
 প্রফুল্ল কুমুম দাম, মুক বাতায়নে ;  
 বিদায়িছু 'জুলিয়ার' কতক্ষণ পরে।  
 তার পরে আসিলেন, বিশ্ববিনোদিনী  
 চিরসুখময়ী নিত্রা নিকটে আমার,  
 পরশিলা কলেবর, চিরমোহময়ী,  
 মুদিরা নয়ন মুটি হনু অচেতন  
 সমগের চল চক্ষে মধুরা যামিনী  
 নীরবে গভীর ; ক্রমে কোমল শয্যায়,  
 নিত্রায় বিহ্বলা প্রাণ, হেনকালে হয়।  
 বোধ হল কলেবরে কর-পরশন ;  
 অমনি ডাকিল নিত্রা উঠিছু শিহরী  
 কলয়ের প্রতিঘাত, হইল চঞ্চল,

সত্তর হইল হিয়া, সৌদামিনী সম।  
 উঠিরা বসিছু সেই পর্য্যাক উপরে,  
 দেখিছু শয়ন কক্ষ পূর্ণিত আলোকে।  
 ঘুচিয়াছে প্রদীপের, নীল আবরণ,  
 চঞ্চল প্রদীপালোকে, দেখিছু আবর,  
 পর্য্যাকের পাশে সেই দ্রুমাত্মা বন্দরে।  
 নিষ্কোষিত অসি করে, মুহূর্ত্তেক তরে,  
 ঘুরিলা, নয়ন মম, চমকিল প্রাণ।  
 সঞ্চারিল সৌদামিনী ধমনী ভিতরে,  
 তরল অনল স্রোত, বাহিল শরীরে,  
 \* \* \* \* \*  
 মুহূর্ত্ত ভিতরে পুনঃ, পর্কিত ত্যজিয়া,  
 ব্যাধ শরে বিদ্ধ মত্তা সিংহিনী যেমতি  
 পড়িলাম হর্যাতলে, আকুল অন্তরে ;  
 তিজ্রাছু নয়নাসারে, চরণ তাহার,  
 করিছু বিকল কণ্ঠে, সহস্র মিনতি,  
 ভাষ্যদোষে, কি বলিব, নয়নের জলে,  
 ত্রীভূত হইল না, নির্যম পাখান।  
 কি বলিব প্রাণনাথ ! সেই দণ্ডে হার।  
 আলিঙ্গন করিতাম উলঙ্গ রূপাণে,  
 ত্যজিতাম এই প্রাণ, অঙ্গান বদনে।  
 কিন্তু সুধু ভাবিলাম, কলঙ্ক বেদনা,  
 ব্যথিবে প্রাণেশ প্রাণ, জাবিতে জাবিতে  
 অবশ হইল প্রাণ, ঘুরিল আবর,  
 নয়ন মুহূর্ত্তেক মম, চেতনা প্রবাহ,  
 অচল হইল ক্রমে ধীরে ধীরে হার।  
 ঝিলি ভূতলে নব বসন্ত বদরী  
 অচেতন হর্যাতলে রকিমু পড়িরা।  
 \* \* \* \* \*  
 বল তবে প্রাণনাথ ! ধরিবে কেমনে,

কলঙ্কিত কলেবরঃ জগরে তোমার !  
সতীত্ব বিহনে নাথ ! যুবতী জীবন,  
রাখিয়া কি ফল আর সমক্ষে সবার !  
এখনি তাজিব প্রাণ, অন্মন বদনে ;  
প্রাণেশ্বর প্রাণনাথ ! জনক আমার,  
অনন্ত বিদায় দাও, চিরঅভাগীরে,  
ধরিতে পারি না আর, কলঙ্কিত প্রাণ !  
আর কি বলিব নাথ ! শিরায় তোমার,  
প্রবাহিত হয় যদি, রক্তের লহরী,  
প্রতিফল পায় যেন, পামণ্ড বর্ষর,  
বিপায়ের কালে এই, মিনতি আমার !  
এই দেখ, করে নাথ ! রূপাণ উজ্জ্বল,  
পবিত্র অন্তর মম, পবিত্র হৃদয়ঃ  
কলঙ্কিত কলেবর, পুখু অভাগীর  
বর্ষরের পরশনে, সেই কলেবর  
প্রক্ষালিত করি এই, পবিত্র শোণিতে !  
বিদায় মা বসুমতী ! দাও অভাগীরে.

বহিতে হবে না আর পাশিনীর তাঁর !  
যাই হবে প্রাণনাথ :-ওকি ? প্রাণেশ্বর !  
স্পর্শিওনা কলঙ্কিত কলেবর মম !  
বিদায় বিদায় ভাতঃ ! প্রাণেশ বিদায়,  
এই বিদায়িনী বন্ধ ! এই দেখ নাথ !  
উছলিল বন্ধঃছলে, শৌঙ্ক-মির্জাপুরী,  
সদয়িয়া মর লীলা, নারীকুলেশ্বরী,  
পাশিলা পবিত্রপুরে, নবীন ঘোঁরকে,  
রূপের আকাশে যরি, বাসন্তি পুর্নিমা,  
জাবরিল অন্ধকারে, অনন্ত জলদে,  
সুখানন্দ প্রকল কাননে,  
মিলাইল অন্ধকারে, অনন্ত অস্তরে,  
সমুদ্রিকুলস্রোতি, চির অন্ধকারে ;  
উষার চুহনে চাক, নব প্রমোদিনী,  
মোরতিনী কমলিনী জলজ সুন্দরী  
ডুবিল অতল জলে, ফুটিবে না আর !

শ্রীঃ:—

## শ্রীকবি ও তদনুযায়ী উপদেশ ।

### পীঠিকা ।

সম্প্রতি শ্রীশিক্ষার যেরূপ অবস্থা তা-  
হাতে যাহা পুরুষের শিক্ষণীয়, শ্রীলো-  
কেরা প্রায় তাহাই শিক্ষা করিতেছেন ।  
শ্রী পুরুষ উভয়ের উভয়জাতীয় শিক্ষা  
না হইলে সমাজের কখনই উন্নতি হইবে  
না । যুবতীদি, গার্হস্থ্যশিক্ষা, পাকবিদ্যা,  
শ্রীলোকদিগের প্রধান ও অ-

বশ্য শিক্ষিতব্য । বর্তমান শ্রীশিক্ষাতে  
এ সকলের সম্পূর্ণ অভাব দৃষ্ট হই-  
তেছে ।

পুরুষকালের শ্রীলোকেরা পুস্তক  
পাঠিতে পারিতেন না, অক্ষর আঁকিতেও  
জানিতেন না, কিন্তু তাঁহারা যুহন্তালি,  
গার্হস্থ্যযোগ্যোপযোগী শিল্প, বিদ্যা, সনা-  
চার, ধর্মপ্রবলতা প্রভৃতি অত্যাবশ্যিক

শিক্ষিতা বিষয়ে বিশেষণ নিপুণা ছিলেন। তাঁহার বাসিকাদিগকে যে সকল খেলা রচনা করিয়া নির্দিষ্ট রাখেতেন, তাহার বাসিকাদিগের বাসিকা অগ্রহাভেই গৃহ-ভাবনি শিক্ষায় অনুগামী সফল হইত। রাষ্ট্রাধিক খেলায় রক্ষণ বিষয়ে অনুগামী উৎপাদন করিত, পুতুল খেলায় পুতুল ক-মার লালন ও তাহাদের বিবাহ, আত্মীয় কুটুম্বের আদর আত্মান, দাম্পত্য জীবনের মর্যাদা, লৌকিকতা রক্ষা, প্রতিবেশীপ্রেম, পুত্রবধু ও কন্যাদিগকে শিক্ষা দান, তা-হাদের কলহ ভঞ্জন ইত্যাদি সমস্ত গৃহ-স্থানীয় ব্যাপার অভ্যাস পানিত। এই সকল ক্রীড়াতে জীবিতকালের অলঙ্কার ও অমৃত অরূপ লজ্জা, ভয়, বিনয়, কোমলতা প্রভৃতি জন্মিত। এক্ষণ ক্রমে সে সকল উঠিয়া যাইতেছে, কেবল অক্ষর শিক্ষাই অবশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

প্রাচীনকালের গ্রহীণীরা কি প্র-কারে শিক্ষা দিতেন, তাহা বুঝাইবার নি-মিত্ত এই ক্ষুদ্র প্রস্তাব লিখিত হইল। প্রাচীন জীর্ণের যে সকল সারগর্ভ উ-পদেশাত্মক বাণী আছে, তাহাকে আ-মরা স্ত্রী কবি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। পুরুষেরা তাবৎ পণ্ডিত, তাঁহাদের ভাষা সূজাষা, স্ত্রীদিগের ভাষায় তত অধিকার ছিল না, এজন্য তাঁহাদের কবিতা তত সূজাষা নহে; স্ত্রীভাষা স্নেহময়। স্ত্রীভা-ষায় প্রথিত পণ্ডিত কবিতার মত বাক্যকে অনুমিত স্ত্রীকবি বলিলাম। ইহার ভাষা

এখন ভাবগ-সুখকর বা স্বাভাবিক সারগর্ভ বলিয়া প্রমাণস্থলে উদ্ধৃত করিয়াছি।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

শিক্ষার আবশ্যিকতা ও সময়।

বিধাতা স্ত্রী পুরুষ স্বভাব করিয়া আ-পন সৃষ্টির সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছেন। কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিয়া দেখিলেই স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, সংসারে স্ত্রী পুরুষ পর-স্পর পরস্পরের সহায় হইয়া চলিবে এবং পরস্পরকে সুখী করিবে ইহাই তাঁহার অভিপ্রেত। স্ত্রী পুরুষ যদি স্বা-যোগ্য রূপে সুশিক্ষিত হইয়া একযোগে সংসারযুগ্রে আবদ্ধ থাকিয়া সামঞ্জস্যে জীবনানতিপাত করেন, তাহা হইলে এই মানব ধাম স্বর্গভূমি সুখধাম হয়।

প্রধানতঃ পুরুষেরা গৃহস্থ জাতি, নারীগণ গ্রহীণীজাতি। স্ত্রী পুরুষের শিক্ষাবিভাগ এই যে, পুরুষেরা অর্জন শিক্ষা করিবেন এবং গ্রহীণীরা গৃহস্থানী শিক্ষা করিবেন; ধর্ম, জ্ঞান, নীতি সাধা-রণে থাকিবেন। উহা পুরুষেরাও শিক্ষা করিবেন, স্ত্রীরাও করিবেন। যেমন এক যোগে গৃহস্থালি করিলে তাহা সু-চাক ও সুখের হয়, তদ্রূপ ধর্ম ও এক-যোগে করিলে ভাল হয়। নারীজাতি ধর্মভূমি, নারীবিদ্যা, শিক্ষা প্রভৃতি স্বতন্ত্র হইয়া কখন, তাহাতে কতি নাই, কিন্তু এই সকলের অনুষ্ঠান একযোগে করিয়া উচিত, একযোগে হইলে বিশেষরূপে ও সুচাকরণে সম্পাদিত হয়।



কি প্রকারে গৃহস্থালি করিতে হয়, কি উপায়ে ধর্মোপার্জন হয়, নানী এ নানী শিক্ষা করিবে এবং অশিক্ষিতা ইহুয়া ধর্ম ও ন্যায় পথে থাকিবে। সংসারযাত্রা নিরাকার হইবে। গৃহস্থদিগের প্রতি এইরূপ উপদেশ দে, গৃহস্থালি ও ধর্মোপার্জন এই দুইটি সংসার রক্ষের পাখা ; ধর্ম গৃহস্থ সংস্থাপনা তাহার ফল । জীকবির গৃহস্থালি না জানা বিড়ম্বনার বিষয়, গৃহস্থের ধর্মোপার্জনের অক্ষমতা অসীম দুঃখের কারণ । ধর্মমতির অভাব উভয়েরই অনিষ্টকর । যিনি বাঁচাই শিক্ষা করুন, তদানুসঙ্গিক ধর্ম ও নীতিশিক্ষা অতীব প্রয়োজনীয় । অনুষ্ঠানকালেও ধর্ম ও নীতির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্যকর কর্তব্য ; যিনি তাহা না করিয়া বদ্ব্যক্রমে কার্য্য করেন, তিনিই বিপদগ্রস্ত হইবেন ।

বিনা শিক্ষায় কিছুই হয় না, ইহা স্মরণ রাখিতে । অতএব কি গৃহস্থালি, কি ধর্মোপার্জন সমস্তই শিক্ষা করিতে হয় । যাচা শিক্ষিতব্য, তাহা শৈশবাবস্থায়ই শিক্ষা করা কর্তব্য । কেন না বাল্যকালে যাহা শিক্ষা করা যায়, তাহাতেই উত্তম বুৎপত্তি লাগে । যেরূপ জিনিসদ্বারা নানা বিপদজনক বিকল্প হওয়ার কারণশক্তি হয়, তদ্রূপ কোন বিষয়ই ভাল শিক্ষা হয় না । তদন্ত জোখের সময়, সুখভোগে যখন ইচ্ছা করে, তখন কত-না শিক্ষা সকল ঘটিলেও তখন ইচ্ছা প্রস্তুত হয় তটে, কিন্তু তখনকার চি-

ন্তায় ব্যাকুল হইতে হয় ও কষ্টপূর্ণ হয়। সংসার যাত্রা এই সকল কারণে শিশুকালেই শিক্ষা আরম্ভ করা কর্তব্য । এবিসয়ে জীকবির জীলোকেরা বলিয়া থাকেন—

কচিত্তে না নোয়া'লে বাশ ।  
পাখলে ককেটা'শ ট্যাশ' (জীকবি)  
পাখলে ককেটা'শ ট্যাশ' হইতে, 'চৌ-পাখী' নামক এক প্রকার তুল ছিল ; তাহার ডাক বাঁশের দ্বারা নির্মিত হইত, এই বাঁশ ককি'র দ্বারা চৌপালীর উপযুক্ত করিবার জন্য বাঁকাইয়া দিতে হইত । কেন না পাখা বাঁশ নোয়াইতে গেলে ভাঙ্গিয়া যায় । উপরোক্ত শ্লোকটি উদ্ভূত ককি গৃহিনী কর্তৃক রচিত হইয়াছিল । পত্নী বাসিনী বৃদ্ধা গৃহিনীরা কোন বুদ্ধিমতী বালিকা দেখিলে আশ্চর্যান্বিতচিত্তে তাহার মাতাকে উপদেশ দিতেন 'তোমার এই মেয়েটিকে এই বেলা গৃহস্থালি শিক্ষা ও নচেৎ ইহার পর আর শিক্ষিতে পারিবে না' এবং আপনাকে কথা প্রমাণ জনা উপরোক্ত পুরাতন জীকবির শ্লোকটির আশ্রয় করিতেন । অতএব যাহা শিক্ষিতব্য তাহা সংসারজার সন্ধে না পড়িতে পড়িতে বাল্যকালেই শিখিতে হইবে । যাহারা প্রথমকালে শিক্ষা না করেন, বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া সংসারী হইলে তাঁহাদের দুর্গতির সীমা থাকে না ।

অশিক্ষিতা নারী কোন ক্রমেই গৃহস্থালির ব্যবস্থা করিতে পারেন না । সোমবারসারও অশিক্ষিতার দ্বারা

ফিলে হইবে। কি করিলে সৎসার  
দিক্‌রক্ষা পাইবে, কিরূপ করিলে সংসার-  
রিক কার্য সমুদয় সাধা হইবে, কি কার্য  
করিলে সংসারের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হইবে,  
কি উপায় অবলম্বন করিলে সংসারের  
অনিবর্তিত বা অপ্রতুল হুঁচিবে এবং কি  
হইবে, অনিশ্চিতা রহনীর এ সকল ব্যা-  
প্তিতে পারেন না। অজ্ঞতা ও জনজ্ঞাস  
নিবন্ধন তাহারা সংসারকে তাঁর জ্ঞান  
করে এবং কার্য কালে তাহাদের ক্রেশ  
বোধ হয়, ক্রমে আসিয়া প্রায় পাওয়াতে  
সংসার জীহীন হইতে থাকে; সুতরাং  
তাহারা জীবনের সারস্বৰ্ণ ও শ্রম সম্বোগে  
কথিত হয়। দুঃখবস্থা ও ক্রেশসহিততা  
বশতঃ ক্রমে তাহাদের কতি কথুণ্ডিত হয়।  
অধৰ্ণ ল্পর্শ করে, সুতরাং তাহাঙ্গিগের পা-  
রলৌকিক সূত্রে ও জলাঞ্জলি দিতে হয়।

পুণ্ডরিকগের সম্বন্ধেও ঐরূপ জী-  
নিবে। পুণ্ডরিকগের যদি প্রথম বয়সে উ-  
পার্জন, নীতি ও ধর্ম্মমুষ্ঠান শিক্ষা না ক-  
রেন, তাহারাও সংসার-দশায় অশেষবিধ  
ক্রেশ পান। সংসার তাঁহাদিগের তাঁর  
বোধ হয় এবং তাঁহারা সংসার চালাইতে  
বাকুল হন। অবশেষে হয় ত অধৰ্ণ ও  
অন্যায় উপায়ে ধনার্জন করিতে প্রবৃত্ত হ-  
ইয়া ইতর উভয় কালই দ্রুত করেন।

বাহির হইতে আনয়ন করা বা উপা-  
র্জন করা আর গৃহস্থালি কার্য করা এই  
কর্য্য যদি এক ব্যক্তির স্বদে পণ্ডিত  
হয়, তাহা হইলে তাহাকে তাহার স্বদে

গোনাশ্রিত কষ্ট হয় এবং কার্য্যও অচাক্ষুণে  
নিষিদ্ধ হয় না। এজন্য গৃহস্থ ও গৃহিণীর  
উচ্চা অংশ করিয়া লওয়া কর্তব্য। গৃহস্থ  
বাহির হইতে ধনাদি আহরণ করিবেন  
এবং গৃহিণীরা তাহা সামঞ্জস্য করিয়া ব্যয়  
ও রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। তাহা হইলে  
উভয়েই তাঁর লভ্য হয় এবং উভয়েই  
শুখী হইতে পারেন। যদি গৃহিণীর আ-  
হরণের চিন্তা না থাকিল এবং যদি রক্ষণ-  
াবেক্ষণের চিন্তাও গৃহস্থের না থাকিল  
তাহা হইলে উভয়েই আপনাপন কর্তব্যের  
উন্নতি করিতে পারেন ও সূত্রে কালযাপন  
করিতে সমর্থ হইবেন। এইরূপ হইলে অতি  
শ্রমরূপে সংসার নির্বাহ হয়। নচেৎ  
একজন দাস হইয়া সমস্ত করিবেন, আর  
একজন যোগীর ন্যায়, উদাসীনের ন্যায়,  
পরের ন্যায়, নিঃসম্পর্কিত থাকিবেন ইহা  
অতীব অন্যায়। ইহাতে উভয়েই অত্যন্ত  
কষ্টের বিষয় তাহা প্রাচীন কালের স্ত্রী  
কবিরা এইরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন।

‘গাছে পাড়া তলার কুড়ান এ

সামান্য নয়।

সাকের জলে চোকের জলে একাকার

হয়।’ (জীবন)

কোন স্থানে রকের কল পাড়িতে

হলে হইলে আর অন্যায় হয়। একজন

পাড়াতে একজন কুড়ান হইবে। এজন্য

না হইলে কষ্ট এবং কতি কতি করিতে

হয়। পাড়া পাড়া তলার কেনিলে

যদি একজন রকের, তাহা হইলে অন্য

রাসে তাহা দুটলোক কর্তৃক অপহৃত অথবা বন্যপশু দ্বারা ভক্ষিত হইতে পারে। অতএব পাড়িতে গেলে কুড়ান এবং কুড়াইতে গেলে পণ্ডা হয় না। এই দুটান্ত শিক্ষা ও অভ্যাস করিলে সংসারকে ভারজান হয় না এবং অনাগাসে সংসার-কার্য নিচয় প্রচাকরণে নিরীহ করা যায়। সু-টেয়া শিক্ষা কৌশল ও অভ্যাস বলে লোকের কত বলভার দ্রব্য বহন করিয়া থাকে।

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সংসারের অঙ্গ ও তাহার প্রণালী।

সংসারে সকলেই অজ্ঞানাবস্থার জঘ-গ্রহণ করিয়া থাকে। ক্রমে বয়োবৃদ্ধি সহকারে নানা প্রকার শিক্ষালাভ হয়। কিছু না কিছু শিক্ষা মনুষ্যের আভাবিক। জ্ঞানসঞ্চার আরম্ভ হইলে কিছু না কিছু শিক্ষা হইবেই হইবে। যখন কোন প্রকার ঘটনা আপনা হইতেই হইবে, তখন ভাল বিষয় শিক্ষা করাও বর্তব্য। যে শিক্ষা দ্বারা ইহকালে সুখসামান্য ও পরকালে শুভ হয়, তাহা শিক্ষা করাই সর্ব্বোত্তম বর্তব্য। সে বিষয়ে আলসা করিলে মন্দ শিক্ষার ফল-কষ্টভোগ করিতে হয়। মনুষ্য যদি ধর্ম্ম, অর্থ, সংসার-নির্ব্বাহন-প্রণালী, জ্ঞান, কলা, শিল্প না করে, এবং কেবল সাধারণ ভর ও হাতিশিল্প দ্বারা থাকে তাহা হইলে সে পুত্র হইতেও অপকৃষ্ট হয়। পুত্রকে কোন-কোন বিষয় অর্থাৎ জ্ঞান, ধর্ম্ম, নীতি, হুহুলা, কলা, শিল্প

না। মনুষ্যেরা ইহা শিখে বলিয়া পুত্র প্রাপ্তি সুখী ও শ্রেষ্ঠ। মনুষ্য এস-কল শিক্ষা না করে সে পুত্র অপেক্ষাও নিকৃষ্ট হইয়া থাকে। কারো পুত্রদের কোন বিশেষ প্রকার শীপ শিক্ষা ঘটেনা মনুষ্য অশিক্ষিত হইলে সে হাতিয়ার, হস্ত-রাশি বশীভূত হইয়া কেবল পাপ শিক্ষা করে, সুতরাং অদঃপাতে যায়। এবিষয়ে প্রবাক্ষ্য একটি কথা এই—

“বসে বসে খুটি চুটি।”

আভাগী যেন পাপের কুটি ॥”

যে নারী কোন আত্মহত্বকার কার্য করিতে ভাল বাসেন না, তাহাকে ‘খুটি চুটি’ অর্থাৎ রূপা বা নিকল কার্য করিতে হয়; যেহেতু কাহারও চূপা করিয়া থাকিবার যো নাই। একজন বৃদ্ধদর্শী পণ্ডিত বলিয়াছেন, ‘মনুষ্য কার্যের অভাবে অকার্য্য করে’ অর্থাৎ কোন-কোন কার্য্য নিমুক্ত না থাকিলে মন্দ কার্য্য আপনা হইতেই উপস্থিত হয়। রূপা কার্য্যে অশিক্ষিত হইলে তাহাকে ক্রমে পাপ আশ্রয় করে, সুতরাং অজানাবৃত্তি হইতে হয়।

অনেকে মনে করেন, পুস্তক পড়িতে পারিলেই জীবনের সমস্ত শিক্ষা সমাধা হইল। এটি বড় ভ্রম। পুস্তক পড়িতে শিক্ষা আর শুটি কত অক্ষর পড়িতে শিক্ষা একই কথা। কএকটা অক্ষর জানা কোন ক্রমেই জীবনের প্রধান শিক্ষা বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। অনেক বালক বালিকা কেবল অক্ষর পড়িয়া বাবু অর্থাৎ অক-

গণ্য হইয়া পড়িয়া থাকে। কিন্তু, হাত-  
হাতী, বিদ্যাভিলাষী, অধ্যয়ন-প্রিয়  
প্রিয় হন। শিখার প্রকৃত অর্থ  
খের হেতু শিখার প্রকৃত অর্থ  
কার্য শিক্ষা ভাল। কিন্তু অনেক লোক  
যা যাঁহা বাঁহা লিখিতে বাঁ পড়িতে  
পারে না অথচ তাহাদের হৃদয় লেখা প-  
ড়ার পরিণাম-ফলস্বরূপ—ধর্ম, জ্ঞান, নীতি  
কাব্যাদিকতা, সমাজের প্রতিষ্ঠা ও গতিশক্তি।  
এই সকল গুণই লেখা পড়ার ফল, নচেৎ  
উহা পাখীর মতন পড়া ও জাকোড়নের  
ন্যায় লিখা।

লেখা পড়ার এত সমান কেন এবং  
তাহার স্বত্তি কেন হইয়াছে, ইহা যিনি অ-  
নুধাৎন করেন তিনিই উহার যথার্থ মাহাত্ম্য  
বুঝেন এবং শিক্ষার উন্নতি করিতে পা-  
রেন। যেমন কার্ঘ্যের সুবিধা ও অমলা-  
ধবার্থ নানা প্রকার যন্ত্রের স্বত্তি হইয়াছে,  
সেইরূপ সহজে শিক্ষার নিমিত্ত লেখা প-  
ড়ার স্বত্তি হইয়াছে। অতএব লেখা, জ্ঞান,  
ধর্ম, নীতি প্রভৃতি শিক্ষার যন্ত্র স্বরূপ।  
অভিজ্ঞদিগের উপদেশই শিক্ষণীয়; লেখা  
পড়া উপকরণ মাত্র।

বয়োবৃদ্ধি সহকারে বাসক বালিকারা  
অনেক প্রকার শিক্ষা করিয়া থাকে ও

সমস্ত যিনি শিক্ষা করিয়া লাই  
হয়, তাহাদেরই উপদেশ ও অন্যান্য  
শিক্ষার সহকারেই অধিক শিক্ষা হয়। এ-  
সবকে একটি শ্রী-গাথা আছে—

যে শেখে সে শেখে  
ঠেকে শেখে আর দেখে শেখে ॥  
যাহার শিখিবার ইচ্ছা থাকে, সে  
কোননা কোন প্রকার শিখিবেই শিখিবে।  
পিতা, মাতা, ভ্রাতা, স্বজন, ওক এই স-  
কলের উপদেশ অনুরারে শিক্ষালাভ হয়।  
কখন কখন এবং কোন কোন বিষয় বিনা  
উপদেশেও শিক্ষা হইয়া থাকে। বিনা  
উপদেশে যাহা শিক্ষা হয়, তাহার দুই  
প্রণালী আছে; এক চৈকিয়া শিক্ষা আর  
দেখিয়া শিক্ষা। বুদ্ধিমত্তী বালিকারা অ-  
ন্যর দ্বারা দেখিয়া অনেক কার্য শি-  
খিয়া থাকে। ইহসংসারে সময়ে সময়ে  
মানববিধ আপদপ্রসূত হইতে হয়। বিপৎ-  
পাতে সর্বদাই ক্রেশ ও ক্ষতি ঘটে, ওক-  
কালে অজাতপূর্ব ও অশ্রুতপূর্ব বহুবিধ  
শিক্ষা করা যায়। অন্যান্য কার্ঘ্যের ফল  
উপস্থিত হইলে অনুতাপ জন্মে, তাহা হ-  
ইতে শিক্ষা হয়, ইহাই চৈকিয়া শিক্ষা।

(ক্রমশঃ।)

## রসিকতা ও রসের কথা

এই বঙ্গদেশ রসিকতার সমুদ্রবিশেষ। পৌরাণিকেরা কীরলবণ প্রভৃতি সপ্তসমুদ্রের বিবরণ লিখিয়াছেন। যদি তাঁহার বঙ্গভূমির আধুনিক ইতিহাস দিব্য-শ্রোত্রে পাঠ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে ইহাকে রস-সমুদ্র নাম দিয়া পুরাণ-প্রসিদ্ধ ভূগোল-শাস্ত্রে সমুদ্রের সংখ্যা সাত না লিখিয়া আট লিখিতেন। জ্ঞানানন্দের অভিধানে বজ্রের এক নাম দাস-নিবাস, আর এক নাম রস-নিবাস। কেন না, এদেশের সকলেরই ললাটগুটে দাসুদ্রের স্বরূপ কুশ-রেখা এবং অধরে ও নয়নপ্রান্তে রসিকতার মধুরলাঞ্ছন, সকল সময়ে সমানরূপে পরিলাক্ষিত হইয়া থাকে।

পুত্রকন্যা কি ভ্রাতাভগিনির নাম রাখিতে হইবে,—বাঙ্গালি ভখনও রসিক। কারণ, পুত্রের নাম রসিকচন্দ্র, কন্যার নাম রসময়ী চৌধুরাণী। ভ্রাতার নাম প্রাণনাথ দত্ত, কি রতিকান্ত রায়; ভগিনির নাম অনঙ্গমঞ্জরী। নামে এইরূপ অসাধারণ রসিকতা পৃথিবীর আর কোন্ দেশে দৃষ্ট হইয়াছে?

দেশবিদেশের নামাবলী পাঠ এক হিসাবে সেই দেশের প্রকৃতি-পাঠ। রুটমেরা জানেন শুণে, বৈজ্ঞানিকবলে এবং রাজনীতির কোশলে আজি কালি সমস্ত

সভ্যজগতের নামাবলীর ইয়া থাকিলেও তাঁহার কোন্ এক দিন যে যজ্ঞ বাস করিতেন ও আম-মাংস ভাল খামিতেন, এবং এইজন্য তাঁহাদিগের বাস্তবজ্ঞা ডারউইনের জীড়াময়ী কল্পনা হইয়া গিয়াছে, তাহার নিদর্শন। কারণ, যদিও তাঁহাদিগের মিল মেকলে প্রভৃতি ঐতিহাসিক-বর্গ, পরকীর জাতি-চরিত ও সাহিত্যাদির সমালোচনায় ক্ষুরধারতীক্ষ্ণতা অবলম্বন করিয়া, পৃথিবীর পুরাণতম জাতিকেও অকুণ্ঠিতকণ্ঠে অসভ্য বলিয়া গালি দিতেছেন, এবং ভাষাতত্ত্বের ভাষীস্বরূপ দেবজনসমূহনীর সংস্কৃত ভাষাকেও বিকটবুলি জ্ঞান করিতেছেন, তথাপি তাঁহাদিগের মধ্যে Fox ( শৃগাল ), Wolf ( বৃক ), Savage ( বন্যবর্কর ), Hogg ( শূকর ) ও Badcock ( মন্দকুকুট ) প্রভৃতি শ্রুতিমধুর ও মধুরার্থক নামসমূহ সাহিত্যে প্রথিত ও সমাজে প্রচলিত রহিয়াছে এবং লোকে অদ্যাপি এই সকল নাম সাদরে গ্রহণ ও সম্মানে ব্যবহার করিতেছে। স্বামী, দিবসের পরিশ্রমের পর ক্রান্তকলেবরে গৃহে আলি-তেছেন, গৃহলক্ষ্মী প্রেমভরে পুলকিত হইয়া তাঁহাকে সম্ভাষণ করিতেছেন,—‘হে শৃগাল, হে শৃগাল!’ অথবা—‘হে বৃক

হে হুক! 'পুনরাপি' বলিতেছি, কি যো-  
হনরূপি, কি পুরাণ বজ্রী কলকামিনীরা  
ক্রান্তকালের কালক 'হে শূন্য', অ-  
থবা 'হে হুক' বলিয়া সম্ভাষণ করেন না  
বটে, কেন না বাঙ্গালি রসিক। কিন্তু  
রসিকতার অমুরোধে বাঙ্গালির নামাবলী  
যে মূর্তি ধারণ করিয়াছে, তাহা পুরুষের  
শোভা পায় কি না এবং পুরুষের তা-  
হাতে তৃপ্তিবাদ সম্ভব কি না, ইহা গভীর  
সন্দেহের বিষয়। অথবা ইহাতে সংশয়  
ও বিস্ময়ের কথা কি? বাঁহারা ভারতউ-  
দ্ধারের জন্ত আত্মার তালে খীত গাইতে  
পারেন, তাহলে তাহলে নাচিয়া নাচিয়া না-  
চনিচ্ছন্দের অশ্রাব্য বিভাগ জাতীয় হৃদ-  
য়ের মর্মনিহিত শোকবহি উদ্ধারণ ক-  
রিতে সমর্থ হন, তাদৃশ বীরেন্দ্র-কেশরী,  
সুরসিক ধুরন্ধর পুরুষদিগের নাম কামি-  
নোকান্ত, বামিনোকান্ত, কুমুদিনীকান্ত ও বি-  
নোদিনীকান্ত এবং রমণীমোহন ও 'দ-  
লিতাজন পুঞ্জাঙ্গন' ভাদিনীরঞ্জন ভিন্ন  
আর কি হইতে পারে?

কবিসমাজের কীর্তিস্তম্ভ শেফালীর ক-  
হিয়াছেন—

'নামে কি করে,

গোলাপ, যে নামে ডাক, মধু বিতরে।'

আমরা অকবি, স্তবরাং একথা আমরা  
বলিতে পারি না। আমরাদিগের এই বি-  
শ্বাস যে, নামে আর কিছু না কক্ক, উহা  
দেশীয় কচি এবং সাময়িক প্রকৃতির অন্ত-  
স্তল পর্যন্ত প্রদর্শন করে। প্রাচীন আর্ধ্য-

বীরদিগের নাম, ভরত, লক্ষ্মণ, ভীষ্মার্জুন,  
রুলদেব, বাহুদেব, দ্রুপদাশ্বিন, ভীম;—ঋ-  
ষিদিগের নাম বাস, বাস্মীকি, বিশ্বামিত্র,  
বশিষ্ঠ;—শাস্ত্রকারদিগের নাম, পাণিনি,  
পতঞ্জল, কাত্যায়ন, কণাদ;—এবং দে-  
শস্থ সাধারণ ভক্তলোকসমূহের নাম শত-  
শত শাকটায়ন। যখন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ  
প্রভৃতি মাধ্যম আর্ধ্যগণ, বঙ্গে প্রথম স-  
মাগত ও উপনিবিষ্ট হইলেন, তখন এই  
বঙ্গেরই বাঙ্গালিদিগের নাম শূরসেন ও  
বীরসেন, বিজয় ও বঙ্গাল, এবং সেই সমা-  
গত মহানুভাবদিগের নাম দক্ষ, বেদগর্ভ,  
মকরন্দ ও বিরহট। তাহার পর, যখন আ-  
ত্যাচারের আতঙ্কিত সময়ে বঙ্গভূমি যখন  
অজ্ঞান-তিমিরে আচ্ছন্ন এবং সর্পিধা অ-  
দোগতিপ্রাপ্ত হইল, শিখ ও সভ্যতার  
স্রোতে ভাটা লাগিল, বিদ্যাবুদ্ধি ও মহ-  
ত্বের গৌরব পর-পাহুকা-লেখন-জনা নূতন  
গৌরবের নিকট হীনপ্রভ হইয়া পড়িল,  
তখন তাঁহাদিগের নাম হইল, আই, চাই,  
কচু, ঘেচু, বিক, কোক ইত্যাদি। এইক্ষণ  
বঙদিগের পর, ব্রহ্মবংশের তপন্যার পর,  
বিলাসসমুদ্রে ভাগমান, স্তম্ভিত স্তম্ভা,  
গুরুচিসম্পন্ন বাঙ্গালি-বীরদিগের নাম হ-  
ইয়াছে,—রমণী, কামিনী, মানিনী, ভা-  
মিনী, কুমুদিনী, বিনোদিনী, রাই, কি-  
শোরী। ইহার পর, কোমল দিন হয়ত,  
কোন এক সুরসিক বাঙ্গালি, ব্রজবিলাস  
কাল জয়দেবের গীত শুনিয়া, আত্মজের  
নাম রাখিবেন,—“ললিতলবঙ্গলতাবসত”।

—এবং অনুরক্ত নাম রাখিবেন, 'প্রেম-ময়ী-পদ-পঙ্কজ' । তিনকালের ত্রিবিধ কচি, সুতরাং ত্রিবিধ নাম ।

নামে যেমন বাঙ্গালির রসিকতা, সাহিত্য এবং সামাজিকতাতেও বাঙ্গালির সেইরূপ কি উত্তোষিক রসিকতা, সেইসামান, দেহুলামান ও চলচলাগমন রহি-রাছে । আদর্শে প্রামাণ্যসিক । প্রামাণ্যসিকদিগের মধ্যে যাহারা প্রাচীন, তাঁহাদিগের বেদ দাশরথির পাঁচালী, ভাষা আধুনিক কবিগণালদিগের টপ্পা এবং টকা গোবিন্দের দুই একটি গীত । তাঁহারা সত্যত্বের ইহার কোন নাহিকান ব্যক্তির নাম লইতে পারিলেই, আপনাদিগকে সায়নাচার্য্য কি কল্লুকভট্টের অতিব্রহ্ম প্রণোক্ত জ্ঞান করিয়া অভিমানে ফুলিয়া উঠেন ; এবং আলাপে কাহারও মাতা, স্ব-জন্মমাতা, দুহিতা কি ভগিনীকে যদি উজ্জিক্রমে কুলকলঙ্কিনী, অথবা সম্ভ্রান্ততুল্য ঘনিষ্ঠ-জন-সম্পর্কে কলুষচারিণী বলিতে পারেন, তাঁহা হইলে, কি রসিকতা প্রদর্শন করিলেন, আর কি রসের কপাই বা বলিলেন, ইহা ভাবিয়া আত্মাদে অবশ হন ।

প্রামাণ্যদিগের মধ্যে যাহারা নব্য রসিক,—হয়ত কোন দিন কোন এক প্রামাণ্যশালায়, বাঙ্গালার হুচারি পংক্তি পড়িয়াছেন,—হয়ত কোন দিন কোন উজ্জিক্রম লোকের মুখে বায়রণের নাম শুনিয়াছেন,—যাহারা এইরূপ রসিক, তাঁহারা

সাহিত্যিক রসের যেরূপ বিনোদন,—নাটক মবেল রূপ কমলবনের মনীন ভ্রমর, এবং প্রেমসম্ভাবনের ডেকা—দুই একটি কদম্ব কবিতা পঠিত আছে,—বিদ্যার এই পর্য্যন্তই দৌড়—অগমর পাইলেই সেই কবিতা পড়িতে হবে । কিন্তু একটি গীত কোনকালে শিখিয়াছিলেন, তাহাও স্মরণে মতে গাইতে হইবে । আর, মধ্যে মধ্যে মাইকেল নামক কাব্য-রচয়িতা দীনবন্ধু গিরের কথা, এবং বিষ-বৃক্ষ নামক উদ্ভদ-তত্ত্ব রচয়িতা বিদ্যাপতির কথা উল্লেখ করিয়া আত্মকারের নিন্দা কি প্রশংসা করিতে হইবে । নহিলে, লোকে তাঁহাদিগকে রসিক বলিলে কেন ? যদি বেশে এইরূপ রসিকতারই আদর্শ রাখা-কিত, তাহা হইলে কবির আসরের এক পার্শ্বে পিতা আর এক পার্শ্বে দুহিতা যুগ-পৎ উপনিষ্ট থাকিয়া কাব্য-রস-পিপাসার চরিতার্থতা সাধনে সমর্থ হইতেন না,—যাহার আসরে কোঁশলা রাম-শোকে খেমটা মাটিতেন না, এবং অর্দ্ধ শিক্ষিত কুল কামিনীরা, অর্দ্ধ শিক্ষিত নব্য রসিকদিগের নায়, শিক্ষার নামে অবলার স্বেভাব-সুন্দর শালীনতায় জলাঞ্জলি দিতে উৎসাহ পাইতেন না ।

নদারবাসী রসিকদিগকে পুরাকালে নাগর কহিত ;—এখনও তাঁহারা সেই নাগরই বহিরাছেন ;—বেশে নাগর, বি-ভূষণে নাগর, এবং রসিকতা ও রসের কথাতেও বোড়শ কলার প্রসোজিত দুনিয়ার



নাগরী। মুখের সহিত অঙ্গের অট্টহাস্য, মনুষ্যের মর্যাদিক দুঃখ এবং শোকের অন্তর্ভেদি আত্মনাদ লইয়াও হাস্য পরিহাস, সকল কপায়ই মুখভঙ্গি এবং মুখভঙ্গিতেই বিশ্ব বিজয়;—ভগবানের চিরিয়া খোনার এই এক স্বেচারী জীব। যেমন আগমবাদী ভাষ্কর্যের নিকট মন্দিরগন্ধশূন্য মনুষ্য মাত্রই পশু, ইহাদিগের নিকটও দীর্ঘ, গভীর, চিন্তাপরায়ণ ব্যক্তি মাত্রই ভণ্ডতাপস ও অকর্মণ্য লোক। ইহাদিগের রসিকতার প্রথম লক্ষণ পরিনিমা। যিনি মুক্তকণ্ঠে ও মুক্ত হৃদয়ে, প্রাণের সহিত পরিনিন্দা করিতে কুণ্ঠিত হইবেন,—সহৃৎসাহসীল রুতী পুরুষকে পাণ্ডিত্য কি পাবণ বলিয়া করতালি দিতে এবং কি দেশের হিতকর, কি সমাজের মঙ্গলকর সমস্ত প্রকারের সংকল্পকেই সময়ে অপব্যয় অথবা বাল-চাপল্য বলিয়া ক্রক্ষেপে উড়াইয়া দিতে লজ্জা অনুভব করিবেন, ইহাদিগের নিকট তাঁহার আসন লাভের প্রত্যাশা বিড়ম্বনা। ইহাদিগের রসিকতার দ্বিতীয় লক্ষণ ইতর-ক্রমেবা জলীল ভাষা। যে সকল শব্দ, অভিধান কর্তৃক স্ফূরণ পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং সমাজের ভঙ্গ বিভাগ কর্তৃক দূরীকৃত হইয়া পাপনিবাসের পাকিল ভ্রমে লুকাইয়া রহিয়াছে, সেই সকল অকথা শব্দই ইহাদিগের কথা ভাষা এবং আদরের ধন। যিনি জিহ্বাকে ভাঙ্গা শব্দের দ্বারা কলুষিত করিতে সঙ্কুচিত হন, ইহাদিগের নিকট

কট তাঁহার আসন লাভের প্রত্যাশা বিড়ম্বনা। ইহাদিগের রসিকতার তৃতীয় লক্ষণ নিজ নিজ ভাষ্য প্রসঙ্গে প্রেমালোপ। যিনি পুথ-দুঃখের সজ্জিনী, জীবনের সহ-দর্শিনী, দর্শপরিগৃহীতা ভাষ্যকে গণিকা হইতেও হীনত রূপে বর্ণনা করিতে শ্রান ও পরিমিত রহেন, ইহাদিগের নিকট তাঁহারও আসন লাভের প্রত্যাশা বিড়ম্বনা। হয়। এইরূপ রসিকদিগের হস্তেই বঙ্গজন্মের ভবিষ্যৎ নাস্ত রহিয়াছে।

যখন কলি-ক্রমা মধুসূদন মনোমদ-মধুর নিঃসনে কবিতায় বঙ্গ-ভারতীর স্তুতি-গীত গাইতে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং বঙ্গের কতিপয় উচ্চ শিক্ষাবিভ ও প্রতিভা সম-ন্বিত ক্ষমতালী পুরুষ বাঙ্গালা সাহিত্যের পরিশোধন ও পরিবর্দ্ধন এবং উন্নতি ও বিকাশের জন্য প্রথম লেখনী ধারণ করিলেন, তখন লোকের এইরূপ আশা হইয়াছিল যে, এতদিনে বাঙ্গালি, পত্র পত্রিভাগ করিয়া, পদ্ম-মধুর জন্য মানস মর্দীরেবৈ সন্তরন করিতে শিক্ষা করিবে। কিন্তু এইক্ষণ দেখা যাইতেছে যে, লোকের সে আশাও মৃগ-ভূষিকায় পরিণতি পাইতেছে। কারণ, অনুকরণের পর অনুকরণে, তাঁর আবার অনুকরণে, বাঙ্গালার ইদানীং যাহা কিছু লিখিত হইতেছে, তাহার সাধারণ নাম—রসের কথা; এবং যে কেহ বাঙ্গালা প্রমুখ পাঠ করেন, তাঁহার সাধারণ নাম,—রসিক।

পূর্বে যেমন আমরা বাঙ্গালার ভারত-



উদ্ধার-রত বীরভক্তদিগের নামানলী পাঠ করিয়াছি, যে সকল অমূল্য গ্রন্থের দ্বারা সেই ভীরু-উদ্ধার লাভ করিবে, পাঠক-বর্গের কৌতুহল নিরন্তর জনা আমরা এ-স্থলে তাহারও দুচারটি নাম উল্লেখ করিতে পারি। বাজালির মস্তিষ্কসম্বৃত বজ্রাকরে লিখিত প্রাচীন গ্রন্থমালার নাম অনুমানদীপ্তি, শব্দশক্তিপ্রকাশিকা, শব্দতত্ত্বকৌমুদী। এইক্ষণকার গ্রন্থ সমূহের নাম,—‘তুমি কি আমার’, ‘আমি কি তোমার’, ‘হায় কি মজার শনি-রার’, ‘হায় কি রসের নৃতন বাহার’ ই-তাদি। বঙ্গদেশ কাব্যের প্রিয়নিবাস, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু এই রস-সমূহের আকালিক উচ্ছ্বাসে এদেশের আবালবৃদ্ধবনিত। সকলেই একবারে এক সঙ্গে কবি হইয়া বসিয়াছে, এবং দু-ভিৎ-দুঃখ-কাণ্ডের ক্ষণকালেবরা বঙ্গভূমি কাব্যের তটভিষাতি তরঙ্গ-তাড়নে এবং রসের কথার উৎপীড়নে অহোরাত্র ধর ধর কাঁপিতেছে। গ্রন্থকার চতুর্দশ বৈ-সরের বালক, শিক্ষকের গল-গজ্জনে বিদ্যালয়ে তাঁহার স্থান হইল না—গৃ-হিণী একাদশবর্ষীয়া বালিকা, শ্রাবস্ত্র-মের নির্ভর গজনার গার্হস্থ্যজীবনে তাঁহার চিত্ত রহিল না। অতএব উভয়ে মিলিয়া কবিতা লিখিলেন, ‘হায় স্থখা আছি’—অথবা ‘হায় স্থখা কাদি’। অনুগন্ধান করিলে সপ্রমাণ হইবে যে, আধুনিক ক-বিতাপুঞ্জের অনেক কবিতাই এইরূপ রস-

লিপ্সু বালক বালিকার রসিকতার বিজ্-জ্ঞণ।

কেবল বালক বালিকারাই যে এই দোষে দোষী, এমন নহে। রক্ত এবং পূর্ণ বয়ঃপ্রাপ্ত ভক্তদিগের মধ্যেও অনেকে এই রস-বিকারের প্রবলপ্রভাতে পড়িয়া ইদা-নীং হাঁরু তুঁরু খাইতেছেন। এদেশের এ-কজন বিশেষ শক্তিসম্পন্ন নবীন কবি আ-দিরসের কবিতা লিখিতে বড় ভাল বা-সেন। আদিরসের কবিতা লিখিতে তাঁ-হার ক্ষমতাও আছে। ঐ প্রকার আদি-রসের কবিতা নীতিবিঘ্নহিত বলিয়া অনেক সময়ে যার পর নাই অনিষ্টকর হইলেও, ভাবের আবেগে এবং ভাবার পারি-পাটো প্রায়শই পাঠকসমাজের একান্ত প্রীতিকর হইয়া থাকে। তিনি কবিতা লিখিয়াছেন,—‘কেন দেখিলাম’। ক-বিতাটি সুন্দর ও সুখপাঠ্য। তাঁহার ছ-ন্দানুবর্তনে স্থানতঃ একশত মস্তিষ্কশূন্য এক-শতাব্দিক রস-পরিচয়শূন্য অকর্মণ্য বুঝা ক-বিতা লিখিয়াছেন,—‘কেন চাহিলাম’, ‘কেন চাহিলে’, ‘কেন নাচিল নয়ন’, ‘কেন কাঁপিলে বদন’। এইভাবে, যেন তেন প্র-কারে অসংখ্য অসংখ্যকোটি ‘কেন’ বা-জালির লিখিত, মুদ্রিত, প্রকাশিত ও প্র-চলিত হইতেছে। এই ‘কেন’ এইরূপ রসিকতার রাজ্য ছাড়িয়া আর যে যায়, এমন তরঙ্গ কি?

যে সময়ে সুব্রহ্মাণ্য এদেশে পদাশ্রয় করিলেন,—প্রবল শব্দভাষ্যের মাধ্যমে

মঙ্গলহরী কীর্ত্তন করিয়া ভারতে ভারত-  
সাক্ষ্য সাংস্কারপনের জন্য উপনীত হই-  
লেন, তখন এদেশের কাব্যক্ষেত্রে ভয়াবহ  
এক কণ্ডুয়ন উপস্থিত হইল। যেই দুই  
তিনটি শব্দ কবি জাতীর-সম্মান রক্ষার  
অভিলাষে কবিতায় যুবরাজকে সম্ভাষণ  
করিলেন, অমনি কবিতার ককার-মোদ-  
বিরহিত সহজ যুগ, যেন কি এক রসা-  
বেশে আঘিক্ত হইয়া, যুবরাজকে কবিতায়  
অঞ্চলের দন, খেঁচরতন বলিয়া চতুর্দিক ছ-  
ইতে সমস্তরে চীৎকার করিতে লাগিলেন।  
লোকে বিস্ময়-বিমুগ্ধ হইয়া একে অন্যকে  
জিজ্ঞাসা করিল,—ইহা কি ? বঙ্গভূমির  
বাংসল্যরস সম্ভা এইরূপ উচ্ছলিয়া উঠিল  
কেন ?—কিন্তু যেহেতু শুধু এক বাংলা-  
রসেই কবিতার পরাকাষ্ঠা ওদর্শন হয় না,  
এই নিমিত্ত বঙ্গের এক বয়োবৃদ্ধ পরিচিত  
কবি বঙ্গভূমিতে দর্পসহকারে প্রবেশ ক-  
রিয়া, কবিতায় বর্ণনা করিলেন যে, ভার-  
তমাতা ভারতী হইলে আজি রস-ভাবের  
উচ্ছলিত প্রবাহে পুনরায় যুবতী হইয়াছেন,  
এবং যৌবনের শোভা পুনরায় প্রকাশ  
কুল, কর্ণে চল এবং কুলে কুলে  
লাইয়া, মদনমোহন রসকে প্রেমভরে  
আব্বানি করিতেছেন,—অতএব যুবরাজ  
সামনে আসিয়া সমাগত হউন। এই ক-  
বিতা সামান্যদিগের অস্বপ্নত প্রলাপ নহে।  
ইহা, লিখিত, মুদ্রিত, প্রকাশিত ও প্রচা-  
রিত হইয়াছিল এবং সহস্র পাঠকবর্গ  
অতিশয় সহকারে পাঠ করিয়া বল-

রাহিলেন যে,—ইহা রসের কথা। পঞ্চ-  
বিংশতি কোটি মনুষ্যের দগ্ধপ্রাণ ভারত-  
মাতা বলিয়া ইহার নাম করিতেছে—  
দেশে বিদেশে শাস্ত্রাণদর্শী সুধীপুরুষেরা  
ইহাকে সভ্যতা ও সামাজিক নীতির  
আদি জননী, পরমার্থতত্ত্বের রত্ন-খনি এবং  
সকল ভাষার ভাষা প্রমদিনী বলিয়া পূজা  
বরিয়া আসিতেছে, সেই আখ্যাত প্রবাহ-  
রূপা নর্ঘদা ও ভাগীরথীর পবিত্রবারি-  
শীত ভারতভূমিতে চট্টবননা নবীননা-  
য়িকা সাজিয়া, তাহাকে রাজবেশে বি-  
ভূষিত নবীনমায়কের সঙ্গে সম্মিলিত করণ  
সামান্য কবিত্ব-শক্তি এবং সামান্য রসিক-  
তার পরিচায়ক নহে।

আর একজন অভিনব কবি রূপজীবিনী  
পণ্যাবলাসিনীদিগের রূপ রস যন্ত্র প্রভৃতি  
নিষ্ঠুর তত্ত্ব লইয়া কবিতা লিখিতেই বড়  
সুখী হইয়া থাকেন। মনুষ্য মনুষ্যের নি-  
কট যাছা বলিতে পারে না, মনুষ্য মনু-  
ষ্যের নিকট যাছা শুনিতে চাহে না,—  
শুনিতে পারে না, তিনি কবিতায় সেই স-  
কল প্রভাবা কথা অতি মনোহর ভাষায়  
প্রকটন করিতেছেন এবং সংপ্রতি ঐরূপ  
একখানি কাব্য লিখিয়া তাঁহার ভাষ্যার  
নামে তাহা উৎসর্গ করিয়াছেন। এই  
কাব্য তাঁহার ইতিহাস, এই কাব্য তাঁহার  
উপন্যাস। ইহার অক্ষরে অক্ষরে তাঁহার  
আত্মকথা। তিনি কোন একটি সরলহৃদয়া  
কুলবালাকে কিরূপ কোণলে ও কুহকে  
বন্দন করিয়া কুলপিঞ্জরের বাহিরে আনিয়া-

ছেন, আর একটিকে খাতিরের আশ্রয় পা-  
 ত্রিখে কেন ভাঙ্গা করিয়াছেন, তৃতীয়  
 একটিকে প্রণয়কলহে একবার পরিত্যাগ  
 করিয়া পুনরায় কি উপায়ে নগরের উপ-  
 বস্ঠে স্বকীয় উদ্যানে লইয়া গিয়াছেন,  
 চতুর্থ একটিকে নর্তকী বা নাচিয়া দেয়া মা-  
 স্পেন প্রভৃতি সামগ্রী সহকারে পাঁচ ইয়া-  
 রের মজলিসে কিরূপে সভায় আনিয়া  
 দেখিয়াছেন, ইত্যাদি বিষয়ও উল্লিখিত  
 কাব্যখানিতে বিবিধ মধুরচ্ছন্দে বিন্যস্ত  
 হইয়াছে। সুতরাং তাঁহার জন্য তাঁহাকে  
 ইহা বলিয়া অবশ্যই এইরূপ আশ্বাস দি-  
 তেছে যে,—‘হে কবিবর! হে বঙ্গীয় বী-  
 ণাপাণির কাব্যবনের নূতন ভ্রমর! তুমি  
 আর অকারণ করুণস্বরে রোদন করিও না।  
 তুমি বাঁহার জন্য এই কাব্য রচনা করি-  
 রাছ, রচনা করিয়া বাঁহাকে ইহা উপহার  
 দিয়াছ, তিনি অতঃপর নিঃসংশয় তোমাকে  
 রসিক বলিয়া মানরে সম্বোধন করিবেন,  
 এবং বঙ্গদেশের গ্রামস্থ ও নগরস্থ উভয়  
 শ্রেণীস্থ রসিক পাঠকই ইহার অভাস্তরীণ  
 রসের স্বাদ গ্রহণ করিয়া তোমার ক্ষমতা  
 ও গুণবস্তা, তোমার ভাবুকতা ও রসশাস্ত্রে  
 অবিদ্যতার কথা সর্বত্র ধোঁবণা করিতে  
 প্রবৃত্ত হইবেন।’

যদি উদাহরণের বাস্তব প্রদর্শন আব-  
 শ্যক হইত, তাহা হইলে আমরা প্রাপ্ত  
 কাব্যগত রসিকতা-বহু সংখ্যক উদাহরণ  
 পাঠকবর্গের নিকটে অনাগ্রাসে উপস্থাপন  
 করিতে পারিতাম। কিন্তু বোধ হয়, আ-

মাদিককে সে আশ্বাস পাইতে হইবে না।  
 বাঁহারী বাঙ্গালী কাব্যের অনুশীলন কি  
 সমালোচন করেন, আমাদিগের ভরসা  
 আছে যে, তাঁহার সকলেই একটাকো  
 আমাদিগের কথার মায় দিবেন এবং উ-  
 ল্লিখিতরূপ রসের লহরিতে ভাসিয়া যে  
 বাঙ্গালি ও বাঙ্গলা সাহিত্য প্রাণে মরি-  
 বেছে, ইহা ছন্দগত সজ্জিত স্বীকার  
 করিবেন।

তবে কি রসিকতা ও রসের কথা  
 পাণ্ডা? প্রকৃতির এই রমণীয় অমৃত-নিকে-  
 তনে উপবেশন করিয়া, এমন কথা বুধে  
 আনিতেও আমাদিগের সাহস হয় না।  
 আমরা যখন জ্যোৎস্বময়ী যামিনীর সেই  
 অচিন্তনীয়, অনির্দ্বন্দ্বীয়, উদাস্যাব্যঞ্জক শো-  
 ভাদর্শনে নিমোদিত হইয়া আপনাকে আ-  
 পনি ভুলিয়া যাই, তখন আত্ম-স্মৃতির প্রথম-  
 ক্ষুণ্ণেই অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ হইতে  
 এইরূপ বলিতে থাকি যে, ইহা দেখিলেও  
 বাঁহার জন্যে রস-সংকার হয় না, তিনি  
 চণ্ডীশব্দে অন্ধ, তিনি মনুষ্য নহেন, তিনি  
 মূঢ়। আমরা যখন সহসা কোন অবিদ্যার  
 মধ্যে প্রবেশ করিয়া, অটবীর শ্যাম-  
 কান্তিতে প্রতিবিম্বিত সায়ন্তন সূর্য্যের অ-  
 পরূপা কান্তি অবলোকন করি—সূর্য্যের  
 আলোক বৃক্ষের পাত্রে পাত্রে ও পত্রান্ত-  
 রালে প্রলাপিত ভাবে জড়িত হইয়া কি-  
 রুণ হাসিতে থাকে ও খেলিতে থাকে,  
 যখন আমরা স্তিমিত নেত্রে তাহা দর্শন  
 করি, তখন ইহাই প্রথম মনে হয় যে, এই

মাতুরী, এই তরুণী, এই লতাভিনী, এই নিমন্ত্রণ সৌন্দর্য্যমণি সম্মুখীন হইয়াছে। তিনি চক্ষুঃশব্দে অন্ধ, তিনি মনুষ্য নহেন, তিনি মূঢ়। আমরা যখন কোন প্রশস্ত-কদম্ব ও প্রসন্ন-সলিল প্রোতপ্নিনীর পুলিনপ্রান্তে উপ-বিষ্ট হইয়া উহার ওরফারাজির সহিত পূর্ণ-চন্দ্রের প্রভা-তরঙ্গের লীলানৃত্য নিরী-কণ করি, প্রোতপ্নিনী চন্দ্র-কিরণ-স্পর্শে প্রমত্ত হইয়া, বসে চন্দ্রহার পরিয়া, চন্দ্র-মালা পরিয়া, কুলু-কুলু শব্দে কতই কি কহিতে থাকে, আমরা যখন কণ্ঠ তরিয়া তাহা প্রবণ করি, তখন মুখে কথা না ফুটি-লেও হৃদে ইহা বলি যে, প্রকৃতির এই চাক-দৃশ্য দর্শনে, এই অপরিষ্কৃত রসলাপ প্র-বণেও বাঁহা হৃদয় রসসঞ্চারে আত্ম হইয়া না, তিনি চক্ষুঃশব্দে অন্ধ, তিনি জ্ঞান-শব্দে বধির, তিনি মনুষ্য নহেন, তিনি মূঢ়।

কথা নবরস, প্রকৃতির এই অনন্ত বিস্তারিত মনোভাষা,--অনন্ত রস। তু-ষার-সমারত ছন্দীকায় পূর্ণতার কাছে রসের এক কাহিনী, তরুণাখ্যাবিলম্বিত পুষ্প-স্তবকের কাছে রসের আর এক কা-হিনী। সমুদ্রের ফেণায়মান ধূ ধূ বিস্তারে রসের এক কথা, সরোবরের স্বচ্ছ সলিলে রসের আর এক কথা। বাঁহারা যথার্থ রসলিপ্সু, যথার্থ রসিক। তাঁহারা এই র-সই পান করিতেছেন এবং চিরকাল এই

রসই পান করিয়া কৃতার্থ হইবেন। বিজ্ঞা-নের গভীর মূর্তি এই রসের সংস্পর্শ পা-ইয়াই সাধকের নিকট মুখামুখী বলিয়া প্র-তিভাত হয় এবং প্রকৃত কবিতাও এই র-সের গণিকা লইয়াই, কোকিলার মায় কলকণ্ঠে গাইয়া গাইয়া সর্বত্র মুখা বিত-রণ করে।

পাঠক, তুমি কি প্রকৃতির এই রসো-পুষ্কারে উপেক্ষা করিয়া,--বিজ্ঞান ও ক-বিতা চিরপ্রীতি-কল্পতীর মত সম্মিলিত-স্বরে যে গভীর গীত গাইতেছে তাহাতে কণ পাও না করিয়া, শুধু ভ্রমরওজন সদৃশ তরল রসের তরল কথা শুনিতেই ভাল-বাস ? যদি তাহাতেই তোমার হৃদয়ের তৃপ্তা ও লালসা থাকে, তবে এস,—যে খানে কল্পনার কৃষ্ণবনে শকুন্তলা মাধবী ও সহকারের সহিত স্নেহকঙ্কণে কথোপ-কথন করিতেছেন, রামচন্দ্র রমণী কুলের মুকুটমণি জনকনন্দিনীকে বাহুলতা উ-পরে রাখিয়া, চারি চক্রে চিত্রপট দে-খিতেছেন, অথবা রোমিও জুলিয়টের গগাকতলে পণ্ডায়মান হইয়া হৃদয়ের পূর্ণপূর্ণ প্রবাহ অপূর্ণ মাহুতীভাষায় ঢালিয়া দিতেছেন, সেই স্থলে গমন করি। কি গভীর, কি তরল, রসের কথা শুনিতে চাও ত কোকিল ও ভ্রমরের নিকট যাও। কাক ও ভেকের নিকট কে কবে রসের কথা শুনিয়া তৃপ্ত হইয়াছে ?

## সমালোচনা ।

১। “নিভৃত-নিবাস। কাব্য। প্রথমখণ্ড। জীৱজন্তু রায় বিরচিত।”  
—আমরা রাজকৃষ্ণ বাবুর ষণ্ণপঞ্চপাণ্ডী। তাঁহার কবিতায় স্মৃতি নৈপুণ্য নাই, উদ্ভীপনা নাই। কিন্তু আমরা তথাপি তাঁহার তরল ও প্রাজ্ঞ পদাবলী পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়া থাকি। ধর্মসম্বন্ধে সুবর্ণাংশি। এবং সুবর্ণের সূক্ষ্মায়ত বিতত পত্রে যে প্রভেদ, প্রগাঢ় রচনার রসপূর্ণ কবিতার সহিত রাজকৃষ্ণ বাবুর কবিতারও সেই প্রভেদ। ইংলণ্ডীয় গ্রের শোক-গীত নামক প্রসিদ্ধ কবিতায় বনকুম্বের অলোক-ছুট, অনাজাত মৌন্দ-ধীর একটি আশ্চর্য্য বর্ণনা আছে। সেই বর্ণনাটি অপেক্ষা-প্রাণিত তত্ত্ব-সূত্রের ন্যায় যার পর নাই সংক্ষিপ্ত, সুতরাং যার পর নাই গাঢ়। পাঠ মাত্রেই সেই শব্দ কয়টি পাঠকের হৃদয়ে গিয়া চিরজীবনের জন্য সূত্রিত হয়, এবং সেই শব্দগণা নিগূঢ়ভাবে থাকিয়া থাকিয়া যেন পড়ে ও মনে এই সংসার-সমুদ্রের অনন্ত তরঙ্গ তুলিয়া দেয়,  
—এই অনন্ত জগতের অনন্ত সূন্দরচ্ছবি স্মৃতি ও কল্পনার সারিধো অঙ্গপরিচ্ছন্ন ভাবে ধীরে ধীরে প্রদর্শনের জন্য লইয়া আইসে। রাজকৃষ্ণ বাবু নিভৃত নিবাসের একটি কবিতায় সেই ভাবটিকে তরল বা-  
জালায় ছড়াইয়া দিয়াছেন। কিন্তু গ্রন্থ

কৌশলে এই অনুবাদও একান্ত মনোহর ছইয়াছে। আমরা কবিতাটি উদ্ধৃত করি-  
লাম। বাঙ্গালি কবি, বাগানের ফুলে মাগা গাঁথিয়াও, তাহাতে বনফুলের শোভা কিরূপ ফলাইতে পারিয়াছেন, পাঠক তাহা দেখিয়া হৃদয় ছইবেন।

—“প্রিয়তমে, হৃদয়েশি! এপোড়াকপালে  
তোমা হেন সুরভিত সুললিতকুল  
সরস থাকিবে কেন? হায়রে, অকালে  
নীরস, বিশীর্ণ মোর কুসুম অতুল।  
বনের কুসুম বনে আপনিই ফুটে,  
নিজে হাসে, নিজেদোলে, নিজেই খেলায়;  
অম্বরে সৌরভ তার আপনিই ছুটে,  
বনের কুসুম বনে আপনি শুখায়।  
কেহ নাহি করে তারে আদর যতন,  
কাঞ্জেই না হয় মায়া নাহি কঁাদে মন।”

যদি নিভৃত-নিবাস শুধু এইরূপ ভাব-  
নুবাদেই পূর্ণ থাকিত, তথাপি আমরা ই-  
হার প্রশংসা করিতাম। কারণ, কবিতায়  
কবিতার অনুবাদ নিতান্ত অনায়াসসাধ্য  
নহে। এদেশের একজন যশস্বী কবি বা-  
জালায় সংস্কৃতের অনুবাদ করিতে গিয়াও  
উপহাসিত ছইয়াছেন। যদি বাঙ্গালায় সং-  
স্কৃতের অনুবাদই এত কঠিন, তাহা হইলে  
ইংরেজীর অনুবাদ কত কঠিন, তাহা লিপি-  
কম ব্যক্তি মাত্রই অনুভব করিতে পারেন।  
কিন্তু নিভৃত নিবাসের সমস্ত বা অধিকা-

শুধু যে কবিতার কথা অনুকৃতি, অমর  
মরে। ইহার অনেক কবিতা যুগে যুগে  
নিতান্ত মধুর, কিন্তু কোন কবিতাই তাত্ত্বিক  
তরঙ্গময়ী নহে। সাধারণতঃ কবিতা কবিকে  
কবি বলয়ের অযোগ্য বলেন, তাহার কারণ  
পরিহাস-রসিক, না হইলে ভ্রমাত্মক। অমর  
অরোজিনী ও নিভৃত নিখামের মত উপা-  
দেয় কাব্য, উচ্চতর শব্দিক পরিচয়ক না  
হইলেও উপেক্ষা কি অবজার বস্তু নহে।

২। “উপদেশ মঞ্জরী। জিনিষচক্র  
বিশারদ ভট্টাচার্য প্রণীত”।—এস্থের ক-  
লেবর চতুর্দশ পৃষ্ঠা। এস্থের বিষয় বি-  
দ্যাশিক্ষা, ধর্মোপার্জন, অহঙ্কার, ইত্যাদি  
প্রসঙ্গে চিন্তাশূন্য প্রচলিত উপদেশ।  
যথা, “অভিমানের প্রদান সহচর ঘেব,  
অতএব যিনি অভিমানের বশবর্তী, তিনি  
ঘেবেরও দাস হইয়াছেন, সংশয় নাই”।  
যাহারা মানবজগতের ইতিহাস শাস্ত্র প-  
র্যালোচনা করিয়াছেন এবং মহত্ত্বের অব-  
তার-রূপ প্রকৃত মহানুভাব পুরুষদিগের  
জীবনচরিত সমালোচনা করিয়া জীবনের  
নীতিরূপে শিখিয়াছেন, তাঁহারা এসকল  
অর্থশূন্য কথা তুলি হইবেন কি না, জা-  
নিম। এস্থকার একজন প্রাচীন প্রণীত  
পণ্ডিত; অতএব বাঙ্গালার অনুশীলনে  
তাঁহাকে উৎসাহ দেওয়া আমরা উচিত  
জ্ঞান করি।

৩। “শোকাঞ্জলি। ১৮৭৮ সনের  
১ই মার্চ তারিখে জিলজীহুক অনবরত  
এসলী ইডেন বহুদেয়ের লেপ্টেনেন্ট রায়-

বরকে সি, এস. আই, সাহেব মহোদ-  
য়ের উদ্যোগে শুভাঙ্গনোপলক্ষে জীকা-  
লী কমল রত্ন প্রণীত”। ইহা একখানি ক্ষুদ্র  
পাদ্যপ্রবন্ধ। এস্থকের শব্দবোধ্য আছে,  
এই শব্দকে সহিত শব্দার্থের সমতা  
আছে। অত্যাধিক করিলে, তিনি পদ্যরচনার  
পটু হইবেন বলিয়া অনুমান হয়। আমরা  
তাঁহার একটি প্রাক্কিনের উদ্ধৃত করিলাম।  
এস্থকার বিখ্যাত কান্তিকের সেই ভয়ানক  
কটিকাবস্তুর বর্ণনা লিখিতেছেন,

“সেইদিন ডুবিলাম লবঙ্গস্থ জলে,  
যেন মছাইতে পুষ্টি তীব্র নিশ্বনে  
বহিল উত্তলে ছোত কল কল কলে,  
ভাসিল সকলদেশ সে ঘোর প্রাবনে।  
দরিলে সে দুঃখরাশি কেটেয়ায় বুক  
চিরতল কেন নাহি করিল সে জল?  
তহব আর কে সহিত এ বিষম দুঃখ।  
কে খণ্ডাবে ভবিতব্য লিখা করফল?”

৪। “সাহিত্য-রিমু। জীজানীকী-  
নাথ চট্টোপাধ্যায় সংকলিত”।—ইহাতে  
সত্যবদর্শন, পুনঃস্থাপন, রাজ্য প্রতাপ-  
সিংহ ইত্যাদি শিরোনামে নীতিবিষয়ক ও  
ঐতিহাসিক কথামূলক কতকগুলি গদ্য-  
প্রবন্ধ আছে। এই প্রবন্ধখানি বালক-শি-  
কার উপযোগী। লেখা স্থানে স্থানে  
অপরিশুদ্ধ এবং কোম কোম স্থলে ব্যাক-  
রণ বিকল ও অশুদ্ধ হইলেও সাধারণতঃ  
প্রাঞ্জল। আমরা একটি অন্তর্ভুক্তি এস্থলে  
দেখাইয়া দিতেছি, ভরসা করি এস্থকার  
এস্থের পুনঃসংস্করণে এইরূপ ভ্রমপ্রমাণ

পরিচয় করিয়া নিবেদন। যাহা, পিরাহি-  
ডের বর্ননার ও পুস্তক, ইহা অল্প  
সময়ের মধ্যে বিবরণ হইতে পারে।, ব্যা-  
করণ ও ভাষার চিত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।  
“বিলয় পাইতে পারে, কি” “বিলীন হ-  
ইতে পারে” লেখা যায়। “বিলয় হইতে  
পারে” কথার এইরূপ লেখা যায় না।  
কারণ নয় শব্দের অর্থ সংলেশ ও দ্বিলাপ;  
সংশ্লিষ্ট ও বিলীন নহে।

৫। “আকেপের কলিকাতা ভবা-  
নীপুর, ওরএটাল প্রোমে, কলিকাতা  
বিদ্যারত্ন কলিকাতা মুদ্রিত”। প্রমুখ্যের নাম  
কমলকামিনী। তিনি যে একটি সুশিক্ষিতা  
কুলকামিনী তাহার আর সম্ভেদ নাই। তাঁ-  
হার এই প্রগাঢ়-বিজ্ঞানের কবিতাগুলি মিষ্ট  
ও মধুর। আমরা মিষ্টতার অনুরোধে দুই  
তিনটি কবিতা নিম্নে তুলিয়া দিলাম।  
সখীরে! —

চেনে দেখ, দিনমণি রায়, যায়, যায়;  
এদোষ-অশ্রুতলে, কাদমিনী ছুটেছে,  
ঝলসিছে যুগ্ম যুগ্ম সরসীর গায়;  
বিষাদিনী কমলিনী সলিলশযায়।

\* \* \*

সখীরে! —

কমল কমল-আখি ওই দেখ বুদিল;  
কুমুদিনী হাসি, হাসি, আনন্দ-মাগারে ভাসি,  
দীর্ঘ দীর্ঘ আখিমেল মাথপামে চাইল;  
রজত-কিরণ, মরি, সে বদনে খেলিল।

সখীরে! —

কেন লো সহসা আজি হৃদয় কামিল?

আগেই জ্ঞানসি। যদি, হৃদয়ের কেন জ্বল  
হৃদয়-হৃদয় কেন পোড়া দেহ পুড়িল?  
না জানি কপালে সখি আজিকিবা ঘটিল।

\* \* \*

সখীরে! —

মনে হয় যেন সেই এ হৃদয়ে পশিয়া,  
লইয়া হৃদয়-যন্ত্র, মলয়ে মিশায়ে তন্ত্রি,  
ডাকিছে মোহনরবে, সে যন্ত্রেতে খেলিয়া;  
রাধাকৃষ্ণে বঁাকা যেন বেণু বাঁশী পরিয়া।

যদি সকলগুলি কবিতা এইরূপ হইত,  
তাঁহা হইলো আমরা শুধু প্রশংসা করিয়াই  
আমুখানি পরিভাগ করিতে পারিতাম।  
কিন্তু ‘আকেপের’ বিষয় এই প্রমুখ্যের  
আত্মনিগদে এইরূপ সহজে বিদায় লইতে  
দিলেন না। তিনি প্রিয়-বিরহের প্রীতি-  
কর প্রসঙ্গে হৃদয়ের উচ্ছলিতবেগে কয়ে-  
কটি ভাব কবিতা লিখিয়া পরিশেষে, কি  
ভাবে, কি হেতুতে জানি না, কয়েকটি  
অভিকন্দ্য কবিতা এই গ্রন্থে নিবন্ধ করি-  
য়াছেন। উক্তার একটি কবিতার স্মৃতি-  
রূপে উল্লেখ না থাকিলেও ভাবতঃ তিনি  
‘অজের রাধা হইয়া বসিয়াছেন এই তাঁ-  
হার ‘মনচোর’ মদনমোহনকে চন্দ্রাবলীর  
চাকবল্লভ এবং কুজার কেলিনায়করূপে ব-  
র্ণনা করিয়াছেন। তিনি অবশ্যই মনে ক-  
রিয়াছেন যে, হৃদয়ে লোকে তাঁহাকে  
রসিকা বলিবে; কিন্তু আমরা তাঁহাকে  
অতি কাতরবচনে এই কথা সহস্রবার ব-  
লিতে পারি যে, কি বঙ্গদেশের সুশিক্ষিত  
ভক্তসমাজ, কি এই চিরজুগত বিনীত বা-



কথ, কেহই এই কথার্য্য রসিকতার উল্লেখ দাতা নহে।

৩। “নীতিরহস্য। প্রকালীক-  
শোর চক্রবর্তী প্রণীত”।—এই নীতিবি-  
ষয়ক প্রথমটি পদ্যগ্রন্থ। ইহার দুই একটি  
পদ্যরচনা অংশতঃ প্রীতিপ্রদ হয়।

৭। “অপদর্শনে অভিজ্ঞান (দার্শ-  
নিক) কাব্য। বেনারস নিবাসিনী জীমতী  
কুবনমোহিনী দেবী প্রণীত ও জিরিমন-  
বিহারী মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত”।  
দর্শনশাস্ত্রের গুঢ়াদপিগুঢ় অগম্যতত্ত্ব লইয়া  
কাব্য রচনা করা অনেকেরই শোভা পায়  
না। দেবী কুবনমোহিনী আশাদিগের  
বিবেচনার এইরূপ আয়াস-সাধ্য বাপারে  
হস্তক্ষেপ করিয়া ভাল করেন নাই। তবে  
ইহা অবশ্যই বলিতে পারি যে, তাঁহার  
রচনাশক্তি আছে এবং জীলোকের রচনা  
বলিয়া এই গ্রন্থ আদরযোগ্য।

৮। “মনুসংহিতা ও কুলুকভট্ট।  
অর্থাৎ মহর্ষি মনুর মতের সহিত কুলুকভ-  
ট্টের মতের তুলনায় সমালোচন। ভূত-  
পূর্ব ‘সার্ব্যপ্রতিভা’ সম্পাদক প্রকৈলাস-  
চন্দ্র বোষ প্রণীত”। এই গ্রন্থটি প্রশং-  
সাহ হইয়াছে;—লেখা উৎকৃষ্ট, লেখ-  
কের বিজ্ঞানবৃত্তা ও চিন্তাশক্তিও সম্যক।  
প্রাচীন তত্ত্ব লইয়া এইরূপ আন্দোলন ক-  
রিলে, যেমন ইতিহাসের পথ খুলিবে, বা-  
লালা ভাষারও তেমনই উপকার দর্শিবে।

৯। “সাহিত্যরহস্যবলী। জিরি-  
মোহন মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সংকলিত”।

জিরিমোহন বাবুর এই গ্রন্থকথার্য্য হার-  
হরি পুস্তিকার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহার  
উৎকৃষ্ট রচনা আছে, উৎকৃষ্ট গদ্য এ-  
বং সাহিত্য এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের অম-  
ূল্য সংকলিত একটি গ্রন্থের আদে।

১০। “বিশ্ব-বিষয়চিকিৎসা। জি-  
রিমোহন যেনগুপ্ত প্রকাশিত”।—এই গ্রন্থ  
খানি লেখকের স্বরূপ নাই অনুসন্ধিৎসা  
ও অধ্যবসায়ের পরিচয় প্রদান করিতেছে।  
গ্রন্থকার নকলনবিশ নছেন। পদার্থশাস্ত্র  
ও চিকিৎসাশাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ ব্যুৎ-  
পন্ন আছে এবং তিনি নিপুণ কবি।

১১। “জীমুতবাহন। (পূজাপদ্ধতি)  
ঐসমুদ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক বিরচিত ও  
প্রকাশিত”।—নারায়ণ দেবার পুরাতন  
পুথির মত ইহা একখানি বৃহৎ পুথি। ই-  
হার কলেবর বড় পৃষ্ঠা, সুগুণে প্রারিণাট  
আছে। ইহা এক নাম জীমুতবাহন।  
এই জীমুতবাহন ইন্দ্র মনোহর, ইনি এক বৃ-  
তন দেব। গ্রন্থকারের ইচ্ছা যে, জগতে  
ইহার পূজা প্রতিষ্ঠিত হউক।

১২। “কুলুকভট্টের বিচার। জিরি-  
মোহন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত”। প্রথম সংস্করণ  
ম।—বিজ্ঞানময় শাস্ত্রতত্ত্বে বেরূপ জ্ঞান  
আদিরসের উপকথা এবং উপকথার অব-  
সানে নীতি কথা আছে, এই গ্রন্থখানি  
তেও সেইরূপ উপকথা ও নীতিকথার অ-  
নুভূতিগুণ দৃষ্ট হইল। প্রকৃত এই, বিজ্ঞ-  
ানময় সংস্কৃত যেমন পরিপক্ব প্রীতিপ্রদ,  
ইহার সংস্কৃত সেইরূপ পারিপক্ব ও প্রীতি-



একজনকে আরেকজনের এইরকম প্র-  
তিবেদন শুনেই হইয়া হইয়া করিয়া-  
ছেন। এই প্রকারেই প্রায় সকলের  
জানো যাইতে পারে।

১৩১. "কামিনী কলক।" উদিলপুর-  
সংস্কৃত-শালা-সংস্কৃত-শালা-পাঠ্য-  
পুস্তক-প্রণেতা। বিচিত্র।—এই  
এক সংস্কৃত-রচিত, কিন্তু ইহার রচনা  
অসংলগ্ন মধুর। পাত্তবর স্ববীকণ  
শাস্ত্রী আধুনিক সংস্কৃত-লেখকদিগের  
মধ্যে সন্মানের আরম্ভ পাইবার যোগ্য।  
উহার রস বোধ আছে, উদ্যোগ আছে  
এবং নির্দিষ্টও বিলক্ষণ ক্ষমতা আছে।

১৩২. "কামিনী কলক।" উদিলপুর  
শিবাসী জীবনচরিত্র বোধ প্রণীত। উ-  
দিলপুর শিবাসী জীবনচরিত্র গ্রন্থের আ-  
নন্দে সংকলিত।—এই চৌক পৌনঃ-  
পুটার চিহ্ন, কামিনী কলক নামে অভিহিত  
না হইয়া, কলমের কলক বশিষ্ঠা অভিহিত  
হইলেই ভাল ছিল। জল-প্রাণ-বিপন্ন।  
একটি ভদ্র মহিলা দয়া হস্তে নিপতিতা  
হন, দয়ায়ী উহার রথ নষ্ট করে, একথা  
কামিনী-কলক কিসে জানিল? লেখা  
শক্তিমান হইয়া উহার কখনও কথ-  
নক বাস্তবিক পড়িয়া থাকেন। "লোক  
অকল্যাণের নহে" এই নীতি অবলম্বন ক-  
রিয়া উহার ক একটি পংক্তি নির্দিষ্টা-  
ছেন। এই গ্রন্থের সকলোই পংক্তি কু-  
ষি কামিনী-কলকের নিকট ভাল লাগিল।  
সমস্তই স্থান পাঠে বেগী হইল, বেশ কান

উহার নিকট নিত্য নিপীড়িত, নিরু-  
পস্থায় অবস্থান করিতেছে—তিনি  
তাহাকে ভালবাসেন না, সেও উহার  
নিকট পারিবারে প্রবেশে চাহেন না।

১৩৩. "কামিনী কলক।" উদিলপুর-  
জীবনচরিত্র বোধ প্রণীত।—এই গ্রন্থ-  
টির লেখক লক্ষ্যমণি অমৃত। কিন্তু  
ইহাতে অসংলগ্ন করিয়া কিছুই নাই। কা-  
লিদাসের সেই লীলাবতী লেখা পড়িয়া উহার  
পর ইহা পাঠ করা সময়ের অপব্যয় মাত্র।  
উদিলপুর শিবাসী-একটি নীতি মিলে উক্ত  
ইদগু আশাসিগের বোধ হয়, বাজা  
নীতি-সাধারণতঃ ইহা অপেক্ষা অধিকতর  
ললিত, মধুর ও মনোহর হইয়া থাকে।

"কলমের আদ্যোপচিত, প্রবোধ কথানা শুন?  
জান তুয়া পুত্র, বিনিবে না সে রতন।  
হে বিদ্যাভ্যাস, লক্ষ্যে বহিঃ, কিনিতে প্রাণেশ্বরী,  
না না না বিনয় করি যার বাক" এজীবন।  
এই কি কুসুম-বাণ, কহ মাত্র। মৌর স্থান,  
বজ্রহতে পরশাণ, বিধিছে যে এ পতাণ।  
এই কি সুন্দর আশু, বিতর ওহে সুখাশু  
জন ও সুখার অশু নহিছে—পাবক বেন।

১৩৪. "বিজয়া, উপহার।" জীবন-  
লাল সরকার প্রণীত। "গিরিজা-বালা  
উমা বিজয়া দলীতে জনক নিবাস পরি-  
ভ্রমণ করিয়া কৈলাসে বসিতেছেন,—এই  
কথা অসম্ভব এক লম্বাঘন কুসুম আশুখানি  
বিরচিত হইয়াছে। ইহার মুদ্রণ-পারিপাট্য  
মনোহর, রচনাও অনেক স্থানে সুন্দর। কা-  
বরী একজন উহার পাঠে পংক্তি উদ্ধৃত ক-

শিলায় পোদা ধর, এই আঁটি থেকে পাঠক-  
বর্গের নিকট পৌঁছানো কবিতা অ-  
পেক্ষা অধিক হয়, যত বলিয়া প্রতীত হইবে।

“প্রাণের প্রতিমা পাঠাতে উদাহরে,  
কানে ঘিরি কানে ঘিরে,  
কানে ঘিরে কানে ঘিরে পাগলিনী প্রাণ,  
বাঁজে প্রতিমা গিরি গদ্য।”

\* \* \*

“বায়ু স্তব্ধে স্তব্ধ, গতি শূন্য প্রাণ,  
শিখরি মার্জিত হরিল কর,  
ঘন ওম্বরত হইল জগৎ।

মায়া আবরণে হাইল অধর।

১৭। “শ্যালক বিরোগ কাব্য।  
প্রথমখণ্ড।”—ইন্দ্রনাথ বাবুর রামদাস  
শর্মার ভারত উদ্ধার নামক বাঙ্গালা লি-  
খিতা বঙ্গ প্রতিকৃতি হইয়াছেন। এই  
বিরোগ কাব্যের রচয়িতা রামদাস শর্মার  
বাঁজে যেরূপার লক্ষণবিশিষ্ট। রামদাসের  
প্রতি ইহাও অচলা ভক্তি আছে, কিন্তু রাম  
দাসের লেখা নকল করিবার উপযোগিনী  
গম্যতা আজও ইহার জন্মে নাই। সাহসী  
রামদাসের ‘জলে কুল ভাসান’ পড়িয়াছেন,  
তাহার বিরোগ কাব্যের নদী-তট-দর্শন-  
জন্ম। চিত্রার এই কবিতাটি ‘ককন’।  
নদী তটে।

কোথা যাও নদী, আজি ধীরে ধীরে বলনা ?

কার জবেবণতরে

কুহেলি কুহেলি কুহেলি

বাইতেছে একমনে করে করে ছলনা

নদী তুমি হল না ?

আজকে তোমার তটে আসিয়াছি কানিতে  
একি কামা কানিবে

নরনে হইল কানিবে

হৃদয়টি তাকা খেলে আসিয়াছি কানিতে  
নদি আসিয়াছি কানিতে।

আমার মনের জ্বালা-জ্বার করে কহিবা  
জানিতে বাসনা যদি  
হয়ে থাকে তোর নদী

আমার মনের কথা জবে তোর নদী  
নদি তোর শরীর।

\* \* \*

কথা কও কথা কও

যমবেতে কোথা বণ্ড

তুমি কি শিখিয়াছ মানিনীর মন ?  
এবে দেখো অস্ত্রমান।

হৃদয়ের স্তরে স্তরে জন্মগত অনন্য

নব বিধবার ন্যায়

জুলিতেছে হার হার

একুশতাব্দে অধুনা আসিয়াছি শূকাগে,  
নদি নিগ্ন নাকে জ্বালায়ে।

সন্ধান পাইলে কত অভিনব লেখক,  
নব নব নব নব

তুলসী যখন মনে

ওচিবে মধুর মধু অঙ্গিনীত-মাণিক্য

কখনো লেখক।

জানিতে মনের কথা মনোবাঞ্চে রেখেছি  
এক্ষণে হৃদয়ে গিয়া

কেমনে বুঝাই শিখা

বলে দেও শৈবলিনী যুগলমে যুগলি

শৈবলিনী যুগলমে চলেছি।

